বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

একত্রিংশ সাংবৎসরিক

কার্য্যবিবরণ

কলিকাতা ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দির

হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩৩৩

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

একত্রিংশ সাংবৎসরিক কার্য্য-বিবরণ

বর্ত্তমান ১৩৩২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ একত্রিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া দ্বাত্রিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। সদস্যগণ ও সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে একত্রিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ লিপিবদ্ধ হইল।

বান্ধব

আলোচ্য বর্ষে কেহ নূতন বান্ধব হন নাই। নিম্নোক্ত তিন জন বান্ধবই পূর্ব্ব হইতে রহিয়াছেন,—(১) মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, (২) মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর, (৩) মহারাজ শ্রীযুক্ত রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর।

সদস্য

১৩৩২ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা এইরূপ ছিল,—(ক) বিশিষ্ট—১০, (খ) আজীবন—৬, (গ) অধ্যাপক—৫, (ঘ) মৌলবী—০, (ঙ) সহায়ক—২১ এবং (চ) সাধারণ ২০০৭ মোট—২০৪৯।

আলোচ্য বর্ষে (ক) বিশিষ্ট-সদস্য, (খ) আজীবন-সদস্য এবং (গ) অধ্যাপক-সদস্যের সংখ্যায় কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। এতদ্ব্যতীত কোন ব্যক্তি (ঘ) মৌলবী-সদস্য-পদও গ্রহণ করেন নাই।

(ঙ) সহায়ক-সদস্য

আলোচ্য বর্ষারম্ভে পরিষদের ২১ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে ৪ জনের স্থিতিকাল পূর্ণ হওয়ায় ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনে তাঁহারা পুনর্নির্ব্বাচিত হন। এতদ্ব্যতীত অন্যতম সহায়ক-সদস্য রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অকালমৃত্যু ঘটায় এই শ্রেণীর সদস্যসংখ্যা বর্ষশেষে ২০, হইয়াছে।

(চ) সাধারণ-সদস্য—কলিকাতা

বর্ষারম্ভে কলিকাতাবাসী ১২০২ জন সাধারণ-সদস্যের মধ্যে ১৪ জনের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে এবং একজন পদত্যাগ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ৭৪ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ষশেষে কলিকাতাবাসী সদস্য-সংখ্যা ১২৬১ হইয়াছে।

মফস্বল

বর্ষারম্ভে ৮০৫ জন মফস্বলবাসী সদস্যের মধ্যে ৭ জনের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। বর্ষমধ্যে ২০ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্য বর্ষশেষে মফস্বলবাসী সদস্য-সংখ্যা ৮১৮ হইয়াছে।

এইরূপে বর্ষশেষে শ্রেণীভেদে নিম্নলিখিতরূপ সদস্য-সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে,—(ক) বিশিষ্ট———১, (খ) আজীবন———৬, (গ) অধ্যাপক———৫, (ঘ) মৌলবী———০, (ঙ) সহায়ক———১ (চ) সাধারণ———২০৭৯ (কলিকাতা—১২৬১, মফস্বল———৮১৮) মোট—২১২০

কলিকাতা ও মফস্বলবাসী ২০৭৯ জন সদস্যের মধ্যে কয়েকজন সদস্য পদত্যাগ করিয়া পত্র দিয়াছেন এবং কেহ কেহ চাঁদা দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন। যাঁহারা পদত্যাগ করিবেন বলিয়া পত্র দিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত পত্রব্যবহার চলিতেছে।

পরলোকগত সদস্য ও সাহিত্যিকগণ

বর্ষমধ্যে পরিষদের যে ২১ জন সাধারণ-সদস্য ও ১ জন সহায়ক-সদস্যের মৃত্যু হইয়াছে তাঁহাদিগের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল। এতদ্ব্যতীত ৫ জন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাহিত্য-বন্ধুরও পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে পূর্ব্বে কেহ কেহ পরিষদের সদস্য ছিলেন। পরিষৎ এই সকল সদস্য ও সাহিত্যিকগণের বিয়োগে বিশেষ ব্যথিত। ইঁহাদের বিষয়ে সাধারণ সভায় শোক প্রকাশ করা হইয়াছে। তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

সহায়ক-সদস্য

১। রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সাধারণ-সদস্য

১। স্যর আশুতোষ চৌধুরী
২। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
৩। কমলকৃষ্ণ সাহা
৪। রায় কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর এম্ এ
৫। রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর
৬। কৃষ্ণলাল সাধু এম এ, বি টি
৭। কবিরাজ কেদারনাথ কাব্যতীর্থ
৮। গৌরহরি সেন
৯। চারুচন্দ্র মিত্র
১০। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
১১। রায় দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর
১২। দাশরথি হালদার

১৩। প্রফুল্লচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৪। রায় বিনোদবিহারী বসু বি এ

১৫। বৃন্দাবনচন্দ্র রায়

১৬। রায় সাহেব শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস

১৭। শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮। ষোড়শীচরণ মিত্র এম্ এ,বি এল্,

১৯। সচ্চিদানন্দ দত্ত

২০। কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ সেন কবীন্দ্র

২১। সুরেশচন্দ্র গুপ্ত

সাহিত্যিকগণ—

১। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

২। গিরিজাকান্ত ঘোষ

৩। মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু

৪। ভবানীচরণ ঘোষ

৫। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন

বার্ষিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে ৪ঠা শ্রাবণ ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। পরিষদের সভাপতি মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিগত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইবার পর ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পঠিত হইবার সময় পরিষদের কার্য্যাবলীর বিষয়ে বিবিধ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়, তৎপর উক্ত কার্য্যবিবরণ গৃহীত হয়। একত্রিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ জ্ঞাপনের পর কতিপয় সহায়ক ও সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হন। অতঃপর পরবর্ত্তী বর্ষের জন্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয়। তৎপর উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত কতিপয় পুথি ও পুস্তক প্রদর্শনের পর চারিখানি চিত্রপ্রতিষ্ঠা হয়।

আলোচ্য বর্ষে ১০টি মাসিক ও ১১টি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। নিম্নে তাহাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

মাসিক অধিবেশন

১। প্রথম মাসিক অধিবেশন—১৫ই ভাদ্র, রবিবার। প্রবন্ধ—নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব। লেখক শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ। সভাপতি—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

২। দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—৫ই আশ্বিন, রবিবার। প্রবন্ধ—জৈনদিগের দৈনিক কর্ম্ম। লেখক—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ বি এ। সভাপতি—শ্রীযুক্ত ডাঃ [illegible]কুমার গুহ এম এ, ডি লিট্।

৩। তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—২২এ অগ্রহায়ণ, রবিবার। প্রবন্ধ—অর্থশাস্ত্রে সমাজতত্ত্ব লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ। সভাপতি—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র দত্ত।

৪। চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—২৯এ অগ্রহায়ণ, রবিবার। প্রবন্ধ—নীলকণ্ঠের ঘরটি জীবনী ও পদাবলী। লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবত-রত্ন এম এ। সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর।

৫। পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—৬ই পৌষ, রবিবার। প্রবন্ধ—বঙ্গীয় মৎস্যের তালিকা লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ, এম ডি, এম এস্‌সি, এফ জেড এস সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর।

৬। ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—২৬এ মাঘ, রবিবার। প্রবন্ধ—কবি সৈয়দ আলাওলের পদ্মাবতী। লেখক—অধ্যাপক মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ এম এ, বি এল্। সভাপতি—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

৭। সপ্তম মাসিক অধিবেশন—৩রা ফাল্গুন, রবিবার। প্রবন্ধ—হিন্দী-সাহিত্যে বিহারী লালের সতসঈ। লেখক—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ। সভাপতি—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনা দত্ত।

৮। অষ্টম মাসিক অধিবেশন—২৪এ ফাল্গুন, রবিবার। প্রবন্ধ—প্রয়াণ। লেখক—শ্রীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল। সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল ব. বাহাদুর।

৯। নবম মাসিক অধিবেশন—১লা চৈত্র, রবিবার। প্রবন্ধ—'বাঙ্গালা ভাষায় অনুজ্ঞা সম্বন্ধে মন্তব্য। লেখক—শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্। সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর।

১০। দশম মাসিক অধিবেশন—১৫ই চৈত্র, রবিবার। প্রবন্ধ—৺প্যারীচাঁদ মিত্র। লেখ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর।

বিশেষ অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এগারটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে একটিতে পরিষদের কার্য্য-সমালোচনা, ছয়টিতে সাহিত্যিকগণের পরলোকগমনে শো. প্রকাশ, একটিতে মাইকেল মধুসূদনের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব এবং তিনটিতে প্রবন্ধ বক্তৃতাদি সাহিত্যিক আলোচনা হয়। নিম্নে অধিবেশনগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইল।

১। প্রথম বিশেষ অধিবেশন—২৯এ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার। স্যর আশুতোষ চৌ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশার্থ আহূত। সভাপতি—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল নাট্যকলাসুধাকর। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল্ মহাশয় "স্যর আশুতোষ চৌ

নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার, রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর এবং সভাপতি মহাশয়, মৃত মহাত্মার বিষয়ে নানা আলোচনা করেন। এই অধিবেশনে পরিষদে মৃত মহাত্মার স্মৃতি রক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২। দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন—১লা আষাঢ়, রবিবার। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত। সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী মহাশয় স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিলে পর শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদের রচিত কবিতা পাঠ করেন। তৎপরে মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর "স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়" নামক এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস মহাশয় "৺স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডি এস্‌সি, ব্যারিষ্টার, শ্রীযুক্ত ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ এবং সভাপতি মহাশয়, মৃত মহাত্মার নানা সদ্‌গুণাবলীর আলোচনা করেন। পরিষদ্ মন্দিরে মৃত মহাত্মার স্মৃতি রক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৩। তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন—১৫ই আষাঢ়, রবিবার। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব। সভাপতি—শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল। শ্রীযুক্ত সুবোধ রায় ও শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবত-রত্ন এম্ এ মহাশয় "মধুসূদনের স্বাদেশিকতা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ এচ্ ডব্লিউ ময়েনো এম এ, পিএচ্ ডি, মাইকেলের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত এস্ বি নিস্, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর বি এ, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ, পিএচ্ ডি, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি এ, ডি এস্‌সি এবং সভাপতি মহাশয়, পরলোকগত কবির বিষয়ে নানা আলোচনা করেন।

৪। চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন—৩রা শ্রাবণ, শনিবার। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং "হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ" নামক বিষয়ে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

৫। পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন—১৫ই ভাদ্র, রবিবার। (ক) পরিষদের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার অবনতি, (খ) কার্য্যালয়ের বিশৃঙ্খলা, (গ) পুস্তকাগারের বর্ত্তমান অবস্থা এবং (ঘ) পরিষদের

গ্রন্থ এবং পত্রিকা প্রকাশের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ে আলোচনার জন্য এই অধিবেশন আহূত হয়। সভাপতি—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রায় পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্ত্তী এম এ, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত এম এ, এবং শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি.এ মহাশয় উক্ত আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে নানা প্রশ্ন ও তর্ক উপস্থিত করেন। সভাপতি মহাশয় এবং রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর এবং সম্পাদক মহাশয় সে সকলের সন্তোষজনক উত্তর দেন।

৬। ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন—২২এ অগ্রহায়ণ, রবিবার। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত। সভাপতি—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় "পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর" নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর এবং সভাপতি মহাশয়, মৃত মহাত্মার নানা সদ্‌গুণাবলীর আলোচনা করেন। সভা কর্ত্তৃক পরিষদ্ মন্দিরে মৃত মহাত্মার স্মৃতি রক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৭। সপ্তম বিশেষ অধিবেশন—২৯এ অগ্রহায়ণ, রবিবার। মহিলা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহোদয়ার পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত। সভানেত্রী—শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় স্বর্গীয়া কবির জীবনী পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় স্বরচিত এবং স্বর্গীয়া কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী শিবানীবালা ঘোষ-জায়া মহাশয়ার রচিত কবিতা পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এবং সভানেত্রী মহোদয়া, কবির বিষয়ে নানা আলোচনা করেন। কবির পুত্র শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই সভার জন্য পরিষদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সভা কর্ত্তৃক পরিষদে স্বর্গীয়া কবির স্মৃতি-রক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৮। অষ্টম বিশেষ অধিবেশন—৬ই পৌষ, রবিবার। মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত। সভাপতি—মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই বাহাদুর। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ মহাশয় এক প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় "ভূপেন্দ্র-শ্রদ্ধাঞ্জলি" নামক কবিতা পাঠ করেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর, মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর, রায় শ্রীযুক্ত কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর এবং সভাপতি মহাশয়, মৃত মহাত্মার বিষয়ে আলোচনা করেন।

৯। নবম বিশেষ অধিবেশন—২৯এ মাঘ, বুধবার। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের "জ্যোতিষিক বার্ত্তা" বিষয়ে বক্তৃতা। সভাপতি—শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পিএচ্ ডি।

১০। দশম বিশেষ অধিবেশন—১৬ই ফাল্গুন, শনিবার। শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "ধর্ম্মজগতে হিন্দুর স্থান" বিষয়ে বক্তৃতা। সভাপতি—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

১১। একাদশ বিশেষ অধিবেশন—১৪ই চৈত্র, শনিবার। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত। সভাপতি—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয়দ্বয় তাঁহাদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, সভাপতি মহাশয় এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, পরলোকগত মহাত্মার নানা সদ্‌গুণাবলীর আলোচনা করেন।

কার্য্যালয়

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম্ এ, বি এল্, এটর্ণি

সহকারী সভাপতিগণ—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, সিদ্ধান্তবারিধি

রায় " চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্

" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্

মহারাজাধিরাজ " স্যর বিজয়চন্দ মহতাব বাহাদুর কে টি, জি সি এস্ আই, কে সি এস্ আই, কে সি আই ই, আই ও এম

মহারাজ " স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কে সি আই ই

" অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি আই ই, বি এল্

" ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি, এফ আর এস ই

সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সহকারী সম্পাদকগণ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

" হেমচন্দ্র ঘোষ

অধ্যাপক " দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি

" ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্

" তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ এম এ

পরে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

পত্রিকাধ্যক্ষ—অধ্যাপক ডাঃ কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্, পি আর এস্, পিএচ্ ডি

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই। অসুস্থ হওয়ায় শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি

ছাত্রাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ

গ্রন্থাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ

" ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উপর কার্য্যালয়ের যাবতীয় কর্ম্মভার ন্যস্ত ছিল। তিনি বৎসরের শেষভাগে রীতিমত কার্য্য পরিচালন করিতে অক্ষম হওয়ায় সম্পাদক মহাশয় তাঁহার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর আয়-ব্যয়-সমিতির ও হিসাব-বিভাগের কার্য্য অর্পিত ছিল। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের উপর চাঁদা আদায়ের কার্য্য ন্যস্ত ছিল। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন বাবু প্রথমাবধি মফস্বলে থাকায় তিনি স্বীয় পদ ত্যাগ করেন, তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় উক্ত পদে নির্ব্বাচিত হন। শ্রীযুক্ত নলিনী-রঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের উপর ছাপাখানা-সমিতির কার্য্যভার এবং শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর বিবিধ অধিবেশনাদির কর্ম্মভার অর্পিত ছিল।

পত্রিকাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ডাঃ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের যত্নে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদন সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইয়াছিল। কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় পরিষদের অর্থাদি রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় চিত্রশালাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বৎসরের অধিকাংশ সময়ই পীড়িত ছিলেন বলিয়া এই পদ ত্যাগ করেন। তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি মহাশয় চিত্রশালাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি গ্রন্থাদি রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় ছাত্রাধ্যক্ষ ছিলেন।

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ মহাশয় আয়-ব্যয়-পরীক্ষকদ্বয় পরিষদের যাবতীয় আয়-ব্যয় বিশেষ যত্নের সহিত পরীক্ষা করিয়াছেন।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি

নিম্নলিখিত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন,—

১। পরিষদের সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি; শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল; শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ; রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর বি এ; শ্রীযুক্ত রাখালদাস [illegible]পাধ্যায় এম এ; ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী; মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত [illegible] এম এ, এল এম এস; শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দ[illegible] গুপ্ত এম এ, এফ জি এস; শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ্ ডি; ডাঃ শ্রীযুক্ত এ[illegible]নাথ দাস ঘোষ এম ডি, এম এস্‌সি; শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ; শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ; শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী; রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর বি এ, বৈদ্যমহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন কাব্যতীর্থ বিদ্যানিধি; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম এ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ।

২। শাখা-পরিষৎসমূহ হইতে নির্ব্বাচিত

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ; শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল; শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ষমধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির এগারটি অধিবেশন হয় এবং তিনবার সার্কুলার দ্বারা সমিতির সভ্যগণের মত লইয়া কাজ করা হয়। এই সকল অধিবেশনে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য বিষয়ে মন্তব্য গৃহীত হয়,—

(ক) বার্ষিক অধিবেশনের পত্রের সহিত পরবর্ত্তী বর্ষের আনুমানিক আয়ব্যয়-বিবরণ সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইবে।

(খ) কলিকাতা কর্পোরেশন সাধারণের উপযোগী ভাবে স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সহরের বিভিন্ন স্থানে যে বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছেন, পরিষদ্ মন্দিরে বিনা ব্যয়ে তাঁহারা সেইরূপ বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন এবং পরিষদের পক্ষে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর এবং ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ উক্তরূপ বক্তৃতা দিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

(গ) স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়-প্রবর্ত্তিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "কমলা লেক্‌চারশিপ" কমিটিতে ও "জগত্তারিণী পদক" কমিটিতে যথাক্রমে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরিষদের পক্ষে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

(ঘ) উত্তরপাড়া শাখা-পরিষদের আয়োজনে উত্তরপাড়ায় কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসভবনে প্রস্তর-ফলক প্রতিষ্ঠা-সভায় প্রদর্শনের জন্য কবিবরের দোয়াত ও স্বহস্তলিখিত পত্র প্রেরিত হইয়াছিল।

(ঙ) পরিষদের গ্রন্থাগারে তিন টাকা জমা রাখিয়া পাঠার্থ পুস্তক লইবার বিষয়ে যে বিধি পূর্ব্বে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা প্রত্যাহৃত হইয়াছে।

(চ) পরিষদের প্রথম সভাপতি ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের লাইব্রেরীর প্রায় ৮০০ বহুমূল্য পুস্তক ও দুইটি আলমারী রমেশ-ভবনে রাখিবার জন্য তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র দত্ত ব্যারিষ্টার মহাশয় দান করিয়াছেন। এই দান ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইয়াছে।

(ছ) শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় তাঁহার পিতা স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর বসু মহাশয়-প্রণীত পুস্তকাবলীর যে কাপিগুলি অবশিষ্ট আছে, তাহা পরিষৎকে দান করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রস্তাব ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইয়াছে।

(জ) স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটী দুঃস্থা কন্যাকে পরিষদের দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার হইতে এক বৎসর মাসিক দশ টাকা হিসাবে এবং ঐ ভাণ্ডার হইতে ৺মহেন্দ্রনাথ বিদ্যা-নিধি মহাশয়ের কন্যাকে এক বৎসর মাসিক পাঁচ টাকা হিসাবে সাহায্য দিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(ঝ) যে সকল বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত তাঁহাদের নবাবিষ্কৃত তথ্য-সম্বলিত প্রবন্ধাদি ইংরাজী, ফরাসী বা জার্ম্মান ভাষায় প্রকাশিত করেন, সেই সকল প্রবন্ধ বঙ্গভাষায় লিখিয়া পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশের জন্য ও অধিবেশনে পাঠের জন্য পরিষদে পাঠাইতে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা হইবে স্থির হইয়াছে এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ও ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, এই তিন জনকে লইয়া এক শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

(ঞ) পরিষদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারিগণের মুদ্রিত পত্রের উত্তর দিবার জন্য শাখা-সমিতি, শ্রীযুক্ত ডাঃ বিমলাচরণ লাহা মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে গ্রন্থপ্রকাশের জন্য শাখা-সমিতি, ৺ভূপেন্দ্র-নাথ বসু মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য শাখা-সমিতি, ৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিভাণ্ডারের অর্থে প্রকাশ্য চিত্রনির্দ্ধারণ শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

(ট) প্রতিবৎসর স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের তিরোধানের দিনে বিশেষ অধি-বেশন আহ্বানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

(ঠ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ষোড়শ অধিবেশনে (মুন্সীগঞ্জে), দেরাদুনে নিখিল-ভারত-বর্ষীয় হিন্দী সাহিত্য-সম্মিলনে, বাঁশবেড়েতে হুগলী জেলা পাঠাগার সম্মিলনে, মেদিনীপুর ও উত্তরপাড়া শাখা-পরিষদের বার্ষিক ও বিশেষ অধিবেশনে পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরিত হয়।

সাহিত্যাদি চারি শাখা

সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখার কার্য্যবিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল। মাসিক অধি-বেশনে পাঠের জন্য ও পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধ নির্ব্বাচন ব্যতীত বিশেষ অধিবেশনে বক্তৃতার বিষয় নির্দ্ধারণ-কার্য্যও এই সকল শাখা হইতে সম্পাদিত হইয়াছিল। এই শাখাগুলির সভাপতি, সভ্য ও আহ্বানকারীর নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

(ক) সাহিত্য-শাখা

আলোচ্য বর্ষে এই শাখার পাঁচটি অধিবেশন হইয়াছিল এবং দুইবার সার্কুলার দ্বারা সভ্যগণের মত লইয়া কাজ করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত উপযুক্তসংখ্যক সভ্যের উপস্থিতি না হওয়ায় তিন দিন অধিবেশন হয় নাই।

নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি অধিবেশনে পাঠের এবং পত্রিকায় প্রকাশের উপযোগী বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে,—

	প্রবন্ধ	লেখক
১।	হিন্দী-সাহিত্যে বিহারীলালের সতসঙ্গ—	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ।
২।	কবি সৈয়দ আলাওলের পদ্মাবতী—	মৌলভী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম এ, বি এল্।
৩।	'বাঙ্গলাভাষায় অনুজ্ঞা' সম্বন্ধে মন্তব্য—	শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্।
	গোবিন্দদাসের কড়চা—	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ তত্ত্বভূষণ।
	প্যারীচাঁদ মিত্র—	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই।
	বাঙ্গালা লিপিসমস্যা—	শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ সেনগুপ্ত।
৭।	বীরভূমের চলিত শব্দ—	" গৌরীহর মিত্র।
৮।	অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী—	" হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন।
৯।	"অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী"-সম্পাদকের নিবেদন—	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ।

নিম্নলিখিত প্রবন্ধ দুইটি পত্রিকায় প্রকাশের উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছে,—

১। বাঙ্গালাভাষায় আসামের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার ভুঁইঞা এম এ, বি এল।

২। পূর্ব্ববঙ্গের কবিশ্রেষ্ঠ ভবানন্দের হরিবংশ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ।

এতদ্ব্যতীত এই শাখা কর্তৃক স্থির হইয়াছে যে,—

(ক) প্রতি মাসে প্রবন্ধাদি আলোচনা ব্যতীত কোন কোন সাহিত্যিক বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য সাহিত্যিকগণের বৈঠক বসিবে।

(খ) এ পর্য্যন্ত পরিষৎপত্রিকায় যে সকল প্রাদেশিক শব্দ প্রকাশিত হইয়াছে এবং যেগুলি এখনও অপ্রকাশিত অবস্থায় রহিয়াছে, সেগুলি একত্র করিয়া শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়দ্বয়ের সম্পাদনে পত্রিকার এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ মহাশয়ের সম্পাদনে "সেখ শুভোদয়া" গ্রন্থ প্রকাশ করা চলিবে কি না, তৎসম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই শাখার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় আহ্বানকারী ছিলেন।

(খ) ইতিহাস-শাখা

এই শাখার একটিমাত্র অধিবেশন হইয়াছিল এবং সার্কুলার দ্বারা সভ্যগণের মত লইয়া একবার কার্য্য সম্পাদন করা হইয়াছিল। দুইবার অধিবেশন আহ্বান করিয়া উপযুক্তসংখ্যক সভ্যের উপস্থিতি না হওয়ায় অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়। এই শাখা কর্তৃক নিম্নলিখিত প্রবন্ধ চারিটি নির্ব্বাচিত হয়,—"(ক) হিন্দু রাজনীতিশাস্ত্রে মণ্ডলের সংস্থান ও গুরুত্ব"—লেখক শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল্, পিএচ ডি, পি আর এস্। (খ) "অর্থশাস্ত্রে সমাজতত্ত্ব" (৫ম অংশ)—লেখক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ। (গ) পত্রিকায় প্রকাশের জন্য কুমার ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ্ ডি মহাশয়-লিখিত "অর্থশাস্ত্রে দুর্ব্বল রাজার আত্মরক্ষা" এবং (ঘ) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম এ মহাশয়-লিখিত "দোলযাত্রার উৎপত্তি" প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হয়।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই শাখার সভাপতি ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন এম্ এ মহাশয় এই শাখার আহ্বানকারী ছিলেন।

(গ) দর্শন-শাখা

আলোচ্য বর্ষে এই শাখার একটিমাত্র অধিবেশন হয় এবং নিম্নলিখিত প্রবন্ধ দুইটি অধিবেশনে পাঠের ও পত্রিকায় প্রকাশের জন্য নির্ব্বাচিত হয়।

১। প্রমাণ— শ্রীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্।

২। জৈনদিগের দৈনিক ষট্‌কর্ম্ম—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ বি এ।

এতদ্ব্যতীত এই শাখার আয়োজনে এক বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় "ধর্ম্মজগতে হিন্দুর স্থান" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাঙ্খ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় এই শাখার সভাপতি এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয় আহ্বানকারী ছিলেন।

(ঘ) বিজ্ঞান-শাখা

আলোচ্য বর্ষে এই শাখার একটিমাত্র অধিবেশন হয় এবং সার্কুলার-পত্র দ্বারা সভ্যগণের মত লইয়া দুই বার কার্য্য সম্পাদন করা হয়। নিম্নলিখিত কাজগুলি এই শাখা কর্তৃক সম্পাদিত হয়,—

অধিবেশনে পাঠ ও পত্রিকায় প্রকাশের জন্য শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা এম এ, বি এল, এফ জেড এস মহাশয়লিখিত "পুরুলিয়ার পাখী" নামক প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হয়।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা যত দূর সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা সম্পাদন করিয়া প্রকাশের আয়োজন হইতেছে।

শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ, পিএচ্ ডি মহাশয় এই শাখার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ সি এস (লণ্ডন) মহাশয় আহ্বানকারী ছিলেন।

জ্যোতিষ-প্রশাখা

বিজ্ঞান-শাখার অধীনে "ফলিত জ্যোতিষ ও গণিত প্রশাখা সমিতি" নামে যে শাখা ছিল, তাহার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া "জ্যোতিষ-প্রশাখা" হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে এই প্রশাখার একটি মাত্র অধিবেশন হইয়াছে। ভারতবর্ষে ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে এবং সেই সকল গ্রন্থ সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। সমস্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে প্রায় তিন হাজার টাকা আবশ্যক।

এই সমিতির আয়োজনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে "জ্যোতিষিক বার্ত্তা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা 'বিধিলিপি' মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় এই জ্যোতিষ-প্রশাখার আহ্বানকারী ছিলেন।

চিকিৎসা-প্রশাখা-সমিতি

এই সমিতিও বিজ্ঞান-শাখার অন্তর্গত। আলোচ্য বর্ষে ইহার কোন কার্য্যই হয় নাই। ডাঃ শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম বি মহাশয় এই সমিতির আহ্বানকারী ছিলেন।

গ্রন্থাগার

আলোচ্য বর্ষে 'জন্মভূমি'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় গ্রন্থাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ১৩ জন সদস্য পুস্তকালয়-সমিতির সভ্য ছিলেন। [সভ্যগণের নামের তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য]।

কলিকাতা করপোরেশন পুস্তক-পত্রিকাদি ক্রয় করিবার জন্য বর্ত্তমান বর্ষে ৬৫০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। করপোরেশন হইতে প্রাপ্ত অর্থে যথাসময়ে পুস্তকাদি খরিদ করা হইয়াছে। পুস্তক ও পুথি খরিদ এবং পুস্তক বাঁধাই হিসাবে আলোচ্য বর্ষে মোট ১৩৪৸৹ টাকার মধ্যে ৭৭৮॥৶৹ খরচ হইয়াছে। পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কলিকাতা কর-

পোরেশনের কাউন্সিলার মহোদয়গণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন এবং আগামী বর্ষে যাহাতে আরও বেশী অর্থ-সাহায্য পাওয়া যায়, তাহার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন। ওয়ার্ড-কাউন্সিলার ডাঃ শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার বসু এম্‌-বি মহাশয় পুস্তকালয়-সমিতির সভ্য-পদে নিযুক্ত আছেন।

আলোচ্য বর্ষে ৪২৮ খানি বাঙ্গালা পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। বর্ষশেষে গ্রন্থাগারের সর্ব্বসমেত পুস্তক-সংখ্যা ১৭,৮৬২ হইয়াছে; তন্মধ্যে বাঙ্গালা ৯৩৯৩, ইংরাজী ৬৪৫৮ এবং সাময়িক পত্র ২০১১ খানি।

পুস্তকাদির সংগ্রহার্থে অনেকেই সহায়তা করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ও শ্রীমতী বীণাপাণি বসু প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। আর্য্য পাব্লিশিং হাউসের কার্য্যাধ্যক্ষ, বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী, প্রভৃতি তাঁহাদের প্রণীত ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর এক এক প্রস্থ উপহার দিয়াছেন। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট লাইব্রেরী হইতে কতকগুলি খণ্ডিত মাসিক পত্রিকা ও পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে। তজ্জন্য বেঙ্গল-লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত এম্‌ এ মহাশয়কে এবং অন্যান্য পুস্তক-উপহার-দাতৃগণকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হইতেছে।

আমেরিকার স্মিথসোনিয়াম ইনষ্টিটিউশন তাঁহাদের প্রকাশিত ১৫ খানি পুস্তক পুস্তিকা উপহার দিয়াছেন। আমেরিকার Anthropological Association, Naval Observatory, Museum of Fine Arts, ফ্রান্সের La Societe de Linguistique de Paris এবং বিলাতের School of Oriental Studies তাঁহাদের প্রকাশিত পত্রিকাগুলি যথারীতি পাঠাইতেছেন।

সাময়িক পত্রের মধ্যে ৬খানি দৈনিক, ৩১খানি সাপ্তাহিক, ২খানি পাক্ষিক, ৫৮ খানি মাসিক, ৩খানি দ্বৈমাসিক ও ৫খানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কলিকাতা গেজেট ও কলিকাতা করপোরেশনের নিকট হইতে কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেট নিয়মিত পাওয়া যাইতেছে। দৈনিক পত্রের মধ্যে দৈনিক বসুমতী, The Englishman, The Servant এবং মাসিক পত্রের মধ্যে Indian Antiquary, Modern Review ও মাসিক বসুমতী পত্রিকাগুলির পরিষৎ গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত। [সাময়িক পত্রের তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য]।

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয়-সমিতির দুইটি অধিবেশন হইয়াছিল এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নূতন পুস্তক ক্রয়ের ব্যবস্থা; পুস্তক রাখিবার স্থানাভাব সম্বন্ধে আলোচনা, পুস্তকাধার প্রস্তুতের বন্দোবস্ত প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। অর্থাভাববশতঃ পুস্তকাধার প্রস্তুত করিতে পারা যাইতেছে না। পুস্তক-সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু পুস্তক রাখিবার স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না। আপাততঃ দুইটি বড় আলমারী প্রস্তুত না করিলে পুস্তকগুলি

ভালভাবে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিবার কোনও বন্দোবস্ত করিতে পারা যাইতেছে না। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি অতি সত্বর এ বিষয়ে চেষ্টা করিবেন।

সাময়িক পত্রের তালিকা ছাপা হইয়াছে এবং বর্ত্তমান বর্ষেই প্রকাশিত হইবে। বর্ণানুক্রমিক তালিকার কার্য্য কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছে। উপন্যাস, গল্প ও আখ্যায়িকার তালিকার ২য় অংশ প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে—শীঘ্রই ছাপাখানায় দেওয়া হইবে।

পরিষদের পাঠাগার নির্দ্দিষ্ট ছুটির দিন ও প্রতি বৃহস্পতিবার ব্যতীত প্রত্যহ (২টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত) সাধারণের পাঠের জন্য খোলা থাকে। ৫॥০টা হইতে ৭॥০টার মধ্যে সদস্যগণ পুস্তক আদান-প্রদান করিয়া থাকেন। আলোচ্য বর্ষে প্রতিদিন গড়ে ১০০ জন পাঠক সংবাদপত্র ও পুস্তকাদি পাঠের জন্য আসিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত গবেষণার কার্য্যে ব্যাপৃত কয়েকজন পাঠক প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ পাঠ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। সাধারণের পক্ষে পাঠাগারে বসিয়া পুস্তকাদি পাঠ ও গবেষণা-কার্য্যের সুবিধার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

গ্রন্থাগার হইতে পুস্তক লইবার জন্য যে ৩৲ গচ্ছিত রাখিবার বিধি কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি উঠাইয়া দিয়াছেন। আশা করা যায়, যে সকল সদস্য এই বিধি প্রবর্ত্তিত হইলে পর পুস্তকালয় হইতে পুস্তক লওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা এই জন্য পরিষদের সদস্যপদও ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা পুনরায় পাঠার্থ পুস্তক লইতে পারিবেন এবং সদস্যপদ পুনরায় গ্রহণ করিবেন।

পুথিশালা

১৩৩১ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভে পরিষদের হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির সংখ্যা ছিল ৪৬৪৬। তৎপরে বর্ষমধ্যে পরিষদের হিতৈষিগণের নিকট হইতে ৪৮ খানি পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবতরত্ন এম্ এ মহাশয় ২৫ খানি, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র সিংহ মহাশয় ১৯ খানি এবং পরিষদের সহায়ক-সদস্য শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার অগ্রজ মহাশয় ৪ খানি পুথি উপহার দিয়াছেন। এই সকল পুথির মধ্যে ১০ খানি পুথি বাঙ্গালা এবং অবশিষ্ট ৩৮ খানি সংস্কৃত। আলোচ্য বর্ষের শেষে পুথির সংখ্যা হইয়াছে ৪৬৯৪।

পুথির শ্রেণী

বাঙ্গালা পুথি—২৯৬৫, সংস্কৃত—১৪৬৪, অসমীয়া—৩, ওড়িয়া—৩, হিন্দী—২, ফার্সী—১২, তিব্বতীয়—২৪৪, ইংরাজী—১, মোট—৪৬৯৪।

আলোচ্য বর্ষে উক্তরূপে উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুথিগুলি ব্যতীত মেদিনীপুর, গড়বেতা, তমলুক ও হুগলীতে পুথি সংগ্রহের বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় কর্ত্তৃক একখানি ওড়িয়া পুথি নকলের কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই।

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় চিত্রশালাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ গত পৌষ মাস পর্য্যন্ত কোন কার্য্যই করিতে পারেন নাই। পরে শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি তাঁহার পদ ত্যাগ করেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে চিত্রশালাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে ও মাসিক অধিবেশনে পরিষদের চিত্রশালার উন্নতি বিধানার্থ তাঁহার পূর্ব্ব উদ্যম, চেষ্টা-যত্ন ও পরিশ্রমের বিষয় স্মরণ করিয়া, তাঁহাকে বিশেষ-ভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং তাঁহার রোগমুক্তির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হয়।

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার জন্য তিনটি প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা খরিদ করা হয়। শ্রীযুক্ত অনন্তনাথ মিত্র মহাশয় নেপালের পিত্তল-নির্ম্মিত দুইটি পশুপতিনাথমূর্ত্তি দান করিয়াছেন এবং ঢাকার শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় রাজসাহী নওগাঁয়ে প্রাপ্ত একটি একশত বৎসরের প্রাচীন মাটির বড় মস্যাধার প্রদান করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত (ক) পাইকপাড়ার স্বর্গীয়া রাণী দেবেন্দ্রবালা দাসী মহোদয়া তাঁহার পৌত্র ও পরিষদের ভূতপূর্ব্ব কোষাধ্যক্ষ ও হিতৈষী বন্ধু ৺রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের একখানি বৃহৎ ব্রোমাইড চিত্র এবং (খ) শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ মহাশয় দেশপূজ্য স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি ব্রোমাইড চিত্র দান করিয়াছেন।

উত্তরপাড়া শাখা-পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাস্তু-ভবনে প্রস্তরফলক প্রতিষ্ঠা-সভায় প্রদর্শনের জন্য চিত্রশালা হইতে কবিবরের স্বহস্তলিখিত একখানি পত্র ও তাঁহার ব্যবহৃত দোয়াত প্রেরিত হইয়াছিল।

চিত্রশালা-সমিতির পূর্ব্বনির্দ্ধারণ অনুসারে, অসুস্থতাবশতঃ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় "বাস্তুবিদ্যা" গ্রন্থের অনুবাদ ও সম্পাদন এখনও শেষ করিতে পারেন নাই। আলোচ্য বর্ষে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি পরিষদের চিত্রশালা পরিদর্শন করিয়াছেন।

রমেশ-ভবন

আলোচ্য বর্ষেও রমেশ-ভবনের গৃহ-প্রবেশ উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে পারা যায় নাই। রমেশ-ভবনের নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াও সিঁড়ি ও কার্ণিশের পাথরের কার্য্য সমাধা হয় নাই। অর্থের অভাবেই এই সকল টুকরা কাজ সম্পন্ন হয় নাই। কণ্ট্রাক্টারগণের প্রায় ১২।১৩ হাজার টাকা প্রাপ্য রহিয়াছে। ইতিমধ্যেই ১৮ হাজার টাকা তাঁহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে।

সাধারণের কট এই ১২।১৩ হাজার টাকার জন্ত রমেশ-ভবন কমিটি সাদুনয় নিবেদন জানাইতেছেন।

স্মৃতি-রক্ষণ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা এইরূপ ভাবে করা হইয়াছে।

১। এই সকল সাহিত্যিকের চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,—

(ক) ৺সারদাচরণ মিত্র—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন।

(খ) ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের তৈলচিত্র—শ্রীযুক্ত জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন।

(গ) ৺প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয়ের তৈলচিত্র—তাঁহার বংশের শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয় প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন।

(ঘ) ৺রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের বৃহৎ ব্রোমাইড চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চিত্র-প্রদাত্রী—৺রাজা বাহাদুরের পিতামহী ৺রাণী দেবেন্দ্রবালা দাসী।

২। এই সকল চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে এবং হইতেছে,—

(ক) গিরিশচন্দ্র ঘোষ—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থে গিরিশচন্দ্রের একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে। অস্ত তাহা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৩। এই সকল সাহিত্যিকের চিত্র প্রস্তুতের ভার পরিষৎ গ্রহণ করিয়াছেন,—

(ক) স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ মহাশয় একখানি ব্রোমাইড চিত্র দান করিয়াছেন। একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত ৮০৲ চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। আরও কিছু অর্থ সংগৃহীত হইলেই চিত্র প্রস্তুত করিতে দেওয়া হইবে। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় এবং শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-গণের উপর এই চিত্র প্রস্তুত করাইয়া দিবার ভার অর্পিত হইয়াছে।

(খ) ৺স্যর আশুতোষ চৌধুরী। মৃত মহাত্মার উপযুক্ত পুত্র চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত আর্য্যকুমার চৌধুরী মহাশয় তাঁহার পিতার একখানি তৈলচিত্র স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া পরিষৎকে দান করিবার প্রতিশ্রুতি জানাইয়াছেন।

(গ) ৺গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। এই মহিলা-কবির পুত্র শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর একখানি তৈলচিত্র দানে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

(ঘ) ৺মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তুত করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

(ঙ) ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের চেষ্টায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ৺জ্যোতি বাবুর একখানি পুরাতন তৈলচিত্র দান করিয়াছেন। চিত্রখানির সংস্কার আবশ্যক।

(চ) ৺ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় এই সমিতির আহ্বানকারী। মৃত মহাত্মার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এটর্ণি মহাশয় একখানি চিত্র দান করিয়াছেন, তাহা অদ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(ছ) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের চেষ্টায় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ মহাশয় ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র দান করিয়াছেন, তাহা অদ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৪। স্মৃতিরক্ষার জন্য যে সকল ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত আছে বা সাময়িক চাঁদা পাওয়া গিয়াছে, তাহার অবস্থা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল,—

(ক) কাশীরামদাস স্মৃতি তহবিল। এই তহবিলের উদ্বৃত্ত ২৯৪॥৶৯।

(খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল। উদ্বৃত্ত ৪২৬৵৯ সাধারণ তহবিলভুক্ত হইয়াছে। ৺বঙ্কিমবাবুর কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী মহাশয়ার প্রতিশ্রুত ৫০০৲ আজিও পাওয়া যায় নাই।

(গ) হেমচন্দ্র স্মৃতি-তহবিল। উদ্বৃত্ত ৬৭৪৵৯।

(ঘ) আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-তহবিল। ১৮৩৭॥/৯। স্থির হইয়াছে যে, বর্ষে বর্ষে ৺ত্রিবেদী মহাশয়ের মৃত্যুদিনে একটি বিশেষ অধিবেশন হইবে।

(ঙ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-তহবিল। বর্ষারম্ভে উদ্বৃত্ত ৭৭।৶০, বর্ষমধ্যে আয় ৪০॥০, ব্যয় ২৯।৶৬, উদ্বৃত্ত ৮৮।৶৬।

(চ) আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-তহবিল। উদ্বৃত্ত ১।৶৩ সাধারণ তহবিলভুক্ত হইয়াছে।

(ছ) স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল। উদ্বৃত্ত ৬৫।০ রহিয়াছে।

(জ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল। ৺গুরুদাস বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই ভাণ্ডারে নগদ অর্থসাহায্য না করিয়া ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া দিবেন।

(ঝ) অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-তহবিল। এই তহবিলে প্রাপ্ত কোম্পানীর কাগজের সুদ বর্ষমধ্যে ১০৲ পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববর্ষের উদ্বৃত্ত সমেত বর্ষশেষে এই তহবিলে ২৩৮৲ টাকা উদ্বৃত্ত রহিল। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় কবির অপ্রকাশিত "ওমার-খায়েম" এই তহবিলের অর্থে প্রকাশের জন্য কবির পুত্রগণের সহিত কথাবার্ত্তা স্থির করিতেছেন।

(ঞ) রজনীকান্ত সেন স্মৃতি-তহবিলের উদ্বৃত্ত ৩৪।৵০ সাধারণ তহবিলভুক্ত হইয়াছে।

(ট) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি স্মৃতি-তহবিল। এই তহবিলে পূর্ব্ববর্ষের উদ্বৃত্ত ১৪০৲ টাকা রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় স্বহস্তে মৃত মহাত্মার একখানি তৈল-চিত্র প্রস্তুত করিয়া দিতে প্রতিশ্রুতি জানাইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত চিত্র পাওয়া যায় নাই।

(ঠ) মনোমোহন চক্রবর্ত্তী স্মৃতি-তহবিল। এই তহবিলে ৫০২ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

(ড) কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্বগ্রামে সেনহাটীতে প্রস্তরফলক প্রতিষ্ঠার এখনও কোন ব্যবস্থা হয় নাই। ফলক প্রস্তুত হইয়া পরিষদ্ মন্দিরে রক্ষিত আছে।

(ঢ) কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী স্মৃতি-তহবিল। চিত্র প্রস্তুত বাদে এই তহবিলে উদ্বৃত্ত ২৪৲ টাকা। সাধারণ তহবিলভুক্ত হইয়াছে।

(ণ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি-তহবিল। আলোচ্য বর্ষে এই তহবিলে ১০০৲ টাকা দান পাওয়া গিয়াছে। বর্ষশেষে এই তহবিলে ১৪৫৲ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। স্মৃতিসমিতির নির্ব্বাচিত মন্তব্যানুসারে লাইব্রেরীর জন্ম আলমারীর অর্ডার এখনও দেওয়া হয় নাই।

৫। নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের মধ্যে অনেকের ফটো প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়াছে, অনেকের ফটো উদ্ধারের উপায় নাই। যাঁহাদের ফটো পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের চিত্র প্রস্তুত করাইবার কোন ব্যবস্থাই অর্থাভাবে করিতে পারা যায় নাই। ইঁহাদের মধ্যে অনেকের চিত্র সংগৃহীত হইতেও পারিবে এবং কেহ কেহ কোন কোন সাহিত্যিকের চিত্র প্রস্তুতের ভার লইয়াছেন। তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আগামী বর্ষে তাঁহাদের উপর অর্পিত কার্য্য সম্পাদন করিলে পরিষৎ বিশেষ উপকৃত হইবেন।

(ক) রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, (খ) মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, (গ) রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, (ঘ) শিবনাথ শাস্ত্রী, (ঙ) ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, (চ) দামোদর মুখোপাধ্যায়, (ছ) ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর, (জ) শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, (ঝ) জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, (ঞ) নীলরতন মুখোপাধ্যায়, (ট) হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন, (ঠ) প্রাণনাথ দত্ত, (ড) অদ্বৈত-চরণ আঢ্য, (ঢ) চারুচন্দ্র ঘোষ, (ণ) কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, (ত) রায় নবীনচন্দ্র দাস বাহাদুর, (থ) রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, (দ) কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন, (ধ) অশ্বিনীকুমার দত্ত।

৬। ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মূর্ত্তি ও তৈলচিত্র প্রস্তুত হইয়া পরিষদ্ মন্দিরে রক্ষিত আছে। শীঘ্রই রমেশ-ভবনের প্রবেশোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে মুঙ্গের, যশোহর এবং বীরভূম-হেতমপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নূতন শাখা স্থাপনের প্রস্তাব আসিয়াছে। প্রস্তাবকর্ত্তৃগণের সহিত পত্রব্যবহার চলিতেছে। পুরাতন শাখাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর, রঙ্গপুর, উত্তরপাড়া, গৌহাটী, ত্রিপুরা, কাশী, কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি কতিপয় শাখার কার্য্য চলিতেছে। এই সকল শাখার বার্ষিক কার্য্য-বিবরণের সারমর্ম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

ছাত্র-সভ্য

আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় ছাত্রাধ্যক্ষ ছিলেন। দুঃখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষে এই শাখার কোন কার্য্যই হয় নাই। বর্ষমধ্যে একটিমাত্র ছাত্র ছাত্র-সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন।

নিয়ম পরিবর্ত্তন

গত দুই বৎসর ধরিয়া যে সকল নিয়ম পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব আসিয়াছিল, সেগুলি আলোচনা করিয়া মন্তব্য দিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক গঠিত এক শাখা-সমিতির উপর ভার অর্পিত হয়। শাখা-সমিতি আলোচ্য বর্ষে মন্তব্য উপস্থিত করিলে তাহা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়। পরে এই অনুমোদিত পরিবর্ত্তন সকল সদস্যের নিকট মতামতের জন্য প্রেরিত হয় এবং গত ৬ই পৌষ ৫ম মাসিক অধিবেশনে সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়। নিম্নে পরিবর্ত্তিত নিয়মগুলি দেওয়া হইল।—

(১) তৃতীয় নিয়মের নির্ব্বাচন-প্রণালীর শেষে বসিবে,—"কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি শাখার আহ্বানকারী স্থির করিয়া দিবেন এবং শাখার সভাপতি শাখার প্রথম অধিবেশনে স্থির হইবে।"

(খ) তৃতীয় নিয়মে যোগ হইবে—"শাখার সভ্য নির্ব্বাচিত হইবার পূর্ব্বে প্রস্তাবিত সভ্যের লিখিত সম্মতি প্রয়োজন এবং কোন সভ্য উপর্য্যুপরি চারিটি অধিবেশনে অনুপস্থিত হইলে তাঁহার নাম বাদ যাইতে পারিবে।"

নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন শাখা-সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সর্ব্বসমেত আয় ১৩৭৭৪৮৶৪ টাকা এবং ব্যয় ১৪৬২২৶১ টাকা হইয়াছিল। পূর্ব্ববৎসরের সাধারণ তহবিলের উদ্বৃত্ত ১২২৮৵৹ টাকা (কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট, কার্য্যালয়ে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট নগদ ও ডাকটিকিট মজুত সমেত) ধরিয়া এবং বর্ত্তমান বর্ষের আয় ব্যয় ধরিয়া বর্ষশেষে সাধারণ তহবিলের মোট ৩৮০৸৵৩ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে, এবং এই উদ্বৃত্ত অর্থ কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট কার্য্যালয়ে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট নগদ ও ডাকটিকিটে মজুত দেখান হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে পরিষদের সর্ব্বরকমে আয় অপেক্ষা ৮৪৭৶৯ টাকা বেশী ব্যয় হইয়াছে। বর্ষশেষে পরিষদের সাধারণ তহবিলের উদ্বৃত্ত ৩৮০৸৵৩ টাকা ও বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের ২৪০৭০৻২ টাকা একুনে ২৪৪৫০৸৵৫ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। তাহার বিস্তৃত বিবরণ সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

চাঁদা আদায়

বর্ষারম্ভের বজেটে চাঁদা আদায় জন্য ৭৫০০৲ টাকা ধরা হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত চাঁদা আদায়ের সম্ভাবনা না থাকায় বাধ্য হইয়া সংশোধিত বজেটে ৬৫০০৲ টাকা

ধরিতে হইয়াছে। চাঁদা আদায় খাতে সংশোধিত বজেটে অতিরিক্ত ২৭৲ টাকা বেশী চাঁদা আদায় হইয়াছে। গত বর্ষের বকেয়া চাঁদা হিসাবে ৮০৯৫৷৷৶০ টাকা বাকী ছিল। বকেয়া ও হাল চাঁদা ১৭৪৮৪৷৷৶০ টাকার মধ্যে ৬৭৭৩৲ টাকা আদায় হইয়াছে। বর্ষশেষে সভ্যের মৃত্যুজন্য ৪৯৷৷০ টাকা বাদ গিয়াছে। বকেয়া ও বর্ত্তমান বর্ষের চাঁদা সমেত মোট ১০৬৬২৶০ টাকা বাকী রহিয়াছে। সদস্যগণের নিকট হইতে যাহাতে রীতিমত চাঁদা আদায় হয়, তজ্জন্য বর্ষে বর্ষে সদস্যগণকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানান সত্ত্বেও দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে বিশেষ সফলতা লাভ করিতে পারা যাইতেছে না।

পরিষৎ মন্দির মেরামত

বর্ত্তমান বর্ষেও সদস্যগণের নিকট পরিষদ্ মন্দির মেরামতের অর্থের জন্য আবেদন জানাইতেছি। বর্ত্তমান বর্ষে মন্দির মেরামতের জন্য ১০০৲ টাকা শ্রীযুক্ত রায় সতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় দান করিয়াছেন। কণ্ট্রাক্টারের এখন ৯৫৩৷৷৩ টাকা দেনা রহিয়াছে। অর্থাভাবপ্রযুক্ত তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিতে পারা যায় নাই।

পরিষদের ৯ হাজার টাকা ঋণ পরিশোধের জন্য গত ১৩৩১। ২৯এ মাঘ তারিখের পত্রে প্রত্যেক সদস্য মহোদয়কে এক বৎসরের চাঁদা ৬৲ অতিরিক্ত দান করিবার জন্য আবেদন জানান হইয়াছিল। এবং পরিষদের ১৫ই ভাদ্র তারিখের বিশেষ অধিবেশনেও পরিষদের সভাপতি মহাশয় এই ঋণ শোধের অনুরোধ জানাইয়াছিলেন এবং তিনিও এই বাবদে স্বয়ং ৫০০৲ টাকা দান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের ৫০০৲ টাকা দান পাওয়া গিয়াছে। পরিষদের সদস্যগণের মধ্য হইতে মাত্র ১৮৲ টাকা দান পাওয়া গিয়াছে। সদস্যগণ যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রত্যেকে এক বৎসরের চাঁদা পরিষদের ঋণ শোধের জন্য দান করেন, তাহা হইলে এক বৎসরের মধ্যেই পরিষদের ঋণ পরিশোধ হইয়া যাইতে পারে। আশা করি, সদস্য মহোদয়গণ এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে ঋণ পরিশোধ হইয়া যায়, তজ্জন্য সচেষ্ট হইবেন। চৈত্রশেষে দেনা মিটাইবার জন্য রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ শেঠ মহাশয় ১০০৲ টাকা ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় মহাশয় ১২৲ টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদ-ভাজন।

পরিষদের যাবতীয় হিসাব-বিভাগীয় কার্য্য অন্যতম প্রাচীন সভ্য ও কর্ম্মাধ্যক্ষ, বর্ত্তমান বর্ষের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি বিশেষ পরিশ্রম সহকারে পরিষদের আয়-ব্যয়-বিভাগের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া, পরিষদের সেবা করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি পরিষদের ধন্যবাদভাজন।

পরিষদের আয়-ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ মহাশয়দ্বয় বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া পরিষদের যাবতীয় হিসাব পরীক্ষা-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা উভয়েই পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

আলোচ্য বর্ষে আয়-ব্যয়-সমিতির ৭টি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সমিতির সদস্যগণ সমিতির অধিবেশনে অনেক সময়ে উপস্থিত হইয়া, পরিষদের আয়-ব্যয়ের উপর সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিয়া পরিষদের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। আয়-ব্যয়-বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই সমিতির আহ্বানকারী ছিলেন।

আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় সঙ্কোচ

কিছু দিন হইতে সদস্য-সংখ্যার অনুপাতে চাঁদা আদায় কম হওয়ায় আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করা পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষগণের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। পরিষদের কার্য্যক্ষেত্রের প্রসারের তুলনায় বেতনভোগী কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা নিতান্ত প্রয়োজন হইলেও পরিষদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া কর্ম্মচারীর সংখ্যা কমাইতে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি বাধ্য হইয়াছেন। সদস্যগণের দেয় চাঁদাই পরিষদের প্রধান আয়। আবার সদস্যগণের মধ্যে যাঁহারা রীতিমত চাঁদা দিতেছেন না, তাঁহাদের সংখ্যাও বড় কম নয়। এই জন্য অনেক সময় বজেটের নির্দ্দেশ অনুসারে কার্য্য সম্পাদন করা সম্ভবপর হয় না। এই সকল বিবেচনায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ পরিষদের বন্ধুগণ সহ কলিকাতার সদস্যগণের বাড়ী বাড়ী গিয়া বাকী চাঁদা আদায়ের চেষ্টা করিবেন ও বহু নূতন সদস্য সংগ্রহ করিবেন। মফস্বলেও এই ভাবে কার্য্য করা আবশ্যক। পরিষৎকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতেই হইবে। মাতৃভাষানুরাগিগণ অনায়াসেই পরিষৎকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন। সম্পাদক বিনীত ভাবে পরিষদের বন্ধু ও সদস্যগণের নিকট এই নিবেদন সানুনয়ে জানাইতেছেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি পরিষদের ব্যয় কমাইবার উদ্দেশ্যে কর্ম্মচারিগণের সংখ্যা হ্রাস করিয়া বেতন বাবদ বর্ত্তমান বর্ষ অপেক্ষা আরও ৫০০৲ টাকা কম বজেট করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পরিষদের এই অর্থকৃচ্ছ্রতার সময় পরিষদের কতিপয় সদস্য পরিষদের ও পরিষদের কোন কোন কর্ম্মাধ্যক্ষ ও কর্ম্মচারীর গ্লানিকর মিথ্যা বিবরণ ছাপিয়া পরিষদের সদস্যগণের ও সাধারণের মন কলুষিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের এই চেষ্টাতে যে কিছু না কিছু ক্ষতি হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত ভাবে বলা যাইতে পারে। পরিষদের ২১ জন সদস্য এই সকল মিথ্যা ঘটনার মূলে কোন সত্য আছে কি না, তাহা এবং পরিষদের কার্য্য সম্বন্ধে আরও কতকগুলি প্রশ্নের মীমাংসার জন্য পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে পত্র লেখেন। গত ১৫ই ভাদ্র এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। তাহার বিবৃত বিবরণ ৩১শ ভাগ ৩য় সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকার সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা পাঠে কাহারও মনে পরিষৎ সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ ভাব থাকিবে না, আশা করা যায়।

এই সকল কারণে সদস্যগণের নিকট কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি বিনীত নিবেদন জানাইতেছেন

যে, তাঁহারা পারষদের প্রকৃত অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া, ইহার উন্নতি সাধনের যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করুন।

এককালীন দান ও সাহায্য

সদস্যগণের নিকট হইতে নিয়মমত চাঁদা এবং সাহিত্যিকগণের স্মৃতি রক্ষার সাহায্য-প্রাপ্তি ব্যতীত নিম্নলিখিত অতিরিক্ত দান পাওয়া গিয়াছে।—

ক। পরিষদের ঋণ পরিশোধের জন্য দান,—[১] শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—৫০০৲, [২] রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ শেঠ—১০০৲, [৩] শ্রীযুক্ত মণিলাল সেন—৬৲, [৪] শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরী—৬৲, [৫] শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক—৬৲, [৬] শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়—১২৲।

মন্দির সংস্কার জন্য—শ্রীযুক্ত রায় সতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ১০০৲।

খ। গ্রন্থপ্রকাশের জন্য দান,—[১] শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা ২৫০৲, (নূতন গ্রন্থ প্রকাশের জন্য), [২] শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সঙ্কীর্ত্তনামৃত গ্রন্থ সম্পাদন জন্য নকলকারীর পারিশ্রমিক —২৫৲।

গ। দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার,—[১] শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক পূর্ব্ব-দানের পর কোম্পানীর কাগজ—৫০০৲।

[২] শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয়-লিখিত 'ভারত-ললনা' পুস্তক—১০০ খানি।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার মলাট মোটা কাগজে সুদৃশ্য করিয়া ছাপিবার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বাবদ পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় সাহায্য করিয়াছেন।

দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার

আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে এই ভাণ্ডারে ১৭৮২/৩ টাকা উদ্বৃত্ত ছিল। বর্ষমধ্যে ৬৮৷০ সুদ ও পুস্তক বিক্রয়লব্ধ ৯৵০ টাকা পাওয়া যায়।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত ৫০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ পাওয়া যায় এবং শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার রচিত "ভারত-ললনা" ১০০ খানি দান করেন। এই টাকার মধ্যে ৺মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের দুঃস্থা কন্যা শ্রীমতী পদ্মাসনী দেবী মহোদয়াকে ১২৲ টাকা দেওয়া হয়। খরচ বাদে বর্ষশেষে ২৩৪৭|৶৩ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এই অর্থ হইতে ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দুঃস্থা কন্যাকে মাসিক ১০৲ হিসাবে এক বৎসর এবং উক্ত শ্রীমতী পদ্মাসনী দেবী মহাশয়াকে এক বৎসরের জন্য মাসিক ৫৲ হিসাবে সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

ছাপাখানা-সমিতি

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় আলোচ্য বর্ষে ছাপাখানা-সমিতির সম্পাদক ছিলেন। সমিতির তত্ত্বাবধানে ৩১শ ভাগ চারি সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশ ব্যতীত, ৩০শ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ প্রথমাংশ চারি ফর্ম্মা, মাসিক কার্য্যবিবরণ ৫ ফর্ম্মা, গ্রন্থাগারে সঞ্চিত সাময়িক পত্রের তালিকা (সম্পূর্ণ), প্রাচীন পুথির বিবরণ ৬ ফর্ম্মা (৩য় ভাগ, ২য় সংখ্যা),

শব্দকল্পদ্রুম ৪র্থ খণ্ড (২১—২৯) ৯ ফর্মা, সর্বজ্ঞামৃত (৩—৪) ২ ফর্মা, ভারতীয় ৩য় খণ্ড (১৮—৪৮) ৩১ ফর্মা (সম্পূর্ণ), ন্যায়দর্শন, ৪র্থ খণ্ড (৬—১৫) ১০ ফর্মা, সাধকরঞ্জন (৩—৯) ৭ফর্মা (সম্পূর্ণ), রসকদম্ব (৬—১৩) ৮ফর্মা (সম্পূর্ণ) এবং শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল (১৩—৩৬) ২৪ ফর্মা মুদ্রিত হইয়াছে। উদ্ভিজ্জ্ঞান ২য় খণ্ডের পারিভাষিক শব্দের সূচী এখনও মুদ্রিত হয় নাই বলিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারা যায় নাই। এতদ্ব্যতীত ছাপাখানার বিল মঞ্জুর, প্রেস নির্ব্বাচন প্রভৃতি কার্য্য ছাপাখানা-সমিতির কর্তৃত্বাধীনে সম্পাদিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ছাপাখানা-সমিতির চারিটি অধিবেশন হইয়াছে। সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা একত্রিংশ ভাগ চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। সভাপতির অভিভাষণ এবং প্রাচীন পুথির বিবরণ ব্যতীত সাহিত্যাদি চারি শাখা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রবন্ধ এবং অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠের পর যে সকল আলোচনা হয়, তাহাই এই চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে শ্রেণীভেদে প্রবন্ধ, প্রবন্ধলেখক এবং আলোচনাকারিগণের নাম দেওয়া হইল।

(ক) প্রাচীন সাহিত্য—(১) শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথদর্শন। লেখক—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল। (২) আলাওলের পদ্মাবতী। লেখক—মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, এম এ, বি এল।

(খ) সাহিত্য—(১) খুলনা জেলার মাঝির গান। লেখক—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম এ, বি এল। (২) ভারতীয় সূদবিদ্যা। লেখক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

(গ) ভাষাতত্ত্ব—(১) বাঙ্গালা ভাষায় অনুজ্ঞা। লেখক—মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, এম্ এ, বি এল্। ২) "বাঙ্গালা ভাষায় অনুজ্ঞা' সম্বন্ধে মন্তব্য"—লেখক শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট ও উক্ত প্রবন্ধের সমালোচনা ও তাহার উত্তর—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ, (৩) সমালোচনার উত্তর—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট।

(ঘ) ইতিহাস—(১) মুর্শিদাবাদের একটি প্রাচীন লিপি। লেখক—শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল। (ক) উক্ত প্রবন্ধের পাঠ সম্বন্ধে মন্তব্য—লেখক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট। (২) হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ (সভাপতির অভিভাষণ)—লেখক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই। (৩) হিন্দু রাজনীতিশাস্ত্রে মণ্ডলের সংস্থান—লেখক শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি এচ ডি, পি আর এস, (৪) নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব—লেখক শ্রীযুক্ত রামমোহন নাথ। (ক) এই প্রবন্ধের আলোচনা—শ্রীযুক্ত ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া এম এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল, বেদান্তরত্ন, (৫) জালন্ধর গড়—লেখক শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়।

বৈষ্ণব সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ (৩য় ও ৪র্থ সংখ্যায় শেষ)—লেখক শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার এম এ, ভাগবতরত্ন। (৭) প্যারীচাঁদ মিত্র—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই। (৮) অর্থশাস্ত্রে দুর্ব্বল রাজার আত্মরক্ষা—লেখক শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি এচ ডি, পি আর এস।

(ঙ) দর্শন—(১) জৈনদর্শনে স্যাদ্বাদ (২য় অংশ)—লেখক শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য এম্ এ, (২) জৈনদিগের দৈনিক ষট্‌কর্ম্ম—লেখক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ বি এ।

(চ) বিজ্ঞান—(১) আমাদিগের অয়নাংশ—লেখক শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ এস্ সি, এম ডি, এফ জেড এস্।

(ছ) বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—প্রাণিবিজ্ঞানবিষয়ক পরিভাষা—লেখক শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম এস্ সি, এম্ ডি, এফ জেড এস।

শ্রেণীভেদে প্রবন্ধগুলির সংখ্যা এইরূপ—প্রাচীন সাহিত্য—২, ইতিহাস—৮, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—১, সাহিত্য—২, দর্শন—২, ভাষাতত্ত্ব—৩, বিজ্ঞান—১, সর্ব্বসমেত—১৯।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি এচ ডি, পি আর এস্ মহাশয় পত্রিকাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি এ বৎসর হইতে পত্রিকার মলাটের চেহারা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, এবং তজ্জন্য ৩৩৸৴৬ টাকা দান করিয়া পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন।

গ্রন্থপ্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির মুদ্রণকার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল,—

গ্রন্থ	সম্পাদক
(ক) শ্রীশ্রীপদকল্পতরু (৪র্থ খণ্ড)	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ
(খ) সঙ্কীর্ত্তনামৃত	শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
(গ) ন্যায়দর্শন (৩য় খণ্ড)	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ
(ঘ) ঐ (৪র্থ খণ্ড)	ঐ
(ঙ) শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
(চ) রসকদম্ব	শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ ও শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ
(ছ) সাধকরঞ্জন	শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
(জ) কৌলমার্গরহস্য	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ

(ঝ) প্রাচীন পুথির বিবরণ, ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা—সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।

এই সকল গ্রন্থের মধ্যে ন্যায়দর্শন ৩য় খণ্ড সম্পূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। রসকদম্ব গ্রন্থের মূলাংশ এবং সাধকরঞ্জন মূলাংশ সম্পূর্ণ হইয়াছে, ভূমিকাদি মুদ্রিত হইতেছে। সত্বরেই এই দুই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইবে। আগামী বর্ষে পদকল্পতরু ৪র্থ

খণ্ড, ন্যায়দর্শন ৪র্থ খণ্ড এবং শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিতে পারা যাইবে ভরসা হয়। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়-লিখিত কৌলমার্গরহস্য নামক একখানি তন্ত্রের গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে। এ গ্রন্থও সত্বরেই প্রকাশিত হইবে। এ গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে তন্ত্রোক্ত পঞ্চ-ম'কার সম্বন্ধে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার নিরাস হইবে আশা করা যায়। দুঃখের বিষয়, উদ্ভিদজ্ঞান ২য় খণ্ড প্রকাশের কোনই ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই।

ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ও পুথিসংগ্রহ

ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের কার্য্য আলোচ্য বর্ষে বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। উক্ত তহবিলের অর্থে মাত্র পঞ্চাশ টাকার পুথি ক্রয় করা হইয়াছে।

পদক ও পুরস্কার

পূর্ব্ববৎসরের বিজ্ঞাপিত পদক ও পুরস্কারের বিষয়ে কোন কার্য্য হয় নাই। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য দাতৃগণ যে যে অর্থ দিয়াছেন বা পদক দিয়াছেন ও যে যে প্রবন্ধের বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

(১) ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক। বিষয়—২৪ পরগণা ও কলিকাতার জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ।

(২) হেমচন্দ্র রৌপ্য-পদক। বিষয়—বঙ্কিমচন্দ্রে ও হেমচন্দ্রে জাতীয় ভাব।

(৩) রামগোপাল রৌপ্য-পদক। বিষয়—কবি অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের 'এষা' কাব্য সমালোচনা।

(৪) অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক (ক)। বিষয়—বাঙ্গালার গীতিকাব্যে কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের স্থান।

(৫) অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক (খ)। বিষয়—অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে নারী-চরিত্র।

(৬) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রৌপ্য-পদক। বিষয়—বাঙ্গালা সাহিত্যে সুরেশচন্দ্র।

(৭) আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-পুরস্কার (১০০৲)। বিষয়—শতপথ, গোপথ ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যানসমূহের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

আলোচ্য বর্ষে আরও দুইটি পদকের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে,—

(১) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সূচী প্রণয়ন জন্য বৈদ্যমহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজা-প্রসন্ন সেন মহাশয় একটি সুবর্ণ-পদক দান করিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত উক্ত পদকের টাকা পাওয়া যায় নাই।

(২) মাইকেল মধুসূদন দত্তের শতবার্ষিক জন্মোৎসব স্মরণীয় করিবার জন্য মাইকেলের জীবনী ও গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে প্রবন্ধ-লেখককে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ মহাশয় 'দেওয়ান বাহাদুর জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী পদক' নামে এক রৌপ্যপদক দিবার জন্য ১০৲ দান করিয়াছেন।

কলিকাতা করপোরেশন

আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষদ্ মন্দিরের ট্যাক্স পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় রেহাই দিয়াছেন এবং পরিষদের গ্রন্থাগারে পুস্তকাদি খরিদ করিবার জন্য ৬৫০৲ সাহায্য দান করিয়াছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষের ২৭এ ও ২৮এ চৈত্র ঢাকা মুন্সীগঞ্জ নগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ষোড়শ অধিবেশন হয়। দেশবন্ধু স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন। দুঃখের বিষয়, তিনি শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারেন নাই। রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত উমাচরণ সেন মহাশয়দ্বয় অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক ছিলেন। সম্মিলনের মূল সভাপতি ছিলেন নাটোরাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাহিত্য-শাখার, শ্রীযুক্ত ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম এ, পিএচ ডি মহাশয় ইতিহাস-শাখার, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় দর্শন-শাখার এবং শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পিএচ ডি মহাশয় বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি ছিলেন।

সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশনের (রাধানগরে অনুষ্ঠিত) নির্দ্ধারণ অনুসারে নিম্নলিখিত দুইটী কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

(ক) হুগলী জেলার ইতিহাস প্রণয়নের জন্য শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় একটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। আলোচ্য বর্ষে সমিতির তিনটি অধিবেশন হইয়াছে। ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের জন্য আয়োজন হইয়াছে এবং অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। জেলার বিভিন্ন স্থানে যাইবার জন্য একটি শাখা-সমিতিও গঠিত হইয়াছে।

(খ) সাহিত্যাদি চারি বিভাগে চারিটি পুরস্কার দিবার বিষয়ে মাননীয় বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এক শাখাসমিতি গঠিত হইয়াছে এবং এই সমিতিরও তিনটি অধিবেশন হইয়াছে। সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে।

উপসংহার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একত্রিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ আপনাদের নিকট উপস্থিত করিলাম। এই কার্য্যবিবরণ হইতে পরিষদের সকল বিভাগের কার্য্য পরিচালনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া হইবে।

গত দুই বৎসর পরিষদের সম্পাদকের দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া দেখিয়াছি, পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র এত বিস্তৃত যে, তাহার তুলনায় পরিষদের অর্থ-সামর্থ্য ও কর্ম্মীর সংখ্যা অতি ক্ষীণ। যুগ যুগান্তর ধরিয়া বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী জাতির ও তাহার সভ্যতার যে বিপুল ক্রমপরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, তাহার আলোচনা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে হইলেও

ধারাবাহিকভাবে ও বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে হইতেছে না, তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যে সকল মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহার অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা দেশবাসীর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সেই সকল উদ্দেশ্যই পূর্ব্বোক্ত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত কিন্তু পরিতাপের বিষয়, সে উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল পরিষদের অর্থ-সামর্থ্য কোথায়? সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার জন্য সেরূপ নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মিসম্প্রদায় কোথায়? আমাদের মনে হয়, দেশমধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে কেন্দ্রীভূত করিয়া, এই সকল অতি প্রয়োজনীয় আলোচনার জন্য দেশের প্রতিষ্ঠাবান্ কর্ম্মিসম্প্রদায় বদ্ধপরিকর হউন এবং তদ্দ্বারা জগতের সভ্যসমাজের সম্মুখে নিজেদের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করুন। দেশের সাহিত্য, ইতিহাস, জাতি, ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কত পরিবর্ত্তন কত ভাবে হইয়াছে, তাহার ধারাবাহিক আলোচনা ও উদ্ধার এই সকল স্বদেশহিতৈষী কর্ম্মীর কর্ত্তব্যমধ্যে পরিগণিত হউক। এই বিপুল কার্য্য সম্পাদনের জন্য যেমন কর্ম্মিসঙ্ঘের প্রয়োজন—তেমনি বিপুল অর্থেরও প্রয়োজন। পরিষৎ প্রতি বৎসরই এই অর্থের দৈন্য জানাইয়াই আসিতেছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তদনুরূপ অর্থ সাহায্য পাওয়া যাইতেছে না। এ বিষয়ে দেশের লক্ষ্মীর বরপুত্রগণের নিকট পরিষৎ বিনীতভাবে নিবেদন জানাইতেছেন যে, তাঁহারা পরিষদের এই মহৎ উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়া, ইহাকে অর্থ সাহায্যদ্বারা উৎসাহিত করুন। কেন না, দেশের যত বড় বড় উদ্যম এ যাবৎ সফল হইয়াছে, তাঁহাদের বদান্যতাই সেই সকল সফলতাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। এই যে পরিষৎ নিজ ভবনে বসিয়া আজ দেশসেবার অবসর পাইয়াছে, তাহার মূলে তাঁহাদের দয়ার প্রস্রবণ চিরসমুজ্জ্বল রহিয়াছে। এই জন্য পুনরায় আজ দেশের কর্ম্মী ও ধনিসম্প্রদায়ের নিকট পরিষদের আবেদন জ্ঞাপন করিলাম।

পরিষদের বিগত বর্ষের কার্য্য সম্পাদনে যে সকল কর্ম্মাধ্যক্ষ, সমিতির সভ্য ও সমিতির বাহিরে থাকিয়াও যাঁহারা সম্পাদককে বিবিধ বিষয়ে সাহায্য ও পরামর্শ দান করিয়াছেন, আমি তাঁহাদের সকলের নিকটই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। যদি কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত হইতে না পারিয়া, তাঁহাদের মনঃকষ্টের কারণ সৃষ্টি করিয়া থাকি, তবে তাঁহাদের নিকট পরিষদের কল্যাণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
৩রা শ্রাবণ, ১৩৩১

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সম্পাদক।

পরিশিষ্ট

শাখা-পরিষদের কার্য্য-বিবরণ

বারাণসী-শাখা

ষোড়শ বর্ষ

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সদস্য-সংখ্যা—২০০, অধিবেশন-সংখ্যা—১০, (বিশেষ ১, সাধারণ ৩, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি ৩, ছাত্র-পরিষৎ ৩,), পুস্তক-সংখ্যা—২৯৩৫।

বিশেষ অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন কবিসম্রাট্ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয় এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ কাশীধামে একটি ভবন নির্ম্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাবিত ভবন সমগ্র বাঙ্গালী-সমাজের সম্মেলন-ক্ষেত্র হইবে।

তিনটি সাধারণ অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম এ মহাশয়, (ক) স্যর গুরুদাসের পুণ্যস্মৃতি, (খ) কামরূপের প্রাচীন রাজবংশ (প্রথম অংশ) এবং (গ) ঐ দ্বিতীয় অংশ, এই তিনটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ছাত্র-পরিষদে (ক) 'সাহস ও নৈতিকতা', (খ) 'বিশ্ব-সভ্যতার ধারা,' (গ) 'জীবনে নীতি ও ধর্ম্ম', (ঘ) 'শিল্পে অশ্লীলতা' এবং (ঙ) 'সৎসাহিত্য' প্রবন্ধ পঠিত হয়।

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ ১০০৲ দান করিয়া আজীবন-সদস্য হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তিনটি বড় বড় আলমারী দান করিয়াছেন।

আয়-ব্যয়—গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ৪১৯৷৵১২, যাণ্মাসিক আয় ২৮৫৷৴৫, মোট আয় ৭০৪৸১৭, যাণ্মাসিক ব্যয় ৩৩৩৷৴১৫, উদ্বৃত্ত ৩৬৮৷৷৵২৷৷০।

গৌহাটী শাখা

ষোড়শ বর্ষ

সভাপতি—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

সম্পাদক— " আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ

অধিবেশন-সংখ্যা—৮। এই সকল অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়,—

১। কলোচ্ছাস—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন

২। বাঙ্গালায় লিখিত আসামের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার ভূইঞা এম এ, বি এল

৩। মণিতন্ত্র—শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ

৪। পীঠস্থান—শ্রীযুক্ত আনন্দকিশোর দাস এম এস্-সি
৫। বঙ্গসাহিত্যের দৈন্য—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন
৬। ভাষার আভিজাত্য— " বীরেন্দ্রমোহন দত্ত এম এ
৭। সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ— " সত্যভূষণ সেন
৮। সাহিত্য সম্বন্ধে এক অক্ষর কথা—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৯। আর্য্যা ও পথ্যাবক্ত্র ছন্দঃ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম এ
১০। গৌহাটীতে পণ্ডিতা রমাবাঈ—শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে
১১। দক্ষিণমেরু অভিযান—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন
১২। কৈশিক ব্যাপার—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ
(ছায়াচিত্র সাহায্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রদর্শন হয়)

শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মূল-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে শাখাগুলির অন্যতম প্রতিনিধি-সভ্য ছিলেন।

উত্তরপাড়া-শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায় চৌধুরী

সম্পাদক— " ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

সদস্য-সংখ্যা—৮৭, অধিবেশন-সংখ্যা—১০, [কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ৭, সাধারণ ৩,] পুস্তক-সংখ্যা—১৮০৫।

অধিবেশন—১। নববর্ষ-মিলন, প্রবন্ধ (ক) নববর্ষ—শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, (খ) আনারস—শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি এস্-সি।

২। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ বিশেষ অধিবেশনে বক্তৃতা ও কবিতাদি পঠিত হয়। শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি এস্-সি এবং শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেন শাস্ত্রী প্রবন্ধ পাঠ করেন।

৩। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসভবনে স্মৃতি-ফলক প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি এস্ সি, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম এ, কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু বি এল প্রবন্ধ এবং কবিতা পাঠ করেন। এতদ্ব্যতীত শারদীয় উৎসব ও বসন্ত-পঞ্চমী উৎসব সম্পন্ন হয়। সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর।

আয় ৪৭২৷৸৴০, ব্যয় ৪৬১৲, উদ্বৃত্ত ১১৷৸৴০। শাখার মন্দির নির্ম্মাণের জন্য ২৪।৴০ সংগৃহীত হইয়াছে। মূল-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় শাখাগুলির অন্যতম প্রতিনিধি-সভ্য ছিলেন।

চিত্রশালায় কতকগুলি প্রাচীন খোদিত ইষ্টক সংগৃহীত হইয়াছে।

রাধানগর সাহিত্য-সম্মিলনে শাখার পক্ষে তিনজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

মেদিনীপুর-শাখা

দ্বাদশ বর্ষ

সভাপতি— শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ধবলদেব বি এ

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্

সদস্য-সংখ্যা—১৪৭, অধিবেশন-সংখ্যা—৬০ (সাপ্তাহিক ৪০, মাসিক ৪, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ৪, অভ্যর্থনা-সমিতি ২, প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন-সমিতি ৪, পত্রিকা-প্রকাশক সমিতি ৩, বিশেষ অধিবেশন ৩), গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা—১১৫১।

শাখার দ্বাদশ বর্ষের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আলোচ্য বর্ষে ৯২টী প্রবন্ধ ও কবিতা পঠিত ও গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত-গুলি উল্লেখযোগ্য।

১। জন্মান্তরবাদ
২। দশ মহাবিদ্যা
৩। বিজয়ার আলিঙ্গনের ঐতিহাসিক তথ্য } শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী এম্ এ, বি এল্
৪। জগতের অদৃশ্য শ্রমিক
৫। মনুষ্যের কর্ত্তৃত্বাভিমান } শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র বি এ
৬। ময়নাগড়ের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ জানা
৭। বঙ্গসাহিত্য ও অন্নসমস্যা—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস
৮। সন্তবাণী—শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ
৯। ধূলিকণা
১০। গুরু মহাশয়
১১। দৃষ্টিহীন (গাথা)
১২। মহাত্মা রামমোহন (কবিতা) } শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্
১৩। নববর্ষ (কবিতা)
১৪। বোধন (কবিতা) } শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব রায়

শাখার মন্দির নির্ম্মাণের জন্য অর্থসংগ্রহ হইতেছে। আয়-ব্যয়—আয় ৫৫৩/৫, ব্যয় ১৯৭৮/০, ১৩৫।৫।

নদীয়া-শাখা

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর বি এ, এম বি

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল

সদস্য-সংখ্যা—৩০, অধিবেশন-সংখ্যা—৪, তন্মধ্যে দুইটি অধিবেশনে এই প্রবন্ধদ্বয় পঠিত হয়,—

১। সাহিত্যে বিষাদের সুর—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ।

২। জোহারাম শিরোরত্ন ও তাঁহার রচিত মালতীমাধব নাটকের গদ্যানুবাদ—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর বি এ, এম বি।

অপর দুইটি অধিবেশনে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং জোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

এতদ্ব্যতীত একটি উৎসব সভার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিরূপে 'সাহিত্য ও নীতি' সম্বন্ধে এক অভিভাষণ পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় এবং ছাত্রগণ সঙ্গীত ও আবৃত্তি করেন।

শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্ মহাশয় মূল-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে শাখাগুলির অন্যতম প্রতিনিধি-সভ্য ছিলেন।

দিল্লী-শাখা

সভাপতি—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু বি এ।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস।

অধিবেশন-সংখ্যা—৬ (সাধারণ ২, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ৪)।

পুস্তক-সংখ্যা—৬৫৫, সদস্য-সংখ্যা ২০।

শাখার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শাখার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। আয় ১০৮।০, ব্যয় ১০০৲, উদ্বৃত্ত ৮।০।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক পত্রাদি

দৈনিক

১। The Amrita Bazar Patrika, ২। The Bengalee. ৩। The Calcutta Exchange Gazette, ৪। The Englishman, ৫। The Forward, ৬। The Servant. ৭। আনন্দ-বাজার-পত্রিকা, ৮। স্বরাজ, ৯। হিন্দুস্থান।

সাপ্তাহিক

১। The Calcutta Gazette, ২। Calcutta Municipal Gazette, ৩। The Mussalman, ৪। The Telegraph, ৫। The World and the New Dispensation, ৬। আত্মশক্তি, ৭। এডুকেশন গেজেট, ৮। খুলনা-বাসী, ৯। গৌড়-দূত, ১০। গৌড়ীয়, ১১। চারুমিহির, ১২। চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ, ১৩। জাগরণ, ১৪। ঢাকা-প্রকাশ, ১৫। তরুণ ভারত, ১৬। নবযুগ, ১৭। নীহার, ১৮। নোয়াখালি সম্মিলনী, ১৯। পল্লীবাসী, ২০। ফরিদপুর-হিতৈষিণী, ২১। বঙ্গবাসী, ২২। বঙ্গ-রত্ন, ২৩। বর্দ্ধমান-সঞ্জীবনী, ২৪। বিজলী, ২৫। বীরভূম-বার্ত্তা, ২৬। মজলিশ, ২৭। মালদহ-সমাচার, ২৮। মেদিনীপুর-হিতৈষী, ২৯। মোহাম্মদী, ৩০। রূপ ও রঙ্গ, ৩১। শিশির, ৩২। সচিত্র শিশির, ৩৩। সঞ্জয়, ৩৪। সঞ্জীবনী, ৩৫। সময়, ৩৬। সুরাজ, ৩৭। স্বায়ত্ত-শাসন, ৩৮। হিতবাদী।

পাক্ষিক

১। তত্ত্ব-কৌমুদী, ২। ধর্ম্মতত্ত্ব ৩। সন্মিলনী।

মাসিক

১। Amcrican Anthropologist, ২। The Calcutta Review, ৩। Commercial Education, ৪। Commercial India, ৫। Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, * ৬। Indian Antiquary, ৭। Industry, ৮। Health and Happiness, ৯। The Vedant Kesari, ১০। Journal of Ayurveda, ১১। Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, ১২। The Mahamandal Magazine, * ১৩। Modern Review, ১৪। The Calcutta Medical Journal, ১৫। Indian Medical Record, ১৬। Success, ১৭। অর্চনা, ১৮। আর্য্য-দর্পণ, ১৯। আয়ুর্ব্বেদ, ২০। আলোচনা, ২১। ইসলাম্ দর্শন, ২২। উৎসব, ২৩। উদ্বোধন, ২৪। উপাসনা, ২৫। কর্ণাটক-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২৬। কায়স্থ, ২৭। কায়স্থ-পত্রিকা, ২৮। কায়স্থ-সমাজ, ২৯। কৃষক, ৩০। কৃষি-সম্পদ্, ৩১। গন্ধবণিক্ মাসিক পত্র, ৩২। চিকিৎসা-প্রকাশ, ৩৩। জন্মভূমি, ৩৪। তরুণ, ৩৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৩৬। তন্ত্র ও তন্ত্রী, ৩৭। তাম্বুলী পত্রিকা, ৩৮। নব্যভারত, ৩৯। পরিচারিকা, ৪০। প্রজাপতি, ৪১। প্রবর্ত্তক, ৪২। প্রবাসী, ৪৩। প্রাচী, ৪৪। বঙ্গবাণী, ৪৫। বাণিজ্য-বার্ত্তা, ৪৬। বাঁশরী, ৪৭। বিবিধলিপি, ৪৮। ব্রহ্মবাদী, ৪৯। ব্রহ্মবিদ্যা, ৫০। ব্রাহ্মণ-সমাজ, ৫১। ভক্তি, ৫২। ভারতবর্ষ, ৫৩। ভারতী, ৫৪। মাতৃমন্দির, ৫৫। মাধবী ৫৬। মাধুকরী, ৫৭। মানসী ও মর্ম্মবাণী, * ৫৮। মাসিক বসুমতী, ৫৯। মাহিষ্য-সমাজ, ৬০। যোগিসখা, ৬১। লক্ষ্মী, ৬২। শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক, ৬৩। স্বদেশ, ৬৪। সরস্বতী (হিন্দী), ৬৫। সাহিত্য-সংবাদ, ৬৬। সুবর্ণবণিক্-সমাচার, ৬৭। সৌরভ, ৬৮। স্বাবলম্বী, ৬৯। স্বাস্থ্য সমাচার, ৭০। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা। ৭১। ত্রিশূল।

দ্বৈমাসিক

১। প্রকৃতি, ২। সাম্যবাদী, ৩। Museum of Fine Arts Bulletin.

ত্রৈমাসিক

১। কংসবণিক্ পত্রিকা, ২। নাগরীপ্রচারিণী পত্রিকা (হিন্দী), ৩। পুরাতত্ত্ব (হিন্দী), ৪। প্রতিভা, ৫। সংস্কৃত-ভারতী, ৬। Devalaya Review, ৭। Indian Historical Quarterly, ৮। Quarterly Journal of the Mythic Society.

* চিহ্নিত পত্রিকাগুলি ক্রয় করা হয়।

বিভিন্ন শাখা-সমিতির সভ্যগণ

সাহিত্য-শাখা

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আহ্বানকারী—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী। সভ্যগণ—শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ডাঃ রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক।

ইতিহাস-শাখা

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আহ্বানকারী—শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন। সভ্যগণ—রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত ডাঃ বিমলাচরণ লাহা, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক।

দর্শন-শাখা

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, আহ্বানকারী—শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য। সভ্যগণ—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ডাঃ শিশিরকুমার মৈত্র, শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার, শ্রীযুক্ত মাধবদাস চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত মনীবিনাথ বসু সরস্বতী এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক।

বিজ্ঞান-শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী, আহ্বানকারী—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সভ্যগণ—শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, আচার্য্য শ্রীযুক্ত স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ [illegible] ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ শেঠ, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ডাঃ জ্যোতিঃপ্রকাশ বসু, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন

সাহা, রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক।

জ্যোতিষ-সমিতি

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ রায় ঘোষ, শ্রীযুক্ত [illegible]নাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু ; শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন (আহ্বানকারী)

আয়-ব্যয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত অনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র-নাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (আহ্বানকারী)।

চিত্রশালা-সমিতি

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, রায় শ্রীযুক্ত রমা-প্রসাদ চন্দ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার, শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়, শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (আহ্বানকারী)।

পুস্তকালয়-সমিতি

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুধীরকুমার বসু, শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত (আহ্বানকারী)।

ছাপাখানা-সমিতি

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, শ্রীযুক্ত গণেন্দ্র-চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত পঞ্চশিখ ভট্টাচার্য্য, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত নলিনী-রঞ্জন পণ্ডিত (সম্পাদক)।

৺ভূপেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি-সমিতি

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় (আহ্বানকারী)।

৺স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র-নির্ম্মাণ-সমিতি

শ্রীযুক্ত রাজরঞ্জন রায় বিদ্যাবল্লভ, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

৺[illegible] চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিরক্ষার্থে একখানি [illegible] চিত্র-নির্ব্বাচন-সমিতি

পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়।

নিয়মাবলী পরিবর্তন শাখা-সমিতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, পরিষদের সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু (আহ্বানকারী)।

পরিষদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারিগণের পত্রোত্তরের খসড়া প্রস্তুত-সমিতি

শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, এবং সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা মহাশয়ের অর্থে প্রকাশ্য গ্রন্থ নির্ব্বাচন-সমিতি

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

বার্ষিক কার্য্যবিবরণ-পরিদর্শন-সমিতি

পরিষদের সভাপতি, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর এবং সম্পাদক।

সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (মেদিনীপুর), শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু (কলিকাতা), মৌলবী মোজাম্মেল হক (শান্তিপুর), শ্রীযুক্ত রাধারমণ সাহা (পাবনা), শ্রীযুক্ত রামময় মণ্ডল (চন্দ্রকোণা), শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (বেজগাঁ, ঢাকা), শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ দাস (পালশিট, বৈটা, বর্দ্ধমান), শ্রীযুক্ত কান্তিলাল এম ধোলাকিয়া (কলিকাতা)। এতদ্ব্যতীত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ৪৭ জন সভ্য।

হুগলী জেলার ইতিহাস সমিতি

১। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ২। শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায়, ৩। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ৪। শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ সাহানা, ৫। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, ৬। শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ৭। শ্রীযুক্ত খান বাহাদুর মজঃরুল আনোয়ার, ৮। শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, ৯। শ্রীযুক্ত নন্দলাল দে, ১০। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ১২। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ দে, ১৩। শ্রীযুক্ত রায় প্রমথনাথ মল্লিক বাহাদুর, ১৪। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রমোহন সিংহ, ১৫। শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ কুণ্ডু, ১৬। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র, ১৭। শ্রীযুক্ত মোহান্ত প্রভাত গিরি, ১৮। মৌলবী জোবেদালী মোল্লা, ১৯। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, ২০। শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন রায়, ২১। শ্রীযুক্ত সরসীমোহন রায়, ২২। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য, ২৩। সভাপতি—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

বর্দ্ধমান পুরস্কার-সমিতি

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ২। রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, ৩। রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর, ৪। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, ৫। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, ৭। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ৮। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, ৯। শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা, ১০। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, ১১। শ্রীযুক্ত রায় বদরীদাস গোয়েন্কা বাহাদুর, ১২। শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী, ১৩। সভাপতি—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

১৩৩১ চৈত্রশেষে কার্য্যালয়ে মজুত পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীর হিসাব।

সংখ্যা।	পুস্তকের নাম।	গতবর্ষের মজুত।	বর্ত্তমান বর্ষের খরচ।	মজুত।
১।	কৃত্তিবাসী রামায়ণ	১৩	২	১১
২।	পীতাম্বরদাসের রসমঞ্জরী	১৪	০	১৪
৩।	বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত	০	০	০
৪।	ছুটীখানের মহাভারত	১৪	০	১৪
৫।	বনমালীদাসের জয়দেবচরিত্র	৬০	২	৫৮
৬।	বাসুঘোষের পদাবলী	৫৮	৩	৫৫
৭।	চৈতন্যমঙ্গল	১৬	০	১৬
৮।	মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল	২১	০	২১
৯।	কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী	১৯	০	১৯
১০।	গৌরপদতরঙ্গিণী	১৩	০	১৩
১১।	কাশীপরিক্রমা	২২	০	২২
১২।	রাধিকার মানভঙ্গ	৭৭	৬	৭১
১৩।	রামায়ণ-তত্ত্ব	৬	০	৬
১৪।	রাধিকা-মঙ্গল	২২	০	২২
১৫।	বৌদ্ধধর্ম্ম	৭০	২	৬৮
১৬।	ব্রজপরিক্রমা	২৭	০	২৭
১৭।	শঙ্কর ও শাক্যমুনি	৪৮	১	৪৭
১৮।	শূন্যপুরাণ	১৪	০	১৪
১৯।	নবদ্বীপপরিক্রমা	২	০	২
২০।	শতপথ ব্রাহ্মণ ১ম	২৯	০	২৯
২১।	" " ২য়	২০	০	২০
২২।	চন্দ্রনাথ বসু	০	০	০
২৩।	কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর	৩৩	০	৩৩
২৪।	বিষ্ণুমূর্ত্তিপরিচয়	১৪৪৬	৬	১৪৪০
২৫।	মায়াপুরী	১৬৫	৮	১৫৭
২৬।	প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা	৩৫	০	৩৫
২৭।	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	৬	১	৫
২৮।	কবি হেমচন্দ্র	১০০	৩	৯৭
২৯।	গীতাভাষ্য, প্রথম	১	০	১

সংখ্যা ।	পুস্তকের নাম ।	গতবর্ষের মজুত ।	বর্ত্তমান বর্ষের খরচ ।	মজুত ।
৬১ ।	মৃগলুব্ধসংবাদ	৪২১	৭	৪১৪
৬২ ।	তীর্থভ্রমণ	২৫৭	[illegible]	২৫১
৬৩ ।	গঙ্গামঙ্গল	৮২	৬	৭৬
৬৪ ।	বৌদ্ধগান ও দোহা	১১৫	৫	১১০
৬৫ ।	ধর্ম্মপূজাবিধান	৩৮০	[illegible]	৩৭৫
৬৬ ।	মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা	৭৬	১	৭৫
৬৭ ।	শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন	৩৮৮	১২	৩৭৬
৬৮ ।	জ্ঞানসাগর	১৪৮	[illegible]	১৪২
৬৯ ।	সারদামঙ্গল	১৫৯	৬	১৫৩
৭০ ।	নেপালে বাঙ্গালা নাটক	১৪০	৭	১৩৩
৭১ ।	গৌরাঙ্গসন্ন্যাস	১২৩	৩	১২০
৭২ ।	ন্যায়দর্শন, ১ম	৪৮০	৫৩	৪২৭
৭৩ ।	" ২য়	৭৩১	৫১	৬৮০
৭৪ ।	গোরক্ষবিজয়	৬৮২	৬	৬৭৬
৭৫ ।	শ্রীকৃষ্ণবিলাস	৩৯৫	১৯	৩৭৬
৭৬ ।	সর্ব্বসংবাদিনী	৮৬১	১৯	৮৪২
৭৭ ।	মনোবিজ্ঞান	৮৫০	১০	৮৪০
৭৮ ।	চিত্রশালার তালিকা	৫৯১	২	৫৮৯
৭৯ ।	উদ্ভিদজ্ঞান (প্রথম পর্ব্ব)	৯৬২	১৫	৯৪৭
৮০ ।	লেখমালানুক্রমণী	৯৫০	৪৭	৯০৩
৮১ ।	বৃন্দাবন-কথা	১৩৩	৫	১২৮
৮২ ।	মেঘদূত	৩৩	০	৩৩
৮৩ ।	ঋতুসংহারম্	১৪১	০	১৪১
৮৪ ।	পুষ্পবাণবিলাসম্	১৪২	০	১৪২
৮৫ ।	উত্তরপাড়ার বিবরণ	৪৫	১	৪৪
৮৬ ।	[illegible]	১০০	০	১০০

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি ।
১।৪।৩২

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সম্পাদক ।
১।৪।৩২

একত্রিংশ সাংবৎসরিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়

ক্রম	বিবরণ	টাকা
১।	চাঁদা	৬৭৭৩৲
২।	প্রবেশিকা	৯৪৲
৩।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৫৩৩।৶০
৪।	পত্রিকা বিক্রয়	৫৬৷/০
৫।	বিজ্ঞাপনের আয়	১৮৮৲
৬।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ আদায়	৮৪২॥/৭
৭।	এককালীন দান	২৮৬১৲
৮।	স্মৃতিরক্ষার আয়	২৩৬৸৬
৯।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	৩৭৵০
১০।	বিবিধ আয়	১৭৮৸৯
১১।	হাওলাত আদায়	৪৩৫৻৬
১২।	দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	৫৭৭।৵০
১৩।	পদক ও পুরস্কার	১০৲
১৪।	আমানত জমা	১৬৬।৶০
১৫।	পোষ্ট অফিস্ সেভিংস্ ব্যাঙ্ক গচ্ছিত হিসাবে ফেরত জমা	৮৫৲
		১৩৭৭৪৸৵৪

ব্যয়

ক্রম	বিবরণ	টাকা
১।	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	২৬৫২৲
২।	পত্রিকাদি মুদ্রণ	১৫৪২॥৵৬
৩।	পুস্তকালয়	১৪৩৪৸৶৩
৪।	পুথিশালা	৪৭৩৷/৬
৫।	চিত্রশালা	৭০৵৬
৬।	বিবিধ মুদ্রণ	২৪০৸৶০
৭।	ডাকমাশুল	১২১৫॥৵৬
৮।	বাড়ী মেরামত	৩৪২॥৵৩
৯।	ইলেকট্রিক লাইট ও পাখার বিল	২৪২॥৬
১০।	ইলেকট্রিক তার বদল ও মেরামতের বিল	৬১৲
১১।	বিজ্ঞাপনের কমিশন	২২॥০
১২।	ভৃত্যদিগের ঘর ভাড়া	৯০৲
১৩।	ভৃত্যদিগের পোষাক	৫॥০
১৪।	দপ্তর সরঞ্জামী	৮৭/৩
১৫।	নূতন আসবাব	৫॥০
১৬।	গাড়ীভাড়া	১০৩৵৩
১৭।	বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলন	৮১।৬
১৮।	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	২৬৬॥৯
১৯।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ	৪০॥০
২০।	দেনাশোধ	৫০৬৲
২১।	বেতন	৩৩৭৬॥/৩
২২।	চাঁদা আদায়ের কমিশন	৩৬০৸৵৬
১৩।	বিবিধ ব্যয়	১০৫৲
২৪।	হাওলাত দাদন	১৪৩৵০
২৫।	আমানত শোধ	৩৩৪।৶০
২৬।	কোম্পানীর কাগজ খাতে	৫০০৲
২৭।	দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	১২৲
২৮।	পোষ্ট অফিস্ সেভিংস্ ব্যাঙ্ক গচ্ছিত হিসাবে খরচ	৫২॥৶৭
২৯।	সুদ খাতে খরচ	১৫৩।৶০
		১৪৬২২৵১

জৈঃ—

গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	২৪৩২৪।৵৭
বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ তহবিলের আয় (বাদ ৮৫৲ ডাকঘর হইতে জমা)	১৩৬৮৯৸৵৪
	৩৮০১৪।১১
বাদ বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ তহবিলের ব্যয় (বাদ ৫৫৮॥৶৭ ডাকঘরে গচ্ছিত জন্য খরচ)	১৪০৬৩।৵৬
	২৩৯৫০৸৵৫
এতদ্ব্যতীত কোম্পানীর কাগজ মজুত	৫০০৲
উদ্বৃত্ত	২৪৪৫০৸৵৫

উদ্বৃত্ত টাকার জায়

১। সাধারণ তহবিল		৩৮০৸৵৩
কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট মজুত	২০৩৲	
কার্য্যালয়ে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট মজুত	১৭৬৶৬	
কার্য্যালয়ে ডাকটিকিট মজুত	১৷৵৯	
	৩৮০৸৵৩	
২। বিশিষ্ট ভাণ্ডার		২৪০৭০৲২
কোম্পানীর কাগজ মজুত	১৫১০০৲	
পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার	৫০০০৲	
ওয়ার বণ্ড	২০০০৲	
ওয়ার লোন	৭০০৲	
ডাকঘরে মজুত	১২৭০৲২	
	২৪০৭০৲২	
		২৪৪৫০৸৵৫

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির দশম অধিবেশনের সভাপতি। ১৯এ আষাঢ়, ১৩৩২।

পরীক্ষায় হিসাব নির্ভুল দেখা গেল।

শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
হিসাব-পরীক্ষক।

শ্রীপ্রফুল্লনাথ ঠাকুর
কোষাধ্যক্ষ।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সম্পাদক।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক
আয়-ব্যয় বিভাগ।

শ্রীরামকমল সিংহ
প্রধান কর্ম্মচারী।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।

১৩৩২ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয় বিবরণ

আয়

১।	চাঁদা	৭০০০৲
২।	প্রবেশিকা	১০০৲
৩।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৫৫০৲
৪।	পত্রিকা বিক্রয়	৭৭৫৲
৫।	বিজ্ঞাপনের আয়	২০০৲
৬।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ আদায়	৮২৬৲
৭।	এককালীন দান	৩০৫০৲
৮।	স্মৃতিরক্ষার আয়	২০০৲
৯।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	৫০৲
১০।	বিবিধ আয়	১০০৲
১১।	হাওলাত আদায়	১২৭৵০
১২।	দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	১০০৲
১৩।	পদক ও পুরস্কার	৫০৲
১৪।	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	৩৮৩৸৵০
১৫।	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	২০০৲
	মোট	১৩৭১২৲

ব্যয়

১।	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	৩৬০০৲
২।	পত্রিকাদি মুদ্রণ	১৩০০৲
৩।	পুস্তকালয়	১৩০০৲
৪।	পুথিশালা	২৫০৲
৫।	চিত্রশালা	২০০৲
৬।	বিবিধ মুদ্রণ	২২৫৲
৭।	ডাকমাশুল	১০০০৲
৮।	বাড়ী মেরামত	২০৲
৯।	ইলেকট্রিক লাইট ও পাখার বিল	২২৫৲
১০।	তার বদল ও মেরামতের বিল	২০০৲
১১।	বিজ্ঞাপনের কমিশন	১০৲
১২।	ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া	১২৲
১৩।	ভৃত্যদিগের পোষাক	৫০৲
১৪।	দপ্তর সরঞ্জামী	১৭৫৲
১৫।	নূতন আসবাব	২৫৲
১৬।	গাড়ী ভাড়া	৭৫৲
১৭।	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	৭৫৲
১৮।	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	২০০৲
১৯।	পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন	২৫৲
২০।	" " খরচ	৫০৲
২১।	দেনা শোধ	৫০০৲
২২।	পদক ও পুরস্কার	৫০৲
২৩।	বেতন	৩১৫০৲
২৪।	কমিশন	৩৫০৲
২৫।	দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	১৮০৲
২৬।	বিবিধ ব্যয়	১০০৲
	মোট	১৩৬২৭৲

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির দশম অধিবেশনের
সভাপতি।

শ্রীঅনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
আয়-ব্যয়-সমিতির স্থগিত সপ্তম অধিবেশনে
উপস্থিত সভ্যগণ

১৩৩১ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাদনের হিসাব

আয়

গত বর্ষের হাওলাত দাদন	৪১৯৻৬	১।	বিরাজুদ্দিন খাঁ দপ্তরী	৩৬৲
বর্ত্তমান বর্ষের হাওলাত দাদন	১৪৩৵০	২।	সম্পাদক—রমেশ ভবন	৫৬৵
	৫৬২৵৬	৩।	শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র দাস	৩৫৲
বাদ বর্ত্তমান বর্ষের হাওলাত আদায়	৪৩৫৻৬			১২৭৵
	১২৭৵			

১৩৩১ বঙ্গাব্দের আমানত জমার হিসাব

আয়—

গত বর্ষের আমানত জমা	২২৮॥০	দরুণ—১।	পাঁচু জমাদার	৫০৲
বর্ত্তমান বর্ষের আমানত জমা	১৬৬।৶০	২।	শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী	৪॥০
	৩৯৪৸৶০	৩।	পুস্তকালয়ে গচ্ছিত	৬৲
বাদ বর্ত্তমান বর্ষের আমানত শোধ	৩৩৪।৶০			৬০॥০
	৬০॥০			

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রী সূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।

এককালীন দানের তালিকা

১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত — ৫২৫৲
(ক) স্থায়ী তহবিলের ঋণ শোধ জন্য—৫০০৲
(খ) সঙ্কীর্ত্তনামৃত পুথি নকলের পারিশ্রমিক—২৫৲
৫২৫৲

২। শ্রীযুক্ত ডাঃ বিমলাচরণ লাহা— ২৫০৲
(গ্রন্থাবলী মুদ্রণের জন্য প্রতিশ্রুত ৫০০৲ মধ্যে)

৩। " রায় সতীন্দ্রনাথ চৌধুরী— ১০০৲
(পরিষদ্ মন্দির সংস্কার জন্য)

৪। " রায়সাহেব নলিনীনাথ শেঠ—ঋণ পরিশোধ জন্য—১০০৲

৫। " নিবারণচন্দ্র রায়— ঐ ১২৲

৬। " মণিলাল সেন— ঐ ৬৲

৭। " জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী— ঐ ৬৲

৮। " অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক— ঐ ৬৲

১০০৫৲

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বার্ষিক উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দান

শ্রীযুক্ত	প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	৫
"	কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর	৫
"	" ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা	৪
"	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৪
"	গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	২
"	রায় প্রসন্নকুমার দাশগুপ্ত বাহাদুর	২
"	রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর	২
"	মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	২
"	ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী	২
"	হরিদাস চট্টোপাধ্যায়	১
"	হেমচন্দ্র সরকার	১
"	খগেন্দ্রনাথ মিত্র	১
		৩১

	জের—	৩১
শ্রীযুক্ত	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	১
"	রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর	১
"	ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	১
"	ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়	১
"	নিবারণচন্দ্র রায়	১
"	যোগীন্দ্রনাথ বসু	১
"	নরেন্দ্রনাথ মল্লিক	১
"	জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	১
"	নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	১
"	রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর	॥০
		৪০॥০

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠার্থ প্রতিশ্রুত দান

শ্রীযুক্ত	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১০
"	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১০
"	কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা	১০
"	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১০
"	হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	৫
"	ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	৫
"	ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ	৫
"	অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	৫
"	হেমচন্দ্র সরকার	৪
"	নিবারণচন্দ্র রায়	২
		৬৬

	জের—	৬৬
শ্রীযুক্ত	ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২
"	দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	২
"	নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	২
"	বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	২
"	বসন্তরঞ্জন রায়	২
"	রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী	২
"	খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১
"	মন্মথমোহন বসু	১
		৮০

	বিবরণ	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	বর্তমান বর্ষের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	উদ্বৃত্ত	কোং কাগজ	ডাকঘরে	[illegible] তহবিল হাওলাত
১	সাধারণ স্থায়ী-তহবিল	১০৬১৩৫।৵৯	০	১০৬১৩৫।৵৯	১০০০৲	৯৬৩৫।৵৯	৬৫০০৲	৫২০৲	২৬১৫।৶৭
২	লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ স্থায়ী-তহবিল	১৩০০৫/৯	৫৯৮।০	১৩৬০৩।/৯	৬০৩।/৯	১৩০০০৲	১৩০০০৲	•	•
৩	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল	৬৫৩৸/৯	২১।০৬	৬৭৪৵৩	•	৬৭৪৵৩	•	•	৬৭৪৵৩
৪	অক্ষয়কুমার বড়াল " "	২৩০৲	১০৲	২৪০৲	•	২৪০৲	২০০৲	•	৪০৲
৫	মাইকেল মধুসূদন দত্তের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব তহবিল	৭৭।৶০	৪০।০	১১৭৸৶০	২৯।৶৬	৮৮।৶৬	•	•	৮৮।৶৬
৬	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার	৫৯৲	•	৫৯৲	৫৯৲	•	•	•	•
৭	দুঃস্থ-সাহিত্যিক ভাণ্ডার	১৭৮২/৩	৫৭৭।৵০	২৩৫৯।৶৩	১২৲	২৩৪৭।৶৩	২১০০৲	•	২৪৭।৶৩
৮	অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়প্রদত্ত ঐতিহাসিক অনুসন্ধান তহবিল	১০৫৫	৫৫৲	১১১০৲	•	১১১০৲	১০০০৲	•	১১০৲
৯	রজনীকান্ত সেন স্মৃতিরক্ষা-তহবিল	৩৪।৵০	•	৩৪।৵০	৩৪।৵০	•	•	•	•
১০	অক্ষয়চন্দ্র সরকার " "	১।৶৩	•	১।৶৩	১।৶৩	•	•	•	•
১১	দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী " "	২৪৲	•	২৪৲	২৪৲	•	•	•	•
১২	কুমারদেব মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত ভাণ্ডার	৬৲	•	৬৲	৬৲	•	•	•	•
১৩	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মর্ম্মরমূর্ত্তি-তহবিল	৪২৸৵৯	•	৪২৸৵৯	৪২৸৵৯	•	•	•	•
১৪	কাশীরাম দাস স্মৃতি রক্ষা তহবিল	২৮৬৵৯	৮॥/০	২৯৪৷৶৯	•	২৯৪॥৶৯	•	২৫০৲	৪৪॥৶৯
১৫	গ্রন্থ-প্রকাশার্থ বিনয়কুমার সরকার তহবিল	২৩৯৭৲	৭১৸৶০	২৪৬৮৸৶০	•	২৪৬৮৸৶০	•	•	২৪৬৮৸৶০
১৬	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতিরক্ষা "	১৭৮৪৵৯	৫৩।৶০	১৮৩৭॥/৯	•	১৮৩৭॥/৯	•	৫০০৲	১৩৩৭॥/৯
১৭	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত " "	৪৫৲	১০০৲	১৪৫৲	•	১৪৫৲	•	•	১৪৫৲
১৮	স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় " "		৩৲	৩৲	•	৩৲	•	•	৩৲
	মোট	৩২১১৮৲	১৫৩৯।৶৬	৩৩৬৫৫৸৶৬	১৮১২॥/৩	৩১৮৪৪॥৶৩	২২৮০০৲	১২৭০৲	৭৭৭৪॥৶১

এতদ্ভিন্ন অপরাপর তহবিলের হিসাব দেওয়া গেল

		উদ্বৃত্ত	সাধারণ তহবিলে হাওলাত
ক।	স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি তহবিল	৬৫।০	৬৫।০
খ।	মনোমোহন চক্রবর্ত্তী স্মৃতি-তহবিল	৫০৲	৫০৲
গ।	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি " "	১০০৲	১০০৲
ঘ।	সাহিত্য-সংরক্ষণ তহবিল	১৭০৲	১৭০৲
		৩৮৫।০	৩৮৫।০

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত—সভাপতি

শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায় }
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ } হিসাব-পরীক্ষক

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—সম্পাদক

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত—সহকারী সম্পাদক, আয়-ব্যয়-বিভাগ

শ্রীরামকমল সিংহ—প্রধান কর্ম্মচারী

শ্রীপূর্ণকুমার পাল—হিসাব রক্ষক।

৺বাবু যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

জন্ম—১২৬৯ মৃত্যু—১৩৩২

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

[ত্রয়স্ত্রিংশ ভাগ]

প্রমাণ*

ভারতীয় দর্শনসমূহে তত্ত্ববিচারের পূর্ব্বে প্রমাণের কিছু না কিছু বিচার দেখা যায়। প্রমাণ সম্বন্ধে চার্ব্বাকগণের একটা অভিমত আছে,—বেদান্তিগণের একটা মত আছে,—সাংখ্যকারের একটা মত আছে,—বৌদ্ধগণের মত আছে,—কাণাদগণেরও মত আছে। ভারতের দর্শন হইলেই প্রমাণ সম্বন্ধে যেন একটা মতামত থাকা চাই। এ প্রবন্ধে প্রমাণ সম্বন্ধে জৈন-দার্শনিকগণের অভিপ্রায় সংক্ষেপে বর্ণিত হইবে।

প্রমাণ-তত্ত্ব লইয়া এক দর্শনের সহিত অন্য দর্শনের বিরোধ আছে; জৈনদর্শনের সহিতও এ বিষয়ে ভারতীয় অন্যান্য দর্শনের মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রমাণের লক্ষণ, সংখ্যা প্রভৃতি লইয়া ভারতবর্ষের দর্শন-গ্রন্থসমূহে কত বাদ ও তর্ক চলিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই বলিলেও চলে। সময়ে সময়ে যে, এ সমস্ত তর্ক অসার ও বাগাড়ম্বরপূর্ণ, তাহা স্বীকার্য্য। তবে ঐ সমস্ত বাদ যে একেবারে নিরর্থক, তাহাও বলা চলে না। পাশ্চাত্য দর্শনে Psychology, Epistemology ও Logicএর যে স্থান, ভারতীয় দর্শনে প্রমাণ-বিচার কতকটা সেই স্থানই অধিকার করিয়াছে। সুতরাং কোনও বিশেষ দর্শনের আলোচনায় তৎসম্মত প্রমাণের আলোচনার একটা প্রয়োজনীয়তা আছে।

প্রমাণের লক্ষণ, প্রমাণের সংখ্যা, প্রমাণের বিষয় ও প্রমাণের ফল,—এই চারিটী বিষয়ের দিক্ দিয়া জৈন দার্শনিকগণ প্রমাণ পরীক্ষা করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, এই চারিটী বিষয়েই অন্যান্য দর্শনের সহিত জৈনদর্শনের বিরোধ আছে।

জৈনমতে প্রমাণ-লক্ষণ—"স্বাপূর্ব্বার্থব্যবসায়াত্মকং জ্ঞানং প্রমাণম্ ॥"—পরীক্ষামুখম্।

স্ব অর্থাৎ আত্মা ও অপূর্ব্বার্থ অর্থাৎ যে বিষয় অবগন্তা অবগত নহেন,—আত্মা ও অপূর্ব্বার্থ বিষয়ে যে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান, তাহাই প্রমাণ।

জৈনসম্মত প্রমাণ—(১) জ্ঞান-স্বরূপ, (২) নিশ্চয়াত্মক ও (৩) আত্মা ও আত্মাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থসমূহের প্রকাশক। পরীক্ষামুখকার বলেন,—"হিতাহিতপ্রাপ্তিপরিহারসমর্থং হি প্রমাণং

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩১শ বর্ষের ৮ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

ততো জ্ঞানমেব তৎ।" প্রমাণ, ইষ্ট পদার্থ পাওয়াইয়া দিতে এবং অহিত পদার্থ পরিহার করাইতে সমর্থ; সেই জন্য প্রমাণ জ্ঞান-স্বরূপ।

কি উপায়ে ইষ্ট পদার্থ লাভ করা যাইতে পারে, ইষ্ট পদার্থের স্বরূপই বা কি, প্রমাণ তাহা প্রদর্শন করে এবং ঐরূপে প্রদর্শন করায় বলিয়া প্রমাণ ইষ্ট পদার্থের প্রাপক। সেইরূপ অনিষ্ট পদার্থের স্বরূপ নিরূপণ ও তন্নিরাকরণবিষয়ে উপায় প্রদর্শন করিয়া প্রমাণ অনিষ্ট পদার্থের পরিহারক। জৈনদর্শনকার বলেন যে, প্রমাণ উক্তরূপে ইষ্টানিষ্টপদার্থের প্রাপক-পরিহারক বলিয়া জ্ঞান-স্বরূপ। কারণ, জ্ঞানের দ্বারাই ইষ্টলাভ ও অনিষ্ট-নিবারণ সম্ভবপর হইয়া থাকে।

অনেক নৈয়ায়িক ও কাপিল মতানুযায়ী পণ্ডিতের মতে—"অর্থোপলব্ধিহেতুঃ প্রমাণম্॥" অর্থজ্ঞানের হেতুই প্রমাণ।

যে সকল কারণের সমাবেশ বা সম্ভব হইলে কোনও অর্থ সম্বন্ধে জ্ঞান হয়, সেই সকল কারণই উক্ত অর্থ-জ্ঞান বিষয়ে প্রমাণ। 'অর্থোপলব্ধিহেতু'র অপর নাম 'কারক-সাকল্য'। যে হেতুর দ্বারা অর্থোপলব্ধি হয়, তাহা অর্থোপলব্ধিহেতু; আবার যে সকল হেতু অর্থজ্ঞানের উৎপাদক বা 'কারক,' তাহাদের সমষ্টির নাম 'কারক-সাকল্য'। এই অর্থোপলব্ধিহেতু বা কারক-সাকল্য কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।

জৈনগণ উপরোক্ত মতে দোষারোপ করেন। প্রমাণ জ্ঞান-স্বরূপ। কারক-সাকল্য যদি জ্ঞান-স্বরূপ হয়, তাহা হইলে তাহা প্রমাণ-পদবাচ্য হইতে পারে; যদি না হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রমাণ বলা যাইতে পারে না।

অর্থোপলব্ধির যে হেতুকে প্রমাণ বলা হইতেছে, তাহা কিরূপ হেতু? পরম্পরা-হেতু, না অনন্তর-হেতু? অর্থোপলব্ধির পরম্পরা-হেতুকে প্রমাণ বলা যাইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে ভোজনাদি ব্যাপারকেও প্রমাণ বলিতে হয়। ভোজন না করিলে শরীর সুস্থ থাকে না; শরীর সুস্থ থাকিলে তবে চক্ষুরাদির কার্য্য সম্ভবপর হয়; সেই জন্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হইলেও ভোজনাদি-ব্যাপারকে প্রমাণ বলিতে হয়। যদি নৈয়ায়িকগণ অর্থোপলব্ধির অনন্তর-হেতু ইন্দ্রিয়কে প্রমাণ বলেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে,—কোন্ ইন্দ্রিয় অর্থোপলব্ধির হেতু? দ্রব্যেন্দ্রিয়কে অর্থোপলব্ধির অনন্তর-হেতু বলা যায় না। কারণ, ভাবেন্দ্রিয় ব্যতিরেকে দ্রব্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্থের উপলব্ধি হয় না। যদি ভাবেন্দ্রিয়কে অনন্তর-হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলেও জিজ্ঞাসা,—লব্ধি-লক্ষণ ভাবেন্দ্রিয় অনন্তর-হেতু? না উপযোগ-লক্ষণ ভাবেন্দ্রিয় অনন্তর-হেতু? অর্থগ্রহণ-শক্তির নাম লব্ধি; সুতরাং লব্ধিলক্ষণ ভাবেন্দ্রিয় অর্থোপলব্ধির অব্যবহিত হেতু হইতে পারে না; অর্থগ্রহণ-শক্তি ও অর্থোপলব্ধির মধ্যে অর্থগ্রহণ-ব্যাপাররূপ এই একটা ব্যবধান আছে। পদার্থজ্ঞানের নামই উপযোগ। অতএব যদি উপযোগলক্ষণ ভাবেন্দ্রিয়কে প্রমাণ বলা হয়, তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে জৈনসম্মত প্রমাণ-লক্ষণই গ্রহণ করা হয়।

এ স্থলে অনেকে বলেন, ভাবেন্দ্রিয়রূপ কোন ইন্দ্রিয় নাই; ইন্দ্রিয় ভৌতিক এবং ইন্দ্রিয়ই অর্থোপলব্ধির অনন্তর-হেতু; অতএব ইন্দ্রিয়ই প্রমাণ। ইহার উত্তরে জৈনগণ বলেন, ইন্দ্রিয় অর্থোপলব্ধির অনন্তর-হেতু হইতে পারে না; আত্মার ব্যাপার ব্যতিরেকে কোনওরূপ জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। সুষুপ্তি অবস্থায় ইন্দ্রিয় থাকে, কিন্তু তখন স্পর্শাদি জ্ঞানের উদ্রেক হয় না কেন? কারণ, আত্মা ঐ সময়ে অব্যাপৃত। এই নিমিত্ত ইন্দ্রিয় অর্থোপলব্ধির অব্যবহিত কারণ নহে এবং তজ্জন্য ইন্দ্রিয়কে প্রমাণ বলা যায় না।

ন্যায়াচার্য্যগণের আর একটি মত এই যে, ইন্দ্রিয় প্রমাণ না হইতে পারে, কিন্তু 'সন্নিকর্ষ'কে প্রমাণ না বলিবার কারণ নাই। ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ হইলে অর্থজ্ঞান হয়, সুতরাং সন্নিকর্ষ অর্থোপলব্ধির অনন্তর-হেতু এবং তজ্জন্য ইহা প্রমাণ-পদ-বাচ্য। জৈনগণ ইহারও উত্তরে বলেন, সন্নিকর্ষ অজ্ঞানস্বরূপ একটা unconscious এবং material ব্যাপার, ইহা কখনই অর্থজ্ঞানের অব্যবহিত কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যাহা না হইলে কোন কার্য্য সম্ভবপর হয় না, তাহাকেই উক্ত কার্য্যের অনন্তর-হেতু বলা যায়। ছেদন-কার্য্য অস্ত্র-ব্যতিরেকে সিদ্ধ হয় না, সেই জন্য অস্ত্র ছেদন-কার্য্যের অনন্তর-হেতু। আকাশের সহিত নয়নের সন্নিকর্ষ হইলেই যে আকাশ সম্বন্ধে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, এমন কথা বলা যায় না। আত্মার ব্যাপার হইলে তবে জ্ঞানের উদ্রেক হয় এবং আত্মার ব্যাপার না হইলে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ হইলেও জ্ঞান হয় না। আকাশের সহিত নয়নের সন্নিকর্ষ হইলেও অনেক সময়ে জ্ঞান হয় না। আবার অনেক সময়ে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ না হইলেও জ্ঞান হয়; প্রাতিভ প্রত্যক্ষ-বলে অনেক অদৃশ্য অবর্ত্তমান পদার্থ দ্রষ্টার প্রত্যক্ষ হয়; ঋষিগণ যোগবলে অনেক অপ্রত্যক্ষ পদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন; এই সমস্ত স্থলে সন্নিকর্ষ না থাকিলেও জ্ঞান সম্ভবপর হয়। অতএব অজ্ঞানস্বরূপ সন্নিকর্ষ অর্থোপলব্ধির অনন্তর-হেতু নহে এবং ইহাকে প্রমাণ বলা যাইতে পারে না।

প্রভাকর-পক্ষীয় মীমাংসকগণ বলেন, "জ্ঞাতৃব্যাপার" অর্থাৎ আত্মার ব্যাপারের দ্বারাই অর্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে, অতএব অর্থোপলব্ধি বিষয়ে জ্ঞাতৃব্যাপারই অনন্তরহেতু এবং তজ্জন্য জ্ঞাতৃব্যাপারই প্রমাণ। জৈনদার্শনিকগণ প্রাভাকর মতও পরিহার করেন। কারণ, প্রভাকর-মতে আত্মা স্বভাবতঃ অজ্ঞান; চেতনা-সমবায়ে আত্মা চেতন হইয়া থাকে। অতএব যে জ্ঞাতৃ-ব্যাপার বা আত্ম-ব্যাপারের দ্বারা অর্থোপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহাও একটা অজ্ঞান-স্বরূপ ব্যাপার হইয়া উঠে এবং প্রভাকর-সম্মত প্রমাণও অজ্ঞান-স্বরূপ হয়। জৈনগণ বলেন, যে ব্যাপারের দ্বারা অর্থকে জানা যায়, তাহারই নাম জ্ঞাতৃ-ব্যাপার। এ ব্যাপার জ্ঞান-স্বরূপ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

জৈনমতে প্রমাণ জ্ঞান-স্বরূপ। তবে সকল জ্ঞানই প্রমাণ নহে। "তন্নিশ্চয়াত্মকং সমারোপবিরুদ্ধত্বাদনুমানবৎ"—পরীক্ষামুখ। প্রমাণ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান; কারণ, অনুমানের ন্যায় ইহা সমারোপবিরুদ্ধ। যাহা 'সমারোপ' নহে অর্থাৎ সমারোপের বিরোধী, সেইরূপ জ্ঞানই প্রমাণ।

জ্ঞানের বিষয়কে অযথার্থরূপে জানার নাম 'সমারোপ'; সমারোপ প্রকৃত পক্ষে মিথ্যা জ্ঞান। জৈনমতে ইহা তিন প্রকার—বিপর্য্যয়, সংশয় ও অনধ্যবসায়। বস্তুর একটি অংশ বা ভাব (aspect) ধরিয়া বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করিতে যাইলে, তাহা মিথ্যাজ্ঞানে পরিণত হইবে; এইরূপ মিথ্যাজ্ঞানের নাম 'বিপর্য্যয়'। শুক্তিকার শ্বেতবর্ণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া যদি শুক্তিকাকে কেহ রজতজ্ঞান করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহার জ্ঞান অপ্রমাণ হইবে, এই বিপরীত জ্ঞানের নাম বিপর্য্যয়। বস্তুর নানা অংশ বা ভাব আছে; কোনও কোনও অংশ বা ভাব অনুসারে এক বস্তু অপর বস্তুর সদৃশ হয়; যেমন উন্নত আকার সম্বন্ধে স্থাণু ও পুরুষের সাদৃশ্য আছে; ঘন অন্ধকারের মধ্যে দূরে কোনও উন্নতাকার পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইলে, যদি তাহা স্থাণু বা মনুষ্য নিশ্চয়রূপে স্থির করিবার কোনও উপায় না থাকে, তাহা হইলে দ্রষ্টার মনে প্রশ্ন হয়—"উহা কি স্থাণু?, না পুরুষ?" এইরূপ জ্ঞানের নাম 'সংশয়'। কোনও লোক পথে যাইতে যাইতে যদি হঠাৎ একগাছা তৃণ স্পর্শ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তৎকালে ঐ ব্যক্তি অন্য বিষয়ে আসক্তচিত্ত থাকা হেতু "ইহা এই জাতীয় বস্তু", "ইহার নাম এই", এইরূপ জ্ঞান তাহার মনে হইতে পারে না। "কি একটা" ইত্যাকার একটা আলোচনা মাত্র তাহার মনে উদিত হয়। এ আলোচনা নিশ্চয়-জ্ঞান নহে; ইহাও একরূপ সমারোপ, ইহার নাম "অনধ্যবসায়"। বিপর্য্যয়, সংশয় ও অনধ্যবসায় মিথ্যাজ্ঞান। জৈনমতে এই মিথ্যাজ্ঞানাত্মক ত্রিবিধ সমারোপের বিরোধী যে জ্ঞান, তাহাই নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান, তাহারই নাম প্রমাণ। প্রমেয় পদার্থের যথার্থ স্বরূপ প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে। এই জন্য প্রমাণ ব্যবসায়াত্মক জ্ঞান বলিয়াও কথিত হইয়া থাকে।

প্রসঙ্গতঃ এই স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, প্রভাকরপক্ষীয় মীমাংসকগণ উপরোক্ত বিপর্য্যয়কে বিপরীত জ্ঞান না বলিয়া 'ভেদাখ্যাতি' বা বিবেকাখ্যাতি, এই আখ্যা প্রদান করেন। তাঁহাদের মতে শুক্তিকায় যে রজত জ্ঞান হয়, তাহা একেবারে বিপরীতজ্ঞান নহে। "ইহা রজত" এই জ্ঞানের মধ্যে "ইহা" এই জ্ঞানাংশটুকু প্রত্যক্ষগৃহীত; প্রত্যক্ষগৃহীত এই জ্ঞানাংশে কোনও বৈপরীত্য বা মিথ্যাত্ব নাই। আবার "রজত" এই জ্ঞানাংশটুকু স্মৃতি-বাহিত। স্মৃতিসিদ্ধ এই জ্ঞানাংশেও কোনও বৈপরীত্য বা মিথ্যাত্ব নাই। অতএব 'ইহা রজত' এই জ্ঞানের অন্তর্গত দুইটী জ্ঞানাংশই সত্য। তবে "ইহা (অর্থাৎ দৃশ্যমান শুক্তিকা) রজত" ইত্যাকার জ্ঞানকে ভ্রমাত্মক বলি কেন? তদুত্তরে মীমাংসকগণ বলেন, "ইহা রজত" এই জ্ঞানের মধ্যে যে দুইটি জ্ঞানাংশ আছে, তাহারা সত্য হইলেও তাহাদের একীকরণ অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে যে ভেদ আছে, সেই ভেদের অস্বীকার করার জন্য বিপর্য্যয় হয়। প্রত্যক্ষসিদ্ধ "ইহা", আর স্মরণসিদ্ধ "রজত", এই দুইটিকে এক করিলে চলিবে না; তাহারা দুইটী পৃথক্ পদার্থ, এই ভেদ মনে রাখিতে হইবে। এই ভেদ অস্বীকার করার নাম 'ভেদাখ্যাতি' বা বিবেকাখ্যাতি। প্রাভাকরমতে বিপর্য্যয় মিথ্যাজ্ঞান নহে—ভেদাখ্যাতিমাত্র। বিবেকাখ্যাতিবাদের নিরাসকল্পে জৈনগণ যে সমস্ত তর্কের উত্থাপন করিয়া থাকেন, এ স্থলে সে সমস্তের বিচার সম্ভবপর

হইবে না। জৈনদার্শনিকগণের এ বিষয়ে যুক্তিসমূহের সারাংশ এই যে—শুক্তিকে রজতরূপে মনে করাই ত অযথার্থ জ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞান বা বিপরীতজ্ঞান। অতএব বিপর্য্যয় স্বভাবতঃ বিপরীতজ্ঞানই বটে।

প্রমাণকে উক্ত প্রকারে নিশ্চয়াত্মক বা ব্যবসায়ী জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া জৈনগণ বৌদ্ধসম্মত 'নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষে'র প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়া থাকেন। যে জ্ঞান কল্পনা-বিবর্জ্জিত ও অভ্রান্ত, বৌদ্ধমতে তাহার নাম নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান এবং এই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানই প্রত্যক্ষপ্রমাণ। বস্তু অনুভবমাত্র যে জ্ঞানের উদয় হয়, যে জ্ঞানে অনুভূত বস্তুর নাম বা জাতি সম্বন্ধে কোনও জ্ঞানের উদ্রেক হয় না, সর্ব্ববিকল্পবর্জ্জিত, সর্ব্বপ্রকার বিশেষ-জ্ঞানবর্জ্জিত জ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রমাণ,—ইহা বৌদ্ধমত। জৈনগণ বলেন, প্রত্যক্ষ প্রমাণ সবিকল্প,—ইহা নির্ব্বিকল্প হইতে পারে না। কিরূপ প্রত্যক্ষের দ্বারা নির্ব্বিকল্প অনুভূত হইতে পারে? বৌদ্ধমতে প্রত্যক্ষ চতুর্ব্বিধ,—ঐন্দ্রিয়, মানস, যোগি-প্রত্যক্ষ ও স্বসংবেদন। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ দ্বারা উপরোক্ত কল্পনাবর্জ্জিত নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা সকলেই জানে। মানস প্রত্যক্ষ দ্বারা ইন্দ্রিয়জ্ঞান-পরিচ্ছিন্ন পদার্থেরই দ্বিতীয় ক্ষণে অনুভব হয়; সুতরাং ইহা দ্বারাও নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যোগি-প্রত্যক্ষে নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষ হয়, এ কথা বলা চলে না; কারণ, যোগী কিরূপ প্রত্যক্ষ করেন, তাহা সাধারণ লোকে কিরূপে বুঝিবে? স্ব-সংবেদন দ্বারা যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তাহা নির্ব্বিকল্প নহে; কারণ, তাহাতে "এ পদার্থ নীল" ইত্যাকার একটা পদার্থ সম্বন্ধে বিকল্প থাকে। এবং "আমি অনুভব করিতেছি", অনুভাবক সম্বন্ধে এরূপও একটা বিকল্প অনেক সময়ে থাকে; সুতরাং স্ব-সংবেদন সবিকল্প জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছুই হইতে পারে না। "কল্পনাপোঢ় অভ্রান্ত" নির্ব্বিকল্পজ্ঞান প্রমাণ নহে,—সবিকল্প, নিশ্চয়াত্মক, ব্যবসায়ী জ্ঞানই জৈনমতে প্রমাণ।

জৈনমতে প্রমাণ 'স্ব' অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা ও জ্ঞাতা হইতে পৃথক্ 'পর' অর্থাৎ চেতন বা অচেতন অর্থসমূহ নিরূপণ করিয়া থাকে।

শূন্য-বাদিগণ বলেন, পদার্থের অস্তিত্ব নাই। পদার্থকে অণুরূপ বলিতে পার না। অণু কেহ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না এবং যখন অণু সম্বন্ধে কোনও প্রকার প্রত্যক্ষ নাই, তখন অণু অনুমানসিদ্ধও হইতে পারে না। কারণ, অনুমান প্রত্যক্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত। তার পর অণু নিত্য, না অনিত্য? যদি অণু নিত্য হয়, তাহা হইলে ইহা অর্থক্রিয়াকারী কি না? যদি অণু অর্থক্রিয়াকারী না হয়, তাহা হইলে ইহা একটা কাল্পনিক পদার্থ হইয়া পড়ে; কারণ, সৎ পদার্থমাত্রই অর্থক্রিয়াকারী। অণু অর্থক্রিয়াকারী বলিয়া স্বীকৃত হইলে, প্রশ্ন এই,—ইহা যুগপৎ সমস্ত স্বকার্য্য করিয়া ফেলে, না ক্রমে ক্রমে কার্য্য করে? অণু যুগপৎ সমস্ত কার্য্য করে না; কারণ, তাহা হইলে দ্বিতীয় ক্ষণে অণুর অস্তিত্ব অসম্ভব হয়। ক্রমে ক্রমে কার্য্য করাও অণুর পক্ষে অসম্ভব; কারণ, প্রশ্ন উঠে,—বিভিন্ন ক্ষণে বিভিন্ন কার্য্য করিতে অণুর স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় কি না? যদি বল, স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়, তাহা হইলে অণু

ক্ষণিক অনিত্য পদার্থ হইয়া পড়ে। আর যদি বল, স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় না, তাহা হইলে প্রথম কার্য্যোৎপত্তিকালে দ্বিতীয় কার্য্যোৎপত্তিও সম্ভবপর হইয়া উঠে। এই সমস্ত কারণে অণুর নিত্যত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না। আবার অণুকে অনিত্য বলিয়া ধরিলেও গোলযোগ হয়। অনিত্য অণু ক্ষণিক, না কালান্তরস্থায়ী? যদি বল—ক্ষণিক, তাহা হইলে ইহার উৎপত্তির কারণ কি? অণুর উৎপত্তির কারণ নাই বলিলে, ইহা ক্ষণিক না হইয়া নিত্যও হইতে পারে। অণু আপন স্বভাব হইতে উৎপন্ন বলিলে, ইহা সনাতন হইয়া পড়ে। অপর দ্রব্য হইতে অণু উৎপন্ন হয় বলিলে উক্ত কারণ-দ্রব্যের স্বভাব লইয়া নানা প্রশ্ন উঠে,—উক্ত কারণ-দ্রব্য স্থূল, না অণুস্বরূপ? ইত্যাদি। এই সমস্ত কারণে অণুকে ক্ষণিক বলিতে পার না। আবার তাহাকে কালান্তরস্থায়ীও বলিতে পার না। অণু যদি কিয়ৎকালস্থায়ী হয়, তাহা হইলে কিয়ৎকালের জন্য ইহা ক্রিয়াশীল স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু যদি ইহা কিয়ৎকালের জন্য ক্রিয়াশীল হয়, তাহা হইলে কিয়ৎকাল পরে ইহার ক্রিয়াহীন হইয়া বিনষ্ট হইবার কারণ কি? এ নিমিত্ত অণুকে কিয়ৎকালস্থায়ী বলা যায় না। পদার্থকে অণুস্বরূপ না বলিয়া স্থূল বলিলেও গোলযোগ আছে। স্থূল পদার্থ নিত্য, না অনিত্য? পদার্থ নিত্য হইলে যে অসঙ্গতি হয়, তাহা ইতিপূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে। স্থূলপদার্থ অনিত্য বলিলে প্রশ্ন হয়,—স্থূল পদার্থ স্থূল হইতে উৎপন্ন, না অণু হইতে উৎপন্ন? স্থূল হইতে স্থূলের উৎপত্তি,—এ কথা সঙ্গত নহে; কারণ, সূক্ষ্মের অপেক্ষায় স্থূলের ব্যবস্থা হয়। আবার স্থূল পদার্থ অণু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিলে পদার্থ স্থূলস্বভাব বলা চলে না;—তাহা হইলে পদার্থ স্থূলও বটে, আণবও বটে, এই কথা বলিতে হয়। কিন্তু সৎপদার্থ এরূপ উভয়স্বভাব বলিলেও অসঙ্গতি হয়। কারণ, কিরূপে স্থূলের অংশ অণুসমূহ সংযুক্ত হয়, অণুসমূহ সংযুক্ত হইয়াও কথঞ্চিৎ পৃথক্ থাকে কি না, ইত্যাদি নানা প্রশ্নের উদয় হয়। এ দিকে আবার সৎপদার্থ স্থূলও নহে, সূক্ষ্মও নহে, এরূপ বলাও চলে না; কারণ, স্থূল বা সূক্ষ্মের একটী না হইলে অপরটী হইতেই হইবে। শূন্যবাদিগণ বলেন,—পদার্থের সত্তা স্বীকার করা এইরূপে অসম্ভব। তাঁহারা আরও বলেন, জ্ঞান কিরূপে পদার্থ নিরূপণ করিবে? যদি সমকালে থাকার জন্য জ্ঞান পদার্থ নিরূপণে সক্ষম হয়, তাহা হইলে ত ত্রিলোকের পদার্থ এককালেই অনুভূত হইতে পারে। তারপর জ্ঞান নিরাকার, না সাকার? যদি নিরাকার হয়, তাহা হইলে ইহার দ্বারা সাকার পদার্থের অবগতি কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? যদি জ্ঞানের একটা আকার স্বীকার কর, তাহা হইলে সে আকার জ্ঞানস্বরূপ, না অজ্ঞান? জ্ঞানের আকার জ্ঞানস্বরূপ হইলে আবার প্রশ্ন উঠে, তাহা নিরাকার, না সাকার? এইরূপে অনবস্থা আসিয়া পড়ে। আবার জ্ঞানের আকার অজ্ঞান বলিলেও নানা দোষ হয়। এইরূপে শূন্যবাদিমতে সর্ব্বশূন্যতাই তত্ত্ব।

ইহার উত্তরে জৈনগণ বলেন,—পদার্থ উভয়স্বভাব। অণুই যে সর্ব্বত্র স্থূলের কারণ, এমন নহে; অনেক সময়ে স্থূল হইতেও স্থূলের উৎপত্তি হয়; আবার আকাশ ও আত্মা

অণুস্বভাব না হইয়াও কার্য্যের জনক হইয়া থাকে। যে স্থলে অণু হইতে স্থূলের উৎপত্তি হয়, সে স্থলে অণুসকল "কথঞ্চিৎ" পৃথক্‌ও বটে, "কথঞ্চিৎ" সংযুক্তও বটে। জৈনগণ বলেন, ইহাতে কোনও বিরোধ নাই। পদার্থের একই ভাবে বিভিন্ন বিষয়ের আরোপ করিলে বিরোধ হয়; কিন্তু "দ্রব্য"-(substance)-রূপে পদার্থ নিত্য হইয়াও "পর্য্যায়"-(modification)-রূপে ক্ষণিক হইলে কোনও বাধ হয় না। জৈনমতে পদার্থ দ্রব্যরূপে নিত্য, পর্য্যায়রূপে অনিত্য; দ্রব্যরূপে অপরিবর্ত্তিত, পর্য্যায়রূপে পরিবর্ত্তিত; এইরূপে পদার্থ উভয়স্বভাব। জ্ঞানের পদার্থ পরিচ্ছেদ সম্বন্ধে জৈনগণ বলেন, শুধু সমকালে থাকিলেই পদার্থ জ্ঞানলব্ধ হয় না; যোগ্য-সমকালে থাকিলেই পদার্থ আমাদের প্রত্যক্ষ-গোচর হয়। এইরূপে স্মৃতি সাহায্যে অতীত পদার্থ জ্ঞানগোচর হয়। এ দিকে আবার ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিকালের বিষয় লইয়া শব্দ ও অনুমান প্রমাণ। এইরূপে জ্ঞান, পদার্থের সমকালিকও বটে, অসমকালিকও বটে। জৈনমতে জ্ঞান কথঞ্চিৎ নিরাকারও বটে, কথঞ্চিৎ সাকারও বটে। জ্ঞান একটা জড়পদার্থের ন্যায় আকারবিশিষ্ট পদার্থ নহে, ইহা সকলেই জানে। তবে "জ্ঞানাবরণা"দি কর্ম্মের ক্ষয়োপশমে পদার্থ জ্ঞান গৃহীত হইয়া থাকে; এইরূপে পদার্থ-গ্রহণকে যদি "আকার" আখ্যা দেওয়া যায়, তাহা হইলে জ্ঞানকে সাকার বলা যাইতে পারে। জৈন-দার্শনিকগণ এই প্রকারে শূন্যবাদ পরিহার করিয়া, স্ব ও পরের সত্তা প্রতিপন্ন করেন এবং স্ব ও পর প্রমাণ দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে, ইহা সপ্রমাণ করেন।

ব্রহ্মবাদিগণ বলেন—প্রপঞ্চ মিথ্যা; ব্রহ্মই সত্য; ব্রহ্ম বা পরমাত্মা ব্যতীত আর কিছুই সৎ পদার্থ নাই। জৈনগণ স্ব বা আত্মার সত্যতা স্বীকার করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মতে স্ব "একমেবাদ্বিতীয়ম্" নহে; অর্থাৎ প্রপঞ্চ মিথ্যা নহে। তাঁহারা বলেন, ব্রহ্মাদ্বৈতমত স্বীকার করিলে জ্ঞাতা বা প্রমাতা স্বয়ং অসৎ হইয়া পড়েন। জগতে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সরল-সালাদি ভিন্ন ভিন্ন নাম দৃষ্ট হয়; উক্ত ভিন্ন ভিন্ন নামের মূলে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানও দৃষ্ট হয়; এই সমস্ত হইতে পদার্থসমূহের সত্তা সপ্রমাণ হয়। পদার্থসমূহ নিঃস্বভাব, এ কথা বলা যায় না; যাহা প্রতীতির অগোচর, তাহাই নিঃস্বভাব; পদার্থসকল প্রতীতির অগোচর নহে। প্রপঞ্চ সত্যরূপেই প্রতীতিগোচর হয়; ব্রহ্ম-রূপে নহে। জৈনগণ বলেন, এইরূপে প্রমাণের দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্ম নিরূপিত না হইয়া, স্ব পর পদার্থসমূহ পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।

'স্ব'-শব্দের অর্থ আত্মা, জ্ঞাতা, জ্ঞান; জৈনমতে জ্ঞান স্বয়ং-বিদিত। ভট্টমতে স্ব-সংবেদন অসম্ভব; কারণ, বিদিত হইতে গেলে, একটা বেদক অর্থাৎ জ্ঞাতা এবং একটী বেদ্য অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় থাকা চাই; স্ব-সংবেদন স্বীকার করিতে হইলে বলিতে হয়, আত্মা বেদকও বটে, বেদ্যও বটে; ভট্টমতে আত্মায় এরূপ বিরোধ অসম্ভব; সুতরাং আত্মা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে (directly) জ্ঞাত হইতে পারে না; পরোক্ষভাবে আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞান সম্ভব। ভট্টমতের নিরাসকল্পে জৈনদার্শনিকগণ বলেন,—প্রদীপ যেরূপ অন্য পদার্থের প্রকাশক হইয়া স্ব-প্রকাশক, সেইরূপ জ্ঞানও অন্য পদার্থের পরিচ্ছেদক হইয়া স্ব-সংবেদক,—ইহাতে বিরোধ নাই। প্রদীপকে

প্রকাশ করিবার জন্য প্রদীপান্তরের প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ স্ব-সংবেদনও পরোক্ষ-প্রমাণের মুখাপেক্ষী নহে।

এই প্রসঙ্গে ন্যায়াচার্য্য-(যৌগ)-গণ বলেন, একমাত্র ঈশ্বর-জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ; মনুষ্যের জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ নহে। • জ্ঞান পদার্থের পরিচ্ছেদ করে; যখন বাহ্য পদার্থের জ্ঞান বিষয়ে জানিবার ইচ্ছা হয়, তখনই জ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান হয়, নতুবা নহে। ইহার উত্তরে জৈনপণ্ডিতগণ বলেন, যদি ঈশ্বর-জ্ঞান স্বসংবিদিত হইতে পারে, তখন মানুষের জ্ঞানই বা স্ব-সংবিদিত হইবে না কেন? দ্বিতীয়তঃ, স্ব-সংবেদন ব্যাপারে অর্থজ্ঞান বিষয়ে কোনও জিজ্ঞাসা দেখিতে পাওয়া যায় না; যে সময়ে অর্থজ্ঞান হয়, সেই সময়েই সঙ্গে সঙ্গে স্ব-সংবেদন হইয়া যায়; অর্থজ্ঞান ও স্ব-সংবেদনের মধ্যে কোনও ব্যবধান দেখা যায় না। অতএব স্ব-সংবেদন সাক্ষাৎ-রূপেই সম্ভব।

জৈনমতে প্রমাণ-সংখ্যা,—

"তদ্দ্বিভেদং প্রত্যক্ষং চ পরোক্ষং চ" ॥—প্রমাণনয়তত্ত্বালোকালঙ্কারঃ, ২।১।

প্রমাণ দুই প্রকার; প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ-জ্ঞান স্পষ্টতর জ্ঞান; ইহা দ্বারা পদার্থের বৈশিষ্ট্যসকল সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। পরোক্ষ-জ্ঞান, প্রত্যক্ষ অপেক্ষা অস্পষ্ট। প্রত্যক্ষের দুই ভেদ,—সাংব্যবহারিক ও পারমার্থিক। সাংব্যবহারিক প্রত্যক্ষ-জ্ঞান দুই প্রকার,—ইন্দ্রিয়-নিবন্ধন ও অনিন্দ্রিয়-নিবন্ধন। যে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান ইন্দ্রিয় ও মনের সাহচর্য্যে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ইন্দ্রিয়-নিবন্ধন; ইন্দ্রিয়নিবন্ধন প্রত্যক্ষ চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ভেদে পাঁচ প্রকার। যে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান মাত্র অনিন্দ্রিয় অর্থাৎ মনের উপর নির্ভর করে, তাহার নাম অনিন্দ্রিয়নিবন্ধন। সুখদুঃখাদির জ্ঞান অনিন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ। পারমার্থিক প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বিকল ও সকল-ভেদে দুই প্রকার। বিকল-জ্ঞান অসম্পূর্ণ পদার্থের পরিচ্ছেদক। বিকল প্রত্যক্ষের দুই ভেদ,—অবধি ও মনঃপর্য্যায়। রূপবিশিষ্ট পদার্থসমূহের যে ভাব, প্রকার, পর্য্যায় বা অংশ স্থূল ইন্দ্রিয়ের অনধিগম্য, অবধিজ্ঞানের দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান দ্বারা পরচিত্তের ব্যাপারসমূহ উপলব্ধি করিতে পারা যায়, তাহার নাম মনঃপর্য্যায়। সকলপ্রত্যক্ষ, কেবলজ্ঞান বা সর্ব্বজ্ঞত্বের নামান্তর মাত্র। ইহা দ্বারা নিখিল দ্রব্য ও তাহাদের নিখিল পর্য্যায় প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে।

স্মরণ, প্রত্যভিজ্ঞা, তর্ক, অনুমান ও আগমভেদে পরোক্ষজ্ঞান পঞ্চবিধ। পূর্ব্বানুভূতির সংস্কারবলে পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম স্মরণ। অনেকে বলেন,—স্মরণের বিষয় ও পূর্ব্বানুভূতির বিষয় এক; স্মরণ পূর্ব্বানুভূতির অধীন; অতএব স্মরণ একটা পৃথক্ প্রমাণ নহে। এ বিষয়ে জৈনদার্শনিকগণ বলেন, অনুমানও পূর্ব্বজ্ঞানের অধীন; সুতরাং যদি অনুমান একটা স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, তাহা হইলে স্মৃতিই বা পৃথক্ প্রমাণ হইবে না কেন? তারপর, অনুমানের বিষয় ও পূর্ব্বজ্ঞানের বিষয় যেমন এক নহে, সেইরূপ স্মৃতি ও পূর্ব্বানুভূতির বিষয়ও এক নহে। অনুভবে পদার্থের যতগুলি বৈশিষ্ট্য

যতটা স্পষ্টরূপে উপলব্ধ হয়, স্মরণে ততগুলি বৈশিষ্ট্য ততটা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না। অনুভবকালে "ইহা অনুভব করিতেছি" এইরূপ জ্ঞান থাকে; স্মৃতির সময়ে "ইহা স্মরণ করিতেছি" ইত্যাকার একটা বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান হয়। এই সমস্ত কারণে স্মৃতি পূর্ব্বানুভূতি হইতে বিভিন্ন এবং একটা পৃথক্ প্রমাণ বলিয়া জৈনগণ কর্ত্তৃক নিরূপিত হয়। অনুভব ও স্মৃতির সাহায্যে যে একপ্রকার সংকলনাত্মক জ্ঞানের উদয় হয়, তাহার নাম প্রত্যভিজ্ঞা। "গবয় গো-সদৃশ", "মহিষ গো-বিসদৃশ", "ঐ গো শবল-জাতীয়," "কটককুণ্ডলাদি নানা আকারের অলঙ্কারে ক্রমশঃ পরিণত হইলেও সুবর্ণাখ্য দ্রব্য একই,"—প্রত্যভিজ্ঞানের দ্বারা এই চতুর্ব্বিধ জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে। কাহারও কাহারও মতে "ঐ গবয় গো-সদৃশ," "ঐ মহিষ গো-বিসদৃশ", ইত্যাকার জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান। কারণ, উক্ত জ্ঞানান্তর্গত গবয় ও মহিষ প্রত্যক্ষগোচর। জৈন পণ্ডিতগণ বলেন, গবয় ও মহিষ প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও গো স্মৃতি-বিষয়; প্রত্যক্ষবিষয় ও স্মৃতিবিষয়ের সংকলনে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহা প্রত্যক্ষও নহে, স্মৃতিও নহে; তাহা প্রত্যভিজ্ঞাখ্য একটী পৃথক্ প্রমাণ। "ঐ গো শবলজাতীয়"—ইত্যাকার প্রত্যভিজ্ঞানের মধ্যে যে জাতি বা সামান্যের জ্ঞান নিহিত থাকে, জৈনদার্শনিকগণ তাহাকে 'তির্য্যক্সামান্য' বলিয়া থাকেন। বৌদ্ধগণ তির্য্যক্সামান্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে 'বিশেষ' বা 'স্বলক্ষণ' (particular) জ্ঞানের বিষয়; 'সামান্য' বলিয়া কিছুই নাই এবং তাহা জ্ঞানের বিষয়ও হইতে পারে না। জৈনগণ বলেন, এক পদার্থের সহিত অন্য পদার্থের সাদৃশ্য আছে, ইহা বৌদ্ধগণও স্বীকার করেন; এই সাদৃশ্যজ্ঞানের মধ্যেই সামান্যজ্ঞান রহিয়াছে; অতএব সামান্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হয়। তদুত্তরে বৌদ্ধদার্শনিকগণের বক্তব্য এই যে, 'বাসনা'-বশতঃ সাদৃশ্য (সামান্য) জ্ঞানের উদ্ভব হইয়া থাকে; প্রকৃতপক্ষে সামান্যের সত্তা নাই। জৈনগণ বলেন, যদি সামান্যের অস্তিত্ব নাই, তাহা হইলে বাসনা কিরূপে তদ্বিষয়ক জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে? সামান্য আছে, এবং তজ্জন্যই বাসনা দ্বারা তদ্বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে,—ইহাই যুক্তিসঙ্গত। "কটককুণ্ডলাদি নানা আকারের অলঙ্কারে ক্রমশঃ পরিণত হইলেও সুবর্ণাখ্য দ্রব্য একই"—ইত্যাকার জ্ঞানের মধ্যে সুবর্ণ-সম্বন্ধে যে সামান্য-জ্ঞান থাকে, তাহার নাম 'ঊর্দ্ধতা-সামান্য'। বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদিগণ ঊর্দ্ধতা-সামান্যেরও অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, যাহা সৎ, তাহা ক্ষণিক ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না; কারণ, যাহা 'অর্থ-ক্রিয়া-কারী' অর্থাৎ যাহা কার্য্যের উৎপাদক, তাহাই সৎ; অর্থক্রিয়াকারিত্ব ক্ষণিক পদার্থেই সম্ভব। যাহা নিত্য ও অবিকৃত (ঊর্দ্ধতা-সামান্য), তাহা অর্থক্রিয়াকারী হইতে পারে না; কারণ, চির-সৎ পদার্থ কিরূপে কার্য্য উৎপাদন করিবে? 'ক্রমে ক্রমে' (gradually or successively) কার্য্য-সমূহের উৎপাদন তাহার পক্ষে অসম্ভব; কারণ, যখন তাহার অবিকার্য্য, অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাব রহিয়াছে, তখন স্বভাব অনুযায়ী সমস্ত কার্য্যগুলিই একেবারে এক সঙ্গে হইয়া যাইবে। আবার 'অক্রমে' (simultaneously) কার্য্যসমূহের উৎপত্তিও অসম্ভব;

কারণ, তাহা হইলে পদার্থ এক সঙ্গে অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান সমস্ত কার্য্যের জনক,—ইহা স্বীকার করিতে হয়। এই জন্য পদার্থ ক্ষণবিধ্বংসি,—উর্দ্ধতা-সামান্যরূপ কোনও অবিকৃত, নিত্য, চির-অপরিবর্ত্তিত সত্ত্ব নাই,—ইহাই বৌদ্ধগণ ঘোষণা করেন। এতদুত্তরে জৈনগণ বলেন, অর্থক্রিয়াকারিত্ব বা কার্য্যকারণবাদ উর্দ্ধতাসামান্য-স্বীকারের উপরই প্রতিষ্ঠিত; কারণ, যদি একটা স্থায়ী মূলতত্ত্ব না থাকে, তাহা হইলে দুইটী ব্যাপারের মধ্যে কোন্‌টীকেই বা কারণ বলিব আর কোন্‌টীকেই বা কার্য্য বলিব? উর্দ্ধতাসামান্যাখ্য এই মূলতত্ত্বই কার্য্য-কারণের সংযোজক; উর্দ্ধতাসামান্য না থাকিলে জগতের সমস্ত ব্যাপার পরস্পর হইতে একান্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; কাহারও সহিত কাহারও কোনওরূপ সম্বন্ধ থাকে না; ফলে কার্য্যকারণভাব অসম্ভব হয়। নিত্যপদার্থ অর্থক্রিয়াকারী হইতে পারে না, জৈনমতে ইহা ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। পদার্থের দ্রব্যভাব ও পর্য্যায়ভাব, এই দুই ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই, সমস্ত অসামঞ্জস্যের সমাধান হইয়া যায়। দ্রব্যতঃ পদার্থ বীজরূপী; অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান সমস্ত কার্য্য "অক্রমে" উৎপাদন করিবার শক্তি এই দ্রব্যভাবের মধ্যে নিহিত থাকে। সহকারী বস্তু বা ব্যাপারসমূহের সংযোগে পদার্থ বিভিন্ন পর্য্যায়ের মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন কার্য্যসমূহ উৎপাদন করিয়া যায়। সুতরাং অর্থক্রিয়াকারিত্ব দ্বারা উর্দ্ধতাসামান্যের বাধ হয় না। জৈনগণ বলেন, পদার্থকে নশ্বর বলিলেও তাহার একটা স্থির স্বভাব স্বীকার করিতে হয়; কারণ, যদি স্বভাবই নাই, তাহা হইলে বিনাশ কাহার হইবে? প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই যে, দ্রব্যভাবতঃ পদার্থ অবিনাশী এবং পর্য্যায়তঃ তাহা ক্ষণবিধ্বংসী।

উপলম্ভ ও অনুপলম্ভের দ্বারা "ইহা থাকিলে ইহা থাকে" ইত্যাকার ব্যাপ্তিবিষয়ক যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, জৈনমতে তাহার নাম তর্ক বা ঊহ। তর্কজ্ঞানের উদাহরণ, "যেখানে যেখানে ধূম আছে, সেখানে সেখানে বহ্নিও আছে" এবং "যেখানে যেখানে বহ্নি থাকে না, সেখানে সেখানে ধূমও থাকে না"। তর্কলব্ধ সত্য চিরকালই সত্য; ইহা দ্বারা ব্যাপ্তি-জ্ঞান অর্থাৎ সাধ্য (যথা, বহ্নি) ও সাধন (যথা, ধূম) উভয়ের মধ্যে একটা অবিনাভাব, অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধগণ তর্কের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না অথচ অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন। জৈনদার্শনিকগণ বলেন, তর্কের দ্বারাই ব্যাপ্তিজ্ঞান লব্ধ হয়; ব্যাপ্তি-জ্ঞান না হইলে অনুমান হয় না; অতএব তর্কই অনুমানের প্রাণস্বরূপ। এ স্থলে তাথাগত দার্শনিকগণের বক্তব্য এই যে, ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রত্যক্ষের দ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকে; সুতরাং প্রত্যক্ষাতিরিক্ত তর্কপ্রমাণ স্বীকারের কোনও আবশ্যকতা নাই। জৈনগণ বলেন, ধূম-"বিশেষ" বহ্নি-"বিশেষে"র সহিত সংযুক্ত, প্রত্যক্ষের দ্বারা এইরূপ "বিশেষ"-জ্ঞানই হইয়া থাকে; কিন্তু ধূম-দ্রব্য বহ্নি-দ্রব্য দ্বারা পরিব্যাপ্ত, এইরূপ একটা ব্যাপ্তি-জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। ইহা প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণান্তরের বিষয়।

তর্কলব্ধ ব্যাপ্তি-জ্ঞানের সাহায্যে সাধ্য সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম অনুমান। "ঐ পর্ব্বত বহ্নিমান্; যেহেতু উহা ধূমবান্"—ইত্যাকার জ্ঞানই অনুমান। জৈনমতে অনুমান

দুইপ্রকার,—স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। "হেতু" (প্রত্যক্ষাদি দ্বারা) গ্রহণ করিয়া ও ব্যাপ্তিজ্ঞান স্মরণ করিয়া সাধ্য সম্বন্ধে অনুমাপকের স্বকীয় যে জ্ঞান, তাহাই স্বার্থানুমান; আর যখন তিনি উক্ত স্বকীয় অনুমান পক্ষহেতুবচনাদি দ্বারা অপর লোককে বুঝাইয়া দেন, তখন উক্ত বচনাবলী পরার্থানুমান নামে কথিত হয়। চার্ব্বাকমতাবলম্বী দার্শনিকগণ অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে যাহা প্রমাণ, তাহা অগৌণ (direct) হওয়া উচিত; প্রত্যক্ষ মুখ্যরূপেই বস্তু নির্দ্দেশ করিয়া থাকে; এই জন্য চার্ব্বাকমতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কিন্তু অনুমানের দ্বারা যে বস্তু-নির্দ্দেশ হইয়া থাকে, তাহা গৌণরূপেই (indirectly) হয়; কারণ, যদি সাধ্য পক্ষে অবস্থিত হয় এবং সাধ্যের সহিত হেতুর অবিনাভাব সম্বন্ধ থাকে, তবেই অনুমান সাধ্যনিরূপণ করিতে সমর্থ হয়। জৈনগণ চার্ব্বাকমত নিরাসকল্পে বলেন,—অনুমানের প্রামাণ্য নিরাকরণ করিতে যাইয়া চার্ব্বাকগণ প্রকৃতপক্ষে অনুমানের আশ্রয় লইয়াই থাকেন; কারণ, চার্ব্বাকের যুক্তি,—"অনুমান অপ্রমাণ; যেহেতু ইহা গৌণ"—ইহাই ত একটা অনুমান-বাক্য। জৈনগণ বলেন, অনুমান প্রকৃতপক্ষে মুখ্যভাবেই বস্তুনির্দ্দেশ করিয়া থাকে; পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া দর্শকের মনে পর্ব্বতে অগ্নির সত্তা সম্বন্ধে যে অনুমান হয়, তাহা অগৌণ, তাহার জন্য দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যুক্তিজাল বুনিতে হয় না। প্রতিজ্ঞা, হেতুবাক্য প্রভৃতি অনুমানের যে সমস্ত অঙ্গ, সে সমস্ত অপর ব্যক্তিকে ব্যাপ্তিবিষয় বুঝাইবার জন্যই প্রযুক্ত হয়। অনুমান অনেক স্থলেই অগৌণ। এই প্রসঙ্গে জৈনগণ আরও বলেন,—অগৌণত্বই যে প্রামাণ্যের লিঙ্গ, তাহা নহে। অর্থনির্দ্দেশ করিলেই প্রমাণ হয় না,—অর্থকে যথার্থরূপে নির্দ্দেশ করার নামই প্রমাণ। যে প্রত্যক্ষকে চার্ব্বাকগণ প্রমাণরূপে স্বীকার করেন, সেই প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য কিরূপে নিরূপিত হয়? ইহার উত্তরে চার্ব্বাকগণ বলেন, "অর্থক্রিয়াসংবাদে"র দ্বারা প্রত্যক্ষের প্রমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেই ত প্রত্যক্ষের পরোক্ষত্ব বা গৌণত্ব স্বীকার করা হইল। অতএব গৌণ হইলেই অনুমাণ অপ্রমাণ হইবে, এমন কোন কথা নাই।

আপ্ত-বচন জৈনমতে আগম-প্রমাণ। বস্তু-স্বরূপ যথাযথরূপে যিনি অবগত আছেন এবং যিনি অকপটরূপে তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন, 'তিনিই আপ্ত। আপ্তের বচন অভ্রান্ত সত্য এবং আগমপ্রমাণরূপে আশ্রয়ণীয়। জৈনমতে জৈনাগম ক্ষীণদোষ-সর্ব্বজ্ঞ-তীর্থঙ্করসমূহের বচনবিধায়, বিশুদ্ধ আগম এবং অবিসংবাদী সত্যের ভাণ্ডারস্বরূপ। জৈন-আগম জৈন-বেদ নামে বিখ্যাত এবং চতুর্ভাগে বিভক্ত থাকায় তাহা চতুর্ব্বেদ আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকে।

শ্রোত্রিয়গণ ঋগাদি চতুর্ব্বেদকে অপৌরুষেয় আগম বলিয়া থাকেন; জৈনগণ ঋগাদির প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, অকারাদি বর্ণের সমষ্টিস্বরূপ বেদ অপৌরুষেয় ও নিত্য হইতে পারে না। শব্দ পৌদ্গলিক এবং তন্নিমিত্ত ইহা অনিত্য; সুতরাং শব্দ-সমষ্টি বেদও অনিত্য। বেদের নিত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ নাই। প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান বিষয়েই নিবদ্ধ; সুতরাং ইহা বেদের নিত্যতা প্রতিপন্ন করে না। অনুমানের দ্বারাও বেদের নিত্যত্ব

সপ্রমাণ হয় না। বেদ যখন পঠিত হয়, তখনই ইহার অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়। যদি বল, পঠিত না হইলেও বেদ অনভিব্যক্তরূপে চির-বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক শব্দ ও বাক্যকে নিত্য বলিতে দোষ কি ? কুমারসম্ভব প্রভৃতি গ্রন্থ বর্ণময় এবং অনিত্য ; বেদও বর্ণময়, সুতরাং ইহাও অনিত্য। "একমাত্র প্রজাপতি ছিলেন ; দিন ছিল না, রাত্রি ছিল না, তিনি তপঃ করিলেন ; তাহা হইতে তপন এবং তপন হইতে চতুর্ব্বেদের উৎপত্তি হইল",—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেই বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব খণ্ডিত হয়। বেদের কর্ত্তা বলিয়া কাহাকেও জানা নাই, অতএব বেদ নিত্য,—ইহা সুযুক্তি নহে ; কারণ, তাহা হইলে অতিপ্রাচীন কূপ বা প্রাসাদাদিকেও নিত্য বলিতে হয়। "যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি", "প্রজাপতিঃ সোমং রাজানমন্বসৃজৎ ততস্ত্রয়ো বেদা অন্বসৃজন্ত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের মধ্যে বেদকর্ত্তার সন্ধান পাওয়া যায়। কণ্ব, মাধ্যন্দিন, তিত্তিরি প্রভৃতি মুনিগণের নামেও অনেক বেদমন্ত্র প্রচারিত আছে ; ইঁহারাই তত্তৎ মন্ত্রের প্রণেতা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। জৈনগণ দুর্ব্বৃত্ত কালাসুরকে বেদপ্রণেতা বলিয়া উল্লেখ করেন। সুতরাং বেদকে অপৌরুষেয় মনে করিবার কোন কারণ নাই। যদি বল, চিরকাল ধরিয়া গুরুপরম্পরাক্রমে বেদ অধীত হইয়া আসিতেছে, অতএব উহা নিত্য ; তাহা হইলে বলিতে হয়,—আরও অনেক গ্রন্থ গুরুপরম্পরাক্রমে পঠিত হইয়া আসিতেছে, সুতরাং সেগুলিও নিত্য। বেদ পৌরুষেয় হইলে পুরুষদোষদুষ্ট হইয়া পড়ে, অতএব দোষহীন বেদকে অপৌরুষেয়ই বলিতে হয় ; জৈনগণ ইত্যাকার অর্থাপত্তির প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, কর্ত্তা দোষহীন হইলে, তৎপ্রণীত গ্রন্থও দোষহীন হয় ; সুতরাং গ্রন্থের দোষহীনতা হইতে তাহার অপৌরুষেয়ত্ব সপ্রমাণ হয় না। এতৎপ্রসঙ্গে জৈনগণ আরও বলেন, বেদ দোষহীন নহে ; বেদে অনেক নিষ্ঠুর আচারাদির বিধিবিধান দেখা যায় ; তদ্দ্বারা বেদ দুষ্টপুরুষরচিত বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। অহিংসাধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, অর্হৎবাক্যময় জৈনবেদই সনাতন, বিশুদ্ধ আগম,—ইহাই জৈনসিদ্ধান্ত।

উপরে যে সমস্ত প্রমাণের বিবরণ প্রদত্ত হইল, তাহারা জৈনসম্মত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নামক প্রমাণ-দ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। জৈনমতে প্রমাণ মূলতঃ দুইটী—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রমাণের সংখ্যা লইয়া জৈন দর্শনের সহিত অন্যান্য দর্শনের বিরোধ আছে।

> "প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ।
> অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাংখ্যাঃ শব্দঞ্চ তে উভে ॥
> ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবমুপমানঞ্চ কেচন।
> অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্য্যাহুঃ প্রাভাকরাঃ ॥
> অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিনস্তথা।
> সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ ॥"

চার্ব্বাকমতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ ; কণাদ ও সুগতের মতে প্রত্যক্ষ ও

অনুমান প্রমাণ; সাংখ্যমতে ও কোনও কোনও নৈয়ায়িকের মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ প্রমণ; ন্যায়াচার্য্যগণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ ও উপমান, এই চারিটী প্রমাণ স্বীকার করেন; প্রভাকরগণ এই চারিটী ও অর্থাপত্তিকে প্রমাণ বলিয়া থাকেন; ভাট্ট ও বেদান্তিগণের মতে এই পাঁচটী ও অভাব প্রমাণ; পৌরাণিকগণ পূর্ব্বোক্ত ছয়টী ও সম্ভব এবং ঐতিহ্যকে প্রমাণরূপে গণনা করিয়া থাকেন।

প্রত্যক্ষাতিরিক্ত অনুমানের প্রামাণ্য সপ্রমাণ করিয়া, জৈন পণ্ডিতগণ চার্ব্বাকমতের নিরাস করিয়া থাকেন, ইহা ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। উপমানাদি প্রমাণসমূহ জৈনসম্মত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষপ্রমাণের অন্তর্ভুক্ত, ইহাই জৈনমত। অনুমান ও আগম (শব্দ) পরোক্ষপ্রমাণের অন্তর্গত, ইহা ইতিপূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে।

নৈয়ায়িকমতে উপমানের স্বরূপ এইপ্রকার,—কোনও প্রভু ভৃত্যকে আজ্ঞা করিলেন, "গবয় আনয়ন কর।" ভৃত্য গবয় চিনে না, গবয় শব্দের অর্থ জানে না। বনে বিচরণশীল কোন পুরুষের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হওয়ায়, তাহাকে সে জিজ্ঞাসা করিল, "গবয় কিরূপ?" তাহাতে সে তাহাকে বলিল, "গো যেরূপ, গবয়ও সেইরূপ।" অতঃপর বনে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ঐ ভৃত্য একটী গবয় দেখিতে পাইল, তৎক্ষণাৎ তাহার স্মরণ হইল,—"গো যেরূপ,গবয়ও সেইরূপ।" তখন সে বুঝিল, "উহাই সেই গবয়শব্দবাচ্য পশু।" "গবয় গোসদৃশ",—ইত্যাকার এই যে জ্ঞান, ইহারই নাম উপমান। মীমাংসকগণ উপমানের একটু অন্যরূপ বর্ণনা করেন। কোনও ব্যক্তি গো দেখিয়াছে, কিন্তু গবয় দেখে নাই; "গবয় গো-সদৃশ", এ কথা তাহাকে কেহ বলিয়াও দেয় নাই। একদা বনে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সে একটী গবয় দেখিতে পাইল; তৎক্ষণাৎ তাহার মনে হইল, "সেই গো ইহারই সদৃশ"; "ইহার সহিত সেই গোর সাদৃশ্য আছে।" পরোক্ষ পদার্থের সহিত এই যে সাদৃশ্যজ্ঞান, মীমাংসকমতে ইহারই নাম উপমান। জৈনগণ বলেন, উপমানের স্বরূপ যাহাই হউক না কেন, ইহা যে পরোক্ষপ্রমাণান্তর্গত প্রত্যভিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মীমাংসামতে অর্থাপত্তির স্বরূপ এইপ্রকার,—দেবদত্ত স্থূলকায়; দেবদত্ত দিবাভাগে ভোজন করে না; অতএব দেবদত্ত রাত্রিকালে ভোজন করে। জৈনদার্শনিকগণ বলেন, অর্থাপত্তি পৃথক্ প্রমাণ নহে; ইহা অনুমানের অন্তর্গত। অনুমান "অন্যথা-অনুপপত্তি"লক্ষণ হেতুর অপেক্ষা করে। পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, অর্থাপত্তিও প্রকৃতপক্ষে অন্যথা-অনুপপত্তিরূপ হেতু অথবা ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভোজন ব্যতিরেকে স্থূলত্ব অসম্ভব—ইহাই ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি। এই ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির উপর অর্থাপত্তি নির্ভর করে; সুতরাং ইহা একরূপ অনুমান।

"ঘট নাই" ইত্যাকার জ্ঞান অথবা "ঘটব্যতিরিক্ত অন্য" পদার্থের বিজ্ঞানকে অভাব-প্রমাণ বলা হয়। জৈনগণ বলেন, অভাবাখ্য প্রমাণ স্বীকার করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। "ঘট নাই" অথবা "ঘট-ব্যতিরিক্ত অন্য পদার্থ রহিয়াছে"—ইত্যাকার জ্ঞান কোথাও প্রত্যক্ষ

দ্বারা, কোথাও বা স্মরণের দ্বারা, কোথাও বা প্রত্যভিজ্ঞানের দ্বারা, কোথাও বা তর্কের দ্বারা, কোথাও বা অনুমানের দ্বারা আর কোথাও বা আপ্তোপদেশের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব অভাব ইহাদেরই অন্তর্গত।

"খারী-(পরিমাণ-বিশেষ)তে দ্রোণ (পরিমাণ-বিশেষ) আছে"—সমুদায়ের দ্বারা সমুদায়ীর ইত্যাকার যে জ্ঞান, তাহা সংভব নামে কথিত হইয়া থাকে। জৈনমতে সংভব একরূপ অনুমান। "খারী দ্রোণবতী; যেহেতু ইহা খারী; যথা পূর্ব্ব-উপলব্ধ খারী"।

প্রবাদ-পরম্পরার উপর যে জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, তাহার নাম ঐতিহ্য। যথা—"ঐ বটগাছে একটী যক্ষ বাস করে।" জৈনগণ বলেন, ঐতিহ্য-জ্ঞান সংশয়াত্মক, সুতরাং অনেক স্থলেই ইহাকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। তবে যদি কোন বিশেষজ্ঞ আপ্ত পুরুষ ঐতিহ্য-বচনের প্রবক্তা হন, তাহা হইলে ঐতিহ্যের উপর আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে। কিন্তু সে স্থলে ঐতিহ্যকে পৃথক্ প্রমাণরূপে গণনা না করিয়া আগম-প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত করাই যুক্তিসঙ্গত।

কোনও কোনও দার্শনিক "প্রাতিভ" নামে একটী প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন। "অদ্য আমি রাজানুগ্রহ লাভ করিব"—সহসা ইত্যাকার অদ্ভুত জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে; ইহারই নাম প্রাতিভ জ্ঞান। জৈনগণ এরূপ জ্ঞানকে অনিন্দ্রিয়নিবন্ধন বলিয়া থাকেন; সুতরাং তাহা মানস-প্রত্যক্ষ হওয়ায় প্রত্যক্ষেরই অন্তর্ভুক্ত হয়। আবার কোনও কোনও স্থলে প্রাতিভ প্রকৃতপক্ষে অনুমানোত্থ জ্ঞান। অতএব জৈনমতে প্রাতিভাখ্য কোনও পৃথক্ প্রমাণ নাই।

এইরূপে জৈনগণ প্রতিপন্ন করেন,—প্রমাণ সংখ্যায় দুইটী,—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ; অন্য দর্শনে যে সমস্ত প্রমাণ স্বীকৃত হয়, সে সমস্তই উক্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণের অন্তর্গত।

প্রমাণ-বিষয়

জৈনমতে সামান্যবিশেষাদি অনেকান্ত বস্তুই প্রমাণের বিষয়—"তস্য বিষয়ঃ সামান্য বিশেষাদ্যনেকান্তাত্মকং বস্তু।"

প্রমাণের দ্বারা স্ব ও পর নামক বস্তু-সম্বন্ধে জ্ঞান হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু বস্তুর স্বরূপ কি? কোনও দার্শনিকের মতে বস্তু সামান্যাকার অর্থাৎ বস্তুর যে সামান্য-ভাব, তাহাই একান্ত-সৎ এবং তাহাই প্রমাণ-গ্রাহ্য। আবার বৌদ্ধ দার্শনিকেরা বলিয়া থাকেন, সামান্য বলিয়া কিছুই নাই, বস্তু একটা বিশেষভাব; প্রমাণ এই বৈশিষ্ট্যাত্মক বস্তুই গ্রহণ করিয়া থাকে। জৈনমতে সামান্যও সত্য, বিশেষও সত্য এবং বস্তু সামান্য-বিশেষ উভয়াত্মক; প্রমাণ এই উভয়াত্মক বস্তু নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। বস্তুর ভাবকে "অন্ত" বলা যায়। জৈনগণ বস্তুকে সামান্যবিশেষাদি অনেক ভাবের আশ্রয় বলেন; এই নিমিত্ত তাঁহাদের মতে বস্তু "অনেকান্ত" এবং জৈনমত "অনেকান্তবাদ" নামে কথিত হইয়া থাকে।

বস্তু সামান্যমাত্র নহে; বস্তু বিশেষমাত্র নহে; ইহার মধ্যে সামান্য ও বিশেষ পৃথক্‌ভাবেও অবস্থিত নহে। বস্তুর সামান্য-ভাব ও বিশেষভাব অপৃথক্‌, ইহাই জৈনমত। অর্থাৎ এক দিক্‌ দিয়া দেখিলে বস্তু সামান্য; আবার অন্য দিক্‌ দিয়া দেখিলে তাহা বিশিষ্ট। বস্তু কথঞ্চিৎ সামান্যও বটে, আবার কথঞ্চিৎ বিশেষও বটে। বস্তু অনেকান্ত।

যৌগ দার্শনিকগণ বলেন, সামান্য ও বিশেষ একান্ত বিভিন্ন ভাব; বস্তুর মধ্যে সামান্য ও বিশেষ দুইটী ভাব মিলিতভাবে থাকিলেও, উহারা প্রকৃতপক্ষে পৃথক্‌। গোত্ব একটী সামান্য; ইহা সমস্ত 'গো'তে বর্ত্তমান আছে, অতএব গোত্ব সর্ব্বগত। কিন্তু শবল, শাবলেয়, বাহুলেয় প্রভৃতি প্রত্যেক গো-তে বিশেষ-ভাব আছে; এই বৈশিষ্ট্য গো-বিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ, ইহা অসর্ব্বগত। ন্যায়াচার্য্যগণ বলেন, সর্ব্বগত সামান্য ও অসর্ব্বগত বিশেষের মধ্যে প্রভেদ থাকিবেই।

জৈনাচার্য্যগণ উক্ত আপত্তির উত্তরে জিজ্ঞাসা করেন,—সর্ব্বগত সামান্য ব্যক্তিসর্ব্বগত, না সর্ব্বসর্ব্বগত? সামান্য যদি ব্যক্তিসর্ব্বগত হয়, তাহা হইলে যখন একটী গো উৎপন্ন হয়, তখন তৎস্থানে গোত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; নতুবা গোত্ব সর্ব্ব-গো-গত হইতে পারে না। গোত্ব যে গো-উৎপাদদেশে আসিল, উহা কিরূপে আসিল? যদি বল, উহা গো'র উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে সামান্য অনিত্য পদার্থ হইয়া পড়ে; সামান্যের অনিত্যত্ব যৌগাচার্য্যগণ স্বীকার করিতে পারেন না। যদি বল, অন্য একটী গো হইতে গোত্ব গো-উৎপাদদেশে আসে, তাহা হইলে প্রশ্ন হয়, পূর্ব্ব-গো পরিত্যাগ করিয়া আসে? না, পরিত্যাগ না করিয়া আসে? পূর্ব্ব-গো পরিত্যাগ করিয়া আসে বলিলে, উক্ত গোতে গোত্বাভাব হয়; তাহা অসম্ভব। আবার যদি বল, গোত্ব পূর্ব্ব-গো পরিত্যাগ না করিয়া আসে, তাহা হইলেও গোলোযোগ হয়; কারণ, যদি বল, সামান্য পূর্ব্ব-গোর সহিত আসে, তাহা হইলে শাবলেয়কে বাহুলেয় মনে করা যাইতে পারিত; আবার যদি বল, পূর্ব্ব-গোকে সঙ্গে না আনিয়া সামান্য আপনার খানিকটা অংশ প্রেরণ করে, তাহা হইলে ত সামান্য অংশবিশিষ্ট ও অনিত্য পদার্থ হইয়া পড়ে। যদি বল, সামান্যের এমনই বিচিত্র শক্তি যে, ইহা আপন আশ্রয় পূর্ব্ব-গো পরিত্যাগ না করিয়াই, উৎপদ্যমান অপর গোকে অনুপ্রাণিত করে, তাহা হইলে এরূপ সামান্য স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? এই সমস্ত কারণে সামান্যকে ব্যক্তিসর্ব্বগত বলা যাইতে পারে না। যদি বল, সামান্য সর্ব্ব-সর্ব্বগত, তাহা হইলে গো-বিশেষসমূহ না থাকিলেও গোত্বের উপলব্ধি হয়, বলিতে হয়। যদি বল, উপলব্ধি না হইলেও, গোত্ব ঐ সময়ে অব্যক্ত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে বুঝিতে হইবে, তাহা হইলে এ কথাও ত বলা যাইতে পারে যে, গো-বিশেষও ঐ সময়ে অব্যক্ত অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। যদি বল, গো-বিশেষের ঐ সময়ে বর্ত্তমান থাকার সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ নাই; অতএব গো-বিশেষ ঐ সময়ে নাই এবং সেই জন্য গো-বিশেষের ঐ সময়ে উপলব্ধি হয় না; তাহা হইলে ঐ সময়ে সামান্যও নাই, এ কথাও বলা যাইতে পারে। ন্যায়মতে সামান্য নিত্য একরূপ; তাহার

কখন ব্যক্ত অবস্থা, কখন অব্যক্ত অবস্থা, ইহাই বা কিরূপে সম্ভব হয় ? এই সমস্ত কারণে যৌগসম্মত সামান্যকে সর্ব্ব-সর্ব্বগতও বলা যাইতে পারে না।

জৈন দার্শনিকগণ উপরোক্ত কারণে সামান্য ও বিশেষকে অপৃথক্‌ভাবেই গ্রহণ করেন। অবশ্য তাহার অর্থ ইহা নয় যে, যাহাই সামান্য, তাহাই বিশেষ এবং যাহাই বিশেষ, তাহাই সামান্য। বস্তুর উভয়াত্মকতার অর্থ এই যে, যে বস্তু একপ্রকার দৃষ্টিতে বিশিষ্টভাবাপন্ন, সেই বস্তুই অপরপ্রকার দৃষ্টিতে সজাতীয় বস্তুর সহিত সমানভাবাপন্ন। যে গো অপর গো হইতে বৈশিষ্ট্যযুক্ত বলিয়া দৃষ্ট হয়, সেই গো-ই আবার গোত্ব হেতু অন্যান্য গো'র সদৃশ বা সমান বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই জন্য দৃশ্যমান গো সামান্যবিশেষাত্মক। একই গো সামান্যরূপে ও বিশেষরূপে প্রতীয়মান হওয়ায় সামান্য ও বিশেষকে কথঞ্চিৎ অভিন্ন বলা যাইতে পারে। আবার বৈশিষ্ট্যের জন্য একটী গো অপর গো হইতে বিসদৃশ এবং সামান্যের জন্য তাহার সদৃশ। এ নিমিত্ত সামান্য ও বিশেষ কথঞ্চিৎ ভিন্নও বটে।

জৈনমতে বস্তু সামান্যবিশেষাত্মক। ঊর্দ্ধতাসামান্য ও তির্য্যক্‌সামান্য—সামান্যের দুইটী ভেদ ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষও দুইপ্রকার,—গুণ ও পর্য্যায়। গুণ বস্তুর সহভাবী ধর্ম্ম ; যথা,—বিজ্ঞান আত্মার একটী গুণ ; বিজ্ঞান বা চৈতন্য ব্যতীত আত্মার সত্তা অসম্ভব। পর্য্যায় বস্তুর ক্রমভাবী ধর্ম্ম ; যথা,—সুখ বা দুঃখ আত্মার এক একটী পর্য্যায় ; ক্রমে ক্রমে যে সমস্ত অনিত্য ভাব বা অবস্থায় কোনও পদার্থ পরিণত হইতে থাকে, সেই সমস্ত ভাব বা অবস্থা ঐ বস্তুর পর্য্যায় নামে অভিহিত হয়। গুণ ও পর্য্যায় সম্বন্ধে জৈনগণ বলেন, ইহারা পরস্পর হইতে কথঞ্চিৎ ভিন্নও বটে, কথঞ্চিৎ অভিন্নও বটে। গুণ বস্তুর সহভাবী ধর্ম্ম ; পর্য্যায় বস্তুর অনিত্য পরিণতি ; অতএব উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা আছে। আবার গুণ যে পদার্থের গুণ, পর্য্যায় সেই পদার্থেরই পর্য্যায়,—গুণ ও পর্য্যায় একই ধর্ম্মীর ধর্ম্ম ; অতএব উভয়ের মধ্যে কথঞ্চিৎ অভিন্নতাও আছে।

প্রমাণ-বিষয় বস্তু সম্বন্ধে আরও যে সমস্ত প্রশ্ন হয়, তৎসম্বন্ধেও জৈনগণ অনেকান্ত-বাদ আশ্রয় করিয়া উত্তর দিয়া থাকেন। বস্তু নিত্য, না অনিত্য ? জৈনগণ বলেন, দ্রব্যতঃ বস্তু নিত্য, পর্য্যায়তঃ বস্তু অনিত্য। জৈনমতে বস্তু উভয়াত্মক। বস্তুকে ত্রয়াত্মক বলিয়া জৈনগণ সেই এক কথাই বলেন। বস্তু উৎপাদ-ব্যয়-ধ্রৌব্যযুক্ত। বস্তুর দ্রব্যের ক্ষয় নাই ; দ্রব্যতঃ বস্তু নিত্য, স্থিতিশীল, ধ্রৌব্যযুক্ত। কিন্তু বস্তুর পর্য্যায়ের উৎপত্তি আছে, বিনাশও আছে ; পর্য্যায়তঃ বস্তু উৎপাদযুক্ত ও ব্যয়যুক্ত।

এইরূপ বস্তু সৎ, না অসৎ ?—এ প্রশ্নের উত্তরেও জৈনগণ বলেন, বস্তু কথঞ্চিৎ সৎ, কথঞ্চিৎ অসৎ,—বস্তু উভয়াত্মক। বস্তুকে একান্ত (absolutely) সৎ বলা যাইতে পারে না ; তাহা হইলে ঘটকে পট বলা যাইতে পারিত। আবার বস্তুকে একান্ত অসৎও বলা যাইতে পারে না ; কেন না, তাহা প্রতীতি-বিরুদ্ধ। জৈন-দার্শনিকগণের এ স্থলে সিদ্ধান্ত—বস্তু স্ব-রূপে (যথা ঘটরূপে), স্ব-দ্রব্যে (যথা, ধাতুদ্রব্যরূপে), স্ব-ক্ষেত্রে (যথা, পাটলিপুত্রনগরস্থ, এই

ভাবে) এবং স্ব-কালে (যথা, বসন্ত-সময়ে) সৎ অর্থাৎ কথঞ্চিৎ বর্ত্তমান ; আবার ঐ বস্তুই পর-রূপে (যথা, পটরূপে), পর-দ্রব্যে (যথা, মৃত্তিকাদ্রব্যরূপে), পর-ক্ষেত্রে (যথা, তুষশিলা-নগরস্থ, এই ভাবে) এবং পর-কালে (যথা, হেমন্তে) অসৎ অর্থাৎ কথঞ্চিৎ অবর্ত্তমান। এ সিদ্ধান্তে অসঙ্গতি নাই,—বরং সর্ব্বপ্রকার বিরোধের মীমাংসা হয়।

প্রমাণ-ফল

"যৎ প্রমাণেন প্রসাধ্যতে তদস্য ফলম্ ॥" প্রমাণের দ্বারা যাহা প্রসাধিত হয়, তাহাই ইহার ফল। জৈনমতে প্রমাণের ফল দুইরূপ ; একটী ইহার অনন্তর-ফল, আর একটী ইহার পরম্পরা-ফল। অজ্ঞান-নিবৃত্তি সকল প্রমাণেরই অনন্তর-ফল। সমস্ত বিষয়ে ঔদাসীন্য কেবল-জ্ঞানের পরম্পরা-ফল ; কারণ, সিদ্ধ পুরুষের পরমপুরুষার্থস্বরূপ মুক্তিলাভ হওয়ায় পার্থিব কোনও বিষয়েই তাঁহার স্পৃহাও নাই, দ্বেষও নাই ; কাজেই সর্ব্ব পদার্থেই তিনি উদাসীন। স্পৃহণীয় পদার্থ লাভ করিবার ইচ্ছা, অপ্রিয় পদার্থ পরিহার করিবার ইচ্ছা এবং এতদ্ব্যতিরিক্ত বিষয়ে উপেক্ষা-বুদ্ধি—অন্যান্য প্রমাণের পরম্পরা-ফল।

নাস্তিকগণ বলিয়া থাকেন,—প্রমাণের প্রকৃত কোনও ফল নাই ; অজ্ঞান-নিবৃত্তি প্রভৃতি যে সমস্ত প্রমাণের ফল বলিয়া কথিত হয়, সে সমস্তই কাল্পনিক। জৈন দার্শনিকগণ চার্ব্বাক-মত খণ্ডনকল্পে প্রশ্ন করেন,—চার্ব্বাকমতের মূলে কোনও যুক্তি আছে কি না ? যদি না থাকে, তাহা হইলে তাহা অপ্রামাণ্য ও অগ্রাহ্য। যদি কোনও যুক্তি থাকে, তাহা হইলেই ত তদ্দ্বারা প্রমাণের ফল স্বীকার করা হইয়াছে।

এই স্থলে একটা প্রশ্ন উঠে,—প্রমাণের সহিত ফলের সম্বন্ধ কি ? প্রমাণ ফল হইতে ভিন্ন, না অভিন্ন ? এ বিষয়ে নৈয়ায়িকগণ বলেন,—প্রমাণের ফল—প্রিয় বস্তুর উপাদানেচ্ছা ইত্যাদি ; সুতরাং ফলের সহিত প্রমাণের একটা প্রভেদ আছে। জৈনদার্শনিকগণ নৈয়ায়িক সিদ্ধান্তের উত্তরে বলেন, যে প্রমাতা প্রমাণ প্রয়োগ করেন, তিনিই ত প্রিয় বস্তু লাভ ও অপ্রিয় বস্তু পরিহার করিতে ইচ্ছা করেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। প্রমাণ ও ফলের মধ্যে একই আত্মা অনুপ্রবিষ্ট ; সুতরাং প্রমাণ ও ফলের কথঞ্চিৎ তাদাত্ম্য স্বীকার করিতে হয়। এ দিকে আবার বৌদ্ধগণ বলেন, অজ্ঞাননিবৃত্তি প্রমাণের ফল ; প্রমাণের অর্থও ত অজ্ঞাননিবৃত্তি ; সুতরাং প্রমাণ ও ফল একেবারে অভিন্ন। ইহার উত্তরে জৈনগণের বক্তব্য—ছেদক্রিয়ায় কুঠার যেরূপ একটী করণ বা সাধন, অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ ফলবিষয়ে প্রমাণও সেইরূপ সাধন মাত্র ; সুতরাং সাধন ও সাধ্যে যেরূপ একটা প্রভেদ আছে, প্রমাণ ও ফলের মধ্যেও সেইরূপ কথঞ্চিৎ ব্যবধান আছে। প্রমাণ ও ফল কথঞ্চিৎ ভিন্ন ও কথঞ্চিৎ অভিন্ন,—ইহাই জৈনসিদ্ধান্ত।

উপরে জৈনসম্মত প্রমাণের যে বিবরণ দেওয়া হইল, তাহা হইতে জৈনদর্শনের সহিত ভারতীয় অন্যান্য দর্শনের যে একটা সম্বন্ধ আছে, তাহা স্পষ্টই প্রতিভাত হইবে। অপর দর্শনের সহিত তুলনা করিয়া অধ্যয়ন না করিলে, ভারতের যে-কোন দর্শনের আলোচনা অনেকটা নিষ্ফল হয়, ইহাই আমাদের ধারণা। জৈনদর্শন পাঠকালে উহার সহিত অন্যান্য দর্শনের

তুলনা করা উচিত ; অন্যান্য দর্শন পাঠকালে তাহাদের সহিত জৈনদর্শনের তুলনা করা উচিত। জৈনদর্শনে অন্যান্য দর্শনের মত-খণ্ডনের প্রয়াস দেখিয়া, জৈনদর্শনকে অন্যান্য দর্শনের পরবর্ত্তী বলিয়া যেন মনে করা না হয়। ভারতীয় দর্শনসমূহের পৌর্ব্বাপর্য্যনির্ণয় সরল ব্যাপার নহে। মীমাংসাদর্শনে ন্যায়দর্শনসম্মত শব্দানিত্যতা খণ্ডিত হইয়াছে, আবার ন্যায়দর্শনে মীমাংসাদর্শনের শব্দ-নিত্যত্ব-বাদ খণ্ডিত হইয়াছে। সাংখ্যে বেদান্তমত উপেক্ষিত ; বেদান্তে সাংখ্যমত পরিহৃত। বৌদ্ধদর্শন সমস্ত আত্ম-বাদী দর্শনের মত নিরাস করে ; আবার সমস্ত আত্মবাদী দর্শন বৌদ্ধ-দর্শনের নিরাত্মবাদ পরিহার করে। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, স্মরণাতীত যুগে ভারতবর্ষে একটা স্বাধীন চিন্তাপ্রবাহ ছিল এবং সাংখ্য, ন্যায়, বেদান্ত, জৈন, পাতঞ্জল প্রভৃতি মতবাদ-সমূহ উক্ত প্রবাহে তরঙ্গের ন্যায় পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত করিত। সে যুগ কত কাল পূর্ব্বের এবং কোন্ তরঙ্গ প্রথম উত্থিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য

বাঙ্গালা-ভাষায় আসামের ইতিহাস *

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম আসামের ইতিহাস প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের লেখক ছিলেন, স্বর্গীয় হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয়। তখন সবেমাত্র গদ্যসাহিত্য বঙ্গভাষায় সৃষ্ট হইয়াছে। ঢেকিয়াল ফুকনের ঐতিহাসিক গ্রন্থখানি বঙ্গের গদ্য-সাহিত্য আলোচনায় বিশেষ কাজে লাগিবে মনে করিয়া, সর্ব্বসাধারণের নিকট উক্ত গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয়-লিখিত একখানি মুদ্রিত গ্রন্থ আমি গৌহাটীর উকীল শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কামাখ্যারাম বড়ুয়া বি এল্, এম্-এল্-সি মহোদয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি; অনেক অনুসন্ধান করিয়াও ইহার আর দ্বিতীয়খণ্ড কোথাও পাই নাই। পুস্তকের প্রথম পাতাটী নাই, শেষের দিকেও দুই এক পাতা ছেঁড়া। তাহাতে আমাদের বর্ত্তমান আলোচনায় অসুবিধা হইতে পারে। গ্রন্থকার কি কারণে নিজ মাতৃভাষা অসমীয়াতে না লিখিয়া বাঙ্গালাভাষায় আসামের ইতিহাস লিখিলেন, গ্রন্থকারের অন্যান্য উদ্দেশ্যই বা কি ছিল, পুস্তকের ভূমিকাদি না থাকাতে পুস্তক হইতে তাহা জানিবার আমাদের সম্প্রতি উপায় নাই। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের Asiatic Journal and Monthly Register নামক পত্রিকায় তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক লেখক-রচিত ঢেকিয়াল ফুকনের ইতিহাসের সমালোচনা এবং সারাংশ পুনর্ম্মুদ্রিত হয়। তাহা হইতে পুস্তকের গোড়ায় এবং শেষের দিকে ছিন্ন পাতা কয়টিতে কি ছিল, তাহা কিছু অনুমান করিতে পারিয়াছি।

পুস্তকের পরিচয়-পত্র (টাইট্ল্ পেজ) বা ভূমিকা না থাকা সত্ত্বেও যে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা বলিয়াছি, ইহার প্রমাণ আমাদের প্রচুর রহিয়াছে।—

(১) হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয়ের কৃতী পুত্র স্বর্গীয় আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয়প্রণীত এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "A Few Remarks on the Assamese Language" নামক গ্রন্থে আসামের ঐতিহাসিক সাহিত্যের আলোচনাসূত্রে ৪৬ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—"In 1829 Haliram Dhekial Phukan printed and published in the Bengali language a brief compilation from the Buranjis." বুরঞ্জী অসমীয়া শব্দ, অর্থ—ইতিহাস বা chronicle.

(২) উনবিংশ শতকের অসমীয়া-সাহিত্যের "ডিক্টেটার", সুপ্রসিদ্ধ লেখক এবং ঐতিহাসিক স্বর্গীয় রায়বাহাদুর গুণাভিরাম বড়ুয়া মহাশয় তৎপ্রণীত "আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের জীবনচরিত্র" নামক অসমীয়া গ্রন্থের ৩০ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন,—"হলিরাম ঢেকিয়াল

* "আসাম দেশের ইতিহাস"।—লেখক স্বর্গীয় হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন। খৃষ্টাব্দ ১৮২৯ সনে প্রকাশিত কলিকাতা সমাচারচন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত এবং বিনামূল্যে বিতরিত

ফুকন যোগিনীতন্ত্র, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত করিয়া 'কামাখ্যাযাত্রা-পদ্ধতি' নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ করে। এই গ্রন্থে কামরূপের কামাখ্যা প্রভৃতি সকল তীর্থের নির্ণয়, যাত্রা আর পূজার বিবরণ আছে। ফুকন মহাশয় 'আসামবুরঞ্জী নামে বাঙ্গালা ভাষায় একটী আসাম দেশের নানা বিবরণ আর রাজাগণের ইতিহাস-ঘটিত পুথী রচনা করে। ১৭৫৩ শকে এই দুই পুস্তিকা কলিকাতার সমাচারচন্দ্রিকা যন্ত্রে ছাঁপা হয়। এই পুস্তক সকল বিনামূল্যে বিতরিত হয়।"

(৩) উক্ত গুণাভিরাম বড়ুয়া মহাশয়ের ১৭৯৭ শকাব্দে প্রকাশিত "আসাম বুরঞ্জী"র আরম্ভ ও ভূমিকাতে গ্রন্থকার বলেন,—"১৭৫১ শকে হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয় বঙ্গ-ভাষায় আসাম বুরঞ্জী কলিকাতায় মুদ্রিত করে।"

(৪) আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মে-আগষ্ট মাসের Asiatic Journal and Monthly Register, Vol. II, New Series পত্রিকায় তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়-লিখিত হলিরাম ফুকনের ইতিহাসের এক সমালোচনা এবং সারাংশ প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্ব্বে সেই প্রবন্ধ India Gazette নামক পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল। সুতরাং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে যে আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

আমাদের হস্তগত ইতিহাসে ৩ পৃষ্ঠা হইতে ৮২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত আছে। প্রথম খণ্ড বোধ হয়, ৮৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ছিল। এই পুস্তকের অক্ষর আজকালকার পাইকা অক্ষর অপেক্ষা কিছু বড় এবং এই অক্ষর দেখিতে তদানীন্তন হস্তলিখিত বাঙ্গালা অক্ষরের মত।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় মাত্র দুই বা তিনখানি ঐতিহাসিক গদ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। যথা—'কৃষ্ণচন্দ্রচরিত' এবং 'প্রতাপাদিত্যচরিত'। কিন্তু হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকনের গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা বহু অধ্যয়ন এবং গবেষণার পরিচায়ক। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ইয়াণ্ডাবু সন্ধিসূত্রে আসাম বৃটিশাধীন হয়। তদবধি কোনও ভাষায় আসামের ইতিহাস মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া আমরা খবর পাই নাই। সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত আসামের ইতিহাস বলিয়াও আলোচ্য গ্রন্থের মূল্য অনেক।

আসামের ইতিহাস হস্তলিখিত অবস্থায় দেশে বহু প্রচারিত হইত। আসামীরা ইতিহাসকে 'বুরঞ্জী' বলেন এবং আহোম ভাষা হইতে এই শব্দের উৎপত্তি। আসামের প্রাচীন পরিবারের পুথির ভাণ্ডারে এখনও মধ্যে মধ্যে হস্তলিখিত বুরঞ্জী পুথি পাওয়া যায়। আসামে বুরঞ্জী চর্চ্চা এবং বুরঞ্জী-বিদ্যার বিশেষ প্রচলন ছিল। বুরঞ্জীজ্ঞান আসামী ভদ্রলোক এবং রাজ-পুরুষগণের শিক্ষার এক বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল; এবং রাজার অধীনে বুরঞ্জী লিখিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারী ছিলেন। উপরোক্ত A Few Remarks on the Assamese Language গ্রন্থে স্বনামধন্য আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয় বলেন,—

"In no department of literature do the Assamese appear to have been more successful than in History. Remnants of historical works

that treat of the times of Bhagadatt, a contemporary of Raja Judhisthir, are still in existence. The chain of historical events, however, since the last 600 years, has been carefully preserved, and their authenticity can be relied upon. It would be difficult to name all the historical works, or as they are styled by the Assamese, *Buranjis*. They are numerous and voluminous. According to the customs of the country, a knowledge of the *Buranjis* was an indispensable qualification in an Assamese gentleman; and every family of distinction, and specially the Government and the public officers, kept the most minute records of historical events, prepared by the learned *Pandits* of the country. These histories were therefore very numerous, and generally agreed with each other in their relation of events. A large number is still to be found in the possession of the ancient families." pp. 45-46.

এই সব বুরঞ্জী—রাজার দপ্তরের কাগজ-পত্র, সেনাপতিগণের যুদ্ধের বিবরণ এবং মধ্যে মধ্যে জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত হইত। আহোম এবং অসমীয়া, এই দুই ভাষায় বুরঞ্জী রচনার প্রথা ছিল; কিন্তু আহোম ভাষা সর্ব্ববোধগম্য না হওয়াতে সেই ভাষায় রচিত বুরঞ্জী এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এই সব বুরঞ্জীতে অতি-রঞ্জনের চেষ্টা আদৌ ছিল না, এবং লেখকেরা সত্যের অপলাপ করিতেন না। মুসলমানের আসাম আক্রমণের বিশদ বিবরণ অসমীয়া বুরঞ্জীগুলিতে পাওয়া যায়। মুসলমান লেখক-রচিত আলমগীরনামা, পাদীশাহনামা, ফৎহিয়-ই-ইব্রিয় আদি গ্রন্থের সহিত কোনও ঘটনার বিবরণ মিলাইয়া দেখিলে দুই বিবরণের মধ্যে যথাসম্ভব ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। অসমীয়া বুরঞ্জী-সাহিত্য অসমীয়া গদ্য-সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

বঙ্গদেশ, কাশ্মীর, দিল্লী আদি স্থানেরও বুরঞ্জী অসমীয়া ভাষায় লিখিত হইত। "পাদ্‌ছাবুরঞ্জী" নামক একখানা অসমীয়া হস্তলিখিত পুথি বহু দিন যাবৎ ইণ্ডিয়া অফিস্ লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। অসমীয়া বুরঞ্জীবিভাগে অক্লান্তকর্ম্মা শ্রীযুক্ত বেণুধর শর্ম্মা মহাশয় উক্ত পুথি এবং পশ্চাতে উল্লিখিত ডাঃ ওয়েড্‌ের, আসাম ইতিহাস বহু কষ্টে উদ্ধার করিয়াছেন। "পাদ্‌ছাবুরঞ্জী"তে দিল্লীর সম্রাট্ জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আওরংজেব এবং গোলকুণ্ডার ইতিহাস পাওয়া যায়। সম্রাট্ শাহজাহানের মৃত্যুর পূর্ব্বে পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসনের জন্য যে ভ্রাতৃবিরোধ এবং যুদ্ধ হয়, "পাদ্‌ছা-বুরঞ্জী"তে প্রাপ্ত তাহার বিবরণ এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের "আওরংজেবের ইতিহাসে" প্রাপ্ত বর্ণনার মধ্যে আশাতীত ঐক্য দেখিতে পাইয়াছি।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে বহু বুরঞ্জী হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া ডাঃ জে, পি, ওয়েড মহাশয় ইংরেজী ভাষায় সর্ব্বপ্রথম আসামের ইতিহাস সঙ্কলন করেন। গ্রন্থকার এই গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি তদানীন্তন ভারতের গভর্ণর জেনারল স্যর জন শোর (লর্ড টেইনমাউথ) মহোদয়কে উপহার দেন। কিন্তু অদ্যাবধি এই গ্রন্থ প্রাকশিত হয় নাই।*

সমস্ত আসাম বুরঞ্জীর সাহায্যে এবং আধুনিক কালের বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে আসামের ইতিহাস সঙ্কলন করার দ্বিতীয় চেষ্টা করিয়াছিলেন—হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয়। তিনি সংস্কৃত এবং বঙ্গভাষায় বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন এবং বঙ্গীয় সমাজে তাঁহার খুব প্রতিপত্তি এবং সুখ্যাতি ছিল। যোগিনীতন্ত্র, কালিকাপুরাণ আদি নানা গ্রন্থের সাহায্যে তিনি "কামাখ্যাযাত্রা-পদ্ধতি" নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করেন।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা পরশুরাম বড়ুয়া, বঙ্গদেশ এবং আসামের সীমানায় অবস্থিত হাদিরাচকি নামক স্থানে "দুয়রীয়া বড়ুয়া" বা আসামরাজের সীমান্তরক্ষক কর্ম্মচারী ছিলেন। বঙ্গদেশ হইতে যে দ্রব্যাদি আসামে আসিত, তাহার মাশুলাদি এই দুয়রীয়া বড়ুয়া সংগ্রহ করিয়া রাজকোষে নির্দ্দিষ্ট টাকা প্রেরণ করিতেন, এবং বিদেশ হইতে কোনও আক্রমণের কথা কর্ণগোচর হইলে দুয়রীয়া বড়ুয়া তাহা রাজসন্নিধানে জ্ঞাপন করিতেন। পিতার মৃত্যুতে চৌদ্দ বৎসর বয়সে নাবালক হলিরাম উক্ত পদ প্রাপ্ত হন, এবং রণরাম নামক তাঁহার পিতার এক পরমাত্মীয় উক্ত বিষয়সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা করেন। ইহার কিছু দিন পরে আসামের শেষ আহোম নৃপতি স্বর্গদেব চন্দ্রকান্ত সিংহ মহারাজ, হলিরামকে 'ঢেকিয়াল ফুকন' পদবী অর্পণ করেন। আসামের জীবন-সন্ধ্যায় যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়, হলিরাম সেই সমস্তের প্রত্যক্ষ দর্শক ছিলেন; তাঁহার চোখের সামনে আসামের গৌরব-সূর্য্য ম্লান হইয়া আসিল, আট বৎসর যাবৎ বর্ম্মাসৈন্য কর্ত্তৃক এই দেশ উপক্রত হইল। পরে ইয়াণ্ডাবু সন্ধিসূত্রে আসামদেশ ব্রহ্মদেশীয়দের হস্ত হইতে বৃটিশাধীন হইল।†

যাঁহার যুদ্ধনৈপুণ্যে আসাম হইতে ব্রহ্মদেশীয়রা বিতাড়িত হয়, সেই ডেভিড্ স্কট্ সাহেব হলিরামকে কলেক্টরীর সেরেস্তাদার নিযুক্ত করেন, এবং বৃটিশের আমলে নগাঁও এবং দরং নামক দুই জেলার ভূ-স্বত্ব এবং রাজস্বের যে নিয়ম-পদ্ধতি প্রচলিত হয়,

---

* Vide "A review of Dr. Wade's History of Assam", by the present reviewer, published in the Cotton College Magazine, January, 1925.

† Vide the present reviewers account of the Burmese invasions of Assam in "Old Assam: a momentous letter," published in the Statesman, Dec. 4. 1924.

হলিরাম তাহা সর্ব্বপ্রথমে সংস্থাপিত করেন। তাহার পরে কামরূপ জেলার ভূমির বন্দোবস্ত-কার্য্যে হলিরাম নিযুক্ত হইলেন। পরে হলিরাম ২৩০৲ টাকা বেতনে গৌহাটীতে এসিষ্টেন্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্-পদে নিযুক্ত হন।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে হলিরামের প্রথম পুত্র আনন্দরামের জন্ম হয়। এই আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনকে বৃটিশ-যুগের অসমীয়া-সাহিত্যের পুরোহিত বলা যাইতে পারে। আনন্দরাম অসমীয়াদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করেন। তিনি কয়েক বৎসর হিন্দুকলেজের ছাত্ররূপে অবস্থান করেন। পরে দেশে গিয়া সিপাহীবিদ্রোহের মত সঙ্কটাকুল সময়ে নগাঁও জেলার ডেপুটী কমিশনার বা ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের ভারপ্রাপ্ত হন। ইংরেজী, আসামী এবং বাঙ্গালা ভাষায় তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং তাঁহার ন্যায় একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী এবং দেশপ্রেমিক মহাপুরুষ অসমীয়া সমাজে আজ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে আসামের স্কুল এবং আদালতে অসমীয়ার পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত হওয়ায় দেশের উন্নতির পথে কিরূপ অন্তরায় ঘটিয়াছিল, তাহা বুঝাইয়া ইনি "A Few Remarks on the Assamese Language, and on Vernacular Education in Assam" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত করেন। বহু প্রমাণাদি সহ আনন্দরাম বুঝাইয়া দিলেন যে, অসমীয়া ভাষা এক স্বতন্ত্র ভাষা, ইহারও বিবিধ রত্নপূর্ণ এক প্রাচীন সাহিত্য-ভাণ্ডার আছে, এবং আসামে বাঙ্গালা ভাষার প্রচার হওয়াতে অসমীয়াদের জাতীয় উন্নতির পথে বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। আনন্দরাম আরও বুঝাইয়া দেন যে, বাঙ্গালা ভাষা যে অসমীয়া যুবকেরা ভালরকম শিখিতে পারিয়াছে, তাহা নহে। তিনি একবার কোন এক স্কুল পরিদর্শন করিবার সময় কোনও এক শ্রেণীর ছাত্রদিগকে নিম্নলিখিত ইংরাজী বাক্যগুলির বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে বলিলেন,—(1) "A large number of boys have assembled at this place. (2) It is likely, we shall be obliged to quit this country and go away. (3) The poor people daily work very hard to earn their bread." ইহার উত্তরে ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয় যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষু স্থির হইল,—(১) "অহং স্থানত অনেক বালক স্থিত হইয়াছে, (২) অহং এই গ্রাম ছাড়ি ভঙ্গ হইয়া গমন করা হইল, (৩) দীন হীন ব্যক্তিয়ে নিত্যে বৃহৎ করিয়া কর্ম্ম করে এবং অন্ন উলিয়ায়।" এই ছাত্রেরা চারি পাঁচ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়াছিল, তথাপি তাহাদের বাঙ্গালা জ্ঞানের এই দুর্দ্দশা! মহাত্মা আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের আন্দোলনের ফলস্বরূপ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে আসামের স্কুল এবং আদালতে পুনঃ অসমীয়া ভাষার প্রচলন হইতে লাগিল।

আনন্দরাম বহু আসামী গ্রন্থ এবং প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া অসমীয়া সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। পিতার ন্যায় আনন্দরামও বাঙ্গালা ভাষায় সুলেখক ছিলেন, তাঁহার প্রণীত

"আইন ও ব্যবস্থাসংগ্রহ" নামক বাঙ্গালা গ্রন্থে বঙ্গদেশে চলিত শাস্ত্র, শরা, দেশাচার, ইংলণ্ডীয় ল, গবর্ণমেণ্টের আইন, কনষ্ট্রাক্‌সন, সার্কুলার, অর্ডার ও আদালতের নজিরের সারাংশসংগ্রহ আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ২৯ বৎসর বয়সে আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন মানবলীলা সংবরণ করেন। আনন্দরাম সম্বন্ধে জনৈক ভূতপূর্ব্ব আসামের কমিশনার একবার বলিয়াছিলেন,—"বঙ্গদেশে রাজা রামমোহন রায় যেমন, আসামে আনন্দরাম তেমন। কিন্তু আসাম এবং বঙ্গদেশের তদানীন্তন অবস্থার তারতম্য বিবেচনা করিলে রামমোহন রায় অপেক্ষা আনন্দরাম ফুকনকে অসাধারণ পুরুষ বলিতে পারা যায়।" হলিরামের ন্যায় বিচক্ষণ পিতার যে এরূপ কীর্ত্তিমান্ পুত্র হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন দুই বার তীর্থ ভ্রমণচ্ছলে ভারতবর্ষের বহু স্থান পর্য্যটন করেন। প্রথমবার গয়া, কাশী, প্রয়াগ আদিতে তীর্থ করিতে যান। তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং দানশীলতার দ্বারা উক্ত তীর্থাদিতে তিনি বিশেষ সুখ্যাতি উপার্জ্জন করেন। দ্বিতীয়বার শ্রীক্ষেত্র তীর্থ দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি কিছু দিন কলিকাতায় অবস্থিতি করেন, এবং তদানীন্তন কলিকাতার ভদ্রসমাজে তিনি অতি শীঘ্রই সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া উঠেন। হলিরাম কলিকাতায় মহাসমারোহে বাস করিতেন, এবং তাঁহাকে লইয়া তাঁহার বঙ্গীয় বন্ধুরা নানা কৌতুক করিতে লাগিলেন। কলিকাতার কোনও এক সংবাদপত্রে একজন লিখিলেন,—"মুষলীরাম ঢেকি কলিকাতায় আসিয়াছেন," এবং কেহ কেহ বলিলেন, "কামরূপ কামাখ্যা হইতে এক ঢেঁকী গাছ চালাইয়া এখানে আসিয়া কচ্ কচ্ করিতেছে।" ঢেকিয়াল ফুকন নামটি বঙ্গীয় সমাজে এমন প্রচলিত হয় যে, বাঙ্গালার 'আলালী' ভাষার প্রবর্ত্তক প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) মহাশয় "আলালের ঘরের দুলাল" উপন্যাসে নায়ক বাবুরাম বাবুর মোসাহেবস্বরূপে এক ঢেকিয়াল ফুকনকে (পিতা, না পুত্র?) ব্যঙ্গ করিয়াছেন, "কামাখ্যানিবাসী একজন ঢেকিয়াল ফুকন কর্ত্তার নিকট বসিয়া হুকা টানিতে টানিতে বলিতেছেন,—'আপনি ভাগ্যবান্ পুরুষ, আপনার দুইটী লড়বড় ও দুইটী পেঁচামুড়ি, এ বৎসর একটু লেরাং-ভেরাং আছে, কিন্তু একটু যাগ করলে সব রাঙ্গা ফুকনের মাচাং খাইতে পারিবে ও তাঁহার বশীভূত হইবে।"

বঙ্গদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া গৌহাটীর সম্মুখবর্ত্তী ব্রহ্মপুত্রমধ্যস্থ উমানন্দতীর্থে কিছুকাল বাস করার পর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন প্রাণত্যাগ করেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং স্বাধীনচিত্ততার জন্য হলিরাম ফুকন মহাশয়ের নাম অসমীয়া সমাজে চিরস্মরণীয় হইয়াছে।

হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয় আসামের ইতিহাস নিজ মাতৃভাষা অসমীয়াতে না লিখিয়া বাঙ্গালায় লিখিলেন কেন? ইহার উত্তরে বলিলে চলিবে না যে, তখন আসামে বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। কারণ, আমরা জানি, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আসামে অসমীয়া ভাষারই প্রভুত্ব ছিল। আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয়ের A few Remarks on the Assamese Language নামক গ্রন্থ হইতে ইহা সুস্পষ্ট জানা যায়,—

"From the first occupation of the province to the passing of the Act XXIX of 1837 nearly, or at least up to the year 1835, Assamese was the language of the courts. It was used with great facility and convenience and with universal satisfaction to the people, for about fifteen years, in almost every department of this public office, as the public records will still show."

আমাদের মতে ফুকন মহাশয়ের বাঙ্গালা ভাষায় নিজ দেশের ইতিহাস রচনা করার উদ্দেশ্য একমাত্র এই হইতে পারে যে, বাঙ্গালার শিক্ষিত-সমাজে, বিশেষতঃ কলিকাতায় তাঁহার অনেক বন্ধু বান্ধব ছিলেন; তাঁহারা আসামের বিষয় কিছুই জানিতেন না; হয় ত আসাম এবং অসমীয়াদিগের সম্বন্ধে তাঁহাদের অনেকের ভুল ধারণা ছিল। বঙ্গীয় সমাজকে আসাম সম্বন্ধে কিছু আভাস দিবার জন্য হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় এই ইতিহাস প্রণয়ন করেন। ইহার এক প্রমাণ, সেই পুস্তক বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল।

পুস্তকের ভাষা তদানীন্তন বাঙ্গালা গদ্যের ভাষার মত সংস্কৃতগন্ধী হইলেও তাহা সহজ-বোধগম্য। কারণ, পুস্তকে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দাবলী একেবারে "অমর-কোষ" হইতে আমদানী নহে, বাঙ্গালা ভাষায় তাহাদের বেশ চলতি আছে বলিয়া গ্রন্থকার তাহা পুস্তকে প্রয়োগ করিয়াছেন। ভাষার মধ্যে বেশ প্রবাহ আছে। নমুনাস্বরূপ কয়েক পঙ্‌ক্তি নিম্নে আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

"কনাকাগ্রামস্থ জিতারিবংশীয় রামচন্দ্র নামক এক রাজা ছিলেন। তাঁহার চন্দ্রপ্রভানাম্নী ভার্য্যা এক দিবস ব্রহ্মপুত্রের জলে স্নানার্থে গমন করিয়া স্নানাবগাহন সমাপনান্তর নানালঙ্কারভূষিত হইয়া ঐ নদের পুলিনে সখিগণের সহিত হর্ষিত হইয়া পর্য্যটন করিতে-ছিলেন। ঐ সুন্দরী পদ্মিনী স্ত্রী অবলোকনে ব্রহ্মপুত্র ক্ষুব্ধ হইয়া মহোর্ম্মি দ্বারা হঠাৎ পুলিন আপ্লাবন করিয়া সুন্দরীকে জলমধ্যে নিলেন। পরে তাঁহার সহিত ব্রহ্মপুত্রের সম্ভোগ হওয়াতে তদ্বীর্য্যে শশাঙ্ক নামক পুত্র জন্মিল, তিনি দেববীর্য্যজাত মহাবলপরাক্রম-বিশিষ্ট হইয়া কমতেশ্বরকে নিরাকরণ করিয়া স্থানের আধিপত্য করিয়াছিলেন।" ১০ পৃষ্ঠা।

পুস্তক পাঠ করিলে কেহ অনুমান করিতে পারিবেন না যে, লেখকের মাতৃভাষা অসমীয়া; বাঙ্গালাভাষায় এবং বাঙ্গালা রচনায় ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয়ের এত সহজ ব্যুৎপত্তি ছিল। কিন্তু লেখক যে অসমীয়া ছিলেন, তাহার সঙ্কেত তিনি পুস্তকের অনেক স্থানে দিয়াছেন। লেখক অসমীয়া; সুতরাং শব্দের সাহায্যে কোনও ভাব প্রকাশের পূর্ব্বে অবশ্য ব্যবহার্য্য অসমীয়া ভাষাতে তাহার মানসিক সৃষ্টি হইয়াছিল। লেখক অনেক স্থলে এই অসমীয়া শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা বাঙ্গালী পাঠকের বোধগম্য হইবে না বিবেচনা করিয়া 'অর্থাৎ' যোগে তাহার বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দিয়াছেন; যথা,—"একজন সাধারণ কাচারিণী পতিপুত্র কামনা করিয়া একমাস

দেওহাঁকারি ছিল, অর্থাৎ দেবতা পূজা করিয়াছিলেন। তাহাতে মহাদেব তুষ্ট হইয়া রাত্রে প্রত্যাদেশ করিলেন যে, কন্য তোমার গৃহে যে ব্যক্তি আসিবে, তাঁহার সহিত বাস করিলে রাজযোগ্য পুত্র হইবে। পরে একজন কচারি দিবাতে আসিবাতে মদগাহরি কুকুরা, অর্থাৎ মদ্য, শূকর, কুক্কুট প্রভৃতি ভোজন দ্বারা সন্তুষ্ট করাইয়া পরস্পর কথোপকথনানন্তর উভয়ে দাম্পত্যরূপে বাস করিলেন। কালক্রমে উভয়ের সম্ভোগ হওয়াতে এক বালক জন্মিল, সেই দিবসাবধি বীরহাস রাজার নগরে অনেক উৎপাত হইতে লাগিল, এবং বাদ্যভাণ্ড কিছুই বাজে না, তদর্থে রাজা ব্যগ্রচিত্ত হওয়াতে মহাদেব স্বপ্নাদেশ করিলেন যে, যাহার গৃহে বাদ্য বাজিবেক, সে রাজা হইবেক, তুমি তাহার মন্ত্রী হইয়া থাকিবেক। তদনুসারে রাজা সকল গৃহে বাদ্য বাজাইতে আজ্ঞা দিলেন, এবং শুকুলা হাতী ও দেওকুকুরা অর্থাৎ শুক্লহস্তী ও দৈবকুক্কুট অগ্রভাগে লইতে আজ্ঞা করিলেন। তদ্রূপ করাতে ঐ দেওধাইর অর্থাৎ দেবপূজাকর্ত্তার গৃহে বাদ্য হওয়াতে রাজার নিকটে সমাচার দিলেন।" ২৪ পৃষ্ঠা।

উদ্ধৃত অংশের নিম্নরেখ শব্দগুলি অসমীয়া, এবং অসমীয়া গ্রন্থকার বাঙ্গালা রচনাতে সেই সকলের প্রয়োগ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শব্দের অতি ঘনসমাবেশ হইয়াছে। এক জায়গায় আহোমরাজার গৌহাটীস্থ প্রতিনিধি বরফুকন হরনাথের নামের পূর্ব্বে দীর্ঘ সমাসযুক্ত এক সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে,—"দ্বারাম্বয়োদধিরজনীকর।" সমস্ত বাক্যটী এই,—"পরে দ্বারাম্বয়োদধিরজনীকর সেনাপতি বরফুকনাত্মজ বদনচন্দ্র বরফুকন যিনি প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পুরাধিপত্যে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি রাজপক্ষপাতিলোক এমত শঙ্কিতচিত্ত হইয়া তদ্বর-পার্শ্বে মহেশ্বর পর্ব্বতীয়া ফুকন নামক একজন কর্ম্মচারী রাজমন্ত্রী বুঢ়াগোঁহাই কর্ত্তৃক প্রেরিত হইলেন। কিন্তু বদনচন্দ্র ফুকন ঐ সমাচার পূর্ব্বেই শ্রুতমাত্র ১৭৩১ শকাব্দে পলায়নপরায়ণ হইয়া প্রাণ বাঁচাইয়া তৎপ্রত্যপকার-দানে চেষ্টিত হইলেন।" ৮১ পৃষ্ঠা।

আসামে ব্রহ্মসৈন্যনিমন্ত্রণকারী এবং আসামের ভাগ্যপরিবর্ত্তনকারী বদনচন্দ্র এবং তাঁহার পিতা হরনাথ বরফুকনকে আসামের সুপ্রসিদ্ধ দুয়রাবংশরূপ সমুদ্র হইতে সম্ভূত চন্দ্রস্বরূপ বলিয়া যাঁহারা না জানেন, তাঁহারা এই 'দ্বারাম্বয়োদধিরজনীকর' শব্দের অর্থ খুঁজিয়া পাইবেন কি প্রকারে?

আমরা যে গ্রন্থের বর্ত্তমান আলোচনা করিতেছি, তাহা ঢেকিয়ালফুকন মহাশয়ের সংকলিত আসামের ইতিহাসের মাত্র প্রথম ভাগ বা রাজবিবরণ-প্রকরণ। চারিটী খণ্ডে এই পুস্তক রচিত হইবার কথা ছিল। প্রথম ভাগের আলোচ্য বিষয় ছিল, প্রাচীন কাল হইতে বৃটিশ-শাসনের আরম্ভ পর্য্যন্ত আসামের নৃপতিগণের রাজত্বের পরিচয় ও বিবরণ। দ্বিতীয় ভাগের বিষয়, আসামে প্রচলিত শাসন এবং বিচার-পদ্ধতি আলোচনা। তৃতীয় ভাগের বিষয়, আসামের ভৌগোলিক বিবরণ এবং পবিত্র তীর্থসমূহের

পরিচয়। চতুর্থ খণ্ডের বিষয়,—আসামের উৎপন্ন দ্রব্য, জাতিবিভাগ, অসমীয়া লোকের আচার ব্যবহার এবং আসামে প্রচলিত পরমপিতা পরমেশ্বরের উপাসনার বিবিধ প্রথার বিবরণ। এই প্রস্তাবিত চারি ভাগের কথা আমরা তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে জানিতে পারিয়াছি,—

"In the preface to the work we are informed by the author that he has divided his book into four parts. The first contains an account of the reigns of Assamese princes, from the earliest to the latest period ; the second details the mode of administering government and justice in Assam ; the third gives the geography of Assam, with an account of the holy places ; and the fourth enumerates the products of the country and illustrates the division of castes, the manners of the people, and their mode of worshipping the Supreme Being. Of these four parts, the first only has been issued from the Calcutta native press, written in the Bengali language, and in a style, though not very pure nor elegant, yet in general, easy and clear."

অসমীয়া ভাষার সুপ্রসিদ্ধ লেখক এবং ঐতিহাসিক পণ্ডিত স্বর্গীয় রায় বাহাদুর গুণাভিরাম বড়ুয়া মহাশয়ের সহিত ঢেকিয়াল ফুকনের পরিবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং সেই পরিবারের সাহায্য এবং সহানুভূতি যে তাঁহার শিক্ষা এবং উন্নতির প্রধান কারণ ছিল, তাহা বড়ুয়া মহাশয় অম্লানকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। মহাত্মা আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের সুবৃহৎ জীবনচরিত্র প্রণয়ন করিয়া তিনি এই ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন। বড়ুয়া মহাশয় ১৭৯৭ শকাব্দে প্রণীত তাঁহার "আসামবুরঞ্জী"র ভূমিকায় হলিরাম ফুকনের ইতিহাস সম্পর্কে বলিয়াছেন,—

"১৭৫১ শকত হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকনে বঙ্গভাষায়ে এখানি আসামবুরঞ্জী কলিকাতাত মুদ্রিত করায়। এই পুথি চারি ভাগে বিভক্ত। তাঁহার দেশের নদী-নদ-পর্ব্বতাদির বিবরণ, প্রাচীন আরু আধুনিক ইতিহাস, আরু আচার ব্যবহার সংক্ষেপ বিবরণ আছে।.........এই সকল পুথি এখন প্রায় সাধারণের পক্ষে অপ্রাপ্য।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবং বড়ুয়া মহাশয়ের উদ্ধৃত বাক্য হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকনের সংকলিত আসামের ইতিহাসের চারি ভাগের মধ্যে প্রথম ভাগ অর্থাৎ "রাজবিবরণ" খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। হলিরামের জীবদ্দশায় কিংবা ৭৯৭ শকাব্দ বা ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অপর তিন অংশ প্রকাশিত হয়। হলিরাম ফুকনের পৌত্রী সুলেখিকা শ্রীযুক্তা পদ্মাবতী ফুকননী এই বিষয়ে আমাদিগকে কিছুই বলিতে পারেন নাই। হলিরাম ফুকন মহাশয় বর্ত্তমান ইতিহাসের দুই স্থলে বলিয়াছেন,—

(১) "মহারাজ প্রতাপসিংহ ১৫৪৪ শকাব্দে গড়গ্রাম নগর পরিপাটীরূপে নির্ম্মাণ করিলেন, এবং কাঁড়ী, পাণীর, হাজার, সয়েক, রাজখোয়া, ফুকন, বড়ুয়া প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ নিবন্ধ করিলেন। তাহার বিশেষ রাজ্যশাসন প্রস্তাবে লিখিব।" ৫৭ পৃষ্ঠা। (২) "মহারাজ জয়ধ্বজ সিংহ যচ্চরণ খাওন্দ নামক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়া বেহার হইতে বনমালী গোসাঞীকে আনাইয়া দক্ষিণপাটীয়া গোসাঞী নামে খ্যাত করিলেন। ইহার বিশেষ বিবরণ ঈশ্বরাধীনা বিষয়ে লিখিব।" ৫৯ পৃষ্ঠা।

আহোম এবং বৃটিশ-শাসনাধীনের কর্ম্মচারী, সংস্কৃতজ্ঞ ইতিহাসবিৎ পণ্ডিত এবং আসামের জীবন-সন্ধ্যার প্রত্যক্ষ পরিদর্শক স্বর্গীয় হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন-প্রণীত আসামের নৃপতি, শাসন-পদ্ধতি, তীর্থাদি, আচার ব্যবহার, ঈশ্বরোপাসনার বিবিধ প্রথা ইত্যাদির বিবরণপূর্ণ আসামের ইতিহাস যে বিশেষ মূল্যবান্ হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রথম খণ্ড মাত্র অর্থাৎ রাজবিবরণ প্রস্তাব আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

লেখকের গ্রন্থসূচনার প্রথা অতি অভিনব। হরগৌরীর কথোপকথনচ্ছলে আসামের চতুঃসীমা এবং বিস্তৃতির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। তাহার পরে লেখক 'কামরূপ' নামের ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বক্তব্যের ভিত্তি হইয়াছে যোগিনী-তন্ত্র এবং কালিকা-পুরাণ। লেখকের মতে কামরূপ নামের তাৎপর্য্য এই,—এই দেশে তীর্থাদির দ্বারা কোন ধর্ম্ম-কার্য্য সাধনা করিলে মনের কামনা পূর্ণ হয়, এই জন্য ইহার নাম কামরূপ। কিন্তু দেবাদিদেব ত্র্যম্বক কর্ত্তৃক মদন-ভস্মের পর অনঙ্গ কামদেব এই দেশে পুনঃ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া যে প্রবাদ আছে, আমাদের গ্রন্থকার তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। তারপর লেখক কামরূপ রাজ্যের রত্নপীঠ, কামপীঠ, স্বর্ণপীঠ এবং সৌমারপীঠ নামক চারি অংশের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন।

ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায়ের নাম "রাজবিবরণ।" ঢেকিয়াল ফুকনের মতে এই কামরূপ রাজ্যের প্রথম নৃপতি—ব্রহ্মার পুত্র মহীরঙ্গ দানব ছিলেন। গুয়াহাটীর অগ্নিকোণে দুই ক্রোশ অন্তর মৈরোকা নামে যে পর্ব্বত আছে, তাঁহার রাজধানী তাহাতে ছিল। মহীরঙ্গ দানবের বংশধর নরকাসুর গুয়াহাটী বা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। নরকাসুর এবং তাঁহার পুত্র ভগদত্তের কাহিনী ভারতে বিশদরূপে পাওয়া যায়। ভগদত্তের পুত্র ধর্ম্মপাল রাজা হইয়া কামরূপ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, এবং কান্যকুব্জাদি হইতে উত্তম ব্রাহ্মণ আনাইয়া অনেক যজ্ঞ করিলেন। তিনি সন্ততি কামনা করিয়া সপ্তশতিকাখ্য দীর্ঘ স্তোত্র এবং দেবীসূক্ত লক্ষাবৃত্তি পাঠ করাইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব ১২৫ বৎসর। ধর্ম্মপালের বংশধর সুবাহু রাজা, ভারতবিশ্রুত নৃপতি বিক্রমাদিত্যের অশ্বমেধ-ঘোটক প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে প্রবেশ করাতে তাহাকে বন্দী করেন। রাজা বিক্রমাদিত্য সুবাহুকে সন্মুখ-সমরে পরাভূত করিয়া যজ্ঞঘোটক উদ্ধার করেন।

সুবাহু নরক-বংশের শেষ নৃপতি। তাঁহার মৃত্যুতে দ্রাবিড়দেশীয় জিতারি নামক জনৈক ব্যক্তি

বহু বৎসর মহাদেবের আরাধনা করিয়া কামরূপের আধিপত্য লাভ করিলেন। জিতারি-বংশের পরবর্ত্তী ব্রহ্মপুত্রের বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন শশাঙ্ক বা আরিমত্তরাজা; তাঁহার সম্বন্ধে আসামে এখনও নানা প্রবাদ এবং কিম্বদন্তী প্রচারিত আছে। এই বংশের শেষ নৃপতি মৃগাঙ্ক নিঃসন্তান হওয়াতে কামরূপে একচ্ছত্র সম্রাটের শাসন বিলুপ্ত হয় এবং এই দেশ নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া নানা শাসনকর্ত্তার দ্বারা শাসিত হয়। তন্মধ্যে পূর্ব্বআসামে বারভূঞা সর্ব্বাপেক্ষা প্রখ্যাত। মৃগাঙ্কের মৃত্যুতে কামরূপ দ্বাদশধা বিভক্ত হয় এবং বারভূঞা-বংশের বারজন লোক এই দ্বাদশ খণ্ড ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করেন।

বারভূঞার রাজত্বকালে গৌড়দেশের বাদশাহ হুশেন শাহের জামাতা নবাব ছুলাল গাজী কোন কারণবশতঃ মক্কা যাওয়া আবশ্যক হওয়াতে তিনি মক্কা না গিয়া, কামরূপে আসিয়া কামরূপ অধিকার করেন। এই দেশেই তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার কবর গুয়াহাটীর সমীপে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পাড়ে অবস্থিত। ছুলাল গাজীর মৃত্যুর পর মনসুর গাজী কামরূপের অধিপতি হইয়া অশ্বক্রান্তের উত্তরে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে সুলতান গিয়াসুদ্দিন গৌড় হইতে আসিয়া কামরূপ অধিকার করিয়াছিলেন। "তিনি হিন্দুর অনেক দেবালয় নষ্ট করিয়াছিলেন। অবশেষে লৌহিত্যের উত্তরে গরুড়াচল পর্ব্বতে গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যু হয়। তাঁহার সমাধিস্থান "পোয়া মক্কা" নামে অভিহিত হইয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ইহার কিছু সমীপেই কামরূপের সুপ্রসিদ্ধ হাজোর হয়গ্রীব মাধবের মন্দির। গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যুতে আবার কামরূপে বারভূঞাদিগের আধিপত্য বিস্তৃত হইতে লাগিল।

তৎপরে ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয়, কোচবেহারের নৃপতি বিশ্বসিংহ এবং নরনারায়ণ রাজার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। রাজা নরনারায়ণ এবং তাঁহার দিগ্বিজয়ী ভ্রাতা শুক্লধ্বজ, কালাপাহাড়কর্ত্তৃক বিনষ্ট কামাখ্যামন্দিরের বহু সংস্কার সাধন করেন এবং তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্যে অসমীয়া-সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে রাজা নরনারায়ণের মৃত্যু হয়। তাঁহার বংশধরেরা এখনও কোচবেহারে রাজত্ব করিতেছেন।

বারভূঞাবংশের নৃপতিগণ ব্যতীত অন্যজাতীয় নৃপতিরাও আসামের নানা স্থানে রাজত্ব করেন। আসামের পূর্ব্বপ্রান্তে শদিয়া নামক রাজ্য অবস্থিত ছিল, ইহা চুটিয়াদিগের রাজ্য। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের নৃপতিরা অতি পরাক্রমী ছিলেন, এবং কমতেশ্বরের সঙ্গে ইঁহাদের বিবাহাদি চলিত। কর্ম্মধ্বজপাল নামক জনৈক চুটিয়া রাজার সাধনী নাম্নী এক কন্যা ছিল। তাহার কাহিনী অতি মনোরম বলিয়া আমরা গ্রন্থকারের ভাষায় তাহা বিবৃত করিলাম,—"কর্ম্মধ্বজপাল অপুত্রকত্বপ্রযুক্ত পুত্র কামনা করিয়া দেবতা সাধনা করাতে পুত্র না হইয়া তাঁহার পুত্রী একটী জন্মিল। দেবতাসাধনদ্বারা কন্যা পাইলেন বলিয়া সাধনী নামে ঐ কন্যা খ্যাতা হইলেন। ঐ কন্যা যুবতী হওয়াতে রাজা বিবাহ নিমিত্ত চেষ্টিত হইলেন। ইতিমধ্যে বৃক্ষোপরি কর্কট একটী উপবিষ্ট ছিল। রাজা কহিলেন যে এই কর্কটকে যে ব্যক্তি কাণ্ড অর্থাৎ ধনুর্ব্বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিবেক

তাঁহাকে কন্যা বিবাহ দিব। তাহাতে সামান্ত একজন ছুটিয়া তৎকর্ম্ম সম্পন্ন করাতে রাজা সত্যবাধ্য হইয়া বিবাহ দিতে উদ্যত হইলেন। কন্যা তাহাতে অসম্মতা হওয়াতে রাজা কহিলেন যে তাহাতে ক্ষতি কি? আমার প্রসাদাৎ কি না হইতে পারে? পরে কন্যা কহিলেন আমি যাহা চাহিব, তাহা দিবা। রাজা তাহাতেও স্বীকৃত হইলে; সম্প্রদানান্তর কন্যা রাজার স্বর্ণসিন্দুকস্থিত কুবেরদত্ত বিড়াল চাহিলেক। রাজা সত্যবাধ্য হইয়া অগত্যা তাহা দিলেন, কিন্তু হতরাজ্য হইলেন। কন্যা সিন্দুক হস্তে করিবামাত্র বিড়াল অদৃশ্য হইল। তদর্থে কন্যা ক্রন্দনপরায়ণ হওয়াতে তৎপ্রতি সান্ত্বনা করিয়া রাজা নূতন স্বর্ণবিড়াল নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। রাজা হতশ্রী হইয়া মন্ত্রী সমভিব্যাহারে বনপ্রবেশ করিলেন। রাজজামাতা সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া নীতিপাল নামে খ্যাত হইলেন, এবং পূর্ব্বের পাত্রমন্ত্রি-সকলকে দূর করিয়া যদ্রূপ রাজা তদ্রূপ মন্ত্রিপাত্র পুনরায় কল্পনা করিলেন। দোষাদোষ বিচার না করিয়া প্রাণীকে দণ্ড করিতে লাগিলেক, এই নিমিত্ত রাজ্যেতে তাঁহার নাম নীতিপাল না হইয়া অনীতি-পাল খ্যাত হইল।" ২৩ পৃষ্ঠা। এই নীতিপালই ছুটিয়াবংশের শেষ রাজা। তাঁহাকে বধ করিয়া ইন্দ্রবংশীয় আহোম নৃপতি ছুটিয়া-রাজ্য অধিকার করেন।

ইহার পরে লেখক কচারির হেড়ম্বরাজগণের কিছু পরিচয় দিয়াছেন। আহোম-শাসনকালে এই ছুটিয়া এবং কচারি রাজগণ পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ বিগ্রহাদির দ্বারা দেশে অশান্তির উৎপত্তি করিয়াছিলেন। তৎপরে জয়ন্তী রাজগণের বিবরণে গ্রন্থকার খাচীয়া নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দিয়াছেন,—

জয়ন্তীপুরে পূর্ব্বে ইন্দ্রসেন রায় নামে এক ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন। তিনি রাজা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে আহূত হইয়া অহঙ্কার-প্রযুক্ত নিমন্ত্রণ রক্ষা না করায় ভীমসেন তাঁহার মুক্ষ ছেদন করিয়াছিলেন, তদবধি তিনি খাচীয়া নামে খ্যাত হইলেন। (২৯-৩০ পৃষ্ঠা)।

খাচীয়া নামের এই অপূর্ব্ব ব্যাখ্যার কথা আমি কয়েকজন শিক্ষিত খাচীয়াকে বলাতে তাঁহারা আদৌ বিশ্বাস করিলেন না। তাঁহাদের মতে খাচীয়া দেশে বা শিলং পাহাড়ের সমীপবর্ত্তী জেলায় প্রজারা খাসভাবে আদি কাল হইতে জমি ভোগ করিতেছে, যেহেতু খাচীয়া রাজার প্রজার উপরেই রাজা, জমি প্রজার সম্পত্তি, তাহার উপর রাজার আধিপত্য নাই।

ইহার পরে গ্রন্থকার, আসামের শেষ রাজবংশ আহোম জাতির বিবরণ দিয়াছেন, এবং তাহার সূচনায় মহামুনি বশিষ্ঠের আসাম আগমনের পৌরাণিক কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন,—

"পূর্ব্বে বশিষ্ঠমুনি সৌমারপীঠে বিখ্যাতা অর্থাৎ দিখৌ নদীর তীরে আম্র-নিম্ব-কদম্ব-দাড়িম্ব-তাল-তমাল-খর্জ্জুর প্রভৃতি বৃক্ষ ও জাতী-যূথী-মালতী-করবীর-কহ্লার-উৎপল-চম্পক-অশোক-কেতক-বক-মরুবক আদি নানা পুষ্প বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া সহস্র শালগ্রাম স্থাপন করিয়া মহোগ্র তপস্যা আরম্ভ করিলেন, তদ্দৃষ্টে ইন্দ্র ভীত হইয়া তপোভঙ্গার্থে শ্যামা বিদ্যাধরী সমেত মুনির আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, এবং বিদ্যাধরী নৃত্য-গীত—হাব-ভাব-কটাক্ষ প্রভৃতি আরম্ভ করিলেন।

ইন্দ্রাজ্ঞানুসারে ধরাধর সমাগত হইয়া বৃষ্টি দ্বারা ধরাধর প্লাবিত করিল, দিখৌ নদীর বৃদ্ধি হওয়াতে আশ্রম জলপ্লুত হইল। মুনি নিজ ধ্যানভঙ্গান্তে ইন্দ্রকৃত কুকার্য্য দর্শন করিয়া ইন্দ্রকে ম্লেচ্ছ ও বিদ্যাধরীকে ম্লেচ্ছানী, এবং দিখৌ নদীকে মলমূত্রবাহিনী ও লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রামকে ম্লেচ্ছপূজ্য হওয়ার শাপ দিলেন। তাহাতেই সকলেই ত্রস্ত হইয়া স্তোত্র করাতে মুনি আজ্ঞা করিলেন যে শ্যামা বিদ্যাধরী ম্লেচ্ছানী হইলে ইন্দ্র তাহাতে পতিত হইয়া অংশরূপে তাহার গর্ভে পুত্র জন্মাইবেন, ঐ পুত্র পরম্পরারূপে চিরকাল রাজা হইবেক।

"মুনি ঐ আশ্রম পরিত্যাগানন্তর গুয়াহাটীর অগ্নিকোণে এক পর্ব্বতে তপস্যা করিতে লাগিলেন, ঐ স্থান অদ্যাপিও বশিষ্ঠাশ্রম নামে প্রখ্যাত।.........ঐ শ্যামা বিদ্যাধরী সৌমারের পূর্ব্বে নরাদেশের রাজমন্ত্রীর গৃহে জন্ম লইয়া তদ্দেশের রাজার মহিষী হইলেন। পরে ১০৪০ শকাব্দে ইন্দ্র রাজার বেশ ধারণপূর্ব্বক রমণ করিলেন,.........এবং এক বৎসর পরে ইন্দ্রের ঔরসজাত এক পুত্র রাজার গৃহে জন্ম গ্রহণ করিলেন। রাজা তৎশ্রবণে স্বর্ণনির্ম্মিত সোপানের দ্বারা অবরোহণ করাইয়া পুত্রের নাম চাচ্চ্যাংকা রাখিলেন; হিন্দুরা তাঁহাকে স্বর্গনারায়ণ বলেন। ....ঐ স্বর্গনারায়ণ রাজার খুন্লুংখুন্লাই নামক দুই পুত্রকে মুংরিমুংরা নামক পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করাইয়া অমাত্যেরা অভিষেক করিলেক।" ৩৩—৩৮ পৃষ্ঠা।

উক্ত বিবরণ গ্রন্থকার "হরগৌরীসম্বাদে"র সাহায্যে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু আহোমেরা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ খুন্লুং এবং খুন্লাই স্বর্গ হইতে স্বর্ণসোপান দ্বারা মর্ত্তে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস করেন। সেই হেতু আহোম নৃপতিরা সচরাচর 'স্বর্গদেব' নামে অভিহিত হইতেন। আমাদের গ্রন্থকার কিন্তু এই প্রবাদ আদৌ বিশ্বাস করেন নাই। তিনি বলেন,—

"যেহেতুক শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাবতার, তথাচ দশরথ রাজা ও বসুদেবের গৃহে পৃথিবীতে জন্ম লেখে, সাধারণ অর্ব্বাচীন রাজার স্বর্গ হইতে যে পাঞ্চভৌতিক শরীর দ্বারা আগমন এ অত্যন্ত অবিশ্বসনীয়"। ৩৮—৩৯ পৃষ্ঠা।

এই দুই ভ্রাতার বংশধর চুকাফা রাজা ১২২৮ খৃষ্টাব্দে আসাম আক্রমণ করিয়া এই দেশ অধিকার করেন এবং তিনি আসামের সর্ব্বপ্রথম আহোম নৃপতি। তাঁহার বংশধরেরা ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ বৃটিশের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত আসামে রাজত্ব করেন। 'আসাম' নামের উৎপত্তির বিষয়ে গ্রন্থকার বলেন,—

"চুকাফা রাজা আপনাকে ইন্দ্রসন্তান জানাইয়া অনেক জাঁকজোঁক দেখাইয়া সকলকে বশ করিলেন। এবং এমত কথিত হইল যে ইঁহার সমান কেহ নাই অর্থাৎ অসম, অতএব এতদ্দেশকে অসম কহে, কালক্রমে আসাম নামে খ্যাত হইয়াছে।" ৪৮ পৃষ্ঠা।

'অসম' নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে, আমরা সম্প্রতি সে সব আলোচনায় প্রবিষ্ট হইলাম না। সম্প্রতি ইহাই বলা যথেষ্ট যে, ঢেকিয়াল ফুকনের মতই আসামে সর্ব্বানুমোদিত মত। চুকাফা এবং তাঁহার পরানুবর্ত্তী নৃপতিরা বহুকাল যাবৎ আহোম ধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং চরাইদেউ তাঁহাদের প্রধান ধর্ম্মস্থান পরিগণিত হয়।

প্রথমতঃ আহোম নৃপতিদের বুঢ়া গোঁহাই এবং বরগোঁহাই নামক দুইজন মাত্র প্রধান মন্ত্রী ছিলেন; কিছুকাল পরে বরপাত্র গোঁহাই নামক তৃতীয় মন্ত্রী নিযুক্ত হন। আসামে আহোমদের আমলে সেই তিনজন মন্ত্রী কেবল 'ডাঙ্গরিয়া' বলিয়া সম্বোধিত হইতেন।

চুকাফার বংশধরগণের মধ্যে চুচেংফা স্বর্গদেব রাজার রাজত্বে আসামের বিস্তর উন্নতি সাধিত হয় এবং আহোম জাতির উপর আর্য্য এবং হিন্দু প্রভাব ক্রমশই বর্দ্ধিত হয়। এই রাজার অপর নাম ছিল প্রতাপসিংহ এবং বুদ্ধিস্বর্গনারায়ণ; তাঁহার অপরাজেয় প্রতাপ ও বিচক্ষণ বুদ্ধির জন্য তিনি এই দুই নামে খ্যাত হন। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভ তাঁহার রাজত্বকাল। অসমীয়াদের যুদ্ধনৈপুণ্য—কচারি রাজা, কোচবেহার এবং মুসলমানের সংঘর্ষণে আসিলেও মহারাজ প্রতাপসিংহ আসামের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া রাজ্যের আভ্যন্তরিক কার্য্য-কলাপের উন্নতি বিধানে মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। শেমাই তামুলি বরবরুয়া রাজার প্রধান মন্ত্রী হইয়া রাজ্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করতঃ প্রজাশ্রেণী, গ্রাম, কর্ম্মচারী আদির সুশৃঙ্খল-ভাবে বিভাগ করেন। প্রতাপসিংহের রাজত্বে আসামে হিন্দুধর্ম্মের প্রভুত্ব বিস্তার হয়। প্রতাপ-সিংহের বংশধর জয়ধ্বজসিংহের আমলে আহোম নৃপতিরা প্রকাশ্যে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হন, এবং হিন্দুধর্ম্মের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক হইয়া পড়েন।

এই জয়ধ্বজসিংহের রাজত্বকালে মোগল-দরবারের সুপ্রসিদ্ধ ওমরাও, আওরঙ্গজেব বাদশাহের সিংহাসনপ্রাপ্তির সর্ব্বপ্রধান সহায়ক, তদানীন্তন বঙ্গের শাসনকর্ত্তা খান্-ই-খানান নবাব মীরজুম্লা আসাম দেশ আক্রমণ করেন এবং এই দেশে নানা বিপর্য্যয় ভোগ করিয়া বঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথে মৃত্যুমুখে পতিত হন। জয়ধ্বজসিংহের মৃত্যুতে চক্রধ্বজসিংহ সিংহা-সনারূঢ় হন। মীরজুম্লাকৃত সন্ধির সর্ত্ত লইয়া চক্রধ্বজের সহিত মোগল বাদশাহের মনান্তর ঘটে। তাহার পরিণামস্বরূপ জয়সিংহের পুত্র রামসিংহ আসাম আক্রমণ করেন। কিন্তু গৌহাটীর সমীপে শরাইঘাট নামক স্থানে অসমীয়া সেনাপতি লাছিত বরফুকন-পরিচালিত সৈন্যের দ্বারা মোগলসৈন্য নৌযুদ্ধে পরাজিত হয়।

চক্রধ্বজের মৃত্যুর পর আসামের সিংহাসনে এগার বৎসরের মধ্যে ছয় সাত জন নৃপতি আরোহণ করেন। অবশেষে বহুপরাক্রমী গদাধরসিংহ আসামের সিংহাসন অধিকার করেন। ইঁহার পত্নী সতী জয়মতীর প্রাণত্যাগের কাহিনী আপাততঃ বঙ্গদেশেও সুপ্রচলিত হইয়াছে। গদাধরসিংহের রাজত্বকালে শেষবার মোগলসৈন্য আসামের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হয়। তাঁহারা পুত্র রুদ্রসিংহ রাজত্ব লাভ করিয়া বিদ্রোহী জাতিদের দমন করতঃ দেশে সুশাসন স্থাপন করেন। ভারতের অন্যান্য দেশের রাজার নিকট ইনি দূত আদি প্রেরণ করিতেন, এবং পুণ্যতোয়া জাহ্নবীকে আসামদেশে প্রবাহিত করিবার মানসে বিস্তর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বঙ্গ আক্রমণের উদ্দেশ্যে ইনি যুদ্ধযাত্রা আয়োজন করেন। কিন্তু গুয়াহাটীর সমীপে রুদ্রসিংহ স্বর্গদেবের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার বঙ্গজয় বাসনা ব্যর্থ হয়। ইঁহার সম্পর্কে আমাদের গ্রন্থকার বলেন,—

"রুদ্রসিংহ রাজা অবধি ইন্দ্রবংশীয়দের পর্ব্বতীয় স্বভাব দূর হইয়া নাগরিক স্বভাব হইল, ঐ

রাজা আপন সভার অতি পরিপাটী শৃংখলা সাধন করেন, এবং বঙ্গদেশ ও হিন্দুস্থান প্রভৃতি নানাদেশে লোক প্রেরণ করিয়া নৃত্য গীত বাদ্য ও অন্য অন্য তত্তদ্দেশীয় উৎকৃষ্ট দ্রব্য আনাইলেন, তদবধি আসামে নৃত্যগীতের প্রচার হইল, এবং সৌমার ও কামপীঠস্থিত দেবালয় তত্তৎ কল্পোক্ত পূজার পরিপাটী হইল। ঐ রাজা মহাপ্রতাপী হইয়া আরও অনেক অনেক প্রধান কর্ম্ম করিয়াছিলেন সে সকল লেখা বাহুল্য।" ৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা।

১৬৩৬ শকাব্দের ১৩ই ভাদ্র রুদ্রসিংহের মৃত্যুতে তাঁহার চারি পুত্র ক্রমান্বয়ে সিংহাসনারোহণ করেন। প্রথম পুত্র শিবসিংহের আমলে আসামে শাক্তধর্ম্মের প্রচার এবং উন্নতি হয়।—

"রাজা শিবসিংহ জেলা নবদ্বীপান্তর্ব্বর্ত্তী শিমলা গ্রাম হইতে কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশকে আনিয়া শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করেন, তদবধি রাজগৃহে দুর্গোৎসব ও চণ্ডীপাঠ ও বলিদানাদির প্রচার হইল, ঐ কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশ মহাপণ্ডিত ছিলেন, তিনি সমুদায় দেবালয়ের পূজার নিরূপণ করেন, অর্থাৎ যোগিনীতন্ত্র এবং কালিকাপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে পূজা ও ধ্যান ও স্তব কবচাদি উদ্ধার করিয়া প্রত্যেক দেবতার এক এক পদ্ধতি করিয়া দেন।" ৬৬-৬৭ পৃষ্ঠা।

অসমীয়া নুরজাহান রাণী ফুলেশ্বরী এই শিবসিংহের প্রধানা মহিষী ছিলেন। রাজপণ্ডিতেরা যখন বলিলেন, রাজার ছত্রভঙ্গ যোগ হইয়াছে, তখন হইতে যাবতীয় রাজকার্য্য ফুলেশ্বরী বরকুঁয়রী চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার অপর নাম ছিল প্রমথেশ্বরী এবং রাজক্ষমতা লাভের পর তিনি বড়রাজা নামেও অভিহিত হইয়াছিলেন। রাণী ফুলেশ্বরীর আখ্যায়িকা আমাদের গ্রন্থকার অতি সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

"ফুলেশ্বরীনাম্নী একজন সাধারণ লোকের কন্যা ভুবনমোহিনী সুন্দরী রাজগৃহের দাসী ছিল। দৈবাৎ তাঁহার রূপলাবণ্যের দ্বারা রাজা বশীভূত হইয়া তাঁহাকে প্রধানা মহিষী করিলেন। ক্রমে ক্রমে ঐ ফুলেশ্বরী সুচতুরত্বপ্রযুক্ত সমুদয়কে আজ্ঞাধীন করিয়া মহিষী নাম পরিত্যাগপূর্ব্বক বড়রাজা নামে খ্যাতা হইলেন, তাঁহার সহিত রাজার অত্যধিক প্রীতি জন্মিল। আর ঐ মহিষীর মুদ্রার এমনি গুণ যে রাজা স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রাতেও তাঁহার নাম সংযুক্ত করিয়া প্রচলিত করাইলেন, তাহার পাঠ 'শ্রীশ্রীস্বর্গদেবশিবসিংহনৃপতদ্বল্লভাশ্রীশ্রীকুলেশ্বরীদেবীনাং'। এবং তাঁহার স্বীয় নামেতেও পৃথক মুদ্রা নির্ম্মাণ করাইলেন, তাহার পাঠ 'শ্রীশ্রীশিবসিংহনৃপমহিষী দেব্যাঃ।" ৬৮ পৃষ্ঠা।

এই রাণী ফুলেশ্বরী 'বররজার পঢ়াশালী' নামক এক বিদ্যালয় আহোমরাজধানী রঙ্গপুরে স্থাপন করেন এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে হস্তিসম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অসমীয়া গ্রন্থ "হস্তিবিদ্যার্ণব" সঙ্কলিত হয়। কিন্তু রাণী ফুলেশ্বরী একটা প্রকাণ্ড ভুল কাজ করিলেন, যাহাতে আহোমরাজ-ক্ষমতা একেবারে পতনোন্মুখ হয়। একদা রাজপ্রাসাদে দুর্গাপূজার সভায় মোয়ামরীয়া নামক বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের কয়েকজন মহান্তকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাণীর আজ্ঞায় প্রকাশ্যে লাঞ্ছিত করা হয়। মোয়ামরীয়ারা দেশে বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বলিত করে এবং শিবসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র

গৌরীনাথসিংহের রাজত্বে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ-সৈন্তের সাহায্যে সেই বিদ্রোহ দমন করা হয়।* যাট বৎসরব্যাপী এই বিদ্রোহে আসামের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া উঠে।

আসামের আভ্যন্তরিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য অসমীয়া গ্লাড্‌ষ্টোন পূর্ণানন্দ বুঢ়াগোঁহাই রাজমন্ত্রী ভাণ্ডরীয়া বিশেষ যত্নবান্ হইলেন। সেই সময় বদনচন্দ্র বরফুকন গৌহাটীতে রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন। প্রজার উপর তৎকৃত অপরাধের অভিযোগে এবং রাজদ্রোহের ষড়্‌যন্ত্রে তাঁহার নাম প্রকাশ হওয়ায় রাজমন্ত্রী তাঁহাকে ধরিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। বরফুকন এই সংবাদ যথাসময়ে পাইয়া, গৌহাটী হইতে পলাইয়া, মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বঙ্গের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ এই জগৎশেঠের সহিত অনেক সম্ভ্রান্ত অসমীয়া পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ছিল। গুণাভিরাম বড়ুয়া মহাশয় "আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের জীবনচরিত্রে"র এক স্থলে বলিয়াছেন,—

"হলিরাম বরুয়া উরুয়ে গঙ্গাস্নান করিয়া মুরছী বাদলৈ গল। গোয়ালপারা আর গুয়াহাটীতে কেঞা বা মারোয়ারী সকলৰ গোলা আছিল। সেই সকলে সৈতে দুষ্‌ যীয়া খরর কারবার অছিল। সেই কেঞাসকল কারো কারো মুরছীবাদত গোলা আছিল আরু চিনা পরিচয় থকা মানুহ আছিল। সেই সকলর সূত্রে মুরছীবাদর জগদ্বিখ্যাত ধনী জগৎশেঠর ঘরে সৈতে এওঁবিনাকর পরিচয় আরু কারবার আছিল সেই কারণে তাচতা তেঁও বিলাকর কেনো কষ্ট নহল।" ২২-২৩ পৃষ্ঠা।

কলিকাতায় গিয়া বদনচন্দ্র বরফুকন গভর্ণর জেনারেল সাহেবের নিকটে অতিরঞ্জিত করিয়া আসামের কথা বিবৃত করিলেন এবং পূর্ণানন্দ রাজমন্ত্রীর বর্দ্ধিত রাজক্ষমতা হইতে রাজা চন্দ্র-কান্তকে উদ্ধার করিবার জন্য সৈন্য-ভিক্ষা করিলেন। তথায় বিমুখ হইয়া বরফুকন ব্রহ্মদেশে যাত্রা করিলেন এবং তদানীন্তন ব্রহ্মরাজ বিপুলপরাক্রমী বত্তোয়াফ্রা হইতে সৈন্য সাহায্য লাভ করিয়া ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মসৈন্য সমভিব্যাহারে আসাম প্রবেশ করিলেন। তাহাদের আগমনের কিছু পূর্ব্বে পূর্ণানন্দ বুঢ়াগোঁহাইর মৃত্যু হয়। তারপর নানা অছিলায় দুই বার ব্রহ্মসৈন্য আসাম আক্রমণ করে। অবশেষে নানা যুদ্ধ বিগ্রহাদির পর তাহারা আহোমরাজের নিকট হইতে আসামের রাজক্ষমতা কাড়িয়া লয়। ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যের অত্যাচারে আসামে সর্ব্বত্র হাহাকার ধ্বনি উঠিতে লাগিল। তাহাদের অত্যাচারের ভয়ে অনেক নিরীহ অসমীয়া প্রজা দেশ ছাড়িয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ইয়াডাবু সন্ধিসূত্রে ব্রহ্মরাজের কবল হইতে আসাম বৃটিশের সুশাসনের অধীন হইল। আসামের শেষ নৃপতি চন্দ্রকান্তসিংহ পেন্সন প্রাপ্ত হইয়া গৌহাটীতে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন।

গ্রন্থকার বলেন, আসামের জীবনসন্ধ্যার সুবিস্তর বৃত্তান্ত কলিকাতার সাময়িক পত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহা সর্ব্বসাধারণের বিদিত; সেই জন্য তিনি সেই বিষয়ে আর কিছু বলিলেন না। এই বলিয়া গ্রন্থকার তাঁহার বহু কষ্টসঙ্কলিত আসামের ইতিহাসের সমাপ্তি করিয়াছেন।

স্বর্গীয় হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয়-প্রণীত আসামের ইতিহাস এবং ঐ গ্রন্থের অন্তর্গত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আভাস দিতে এই প্রবন্ধে আমরা চেষ্টা করিয়াছি। উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, যদি কোনও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি উক্ত গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত করিতে ইচ্ছুক হন, আমি গ্রন্থ সম্পাদন করিতে সম্মত আছি। পুস্তকের প্রথম পাতা এবং শেষের দুই এক পাতা যদিচ নষ্ট হইয়াছে, তথাপি আনুমানিকভাবে তাহার পুনরুদ্ধার করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে না, অবশ্য পাঠককে এই কথা জানাইতে হইবে। গ্রন্থের ধারাবাহিকতা রক্ষা করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। *

শ্রীসূর্য্যকুমার ভূঞা

---

* আমার অশেষ ভক্তিভাজন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চুনিলাল দে মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ উমানন্দ দে এই প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। [এই প্রবন্ধ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৌহাটী-শাখার অধিবেশনে পঠিত।]

বৌদ্ধ ও শৈব ডাকিনী ও যোগিনীদিগের কথা *

[ভূমিকা]

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষের নারীসমাজকে ধর্ম্মের চর্চ্চা ও চিন্তা করিতে দেখা যায়। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, নারীরা বেদপাঠে অধিকারিণী ছিলেন না। কিন্তু কোন বৈদিক ব্যাপারই ত সহধর্ম্মিণীকে সঙ্গে না করিয়া করা যাইত না। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থগণ অথবা তপোবনবাসী ঋষিগণ, কেহই পত্নীকে বাদ দিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতেন না। শুধু গৃহত্যাগী বা চিরকুমার সন্ন্যাসীরাই স্ত্রীলোকের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিতেন না। উপনিষদের যুগে আমরা কয়েকজন ব্রহ্মবাদিনীর কথা জানিতে পারি। তাঁহারা যে শুধু নিজেরাই বেদের চর্চ্চা করিতেন, তাহা নহে; তাঁহারা প্রকাশ্য রাজসভায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের সঙ্গে জ্ঞানের আলোচনাও করিয়াছেন দেখা যায়। এ গেল বৈদিক-সমাজের কথা। তার পর জৈন ও বৌদ্ধ যুগেও আমরা উপাসিকা ও ভিক্ষুণীদিগের কথা জানিতে পারি। এই ভিক্ষুণীরা আবার অনেকে গাথা লিখিয়াছেন, তাহাও জানা যায়। সুপ্রসিদ্ধ "থেরী গাথা"র কথা শুধু মনে করাইয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর বহু শিষ্যা রাখিয়া গিয়াছিলেন। বৌদ্ধদিগের ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ একটি সুগঠিত প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিয়াছিল—আর এই সঙ্ঘ চালাইবার জন্য খুব কড়া নিয়ম তৈয়ারি করা হইয়াছিল—ইহা "ভিক্ষুণীপ্রাতিমোক্ষ" পড়িলে জানা যায়। প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দিলেও মুসলমান শাসন-সময়ে আমরা কয়েক জন প্রসিদ্ধা ধার্ম্মিকার কথা জানিতে পারি। কাশ্মীরের লালদেদ বা লল্লেশ্বরীর কথা আমাদের দেশে খুব বেশী লোকে জানেন না। ইনি শৈব যোগিনী ছিলেন ও বহু গান রচনা করিয়াছিলেন। ইনি সমাজের সাধারণ বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতেন না। আর বৈষ্ণব-সমাজের মীরাবাঈএর কথা সকলেরই জানা আছে। তিনি উচ্চ কুলের কন্যা ও পত্নী হইয়াও তপস্বিনী ছিলেন ও সমাজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারেন নাই।

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, বহুকাল হইতে ধর্ম্মচর্চ্চায় নারীগণ অনেকটা স্বাধীন ভাব অবলম্বন করিতে পারিতেন। প্রথম প্রথম নারীদের এই স্বাধীনতা যে লোকে পছন্দ করিত, তাহা মনে হয় না। কিন্তু চরিত্র ও জ্ঞানের কাছে লোকে মাথা নোয়াইতে বাধ্য হইত। ক্রমে ক্রমে অবদানপরম্পরায় নারীদিগের কথা ও কাহিনী লোক-সমাজের কাছে শ্রদ্ধা ও গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। এইরূপে অনেক ধার্ম্মিকা নারী দেবাংশসম্ভূতা বা দেববিভূতিসম্পন্না বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সেই জন্যই ইহাঁদের অধিকাংশের জীবনের ঘটনাই অলৌকিকতার দ্বারা জড়িত হইয়া রহস্যময় হইয়া পড়িয়াছে।

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩২শ বার্ষিক ৮ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

ভারতের ইতিহাসের মধ্যযুগে তান্ত্রিক বৌদ্ধ-সমাজে অথবা শৈব ও নাথপন্থীদিগের মধ্যে বহু ধর্ম্ম-পরায়ণা নারীর কথা জানা যায়। বিশেষ করিয়া ইঁহাদের কথা আলোচনা করিবার জন্যই এই প্রবন্ধে চেষ্টা করা গেল। এইরূপ চেষ্টা ইতিপূর্ব্বে বেশী হইয়াছে বলিয়া আমি অবগত নহি। সুতরাং আশা করি, পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে সাহায্য ও উৎসাহ পাইব। যত দূর সম্ভব, বাঙ্‌লা দেশ ও পূর্ব্বভারতের কথাই আলোচিত হইবে। সুতরাং প্রাচীন বাঙ্‌লার নারীদিগের ইতিহাসের একটি অংশ উদ্ঘাটন করিতে বাঙালী পণ্ডিত-দিগের সহানুভূতি দাবী করা যাইতে পারে।

সংস্কৃতে লেখা বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাহিত্য, প্রাচীন বাঙ্‌লায় লিখিত বৌদ্ধ তান্ত্রিক গান এবং পরবর্ত্তী লৌকিক বাঙ্‌লা সাহিত্য পাঠ করিতে গেলে অনেক জায়গায় ডাকিনী ও যোগিনীদের কথা পাওয়া যায়। এই সব ডাকিনী ও যোগিনী পৌরাণিক মাতৃকামণ্ডলের অন্তর্গত নহেন। চণ্ডী বা কালীর সঙ্গে যুদ্ধে সহকারিণীভাবে যে সব রক্তপিপাসু ডাকিনী-যোগিনীর কথা আমরা পাইয়া থাকি, ইঁহারা সে পর্য্যায়ের নহেন। মাতৃকাদের মধ্যে চৌষট্টি যোগিনীর নাম পাওয়া যায়—কোন কোন স্থানে ইঁহাদেরও পূজার ব্যবস্থা আছে। যেমন কাশীতে ৬৪ যোগিনীর ঘাটে ও জব্বলপুরের নিকটে এবং খাজুরাহোতে স্থিত ৬৪ যোগিনীর মন্দিরে। এই যোগিনী ও ডাকিনীদের বর্ণনা অতি বীভৎস এবং মানুষের বর্ণনা নহে। কিন্তু আমরা যে সব ডাকিনী ও যোগিনীদের কথা বলিতে যাইতেছি, তাঁহারা রক্তমাংসের মানুষ এবং বৌদ্ধ সহজযান ও বজ্রযানের সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্ম্মচারিণী নারী। ইঁহাদের নিজস্ব সাধন-পদ্ধতি ও আচার-ব্যবহারের বিষয়ও জ্ঞাত হওয়া যায়। ইঁহারা বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার প্রচার-কার্য্যে রত থাকিতেন। ইঁহাদের রচিত গ্রন্থ ও গীত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শুধু যে ভারতবর্ষে ইঁহাদের রচিত সাহিত্য আদৃত হইত, তাহা নহে; তিব্বতীয় বিশ্বকোষেও ইঁহাদের গ্রন্থের ও উহাদের অনুবাদের সংগ্রহ আছে। দেহচর্চ্চা ও বেশভূষাতেও তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য ছিল দেখা যায়। বৌদ্ধ তান্ত্রিকসমাজে ইঁহাদের স্থান নিতান্ত হীন ছিল না। ডাক বা বৌদ্ধ সাধক ও সিদ্ধদিগের মত ইঁহাদিগকেও আমরা সাধন ভজন বা জ্ঞানচর্চ্চায় নিযুক্ত দেখিতে পাই। অনেক সময়ে ইঁহাদের আদেশেই বা জিজ্ঞাসাতেই অনেক তন্ত্রের গ্রন্থ লেখা হইয়াছে বলিয়া লিখিত আছে। এই সব বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইঁহাদিগকে সে কালের বিদুষী ও ধার্ম্মিকা নারী বলিয়া বুঝিতে কাহারও কষ্ট হয় না। সে কালে ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা ছিল, তদনুসারে ইঁহাদের অনেকে খুব উচ্চস্থানীয়া ছিলেন, সন্দেহ নাই।

বৌদ্ধ তান্ত্রিক যুগে নানা স্তরের সাধিকা ও সিদ্ধার উল্লেখ পাওয়া যায়। কেহ কেহ স্পষ্টতঃ 'ডাকিনী' বা 'যোগিনী' বলিয়া কথিত হইয়াছেন। কেহ কেহ 'উপাসিকা', 'ভিক্ষুণী' বা 'আচার্য্যা' প্রভৃতি উপাধি দ্বারা পরিচিতা ছিলেন। অনেককে আবার 'সিদ্ধা' বলা আছে। বৌদ্ধ পুরুষদিগের নামের ন্যায় নারীদেরও নিজের নাম বড় একটা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গুরুর দত্ত নাম বা সাধনাসূচক উপাধিই ইঁহাদের অনেকের নামের কাজ করিত।

এই সব নাম দ্বারা ইঁহাদের জাতি বা কুল, কিছুই জানিবার উপায় নাই। উপাধিগুলি দেখিয়াই অনেক সময়ে ধর্ম্মজগতে ইঁহাদের স্থান নির্ণয় করিতে হয়। বজ্রযোগিনীর একজন প্রধান প্রচারকর্ত্রী রাজকুমারী লক্ষ্মীঙ্করাকে নানা জায়গায় নানা উপাধি দেওয়া হইয়াছে। যথা,—উপাধ্যায়, মহাকবি, আচার্য্যা, ভট্টারিকা, মহাচার্য্যা। কোন কোন সাধিকাকে আবার কিছুই বলা হয় নাই, শুধু নামটিই দেওয়া আছে। যেমন—"ছিন্নমুণ্ডবজ্রবারাহীসাধন"-গ্রন্থরচয়িত্রী শ্রীমতী দেবী এবং "মহামুদ্রাভিগীতি"-রচয়িত্রী বজ্রবারাহী।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে যে সকল চর্য্যাপদ বা বৌদ্ধ গান আবিষ্কার করিয়াছেন, সেগুলির মধ্যে আমরা ডাকিনী বা যোগিনীদের রচিত কোন পদ বা গান পাই না। ইঁহারাও যে চর্য্যাপদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বলা যাইতে পারে। ডাকিনী জ্ঞানলোচনা গান লিখিয়াছিলেন বলিয়া আমরা জানিতে পারি—কিন্তু তাঁহার রচিত পদ এখনও পাওয়া যায় নাই।

"ডাকার্ণবে" ডাক ও ডাকিনীদিগের সাধনার ভিতরের কথা কিছু কিছু লেখা হইয়াছে। ইঁহারা যে দেবতার পূজা করিতেন, তিনি যুগলাত্মক। বারাহী ও শ্রীহেরুকের যেরূপ বর্ণনা "ডাকার্ণবে"র ১৫৭ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়, তাহাতে হরগৌরীর কথাই মনে হয়। এক স্থানে স্পষ্টভাবেই (পৃঃ ১৪০) "হরগৌরীসমাক্রান্ত" বলা হইয়াছে। ইঁহারা অবধূতপন্থী ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইহাঁদের সাধন যোগশাস্ত্রের পদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হইত। ইহার সঙ্গে বর্ণধূতী বা বর্ণমালার সম্বন্ধ ছিল বলিয়া লেখা আছে।

"ত্রিভিঃ পঞ্চাশভিঃ সম্যক্ অহোরাত্রেণ তু ভুঞ্জনং।
তে চ বর্ণ সমাখ্যাতা অকারাদ্যা তু ক্ষান্তকাঃ॥"—ডাকার্ণব, পৃঃ ১৬১।

এই ধারণা হইতে পরবর্ত্তী কালে "চৌতিশা স্তবে"র সৃষ্টি হইয়াছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আমরা চণ্ডীদেবীকে "বর্ণময়ী মায়ারূপে" স্তুত হইতে দেখিতে পাই (বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ২৫৩)।

বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের রচিত গ্রন্থে ও গানে অনেক প্রকারের মতবাদ আছে। সেগুলির মধ্যে পরস্পর কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা "সন্ধ্যাভাষা" ভেদ করিতে পারিলে বোঝা যায়। শূন্যবাদ, নৈরাত্ম্যবাদ, দেহবাদ, আনন্দবাদ (বৌদ্ধগান ও দোহা, পৃঃ ১২৪,১২৮) অদ্বয়বাদ প্রভৃতি মতগুলিই প্রধান। দেহকে আশ্রয় করিয়াই ইহাদের সাধনের নানাপ্রকার মুদ্রা ও যন্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণব ও তান্ত্রিকদের দেহতত্ত্বের মতগুলি এই সব বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের মতের সঙ্গে অনেকটা মিলে। বৌদ্ধ সহজপন্থীদের মতে "দেহহি বুদ্ধ বসন্ত" অর্থাৎ "দেহস্থিতং বুদ্ধত্বং" (বৌ, গা, দো, পৃঃ ১০৭) না জানিলে গতি নাই। "মনুষ্য-দেহং বিহায় দেহান্তরেণ বোধিন্ স্যাৎ" (ঐ, পৃঃ ১৩২) ইহা তাহাদিগের দৃঢ় ধারণা। "বোধিচর্য্যাবতারে" আছে,—"মানুষ্যং নাবমাসাদ্য তর দুঃখ-মহানদীং"—(ঐ, পৃঃ ১৭)। সরোজ-বজ্রের "দোহাকোষে"র টীকায় "স্বদেহে তত্ত্বং ব্যবস্থিতম্" (ঐ, পৃঃ ১০৫) এই সিদ্ধান্ত করিয়া,

যাহারা বাহিরে তত্ত্বকে খোঁজ করে, তাহাদিগকে নিন্দা করা হইয়াছে। এই পথের সাধকেরা সাধনা-ব্যাপারটিকে বীরত্বসূচক বলিয়া মনে করে—যেন শত্রু জয় করা। ইহাদের আদর্শ সিদ্ধের নাম 'বজ্রী' ও 'নাথ'। এই 'নাথ' শব্দের অর্থ "কায়-বাক্-চিত্ত-প্রভুঃ" (বৌদ্ধ, গা, দো, পৃঃ ১৩২)।

ইহাদের নিজেদের গণ্ডির মধ্যে নিজেদের জ্ঞান ও গুপ্ত সাধনের রহস্য লুকাইয়া রাখিবার জন্য এবং বাহিরের সম্প্রদায়কে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য ইহারা "সন্ধ্যাভাষা" নামে দ্ব্যর্থমূলক ভাষা ব্যবহার করিত। এ যেন ঠিক অর্থ অপেক্ষা ইঙ্গিতেরই অধিক নিকটবর্ত্তী। গুহ্য সাধনায় ভিতরের কথা সহজে কাহাকেও বলা যায় না। তাই রূপকের ভাষা ব্যবহার করিত। এই সন্ধ্যাভাষা পরবর্ত্তী কালের "প্রহেলী" বা "আর্য্যাতর্জ্জার" ভাষার মত। গ্রন্থগুলির টীকায় সাধন পক্ষে ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে অনধিকারীর পক্ষে কোনই সাহায্য হয় না। মাঝে মাঝে দুই চারিটি কথা বেশ স্পষ্টভাবে লিখিত হইয়াছে, এই মাত্র। এই সম্প্রদায়ের আরও গ্রন্থ না পাইলে আলোচনার সুবিধা হইবে না। সন্ধ্যাভাষা সম্বন্ধে একটি বক্তব্য আছে। ইহার মধ্যে যতই গুপ্ত রহস্য থাকুক না কেন, ইহার যে একটা সাধারণ সহজবোধ্য অর্থ (surface meaning) আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেই অর্থের সাহায্যে আমরা সেই সময়ের লোকের সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর পাইয়া থাকি। সরোজবজ্রের "দোহাকোষ" ও অদ্বয়বজ্রের টীকাতে কতকগুলি বিষয় পরিস্কারভাবে দেওয়া আছে। সাধনগর্ভ গূঢ় অর্থ ছাড়া কোন কোন স্থানে যোগীদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা যেন ভাষাকে ভেদ করিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়াছে,—

১। জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পিবমি॥ —(বৌদ্ধ গান ও দোহা, পৃঃ ৯)।

২। তো বিনু তরুণি নিরন্তর নেহে।
বোহি কি লাভই এণবি দেহে॥ —(ঐ, পৃঃ ১৩২)।

ডাকিনী ও যোগিনীদিগকে আমরা পুরুষ সাধকদিগের গৃহিণী বা সাঙ্গনীরূপে দেখিতে পাই। গৃহস্থ হইয়াও বোধ হয়, অনেকে জ্ঞান ও সাধনবলে উচ্চ স্তরে উঠিতে পারিত। বজ্রগুরুগণ নিজেদের উপাস্য যুগনদ্ধ দেবতাদের ন্যায় নিজেরাও যুগলভাবে সাধন করিতেন মনে হয়। যোগীদের সম্পর্কে 'ভাবক' (বৌ, গা, দো, পৃঃ ৯) শব্দটী ব্যবহার করা হইয়াছে। এতে পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণব ভাবক বা mysticদিগের কথা স্মরণ করায়।

প্রাচীন সাহিত্যের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে, সাধারণতঃ যাহারা অল্পবয়স্কা ছিল, তাহারা যোগিনী হইত এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া ধর্ম্মজীবনের প্রথমকার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিত। তার পর বয়স্কা হইলে অথবা জ্ঞানে উন্নত হইলে ডাকিনী নামে অভিহিতা হইত। এই অবস্থা হইতে "যৌবনে যোগিনী" ও "ডাইনী বুড়ী" কথাগুলির উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। কিন্তু সর্ব্বদা যে এরূপ হইত, তাহা বলা যায় না। অনেকে অল্প বয়সেও "ডাইনী কলা" বা ডাকিনীদিগের

উপযুক্ত শিক্ষা আয়ত্ত করিত বলিয়া জানা যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকে স্বামী বা পুরুষের সঙ্গে বাস করিত দেখা যায়, অনেকে আবার বৃদ্ধা ও বিধবা বলিয়াও উল্লিখিত আছে।

তান্ত্রিক পূজা-পাঠের সঙ্গে সঙ্গে অভিচার-কর্ম্মও চলিত। সেই জন্যই বোধ হয়, ডাকিনী ও যোগিনীদিগকে হিন্দুসমাজ ভয়ের চক্ষে দেখিত। রাজদণ্ডও বোধ হয়, ইহাদিগকে অব্যাহতি দিত না। "ডাকার্ণবে" আমরা দেখিতে পাই যে, ডাকিনীদিগের সম্পর্কে নিম্নলিখিত কথা বলা হইয়াছে,—"বশ্যাভিচারকং স্তম্ভং মারণোচ্চাটনাদিকং"। (বৌ, গা, দো, পৃঃ ১৬০)।

মধ্যযুগের হিন্দুসমাজ বৌদ্ধ ডাকিনী বা যোগিনীদিগকে বড় ভাল চক্ষে দেখিত না। সেই জন্য হিন্দুর রচিত সাহিত্যে ইহাদের চিত্র অনেকটা পক্ষপাতিত্বের সঙ্গেই করা হইয়াছে। ভবভূতির "মালতীমাধবে" বিন্ধ্যাচলবাসিনী বৌদ্ধতান্ত্রিকযোগিনী সৌদামিনীর চিত্র পাওয়া যায়। ইনি ইন্দ্রজাল ও অভিচার-কর্ম্মে নিপুণা ছিলেন, এইরূপ লেখা হইয়াছে। হয় ত নিম্নস্তরের সাধিকারা এই সব কাজই করিত।

কাঙুর অর্থাৎ কামরূপ এবং কামাখ্যাদেবীর সহিত ইহাদিগের অনেকটা ঘনিষ্ঠতা ছিল বলিয়া জানা যায়। বহু গ্রন্থে কামরূপ ইহাদের পীঠস্থানরূপে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছে। "সহজাম্নায়পঞ্জিকা"য় (পৃঃ ১১৩) "এতৎ প্রসিদ্ধং কামরূপপীঠাদিষু" এই কথা পাওয়া যায়। বৌদ্ধপ্রাধান্য দেশ হইতে চলিয়া যাওয়ার পর যখন হিন্দুসমাজ ডাকিনীদিগকে বড় একটা ভাল চক্ষে দেখিত না, এবং যখন তাহারা গোপনে নিজেদের কাজকর্ম্ম করিতে বাধ্য হইত, তখনও কামরূপের প্রতি ইহাদের ভক্তি ছিল জানা যায়—এমন কি, কামরূপের দিকে মুখ করিয়া পূজা অর্চ্চনা করিতে হইত। ঈশান কোণটি ইহাদের সাধনভজনের জন্য যেন অপরিহার্য্য ছিল। অনেক স্থলেই ঈশান কোণের উল্লেখদ্বারা ইহাদের বাস-স্থান বা সাধন-স্থানের দিক্ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"বৃহৎস্বয়ম্ভূপুরাণ" নামে সংস্কৃতে রচিত একখানি লৌকিক পুরাণ-গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থে গৌড়ের যে সব দেব-দেবীর প্রসঙ্গ আছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, তান্ত্রিক যুগের কোন সময়ে ইহা রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে গৌড়স্থিত যোগিনী ও যোগীদের দ্বারা পরিবৃত সিদ্ধের কথা পাওয়া যায়।

বৌদ্ধতান্ত্রিক যুগে অনেক দেব ও দেবীর পূজা চলিয়াছিল জানা যায়। এই সব দেব-দেবীর ধ্যানও নির্দ্দিষ্ট ছিল। বাঙ্‌লা দেশে ও অন্যত্র যে সব বৌদ্ধতান্ত্রিকমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলিকে তখনকার ধর্ম্মমতের সাক্ষিস্বরূপে ধরিতে হয়। পর্ণশবরী, হেরুক, মারীচী, নিত্য, বিশালাক্ষী প্রভৃতির নাম সকলেরই জানা আছে। কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য করা দরকার। যে সব ডাকিনী ও যোগিনী বৌদ্ধ দেব-দেবীর উপাসনা করিত, তাহাদিগকে আমরা গান করিতে ও সাধনভজন করিতেই দেখি; তাহারা যে কোন মূর্ত্তিবিশেষের পূজা করিত, এরূপ কথা পাই না। পরবর্ত্তী কালে যখন হিন্দুসমাজের গণ্ডীর মধ্যে আসিয়াও তাহারা প্রচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধ ক্রিয়াকলাপ বজায় রাখিতে চেষ্টা করিত, তখন তাহারা ঘটে পূজা করিত

জানা যায়, মূর্ত্তির কোন কথা পাওয়া যায় না। হিন্দুসমাজের যে সকল ভিন্নমতাবলম্বী পুরুষ প্রচ্ছন্ন ডাকিনীদিগের পূজাপদ্ধতি পছন্দ করিত না, তাহারা ঘট লঙ্ঘন করিত। ইহারা যদি মূর্ত্তি পূজা করিত, তবে মূর্ত্তি ভাঙ্গিবার কথাই জানা যাইত।

এককালে তান্ত্রিক বৌদ্ধসমাজে ডাকিনী ও যোগিনীদিগের সুনাম থাকিলেও হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের যুগে ইহাদের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে বোধ হয়, সাধনভ্রষ্ট বা নীতিবহির্ভূত হওয়াতে ইহাদের অধোগতি হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত নানা গ্রন্থে ইহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু সে সকল কথা ইহাদের নিন্দা ও কলঙ্ক রটাইবার জন্যই লিখিত হইত। অনেক বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সাধক বোধ হয়, ইহাদের সংসর্গে আসিয়া ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইত। সেই জন্য কালে ইহারা "বিট্টালিনী", "পুরুষ-ডাকিনী", "পুরুষ-পাগলী" প্রভৃতি নিন্দা ও কলঙ্কসূচক নামে অভিহিত হইত। ক্রমে ডাকিনীরা "ডাইন" ও যোগিনীরা অযাত্রিক বলিয়া লোকসমাজে ঘৃণিত হইত। শুধু বিদ্বেষই যে এরূপ নিন্দার কারণ, তাহা মনে হয় না।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম এ দেশে লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেও ইহারা গোপনে গোপনে আপনাদের ক্রিয়াকলাপ বজায় রাখিত। প্রকাশ্যভাবে ইহাদিগের কোন কাজ করিবার অধিকার ছিল না। সেই অবস্থাতে ইহাদের গোপনীয় সাধন সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানিত না বলিয়া ও ইহারা গোপনে কেবলই সমাজের অনিষ্ট সাধনে রত থাকে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া লোকে ইহাদিগকে 'ডাইন' এবং ইহাদের আচারকে 'ডাইনি কলা' বলিয়া নিন্দা করিত। অথচ তখনও ইহাদের অনেকে ধর্ম্মপথেই চলিত। এই গেল ডাকিনীদের কথা। যোগিনীরা পরবর্ত্তী কালে শৈব-ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছিল বলিয়া আমাদের মনে হয়। সরোজবজ্রের "দোহাকোষে" যাহাদিগকে "ঈশ্বরাশ্রিত" বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে, তাহারা বোধ হয়, শৈব ছিল। ইহাদের দলে স্ত্রীলোকও থাকিত। তাহারা "রণ্ডী মুণ্ডী অণ্য বিবেসে" (বৌ, গা, দো, পৃঃ ৮৫) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সরোজবজ্র ইহাদিগকে নিন্দা করিলেও পরবর্ত্তী কালের ডাকিনীদিগকে এই দলের মধ্যে ধরিতে হয়। এই যুগে ডাকিনীরা কোন একটি বিশেষ স্থানে বা পীঠ-ভূমিতে গোপনে সাধন-ভজন করিত। তাহারা যেন লোকালয়ে বাহির হইত না। কিন্তু যোগিনীরা রাঙ্গা কাপড় পরিয়া, হাতে লাউয়ের থালা লইয়া, চুল এলাইয়া দিয়া, দেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহারা নৃত্য-গীতও করিত। ইহাদের সঙ্গে পুরুষ যোগীরা থাকিত। লোকালয়ে দিনে ঘুরিয়া বেড়াইলেও রাত্রিতে ইহারা লোকালয়ে থাকিত না ;—হয় কোন গাছতলায়, না হয় নিজেদের আড্ডায় চলিয়া যাইত।

বাঙ্‌লা দেশের বহু স্থানে ডাকিনী ও যোগিনীরা দলবদ্ধভাবে বাস করিত। সেই সব স্থানে ইহাদের প্রভাব বড় কম ছিল না। কোন কোন স্থান ইহাদের নাম অনুসারে পরিচিত হইত—যেমন মুর্শিদাবাদের ও বীরভূমের নাককাটীতলা। শালতোড়া গ্রামে ডাকিনীদের এক আড্ডা ছিল বলিয়া "পদসমুদ্রে"র একটি পদে পাওয়া যায়। বহু জেলাতে "যুগীর যোগা"

নামে পরিচিত স্থান এখনও আমরা জানি। সেই সব স্থানের সঙ্গে ইহাদের কোন সম্পর্ক ছিল কি না, এখন ঠিক করা দুষ্কর। আজকালও যে সব স্থান সহজিয়া বৈষ্ণবদের তীর্থ বলিয়া গণ্য হয় ও যেখানে যেখানে তাহাদের মেলা বসে, সে সব স্থানের সঙ্গে ইহাদের প্রাচীন স্মৃতি জড়িত আছে। এই সব স্থানে মেলার সময়ে সহজিয়া বৌদ্ধদের রচিত চর্য্যাপদের ন্যায় 'সন্ধ্যাভাষা'য় গ্রথিত অনেক বাউল গান সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

বৌদ্ধদিগের গ্রন্থ হইতে একটি আবশ্যকীয় বিষয় এই জানা যায় যে, তাহাদের নিজ সম্প্রদায় ছাড়া সে কালে আরও কতকগুলি সম্প্রদায় ছিল এবং সেগুলিরও কিছু কিছু আধিপত্য ছিল। এই সব সম্প্রদায়ের নিজ নিজ মতানুযায়ী শাস্ত্রও রচিত হইয়াছিল। এই শাস্ত্রকে বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে "বহিশাস্ত্র" (বৌ, গা, দো, পৃঃ ২, ২১) বলা হইয়াছে। এই সব বহিশাস্ত্র হইতে বৌদ্ধদের মতের পরিপোষক বচন কোন কোন স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ ভিন্ন সম্প্রদায়ের যোগী ও যোগিনীদিগের নিন্দাই পাওয়া যায়। অসম্প্রদায়ী যোগী ও যোগিনীরা যে ইহাদিগের অনিষ্টের চেষ্টা করিত, তাহাও ইহাদিগেরই গ্রন্থ হইতে আভাসে টের পাওয়া যায়। "সম্প্রদায়বহির্মুখযোগিনীযোগিনাং" (বৌ, গা, দো, পৃঃ ১০), "অসম্প্রদায়যোগিনাং" (ঐ, পৃঃ ১৯), "অসম্প্রদায়যোগিন্যা টালিতম্" (ঐ, পৃঃ ৩২) প্রভৃতি উল্লেখদ্বারা উক্ত সম্প্রদায়গুলির প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উহাদের কোন গ্রন্থই এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং আমরা এখনও বুঝিতে পারি না, এই অবৌদ্ধ যোগী ও যোগিনী কাহারা ও তাহারা কি জন্যই বা বৌদ্ধদের বিরক্তিভাজন হইয়াছিল।

তান্ত্রিক বৌদ্ধসমাজে ডাকিনী ও যোগিনীদিগের উপযুক্ত সম্মান ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহারা পুরুষ সাধকদিগের ন্যায় জীবন যাপন ও ধর্ম্ম প্রচার করিত। তাই সমাজ ইহাদিগকে সম্মানসূচক উপাধি দিত। কিন্তু বৌদ্ধসমাজের অধঃপতনের সময়ে ও পরে তাহারা কোথাও আশ্রয় পাইত না। হিন্দু রাজশক্তি ও সামাজিক ব্যবস্থা তাহাদিগের বিপক্ষে উদ্যত ছিল। বৌদ্ধসমাজের ধ্বংসাবশেষকালে শৈব ও শাক্ত, এই দুইটি প্রবল ধর্ম্মের উদ্ভব হয়। কিছুকাল বিদ্বেষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ইহাদের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়, ও শিব এবং শক্তির পূজা এক সঙ্গেই হইতে থাকে। এই যুগে বৌদ্ধ ডাকিনী ও যোগিনীদিগের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার কতকটা আভাসমাত্র আমরা পাই বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ ইতিহাস উদ্ধার করা অসম্ভব মনে হয়। এই যুগে আমরা ডাকিনীদিগকে শাক্ত বা হিন্দু তান্ত্রিক ধর্ম্মের দিকে ঝুঁকিতে দেখি। ইহারা কামাখ্যাদেবীকে আশ্রয় করিয়াই যেন বাঁচিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেছে। যোগিনীরা সে সময়ে শৈব-ধর্ম্মের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছিল। তাহারা শিবের নামে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। কিন্তু তখনও ইহাদের সোয়াস্তি ছিল না। হয় ত বাহিরে তখনকার প্রচলিত ধরণ ধারণ অনুসারে চলাতে এবং গোপনে বৌদ্ধ তান্ত্রিক অনুষ্ঠান বজায় রাখাতে ইহারা সমাজের নিকট লাঞ্ছনা ভোগ করিত।

ডাকিনী ও যোগিনীদিগের কথা বাঙ্গালার নারীসমাজের ইতিহাসের একটি প্রধান অঙ্গ।

প্রাচীন তাম্রশাসন ও গ্রন্থাদিতে আমরা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের দ্বারা অনুশাসিত যে হিন্দু নারীসমাজের কথা অবগত হই, তাহার অতিরিক্ত বৌদ্ধ নারীসমাজের বিষয় আমাদের জাতির স্মৃতি হইতে একেবারে চলিয়া গিয়াছে। যাঁহারা এককালে গৌরবভাজন ও গুরুস্থানীয়া ছিলেন, তাঁহারা পরে সকারণে ও অকারণে ঘৃণিত হইতে থাকেন এবং বর্ত্তমানে বাঙ্গালী তাঁহাদিগকে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে।

তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ তাহাদের গুহ্য ও দেহতত্ত্বগত সাধন-পদ্ধতি শিষ্যদিগের নিকট বুঝাইতে গিয়া অথবা বাহিরের লোকের নিকট হইতে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টায় নানা প্রকার দৈহিক ব্যাপারের সাহায্য লইয়াছিলেন। দর্শন, স্পর্শন, চুম্বন, আলিঙ্গন প্রভৃতি দৈহিক ক্রিয়াগুলিকে mystic অর্থ দিয়া তাঁহারা নূতন ধরণের সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই নূতনত্ব শুধু বৌদ্ধদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ধর্ম্ম-সাহিত্যে এই প্রভাব বিস্তৃতভাবে দেখা যায়। এই ধরণের সাহিত্যের সৃষ্টি মধ্যযুগের বৈষ্ণবদিগের একটি কীর্ত্তি। প্রাচীন ভাগবত বা বাসুদেবীয় সাহিত্যকে ভাঙ্গিয়া এবং বৈদান্তিক মায়াবাদের সঙ্গে মিলাইয়া কি করিয়া যে রাধা-কৃষ্ণ-সাহিত্যের মনুষ্যোচিত সুখ-দুঃখ, মান অভিমান, অভিসার-লীলার মধ্যে আনিয়া ফেলা হইয়াছিল, তাহা ভারতীয় ধর্ম্ম-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার। বৌদ্ধদিগের হাতেও এইরূপ ব্যাপার ফুটিতে ফুটিতেও ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহারা বেশী করিয়া তত্ত্বের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ায় তাহাদের কবিত্ব অনেক স্থলেই কঠিনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা এই তত্ত্বকে বশে রাখিয়া ভাবকে প্রাধান্য দান করিলে তাহাদের রচিত গানগুলিও সাহিত্য হিসাবে মূল্যবান্ হইত, সন্দেহ নাই। মধ্যে মধ্যে চমৎকার কবিত্ব-সূচক কথা পাওয়া গেলেও তাহাদের গানে তাহাদের মনকে তত্ত্বের ও সাম্প্রদায়িক রহস্যের বন্ধন হইতে মুক্তিদান করে নাই বলিয়া তাহাদের রচনার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। তাহাদের এই আদর্শের প্রভাব পরবর্ত্তী যুগে লুপ্ত হয় নাই। আউল, বাউল প্রভৃতি যে সব সম্প্রদায় বৈষ্ণবতার আবরণে প্রাচীন বৌদ্ধতত্ত্বকে লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহারা আজকালও আলোকলতা, দেহ-বৃন্দাবন, দেহের মধ্যে নানা সরোবর প্রভৃতি নূতন ধারণাগুলির সৃষ্টি করিয়া প্রাচীন অবদান রক্ষা করিতেছে। এখন বক্তব্য এই যে, এই ধরণের দেহেন্দ্রিয়-সম্পর্কগত সাধন-ভজন এবং সাহিত্য-রচনায় প্রাচীন কালের ডাকিনী ও যোগিনীদিগের কতটা প্রভাব ছিল, তাহা এখন বোধ হয়, আর জানা যায় না। একটি বিষয় লক্ষ্য করা দরকার যে, রাধাকৃষ্ণের লীলা বুঝাইতে গিয়া চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদগুলি, চণ্ডীদাস রামীকে লক্ষ্য করিয়াই রচনা করিয়াছেন, এইরূপভাবে পাওয়া যায়। সেইরূপ বৌদ্ধগানের অনেকগুলিতে যোগীরা যোগিনীদিগের প্রতি উক্তি অথবা তাহাদের বর্ণনা করিয়াছেন, লক্ষ্য করা যায়।

শ্রীরমেশ বসু

৺ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

[১]

৺রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে আমরা ১৯এ চৈত্র (১৩৩২) শুক্রবার দিন সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে ৩।৪ ঘণ্টা কাজ করিয়াছিলাম। আর ২৫এ চৈত্র বৃহস্পতিবার সকালে খবরের কাগজে দেখিলাম, তিনি আর নাই। অনুসন্ধানে জানিলাম, তিনি রবিবারেও কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, মঙ্গলবারে পরিষদে আসিয়াছিলেন। বুধবার স্নান করিয়া ভিজা কাপড়েই বলিলেন, "এ কি, আমার আবার একটা কি রোগের সঞ্চার হইল, মাথাটা কেমন করিতেছে"—বলিয়াই তিনি ঘুরিয়া পড়িলেন। লোকে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বিছানায় লইয়া গেল এবং ভিজা কাপড় ছাড়াইয়া লইল। কিন্তু তাঁহার জ্ঞান আর হইল না। সন্ধ্যা ৭৷৷০টার সময় মারা গেলেন। মানুষের জীবন এমনই চঞ্চল ; কখন আছে, কখন নাই, কিছুই বলা যায় না। সত্যই আচার্য্য বলিয়াছেন,—"নলিনীদলগতজলমতিতরলং, তদ্বৎ জীবনমতিশয়চপলম্।"

রায় যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যাও কম ছিল না। সকলেই ভাবিলেন, আমরা একজন পরমাত্মীয়কে হারাইলাম। কারণ, তিনি সকলকেই খুব সমাদর করিতেন, সকলের সঙ্গেই সদ্ব্যবহার করিতেন—সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে সহায় হইতেন। তিনি কখনও রাগিতেন না। কটুকথা, অসভ্য-কথা তাঁহার মুখ দিয়া কখন বাহির হইত না। হাসি মুখে শত্রুর সহিতও আত্মীয়তা করিতেন।

যতীন্দ্রনাথ টাকীর অতিপ্রাচীন বঙ্গজ কায়স্থবংশে পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। এই বংশের আদি খুঁজিতে গেলে মোগল-পাঠানের যুদ্ধের সময় যাইতে হয়। সেই সময় শ্রীহরি বিক্রমাদিত্য গৌড় হইতে পলাইয়া আসিয়া যশোরে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। শ্রীহরির অনুচরগণের মধ্যে রায় যতীন্দ্রনাথের পূর্ব্বপুরুষ একজন ছিলেন। বিক্রমাদিত্য মরিলেন—তাঁহার রাজ্য দুই ভাগ হইয়া গেল ; একভাগ পাইলেন বসন্ত রায়, আর একভাগ পাইলেন তাঁহার পুত্র প্রতাপাদিত্য। ক্রমে পুত্র কিরূপে খুড়াকে মারিয়া সমস্ত রাজ্য দখল করিলেন, কিরূপে খুড়ার ছেলে দিল্লীতে গিয়া বাদশাহের শরণাপন্ন হইলেন, কিরূপে বাদশাহ মানসিংহকে পাঠাইয়া প্রতাপাদিত্যের রাজ্য লোপ করিয়া দিলেন, সে কথা ইতিহাসে প্রসিদ্ধই আছে। সেই রাজ্য লোপ হওয়ার পরই টাকীর উন্নতি। টাকীর বঙ্গজ কায়স্থরাও চন্দ্রদ্বীপ হইতে শ্রীহরির সঙ্গে আসিয়া টাকীতে বাস করেন। এই বংশে রামচাঁদ মুন্সী ইংরাজের পক্ষ হইয়া ইংরাজ-রাজ্যের প্রথমে প্রভূত ধন-মান ও ভূমি অর্জ্জন করেন। টাকীর জমীদারেরা প্রথম হইতেই দাতা বলিয়া বিখ্যাত হন এবং তাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের একঘর প্রধান পরিপোষক ছিলেন।

তাঁহারা প্রায় ১০০ বৎসর ধরিয়া আপনাদিগকে রাজা বলিয়াই মনে করিতেন। দেশীয় কবি, যাত্রাওয়ালা, পাঁচালীওয়ালাদের যথেষ্ট অর্থ দিতেন এবং দেশী ভাবেরই পরিপুষ্টি করিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহারা প্রথম বুঝিতে পারেন যে, তাঁহারা ইংরাজরাজের অধীন এবং সাধারণ প্রজা হইতে তাঁহাদের ভেদ অতি অল্প।

যতীন্দ্রনাথ এই বংশেই পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হন। বাল্যকালে তিনি টাকীতেই থাকিতেন এবং বরাবরই টাকীর উপর তাঁহার খুব টান ছিল। তিনি বৎসরে ২।৩ মাস স্নিগ্ধভাবে সেখানে থাকিতেন এবং সর্ব্বদাই সেখানে যাইতেন। লেখাপড়া শিক্ষার জন্য কলিকাতায় তাঁহার দীর্ঘ প্রবাস। পরে বরাহনগরে মুন্সীদের প্রকাণ্ড রাজভবনের এক অংশে আপনার বাসস্থান প্রস্তুত করান। তাঁহার বাড়ীটী গঙ্গার উপরেই অতি সুন্দর জায়গায়। যতীন্দ্রনাথ হেয়ার স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া, ৫ বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িয়া এম্ এ পর্য্যন্ত পাশ করেন। স্কুল কলেজের ছেলেদের ভিতর ভালছেলে বলিয়া তাঁহার বেশ সুখ্যাতি ছিল। তিনি স্কুল হইতেই ভাল বাঙ্গালা শিখিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার ভাষা বেশ সুললিত ছিল। কলেজে তখন বাঙ্গালার কোনও চর্চ্চাই ছিল না। কলেজে বাঙ্গালা ঢুকাইবার একজন প্রধান উদ্যোগী রায় যতীন্দ্রনাথ।

রায় যতীন্দ্রনাথ যে বংশে জন্মিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে অর্থ উপার্জ্জনের জন্য ভাবিতেই হয় নাই। তিনি কলেজ ছাড়িয়াই টাকীর মুন্সীদের বাঙ্গালার সমাজে যে স্থান ছিল, সেইটী অধিকার ও পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আর এই ৪০ বৎসর ধরিয়া তিনি বাঙ্গালী হিন্দুদের একজন নেতা বলিয়া গণ্য ছিলেন। এমন কাজ ছিল না, যাহাতে যতীন্দ্রনাথ ছিলেন না। তিনি সাহিত্য-পরিষদে খুব ওতপ্রোতভাবে সংসৃষ্ট ছিলেন। ইউনিভার্সিটির তিনি একজন ইলেক্‌টেড ফেলো ছিলেন, অনেকবার ব্যবস্থাপক-সভায় সভ্য হইয়াছিলেন; এক সময় কংগ্রেসে তাঁহার বেশ প্রতিপত্তিও হইয়াছিল; সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি যোগ দিতেন এবং নিজের একটা কৃতিত্ব দেখাইবার চেষ্টা করিতেন। অনেক সময় তাহাতে বেশ কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। যতীন্দ্রনাথ রাজনীতিক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথের ছাত্র; অনেক সময় তাঁহারই পরামর্শমত কার্য্য করিতেন। যতীন্দ্রনাথের জিদ ছিল, বল ছিল, মন ছিল, প্রাণ ছিল। দানে তিনি প্রথম বয়সে মুক্তহস্ত ছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের অনেক অনুষ্ঠানই তাঁহার অর্থে আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি যখন দিতেন, অকাতরে দিতেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে যে একটা প্রাচীন অক্ষয় ভাণ্ডার আছে, তাঁহার বংশগত ইতিহাস হইতেই তিনি তাহা জানিতেন এবং সেইটাকে রক্ষা করার জন্য তাঁহার একটা ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল। তিনি পুরাণ গল্প করিতে ও শুনিতে ভালবাসিতেন। বিশেষ পুরাণকালের জমিদারেরা ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কি কি করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য যতীন্দ্রনাথের একটা উৎকট কৌতূহল ছিল। পুরাণের উপরে খুব ঝোঁক থাকিলেও নূতনে তাঁহার যথেষ্ট টান ছিল। তাহার প্রমাণ তাঁহার লাইব্রেরী। তিনি রাবিস নাটক নবেল ছাড়া সব বইই এক এক কাপি কিনিতেন। দর্শন শাস্ত্রের

উপর তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। আমাদের দর্শন তিনি পণ্ডিত রাখিয়া অনেক পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ইউরোপীয় দর্শনেও তাঁহার খুব ব্যুৎপত্তি ছিল। ঐ দর্শনের নূতন কোনও বই বাহির হইলেই তিনি তাহা কিনিতেন এবং দুই দর্শনের যিনি সামঞ্জস্য দেখাইতে পারিতেন, যতীন্দ্রনাথ তাঁহার গোলাম হইয়া যাইতেন। পুরাণী রোশনীতে যতীন্দ্রনাথ খুব উজ্জ্বল ছিলেন। নয়ী রোশনীতেও তিনি খুব উজ্জ্বল ছিলেন। দুই রকমের উজ্জ্বলতায় তাঁহার নিজের যে ঔজ্জ্বল্য হইয়াছিল, তাহা তিনি জানিতেন কি না, জানি না। কিন্তু আমরা জানিতাম, তাহারা তাঁহাকে উজ্জ্বলতর ও উজ্জ্বলতম করিয়া তুলিয়াছিল। যাহা হারাইয়াছি, তাহা আর পাইব না। যেমনটী যায়, তেমনটী আর হয় না।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

[২]

৺রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের আকস্মিক বিয়োগে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা কোন দিন পূরণ হইবে, মনে হয় না। তিনি পরিষদের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। পরিষদের শৈশবে যে কয়েকজন ত্যাগী পুরুষ ধাত্রীরূপে হৃদয়ের রক্ত দিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌কে পালন ও পোষণ করিয়াছিলেন, রায় যতীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম। আজ সমস্ত বাঙ্গালা দেশে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যে একটা বিশিষ্ট গৌরবের স্থান অধিকার করিয়াছে এবং বঙ্গবাণীর সেবকদিগের নিকট তাহার যে প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইয়াছে, এই কৃতিত্বের এক প্রধান অংশ রায় যতীন্দ্রনাথের প্রাপ্য।

রায় যতীন্দ্রনাথ সাহিত্য-পরিষদের একজন প্রতিষ্ঠা-সদস্য (foundation member) ছিলেন এবং আজীবন শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সহিত ইহার সেবা করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির সম্মানিত আসনে বসাইবার জন্য একাধিক বার চেষ্টা হইয়াছিল। এমন কি, পরিষদের বর্ত্তমান সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পরিষদের নিয়ম অনুসারে গত চৈত্র মাসে রায় যতীন্দ্রনাথকে সভাপতি করিবার প্রস্তাব স্বয়ং উপস্থিত করেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে সম্মত করিতে পারা যায় নাই।

বঙ্গবাণীর প্রতি তাঁহার যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, তাহা অপরিমেয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের যাহাতে উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়, 'বাঙ্গালার বাহনে সর্ব্বশ্রেণীতে— এমন কি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষাতেও যাহাতে পঠন-পাঠন প্রবর্ত্তিত হয়, তজ্জন্য তাঁহার কি অদম্য উৎসাহ ও উদগ্র উদ্যম লক্ষিত হইত। যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না, যখন ঐ বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের বঙ্গবাণীকে

নিজের প্রশস্ত অঙ্গনের এক কোণাতেও ধিকৃকৃত আসন দিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন, সেই দুর্দ্দিনে ইংরাজী শিক্ষা-দীক্ষায় মণ্ডিত রায় যতীন্দ্রনাথ, স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রমুখ কয়েক জন নির্ভীক ব্যক্তির সহযোগিতায় বাঙ্গালাকে শিক্ষার বাহন করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করিবার দুঃসাহস করিয়াছিলেন। অবশ্য সে অনুরোধ উপেক্ষিত হইয়াছিল; কারণ, অজ্ঞান-তিমির নাশ করিয়া জ্ঞান বিস্তার যাঁহাদের লক্ষ্য, সেই সকল দিগ্‌গজ জ্ঞানীর জ্ঞান-চক্ষুর উন্মীলন সহজ ব্যাপার নহে। এই ব্যর্থ চেষ্টার প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে যখন স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রভাবে বঙ্গভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে কায়ক্লেশে আসন পাতিবার অবসর পাইল, তখন বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ উপাসক রায় যতীন্দ্রনাথের কি উৎসাহ ও উৎফুল্লভাব লক্ষ্য করিয়াছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ চূড়ায় বঙ্গবাণীর জয়পতাকা প্রতিষ্ঠিত হইবার বেশ সূচনা হইয়া আসিতেছে—যে 'বিরাট্ বেখাপ্পা' (Stupendous Anomaly) লর্ড রোণাল্‌ডসের মত সহৃদয় বিদেশীর চক্ষু পীড়িত করিয়াছিল, অথচ যাহা আমাদের শিক্ষা-ধুরন্ধর সেনেটারগণ যুগযুগান্তর ধরিয়া অম্লানমুখে উদরস্থ করিতেছিলেন, সেই বিড়ম্বিত শিক্ষা-প্রণালীর সংস্কার হইবার সম্ভাবনা হইতেছে—সেই সময়ে নিয়তির নির্দ্দেশে রায় যতীন্দ্রনাথ অন্তর্হিত হইলেন!

মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির আসন রায় যতীন্দ্রনাথ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সেই অধিবেশনে পঠিত তাঁহার অভিভাষণ বঙ্গবাণীর অনুরক্ত ভক্তগণের উপভোগের জিনিষ। তথায় বঙ্গবাণীর প্রতি তাঁহার যে ভক্তির উচ্ছ্বাস ও উদ্বেল প্রবাহ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, তাহা ভুলিবার নহে। আজ তাঁহার নেতৃত্ব হারাইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ বিপন্ন হইয়াছে।

দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণকর অনুষ্ঠানের সহিত রায় যতীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। তাঁহার সেই বহুমুখী প্রচেষ্টার পরিচয় দিবার এ স্থান নহে। তাঁহার পূত চরিত্র, উদার অমায়িক স্বভাব, পাণ্ডিত্য, বিনয় ও শালীনতা তাঁহাকে অশেষ কল্যাণগুণের আকর করিয়াছিল। আজ বঙ্গজননী এমন পুত্ররত্ন হারাইলেন। কিন্তু বিধাতার এই বিড়ম্বনা-বজ্র শিরে বহন করা ভিন্ন আমাদের কি উপায় আছে?

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

বদন মোছান রাম যুভাশিত জলে ॥
রামচন্দ্র বলেন যুন যুমন্ত শারথি।
না বুঝিয়া কহিলে কথা লক্ষন সিযুমতি ॥
রাম বলেন যুমস্ত আমার দিব্ব্য লাগে।
লক্ষনের শম্বাদ না কহিব তার আগে ॥
দণ্ডেক ডাঁড়ায় তুমি আমার শাক্ষাতে।
বাকল পর্‌য়াছি আমরা জটা পরি মাথে ॥
বনান জটা দিয়াছেন কৈকৈ জননি।
জটাধারি দুই ভাই দেখ্যা জাও তুমি ॥

মধ্য,—

পরিচয় দিয়া জা গো মোরে।
আগে কাহার নন্দন ভাই দুই জন
কেনে আল্যা বন ঘোরে ॥
কোন দেসে ধাম কহ কিবা নাম
জিজ্ঞাসু করএ আসি।
মাগি পরিচয় দেহ মহাসয়
কেন হৈলা বনবাসি ॥
রবিকুলসুত রাজা দষরথ
তার সুতা আমি রাম।
সঙ্গে সহদর প্রানের দোসর
লক্ষন ইহার নাম ॥
জনকের সুতা নাম ইহার সিতা
বৈমুখ মোরে বিধাতা।
সত্যের কারনে সতাই বচনে
বনবাষ দিল পীতা ॥
রাম কথা যুনি মুনির ঘরনি
সিতারে করি পরিহার।
আগে আগে জান ফিরে ফিরে চান
উনি কে হন তোমার ॥
সুয্যবংসে জন্ম মোর পুর্ব্ব ব্রহ্ম
তপস্যার পেয়্যাছি।
ধনুব্বান হাথে মোর দেউর পশ্চাতে
সুন পরিচয় দিই ॥
জনক নৃপতি মি[থি]লায় বসতি
কাঞ্চন রচিত ধাম।
তাহার নন্দিনি কুলকলঙ্কিনি (?)
জানকি আমার নাম ॥
(পৃঃ ৩১।১-২)

১৪৭। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার—১৪ + ৫ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—৪৮। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২২৮ সাল। সম্পূর্ণ। এক স্থানে নিধিরামের ভণিতা আছে (পৃঃ ৩৭)।

আরম্ভ,—

আদিকাণ্ডে রামের জন্ম পিতা দেবির বিভা।
অজুধ্যাতে বনবাস ভরথে রাজ্য দিয়া ॥
হরি বল সকলে বদনে বন্ধু জন।
অরন্যকাণ্ড অমৃতভাণ্ড করহ শ্রবণ ॥
অপুত্রের পুত্র হয় নিধনের ধন।
শ্রবনে পরমানন্দ পাপ বিমোচন ॥
ইহার পর ১৩৩ সংখ্যক পুথির সহিত সাদৃশ্য আছে।

মধ্য,—

[f] সংসপারে জিজ্ঞাসিলা কমলনয়ান।
তুমী নাকি জান সিতা দিলা পিণ্ডদান ॥
বালি পিণ্ড হেতু বিক্ষ ভাবে মোনে মোনে।
দিয়াছে বালির পিণ্ড বলিব কেমনে ॥
কখন দিলেন পিণ্ড জানকি সুন্দরি।
আমি ত না দেখি রাম সকল চাতুরি ॥

লাজে অধমুখি হল্যা জনকদুহিতা।
কোপভরে সিংসপারে সাপ দিলা সিতা॥
জাহার ফুলের জায় জোজনেক গৰ্দ্ধ।
অলিকুল আকুল লোভিত মকরন্দ॥
জানকি বলেন গন্ধ হইবে নিৰ্ম্মুল।
আজি হইতে গন্ধ নাহি সেমুলের ফুল॥
(পৃঃ ৩।১)

ইহার পর ৪।১—৬।১ পত্র পর্য্যন্ত গঙ্গামাহাত্ম্য।

জটা বাকলধারি রাম তপস্বির বেস।
ভ্রমন করিয়া রাম বেড়ান দেসে দেস॥
জানকি বলেন প্রভু নিবেদন করি।
শ্রান্তজুক্ত হলাম আর চলিতে না পারি॥
মুনির আশ্রম দেখা বান্দহ কুটির।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে প্রান হয় হে বাহির॥
রামচন্দ্র বলেন সিতা জনকনন্দীনি।
অগুস্ত আশ্রমে আজি বঞ্চিব রজনি॥
(পৃঃ ১৫।১)

ক্ষেনু মাত্র নাহি ঘুচে হাথের ধনুক।
কহিতে লক্ষনে[র] কথা বিদরএ বুক॥
রাম সিতা কুটিরে থাকেন লক্ষন বাহিরে।
মেঘ বিষ্টী পড়ে সব মাথার উপরে॥
বসন নাহিক অঙ্গে পরিধান বাকল।
কর দিয়া মোছেন সব গউর অঙ্গের জল॥
তাদরে উদরজালা কে সহিতে পারি।
দিনে দুই তিনে মেলে ফল দুই চারি॥
ফল মুল আনিয়া রামচন্দ্রে তুসি।
রাম নাহি জানেন ভাই থাকেন উপবাসি॥
আশ্বিনে অম্বিকা পুজা এ ভব সংসারে।
রিসি তপসি নানা আয়জন করে॥
নানা ফল মুল লক্ষন রামকে দেন আনি।
ঘট পাতি পুজা করেন দেবি কার্ত্তাএনি॥
কার্ত্তিকে সিসির পড়ে বড়ই দুস্কর।
বাকল জটা ভেজে তাতে না হন কাতর॥
অগ্রহায়নে সস্য প্রথিবি প্রচুর।
সংসার সম্পূর্ণ্য সস্য গন্ধ জায় দুর॥
রাম দেব পিতৃকিৰ্ত্তি করেন হরিসে।
নবান্ন দিবস প্রভুর উপবাস সেসে॥
সিতের সময় এল হইল পৌস মাস।
হিমাল[য়] হৈতে এল্য দুরন্ত বাতাস॥
নানা কাষ্ঠ আনিয়া থাকেন অগ্নি মাঝে।
সিতে দেহ থর থর দন্তে দন্তে বাজে॥
বসন নাহিক অঙ্গে পরিধান বাকল।
দুখে দুখে তিন জনে হইলা দুৰ্ব্বল॥
মাঘেতে মকরজাত্রা সংক্রান্তি তিথি।
প্রাতস্নান করেন রাম অখিলের পতি॥
দুরন্ত বসন্ত আইল পঞ্চমি তিথি।
ঘটে ডাল পাতি পুজেন দেবি সরস্বতি॥
ফল মুল লক্ষন বনেতে জেঁয়া আনি।
সরেস্বতি করেন পুজা দেব চক্রপানি॥
ফ[া]গুনে দিগুন দুখ পুড়িছে অন্তর।
নিরন্তর পড়ে মনে অজধ্যা নগর॥
অরন্যকাণ্ড গাইল রামের বনবাস।
সুনিতে অপুর্ব্ব কথা পাপের বিনাস॥ ● ॥
(পৃঃ ২১।১-২)

রাম বলেন প্রিয়া জিবনে নাহি আসা।
দুখ দুর করি দোহে খেলি বস্তা পাসা॥
রাম সঙ্গে বসে পাসা খেলেন জানকি।
পন করে খেলেন পাসা লক্ষম কয়্যা সাথি॥
সিতা বলেন হারিলে হার দিব তোমার গলে।
তুমী হারিলে অজরি লইব বলে ছলে॥
কালি রাজি নিলা গোটি জানকি সুন্দরি।
জরদ সবুজ নিলা দয়াময় হরি॥
সিতা সঙ্গে বস্তা রাম খেলেন পাসা সারি।
রামের দু দুয়া পড়িল সিতার দুয় চারি॥

পুন রাম পেলেন দান বড়ে পঞ্চবার।
রাম বলেন সিতা পাসায় পাছে হার॥
জানকি ফেলেন দান পড়ে ছ-তিন নয়।
সিতা বলেন প্রভু দেখি মর জয়॥
পাসা খেলেন রাম সিতা চান চারি পানে।
লক্ষন বলেন মা চিন্তা কর কেনে॥
রাম সঙ্গে জানকি খেলেন পাসা সারি।
হেন কালে এলো মারিচ মায়ারূপ ধরি॥
(পৃঃ ২৮।২-২৯।১)

শেষ,—
আনন্দে লক্ষন সঙ্গে চলিল শ্রীহরি।
সমুখে দেখেন রাম রিস্যমুখ গিরি॥
নানা জাইত বিক্ষ দেখেন পর্ব্বত উপর।
ফল মুলে পরিপুর্ণ্য অতি মনহর॥
চারি দিগে সোভা করে চন্দনের তরু।
থরি থরি ভুথরি তেথরি দেবদারু॥
বকুল বদরি বেল পরম উজ্জল।
অম্ব্র কাটাল আদি নানা ফুল ফল॥
পর্ব্বত দেখিয়া রাম হৈলা আনন্দীতা।
পর্ব্বতে পাইব আজি সুগ্রিব মর মিতা॥
পথশ্রমে ঘর্ম্ম পড়ে বাহিয়া বদন।
হাথে গাণ্ডিবানে পর্ব্বতে উঠে নারায়ন॥
লক্ষন সহিত উঠেন গাণ্ডিবান হাথে
উঠিলা জানকিনাথ পর্ব্বত রিস্যমুখে॥
পর্ব্বতের আনন্দের কথা কে বলিতে পারে
ব্রহ্মার বাঞ্চিত পদ জাহার উপরে॥
পর্ব্বত উপরে প্রভু গাণ্ডিবান হাথে।
পথশ্রান্তে পর্ব্বতে ডাঁড়ান রঘুনাথে॥
অঙ্গের বরন জেন ইন্দ্রনিলমুনি।
অরুননিন্দিত রাঙ্গা চরন দুখানি॥
সুললিত মৃনাল জিনিয়া ভুজদণ্ড।
ডানিনে অজয় তুন বামেতে কোদণ্ড॥
সিংহপুর্চ্চ জিনি উচ্চ মধ্যদেস সোভা।
কত কোটি চন্দ্র জিনি বদনের আভা॥
রিস্যমুখ দেখিয়া প্রভু রামের উল্লাস।
অরন্য কাণ্ড সমাপ্ত গাইল কিত্তিবাস॥
কিত্তিবাসের কথা কেবল অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হৈল অরন্যকাণ্ড॥ * ॥

১৪৮। রামায়ণ- কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪+৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—৩৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯—১০ পঙ্ক্তি। লিপিকাল,সন ১২৮৮ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ—,

১৩৪ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

মধ্য,—
ভাদ্র মাসে রঘুনাথ করেন ক্রন্দন।
রাম কন সিতা আর না পাব লক্ষন॥
সিতার অঙ্গ সদৃস করিতাম দরসন।
দেখিয়া করিতাম ভাই সোক নিবারন॥
মুখের সদৃস দেখিতাম বিধুবর।
মেঘে আচ্ছাদিল তাথে গগন উপর॥
নয়ন সদৃস জলে ইন্দু(ন্দী)বর দেখি।
মোর কর্ম্মফলে তারা জলে হৈলা লুকি॥
রাজহংস প্রিতিতুল্য সিতার গমন।
মর কর্ম্মফলে তারা গেলা অন্য বন॥
ডাহুক কোকিলগন নিরন্তর ডাকে।
কতেক উন্মাদ উঠে জানকির সোকে॥
এমনি কান্দিতে তার গেল ভাদ্র মাস।
কিষ্কিন্দাকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কিত্তিবাস॥
(পৃঃ ২৬।১—২)

হিমালএ আছিলেন যুপারশ্ব বির।
বাপ সম্ভাসনে আইসে দুজ্জয় স্বরির॥
পাখ পসারিয়া বির উঠিল আকাসে।
বাপ সম্ভাসনে আইসে মনের হরিসে॥
মহাবির আইসে জেন প্রলএর ঝড়।
পর্ব্বত পাথর গাছ করে মড় মড়॥
দস হাজার হস্তি ঘোড়া আনে নোখে করে।
বিরভাগ সম্পাতি দেখে নয়ান ভরে॥
সম্পাতি বলেন সস্তে সুনহ উত্তর।
বিরভাগ এস রাখি পাখের ভিতর॥
দক্ষিন বাঘেতে থুয়া আইল অনেক দেস।
ত্রিনবুন্দ পর্ব্বতে আসি করিল প্রেবেশ॥
বাপেরে আসিয়া পক্ষ করিল প্রনাম।
বিরভাগ দেখি তবে পিতারে সুধান॥
সম্পাতি বলেন বাছা ভাগের নাহি লেখা।
সুর্য্যসাপে মুক্ত হইলাম সঞ্চারিল পাখা॥
ভারথভুমেতে জন্মেছেন ভগবান।
পিতার সত্ত্য পালিবারে বোন আইলা রাম॥
বনচারি হয়্যাছেন হরি সিতা সঙ্গে করা্যা।
বনে হৈতে রামের লক্ষি রাবন নিল হরা্যা॥
এমন বেলায় প্রভুর কর উপগার।
পিষ্টে করি বিরভাগ সুমুদ্র কর পার॥
বাপের পাখ দেখে পুত্রের হরসিত মন।
একে একে বন্দে বিরভাগের চরন॥

(পৃঃ ৩৬।১-২)

শেষ,—

১৩৪ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

১৪৯। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৪×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—৬৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। অসম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

চারি কাণ্ড পুথি রামাঅনের ভিতর।
সুন্দরাকাণ্ডের কথা সুনিতে সুন্দর॥
পিতা পুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
বানরকটকে আইল দক্ষিন সাগর॥
বানর সকল তথা ছাড়ে সিংহনাদ।
সুমুদ্রের জল দেখি গনিছে প্রমাদ॥
বড় বড় বানরের লম্বা লম্বা পেট।
সাগরের ঢেউ দেখি মাথা করে হেট॥
দিগবিদিগ নাহি সাগর মণ্ডল।
হিল্লোল কল্লোল করে সাগরের জল॥
সাগরের ঢেউ দেখি পর্ব্বতপ্রমান।
দেখিয়া বানরগনের উড়িল পরান॥
সুমুদ্রতরঙ্গ দেখি সভে পেল তরাস।
অঙ্গদ বানরগনে দিছেন আশ্বাস॥

মধ্য,—

জানকি বলেন বাছা হনুমান আস্ত।
প্রভুর মঙ্গল কহ মোর কাছে বস্ত॥
এস পুত্র হনুমান বস্ত মোর কাছে।
প্রানিনাথ দেবর লক্ষন কেমন আছে॥
আনন্দে পুল্লিত হলেন জনকের ঝি।
হের য়েস হনুমান তোরে কোলে করি নি॥
হনুমান বলেন মা সুন তোমারে কই।
জাতি বানর তোমার কোলের জোগ্য নই॥
জগতজননি তুমি ত্রিজগতের মা।
জন্ম সার্থক হকু মাথায় দেহ পা॥

চরন মাথে দেহ মা দেখিএ নয়ানে।
জনম সার্থক আমার হল্য এত দিনে॥
সোক তেজ মুছ মা নয়ানের জল।
আমার ঠাঞি সুন তোমার রামের মঙ্গল॥
দিবস রজনি নাহি সয়ন ভোজন।
সদাই তোমার লেগে রামের রোদন॥
রামের আসির্ব্বাদ মা লক্ষনের নমস্কার।
তোমার সোকে দুই ভাই অস্থি চর্ম্ম সার॥
(পৃঃ ২২।১)

পঞ্চ পাত্র সঙ্গেতে করিয়া বিভিসন।
কান্দিতে কান্দিতে ধরে মাএর চরন॥
তোমার আজ্ঞা লয়্যা মাতা রাবনে বুঝালাম।
বুকে লাথি মারে রাবন অপমান পেলাম॥
জন্মের মত বিদায় হইলাম তোমার পায়।
কি করিব কোথা জাব স্থান বলে দায়॥
নিকসা বলেন তুমি হয়্যাছ অমর।
তুমি ত হইবে বাছা লঙ্কার ইশ্বর॥
লক্ষি এনে সবংসে মরিল রাবন।
তোমার রহিল বাছা রত্নসিংহাসন॥
জন্মান্তরেতে আমি কত অপস্যা করিলাম।
তোমা হেন পুত্র আমি উদরে ধরিলাম॥
মুখ চুম্বন করিয়া করে আসির্ব্বাদ।
পরিপুর্ন হইবেক তোমার মনের সাধ॥
বিভিসন বলেন মা আসির্ব্বাদ কর মোরে।
পদছায়া জেন হরি দেন গো আমারে॥
কুবেরের জেষ্ট ভাই তোমার দাসির দাস।
তার অনুমতি নাও জেয়া হওগা দাস॥
প্রনাম করেন কত নিকসার পায়।
পঞ্চ পাত্রে বিভিসন হইলা বিদায়॥
বিভিসনের স্ত্রী তখন সরমা সুন্দরি।
গলে বস্ত্র [দিয়া] বিভিসনের পায়ে ধরি॥
তুমি ছেড়ে জাবে নাথ তায় নাহি দায়।
দারা পুত্র লয়্যা চল ধরি হরির পায়॥
কন্যা পুত্র রেখে নাথ কোথাও খুধা জাবে।
আমি জদি মরি তবে বধের ভাগি হবে॥
বিভিসন বলে রানি না কর রোদন।
মোর বোলে সেবা কর লক্ষির চরন॥
অবনিতে আছেন মাতা অজনিসম্ভবা।
রাত্রি দিন করিবে তাহার পদসেবা॥
কন্যা পুত্র লয়্যা তুমি তাঁর হয় দাসি।
মাতার পালন তুমি কর্য্য দিবা নিসি॥
পুত্র কন্যা রানি সঙ্গে চলিলা বিভিসন।
সিতার পাদপদ্মে লয়া করেন সমর্পন॥
লঙ্কা হইতে তেড়্যা দিল দসানন ভাই।
দারা পুত্র রাখ আমি রাম পাসে জাই॥
রাবনের না রাখিব করিতে তর্পন।
তোমার পাদপদ্মে রানি করিনু সমর্পন॥
(পৃঃ ৫৭।১-২)

শেষ,—

রামচন্দ্র বলেন বাছা পবনকুমার।
কিরূপে হইব বাছা সাগরের পার॥
জত জত বানর এসেছে দেসে দেসে।
তোমার বিক্রম জেনে দেসে দেসে ঘোষে॥
ছোট বানর হনু সাগরের পার।
ভুবন ভরিয়া জস ঘুসিব সংসার॥
রামের বচনে বির করি দণ্ডবত।
টান দিয়া আনে বির দুর্জ্জয় পর্ব্বত॥
বিরভাগ সহিত রাম দেখেন আনন্দে।
সেই পাথরে নল বির দস জোজন বান্দে॥
সতেক জোজন নল বান্ধিল সাগর।
রাম জয় ধ্বনি দিছে জতেক বানর॥
সত জোজন বান্ধা গেল দিগেত দিঘল।
দস জোজন জাঙ্গাল আড়ে পরিসর॥
ব্রহ্মা আদি তুষ্ট হৈলা অষ্ট লোকপাল।

সাগরেতে রামচন্দ্র বান্ধিলা জাঙ্গাল ॥
রাম বলেন হব সত্তে সাগরের পার।
রাবন মারিয়া করিব সিতার উর্দ্ধার ॥
সবংসেতে বধিব লঙ্কার মক্ষ রাজা।
সেতবন্দে কর‍্যা জাই ধনুর্ব্বানের পুজা।
পুজা করিবারে জত দির্ব্ব লাগে।
আয়জন করে সব দিছে পাত্রভাগে॥
ঘৃত মধু দধি দুগ্ধ জত উপহার।
দেখিয়া হইলা তুষ্ট বিষ্ণু অবতার ॥
সষ্টি দিবসে ধনুর্ব্বানের করিল বরন।
সপ্তমিতে পুজা করেন শ্রীরাম লক্ষন ॥
অষ্টমিতে পুজা করেন প্রভু ভগবান।
পার্ব্বতি সহিত হর হল্যা মুর্ত্তিমান ॥
নবমিতে পুজা করেন লঙ্কা করিতে জয়।
পার্ব্বতি সহিত সাক্ষাৎ হল্যা মৃত্যুঞ্জয় ॥
হর পার্ব্বতি বলেন প্রভু ভাগ্য করি মানি।
কি কারনে পুজা কর প্রভু চক্রপানি ॥
ভারথভূমে ভগবান হএচ অবতার।
রাবন মারিয়া কর সিতার উর্দ্ধার ॥ ইতি ॥

১৫০। রামায়ণ-অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দরা ও লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার—১৬¾ × ৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ৫৬—২৯৮; /০—৫৲। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০—১১ পঙ্‌ক্তি। দুইখানি পুথি যোড়া দেওয়া মনে হয়। অক্ষর পূর্ব্বাঞ্চলের অনুরূপ। অযোধ্যাকাণ্ড—৫৬—৮৯।২ (অসম্পূর্ণ)। অরণ্যকাণ্ড—৮৯।২—১২২।১ (সম্পূর্ণ)। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—১২২।১—১৪৮।২ (সম্পূর্ণ)। সুন্দরাকাণ্ড—১৪৮।২—১৭৭।১ (সম্পূর্ণ)। লঙ্কাকাণ্ড—১৭৭।১—২৯৮, /০—৫৲(সম্পূর্ণ)।

আরম্ভ,—

প্রনমিয়া জোড় হস্তে কহে প্রজাগন ॥
রঘুর সে রাজা রাম বিদিত সংসার।
চিরকাল রাজপদ না হএ তোমার॥
চারি পুত্র-মধ্যে তোমা রাম হএ জেষ্ট।
বংসের তিলক রাম সর্ব্বগুনে শ্রেষ্ট ॥
শ্রীরাম নৃপতি তোমি কর অজোধ্যাত।
পরম কৌতুকে থাক অজোধ্যার নাথ ॥
এমত কৌতুক সুনি হাসে বির্দ্ধ রাজা।
ধন্ন ধন্ন বলিয়া প্রসংসে সর্ব্ব প্রজা ॥
সর্ব্ব রায্য মিলিয়া জে আদরিল রাম।
মনের বাঞ্চিত মোর সিদ্ধি হৈল কাম ॥
বসিষ্ট আনিয়া রাজা বলিলেক কার্জ্জ।
প্রজার বাঞ্চিত শ্রীরামেরে দিতে রায্য ॥
সেবকবৎসল রাম সর্ব্বলোকপৃয়।
সুভ জোগে শ্রীরামেত রাজধানি দেয় ॥
বিসেস বসন্ত কাল হইল প্রবেস।
শ্রীরামেত দিব রায্য প্রজার আদেস ॥
রাজা বোলে সুমন্ত সত্তরে আন রাম।
প্রজাগনে সিদ্ধি কৈল মোর মনস্কাম ॥
রথে চড়ি সুমন্ত সত্তরে চলি গেল।
শ্রীরামপুরেত গিয়া দ্বারিতে জানাইল ॥

মধ্য,—

নাচাড়ি দির্গছন্দ ॥

বনবাসে রাম জাএ   প্রান মোর বাহির হএ
পাসানে বান্ধিল মো হিয়া।
মোর হৈল মতিনাস   পুত্র দিল বনবাস
এই লোকে মরিমু পুড়িয়া ॥
হাহা রে দারুন বিধি   মোর রাম গুননিধি
দিয়া কেনে না দিলি আমারে।

কি লাগি পাপিনি ঘরে বিধাতা আনিল মোরে
কেনে সন্ধ্যা কৈল দুষ্ট মনে।
হৈল মোর মতি নাস জিবনের নাই আস
জেই ক্ষনে রাম গেল বন।
কি হইল মোরে দিয়া কেমতে ধরাইব হিয়া
কেমতে সহিব জে সন্তাপ।
আমার কর্ম্মেত ছিল আমা ছাড়ি পুত্র গেল
বধু আর লক্ষন কুমার।
কহে কবি কির্ত্তিবাস রামচন্দ্র পদে আস
সুনিতে মনেত দুক্ষ লাগে।
জেবা গাহে জেবা সুনে তারে তুষ্ট ভগবানে
লক্ষি স্থির হএ তার ঘরে॥ (পৃ: ৭১।১)

বসিষ্টেরে সম্বোধিয়া ভরথে বোলএ।
নির্চয় শ্রীরাম রাজা না জাইব দেসএ॥
আজ্ঞা লয় কিরূপে পালিব রাজকাজ।
এতেক সুনিয়া তবে বোলে মুনিরাজ॥
ভরথ আদেস কর রএ রঘুমনি।
কোনমতে ভরথে পালিব রাজধানি॥
এত সুনি কহিতে লাগিল রাজা রাম।
রাজ্যপাট তোমি গিয়া কর নন্দিগ্রাম॥
পাত্র মিত্র তথাতে লইয়া রাজ্যখণ্ড।
অজধ্যাতে গিয়া ধর ছত্র নবদণ্ড॥
অজধ্যা নগরে আসি হৈব নরপতি।
চতুর্দ্দস বৎসর পরে আমি নরপতি॥
এতেক বলিয়া তবে বিদাএ দিল তাকে।
প্রনাম করিয়া দেসে চলে সর্ব্ব লোকে॥
প্রনাম করিল তবে সর্ব্ব জনে জন।
কান্দিতে কান্দিতে দেসে করিল গমন॥
চারি দিগে ভরথেরে বেড়ি জাএ দেসে।
অজধ্যাকাণ্ডে গাহিল পণ্ডিত কির্ত্তিবাসে॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
জার কণ্ঠে ভয় করে দেবি সরেস্বতি।

রামায়ন পুন্য সাস্ত্র জেবা গাহে সুনে।
ধানে ধনে পুত্রে পৌত্রে বাড়াএ কমললোচনে॥
রামায়ন সাস্ত্র জার ঘরেত থাকএ।
আউ জস লক্ষি তার ঘরে স্থির হএ॥
ইতি শ্রীরামায়নে অজধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত॥

নন্দিগ্রামে রাজা হৈয়া রহিল ভরথ।
আসা দুর হইল না হইল মনোরথ॥
রামভক্ত ভরথ চিন্তএ রহনিসি।
সর্ব্বসুখ এড়িল রাজা হইল তপস্যি॥
পাত্র মিত্র আছে জত আমাত্ত প্রধান।
ধরিল সন্নাসিবেস সর্ব্ব মতিমান॥
বৃক্ষছাল পৈরে মৃগচর্ম্মেত সয়ন।
এই মতে রহিল ভরথ সত্রুঘন॥
নৃপতির জেই বেস সব পাত্রগন।
রামসোকে সেই বেস ধরে সর্ব্বজন॥
রামের আদেস ছারে অজধ্যানগরি।
নন্দিগ্রামে রহিলেক করি দিব্যপুরি॥
প্রভাতে পাদুকা দুই নমস্কার করি।
মৃগচর্ম্মে বসি রাজ্য পালে অধিকারি॥
দিব্য গন্ধ পুস্প মালাএ পানাই পুজা করি।
উপরে ধবল ছত্র পানাইতে ধরি॥
তার তলে দিব্য স্থান করি মনোরম।
মাথে জটা ভরথ রাজা বৈসে মৃগচর্ম্ম॥
সিংহাসনে থুইয়া উপরে ধল ছত্র।
তার তলে বসি রাজ্য করএ ভরথ॥
কৌসল্যার আজ্ঞা লৈয়া করে রাজকার্জ।
হেন মতে ভরথে পালএ পিত্রিরাজ্য॥
(পৃ: ৮৯।২—৯০।১)

ঝাটে চল বিরবর জানকি উদ্দেস কর
সিগ্র জায় লঙ্কার ভিতর।
শ্রীরামের চন্দ্রমুখি আমি সবে নাহি দেখি
বিধি কৈলে দেখিমু তাহানে॥

ভয়ঙ্কর নিসাচরি দেখি মহাভয় করি
তার মধ্যে সিতা সুবদনি।
কে দির তাহার পানি কান্দি পোসাএ রজনি
ব্যাগ্রকোলে জেহেন হরিনি॥
তোমি গিয়া সাগর পার বানরে [ক]র নিস্তার
কটকের হৈব মহা জস।
রাম লক্ষন হরসিত সুগ্রিব জে সানন্দিত
ঘুসিবেক তোমার সাহস॥ ইত্যাদি
(পৃঃ ১৫।১।২)

কহিবারে লাগিলেক রানি মন্দোদরি॥
হস্ত জোড় করি কহে প্রনতি বচন।
অনাথের নাথ তুমি অনাদিনিধন॥
তুমি জল তুমি স্থল তুমি জজ্ঞ ধর্ম্ম।
ত্রিভুবনজিব তুমি পুরু সোনাতন॥
সুখাইব সমুদ্রজল দুরে জাইব নির।
ধর্ম্মসাস্ত্র না থাথিব কবিলির থির॥
চন্দ্র সুর্য্য না থাথিব সাস্ত্র ধর্ম্ম বেদ।
জুগে জুগে তোমার বচন নাহি ভেদ॥
কির্ত্তিবন্ত ধর্ম্ম তুমি পুরু সোনাতন।
আপনার সত্য রাখ আমার জিবন॥ * ॥

নাচাড়ি॥

জোড় হস্তে বোলে রানি সুন প্রভু চক্রপানি
নিবেদন সুন জগন্নাথ।
তুমি ত্রিভুবনগতি প্রলয় উৎপতি স্থিতি
মোর দুক্ষ নিবেদিমু কাতে॥
জখনে প্রলয় কালে সংসার ব্যাপিত জলে
মিনরূপে উদ্ধার বেদ চারি।(পৃঃ২০/।১-২)

শেষ,—

কলস লৈয়া নিল বির উঠিল আকাস।
প্রভাত সমএ আইল সুগ্রিবের পাস॥
জল লৈয়া সুসেন জে চলিল সত্তর।
প্রভাতে চলি আইল সুগ্রিব গোচর॥
সতবলি মহাবির লইলেক পানি।
সুগ্রিব গোচরে যাইল পোসাইতে রজনি॥
গএ গবাক্য সরভ গন্দ জে মাদন।
মহিন্দ দ্বিবিধ আদি গবাক্য চন্দন॥
ইন্দ্রজাল দধিগাল প্রসন্ন পলাসে।
বির সবে তির্থজল আনিল কলসে॥
রাজাগন পাত্রগন শ্রীরামের স্থান।
উপাদান জল আনি কৈল পরিমান॥
সুবর্ন্নের খাটে রাম জানকি সহিত।
সরজুর জলে স্নান করিল নির্চিত॥
বস্ত্র অলঙ্কার পৈরে গলে রত্নহার।
সিরেত মুকুট সোভে বিচিত্র আকার॥
চন্দ্র সুর্য্য দিপ্তি জেন করে অলঙ্কার।
নানান সুগন্দ পৈরে কস্তুরি অপার॥
নারি সব মিলি দিল অর্গ জে মঙ্গল।
জোকারের ধ্বনি হৈল নগরে নগর॥
সুভক্ষনে চলিল…… …

——

১৩১। রামায়ণ—অযোধ্যা হইতে উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৮+৭ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—৩৪—৪৫৭। অযোধ্যাকাণ্ড—৩৪-৬৬; সম্পূর্ণ। অরণ্যকাণ্ড—৬৭-৮০, সম্পূর্ণ। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—৮১-৯৪; সম্পূর্ণ। সুন্দরাকাণ্ড—৯৫-১২৫; সম্পূর্ণ। লঙ্কাকাণ্ড—১৬৬-৩৫৪; সম্পূর্ণ। উত্তরাকাণ্ড—৩৫৫-৪৫৭; সম্পূর্ণ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১-১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল ১২০৪ ত্রিপুরাব্দ। অক্ষরের ছাঁদ পূর্ব্বদেশীয়। ১২৬।২ ও ১৪১।২ পত্রে কবি ষষ্ঠীবরের ভণিতা এবং ৪৫৫।১, ৪৫৬।২ ও ৪৫৭।২ পত্রে ভবানীদাসের ভণিতা পাওয়া যায়।

আরম্ভ,—

সুর্য্যবংস পুন্যকথা সুধারস জিনি।
মন দিয়া সুন কহি অজধ্যাকাহিনি॥
ধনুক ভাঙ্গিয়া চেলে রাম হৃসিকেস।
বিভা করিআ চারি ভাই আসিলেক দেস॥
কৌসল্যা সুমিত্রা আদি সখিগন লৈয়া।
পুত্রবধূ সব নিল মঙ্গল করিয়া॥
সিতা সমে চারি বধু চলিল বাসর।
আনন্দে পুলক দসরথ নৃপবর॥
ধন রত্ন দিয়া কৈল ব্রাহ্মন বিদাএ।
রাজা প্রজা সম্বাসিয়া নিজ পুরে জাএ॥
সর্ব্ব নারিগন এড়ি হরসিত মনে।
কেকৈর মন্দিরে রাজা গেলেন তথনে॥
সিতা সঙ্গে রামচন্দ্র হরসিত মনে।
বৈকুন্ট ভুবনে জেন লক্ষি নারায়নে॥
বিবাহ করিয়া তিনসত বৎসর।
একত্রে আছিল বেসে চারি সহোদর॥

মধ্য,—

ভরথে প্রজার স্থানে কহেন প্রকাসি।
কি ছার জিবন মোর রাম বনবাসি॥
দুই ভাই হইল মোর তপস্বির ভেস।
পরিয়া বৃক্ষের ছাল জটা ধরে কেস॥
গৃহবাস ছাড়িল রাম তেজিল অন্ন জল।
আজি হোতে আমিহ চাড়িলু অন্ন জল॥
ভুমিত সয়ন রাম ছাড়িয়া সিংহাসন।
আজি হোতে আমার জে ত্রিনের সয়ন॥
জাবত আইসএ ভাই অজধ্যা দেসেত।
তাবত থাকিব আমি নন্দি গ্রামেত॥
সিঘ্র চল সক্রঘন ব্যাজ নাই আর।
ছত্র নবদণ্ড জথা সিংহাসন জার॥
আজ্ঞা পাইয়া প্রজাগন চলে অনুক্রমে।
তপস্বি ভরথ রহে সেই নন্দিগ্রামে॥
ভরথের পাএ পড়ি চলে সক্রঘন।
কান্দিতে কান্দিতে চলে অজধ্যা ভুবন॥
সাত দিনে গেল সৈন্য অজধ্যা নগর।
পাদুকা থুইল নিয়া ছত্রের উপর॥
রামের পাদুকা দুই সিংহাসনে থুইয়া।
কার্য্য করে সক্রঘন পাদুকা আজ্ঞা লইয়া॥
তপসির ভেস ধরে জত পাত্রগন।
ধর্ম্মনিতি পালে জত বির সক্রঘন॥
এহি মত প্রজা রহে অজধ্যা ভুবন।
সুনিতে শ্রবনসুক পাপ বিমোচন॥
রামের চরিত্র জেই জনে সুনে গাহে।
ইহ লোকে সুকে থাকে মৈলে স্বর্গে জাএ॥•॥
ইতি অজধ্যাকাণ্ট সমাপ্ত॥ (পৃঃ ৬২)

অরণ্যকাণ্ডের আরম্ভ,—

ভরথেরে বিদাএ দিল রাম রঘুপতি।
গয়া করিবারে গেল জানকি সংহতি।
জানকিরে থুইলেক মন্দির প্রহরি।
পিণ্ডসর্জ্জ আনিবারে গেল নরহরি॥
দস দণ্ড গইয়া জাইতে আছে কাল।
পিণ্ড খাইতে আইল দশরথ মহিপাল॥
জানকিরে আসির্ব্বাদ কৈল দসরথ।
পিণ্ড দেয় জানকি দোব তোমার হস্তগত॥
পুত্র অর্পিব তোমার রাম সমসর।
সহিতে না পারি আমি খুধাএ বিধর॥
(পৃঃ ৬৭।১)

অরণ্যের শেষ,—

কহেন লক্ষন বির নয়নে বহএ নির
উঠ উঠ প্রভু রঘুনাথ।
তোমার সিতার তরে সমুদ্র বান্ধিমু সরে
অগ্নিবৃষ্টি করিব লঙ্কাত॥
জদি পায় রাবন লাগ জেহেন খুদিত বাগ
জেন ম[া]রে বনের সুকর।

সুক্ষ মুক্ষ ধনুর্দ্ধর প্রধান অন্ত নিসাচর
মুহি হইলাম সন্তানের কাল ॥
ইন্দ্রজিত আদি করি সংগ্রামেত নাম ধরি
জানকিরে আনিমু লিলাএ।
সুনিছি সাস্ত্রের বানি কহিছে বসিষ্ঠ মুনি
কর্ম্মফল ভুগিলে সে জাএ ॥
ই সকল কথা সুনি কহিলেক রঘুমনি
আইল লক্ষন ধনুদ্ধর।
কুবের বরুন জম সেহ নহে তোমার সম
গুষ্টির তিলক তুমি বির ॥
প্রভাত সমএ বেলা প্রচণ্ড নিদাগ গেলা
জানকির হইল দুর্গতি।
প্রচণ্ড ধনুক হস্তে বিচারিতে বনপথে
চলিলেক রাম মহামতি ॥ *

ইতি অরন্যাকাণ্ড সমাপ্ত ॥ * ॥ ইতি সন ১২০২ তারিখ ২২ আগ্রান ॥ এহি পুস্তকের কর্ত্তা শ্রীজুত শ্রীকৃষ্ণনাথ অস্য ॥ * ॥ সহাক্ষর শ্রীরামনারায়ন ধুপী ॥ রোজ মঙ্গলবার রাত্রি এক প্রহর গতে সমপুস্ত ॥ (পৃঃ ৮০।১)

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের আরম্ভ,—

এক রাত্রি তথাতে রহিয়া দুই জন
প্রভাতে উঠিয়া রাম করিল গমন ॥
ঋস্যমুখ পর্ব্বতে গেলেক চলিয়া।
চমৎকার হই কপি রাঘব দেখিয়া ॥
সুগ্রিবে বোলেন আইসে দুই ধানুকি।
এথা হোতে চল জাই আরখানে থাকি ॥
সুগ্রিবের বাক্য সুনি হনুমান বির।
লম্প দিয়া উঠে বট বৃক্ষের উপর ॥
দুই ধনুদ্ধর দেখি তপস্বির বেস।
সৈন্ত সেনাপতি কিছু নাহিক বিসেস ॥
উঠিল সকল কপি গাছের উপর।
দেখে দুই পুরুস জে আইসএ সত্তর ॥
জাম্বুবানে বোলে রাজা স্থির কর মন।
ই দুই কথাতে জাএ জিজ্ঞাস কারন ॥
তপস্বির বেস ধরি করহ বিচার।
কথা হোতে আসিআছে ই দুই কুমার ॥
তাহা সুনি সুগ্রিবে আদেসে হনুমান।
তা সুনিয়া হনু হইল তপস্বি সমান ॥

(পৃঃ ৮১।১)

কিষ্কিন্ধ্যার শেষ,—

বালির অসৌচ কর্ম্ম জদি নির্ব্বহিল।
সুগ্রিব করিতে রাজা মন্ত্রি সব আইল ॥
সুভক্ষন করিয়া মিলিল রার্য্যখণ্ড।
সিংহাসনে বসিল ধরিয়া নবদণ্ড ॥
সমুদ্রের জল আনি কৈল অভিসেক।
দানধর্ম্ম নরপতি করিল অনেক ॥
আছিল সুগ্রিব রাজা দেস দেসান্তরি।
রামের প্রসাদে হইল রার্য্য অধিকারি ॥
তার সেসে অঙ্গদেরে কৈল যুবরাজ।
অভিসেক করিয়া সপিল রাজকাজ ॥
সুগ্রিবের অভিসে জেই জনে সুনে।
সম্পদ বাড়এ লক্ষি থরে দিনে দিনে ॥
কিত্তিবাস পাণ্ডিতের মধুর বচন।
কিষ্কিন্ধ্যাতে বালি রাজা হইল নিধন ॥ * ॥

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সুগ্রিব অভিসেক বালিবধ। * ॥ এহি পুস্তকের কর্ত্তা শ্রীশ্রীকৃষ্ণনাথ অস্য সয়াক্ষরমিদং শ্রীরামনারায়ন ধুপি সাং চাণ্ডপুর ॥ (পৃঃ ৯৪।১-২

সুন্দরাকাণ্ডের আরম্ভ,—

বরিসা বঞ্চিতে রাম গেল মাল্যবান।
সিতাক ভাবএ রাম করিয়া খেয়ান ॥
মাল্যবন্ত পর্ব্বতেত রাম ধনুর্দ্ধর।
তথাতে বঞ্চিতে রাম বান্ধিলেক ঘর ॥

হাহা পূরা করিয়া কান্দএ একশ্বর।
সান্তাইতে না পারে লক্ষন ধনুদ্ধর॥
সোকে আউ সেস হএ বুদ্ধি হএ নাস।
মহাজন সোকে কথা হইছে হতাস॥
জিএ মরে সিতা দেখি করহ বিচার।
সত্রু সংহারিয়া কর সিতার উদ্ধার॥
লক্ষনপ্রবোধে রাম হইল সুস্থির।
লক্ষন কুমার তবে হইল বাহির॥
রাম স[া] স্তাইয়া গেল ফল আনিবার।
সোকাকুলে ভুমিতে পড়িছে সুন্ন ঘর॥ * ॥

লাচাড়ি ॥

সুন্য ঘরে রঘুপতি আলিঙ্গীয়া বসুমাত
পড়ি আছে ভুমির উগরে।
লক্ষনে আ সিয়া দেখে আঘাত মারিয়া বুকে
কান্দিতে লাগিল মহাবিরে॥
অনন্ত সয়ন ছাড়ি • হইছ খিতি অবতরি
জগতে নাহি তোমা সমসর।
রাজচক্রবর্ত্তি হইয়া পত্নিসোকে মোহ পাইয়া
পড়ি আছ ভুমির উপর॥
দ্বাদস বরিস কালে কাকাসুর বির মারে
সুভাহুরে করিলা নিধন।
মুনিজজ্ঞ রাখি জবে মহিমা লভিলা তবে
ত্রিজগতে রাখিলা ঘোসন॥

(পৃঃ ৯৫।১)

সুন্দরার শেষ,—

হাতে ধরি সুগ্রিবেরে দিল আলিঙ্গন।
তোমার প্রসাদে মিত্র সাগর বন্ধন॥
অঙ্গদ হনুমান সুসেন সম্পাতি।
নল নিল আদি করি জত সেনাপতি॥
গয় গবাক্ষ্য আর গন্ধ জে মাদন।
ছোট বড় বানর প্রসংসে জনে জন॥
ত্রিভুবনে রহিব তোমার জসের ঘোসন।
তুমি সব সোহাএ হইল সিতার মোচন॥
বানর কটকে করে জয় জয় রোল।
তোমার বান সহে হেন নাহি ক্ষিতিতল॥
আপনে গোসাঞি তুমি বিষ্ণু অবতার।
তোমা বানে রাবন রাজা হইব সংহার॥
ব্রহ্মা আদি দেবে রাম দিতে নাহি সিমা।
নরে কি বোজিব রাম তোমার মহিমা॥
গ হর্ত্তা জে ব্রহ্মহর্ত্তা সুরা করে পান।
তথাপিহ রামনামে হএ পরিত্রান॥
বানরবল শ্রীরামের করিল আশ্বাস।
সোন্দ্রাকাণ্ডে সোন্দর গিত গাহিল কিৰ্ত্তিবাস॥

ইতি শ্রীরামায়নে সোন্দ্রাকাণ্ড সমাপ্ত॥ সহাক্ষ্যরমিদং শ্রীরামনারায়ন ধুপি॥ এহি পুস্তকের কর্ত্তা শ্রীশ্রীকৃষ্ণনাথ অস্ত॥ বাড়ি সাং রাজাপাড়া॥

উত্তরাকাণ্ডের শেষ,—

লব কুস দুই ভাই কান্দিয়া বিথল।
বাপ খুড়া অদ্রসনে হইল পাগল॥
বিভিসন জাম্বুবান বালির নন্দন।
হনুমন্তে সান্তাইল মধুর বচন॥
লোকাচার কর তুমি শ্রাদ্ধ তর্পন।
আম সব চলি জাই আপনা ভুবন॥
রার্য্য পাট সিংহাসন সকল তোমার।
সোকে দগ্ধ না হইবা শ্রীরামকুমার॥
বিদাএ করিয়া আমি সব চলি জাই।
আপনার রার্য্য পাট পাল দুই ভাই॥
বিভিসন প্রভৃতি রজদ সন্যগন।
সকল চলিয়া গেল আপনা ভুবন॥
বাল্মিকি পুরানে গাহে রাম সর্গ আরোহন।
সুনিলে অধর্ম্ম হরে পাপ বিমোচন॥

একমন চির্ত্ত দিয়া সুনে জেই জন।
রামের প্রসাদে তার বাড়ে ধন জন॥
শ্রীরামের গুন দিতে নাহি ত্রিভুবনে।
সুনিলে জে পাপ খণ্ডে সুন সর্ব্বজন॥
ধনে জনে বাড়ে সে জে হএ স্বর্গবাস।
নিশ্চল হইয়া লক্ষ্মি থাকে তার পাস॥
শ্রীরামচরিত্র কহে শ্রীদাস ভবানি।
বন্দিল পাচালি কিছু জানি বা না জানি॥*॥

ইতি শ্রীরা[মা]য়নে শ্রীরামচন্দ্র সর্গ আরোহন সমাপ্ত॥*॥ স্বহাক্ষরমিদং শ্রীরামনারায়ন ধুপীয়স্য॥ প্রগনে মেহারকুল বাড়ি সাকিম চণ্ডিপুর॥ জথা দিষ্টং ইত্যাদি। ইতি সন ১২০৪ ত্রিপুরা তারিক ১৬ আস্বিন॥ রোজ সমবার বেলা দুই দণ্ড থাকিতে পুস্তক সমাপ্ত॥ এহি পুস্তকের কর্ত্তা শ্রীশ্রীকৃষ্ণনাথ যস্য প্রগনে সাকিম তথা বাড়ি মৌং রাজাপাড়া॥

১৫২। শতস্কন্ধ রাবণবধ।

(অদ্ভুত রামায়ণ)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলাট কাগজ। আকার, ১৪$\frac{১}{২}$ × ৪$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—২২। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭—৮ পঙক্তি। লিপিকাল—সন ১২৩০ সাল। সম্পূর্ণ। অক্ষরের ছাঁদ পূর্ব্বাঞ্চলীয়। প্রথম পাতার অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আরম্ভ,—

প্রনমহ নারায়ন জএ রঘুনাত।
অপার মহিমা প্রভু ভুবন বিক্ষাত॥
প্রিথিবির ভার প্রভু তরিবার কারন।
রামরূপে অবতার মৈর্ত্য ভুবন॥

মধ্য,—

তার পাছে ছাড়িলা বান নামে নিশাকাল।
দেবগনে বলে আজি ঠেকিল জঞ্জাল॥
ব্রহ্ম অস্ত্র ছাড়িলা রাক্ষস বধিবারে।
দেখি সতকন্দ বির লাগে হাসিবারে॥
বান খাইয়া সতকন্দ ভাবিল অন্তরে।
আমা সম অভার্থ নাহিক সংসারে॥
আপনা নিন্দিআ রাম কহেত আপনে।
এত দিনে অপজস হইল অখনে॥
অখনে থাকিত জদি বির হনুমান।
জুদ্ধ জিনিআ বিরে করিত সম্মান॥
সঙ্কটে পড়িআ ডাকি আইস হনুমান।
অক্ষনি আসিআ বাপ কর জুর্দ্ধ্যথান॥
হনুমান বলি জদি ডাকিলা রঘুবর।
লঙ্কাতে থাকিআ তবে জানিল বানর॥
আচম্বিত কান্দি উঠে শ্রীরাম বলিআ।
ফাপর হইল বির অনেক কান্দিআ॥
হনুমানে বলে রাজা সুন দিআ মন।
আমাকে ডাকিলা প্রভু কিসের কারন॥
রাজা বলে জায় তুমি বির হনুমান।
আজ সে কান্দিআ উঠে আমার পরান॥
শ্রীরাম ভাবিআ বির পবননন্দন।
লাম্ফ দিআ উঠে বির গগনমণ্ডল॥
অজর্দ্ধ্যাএ আসাল জদি বির হনুমান।
আচম্বিত অজর্দ্ধ্যা পুরি হইল কম্পমান॥
রাম বলে লক্ষ[ন] ভাই কি হইল আমারে।
এই আসে সতকন্দ জুর্দ্ধ্যা করিবারে॥
কি হইল কতা জাব ভাবএ লক্ষন।
কথাএ রাখিমু ভাই এই পরিজন॥
এতেক সুনিআ রাম কান্দিআ বিকল।
হেন কালে হনুমান পড়ে ভুমিতল॥
রামে বলে লক্ষন ভাই হে দেকসিআ।

পদতলে পর্ব্বত প্রাএ রইছে পড়িআ ॥
মুক দেখি চিনিলেক বির হনুমান।
আইস আইস বলি কুলে লৈলা ভগবান ॥
রামে বলে সুন বাপ পবননন্দন।
কুন ভএ পাইয়া বাপ পড়িলে চরন ॥
চরনে ধরিআ বলে পবননন্দন।
কি হেতু ডাকিলা মরে কমললচন ॥
তিন বার নাম ধরি ডাকিছ রঘুনাত।
রহিতে না পারি প্রভু আসীছি সাক্ষ্যাত ॥
রামে বলে আইস বাপ পবননন্দন।
সত্রুর বিক্রমে বাপ ডাকিছি অক্ষন ॥•
প্রসাদ দিতে ন[া]রি সুজিতে ন[া]রি ধার।
এক প্রসাদ দিতে আছএ আমার ॥
জে কালে জে বাক্য বলি না কর লঙ্গন।
হনুমান কুল দিলা শ্রীরাম লক্ষন ॥
সিবে বলে কৈত্তুক দেখএ দেবগন।
সাফল্য জিবন তার পবননন্দন ॥
জে পদ ভাবিআ না পাএ দেবগন।
সুভক্ষনে জন্মিআছে পবননন্দন ॥
সিবে বলে বৈকণ্ঠে হইব তুমা স্থান।
ইন্দ্রদেবে দিব তুমা পারিজাদ মান ॥

(পৃঃ ৯।১—১০।১)

শেষ,—

অগস্থ মুনিরে প্রনাম করিলা দুই ভাই।
সতকন্দের বদ কথা [জিজ্ঞা]সে মুনি ঠাঁই ॥
অগস্থ মুনিএ বলে আমি ত না জানি।
সকল কহিতে পারে জনকনন্দিনি ॥
এতেক সুনিআ রাম মুনির বচন।
উপস্থিত হইলা গিআ সিতার ভুভন ॥
রামে বলে সুন সিতা অপুর্ব্ব কথন।
সতকন্দ রাবন তবে বধিল কুন জন ॥
সিতা বলে সু[ন] প্রভু দেব দা[মোদর]।
তুমার প্রসাদে প্রভু জিনিছি সমর ॥
রামে বলে কুনরূপে জিনিলা তাহারে।
সে[ই রূপ] ধরি সিতা দেখা দেয় মরে ॥
এতেক সুনিয়া সিতা হরসিত মন।
দিগম্বরি [ভেস সি]তা ধরিলা তখন ॥
অঙ্গ হনে সম্র সীতা হইলা বাহির।
তাহা দেখি কম্পমান [হৈলা র]ঘুবির ॥
প্রনাম করিবার রাম ভাবে মনে মন।
নিজ মুর্ত্তি সিতা দেবি [ধরিল তখন] ॥
রূপ সম্বরিআ তবে সীতা দেবি হাসে।
সিগ্রে আসি রামের বসিলা বাম পাসে ॥
* * আ রাম স্থির কৈল্যা মন।
আনন্দিত হৈল সব অজদ্ধা ভুভন ॥
রাম দেসে আইলা * * * ইলা নারিগন।
ধান্য দুর্ব্বা লৈআ আইলা রাম সম্বাসন ॥
কসল্যা সমি[ত্রা আইলা] রাম বিদ্দমানে।
প্রনাম করিলা দুইএ মাএর চরনে ॥
আসির্ব্বাদ দিলা দেবি [শিরে দিআ] হাত।
ত্রিভুভনবিজই হউকা প্রভু রঘুনাত ॥
রাম লক্ষন দেখি দেবি হরসিত হৈআ।
ধান্য দুর্ব্বা সিরে দিলা মঙ্গল করিআ ॥
হেনকালে আসিলা ভরথ সত্রুগন।
দুই ভাইএ বন্দিলেক শ্রীরামচরণ ॥
একঅত্র হইলা জদি চারি সহদর।
আনন্দে অবধি নাহি অজদ্ধা নগর ॥
হেন কালে সাক্ষাত আসিল হনুমান।
প্রনাম করিআ কহে শ্রীরামের স্থান
রামে বলে সুরিদ তুমি পবননন্দন।
তুমি চলি জায় তবে কনকভুবন ॥
তুষ্ট হইআ রঘুনাতে দিলা গলার হার।
বিভিসনকে কহিয় কুসল সমাচার ॥

লঙ্কা নিরক্ষন বাপ পবননন্দন।
বিভিসনকে কৈয় জেন না করে **সন॥
চলি জাএ প্রনাম করি বির হনুমান।
গগনমণ্ডলে বিরে [উঠে ততক্ষন]॥
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্য বিসেস।
সকলে বলএ হরি রাম আইল দেস॥

ইতি সন ১২৩০ সাল বাঙ্গালা মাহে ৮ আসাড় রুজ সনিবার দেড় পসর উদন এই পুস্তক সমাপ্ত॥ লেখীতং শ্রীমুহননাত প্রগনে জফরগড় মৌজে তের্থারিআ॥ অলদে অথাইনাত॥

১৫৩। শতস্কন্ধ যুদ্ধ।

(অদ্ভুত রামায়ণ)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার—১৪¾+৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—১৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯—১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল—সন ১২৫১ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

হেন নাম লইয়া কর শরির পবিত্র।
শুনিলে জাহার নাম মহীমা চরিত্র॥
ভগতবৎসল প্রভু করুনাসাগর।
অনাদি নিধন প্রভু দেব গদাধর॥
লিলায় স্বরূপ পুনি ধরিলা নারায়ন।
দুষ্টের প্রলয় করে স্রিষ্টের পালন॥
পালিয়া বাপের সত্ত বনেত আসীলা।
রাজা হইয়া রঘোনাথ সীঙ্গাসনে বৈলা॥
আসীলা রগস্ত মুনি রাম বির্দ্দমান।
পার্দ্দ অর্গ দিলা রাম বন্দিলা চরন॥
মোনি বুলে সংসার রাখিলা নারায়ন।
দেবগনের বৈরি মারি লঙ্কার রাবন॥
রামে বুলে [ি]নরবধি জত বিড়ম্বন।
আর যুদ্ধ না করিবো সুন তপুধন॥
এমত দুস্কর যুদ্ধ করে কোন জন।
এথেক কহীলা তবে কমললোচন॥
সুনিয়া হাসীল তবে মহাতপুধন।
রামে বুলে মুনিবর হাস কী কারন॥
মোনি বুলে পুরানে সুনিছি নারায়ন।
সতকন্দ নামে রাবন আছে একজন॥
সর্পের নন্দন সেহী থাকয়ে পর্ব্বতে।
এথেক সুনিলা রাম মোনির মোথেতে॥
মোনিতে বিদায় হইয়া কমললোচন।
সিতার ভুবনে রাম করিলা গমন॥

মধ্য,—

রঘুনাথ পড়িলা জদি বার্ত্তা পাইলা সার
রাহা প্রভু বলি সিতা কান্দিলা অপার॥
মাতুল আশ্রমে গেছে ভরথ সত্রোঘন।
রাম লক্ষন বার্ত্তা জানিব কুন জন॥
সিতা বুলে হনুমান বালএ তোমারে।
রামারে লইয়া চল প্রভুর গোচরে॥
এথেক বলিয়া সিতা হইলা বাহির।
প্রীথিবি জিনিতে সিতা ধরিল শরির॥
দেখীয়া সিতার রূপ পবননন্দন।
নাচিতে নাচিতে করে চরন বন্দন॥
কটিতে কিঙ্কিনি বাজে চরনে নপুর।
কণ্ঠেতে তুলিয়া দিল হারের কেজোর॥
পদভরে প্রিথিবি করএ টলমল।
মাথার মকুট ঠেকে গগনমণ্ডল॥
মেবখড়্গা সিতা দেবি করিলা বাহির।
মার মার করি জেন রনে চলে বির॥
মহাসব্দ করি সিতা দিলা দরসন।
দেখি সতকন্দ বিরে ভয় পাইল মন॥

(পৃঃ ১২।২)

শেষ,—

কির্ত্তীবাষ পণ্ডীতের বিক্ষ্যান বিসেস।
সর্ব্বান্ত্রে বলয়ে হরি রাম আইল দেষ॥
শ্রীরামচরিত্রকথা যুনে জেবা জন।
ভবসিন্ধু তরি জায় রামের চরন॥

ইতি সমাপ্ত···॥ সন ১২৫১ এক পঞ্চাষ সন মাহে ৫ ভাদ্র রোজ সোমবার···সকীয় পুস্তক শ্রীল শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর রায় চৌধুরি সাকীন রৌহা পরগনে ভাওাল হিস্যে ॥৵০ আনী সামীলে জমীদারি শ্রীযুক্ত গোলোকনারায়ন রায় চৌধুরী মহাসয় সহক্ষরমেতৎ শ্রীকাশীপ্রসাদ রায় সাং চৌহা ওলদে বিষ্ণুপ্রসাদ রায় চৌধুরি মোতফা···

১৫৪। শতস্কন্ধ যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার—১৪½ ×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—৯। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি। খণ্ডিত। অক্ষর পূর্ব্বাঞ্চলের অনুরূপ।

আরম্ভ,—

প্রনমহু নারায়[ন] জএ রঘোনাথ।
অপার মহিমা প্রভু ভুবন বিক্ষাত॥
পৃথিবির ভার প্রভু খণ্ডাইবার কারন।
রামরূপ অবতার মৈর্ত্ত্য ভুবন॥
সত্যবস্তু দরাসিল কেবল উর্দ্ধার[১]।
দাতাবস্তু করুনাসিন্ধু রাম রবতার॥
সুনিতে জার নাম মহিমা চরিত্র।
হেন নাম লৈআ কর সরির পবিত্র॥
ভকতবচ্ছল হরি করুনাসাগর।

* * * * *

হেন নাম লঞা কর সার।
অনাদি নিধন প্রভু করুনার সাগর॥
লিলাএ সরূপ তবে ধরে নারায়ন।
দুষ্ট সংহারি করে সেষ্টের পালন॥
পালিআ বাপের সত্য রাজ্যেত আসিলা।
রাজা হইআ প্রভু সিঙ্গাসনে বসিলা॥
আসিলা অগস্থ মুনি রাম সম্ভাসনে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মুনির বন্দিলা চরনে॥

১৫২ সংখ্যক পুথির সহিত মিল আছে।

১৫৫। শতস্কন্ধ রাবণ-বধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১২½ ×৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১০-১২, ১৫-১৬, ১৮-২০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

হের দেখ তাহার কোলে নাচে হনুমান।
আমি সিব না হইলাম তাহার সমান॥
বৈকণ্ঠেতে হইব বাপু তোমার জুগ্য স্থান॥
সিব বোলেন ইন্দ্র তুমি পারিজাতমালা।
সেহ মালা দেয় নিয়া হনুমান গলাএ॥
হনুমান বোলে সোন প্রভু নারায়ন।
এ মালা রাখীয়া আমার কোন প্রীওজন॥
এ মা[লা]র মৈর্দ্ধে নাহি রামনাম লিখন।
রামে বোলেন কোলে আইস বির হনুমান॥
তোমার সমান ভক্ত নাহি এ সংসার।
মুখেতে জেমত বাপু দেখীএ তোমার॥

মধ্য,—

উনমর্ত্ত পাগলী সীতা হইল রনস্থল
পদভরে বাসথি হএ রসাতল॥

১। বোধ হয় 'উদ্ধার' পাঠ হইবে।

দেবগনে বোলে সবে এই হইল বল।
ব্রহ্মা বোলে অকালে শ্রীশ্রী হএ তল॥
দেবগনে স্তুতি করে সিতার বিদ্যমান।
অকালে ব্রহ্মার ছিষ্টী নাস কর কেন॥
ব্রহ্মা য়াদি দেবগনে সকলে আসিয়া।
স্তব করে সিতার সমুখেত গীয়া॥
স্তবে বস হইলা তবে জনকনন্দিনি।
দিগাম্বরি রুপ সিতা সম্বরে আপোনি॥
নিজ মুর্ত্তি হইয়া সিতা বোলে ততক্ষন।
অকালেত রাম লক্ষন হইল মরন॥
ব্রহ্মা বোলে মা করি নিবেদন।
এই ক্ষনে জিআ দিব শ্রীরাম লক্ষন॥
যুক্তি করেন প্রজাপতি লইয়া দেবগন।
আগে মাতা জা[য়] তুমি অজোর্দ্ধা ভুবন॥
শ্রীরাম হারাইয়া তুমি ক্ষাকর অন্তরে।
জিয়াইব তোমার রাম কে রাখীতে পারে॥
দেবগনে বোলে মা সোন গ জননি।
এথন জিয়া ওঠিবেন তোমার রাম রঘুমুনি॥
ব্রহ্মার স্তব যুনি সিতা করিলা গমন।
অজোর্দ্ধা নগরে গিয়া দিলা দরসন॥
সর্গে হতে ইন্দ্রে কৈল পুস্প বরিসন।
রাম লক্ষন জিয়া উঠিল ততক্ষন॥
দুই ভাই উঠিয়া দেখে পর্ব্বতের গোড়া।
স্থানে স্থানে সত[স্ক]ন্দের মুণ্ড জাএ গড়া॥
রাম বোলে[ন] হনুমান বুল রে তোমারে।
সতকন্দ বধিল কে কহত আমারে॥
হনুমান বোলে এহা আমিত না জানি।
এহারে কহিতে পারেন অগস্ত মহামুনি॥
(পৃ° ১৮২-১৯২)

১৫৬। শতস্কন্ধের যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার—১২½ × ৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩—৬, ৮, ৯, ২১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। অক্ষরের ছাঁদ পূর্ব্বদেশীয়।

মধ্য,—

সিতা বোলে জদি রনে জাও প্রভু তুমি।
আমারে লইয়া জাও সঙ্গে জাব আমী॥
রাম বোলেন সিতা তুমি বোল অকারন।
স্ত্রি লইয়া যুদ্ধে জাএ বোল কোন জন॥
সিতা বোলেন সোন প্রভু দেব ভগবান।
তুমি রনে গেলে প্রভু রহিব কোন স্থান॥
শ্রীরামে বোলে সিতা সোন মোর বানি।
তুমি গ্রীহে থাক জথা আমার জননি॥
সিতা বোলেন সোন প্রভু দেব ভগবান।
তুমি রনে গেলে আমী তেজিব পরান॥
রাম বোলে সিতা তুমি স্থির কর মন।
রনেতে বধিব সতকণ্টে[র] জিবন॥
সিতা বোলে প্রভু জাদ ছারিয়া জাও মোরে।
তোমার জিবন গেলে ভজিব কাহারে॥
আমা না ছাড়য়া জাইও প্রভু নারায়ন।
তুমি জদি ছাড় মোরে তেজিব জিবন॥
হেন কালে আসিলেন ঠাকুর লক্ষন।
ভাই ভাই বোলিয়া রাম দিলা আলিঙ্গন॥
সিতা বোলে সোনহ [তু]মি [দে]ওর লক্ষন।
আমারে ছাড়িয়া জাইতে চাহেন নারায়ন॥
লক্ষন বোলে দেবি সোন দিয়া মন।
কাহার সহিতে প্রভু করিবেন রন॥
শ্রীরামে বোলেন সো[ন] ভাই রে লক্ষ্যন।
সতকণ্ঠ নামে রাবন আছে একজন॥

লক্ষ্যনে বোলে প্রভু করি নিবেদন।
তাহার সঙ্গে জুর্দ্ধে কোন প্রীওজন॥
শ্রীরামে বোলেন ভাই রাছে এক কথা।
রাবন নামে পাইলে মারিব সর্ব্বথা॥
সিতা বোলে সোনহ দেওর লক্ষন।
সেবক বধিতে চাহেন কমললোচন॥
রামনাম জপে সেহ দড় করি মনে।
হেন সেবকেরে রাম বধিবা কেমনে॥

(পৃঃ ৩।২-৪।২)

শেষ,—

[শ্রীরাম বোলে]ন বাপু পবননন্দন।
তুরিত চলিয়া জাও লঙ্কাত ভুবন॥
তুষ্ট হইয়া রঘুনাথ দিল গলার হার।
বিভিসনে[র] স্থানে কৈইর কুসল সমাচার॥
লঙ্কা রক্ষিতা বাপু থাকিয় আপন।
বিভিসনে জেন কেহ্ণ না করে হিংসন॥
হনুমাণ বোলে প্রভু সোণ দিয়া মণ।
আমী থাকীতে তাহার কার নাই ডর॥
এতেক কহিলা জদি বির হনুমাণ।
বিদাএ হইলা তবে শ্রীরামের পাএ॥
সর্ব্বত্র প্রনাম করি বির হনুমাণ।
গগনমণ্ডলে বির করিল পয়ান॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের **ক্ষা বিশেষ।
সর্ব্বত্র বোলহ হরি শ্রীরাম আইল দেষ॥
ইতি সতকণ্ঠের বুর্দ্ধ সমাপ্ত॥ বি তেরিখ
৩১ শ্রাবন মোকাম লক্ষীগঞ্জ॥

১৫৭। শতস্কন্ধ রাবণ-বধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪×৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

মধ্য,—

জানুকি সুনিলা প্রভু রাম আইলা দেসে।
কান্দিতে কান্দিতে গেলা শ্রীরামের পাসে॥
রাম দেখিয়া সিত[া]র হরিস বদন।
কুসলে আইলা রাম বধিয়া রাবন॥
রাম লক্ষন দুই ভাই বড় লজ্জা পাইয়া।
কোন কর্ম্ম করিলাম অনড় লাড়িয়া॥
বলিবেক রাম লক্ষনের বল নাহি সরিরে।
সিতা উদ্ধারিয়াছিল বনের বানরে॥
হারিলাম কথা জেন লোকে নাহি সুনে।
এইবার বধিব গিয়া দুরন্ত রাবনে॥
এতেক সুনিয়া জদি সিতা চন্দ্রমুখি।
রাম পানে চাহিআ হৈলা সকরুন আঁখি॥
নিজ দেসে থাক প্রভু জুর্দ্ধের কিবা দায়।
রাক্ষসের সঙ্গে জুর্দ্ধ বড়ই সংসয়॥
চর্দ্দ বৎসর প্রভু বেড়াইলে বনে বনে।
তাহাতে হরিল মোকে রাক্ষস রাবন॥
মুঞি অভাগিনি প্রভু জনমদুখিনি।
সেঁবিতে না পারি তোমার চরন দুইখানী॥
শ্রীরাম বোলেন মোর জন্ম খেত্রিবংসে।
তবে মোর অপজস ঘুসিবেক দেসে দেসে॥
এতেক সুনিয়া সিতা বুলিলা তখন।
কাত[র] হইয়া সিতা করেন ক্রন্দন॥
সিতা পানে চান রাম আঁখি পাকাইয়া।
রামের ক্রুধ দেখি সিতা চলিলা ফিরিয়া॥

(পৃঃ ৬।১-২)

১৫৮। শিবরামের যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ৯১/২×৩১/২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১-৪, ৭,৯-১১। এক এক পৃষ্ঠায় ৬—৭ পঙ্‌ক্তি। অসম্পূর্ণ। পত্র ছিন্ন ও কীটদষ্ট।

মধ্য,—

রামের সেবক তুমি দেব ত্রিপুরারি।
সিঙ্গায় বলে রামনাম ডুম্বুরে বলে হরি॥
এত সুনি সদাসিব হইল ভাবিত॥
পার্ব্বতি বলেন তোমার জে হয় উচিত॥
দুই জনে পড়ি চল শ্রীরামের পায়।
দয়াশ শ্রীরামচন্দ্র হবেন বরদায়॥
সিব দুর্গা দুই জনে গেলা সিঘ্রগতি।
রামের সাক্ষাতে গিয়া করিলেন স্তুতি॥
নানা মতে নানা স্তব করিতে লাগিল।
ভকতবৎসল রাম দয়া উপজিল॥
শ্রীরাম বলেন সুন আমার বচন।
তোমার্দ্দের দোস নাই ধাতার লিক্ষন॥
অল্পকালে পিতা মোরে দিলা বনবাস।
সিত্যা চুরি হইতে মুঞি হইলাম নৈরাস॥
বোনে বোনে ভ্রমি আমি সিতাকে খুজিয়া।
খুধায় আকুল প্রান জায় বিদরিয়া॥
আমার খুধার কথা সুনিঞা লক্ষন।
ফল নিতে এস্যাছিলো আমার কারন॥
ভাল হইল তোমার সনে হইল মিলন।
লক্ষনের সনে তুমি কর দরসন॥
তোমার্দ্দের দোষ গুন ক্ষেমিলাম আমি।
লক্ষন ভেয়ের লাগি আকুল পরানি॥
কহে কবি কিৰ্ত্তিবাস শ্রীরামের পায়।
সর্ব্বসিদ্ধি হয় তার জে জন সুনায়॥

(পৃঃ ৯া১-২)

১৫৯। রামায়ণ—নরমেধযজ্ঞ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার—১৪+৩৩/৪ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—১৪। এক এক পৃষ্ঠায় ৯—১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪২ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান—বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

এক দিন মহারাজা হরশীত মনে।
বার দিয়া বসিলা রাজা রত্নসিংহাসনে॥
সেবার সেবক জত ধরিল জোগান।
দালান উপরে রাজা করিলা দেওান॥
পাত্র মিত্র বসিলা রাজার সন্নিধান।
হেন কালে আইলেন বশিষ্ট তপোধন॥
মুনি প্রনমিয়া রাজা পড়িলা ধরনি।
বেদ হস্তে য়াসিস করিলা মহামুনি॥
বাসষ্টে দিলেন রাজা বসীতে য়াসন।
পাদ্ব অর্ঘ দিলেন আর সুগন্ধি চন্দন॥
মুনিকে নিবেদন করেন নৃপবর।
রাজত্ত করিলাম দষ হাজার বৎসর॥
সেস দসা হইল রহিল মনস্তাপ।
ব্রহ্মকোপানলেতে মর্য়েছে মোর বাপ॥
সাবরি(র্ণি)ক হইতে মোর জতেক পুরুস
সভে সগর্গ গেছে সগর্গ না গেছে নহুষ॥
জগত উপরে আমী জজাতি নৃপতি।
আমী পুত্র থাকিতে পিতা জাব য়ধগতি।
দান ধর্ম্ম করি কিম্বা করি কোন জজ্ঞ।
কিসে পিতা মুক্ত হব কহ মুনি বিজ্ঞ॥
এত বলি নৃপতি কান্দে উর্চ্চস্বরে।
রাজাকে বসিষ্ট মুনি পরিবোধ করে॥

অন্ন দান ব্রত রাজা করিয়ে নিসেধ।
আমার বচনে রাজা কর নরমেধ ॥
নরমেধ জজ্ঞে পূর্ন্না করিবে জখন।
নহুষ রাজার হব বৈকণ্ট গমন ॥

মধ্য,—

ত্রিপদী ॥

কুষর্দ্ধজ করি কোলে কান্দিয়া সে উর্চ্চরোলে
ঘন ঘন চুম্বু খায় তুণ্ডে।
ওরে অভাগীর বাছা জনম হইল মিছা
কেমনে পড়িবে অগ্নীকুণ্ডে ॥
এ বড় দারুন তাপ দারিদ্র তোমার বাপ
তোমা পুত্র করিল বিক্রয়।
দারুন দরিদ্রো দোসে গুনরাশী বুর্দ্ধি নাসে
বাছাধনে হইল নিদয় ॥
ওরে বাছা কুষর্দ্ধজ খায় জননির রক্ত
জদী জায় বাপের বচনে।
তোমা পুত্র কোলে করি ভব আমী দেসান্তরি
অনল মেটীয়া দিব ধনে ॥
তোমা পুত্র না দেখিআ কেমনে ধরিব হিয়া
ঝাপ দিআ মরিব সাগরে।
নহে বা জোগীনি হইয়া তোমাপুত্র কোলে নইয়া
ভিক্ষ্যা মাগী খাইব নগরে ॥
এমন দৈর্ব্বের ফের ভিক্ষার তণ্ডুল সের
প্রিতি দিন করিয়ে রন্ধন।
জে দিনে জেমন পাই পাচ জনে বেটে খাই
বাড়া ঘাটা না দেখি কখন ॥
জম্ম সে কাঙ্গাল কুলে জম্ম গেল ফল মূলে
অন্ন নাহি ভরিল ওদর।
কভূ অন্ন উপবাস এইরূপ বার মাস
পিতি দিন শ্রাবন ভাদ্রর ॥
হায় রে দারুন বিধি এমন গুনের নিধি
ঘরে হইতে হইব বাহির।
জলন্ত আনলে গীআ কেমনেতে ঝাপ দিআ
পোড়াইবে সার স্বরির ॥
পাপমতি মোর পতি জাইবেক অর্দ্ধগোতি
কেমনে বেচিল বাছাধনে।
দুষ্ট বড় দুরাচারি হইল বর্দ্ধের ভাগী
প্রান তেয়াগীব তোমার সনে ॥
মাএর বচন সুনি কুষর্দ্ধজ মনে গুনি
বলে মায়ে পরিবোধভাসা।
কবি কালিদাষ ভনে শ্রীরামের চরনে
ভাবিআ পদবিন্দু আসা ॥ * ॥

(পৃঃ ৮/১-২)

শেষ,—

দেখিআ বাপের দুঃখ কুসর্দ্ধজ বলে।
মোরে কৃপা করিলেন সেবকবৎসলে ॥
এনেছি অনেক ধন না হৈল পুড়িতে।
সাদরে সারথী আইল আমারে রাখিতে ॥
এত সুনি সির্দ্ধান্তের মনে হইল সুক।
জনার্দ্দন অর্জুনের বাড়িল কোতুক ॥
সুনিঞা পুত্রের কথা করিয়া বয়ান।
মায়ের চরনে গীআ করিল প্রনাম ॥
পুত্র কোলে করিয়া কান্দেন ভদ্রাবতি।
অন্ধকার ছিল বাছা আমার বসতি ॥
মোর পূর্ন্ন ফলে বাপু আইলে ফিরিআ।
পূর্ন্ন ফলে পাইলাম হারা হইআ হিরা ॥
অভাগীর প্রান বাছা ছিল তব ঠাঞী।
তিন দিন অর্ন্ন জল আমী খাই নাই ॥
এত সুনি কুসর্দ্ধজ প্রনমিল মায়।
সুমন্ত সারথি দেখে হইল বিদায় ॥
সির্দ্ধান্ত মুনির হইল দরিদ্রভঞ্জন।
এ কথা সুনিলে হয় পাপ বিমোচন ॥
জজ্ঞাতির নরমেধ জেই জন সুনে।
পাপে মুক্ত হয় সেই বাড়ে ধনে প্রানে ॥

হরিধ্বনি কর সভে মনের হরিসে।
শ্রীরাম বন্দীয়া গাইল পণ্ডীত কিত্তিবাসে॥

——

১৬০। যোগাদ্যার বন্দনা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১২½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—৬। প্রতি ৮ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২১৮ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

যয় জগোধ্যা মাতা খির গ্রামে বাসী।
অবনিতে সিদ্ধপিট গুপ্ত বারানসি॥
বাম হাতে খর্প দক্ষিন হাতে খাণ্ডা।
রাবনের ঘরে মাতা ছিলে উগ্রচণ্ডা॥
তব পুজা রাবন রাজা করে চিরকাল।
তোম্মারে পুজিয়া রাজা জিনিল পাতাল॥
মহিরাবনেয়ে মাতা তুমি হৈলে বাম।
কাঞ্চনাকে[১] হয়্যা নিল লক্ষ্মন শ্রীরাম॥
তার অন্তাসনে গেলা বির হনুমান।
মহির মুণ্ড কাটী তোমায় দিল বলিদান॥
বাম কান্ধে লক্ষ্মন দক্ষিন কান্ধে রাম।
মাথায় প্রতিমা করি আল্য হনুমান॥
অবনিমণ্ডলমধ্যে খির গ্রাম নাম।
খিরতরু বৃক্ষ আছে অতি অনুপাম॥
বিশ্বকর্ম্মে ডাকী আজ্ঞা দিল হনুমান।
অক্ষয় দেউল বিনাই করহ নির্ম্মান॥
হনুমানের আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মা আল্য।
অক্ষয় দেউল বিশ্বকর্ম্মা নিরমিল॥

হরিদত্ত নামে রাজা আছিল সুতিয়া।
সপ্নেতে কহেন কথা সিয়রে বসিয়া॥
কত নিদ্রা জাহ বাছা হয়্যা অচেতন।
কৈলাস ছাড়িয়া আল্যাম তোমার কারন॥

শেষ,—

দুই কর যুড়িয়া ব্যাস্যা করএ স্তবন।
সুন সুন আগো মাতা মোর নিবেদন॥
মো অধমে কর দয়া দেখি অকিঞ্চন।
একমন হয়্যা আমি নইলুঁ স্বরন॥
ভক্ত বুঝি দয়া মাতা না করিবে তুমি।
পরকালে তব চরন পাই জেন আমি॥
আমার কুলেতে বংস জাবত রহিব।
পুজায় সমএ মাগো সংখ পরাইব॥
এতেক করিল স্তব বনিকনন্দন।
ভবনে আইল সিঘ্র আনন্দিত মন॥
অদ্যাবধি পরায় সংখ তাহারে বংসেতে।
বৎসরে বৎসরে মাতা জগোধার হাথে॥
বর্সে বর্সে পরেন সংখ দেবি মহেশ্বরি।
জগোধ্যার পিরিতে সভে বল হরি হরি॥*॥
এই প্রসঙ্গ জেবা করএ শ্রবন।
অপুত্রের পুত্র হয় নিধনের ধন॥
ইহ লোকে দুঃখ হরে দেবি কাত্যায়নি।
অন্তে মোক্ষ হয় তার সুনে জেই প্রানি॥*॥
ইতি জগোধ্যার বন্দনা সমাপ্ত॥

ক্ষীরগ্রাম বর্দ্ধমান জেলায়। বন্দনায় রাজা হরিদত্তের নাম আছে।

১৬১। যোগাদ্যার বন্দনা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৫। এক এক

[১] পাতালে।

পৃষ্ঠায় ৬—৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৪ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

মধ্য,—

ইসত হাসিয়া বলে দেবি ভদ্রকালি।
শুন রাজা পুজার নিয়ম কথা বলি॥
সমস্ত বৈসাখ মাসে অর্ঘ্যে নাহি দিবে কাটী।
সমস্ত বৈসাখ মাসে না খুটীবে মাটী॥
সমস্ত বৈসাথ মাসে সলিতা নাহি পাকাবে।
চক্রধারি ভনে বসিতে না দিবে॥
পুর্ন্ন গন্তবতি নারি আছে জার ঘরে।
সমস্ত বৈসাখ তারে থুবে অন্তন্তরে॥
উত্তর দুয়ারি ঘরে না করিবে বাস।
সন্ধ্যাকালে আরতি করিবে বারমাস॥
সমস্ত বৈসাথ মাসে না বহিবে হাল।
সংক্রান্তি দিবসে পুজা করিবে চিরকাল॥
রাজারে সপন দিয়া গেল দসভুজা।
প্রভাতে উঠিয়া রাজা দেবির কৈল পুজা॥
দেবির পুজা করে রাজা বিবিধ প্রকারে।
মেস মহিস ছাগ সঙ্খ্যা নাহি তারে॥
সাত দিন কৈল্য রাজা দিয়া সাত বালা।
অবসেসে ক্ষির গ্রামে করি দিল পালা॥
সমস্ত গ্রামের পালা নিবড়িয়া গেল।
পুজারি ব্রাহ্মনের পালা এক দিন হইল॥
এক পুত্র বিনা তার আর পুত্র নাই।
কি দিয়া করিব পুজা অভয়ার ঠাই॥
প্রান রক্ষা নাই পাই ক্ষিরগ্রামে * * *।
ক্ষিরগ্রাম ছাড়ি দ্বি[জ] জায় পলাইয়া।
ব্রার্ম্মনির বেসে পথে আগুলিল গিয়া॥
হাসিয়া কহেন মাতা ব্রার্ম্মনের তরে।
এত রাত্রে দিজবর জাহ কোথাকারে॥
স্ত্রী পুত্র লইয়া দিজ চলি জায় কোথা।
পলাইয়া জাহ বুঝী খাবে মোর মাথা॥
ব্রাহ্মণ বলেন মাতা বড় ভয় বাসি।
জোগাধ্যা নামেতে রাজা এনেছে রাক্ষসী॥
অপনার পুত্র দিয়া দেবীর পুজা কৈল।
অবসেসে খির গ্রামে পালা করি দিল॥
প্রান রক্ষা নাহি পাই খিরগ্রামে বসীয়া।
এই হেতু গ্রাম ছাড়ি জাই পলাইয়া॥
হাসিয়া কহেন তবে দেবি কাত্যায়নি।
জার ভএ পালায়াছ সেই দেবি আমি॥

(পৃঃ ২।১—৩।১)

১৬২। যোগাদ্যার বন্দনা।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১২¾×৪¼ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—২। এক এক পৃষ্ঠায় ১৩—১৫ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৩ সাল। সম্পূর্ণ।

শেষ,—

সঙ্খ পরাইএ বেনে খিরগ্রামে গেল।
পুজারি ব্রাহ্মন বলে ডাকিতে লাগিল॥
কি কর কি কর দিজ ঘরেতে বসিএ।
তোমার কন্যাকে আইলেম সঙ্খ পরাইএ॥
দিজ বলে বেনে তুমি খাইলে মোর মাথা।
এক পুত্র বিনে মুই কন্যা পাব কোথা॥
বেনে বলে কপট করহ মোর কাছে।
মা বলেচে কোলঙ্গাতে পাচ তঙ্কা আছে॥
এতেক সুনিএ দিজ গন্তিরেতে গেল।
গন্তিরের কোলঙ্গাতে পাচ তঙ্কা পাইল॥
কোলঙ্গাতে দিজবর পাচ তঙ্কা পেএ।
বেনের নিকটে পড়ে অঙ্গ আছাড়িএ॥
চল চল আরে বেনে চল সিঘ্রগতি।
কোনখানে পরেচে সঙ্খ কন্যা ভগবতি॥

বনিক দ্বিজেতে তবে দুই জোনে জায়।
ধামসার ঘাটে জেএ দেখিতে না পায়॥
দেখিতে না পেএ বেনে কান্দিতে লাগিল।
এত দিনে মোর গো[ষ্ঠি]র উপবাস হইল॥
এতেক ভাবিএ দ্বিজ লাগিল কহিতে।
মা কেমন পরিলে সঙ্খ না পাই দেখিতে॥
কান্দিতে কান্দিতে বেনে ছাড়িল নিশ্বাস।
এত দিনে মোর গোষ্ঠির হইল উপবাস॥
বেনের কন্দনে মাএর দয়া উপজিল।
জলে হইতে দুই বাহু সঙ্খ দেখাইল॥
সুভক্ষনে বেনে তুমি জন্মিলে ভারথে।
সঙ্খ পর[া]এচ মা জগত্থার হাতে॥
দ্বিজ বলে বেনে তুমি আমার পনে চাঅ।
মা পরেছে সঙ্খ তুমি তঙ্কা লএ জায়॥
বনিক বলিল আমি তঙ্কা নাই নিব।
সঙ্খের কারনে মাএর দাস হইএ রব॥
ভারথে আমার গষ্ঠি জত দিন জিব।
বৎসরে বৎসরে ম[া]এর [সঙ্খ জোগাইব॥]
অদ্যাবধি সেই সঙ্খ পরে উমা মহেশ্বরি।
জগধ্যার পিরিতে সবাই বল হরি॥ * ॥

—১৬৩। যোগাদ্যার বন্দনা।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ৯১/২ × ৪১/২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। সম্পূর্ণ।

১৬৪। মহাভারত—সভাপর্ব্ব।

রচয়িতা—সঞ্জয়।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১১১/২ × ৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২-৩১। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, ১১৯২ সাল। খণ্ডিত। অক্ষর পূর্ব্বাঞ্চলের অনুরূপ। লেখক—গঙ্গাপ্রসাদ দেব সাং পং মাহামুদ আবাদ।

আরম্ভ,—

[ইন্দ্র সনে এক]ত্রে বসিছে সারি সারি॥
চন্দ্র আদি করি জত নক্ষত্রের গন।
দ্বাদস আদিত্য করি দেবের ভুবন॥
হেনকালে তথাতে নারদ তপধন।
নারদ দেখিয়া ইন্দ্র উঠিলা তখন॥
দেব গন্ধর্ব্ব আদি জতেক নৃপতি।
নারদ দেখিয়া সবে করিলা প্রনতি॥
পুটাঞ্জলি করি ইন্দ্রে দিলেক আসন।
হরসিতে বসিলা নারদ তপধন॥
ইন্দ্রে বোলে কহ গোসাই কেনে আগমন।
মর ভাজ্ঞবসে আজি তুমা দরসন॥
মুনি বোলে সুন ইন্দ্র কহিএ তুমাত।
ধর্ম্ম দরসন হেতু জাইম হস্তিনাথ॥
মহারাজা জুধিষ্ঠির ধর্ম্মপরায়ন।
জর্ম্ম সাফল্য হয় তান দরসন॥
হেনকালে দৈবগতি দেখে তপধনে॥
পাণ্ডু রাজা বসি আছে সভাতে তথনে॥
আর জত রাজা বসি আছে ইন্দ্র সনে।
হিনরূপে পাণ্ডু রাজা বসিছে নিচাসনে॥
নারদে বোলিলা কহ পাণ্ডু মহারাজ।
তুমি কেনে নিচাসনে বৈস সভা মাঝ॥

(পৃঃ ২।১)

মধ্য,—

নাচাড়ি ॥ রাগ জথা ॥

সভা নির্ম্মাইল ময় নানা চিত্র অতিসয়
জেন দেখি চক্রের আকার।
মধ্যে কুম্ভির দিয়া সিংহমুখে আরপিয়া
পুছে কৈল কুণ্ডের প্রচার॥ ১ ॥

কনক পাসান থুনি হেম মকরত মনি
মন্দির রচিল [নানা] ভাতি।
নির্ম্মিল চৌথণ্ডি ঘর অজন দস পরিসর
জেন দেখি চন্দ্রের আকির্ত্তি ॥ ২ ॥
জল স্থল এক করি নির্ম্মান করিল পুরি
জল স্থলে এক হে[ন] সুভা।
জল স্থলে এক করি নির্ম্মান করিল পুরি
সিল্পিএ নির্ম্মিত বিস্বকর্ম্মা ॥ ৩ ॥
সভা দেখি সর্ব্ব জন হইলা বিস্ময় মন
ধন্য ধন্য প্রসংসিলা সভা।
দেখি সভা বিবরন আনন্দিত সর্ব্বজন
দুর্যোধনের মনেত অসুভা ॥ ৪ ॥
শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ কুরু পাণ্ডু সমাজ
প্রসংসা করিলা দানবরে।
নানা পসু পক্ষি জত নির্ম্মান করিছে কত
ইন্দ্রপুরি ন্য দেখিছি জারে ॥ ৫ ॥
সত্যবতিসুত মুনি অবনি করিলা ধ্বনি
মহাপুন্যকথা রসময়।
সেই পুন্য কাহিনি অমৃত সমান বানি
বিবেচিয়া কহিল সঞ্জয় ॥ ৬ ॥ *॥
(পৃঃ ১৭।২-১৮।১)

শেষ,—

সুনিয়া বোলিলা অন্ধে সুন জুধিষ্টির।
তুমি মহাধর্ম্মরত কারন্য সরির ॥
বনবাসে ভাই মৈল পাণ্ডু নরপতি।
চন্দ্রবংস সনে ভানে কৈলা অব্যাহতি ॥
বিদ্ধ বএস মর জরাএ পিড়িত।
কুলাঙ্গার পুত্র মর হইল উপস্থিত ॥
জথা ধর্ম্ম তথা জয় কহে মুনিগন।
আমার বচনে বাপ স্থির কর মন ॥
নাস হৈব দুর্যোধন জত কুরুগন।
বনবাসে যায় বাপ পাণ্ডুর নন্দন।
রাজার চরনে সবে করিয়া বিদায়।
ব্রাহ্মন লইয়া ধর্ম্ম বনবাসে জায় ॥
উলুকরে সঙ্গে করি প্রবেসিলা বনে।
মনে সঙ্কা নাহি চলে পাণ্ডুর নন্দনে ॥
নিকটে জাহ্নবি গঙ্গা মহা পুন্য জল।
সেইখানে রহিলা পা ুব পঞ্চ জন ॥
উলুকে কহিল গিয়া দুর্য্যোধন স্থানে।
পাণ্ডব সকল রাজ্য দিয়া আইলু বনে ॥
ভারথের পুন্য কথা অমৃত সমান।
এই হনে সভাপর্ব্ব হইল সমাধান ॥ * ॥

১৬৫ মহাভারত—সভাপর্ব্ব।

রচয়িতা—সঞ্জয়।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪৪ । পত্রসংখ্যা—১-২, ৪-৬। এক এক ম্ব ৯—১২ পঙক্তি। খণ্ডিত। অক্ষর পূর্ব্বাঙ্কণের অনুরূপ।

আরম্ভ,—

বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি।
সুন সাধু ভাই আন না করিয়া মন।
সভাপর্ব্বকথা সুন অপুর্ব্ব কথন ॥
গুরুদেবচরণেত করিয়া ভথতি।
সুরেসতি বন্দি গাম সভাপর্ব্ব পুথি ॥
নম ব্যাস ঋসী পরাসরতনয়।
সত্যবাদি জিতেন্দ্রিয় মুনি মহাসয় ॥
জাহার মুখের বানি অমৃত সমাণ।
বিদিত করিলা পুথা ভারথ পুরাণ ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মুক্ষ পুন্যের উদয়।
ভাঙ্গিআ পুরাণ সোক কহিল সঞ্জয় ॥
জন্মেজয় রাজা আদিপর্ব্ব জে সুনিআ।
বৈসম্পায়ন স্থানে বলে ভক্তিযুক্ত হৈয়া ॥

জন্মজয় রাজা বলে প্রভু তুমি দিব্যজ্ঞানি।
অপুর্ব্ব মধুর কথা তুমা হনে সুনি॥
পুর্ব্বপীতামহ মর জুধিষ্টির আদি।
বেদসাস্ত্রপরায়ন মহা সত্যবাদি॥
জতুগৃহ দহিতে চাইল দুর্য্যোধন।
রৈক্ষা পাইলা পঞ্চ ভাই কুন্তি দেবি সন।
নানা দেস ভ্রমীলেক বণ উপবণে।
করিলা অসর্ক্য কর্ম্ম বির ভিমার্জুনে॥
পুনরপি দেসে আসীলা নরপতি।
তারপরে কি হইল কহ মহামতি॥
সুনিবার শ্রদ্ধা করি সুধারসময়।
সকলি রসময় মতে কহিবা নিশ্চয়॥

শেষ,—

তুমী জরাসন্ধে জদি হইল মহারন।
তার সঙ্গে নাহি গেল জত রাজাগন॥
সেই সব রাজা সঙ্গে জুর্দ্ধ করিয়া।
বান্ধিয়া আনিল রাজা সভাকে জিনিআ॥
কুড়ি সহস্র সতাধিক একত্র করিয়া।
বান্ধি থৈল থারাঘরে সভাকে জিনিয়া॥
লোহপাসে রাজাগণ তুমাকে স্বরয়।
উদ্ধার করহ প্রভু দেব দয়াময়॥
তুমি বিনে উদ্ধারিতে নাহিক তারারে।
রাজাগনে প্রান ছাড়ে সুন গদাধরে॥
কহিল রাজার বোল হউক আদেস।
কহিব তারারে গীয়া জিবন সন্দেস॥
হেন কালে তথা গেল জুধিষ্টিরের চর।
প্রনাম করিয়া কহে কৃষ্ণের গোচর॥
পঞ্চ সহদরে মিলি রেকত্রে হইয়া।
পাঠাইলা তুমা ঠাঞি বিনয় করিয়া॥
জেন মতে জজ্ঞ হয় সভার অনুমতে।
বিলম্ব না কর গুসাঞি চল হস্তিনাথে॥
সুনিআ চুতের বুল উদ্ধব ডাকী আনি।
কেন মতে হয় বোল ব্যবস্থিত বানি॥
গোবিন্দচরণে উদ্ধব জুড় কৈল হাথ।
ভালত বলিলা গুসাঞি সুন জগন্নাথ॥

১৬৬। মহাভারত—বনপর্ব্ব।

রচয়িতা—সঞ্জয়।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½×৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-৫১। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২২৮ সাল। সম্পূর্ণ। অক্ষর পূর্ব্বাঞ্চলের অনুরূপ।

আরম্ভ,—

তুলসীকাননং যত্র ইত্যাদি।
প্রনমহ নিরঞ্জন অনাদি নারায়ন।
শ্রীষ্টি স্থিতি প্রলয় প্রভু তুমি সে কারন॥
* * র গনপতি দুগগার চরন বন্দিআ।
কহিমু প্রস্তাপ এক সুন মন দিআ॥
বৈসম্পায়ন মুনি বলে সুন জন্মজয়।
পাণ্ডুপুত্র বনবাস কহ মহাসয়॥
আমার প্রপিতামহ রাজা জুধিষ্ঠির।
ভিমসেন ধনঞ্জয় দুর্ব্বয় সরির॥
পতিব্রতা ধর্ম্মসীল দ্রোপদকুমারি।
দুর্য্যধনে তাহাকে আনে কি [ক]ম্ম না করি॥
ধম্মরাজা জুধিষ্টিরে কি কম্ম করিলা।
মহাবির ভিমার্জুন কেমতে সহিলা॥
কুন কম্ম করিলেক দ্রোপদি সহিতে।
তাহার বির্ত্তান্ত মুনি কহিবা আমাতে॥
বৈসম্পায়ন মুনি বলে সুন জন্মজয়।
সাওধানে (?) কহিমু ধম্ম আছিলা বনয়॥
রার্য কাড়ি লইলা জদি রাজা দুর্য্যধন।

দ্রোপদি সহিতে পঞ্চ প্রবেসিলা বন ॥
দৈত্যবনে ধম্মরাজ পুরহিত সনে।
বঞ্চিলেক পঞ্চ ভাই মুনির আশ্রমে ॥
দেখীআ সংভ্রমে মুনি উঠিলা তখনে।
অতিতের বেবহারে পুজিলা তখনে ॥

মধ্য,—

দারুন কলির তাপে বোদ্ধি হয়ে নাস।
তে কারনে ভার্যা সনে করে বনবাস॥
এক দণ্ড একখানে না করে নিবাস।
নানা স্থানে ভ্রমে সেই হইয়া হতাস॥
জত স্থানে জত কষ্ট পাইল নরপতি।
তাহাকে কহিতে মর দুক্ষ লাগে অতি॥
আর দিন পক্ষিরূপ হইলেক কলি।
রাজার সাক্ষাতে গিআ পড়িল উফড়ি॥
দেখিতে সুন্দর পক্ষি বিচিত্র জে পর।
তাহাকে ধরিতে জত্ন করে নৃপবর॥
পক্ষি ধরিবারে রাজা জায় ধিরে ধিরে।
রাজারে দেখা দিআ জায় ধরিতে না পারে॥
উড়িআ না জায় পক্ষি চলে মন্দ গতি।
পাছে পাছে জায় রাজা পক্ষির সংহতি॥
কুবোদ্ধি লাগিল রাজার পাছে নাহি চায়।
খসাইআ পরিধান বস্ত্র পক্ষিতে পালায়॥
ঠুটে বস্ত্র করি পক্ষি উড়া দিয়া জায়।
বিবস্ত্র হইয়া রাজা পক্ষি ভিতে ধাএ॥
আকাসেত গেল পক্ষি না পায় নৃপতি।
স্রান্ত হইআ বিক্ষমুলে বসীল মহামতি॥
পাছে পাছে দমন্তি মীলিলা রাজা স্থানে।
দেখে বিক্ষমুলে আছএ বিবসনে॥
জীজ্ঞাসীলা দমন্তিয়ে না দিলা উত্তর।
দমন্তির বস্ত্র আধা পিন্দে নৃপবর॥
এক বস্ত্র পরিধান করে নৃপবর।
জথা তথা জায় দুই হইআ কাতর॥
দমন্তিরে ছাড়ি জাইতে রাজার হইল মন।
সচক্ষিতে দমন্তিয়ে থাকে নিরন্তর॥
এই মত দমন্তিএ করিলা বসতি।
দমন্তিরে ছারি জাইতে না পারে নৃপতি॥
আর দিন নিসিতে কৈর্ম্মা করি জাগরন।
দিবাতে হইলা নারি নিদ্রা অচেতন॥
এই ছিদ্রে বস্ত্র রাজা অদ্ধেক চিরিআ।
দমন্তিকে ছারি রাজা গেলা পলাইআ॥
(পৃঃ ২৫।১)

শেষ,—

এথা রাজা জুধিষ্টির ভিমের কারন।
ভাবয়ে অনর্থ ভিমের স্থির নহে মন॥
সুনহ নকুল ভাই সুন সহদেবে।
ভিমের কারনে আমি চিন্তাযুক্ত এবে॥
কথা গেলা বৃগধর পুস্পের কারন।
তাহার কারনে মর স্থির নহে মন॥
......ভিমসেন গেলা কুন বনে।
তাহার উদ্দেশ্যে তুমি চলহ অথনে॥
নকুলে বলএ রাজা না চিন্তিয় তুমি।
ভিমের উদ্দেস...আনি দিমু আমী॥
হেন বলি রাজাকে বন্দিল চরনে।
হেন কালে দরসন দিল ভিমসেনে॥
ভিমকে দেখিআ রাজা সন্তস মনেতে।
আলিঙ্গন দিআ ভিমের ধরিলা গলাতে॥
মস্তকেত চুম্বন দিআ ভিমসেন মাথে।
বৃগধরে সব কথা কহিলা রাজাতে॥
সুনি সাধুবাদ বহু করিলা নরনাথে।
পুস্পহার করি দিলা দ্রোপদি গলাতে॥
মনে বড় সন্তস হইলা দ্রোপদকুমারি।
বহু স্তুতি করিলেক প্রনাম জে করি॥
বৈসম্পায়নে বলে সুন জন্মজয়।
...হনে আসিলেক বির ধনঞ্জয়॥

.....পঞ্চ ভাই করে কুলাকুলি।
দ্রোপদি প্রনাম করে মিষ্ট বাক্য বলি ॥
এই মতে পঞ্চ পাণ্ডব বনেতে রহিলা।
এত দুরে বনপর্ব্ব তবে সমপুন্ন হইলা ॥
...কহি আমী সুনহ রাজন।
বনপর্ব্ব সমাচার (?) হইল সমরর্পন ॥
এর পরে বিরাট পর্ব্ব... ..।
অখনে বিদায় দেয় আশ্রমে জাই আমী ॥
এহাকে সুনিয়া রাজা প্রনাম করিলা।
রাজা সম্বাসীআ মুনি নিজাশ্রমে গেলা ॥•॥

১৬৭। মহাভারত—বিরাট পর্ব্ব।

রচয়িতা—সঞ্জয়।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার—১৩½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১-৩৭। এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১৩ পঙ্ক্তি। লিপিকাল সন ১২৬৩ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান—ঢাকা।

আরম্ভ,—

বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি।
বেদব্যাসকৃত ভারথ।
মহাভারথের কথা বিরাট পর্ব্বর।
সুনীল অমৃত পর্ব্ব নানা রসময় ॥
বৈসম্পায়নেতে পোনী জিজ্ঞাসে জন্মেজয়।
কেমতে বিরাট পর্ব্বে পীতামহদয় ॥
অজ্ঞাতে আছিল জেহি আদি অন্তে কহ।
কিমতে বঞ্চীল পাণ্ডু বিবরন কহ ॥
বৈসম্পায়নে বলে সুনহ কাহিনী।
ব্রাহ্মন সকল রাজা দিলেক মেলানী ॥
দ্বাদস বৎসর বনে সম্পূর্ণ বঞ্চীলা।
বৎসর লিখীআ তবে পাণ্ডবে জানীলা ॥

দ্বাদস বৎসর গেল ত্রওদস আইল।
ধর্ম্মরাজা লীখী সব নিশ্চএ জানীল ॥
ভাই সব আনী রাজা লাগীলা বলীতে।
অজ্ঞাত বাসের দিন আইল সন্নীহিতে ॥
কি মতে বঞ্চীবা সবে এ সব বসতি।
অজ্ঞানে বলএ তবে করিআ যুগতি ॥
বৎসরেক আমি সবে অজ্ঞাতে বসতি।
ধর্ম্মের বরে তাহাতে পাইব অভ্যাহতি ॥
জে সকল দেস আছে কুরু চারি পাসে।
সর্ব্বগুণে দেস সব কহিএ বিসেষে ॥
যথা,—
নৈরাস বচন পাইআ মন অবিকল।
সুতিঙ্খারে বলীল কিচক মহাবলে ॥
সৈরিন্ধ্রি না পাইলে মুই তেজিব জিবন।
এতেকেই কার্জা তোমী করিবা জতন ॥
ভাইর কন্নুনা সুনি সুতিঙ্খার সুক।
বোলি মতি সুতিঙ্খাএ বলে কিচকক ॥
কার্য্য চিন্ত মদ্য অন্ন করিআ সম্বার।
সৈরিন্ধ্রি পঠাইআ দিব মদ্য আনিবার ॥
তাত তোমী সৈরিন্ধ্রিক পাইবা একেশ্বর।
ইৎসাএ পারহ জদি ভোজিবা নির্ভএ ॥
ভগনির বলে তবে কিচক অধম।
আপনার পুরে জাইতে করিল উর্দ্দম ॥
নানা মাংস মৎস অন্ন ব্যেঞ্জন জে করি।
সুতিঙ্খা জানাইয়া পঠাইল দুরাচারি ॥
সুতিঙ্খা বলএ তবে দ্রোপদির স্থানে।
সত্যরে সৈরিন্ধ্রি জায় কিচকভোবনে ॥
মদ্য আন গীআ মর বড় ত্রিষ্ণা করে।
কন্নুনায় সৈরিন্ধ্রি বলএ অতি ডরে ॥
মোই না জাইমু পাপ কিচকভুবনে।
নিলজ কিচক তোমি জানহ আপনে ॥
অসতি না হইমু মোই না জাইব তথা।

তোমি জানহ পুর্ব্বে কিচকের কথা॥
মোই হেন কত দাসী আছএ তোমার।
অর্ন্ন জন পঠায় মোই না পারো জাইবার॥
সুভিক্ষা বলএ তোমা আমি পঠাইতে।
কিচকে লজ্জিতে তোমা নারে কুন মতে॥
(পৃঃ ৯।২)

মধ্যে মধ্যে দ্বিজ রামচন্দ্রের ভণিতা আছে। লিপিকর চন্দ্রকিশোরেরও দুই চারিটি কবিতা নাই বলা যায় না। নীচের ত্রিপদীটি রামচন্দ্রের ভণিতাযুক্ত।

কিচকের বধ সুনি সুভিক্ষা রাজার রানি
ভাইসুকে করয়ে ক্রন্দন।
আহা মোর প্রান ভাই গেলা আজি কুন ঠাই
আকস্মাৎ পাইল মনস্তাপ॥
আকস্মাৎ নিসাকালে তোমারে পাইল কালে
বোর্দ্ধি কেনে হৈল বিপরিত।
তেজিআ আপ[ন] নারি দির্ব্ব দির্ব্ব সুন্দরি
নাটসালে কেনে উপস্থীত॥
জিনিআ জে রতিপতি পরম সুন্দর অতি
মোর রাজ বিরাটের পুরে।
ই হেন সম্পদ এরি গন্দর্ব্বের হাতে পরি
একাশ্বর গেলা জমপুরে॥
সুগন্দি চন্দণ মালে বিভুসীত সর্ব্বকালে
হেণ অঙ্গ ভুলাএ ভুসর।
নানাবিধি গীত নাটে স্ত্রি সবে জারে ভেঁটে
হেণ বির আছে একাশ্বর॥
রূপে গুণে হেণ ভাই ত্রিভুবণে কেহ নাহি
না দেখীল মোই অভাগীনি।
পাসরিতে নারি গুণ প্রাণ পুরে পুণ পুণ
মোখে মোর নাহি আইসে বানি॥
এথেক করুনা করি বিরাটের পাটেশ্বরি
সুভিক্ষা কান্দএ ঘণে ঘন।
তাহাণ ক্রন্দন দেখী রাজপুরে জত সখি
তারা সবে জোরিল ক্রন্দন॥
অত্যন্ত করুনাভাসে বৃক্ষ হতে পত্র খসে
সিলা সব হয় জলাবত।
এথা নাটসালা ঘরে কিচকের সহদরে
কিচকের দেখী পীণ্ডবত॥
নাহি তার হাত পায় সকল সামাইছে গায়
মাংসপীণ্ড দেখী ভয়ঙ্কর।
দেখীআ আবস্তা তায় করে সবে আহাকার
ত্রাসে ডাক ছাড়ে ঘোরতর॥
কেহ কেহ ভুমী লুটে পাসাণেত মুর্ন্ন পুটে
ভাই ভাই করি ডাক ছারে।
নাটসালে উটে রোল হৈল মহা গণ্ডগুল
কেহ কেহ উবা লড় পারে॥
আচম্বিত নিসাকালে কিচকের বিধি লাগে
নিজ ঘরে হৈল সর্ব্বনাস।
গন্দর্ব্বের ভয় পাইয়া সর্ব্ব লোক গেল ধাইআ
কহিলেক বিরাটের পাষ॥ ইত্যাদি
(পৃঃ ১৬।২ ১৭।১)

ভণিতা,—

কহিল অপুর্ব্ব কথা সঙ্গএ রচিল পুতা
দ্বিজ রামচন্দ্রের বাখাণ।

শেষ,—

জথেক আছিল রাজা মহানরপতি।
সকল চলীআ আইল কৃষ্ণের সঙ্গতি॥
অভিমণ্য সাত্যকি প্রদ্ভুম্ন মহাবল।
অনুক্রমে বসিলেক সভার ভিতর॥
কথা উপকথা জত আছিল বিস্তর।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে হইল উত্তরাসম্বর॥
অর্জ্জোণের পুত্র অভিমন্য মহামতি।
কন্যাদাণ করিল বিরাট নরপতি॥
এক লক্ষ হস্থি দিল নানা রত্ন ধন।

মহাসত্য বংশ রাজা বিরাট মহাজণ ॥
এহি মত অজ্ঞাতবাষ বিবাহ কথণ।
রচিয়া সুগম পদ্য সঞ্জয়ে রচণ ॥
বিরাটপর্ব্ব মহা পুতা সাঙ্গ এত দুরে।
সঞ্জয়ে কহিল কথা মধুর পয়ারে ॥ * ॥

ইতি বিরাটপর্ব্ব পোস্তক সমাপ্ত॥ সণ ১২৬৩ সণ তারিখে ৭ কার্ত্তিক। রোজ বুধবার বেলা ১॥০ প্রহর থাকিতে বাহের বাড়ির পুর্ব্বের চৌগায় বশীআ সমাপ্ত করা গেল।

অজ্ঞানে লীখীল পুতি জানীয় কারন।
পরিতে পণ্ডিত জণে করিয় সুদণ ॥
অজ্ঞাণের দুস সবে না ধরিবা মন।
অক্ষর না হয় ভাল জানিয় কারন॥
শ্রীগুরুচরণে সবে সদা করে আষ।
পুস্তক লীখীল শ্রীচন্দ্রকিসোর দাষ॥
শ্রীগুরুচরনাম্বুজে অসঙ্ক প্রনাম।
জাহার দয়ায়ে বিরাটপর্ব্ব লীখীলাম॥
তপে রনভাওালের মধ্যে চাকুয়া গ্রামে বাষ।
যুগলকিসোর রাএর পুত্র চন্দ্রকিসোর দাষ॥
গুনিজণ প্রতি করিয়া মিন্নুতি
চন্দ্রকিসোর দাষ কয়।
দুস জদি ভ্রমে হয় ভুল ক্রমে
ক্ষেমিবেণ সুনিশ্চয়॥ ইত্যাদি

১৬৮। মহাভারত—গদাপর্ব্ব।

রচয়িতা—সঞ্জয়।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৫×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৩৫। এক এক পৃষ্ঠায় ৮—১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৩ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, ময়মনসিংহ।

আরম্ভ,—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমমিত্যাদি।
নম নম নারায়ন জগতের সার।
সিক্ষ্যাগুরু প্রনমহ দিক্ষ্যাগুরু য়ার॥
দুর্জোধনে দেখিলেক আপনা গোচর।
সকুনী মাতুল পড়ে সংগ্রাম ভিতর॥
নৈরাষ হইল বল বোর্দ্ধি বিবর্জ্জিত্য।
সুক্যাকুলী হৈয়া রাজা স্থির নহে চিত্ত্য॥
জয় না হইল যুর্দ্ধ করি কীবা ফল।
চতুর্ব্বিতে পড়িলেক বাহিনি সকল॥
পড়িলেক মহারথি সৈন্য মহারথি।
অবসেস আছে একবিংসতি পদাতি॥
ক্রেপ কৃতব্রর্ম্মা অশ্বতামা দুর্য্যোধন।
মহারথি সবে আছে য়েহি চারিজন॥
য়েহি সব সঙ্গে করি পুণী পৈসে রনে।
প্রানপনে যুর্দ্ধ করে মরন না গনে॥
দুর্জ্জয় পাণ্ডবগন বিসম ধনুকী।
আগে হৈয়া মহারন করে ঠেকাঠেকি॥
মহারথি ছয় জন করিলা জর্জ্জর।
সহিতে না পারে রাজা দারুন সমর॥
দেখিলেক আপনার নাহি পরিত্রান।
সৈন্য সভ পড়িল আপনা বির্দ্দমান॥
য়াপনার জয় নাহি নিশ্চয় জানিল।
অস্ত্রাঘায়ে গাএ কাপে বধির দুর্ব্বল॥
সকরুনে দুর্য্যোধন কান্দে উচ্চাস্বরে।
আহা বসুমতি তোমী ছাড়িলা আমারে॥
যুর্দ্ধে পরাভব হইল মুর কর্ম্মফলে।
জ্ঞাতি বন্ধু জন মর পড়িল সকলে॥
না ধরিল পিত্রি মাত্রি গুরুর বচন।
তে কারনে হইল মোর য়েত বিড়ম্বন॥

ধিক মর বল বির্জ্জ ধিক মর জস।
ই জর্ম্মে না হইব রাজী পাণ্ডবের বস ॥
সরির থাকিলে মাত্র সর্ব্ব কার্য্য আছে।
পলাইয়া প্রান রাখী জে হউক পাছে ॥
আপনার কর্ম্ম নিন্দা বিধাতাকে স্মরি।
পূর্ব্বমুখে লড় দিল গদা কান্ধে করি ॥

মধ্য,—

সঞ্জয়ে বোলয়ে রাজা সুণ মণ দিয়া।
সে জে সংগ্রামের কথা কৈব বিবেচিয়া ॥
পাণ্ডবেরা সবে জদি দিল গালাগালি।
সহিতে না পারে তোর পুত্র মহাবলি ॥
উত্তম ঘোটকে জেন না সএ তারন।
তেণ মতে বচণ না সহে দুর্জ্জোধণ ॥
নির্চ্চএ যুজিব মণে কৈলা দুর্জ্জোধণ।
ডাক দিআ পাণ্ডবেত বলিয়া বচণ ॥
কুণ ভয় তুমার কুণ ভয় ভীমের।
কি ভয় কৃষ্ণের মোর কি ভয় অর্জ্জোনের ॥
নকুল সহদেবের ভয় নাহিক বিসেষ।
এহি গদায় মোই করিমো নিসেস ॥
তখ্খণে লুহার গদা কান্দেত করিয়া।
ডাক দিয়া ওঠে জলেস্তম্ভ জে ভাঙ্গিয়া ॥
রক্তে রাজা তিতা গাও উঠিলেক তটে।
পর্ব্বত বাহিয়া জেণ গেরুধারা উঠে ॥
গদা হস্তে দুর্জ্জোধণ হইলেক স্থির।
কহিতে লাগিল তবে দুর্জ্জোধণ বির ॥
হাশীয়া বোলএ তবে কুরু মহাশয়।
ধর্ম্মরাজা যুদিষ্টিরে যুর্দ্ধ না জাণয় ॥
নকুল সহদেব সিসু জানে সর্ব্বজনে।
সহজে উপহাস্ব করিব দেবগণে ॥
গদাযুর্দ্ধ নাহি জানে বির ধনঞ্জয়।
তাগানে মারিলে দুঃক্ষ না খণ্ডে হৃদয় ॥
ভিমে মারিছে মর জত ভ্রাতৃগণ।
জিনি মরি তার সঙ্গে করিবাম রন ॥
আশীর্ব্ব ভিম যুর্দ্ধ করি তুমার আমার।
রঙ্গ দেখোক জত সৈন্য আছএ তুমার ॥
তোমারে মারিলে ভিম দুঃখ পাসরিব।
জিনিলে রার্য্য আমী যুদিষ্টিরে দিব ॥

(পৃঃ ১৭।২-১৮।১)

শেষ,—

অশ্বর্থামা তাণ সঙ্গে অস্ত্র পাছে পাছে।
কৃষ্ণে বোলেণ আসীছেন মোণী এহি কাজে ॥
পাস্ত অর্গ অর্জ্জোণে দিলেক মোনির পাএ।
বসিতে আসণ দিলা কৃষ্ণের আজ্ঞাএ ॥
মোনি বোলেণ সুণ অর্জ্জোণ বচণ আমার।
ব্রহ্মার বরে অশ্বর্থামার হইছে অমর ॥
কীরূপে কাটিবা মাথা নহেত উচিত।
অস্ত্র সম্ভোরহ তোমি সুণ মহাবির ॥
অর্জ্জোণে বোলএ গোসাই আমার প্রতিজ্ঞা।
কীরূপে করিব বের্থ জাণী কর আজ্ঞা ॥
মোনি বোলেণ ব্রহ্মতালুকা তাহার।
কাটীয়া আনাহ অস্ত্র বলিল ইহার ॥
তবেহ ই বর অস্ত্র সব রক্ষ্যা পায়।
এহি আজ্ঞা করিল আমি জাণীয়া উপায় ॥
কি করিব অর্জ্জোণ বির এড়াইতে না পারে।
অস্ত্রে আজ্ঞা দিল তালুকা কাটীবারে ॥
একেত দারুন অস্ত্র আর আজ্ঞা পায়।
তালুকা...অশ্বর্থামার চলীআ জে জায় ॥
ভ্রমি লাগি অশ্বর্থামা পড়িল ভুমিত।
কমুণ্ডোলের জল মনী গন মীত ॥
মুনী বলে অশ্বর্থামা এলীয়ে তোমারে।
এই মত সর্ব্বকাল থাকিবা মুর বরে ॥
বেথা শোল না থাকীব সুন বিরবর।
তৈলবিন্দো লোকে দিলে পুরিব কল্পান্তর ॥
এহি বোলী মুনীবর বিদায় হইয়া।

ভুপর্ব্বা করিতে চলে অশ্বর্থামা লইয়া॥
তবে কৃষ্ণ অর্জ্জোন যে আশীলা গঙ্গয়।
যুধিষ্ঠীর আদি করি একত্র্ যে হয়॥
এহি মতে সাঙ্গ হইল গদাপর্ব্ব পুতা।
সঞ্জয়ে জানীয়া কৈল সঞ্জয়ের কথা॥৩॥

১৬৯। পরাগলী মহাভারত—আদি-হইতে অশ্বমেধের প্রথমাংশ।

রচয়িতা—কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৭ × ৫$\frac{1}{8}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-৬৩, ৬৫-১০৮, ১১০-২১৫। এক এক পৃষ্ঠায় ১০-১১ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, শকাব্দা ১৬৩২। সম্পূর্ণ। আরম্ভ,—

নমো নিরঞ্জনায়॥

বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি।
প্রণমোহো নারায়ণ পুরুষপ্রধান।
ব্যাসদেব প্রণমোহো গুণের নিধান॥
পিতৃমাতৃচরণে বহু ভক্তি করি।
গুরুদেব প্রণমোহো দেব অনুসারি॥
শ্রীযুত পরাগল খান মহামতি।
দারিদ্রভঞ্জন যেই অনাথের গতি॥
কুতুহল বহল ভারতকথা শুনি।
কেন মতে পাণ্ডবে হারাইল রার্য্যধানি॥
বনবাসে বঞ্চিলেক দ্বাদশ বৎসর।
কোন কোন কর্ম্ম কৈল বনের ভিতর॥
বৎসরেক কৈল কথা অজ্ঞাত বসতি।
কেমত পৌরুসে পাইলেক বসুমতি॥
এহি সব কথা কহ সংখিপ্ত করিয়া।
দিনেকে শুনিতে পারি পাঞ্চালি রচিয়া॥
এহি সব কথা সুনি কুতুহল মন।
সরস্বতি বন্দি কহি প্রবন্ধকথন॥
সংহিতা নবতি লক্ষ সহস্র ত্রিংশত।
মহামুনি ব্যাসদেবে রচিল ভারত॥
ষষ্ঠি লৈক্ষ সহস্র সতেক হইল শ্লোক।
পঠন্ত নারদ মুনি সুনে দেবলোক॥
পঞ্চদশ লৈক্ষ শ্লোক নাগগণে সুনে।
পঠন্ত্ দেবল মুনি মহাতপোধনে॥
শুকমুখে সুনে গন্ধর্ব্ব রাক্ষসের গণে।
চতুর্দ্দশ লৈক্ষ শ্লোক সুনে সাবধানে॥
এক লক্ষ শ্লোক সংস্কৃত প্রতিষ্ঠিত।
মুনি বৈসম্পায়ণে পঠন্ত পৃথ্বীত॥
নৃপতি জনমজয়ে সর্প······য় করে।
তাত মহামুনি আইল সভার্য় ভিতরে॥
যথাবিধি প্রকারে পুজিল নরপতি।
তুহ্মি দেব ইতিহাস খ্যাত মহামতি॥
সাখ্যাত দেখিলা তুহ্মি কৌরব পাণ্ডব।
কেন মতে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডব সম্ভব॥
তেই সব মহাসত্ব বিখ্যাত ভুবনে।
ভাই ভাই নিঃসর্গ কারলা কি কারনে॥
কেন মতে হইলেক ভীষ্মের নিধন।
পাণ্ডবে করিল কেহে কৌরব নাসন॥
তোহ্মার প্রসাদে শুনি বংশের চরিত্র।
সুনিতে বংশের কথা চিৰ্ত্ত উল্লাসিত॥
রাজার বচন যুনি কহে মুনিবর।
সকল কহিতে আহ্মি নাহি অবসর॥
সিস্য বৈসম্পায়ন আছএ বিজ্ঞমান।
তেহি কহিবেন কথা সুন সাবধান॥
এত কহি ব্যাসদেব গেল তপোবন।
কহে বৈসম্পায়ণে বিখ্যাত ভুবন॥

যথা,—

দীর্ঘ ছন্দ ॥

দুর্য্যোধন মহাবীর শোকে হইল অস্থির
পড়িল সকল সহোদর ।
দুস্তাসন দুর্ম্মতি সকুনি পাঠাইল রাতি
অনাইল কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥১॥
দেবের অসাধ্য রন জিনিতে পাণ্ডবগণ
বিসম দেখম মোর মনে ।
তুহ্মি যুদ্ধে উদাসিন মুই হৈলুম প্রভাহিন
সক্রক মারিব কোন জনে ॥২॥
কর্ণে কহে দুর্য্যোধন কৃষ্ণ সমে পঞ্চ জন
বধিতে পারহ রাত্রি দিনে ।
একেত পাণ্ডব ভক্ত আরে ভীষ্ম অনুরক্ত
সেনাপতি করহ উদাস ॥ ৩ ॥
রন এড়উক ভীষ্ম বৃদ্ধ মুই করোম কার্য্য সিদ্ধ
পাণ্ডবেরে করিমু সংহার ।
আপনে চলিয়া জাও পিতামহ বুঝাও
এহি যুক্তি মনে করি সার ॥৪॥
কর্ণের বচন ধরি হিত হেন অনুসারী
রাজা গেল ভীষ্মের সিবির ।
নিবেদন্ত নররাজ সাধিতে আপনা কাজ
সাবধানে সুনে ভীষ্ম বির ॥৫॥
পূর্ব্বে কৈলা অঙ্গিকার পাণ্ডবের সংহার
এবে কেহে উপক্ষহ রন ।
মোর ভাগ্য মন্দ বসে তোহ্মা হেন পরিহাসে
অবধান কর মহাজন ॥৬॥
সেনাপতি হোক কর্ণ মারিব বিপক্ষগণ
উপেক্ষা নাইক তার মন ।
বড় করে অহঙ্কার সবাকবে মারিবার
না পারিলে মরিব আপনে ॥৭॥
দুর্য্যোধন বোল সুনি ভীষ্মে কহে মনে গুনি
চক্ষু পাকাইয়া কহে রোশে ।
পূর্ব্বে কহিলাম তোক সুনিলেক সর্ব্বলোক
হিত না সুনিলে কর্ম্মদোশে ॥৮॥
তবে জদি করে রন অজয় পাণ্ডবগণ
মনুষ্যে[র] মধ্যে কেবা পারে ।
দেখনে গন্ধর্ব্বলোক বান্ধিয়া নিলেক তোক
কর্ণে কি করিল সেই কালে ॥৯॥
ইন্দ্রক জিনিল রন দহিল খাণ্ডব বন
অগ্নিত তর্পিল একেশ্বর ।
নিবাতকবচ মারে কালকের সংহার করে
অর্জ্জুন জিনিতে কেবা পারে ॥১০॥
উত্তর গোগ্রহ রনে একেশ্বর সর্ব্বজনে
বসন হরিয়া নিল যবে ।
দ্রোণ কৃপ অশ্বথামা বানে বিন্ধিলেক আহ্মা
কর্ণে তোক কি করিল তাকে ॥১১॥
আপনা পৌরস ধরি মারহ পাণ্ডব বৈরি
বির হেন তবে সে বাখানি ।
সোমক পাঞ্চালগণ সমুচিত করে রন
সঞ্জয় সহিতে সিখণ্ডিনী ॥১২॥
এতেক নিষ্ঠুর বানি বলিল হৃদয় গুনি
পুনি কহে ভীষ্ম মহাবল ।
সভাক জিনিমু পুনি পরিহরি সিখণ্ডিনী
দুর্য্যোধন না হৈয় বিকল ॥১৩॥
সিখণ্ডিনী যদি মোরে প্রাণেত প্রহার করে
তথাপিহ অস্ত্র না ক(ধ)রিব ।
প্রতিজ্ঞা করিল আহ্মি সত্য সর্জ্জ কর তুহ্মি
আজু আহ্মি সর্ব সংহরিব ॥১৪॥
ভীষ্মের বচন সুনি দুর্য্যোধন তুষ্ট পুনি
সৈন্য সর্জ্জ করে মহাবল ।
প্রভাতেত বিরগণ তুমুল করিল রন
ক্রোধ হইল ভীষ্ম মহাবল ॥১৫॥
ভীষ্মে করে মহারন যেন ছুটে তারাগণ
বড় বড় বির পড়ে রন ।

ভাঙ্গিল পাণ্ডববল হৈল মহা কলাহল
গেল সব অর্জ্জুনের সরনে ॥১২॥
(পৃঃ ১৩২-৯৪।১)

শেষ,—

সম্নিপে আইল সুনি পাণ্ডব সকল।
বাড়িয়া নিবারে গেল কৃষ্ণ মহাবল ॥
সব কুতুহল হৈয়া সানন্দিত মনে।
পুরির ভীতরে আইল প্রসন্ন বদনে ॥
ধৃতরাষ্ট্র বন্দিয়া জে বন্দিল গান্ধারি।
কুন্তিক বন্দিল তবে পাণ্ডু অধিকারি ॥
বিদুরক সম্ভাসিয়া বসিল আসনে।
অভিমন্যু সুত জন্ম সুনিল তখনে ॥
কৃষ্ণের প্রভাব সুনি অপূর্ব্ব কথন।
অমৃতে সিঞ্চিল যেন পাণ্ডুর নন্দন ॥
পুজিলেক নারায়ণ বিবিধ বিধানে।
যথাবিধি ভক্তি কৈল দৈবকীনন্দ[ে]ন ॥
কত কালে ব্যাস মুনি হইল উপস্থিত।
নানা উপকথা কহে পাণ্ডব সহিত ॥
কথা অবসানে যুধিষ্ঠির নরপতি।
ব্যাসেত কহন্ত কথা করিয়া প্রণতি ॥
তোহ্মার আদেশে অশ্বমেধ করিবার।
আজ্ঞা কর কেন মত করিমু প্রকার ॥
কৃষ্ণক পুছয় মুই করিয়া বিনয়।
কেন মত আজ্ঞা হএ কহ মহাসয় ॥
তোহ্মা হতে হইল মোর সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি।
তোহ্মার কারনে মোর বংশ হইল বৃদ্ধি ॥
ব্যাস কৃষ্ণ দুই মিলি আদেশ করিল।
অশ্বমেধ দিক্ষা রাজা হৃ[দ]য় ধরিল ॥
পুনি কহে যুধিষ্ঠির মোত কহ সার।
কোন দিন দিক্ষাবিধি কেহেন সম্ভার ॥
ধর্ম্মের বচনে কৃষ্ণে কহন্ত অশেষ।
যেন আছে পুরাণ শাস্ত্রের উপদেশ ॥
চৈত্র পুর্ন্নমাসিয়ে পুণ্যাহ দিক্ষাবিধি।
যজ্ঞের সম্ভার কর যথা বেদবিধি ॥
অশ্ববিদ্যাবিচক্ষণ পরিক্ষা মহন্ত।
অশ্বদিক্ষা সুনহ যজ্ঞের সর্ব্ব তত্ত্ব ॥
আপনা ইচ্ছাএ অশ্ব যথা তথা জাউক।
যে তাক রখিব তাক অশ্বগতি পাউক ॥
আর হোতে না হএ অশ্বের অনুমতি।
যজ্ঞ অশ্ব রাখিবেক পার্থ মহামতি ॥
দিব্য ধনু হাতে জার দিব্য জার তুন।
সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হৃদএ নিপুন ॥
নিবাতকবচ মারি তোষে পুরন্দর।
ত্রিভুবনসুবিদিত অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর ॥
তাহাক নিযুক্ত কর ঘোটক রাখিতে।
ভীমক আদেশ কর তোমাক রাখিতে ॥
নকুলে করোক ধৃতরাষ্ট্রের পালন।
সহদেবে আনাউক কুটুম্ব পরিজন ॥
ব্যাস কৃষ্ণ আদেশ যে সুনিয়া নিশ্চয়।
সমাহিতে সম্বাদ করিল মহাশয় ॥
* * * বসন।
সুবর্ণের মালা কণ্ঠে অতি সুশোভন ॥
নৃপতি দিক্ষিত হৈল চৈত্র পৌর্ন্নমাসি।
প্রজাপতি সম রাজা সর্ব্বগুণে রাসি ॥
* * * *
শঙ্কর পয়াগল ধর্ম্ম অবতার।
কবীন্দ্র পরমেশ্বরে চলিল(রচিল) পয়ার ॥
শ্রীযুত নায়ক শঙ্কর পয়াগল।
পাণ্ডব * * কুতুহল ॥
বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃতলহরি।
সুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোক তরি ॥ * ॥

ইতি মহাভারতে পাণ্ডববীজয়ে পরিক্ষিত-জন্ম ॥০॥ শুভমস্তু শকাব্দা। ১৬৩২ তে ১১ চৈত্র। * * * *

অক্ষর—উকার ও ডকার একরূপ। ড়, ঢ় ও য়কারের নীচে বিন্দু নাই। য়কারও বিন্দুহীন, পেটকাটাও নহে; দক্ষিণের সরল রেখার গায়ে একটি হাইফেন চিহ্ন আছে। হু, ন্দ, ক্ত ও ন্ত প্রায় একরূপ। ত্তু ও ত্ত একরূপ। তিনের অঙ্ক ও-র মত, পাঁচ ইংরাজির ৫এর।

১৭০। পরাগলী মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

রচয়িতা—কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৭½ × ৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—২২। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। অসম্পূর্ণ।

নমো গণেশায় ॥ নমঃ ব্রহ্মণ্যৈ ॥
বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদৌ চান্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥
জয়তি পরাশরসূনুঃ সত্যবতীহৃদয়নন্দনো ব্যাসঃ।
যস্যাস্যকমলগলিতং বাঙ্ময়মমৃতং জগৎ পিবতি ॥
প্রথমে প্রণাম করোম দেব নারায়ণ।
ভারথের পদযুগ করোম বন্দ(ন্দ)ন ॥
একচিত্ত হইয়া সুনে ভারথকথন।
পাপমুক্ত হঞা তার বৈকুণ্ঠে গমন ॥
এক দুই শ্লোক সুনে ঘরে রহে জার।
খগঙ্গী সহিতে বিষ্ণু গৃহে থাকে তার ॥
এক শ্লোক শ্লোকার্দ্ধ বা সুনে যেই নর।
স্বর্গপতি হঞা তার যমেরে নাহি ডর ॥
সন্জিতা নবতি লক্ষ সহস্র ত্রিংশত।
মহামুনি ব্যাসদেবে রচিল ভারথ ॥
পঞ্চদশ লক্ষ শ্লোক দেবলোকে সুনি।
দেবলোকে সুনন্ত পঠন্ত ব্যাস মুনি ॥
চতুর্দ্দশ লক্ষ শ্লোক গন্ধর্ব্বলোকে সুনে।
এক লক্ষ সন্জিতারে মনুষ্যে বাখানে ॥
মুনি বৈসম্পায়নে কহিল পৃথিবীত।
জন্মজয় রাজাএ সুনে ব্যাসের রচিত ॥
নব লক্ষ সন্জিতায় সহস্র ত্রিংশত।
তিন সহস্র ব্যাসদেবে রচিল ভারথ ॥
পরিক্ষিতসুত নামে রাজা জন্মজয়।
বসতি হস্তিনাপুরে গঙ্গার তনয় ॥
অস্ত্র শাস্ত্রে বিশারদ বিক্রমে সাগর।
পালয়ে সকল প্রজা যেন পুরন্দর ॥
এক দিন জন্মজয় সভা বিদ্যমান।
সত্যবতিসুত ব্যাস তথা অধিষ্ঠান ॥
পাদ্যার্ঘ আসন দিয়া পুজিল রাজন।
পুটাঞ্জলি জিজ্ঞাসিল ব্যাসের চরণ ॥
পিতামহ সব মোর ছিল বলবন্ত।
কোন পাপে যমরাজে তাকে কৈল অন্ত ॥
তোমার সাক্ষাতে কেনে এত বিবরণ।
নিশেধ না কৈলা কেনে শুন মহাজন ॥

মধ্য,—

নাচাড়ি। দির্ঘছন্দ ॥

মুনি বৈসম্পায়নে কহে নৃপতির স্থানে
সুন রাজা পুত্র দিব্য কথা।
পাণ্ডব বিজই কির্ত্তি সুনে জেবা করি ভক্তি
পুত্র হঞা ছাড়ে দরিদ্রতা ॥ ১ ॥
এক দিন দেবজানি স্নানে হরিষ পুনি
সরমিষ্ঠা সৈন্যা দৈত্যসুতা।

ঋতুরাজ মধুমাষ ক্রিড়া করে অভিলাষ
চলি গেল পুষ্পবন জথা ॥ ২ ॥
নানা পুষ্প বিকসিত গন্ধ সব আমোদিত
বিকসি সঞ্চিত হৈছে ভালে।
কুকিলে মধুর ধ্বনি সুনি বিষয়ে তমু
মধুকরে করে কোলাহল ॥ ৩ ॥
মলয় বমির বাত মন্দ মন্দ লাগে গাত
প্রান জে মুহিত গন্ধবাসে।
বিধাতা নির্ব্বন্ধ গতি হেন সময় জজাতি
মৃগয়াকে আইল সেই বনে ॥ ৪ ॥
ভ্রমিআ কানন চাহে মৃগ তথা নহি পায়ে
কন্যা বব দেখে বিদ্যমান।
তার মধ্যে দুই কন্যা কুলে সিলে রূপে ধন্যা
রূপে যেন রম্ভা উর্ব্বসী।
অধর বান্দুলি জাতি দসন মুকুতাপাতি
বদন জে জেন হএ বসি ॥ ৫ ॥
নয়ন কটাক্ষ ষয়ে মুনিম[ন] মেথী হয়ে
ভূজযুগ কাম মধুধারা।
চতুর্দ্দিগে সহচরি বসি আছে সারি সারি
রোহিনিবেষ্টিত জেন তারা ॥ ৬ ॥
সয়ন করিয়া আছে রতি কাম অভিলাষে
বিচিত্র গাথিয়া নানা ফুল।
সরমিষ্ঠা লই পাও কোন সখি করে বাও
কেহ কেহ জোগায়ে তাম্বুল ॥ ৭ ॥
কন্যা বোলে নৃপবর আহ্মার বচন ধর
এহি বাক্য তিলেক নাহি দোষ।
দেখিআ নৃপতি আগে জিজ্ঞাষা করিতে লাগে
বিষয় হইয়া তার মনে।
তুহ্মি হেন জন সখি রাজকন্যা হেন দেখী
কি হেতু আসিছ পুষ্পবনে ॥
সুনিয়া রাজার বানি আনন্দীত দেবজানি
পরিচয় দিয়া কহে কথা।
আহ্মিত ব্রাহ্মণ জাতি ভৃগুবংসে উৎপত্তি
দৈত্যগুরু শুক্রের দুহিতা ॥
বৃসপুর্ব্বা দৈত্যবর স্বর্গে জেন পুরন্দর
কাস্যপবংসেত জর্ম্ম জার।
তাহার জে কুমারি জত সব সহচরি
সরমিষ্ঠা না[ম] জে এহার ॥
আহ্মি দুই জন বালা জৌবন সহজে হেলা
অকুমারি বাপের ঘরর।
সখি সব লৈয়া রসে জলকেলি অভিলাসে
নামিআছি পুষ্পের বনয় ॥
সরমিষ্ঠা আদি করি জত সব সহচরি
সব সখি আহ্মার জে দাসী।
আপনে কে হও তুহ্মি পরিচয় চাহি আহ্মি
কুল সিল জানাই(হ) আপনা।
তোহ্মা সম মতিমন্ত রূপে গুনে তেজবন্ত
খিতিতলে নাহিক তুলনা ॥
দেবজানির বাক্য সুনি সম্বোধিয়া নৃপমনি
কথা কহে দিয়া পরিচয়।
নাম মোর জজাতি নহুসের সন্ততি
জর্ম্ম মোর চন্দ্রবংসর ॥
এত সুনি দেবজানি সম্বোধিয়া নৃপমনি
নৃপতিকে লাগে কহিবার।
তোহ্মাক মজিল মতি তুহ্মি মোর ধর্ম্মপতি
পরিনয় করহ আহ্মারে ॥
রাজাএ বোলে দেবজানি না হএ যুগত বানি
অজুক্ত কহ সব কথা।
তোহ্মা সহ পরিনয় বেদসাস্ত্রে নহি কহে
আহ্মি খেত্রি তুহ্মি ব্রহ্মসুতা ॥
কন্যা বোলে নৃপবর আহ্মার বচন ধর
এহি বাক্য তিলেক নাহি দোষ।
আপনে বরিলে তোক পরিনয় কর মোক
মন আহ্মা করহ সন্তোষ ॥

পূর্ব্ব আজ্ঞা কুপ হতে   তুলিআছ ধরি হাতে
তখনেহ বরিছি তোহ্মাকে।
তাক পাবরিলা তুহ্মি   দ্বিতিয় না জানি আহ্মি
জাবত কণ্ঠেত প্রান থাকে॥
সর্ব্বমৎস্য আদি জত   সহচরি মম সত
এ সকল জতেক তোহ্মার।
তুহ্মি পরিনয় কৈলে   জাইব আহ্মি স্বর্গ কুলে
দাসি কর সেবা করিবার॥
দেবজানির বাক্য সুনি   নৃপতি মনেত গুনি
মনে ভাবে বিহা করিবার।
সচিবরসুত সেন   পদবন্ধ সঙ্গে তেন
গঙ্গাদাসে রচিল পয়ার॥
(পৃঃ ১১।১-২)

শেষ,—

সান্তনুর পুত্র হইল ভিষ্ম মহাসয়।
ভুবনবিক্ষাত বির গঙ্গীর তনয়॥
আর দুই পুত্র হইল সান্তনুসন্ততি।
কুরু পাণ্ডব হইল তাহার সন্ততি॥
মহাসত্ব ভিষ্ম বির কুরুবংসকর্ত্তা।
কৌরব পাণ্ডব জেন দুই কুল ভর্ত্তা॥
সান্তনুর পুত্রকথা কহি সুন তোকে।
জেন মতে ব্রহ্মসাপ হইল মত্যালোকে॥
অপূরা দেবের জান সান্তনু আছিল।
অনুদিন ইন্দ্রসভা বহল বঞ্চিল॥
একদিন ইন্দ্র ব্রহ্মা দেব সমোদিত।
নিত্য দেখে দেবলোকে হইয়া হরসিত॥
বিদ্যাধর নামে এক আছ[এ] অপছর।
নাচিতে অঞ্চল লাগে ব্রহ্মা কলেবর॥
ক্রোধ হইয়া ব্রহ্মা তাকে সাপে ততপর।
বানর হইয়া জর্ম্ম তুহ্মি পৃথিবি ভিতর॥
সেই হ[ই]তে ব্রহ্মসাপ জর্ম্মিল বানর।
সেই বানর জিআইয়া দিল মুনিবর॥
সেই বংসে জর্ম্ম হইল সান্তনু রাজন।
তাহার প্রস্তাব সেষে সুন দিয়া মন॥
ইতি ব[ং]সাবলি সমাপ্ত॥ ০॥

১৭১। পরাগলী মহাভারত—শল্যপর্ব্ব।

রচয়িতা—কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—১৫। এক এক পৃষ্ঠায় ৭—১১ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৩ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, ঢাকা।

আরম্ভ,—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমমিত্যাদি।
কর্ন্ন জদি পড়িলেক অনাথ কুরুবল।
চিন্তাকুল দুর্য্যোধন হইল বিকল॥
আহাকার করিয়া ত্রাশন্তি মুর্দ্ধাগন।
ধনু শর ছাড়িয়া চিন্তয়ে জনে জনে॥
নিরাকুল বল দেখি রাজা দুর্য্যোধন।
সভাকে আনিয়া বোলে আশ্বাষ বচন॥
ভিষ্ম দ্রোন ভগদর্ত্ত আর কর্ন্ন বির।
রন করি সর্গে গেল নির্ভয়ে শরির॥
জিবনক্ষাতর হইয়া না কর বিশাদ।
সাস্ত্রে রত বিশারদ ক্ষেত্রিধর্ম্মবাদ॥
শংগ্রামে পড়িলে রনে হইব শর্গগতি।
রনেত কাতর হইলে নরকেত গতি॥
রনেত বিজয় কর না কর অধর্ম্ম।
রনেত বিমোখ হয়ে নয়ে ক্ষেত্রিধর্ম্ম॥
হেন মত কর্ম্ম করি জত মুর্দ্ধাগন।
প্রিথিবিত অবসিষ্ট নাহি কুন জন॥

প্রাণপন করিঁয়া করহ রহায়ন।
অদ্ভুতে কার্য্য নাহি শোন শর্ব্ব জন॥
দুর্য্যোধনবচন শোনিয়া বিরগন।
শেনাপতি কাকে দিবা বল মহাজন॥
শেনাপতি দেও সবে করিবারে রন।
কৃষ্ণ সঙে পাণ্ডব মারিব সেহি জন॥
দুর্য্যোধন চিন্তিয়া বচন কৈল সার।
অশ্বথামা হত্তে বুদ্ধিবন্ত নাহি আর॥
অজোনিশম্ভবা বির ভূবন দুর্জ্জয়।
পরিত্রাণ মোর অশ্বথামা মহাশয়॥
এথেক চিন্তিয়া রাজা দ্রোণপুত্র পুছে।
সেনাপতি করি হেন দুন বির আছে॥

মধ্য,—

গদা হস্তে ভিমসেন জেন কালদণ্ড।
কৃতব্রম্মার রথ কাটি করে খণ্ড খণ্ড॥
অতি কূপে বান মারে মদ্র অধিকারি।
সোমক পাঞ্চাল আদি মারে শীঘ্র করি॥
যুধিষ্টির রাজার বিন্দিল কলেবর।
ক্রোধে ওষ্ট কামরায় বির বৃকুধর॥
শৈন্যের নীধন হেতো চিন্তি মনে মন।
জমদণ্ড সম গদা লইল তখন॥
জেহি গদা লইআ ভিম মারিলেক লক্ষ।
মর্ত্ত্য গজ সকল মারিল নীরূপক্ষ॥
হেম রত্নবিসুরিত বজ্রসমূসর।
মেরুশৃঙ্গ সম গদা লইল বৃকুধর॥
শীরিশৃঙ্গ বিধারয়ে সর্ব্ব লুকে জানে।
জাকে লৈয়া রন কৈল কৈলাসভূবনে॥
কুবের মুক্তিত কৈল জাকে হাতে করি।
হেন গদা হাতে লৈল বিক্রমে কেসরি॥
সর্ব্বদায় গদা সোটা বহে অষ্ট ধারে।
হেন গদা হাতে লৈল বির বৃকুধরে॥

জাহা লইয়া দুষ্টক মারিল একাধর।
সেহি সে বিসম গদা লএ বৃকুধর॥
গদা লইয়া জায় বির সৈন্য মারিবারে।
দণ্ড হস্তে জম জেন আইল হরিবারে।

(পৃঃ ৬২-৭।১)

শেষ,—

হেন কালে রথে চরি আসীলা শীঘ্রগতি।
অশ্বথামা কৃতব্রর্ম্মা ক্রেপ মহামতি॥
নগর বিতরে জাইতে দেখিলা সঞ্জয়।
জিজ্ঞাসীলা কথা দুর্জ্জোধন মহাশয়॥
সঞ্জয় কহিলা তবে সকল বির্ত্তান্ত।
জলের বিতরে গেলা কৌরবের কান্ত॥
তিন রথি সুনীল সকল বিবরন।
তিন জন গেল জথা কৌরবনন্দন॥
কৃতব্রর্ম্মা অশ্বথামা ক্রেপ মহাশয়।
বিস্তর কহিলা তথা করিআ বিনয়॥
আহা দুর্জ্জোধন রাজা কেনে হেন গতি।
রদের ভিতরে কেনে কৌরবের পতি॥
হেন মতে বিলাপন্তি তিন মহাজন।
জয়বাদ্য করি আইসে পাণ্ডবনন্দন॥
কেহ বলে পরিল নৃপতি দুর্জ্জোধন।
কেহ বলে পলাইল না পাই দরশন॥
জয় পাইআ পাণ্ডবে করয়ে সীংহনাদ।
বিজয়দুন্দুমী বাজে জয় জয় বাদ॥
পাণ্ডবের হাতে হইল কৌরব সংহার।
বোজিআ কার্য্যের গতি করিআ বিচার॥
ধৃতরাষ্ট রাজার যুযু[ৎ]স নামে সুত।
বৈশ্যাগর্ব্ভে উৎপত্তি গোলে অদভোত॥
সরন লবিল ধর্ম্মরাজার চরনে।
আপনার পরিচয় গোত্র আলাপনে॥
সদরে মিলয় যুধিষ্টির মহাশয়।
কোলে করি যুযু[ৎ]সক দিলেন্ত অবয়॥

জ্ঞি সব আনীবার ছিল অনুমতি।
হস্তিনাপুরেত গেল যুযু[ৎ]স সুমতি॥
বিদুর সহিতে হৈল পথে দরশন।
যোদ্ধ[ৎ]স কহিল তবে সকল কথন॥
ভারথের পূর্ব্ব কথা অমৃত সমান।
সুনীয়া হাসত বির পয়াসর খায় (পরাপদ খায়)॥
বিজই পাণ্ডবকথা অমৃতলাহরি।
সুনীলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥
এহি হন্তে শৈল্যপর্ব্ব কথা অবশেষ।
তার পর গদাপর্ব্ব সুনহ বিশেষ॥
ইতি মহাভারথের শৈল্যপর্ব্ব পুস্তোক সমাপ্ত॥ ॥

১৭২। মহাভারত—১৮ পর্ব্ব।

রচয়িতা—সঞ্জয় কবীন্দ্র।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৮½ × ৬½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—২১৮, ২২০—২৮৬, ২৮৮—৩৭২, ৩৭৪—৫৫৯; ২২৬ সংখ্যক পাতা দুইখানি। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২২৩ সাল। খণ্ডিত। অক্ষরের ছাঁদ পূর্ব্বদেশীয়।

আরম্ভ,—

বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি।
নম নম নারায়ন দেব বনমালি।
এ তিন ভুবনপতি গুনের জে সালি॥
গুনালয় গুনময় গুনকির্ত্তি নাম।
কৃপাময় করুনাসিন্ধু গুনে অনুপাম॥
অনন্ত মহিমা সিমা ব্রহ্মা না জানএ।
সেবকবৎসল প্রভু দেব দয়াময়॥
জার নামে ভবসিন্ধু অনায়াসে তরি।
প্রনমোহম মোহাপ্রভু মুকুন্দ মুরারি॥
সপ্ত মুনি প্রভিতি জে তিন পদ লৈআ।
জুগে জুগে সেবএ বুঝিতে নারে যারা॥
নারদ পহ্লাদ সুক সোনাতন ঋসি।
জার নাম সুখ ভরি লএ অহর্নিসি॥
নিমেসেক দৃষ্টি জার ব্রহ্মাণ্ড প্রচুর।
ক্ষেনে পালে ক্ষেনে সৃজে ক্ষেনে করে চুর॥
সিসুক্ষেলা হেন লিলা সকল বেভার।
চারি বেদে অন্ত নহি পারন্তী জাহার॥
হেন প্রভু নারায়ন দেব নিরঞ্জন।
তান পাদপদ্মে সদাএ রহুক মে মন॥
নমো সত্তর প্রভু দেব ভূতেশ্বর।
প্রনমোহম গঙ্গাধর নিলকণ্ঠ হর॥
নমো সিবাসক্তিশ্বর নমো বি[ষ]মুখ।
বিসভক্ষ বিরূপাক্ষ নম পঞ্চমুখ॥
প্রনমোহ প্রকৃতিস্বরূপা ভগবতি।
প্রকৃতিস্বরূপা দেবি সর্ব্বভূতে স্থিতি॥
হরি হর বিধাতাএ অন্ত নহি পাএ।
হেন দেবির পদে চিত্ত্য রহুক সর্ব্বদাএ॥
মুক্তি শুদ্ধ জানহিন নাহি বুঝিলেন।
কোটি কোটি ব্রহ্মাএ জার না পাএ উর্দ্দেস॥
হেন দেবি প্রনমোহ দেবি সোনাতনি।
সুর মুনি গুরূপদে বন্দম পুনি পুনি॥
ভারথির পদারবিন্দে করিআ ভকতি।
মোহাভারথের কিছু কহিব আরতি॥
পরিক্ষিত নামে ছিল দৈত্যবাদি রাজা।
তান পুত্র জর্ম্মজয় বলে মোহাতেজা॥
গঙ্গাতিরে পুণ্যস্থল চম্পিনা নগরি।
তথাএ রাজ্য করে রাজা জেহেন দৈত্যারি॥
এক দিন ব্যাস মুনি আইল রাজদ্বারে।
প্রতিপারি জানাইল রাজার গোচরে॥

বার্ত্তা পাইয়া নৃপতি জে আসিল সত্যয় ।
প্রনাম করিআ নিল আপনা অন্তর ॥
পার্দ্য অর্ঘ আচমনি দিল হেমাসন ।
মুনির চরনে রাজা করে নিবেদন ॥
আজি সুভ দিন মোর হৈল উপসর্গ ।
আহ্মার ভাগ্যের কথা না জাএ কহন ॥
আছএ অবিষ্ট মোর মনের বাঞ্ছিত ।
প্রকাস কহিতে তাহা মনে বাসি ভিত ॥
পিতামোহ সব মোর ছিল ভুমিবার ।
মোহাবলপরাক্রম বিক্রমে গম্ভির ॥
সাক্ষাতে দেখিছ তুহ্মি কৌরব পাণ্ডব ।
গোত্রকলাহল করি মৈল তানা সব ॥
আপনে জে মোহামুনি থাকিতে বিদ্দিত ।
তাতে কেনে হেন কর্ম্ম কৈলা বিপরিত ॥
পঞ্চস্বরসত তানা ছিল সহোদর ।
এক এক পরাক্রমে মোহা ধর্ন্নুর্দ্ধর ॥
রাজাএ বোলে ই বাক্য বিশ্বয় লাগে সুনি ।
কার সক্তি লংঘিতে পারএ তোহ্মা বানি ॥
তোহ্মা হোন্তে পারে কেবা সতন্ত্র হইতে ।
নিসেদ না কৈলা কেনে কুর্দ্ধ সঙ্কলিতে ॥
মুনি বোলে কথা কহ মতি হৈআ ধর্ম্ম ।
পুত্তলি বিদ্ধিনে জেন চক্ষু হএ অর্দ্ধ ॥
আর ব্যাধি হৈলে জেন চিকিৎসাএ জাএ ।
পুত্তলি ধরিলে নহি জাএ সর্ব্বথাএ ॥
শ্রীমর্ত্তে মত্যতা হৈয়া করে অহঙ্কার ।
ইন্দ্রতুল্য দেখে সব সরির তাহার ॥
ভূত ভবিষ্যত দেখে আপনে সাক্ষাত ।
অবোধ বর্ব্বরে দেখে কলিলে সাক্ষাত ॥
মর্ত্ত হৈআ কর্ম্ম করে আপনার বলে ।
আহ্মি কি করিব মোর বাক্য না ধরিলে ॥
কৃষ্ণের সাক্ষাতে কর্ম্ম করে দিনে দিনে ।
আপনা কুবুদ্ধি তানা নাস হৈল রনে ॥
ভিষ্ম দ্রোণ বিদুরে কহিল সাবহিতে ।
তথাচ না ধরে বাক্য পাপ আবর্ত্তিতে ॥
তা সমাইকে কেমতে করিব নিবারন ।
এক এক মোহারথি অতি বিচক্ষন ॥
তোহ্মারে নিসেদি আহ্মি এক সমাচার ।
তুহ্মি দেখি এক বাক্য পালহ আহ্মার ॥

ইহার পর ব্যাসদেব রাজাকে বলিতে লাগিলেন,—আগামী কল্য তোমার দ্বারে এক সুদৃশ্য রথ আসিবে। যদি মঙ্গল চাও ত তাহাতে আরোহণ করিও না। কিন্তু নিশ্চয় তুমি তাহাতে আরোহণ করিবে। যাহা হউক, রথে চড়িয়া তিন দিক্ ভ্রমণ করিতে পার, দক্ষিণে কদাচ যাইও না। বস্তুতঃ তুমি রথে চড়িয়া মৃগয়ার্থে দক্ষিণ দিকেই যাইবে এবং তথায় গিয়া এক অপূর্ব্ব পুরী দেখিতে পাইবে। দেখিও, যেন সেই পুরীতে প্রবেশ করিও না। যদি আমার বাক্য লঙ্ঘন কর, তাহা হইলে সেখানে গিয়া এক কন্যা দেখিতে পাইবে। হিত চাহিলে সেই কন্যাকে আনিও না। যদি বা আন, তবে তাহাকে পাটরাণী করিও না ইত্যাদি ইত্যাদি। ঠিক এইরূপ কথাই পরাগলী মহাভারতে আছে।

মধ্য,—

লাছাড়ি ॥ দির্ঘ ছন্দ ॥

সখি হৃদএ রহিল বড় ক্ষেদ ।
সে রাজার গুণ গুন তুহ্মি কি না জান পুন
কোন বিধি করিল বিছেদ ॥
সে হরি গুনের নিধি আনিআ মিলাইল বিধি
পুর্ব্বজর্ম্মের তপফলে ।
জে বিধি করিল এথ মনে আহ্মি ভাবি কথ
মোর কর্ম্ম জাইব বিফলে ॥

কান্দি কহে অশ্রুমুখি শুন মোর প্রানসখি
মুঞি পাপ কর্ম্মেক করিলুম।
বনেত পাইআ য়ানি পালিলেক কন্ন (কণ্ব) মুনি
মাও বাপ এক না জানিলুম॥
বিহা কৈল কর্ম্মগতি সেহ ছাড়ি গেল পতি
ফিরি আর না কৈল উর্দ্দেস।
গর্ভ বাড়ে দিনে দিনে না জানিল কোন জনে
কেমতে হইব পরকাস॥
কেবা বাপ কেবা মাও না দেখিআ পোড়ে গাও
না চিনিল নয়নে জে আক্ষি।
পাপিষ্ঠ করম মোর কি লিখিল বিধবর
এথ দুঃখ পাইলুম অভাগিনি॥
পুসিলেক জেই জনে ঘৃনা বাসিবেক মনে
কুচরিত্র দেখিআ য়াক্ষার।
বাছি নিজ মনুরথ না চাহিলুম তান পথ
সেহ মোর হইল অসার॥
উদয়েত রাজবংস সেহ মোহা তেজ অংস
সেই সে হইল মোর ভএ।
আপনা সরির তেজম তোক্ষাতে জে এহি কহম
এথ দুঃ[খ] না সহে সরিরে॥
ই বলিয়া কান্দে রামা মনেত নাহিক খেমা
সজল নয়নে বহে ধার।
মনে এথ ক্ষেদ উঠে কহিতে সরির ফাটে
বিরচিত সঞ্জয় কবিত্য॥

পয়ার॥

মোহা তাপে তাপিত অসুস্ত কলেবর।
ব্যাধসরঘাতে জেন হরিন কাতর॥
এথাএ মুনির সাপে রাজা বিষ্মরিল মনে।
তির্থজাত্রা হোতে মুনি আইল কত দিনে॥
আগুবাড়ি আনিলেক সখি দুই জন।
না আসিল সকুন্তলা লর্জ্যার কারনে॥
আশ্রমে প্রবেস কৈল মুনি মোহাজএ।
না দেখিআ সকুন্তলা বির্ষর হৃদএ॥
কথাএ গেল সকুন্তলা জিজ্ঞাসিল পুনি
ধিরে ধিরে ঘর হোতে আইল সুভজনি॥
বসনে ঢাকিআ মুখ লর্জ্জা বাসি মনে।
দণ্ডবত কৈল আসি মুনির চরনে॥
ভাল মন্দ না বলিল পুনি গেল ঘর।
দেখিআ বিষ্মিত মুনি জিজ্ঞাসে সত্বর॥
আজি কেনে সকুন্তলা দেখি বিপরিত।
কৈক্ষার লৈক্ষন এথ সব অনুচিত॥
না কয়ে উত্যর মুনি জিজ্ঞাসিলে কথা।
উত্যর না করে কৈন্যা লাজে হেট মাথা॥
আছিল চঞ্চল গতি খঞ্জনের প্রাএ।
গতি গহিন দেখি বিকল লর্জ্যাএ॥
বাড়িল নি[ত]ম্ব গুরু স্তনজুগ তার।
সিন্দুরতিলেক ভালে বিচিত্র মনিহার॥
দির্ঘ মনিহার গলে তাকে কেবা দিল।
সূর্জ্জতেজ সম মনি তাকে কথাএ পাইল॥
রাজলক্ষি হেন অঙ্গে কান্তি কলেবর।
উর্ব্বসির প্রভা জেন ইন্দ্রের গোচর॥
কিবা দেবে বিহা কৈল নতুবা রাজকুলে।
আপনে বরিল কিবা লংঘিলেক বলে॥
অনুপুইআ প্রিয়ম্বদা তথনে কহিল।
মৃগআ করিতে এথা দুঃমান্ত আসিল॥
চরমুখে বার্ত্তা পাই আসিল আশ্রমে।
বঞ্চিলেক তিন মাস তোক্ষার কারনে॥
দেখা না পাইআ রাজা বড় দুক্ষি হৈল।
নৈরাসা হইআ রাজা দেসেত চলিল॥
অগস্তের অনুমাত মুনি সব লৈআ।
সুভক্ষন করি কৈন্যা তাকে দিল বিহা॥
তোক্ষার সংখোচে তথা না নিল রাজাএ।
তবে তুক্ষি তারে তুষ্ট হইতে জুআএ॥

সুনিআ মুনির মনে হৈল হরসিত।
সেহ হোন্তে আখির জল শ্রবিল কিঞ্চিত ॥
প্রভাতে আইল সর্ব্ব মুনি সমাজ।
তান্না স্থানে সকল কহিল মুনিরাজ ॥
সকলের অনুমতি জুক্তি কৈল সার।
পাঠাইআ দিতে জুক্ত মহেসি রাজার ॥
বৃদ্ধ ব্রাহ্মনি সব সিষ্য সঙ্গে দিয়া।
সকুন্তলা হেতু রথ আনে সাজাইয়া ॥
বার্ত্তা পাইয়া আইল তবে ব্রাহ্মনি সকল।
হরিসে রচিল তথা অনেক মঙ্গল ॥
আশ্বাসিল সকলেরে জার জে উচিত।
বিনয় করুনা হৈল মুনির বিদিত ॥
শ্রবএ নয়নের জল ধার ধার ভাসে।
মুনির করুনা সোক বাড়িল বিসেষে ॥
রথেত চড়িয়া কৈন্ধা কান্দে উচ্চস্বরে।
মুনিহ কান্দিতে পাছে গেল কত দুরে ॥
নিবর্ত্তিয়া কম্ন (কণ্ব) মুনি আইল নিজ ঘর।
তরুতলে বসি সোকে কান্দিল বিস্তর ॥
হা হা সকুন্তলা মোরে ছাড়ি গেলা কথা।
আশ্রম করিআ বৃক্ত মনে দিআ ব্যথা ॥
খুধ[া]কালে জত্ন করি কেবা দিব ফল।
তিক্কা হোলে কাহাতে পুছিব আন্নি জল ॥
ঘরে আইলে সানন্দে করি কে পুছিব আর।
দণ্ড তরুমুলে জল কে সিঞ্চিব আর ॥
এত জত্নে তরুগন পালিবেক কনে।
গৌরবে পল্লব ছিড়ি না দিবা শ্রবনে ॥
আজি হোন্তে অনাথ হইল তরু সব।
কথেক সহিব মনে সোক অনুভব ॥
এথ ভাবি মুনিবর কান্দিল বিস্তর।
অপুত্রার পুত্রসোক বড়হি দুষ্কর ॥
এথাএ সকুন্তলাএ মনে মুনিরে ভাবিয়া।
কান্দিয়া কান্দিয়া জাএ মুনিরে ধরিয়া ॥

আশ্রম এড়িআ জদি বহু দুরে গেল।
এক সরোবর পাইয়া তাতে স্নান কৈল ॥
হরিস বিসাদ মনে ভাবিল অন্তর।
অঙ্গুরি পড়িল খসি জলের ভিতর[র] ॥
না খরিয়া রথে চড়ি গেল সিঘ্রগতি।
পূর্ব্ব অনুগ্রহ রাজার ভাবি দিবা রাত্রি ॥
সপ্ত দিন হাটি রথ গেল সেই দেস।
নাগরিক লোকে দেখি আনন্দ বিসেষ ॥
রোগ সোক দুঃখ পিড়া নাহি কোন তাপ।
ধার্ম্মিক সকল লোকে নাহি কোন পাপ ॥
ঘরে ঘরে আনন্দ উৎসব নির্ত্য গিত।
তাহা দেখি সকুন্তলা আনন্দিত চিত ॥

(পৃঃ ২০।১-২১।২)

সঞ্জয়ের মহাভারতে শকুন্তলার উপাখ্যান অতিশয় দীর্ঘ,—ছয়ের পাতায় আরম্ভ হইয়া চল্লিশের পাতায় শেষ হইয়াছে। অতঃপর যযাতির উপাখ্যানের অন্তে শান্তনুর জন্ম-বিবরণে কিছু নূতনত্ব আছে। মূল মহাভারত বা কাশীদাসী মহাভারতে এই অংশ নাই। যথা,—

মন্দ[া]কিনি নদি বৈসে নদির প্রধান।
চন্দ্র সম জলে জে ধবল পুরিখান ॥
পাছে ছিল বাউ তথা গেল সিঘ্র করি।
গঙ্গার বসন ব্রহ্মাএ উড়াএ তরাতরি ॥
মাথা হেট করি তথা সর্ব্ব দেবগন।
অঙ্গে বেহে গঙ্গা দেখি সম্বরে বসন ॥
কামে মোহাভির্ষ[১] বিরু হইল অস্থির।
লোভ হোন্তে কামভাব হইল সরির ॥
মাথা হেট দেবগনে কেহ না দেখিল।
জ্ঞানচক্ষু ব্রহ্মাএ তাহা মনেত জানিল ॥

১। মহাভিষ।

ব্রহ্মাএ বোলে মোহাভির্ষ করিলা [illegible]।
স্বর্গ হোন্তে নামিঞা অনির্ষ কৈয়া [illegible]॥
আগে বানরজর্ম্ম [illegible] ভিবা নিশ্চএ।
পুনি নররূপি হৈবা শুন মোহাসএ॥

* * * * *

ব্রহ্মাএ বোলে শুন রাজা আহ্মার বচন।
পাইবা বানরজোনি মর্ত্তএ ভুবন॥
সদয় [illegible] হৈয়া দেব পশুপতি।
গঙ্গারে তোহ্মারে দিব দেখিআ ভকতি॥
কপট করিয়া গঙ্গা মাগিব পরানে।
অব্যাহতি পাইবা তুহ্মি আহ্মার কারনে॥
সান্তনু হইব নাম কুরুর নন্দন।
মুনি সর্ব্বের আসির্ব্বাদে জর্ম্মিবা তখন॥
জার্ম্ববির সঙ্গে ক্রিড়া করি কত কাল।
এথ বলি অন্তর্ধ্যান হৈল লোকপাল॥
স্রাপ পাইয়া মোহাভির্ষ স্বর্গভ্রষ্ট হৈল।
তাহা দেখি গঙ্গাদেবি কহিতে লাগিল॥
অকারনে মোহাসাপ দিলা প্রজাপতি।
কৌতুক করিতে গিয়া মজিল সঙ্গতি॥
এতেক চিন্তিয়া গঙ্গা মনেত চুকিত।
হেন কালে অষ্ট বসু আইল আচম্বিত॥

* * * * *

জর্ম্মজএ কহে মুনি মোতে কহ সার।
কোন মতে হৈল সান্তনু অবতার॥
সে কথা অমৃতসম কহ তপোধন।
কিরূপে বানর জোনি হইব মোচন॥
মুনি বোলে কহি শুন রাজা জর্ম্মজয়।
তারথের পুণ্যস্থলী অতি পুণ্যাশ্রএ॥
কপিকুলে জন্ম হৈল সেই কপিপতি।
একমনে করে সে জে শঙ্করভকতি॥
সেবকবৎসল [illegible] হর্ষিত।
তুষ্ট হৈয়া কহে বর মাগ [illegible]॥

বড় তুষ্ট হৈল আজি তোহ্মা [illegible]।
মনের অভিষ্ট বর লও তুহ্মি মাগি॥
আত্ম অঙ্গ আদি আদি নাহিক সংস্রএ।
জেই চাহ সেই দিব কহিল নিশ্চএ॥
শুনিয়া শিবের বাক্য কপিরাজে [illegible]।
অতি ভয় কহিলেক পুটাঞ্জলি করি॥
আপনে জে তুষ্ট হৈয়া দিতে চাহ বর।
মনের অভিষ্ট মোর কৈতে বাসি ডর॥
অত্যন্ত অসক্য মোর মনের বাঞ্ছিত।
কহিতে অসক্য কথা শুনিতে কুৎসিত॥
শঙ্করে কহেন তুহ্মি ভয় পরিহর।
মনের বাঞ্ছিত তবে কহত বানর॥
পাইয়া অভয় বর কহে কপিপতি।
সুরেশ্বরি গঙ্গারে অভিষ্ট মোর অতি॥
শঙ্করে বোলেন কপি আজি জাও ঘর।
প্রভাতে আসিয় তুহ্মি এহি গঙ্গাতির॥
সানন্দিত হৈআ কপি গেল আশ্রমেতে।
মিলিলেক ভাগিরথিকূলেত প্রভাতে॥
বৃসেত চড়িআ তবে দেব পঞ্চশিব।
গঙ্গা গৌরী সঙ্গে করি আইল জগজিব॥
জলেত নামিল শিব দুই ভার্য্যা লৈআ।
পাসেত রহিল কপি সম্বরিত হৈআ॥
পবন স্মরিয়া তবে আজ্ঞা দিল হর।
জার্ম্ববির উরু হোন্তে বস্ত্র দূর কর॥
হরের আজ্ঞাএ বাউ কুণ্ডল আকারে।
গঙ্গার সরির হোন্তে বস্ত্র দূর করে॥
বিবস্ত্রন হৈল গঙ্গা বড় পাইল লাজ।
পৃষ্ঠে থাকি তাহারে দেখিল কপিরাজ॥
কটমনে গঙ্গারে সাপিল পঞ্চসির।
বানরে দেখিল তোর লোভ জে সরির॥
আহ্মার পাসেত থাকি কোন কার্য্য নাই।
[illegible] কৈল জাও তুহ্মি বানরার ঠাই॥

পুনি পুনি আজ্ঞা হৈল দেব ত্রিলোচন।
করজোড়ে কহে গঙ্গা বিনয় বচন॥
এহি অপরাধে গোসাঞি মোরে সাপ দিলে।
সাপের সাপান্ত গোসাই হৈব কত কালে॥
কৃপা করে সাপান্ত পশ্চাতে স্থির হয়।
বানর সেবিআ থাক দ্বাদস বৎসর॥
সাপান্ত যে হয় হইব দ্বাদস বরিসে।
দুঃখ না ভাবিয় গঙ্গা চলহ হরিসে॥
অযোধ্যা তোমার নাম হইব মর্ত্তেতে।
পাইবা সাপের কফিল না দুসিবা তাতে॥
আর এক বাক্য গঙ্গা পালিয় অর্ত্তনে।
অষ্ট বসু সাপিআছে বসিষ্ঠ ব্রাহ্মনে॥
বসিষ্টের ধেনু হরি উর্ব্বসিরে দিল।
অষ্ট গর্ভপাত হৈতে বসিষ্টে সাপিল॥
অষ্ট বসু হইলেক ঋষির সাপান্ত।
কৃপাজনে মোহামুনি দিলেক পদান্ত॥
দুরসানে গঙ্গা দেবি জাইব ভুবনেত।
সেই গর্ভপাত হৈআ য়াসিব স্বর্গেত॥
এত কহি গঙ্গা দেবি হয়ে বিসর্জ্জিলা।
গঙ্গা দেহ করিয়া বানর আদেসিলা॥
আগে জাএ গঙ্গা দেবি পাছে কপিশ্বর।
অক্ত হয় গিয়া গঙ্গা দিলেক উর্ত্তর॥
কপটে বানর জদি করিতে পারি নাস।
তবে সে জাইতে পারি হরের সম্পাস॥
আদিপর্ব্ব মোহাপোথা প্রবারসমএ।
গঙ্গার স্মরণ করি কহিল সঞ্জএ॥
এত ভাবি কহে গঙ্গা সুনহ কপিনাথ।
মনের অভিষ্ট কেনে না কহ আক্ষাত॥
কোন হেতু মোরে তুক্ষি লৈ জাও মাগিয়া।
আপনা মনের কথা কহ হৃষ্ট হৈআ॥
হাসিআ বানরে কহে সুন সুরেশ্বরি।
সকল দেখিআ পাইছি তুক্ষি হেন নারি॥

এত শুনি কহে গঙ্গা পরিহরি লাজ।
হিত উপদেস কথা কহি কপিরাজ॥
আক্ষি ত অলোম রূপ তুক্ষিত লোমেস।
কিরূপে আক্ষার অঙ্গে করিবা প্রবেস॥
সর্ব্বলোম দাহ কর আনল জালিয়া।
আক্ষা সঙ্গে ক্রিড়া কর বচন পালিআ॥
কামাতুর হৈয়া কহে কপিরাজ হরি।
তোক্ষার অভিষ্ট জেই সেই কর্ম্ম করি॥
গঙ্গাএ বোলে আক্ষি বর দিলাম তোমারে।
আনলের তেজে তোক্ষা কি করিতে পারে॥
প্রথমে পরিক্ষা দেখ অঙ্গুলি দহিআ।
পশ্চাতে নির্লোম হও সর্ব্বাঙ্গ পুড়িআ॥
তবে অঙ্গ অগ্নি করি প্রবেসিল কায়া।
অঙ্গুলি নির্লোম হৈল গঙ্গাএ কৈল মায়া॥
গঙ্গাএ করিল মায়া পর্ত্যএ বানর।
গঙ্গাএ বোলে মোহাকুণ্ড এবে অগ্নি কর॥
সুনিয়া গহিন কুণ্ড আনল জালিল।
গঙ্গার বচনে কপি বেগে ঝম্প দিল॥
গঙ্গারে আকংখে কপি মনে কার্য্য(য়) করি।
আনলে পুড়িয়া মৈল কপিরাজ হরি॥
মুর্চ্ছ হৈল কপিরাজ গঙ্গা সতন্তর।
চলি আইল সুরেশ্বরি সঙ্কর গোচর॥
এথাএ দৈব ঘটনে ফলিল তাতে কাজ।
সেই কুণ্ডে মরিল বানর কপিরাজ॥
আনল সহিতে কুণ্ড উথলিল জল।
মোহাকুণ্ড উথলিআ করে টলমল॥
সেই কুণ্ড উথলিআ ডুবাইল পাড়।
আনল সহিতে বৈসে তথা জলধার॥
সেই ত দক্ষিন ভাগে বৈতরণি নাম।
তাহার দক্ষিনে পুরি যমের আশ্রম॥
তবে মৃতা বানর ভাসিল সেই জল।
অস্থি মাংস রুধির ভাসিল দুই কুলে॥

আটাসি বৎস্র মুনি জাএ তপ হোত্তে।
দেখিলেক অগ্নিময় জল বহে স্রোত্তে॥
পরসিত্তে না পারয় অত্যন্ত তপ্ত জল।
কি হৈল কি হৈল করি ঘোসয় সকল।
প্রভাত্তে দেখিল এথা না আছিল পানি।
অগ্নিময় জল তাতে কি হেতু না জানি॥
হেন কালে দেখিলেক মর্য্যা এক কপি।
বান্ধিলেক জল সেই দুই কুল চাপি॥
সেই কুরুনৃপতি হস্তিনাপুরবাসি।
পুত্র অভিলাসে রাজা হৈল রাজঋসি॥
পাত্রেত সমর্পি রাজ্য সেই রাজেশ্বর।
মুনি সঙ্গে নৃপতি বহুল তপ করে॥
একে একে পার হৈআ জাএ কুতুহলে।
হইল আকাসবানি সুনিল সকলে॥
উপকারি বানর জে না জাও ছাড়িয়া।
বেদমন্ত্রে জিয়াইল সকলে বেড়িআ॥
পরম সোন্দর হৈল সেই নরেশ্বর।
অপুত্রা কুরুএ তবে পাইল পুত্রবর॥
সান্তনু হইল নাম তাহার নিশ্চএ।
তপের প্রভাবে রাজা পাইল তনএ॥
মুনি সবের আসির্ব্বাদে দেবতার বরে।
হেন মতে শান্তনু আছএ রাজঘরে॥

(পৃ° ৫২।২—৫৩।১)

ও দিকে গঙ্গা মহাদেবের নিকট গিয়া বানরের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিলে, শিব অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—আমি দেবকার্য্য উদ্ধারের জন্য তোমাকে পাঠাইলাম। আর তুমি কি না, অন্যরূপে বানরকে মারিয়া ফিরিয়া আসিলে? তুমি যাহাকে মারিয়াছ, সে এখন রাজপুত্র শান্তনু হইয়াছে। অতএব তুমি তাহার নিকট যাও। এইরূপে শিবের আদেশে গঙ্গা, শান্তনুর নিকট আসিয়া তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিলেন।

শান্তনুর পুত্র চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুবিবরণ কাশীদাসী মহাভারতে যেরূপ দেখা যায়, এই পুথির উপাখ্যান সেরূপ নহে। কুরুক্ষেত্রে গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধে চিত্রাঙ্গদ দেহ ত্যাগ করেন এবং ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু হয়, কাশীদাসী ও মূল সংস্কৃত মহাভারতে এইরূপ বিবরণ আছে। কিন্তু এই পুথিতে উভয়ের মৃত্যুকাহিনী অন্যরূপ। গ্রন্থকার বলেন যে, চিত্রাঙ্গদ প্রথমে ক্ষয়রোগে মারা যান। পরে বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুকাহিনী এইরূপ,—

চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পর বিচিত্রবীর্য্যকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া ভীষ্ম, তীর্থযাত্রা করিবার সময় বিচিত্রবীর্য্যকে বলিয়া গেলেন যে, তুমি অন্য সব দিকেই যথেচ্ছ গমনাগমন করিতে পার, কিন্তু দক্ষিণ দিকে কখনও যাইও না। রাজা এই উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, দক্ষিণ দিকে গিয়া এক অপূর্ব্ব পুরী দেখিতে পাইলেন। এই পুরীতে বসন্তকালে ভীষ্ম শয়ন করিতেন। ইহার মধ্যে দশ সহস্র মাতঙ্গের বলশালী এক হাতী দশ দণ্ড যাবৎ ভীষ্মের সর্ব্বশরীরে শুণ্ডের আঘাত করিলে, তবে তাঁহার নিদ্রা হইত। বিচিত্রবীর্য্য পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বর্ণপালঙ্কে শয়ন করিলেন এবং পাশে একটি সোনার ঘণ্টা দেখিয়া তাহা বাজাইয়া দিয়া নিদ্রিত হইলেন। ঘণ্টার শব্দ শ্রবণে পূর্ব্বোক্ত হাতী আসিয়া ভীষ্ম জ্ঞানে রাজার শরীরে শুণ্ডের আঘাত করিতে লাগিল এবং সেই আঘাতেই তাঁহার দেহ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। এ দিকে রাজার কোন সন্ধান

না পাওয়ায় প্রচার হইয়া গেল যে, তাঁহাকে গন্ধর্ব্বেরা মারিয়া ফেলিয়াছে।

ভণিতা,—

১। সঞ্জয় পাখিল পোথা ভারথের সার।
কৈজ্ঞাএ কাসএ গিয়া পুত্র আশ্রয়॥

২। সঞ্জএ পাখিল পোথা বিচিত্র ভারতকথা
জাহারে মুনিলে ভব তরি॥

৩। ভারথ মধুর কথা অতি পুণ্যময়।
ভব তরিবার হেতু কহিল সঞ্জয়॥

শেষ,—

পয়ার॥

জমে বোলে পাণ্ডুসুত সুন দিয়া মন।
কহিব পুন্যের কথা ভারথ লিখন॥
বৈসাখেত জেই জনে তুলসি দিব ধরা।
সেই জন সোর্গে থাকে স্বাকাসেতে তারা॥
কার্ত্তিকেত দিপ দিব তুলসির তলে।
সে(জে)ই জনে প্রদিপ দেহি হরির মন্দিরে॥
জে সকল নরে দিব আকাসে প্রদিপ।
স্বর্গপুরে থাকে সেই পাএ স্বর্গদিপ॥
সুন রাজা পাণ্ডুসুত কর যবধান।
সংক্ষেপে কহিল কিছু পুন্যের বাখান॥
তোমা সম পুন্যবন্ত ত্রিভুবনে নাই।
কপালে কোন জনে পাইল গোঁসাই॥
রূপে বোলে প্রজাপতি রাজি মুক্ত জন।
কোন মতে বৈসে প্রভু বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
তোমার চরন বিনে রায় গতি নাই।
কোন মতে বৈসে প্রভু সুনিবারে চাহি॥
পাপের বটক রাজি পুন্য না করিলাম।
তোমা পদে রপরাধি কুল নাসি রাইলাম॥

নাচাড়ি॥

মুকুট সহিত কর নাতিতে গতিবরতর
দ্যুতি জে তাহান ললাট।
কৌস্তুভ কুসন করি মালতি পুষ্পের মারি
মধুলোভে গুঞ্জরে ভ্রমর॥
গরুড়ে স্তবন করে ব্রহ্মা আদি সুরে জারে
লক্ষ্মি করে চামর ঢুলান।
স্বর্গপুরে দেবগন জাথে ধ্যায়ে সর্ব্বজন
হর ব্রহ্মাএ সিমা দিতে নারে॥
পরিধান পিতবাস সুনে পাপির স্বর্গবাস
নিজ নাম ভবতরনি।
অরূন জিনিয়া রঙ্গ কমল পুষ্পতরঙ্গ
ভুজযুগে চম্পক কদলি॥
কমল জিনিয়া রূপ রতি দিপ্তি স্বরূপ
মুখ সোভে স্বরূন লোচন।
জিনিয়া খঞ্জন পাক্ষি সুলক্ষিত জিনি রাখি
নখে সোভে নক্ষত্র সমান॥
কনক জে সিংহাসন বৈসে প্রভু নারায়ন
ছত্রাজিতাএ তাম্বুল জোগাএ।
মস্তকে মালতি বেড়া গলে বনমালা ছড়া
তিলক সোভিয়াছে জে ললাটে॥
হেন হরি নারায়ন জে লএ তান স্মরন
ব্রহ্মহত্যা পাপ জাএ দুর।
ভক্ত জন জেই হএ সেই নিজ রূপ পাএ
অভক্তের দ্বারে নাহি জাএ॥
রাম হরি নামখানি বৈকুণ্ঠের চুড়ামনি
খেনে কালা খেনে হএ কালি।
দসরথপুরে রাম গোকুলেতে কৃষ্ণনাম
হরিনামে স্ম্যাগ জে শ্রীদাস॥ ০॥

পয়ার॥

কৃষ্ণকথা সুনি রাজা আকুলিত মন।
ধর্ম্ম ইন্দ্র সঙ্গে চলে দেখিতে নারায়ন॥
বসি আছে কৃষ্ণচন্দ্র কনক আসনে।
হেনকালে যুধিষ্ঠির গেলেন স্মরনে॥

সেই সব রূপখানি দেখাইল প্রজাপতি।
সেই রূপ দেখিলেন ধর্ম্মের সন্ততি॥
শ্রীমুখ প্রসন্ন কৈল রাজা মহাসএ।
মহাভাগ্যে পাইলেন প্রভুর চরনএ॥
গলে বস্ত্র বান্ধি রাজা চরনে পড়িল।
অনেক ভকতি করি শ্রীপদ স্তবিল॥ ৪॥

লাচাড়ি॥

নমো নমো নারায়ন কস্তরি যে ভুসন
নমো নমো দেবচূড়ামনি।
লক্ষি আর পাদ সেবে ধ্যেয়ান করে দেবে জাকে
আন্মি অধম তোমার কিংকর॥
জে তোমা সরন লএ তার স্বর্গবাস হএ
হিন দেখি না করিলা দয়া।
ব্রহ্মা আদি দেবগন তাবে পদ রনুক্ষন
তুলনা দিবার কোনমতে॥
তোমার ধন তুন্মি নৈর সিতল পদ মোরে দেও
লিন হইয়া চরনে মিসাই॥ ৪॥

পদবন্ধ॥

যুধিষ্ঠির রাজাএ জদি প্রভুরে স্তবিল।
চরসিত হইয়া কৃষ্ণে আলিঙ্গন দিল॥
হস্তে ধরি রাজাকে বৈসাইল সিংহাসনে।
নাথ চক্র গদা পদ্ম দেখিল নয়নে॥
সংখ চক্র গদা পদ্ম হই চতুর্ভুজ।
নিজ অঙ্গ দেখিলেন বৈকুণ্ঠনায়ক॥
কৃষ্ণে বোলে তোমা গুন কৈথে অন্ত নাই।
বৈকুণ্ঠে বসিয়া দেখ রাজারে সদাএ॥
যুধিষ্ঠিরে বোলে প্রভু করি নিবেদন।
রাজ্য ছাড়ি বনে কেনে আইল আজিকন॥
কৃষ্ণে বোলে তোমা আগে আসিয়াছে সার।
ভালরূপে দেখ তুন্মি পড়ি সহোদর॥
এত বলি মহাপ্রভু দূত নিয়োজিল।
দ্রৌপদি সহিতে সুর সাক্ষাতে আনিল॥
দেখি রাজা যুধিষ্ঠির হরসিত] হৈল।
কৃষ্ণ রাজাএ যুধিষ্ঠির চতুর্ভুজ] হইল॥
এত শুনি গরুড় তুরিতে চলি গেল।
শ্বেতদ্বিপে গিয়া রাজা চতুর্ভুজ কৈল॥
কনক আসন দিয়া চক্রদ্বিপ দিল।
বৈকুণ্ঠেত যুধিষ্ঠির রাজা হৈয়া রৈল॥
সুন সুন ভক্ত সব হইয়া একমন।
সুনিলে জাইবা নর বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
ভক্তিভাবে পঠে জেবা সুনে মন দিয়া
পাপ নাস হই স্বর্গে জাইব চলিয়া॥
ভারথের পুন্নকথা অমৃতলহরি।
সুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
সঞ্জএ কহিল কথা ভব তরিবারে।
মহাভারথের কথা রচিছে পয়ারে॥
ব্যাস মুনি বোলে স্তবে পাচালি রচিয়া।
কহিল পুন্যের কথা মনে বিবেচিয়া॥
ভক্তি করি সুনে জদি এহি ভব তরে।
মহাপুরানের কথা লিখিল পয়ারে॥

ইতি মহাভারথে অষ্টাদশপর্ব্বনির যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহন সমাপ্ত॥ ৪॥ ৪॥ ৪॥ ইতি সন ১২২৩ ত্রিপুরা তারিখ ২৮ ফাল্গুন॥ ৪॥ ৪॥ ৪॥ এহি পুস্তক শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বেরস্ত রাএ মহাসয় অধিকার ছুকে লিখিতং পুস্তকং চোরে নিয়তং জদি মাতা পাখিং পিতা শুকরং জর্ম্মে জর্ম্মে ইত্যাদি। শ্রীরামশরনং শালং লিখিতং পুস্তকং আক্ষরং চেতিং শ্রীশ্রীযুক্ত [illegible] মাণিক্যাসং অধিকাং...যাসিকাসং॥ [illegible] লিখি তং জথা॥ ৫॥ সমাপ্ত॥ [illegible]

পুথিখানি ১২২৩ ত্রিপুরাব্দে লিখিত। ত্রিপুরাব্দ বাঙ্গালা সনের তিন বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী।

১৭৩। গোবিন্দবিজয়—মণিহরণ।

রচয়িতা—গুণরাজ খান।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৪ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১,—১১ ; সম্পূর্ণ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮, ৯ বা ১০ পঙ্ক্তি। লিপিকাল ১০৫৯ বঙ্গাব্দ।

মালাধর বসু গুণরাজ খান ১৩৯৫ শকাব্দে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ আরম্ভ করিয়া ১৪০২ শকে শেষ করেন। এই অনুবাদের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' বা 'গোবিন্দ বিজয়'। "মণিহরণ" সেই গ্রন্থেরই অন্তর্গত একটি পালা।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচরন প্রসীদ॥
নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি।
মহ্লার রাগ॥
সত্যভামা জাম্বুবতি বিভা যৈন মতে।
কৃষ্ণ অবতার নর স্থন একচিত্তে॥
গোবিন্দের সখা সত্রাজিত মহাসয়।
কৃষ্ণ মিত্র করি রহে দ্বারকা নিলয়॥
সমুদ্রের তিরে রাজা গিঞা য়েকেশ্বর।
নিরাহারে সুর্য্য সেবে দ্বাদস বৎসর॥
কঠুর তপে তুষ্ট তারে হল্যা দিবাকর।
আদিষ্টান হঞা বলে রাজা মাগ বর॥
সুর্য্যের চরনে রাজা ভুমি লোটাইয়া।
কান্দিতে কান্দিতে বলে চরনে ধরিয়া॥
স্বরূপে প্রসন্ন মোরে হল্যা দিবাকর।
দেহত গলার মণি কনকঈশ্বর॥
স্যমন্তক মনি তারে দিল দিবাকর।
গলে মনি আইল রাজা দ্বারকা নগর॥
সুর্য্যের তেজ দেখি দ্বারকা পুরজনে।
বার্ত্তা দিঞা জানাইল গোবিন্দচরনে॥
স্থন স্থন গোবিন্দাই অদ্ভুত কাহিনি।
তোমারে দেখিতে সুর্য্য আইলা আপনি॥
অতি উগ্র চণ্ড তেজ সহিতে না পারি।
সম্বোধিয়া পাঠাইল আপনি শ্রীহরি॥
রুক্মি[নী] সহিত কৃষ্ণ খেলে পাসাসারি।
এড়িঞা চিন্তিলেন তথা দেব শ্রীহরি॥
না করিহ সঙ্কা লোক স্থনহ উত্তর।
মনি পাঞা আস্তে সত্রাজিত নৃপ[ব]র॥
তাল হৈল দিবাকর মনি দিল তারে।
সুখেতে বসিব লোক দ্বারকা নগরে॥

মধ্য,—

বসুদেব দৈবকিকে কহিল উগ্রসেন।
সুলঙ্গ প্রবেসে কৃষ্ণ ছাড়িল জিবন॥
জে কালে গদাধর সুলঙ্গ প্রবেস করে।
কল্পনা করিঞা কৃষ্ণ বৈর্ণ সভাকারে॥
দ্বাদস দিবস হেতা অবসর করি।
জাইর সকল লো[ক] দ্বারকা নগরি॥
দ্বাদস দিবস আজি হৈল পরিমানে।
সুলঙ্গ প্রবেসে কৃষ্ণ ছাড়িল জিবনে॥
এতেক বলিঞা তবে সভে গেলা ঘর।
জেন মতে হয় কর্ম্ম করহ সত্বর॥
এত অমঙ্গলবানি দৈবকি শুনিল।
হাতাস শুনিঞা তিহোঁ ভুমিতে পড়িল।
কান্দএ দৈবকি দেখি রুক্মিনি কোলে ব
হরি হরি সন্দ মোর কে করিল পুরি
সিশুকাল হৈতে দেখি শ্রীমধুসুদন।
তে কারনে স্বামি মোর হল্যা নারায়ন
হেন প্রাননাথ মোর ছাড়িল অকালে।
এ রূপ জৌবন মোর গেল রসাতলে॥
বিয়াদ ভাবিঞা দেখি করএ রোদন।
আচম্বিতে বাম উরু করএ স্পন্দন॥

ক্রন্দন করএ বলে বৈবকী জনে
নাহি ঘরে পুত্র তোমার নয় মোর মনে ॥
সিথার সিন্দুর মোর আছএ উর্জ্জল।
কণ্ঠহার কেয়ুর কঙ্কন কুণ্ডল।
দুই বাহু সখ মোর অধিক দিপ্ত করে।
কুশলে আছেন মোর প্রভু গদাধরে ॥
উঠ উঠ মনসুখে পুজি গো ভবানি।
বিপদনাসিনি দেবি হরের ঘরনি ॥
ভণিতা,— (পৃঃ ৪১১-২)

১। গোবিন্দবিজয় নর সুন একমনে।
গুনরাজ খান বলে হরির চরনে ॥

২। এ কথা সুনিতে বাসনা করে জেই জন।
গুনরাজ খান বলে ভজ নারায়ন ॥

শেষ,—

ভাদ্রের চতুর্থির চন্দ্র দেখিল কৌতুকে।
তথির কারনে মিথ্যা বলে সর্ব্বলোকে ॥
তিন তালি দিঞা আমি সভাকে বলিল।
ভাদ্র মাষে চতুর্থির চন্দ্র কেহ না দেখিব ॥
হরিতালিকা তিথি বলিলা শ্রীহরি।
সর্ব্বত্রে থাকিবে সভে চন্দ্র পরিহরি ॥
জদি কদাচিত হয় চন্দ্র দরসন।
এই কথা শ্রবনে সুনিবে সর্ব্বজন ॥
সত্য সত্য বলি আমি সুন সর্ব্বজন।
খণ্ডিব সকল মিথ্যা হইব লক্ষন ॥
তবেত শ্রীহরি মনি হাথেত করিল।
বলভদ্র স্থানে গিঞা প্রনতি করিল ॥
মনে মত্ত বলদেব তোমার জোগ্য নহে।
সত্যভামা দেবি জদি মনি নাই লএ।
বিধিনিজোজিত ছিল অক্রুরভবনে।
ধার্ম্মিক পবিত্র বড় অক্রুর মহাজনে ॥
সভার সম্মতে দিলে দিঞাত অক্রুরে।
সুখে বৈসে লোক সব দ্বারকা নগরে ॥
গোবিন্দের চরনে (স্তবনে) হইল সভার সম্মতি।
অক্রুর...কে মনি দিলেন শ্রীপতি ॥
মনিরত্ন দিল কৃষ্ণ অক্রুরের হাথে।
ঘরে লঞা পুজ মনি বৈল জগন্নাথে ॥
অদ্ভুত অমৃত কথা স্যমন্তহরন।
হিত উপদেস কথা সুন সর্ব্বজন ॥
সুনিতে পরম সুখ শ্রবনে মুকতি।
মুক্তিপদ পাবে নর সুন একমতি ॥
সত্যভামা জাম্বুবতি বিভা একবারে।
গুনরাজ খান বলে বন্দিঞা গোপালে ॥

৩১॥ ১০॥ ইতি মুনিহ[র]ন সমাপ্ত ॥
গোবিন্দবিজয় ন[র] সুন একচিত্তে।
কালিন্দিকে বিভা প্রভু কৈল যেন মতে ॥
রুক্মিনি সত্যভামা আর জাম্বুবতি ॥ সন ১০৫ সাল তাং ২৮ ভাদ্র এই সব লেখা...।

১১৪। শ্রীকৃষ্ণবিজয়—কংসবধ।

রচয়িতা—গুণরাজ খান।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। পত্রসংখ্যা, ১-৮; সম্পূর্ণ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০, ১১ বা ১২ পঙ্‌ক্তি, শেষ পৃষ্ঠায় ১৪ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১০½×৪½ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৯১ সাল।

"মণিহরণে"র ন্যায় "কংসবধ"ও গোবিন্দবিজয় বা শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অন্তর্গত একটি পালা।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ

চৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

দেখিঞা রাম দামুদর বালকের সঙ্গে।
হাসিহ(তে) হাসিতে আসি ছিড়া কুজার সঙ্গে।
রথে হইতে অক্রুর প্রণাম করি।

ভুমিতে পড়িল অক্রুর বিস্তর স্তুতি করি ॥
বন্দিলত বলরাম অক্রুর মহাসয় ।
নন্দঘোস অসনা করি ঈরে উঠিআ ॥
মিষ্টান্ন পান দিআ করাল ভোজন ।
জিজ্ঞাসিল কোথাকে আগমন ॥
তবেত অক্রুর বলে [করি]আ বিনয় ।
কংস পাঠাইআ দিল তোমার নিলয় ॥
ধনুর্যজ্ঞ জজ্ঞ তথা করে নৃপবর ।
তেকারনে আমারে পাঠাইল সত্তরে ॥
দধি দুগ্ধ লেহ সঙে সকটে পুরিআ ।
সত্তরে চলহ নন্দ রাজকর লআ ॥
দুই পুত্র নেহ নন্দ করিআ সঙতি ।
মল্লজুদ্ধ দুহার দেখিব নরপতি ॥
মহাবল পুত্র তোমার সুনিআ নরপতি ।
মল্লজুদ্ধ করাব রাজা মল্লের সঙতি ॥
জুদ্ধ দেখিতে রাজার কৌতুক বড় মনে ।
তেকারনে আইলাঙ আমি তোমার সদনে ॥
রাজার আদেস রাখ সুন নন্দঘোস ।
বিলম্ব না কর চল করিআ সন্তোস ॥
অক্রুরের বোল সুনিঞা নন্দঘোস গোআল ।
কি করিব আজ্ঞা কর সুন্দর গোপাল ॥
ভাল ভাল বলিআ উঠিলা গদাধর ।
করিবত মল্লজুদ্ধ ভেটিব নৃপবর ॥
দুগ্ধ দধি লেহ সঙে সকটে পুরিয়া ।
ধনুর্যজ্ঞ জজ্ঞ রাজার দেখিবত গিআ ॥

মধ্য,—

যত মত বেস করেন রাম দামদরে ।
কোন্দলা জিনিঞা রূপ দিগিল সুন্দর ॥
আগো দুরে মালাকার দেখিল দামদরে ।
সুগন্ধী চন্দন মালা দেহত রামারে ॥
রামা হইতে অনেক ভাল হইব তোমার ।
এত বলি বসিলা পাসে নন্দের কুমার ॥
দেখিয়াত মালাকার সম্ভমে উঠে ।
পুজিলেন দুই ভাই পা[দ্য]ত অর্ঘ দিয়া ॥
গন্ধ পুষ্প মালা দিল উত্তম বসন ।
নানা ভোগ তাম্বুল দিয়া পুজিল নারায়ন ॥
তুষ্ট হইয়া বর তারে দিলা গদাধর ।
নানা সুখ হঞির মালি সংসার ভিতর ॥
উত্তম জাতি হইল মালি গোবিন্দের বরে ।
সর্ব্বলোক জল যাচরে মালাকারে ঘরে ॥

(পৃঃ ৪।১—২)

ভণিতা,—

১। সুন সুন আরে ভাই হইআ একমন ।
কংসের মরন খান গুনরাজ ভনে ॥

২। হরির চরনে খান গুনরাজ ভনে।
পুনরপি জন্ম নাঞি চিন্ত নারায়নে ॥

শেষ,—

মহারাটি রাগ ।

কংসের জত নারিগন আসিআ সেথানে ।
মৃত স্বামি কোলে করি করয়ে রোদন ॥
আজি হইতে অনাথ হইল মধুপুরি ।
আজি হইতে অনাথ হইব তোমার জত নারি ।
তখনি আমার প্রভুকে কুবুদ্ধি লাগিল ।
দেব গুরু বিপ্রজন হিংসীতে লাগিল ॥
ধর্ম্মহিংসা জিই করে অকালে সে মরে ।
সভাকে অনাথ করি ছাড়িলে সরিরে ॥
আজি হইতে মথুরা হইল ঘোর অন্ধকার ।
অকালে ছাড়িলে গোসা[ঞি] কংস নৃপবর ॥
এ লোকের নাথ প্রভু মোর দেব গদা ধরি
ভুমিতলে পড়িল ।
তোমার নারিগন কান্দে তোমা করিআ কোলে
দেখিআত নারায়ন দয়া[য়] উথলিল
সভায় রিদয় কষ্ট প্রবোধ করিল ॥

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন

৬ই পৌষ ১৩৩১, ২১ এ ডিসেম্বর ১৯২৪, রবিবার, সন্ধ্যা ৫৷৹-টা।

[মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল্ মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত]

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুরের সমর্থনে মাহারাজা স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, "ভূপেন্দ্র বাবু আমার ৪।৫ বৎসরের Junior ছিলেন, কিন্তু Law college এ আমরা একত্রে পড়িয়াছি, তিনি আমার সহপাঠী। ভূপেন বাবু আইনের পথে গেলেন, আমি শিক্ষাবিভাগে গেলাম। ১৯০৫।৬ সালে যে আন্দোলন হইয়াছিল, তিনি সেই আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। তিনি যে ক্রমশঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করিলেন, তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহার বাড়ীতে কীর্ত্তনাদি হইত। তিনি বাঙ্গালা কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। সংস্কৃত কলেজ আমাদের একটী অতীব আনন্দের জিনিষ। এই কলেজের উন্নতির জন্য তিনি যথেষ্ট করিয়াছেন, এমন কি, দেহপাত করিয়াছেন। অবশেষে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস চ্যান্সেলার হইয়াছিলেন। এই সকল কাজের দ্বারা তিনি দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে আমরা অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত।"

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর মৃত মহাত্মার বিষয়ে বলিলেন, "ভূপেন্দ্র বাবু ও আমি এক সঙ্গে পড়েছি। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তিনি ডবল প্রমোশন পাইতেন। তিনি ১৮৭১ সালে এণ্ট্রান্স দিয়াছিলেন, আর আমরা দিয়াছিলাম ১৮৭৭ সালে। কি রাজনীতিক্ষেত্রে, কি সমাজে, সমস্ত দিকেই তিনি একটা অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন; ধ্বংসের বা বিপ্লবের দিকে কখনও যাইতেন না। সমাজের যখন যেরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহা করিতে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। বিবেক ও বিচার দ্বারা যাহা ভাল বুঝিতেন, শত বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও তিনি তাহা করিতেন, কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না। কি ধনী, কি নির্ধন, সকলেই তাঁহার নিকট সাদর অভ্যর্থনা পাইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিরোধ ছিল, তিনি ভাইস চান্সেলার হওয়ার পরে সে বিরোধ আর রহিল না। আমি

ব্যক্তিগত ভাবে এবং জাতিগত ভাবে তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিতেছি। তাঁহার পরলোক গমনে বাঙ্গালার, বাঙ্গালার কেন, সমস্ত ভারতের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে; এই ক্ষতির জন্য আমরা অত্যন্ত মর্ম্মাহত।"

পরে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে, নাটোরাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর বলিলেন, "আমার দেহ ভাল নয়, আমি ভগ্নস্বাস্থ্য। সমস্ত দিক উপেক্ষা করিয়াও যে স্বাস্থ্যের প্রতি আমি এখন যত্নবান্, আজ সেই স্বাস্থ্যকে তুচ্ছ করিয়া ভূপেন্দ্রনাথের স্মৃতিসভায় যোগদান করিতে আসিয়াছি। ১৮৯৭ সালে ভূপেনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ঐ বৎসর নাটোরে Bengal Provincial Conference হইয়াছিল। এই সময়েই তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। ঐ দিন দেশে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়াছিল—দেশ রসাতল যাইবার উপক্রম। আবার যে দিন তাঁহার সঙ্গে শেষ দেখা, সেই দিনও ভয়ানক ভূমিকম্প—সমস্ত ভারতব্যাপী ভূমিকম্প—দেশ প্রলয়ে উচ্ছন্ন যাইবার উপক্রম। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই তাঁহার বিষয় অবগত আছেন। তাঁহার বিষয় যিনি জানেন না, তাঁহাকে আমি শিক্ষিত বলিব না। তাঁহার মৃত্যু আজ এই দুর্ভাগ্য দেশে অকালমৃত্যু হইয়াছে। বঙ্গভাষার প্রতি, সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। রাধানগর সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির তিনি সভাপতি ছিলেন। পরিষদের প্রতিও তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বলিলেন, "আমি একাধিক প্রবন্ধে একাধিক সভায় মাননীয় ভূপেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি; আজ আর সেইগুলির পুনরাবৃত্তি করিতে ইচ্ছা করি না। সুদীর্ঘ ৩০ বৎসর কাল আমি ভূপেন্দ্রবাবুর সহযোগে ছিলাম। তাঁহার সঙ্গে অনেক বিষয়ের আলোচনা করিবার আমার সুযোগ ও সৌভাগ্য হইয়াছিল। তিনি রাজনৈতিক বলিয়া খ্যাত ছিলেন। শাসন-প্রণালীর যাহা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট হইতে যেটুকু সুবিধা পাওয়া গিয়াছে, তাহা আমি মুক্ত-কণ্ঠে বলিতে পারি, কেবল মাত্র ভূপেন্দ্রবাবুর চেষ্টায়ই পাওয়া গিয়াছে। তিনি অনেক সময়ে Mr. Montague কে সাহায্য করিয়াছেন। একদা Mr. Montague তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আপনি দেশের হিতার্থে যেরূপ চেষ্টা ও পরিশ্রম (struggle) করিতেছেন, আপনার দেশবাসী এ সংবাদ জানিতে পারিলে আপনার স্মৃতি রক্ষার্থ নিশ্চয়ই তাঁহারা golden statue স্থাপন করিবেন। বিলাতের ব্যবস্থাপক-সভায় তিনি বলিয়াছিলেন, "ভারতবাসী যাহা চায় (স্বাধীনতা), তাহা দেওয়াই সঙ্গত; দিলে সমস্ত গোলই মিটিয়া যায়।" এই প্রস্তাবের কঠোর প্রতিবাদ আরম্ভ হইলে তিনি রাগ করিয়া সভাস্থল পরিত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিলে sir william vincent তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আপনি রাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন না, এ বিষয়ের পুনরায় বিবেচনা করা যাইবে।"

তিনি ছাত্র ভাল ছিলেন; কিন্তু সুবক্তা ছিলেন না। অনেক সময়ে তিনি তাঁহার বক্তব্য বিষয় প্রবন্ধাকারে লিখিয়া নিয়া সভাস্থলে পাঠ করিতেন। কোন এক সভায় তিনি বক্তৃতা

দিবার জন্য দাঁড়াইয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিলে Mr. W. C. Bonerjee তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। একদিন সভায় তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "প্রবন্ধের যে Points আছে, সেগুলি আমাকে একটা স্লিপে লিখিয়া দেও।" আমি লিখিয়া দিলে, তিনি সেই স্লিপখানি দেখিয়া প্রবন্ধে লিখিত বিষয়টী যথাযথভাবে বলিয়াছিলেন—ইহা কিন্তু একটা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। তিনি সদালাপী ও মিষ্টভাষী ছিলেন। সকলকেই তিনি সাদরে অভ্যর্থনা করিতেন। এ সম্বন্ধে একটী সত্য ঘটনা তা হ'লে বলি—এক পাগল নিজেকে "অবতার" বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য নানা কাগজপত্র সহ পত্রিকার অফিসে অফিসে ও খ্যাতনামা লোকের নিকট যাইত। একদিন এই পাগল এই বিষয় লইয়া ভূপেন্দ্র বাবুর নিকট গিয়া তাঁহাকে অর্দ্ধ ঘণ্টা বুঝাইয়াছিল। কিন্তু তিনি ঐ পাগলের বিষয় বুঝিতে না পারায় পাগল তাহার বিষয় তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য আরও অর্দ্ধ ঘণ্টা নষ্ট করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে দেখিয়া আমি পাগলকে নানা কথায় ভুলাইয়া বাহির করিয়া লইয়া আসিলাম। এই পাগল যে তাঁহার অর্দ্ধ ঘণ্টা নষ্ট করিয়াছে এবং আরও যে অর্দ্ধ ঘণ্টা নষ্ট করিবে, ইহাতে কিন্তু ভূপেন বাবু পাগলের প্রতি কোনরূপ বিরক্তি ভাব দেখান নাই। আমাকে বরং বলিয়াছিলেন, "কি আর করি! নিজ হইতে উঠিয়া না গেলে ত আর উঠিয়া যাইতে বলিতে পারি না!"

ইউনিভারসিটি সম্বন্ধে যখন স্যর আশুতোষ ও প্রভাস বাবুর সঙ্গে ঝগড়া বেধেছিল, তখন তিনি এক দিন তাঁহাদের উভয়কে ঝগড়া মিটাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তখন তিনি স্যর আশুতোষকে বলিয়াছিলেন, আপনি হইলেন কলির "রাবণ রাজা", আর প্রভাস বাবু হইলেন "অঙ্গদ"। আমার যতদূর বোধ হয়, স্যর আশুতোষ ও প্রভাস বাবুর মধ্যে যেরূপ সম্পর্ক ছিল, তাহাতে ভূপেন বাবুর এই উক্তি যেরূপ expressive হইয়াছে, ইহার চেয়ে expressive term আর হইতে পারে না। তিনি বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান ষ্টোরস্, হোসিয়ারী মিলস্, বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। বিলাতে যাইবার সময়ও রামায়ণ, মহাভারত ও প্রবন্ধাদি সঙ্গে লইয়া যাইতেন; এবং বাঙ্গালা গ্রন্থাদি পাঠাইবার জন্য প্রায়ই বিলাত হইতে আমাকে পত্র লিখিতেন।

তাঁহার স্বদেশহিতৈষিতা ও স্বদেশ-প্রাণতা অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি দেশের হিতের জন্য কি করিয়াছেন, তাহা যদি স্বরাজ পাওয়া যায়, তবে দেখিতে পাইবেন। তিনি খাঁটি স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিতেন। বিলাত হইতে আমাকে অনেক সময় পত্র লিখিতেন যে, "আমি সশরীরে বিলাতে আছি বটে, কিন্তু আমার মন ও প্রাণ সর্ব্বদাই দেশে রহিয়াছে। যদি অশরীরী আত্মা ঠিক হয়, তবে আমার আত্মা দেশেই আছে।" তাঁহার স্বদেশপ্রাণতা কত প্রবল ছিল, তাহা এই সকল উক্তি দ্বারাই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, ভূপেন বাবুর মৃত্যুতে

বৈষ্ণবসম্প্রদায় ও ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় অত্যন্ত শোকাভিভূত ও ক্ষতিগ্রস্ত। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত সমাজ, এমন কি, যাহারা ২।৪ কথা ইংরেজি জানেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত ঐ সকল সম্প্রদায়ের দিকে প্রায়ই দৃষ্টিপাত করেন না। শিক্ষিতসমাজ এই সম্প্রদায়ে মনোযোগ দিলে ইহার কত যে উন্নতি হইত, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। ভূপেন্দ্র বাবু অত বড় শিক্ষিত হইয়াও বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রতি তিনি প্রভূত ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখাইতেন। তাঁহার আচার ব্যবহার অতীব মনোমুগ্ধকর ছিল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় বলিলেন, সম্প্রতি আমি কঠিন রোগ থেকে উঠেছি। বলিতে কি, যমের আতিথ্য হইতে ফেরৎ এসেছি। ভূপেন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধের মন্ত্রপাঠের বাসনা থাকিলেও আমার শক্তি সামর্থ্যের অভাব। তাই আমি ভূপেন্দ্রনাথের অশরীরী আত্মার উদ্দেশে দুটা অর্ঘ্য দিব মাত্র। ভূপেন্দ্রনাথ আমাদের পারিবারিক আত্মীয় ও কুটুম্ব ছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ, আচার্য্য সুরেন্দ্রনাথের পন্থী—ভূপেন্দ্রনাথ আচার্য্য সুরেন্দ্রনাথের শিষ্য ছিলেন। আমরা লোকমান্য গুরু তিলকের পন্থী এবং শিষ্য। কর্ম্মজীবনে ভূপেন্দ্রনাথের সহিত আমাদের মনোবাদ ঘটেছিল। এমন কি, মুখোমুখি সংঘর্ষও হয়েছিল। তত্রাচ আমি অনন্তশক্তি শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করে, আপনাদের সম্মুখে কবুলনামা দিতেছি যে, ভূপেন্দ্রনাথ ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ যে কার্য্যে হাত দিতেন, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইতেন। ভূপেন্দ্রনাথের অফুরন্ত প্রতিভা ছিল, বড় বড় পণ্ডিত তার্কিক দোষদর্শী শকুনাক্ষ ভূপেন্দ্রনাথের শতমুখী প্রতিভার তেজে পরাস্ত হয়ে যেত। স্বদেশ ও মাতৃভাষাকে ভূপেন্দ্রনাথের মত কে আর পূজার আসনে বসাবে? ভূপেন্দ্রনাথের সাহস, পরাক্রম ও দৃঢ়তা বরিশাল কন্‌ফারেন্‌সে দেখেছেন ত। ভূপেন্দ্রনাথের শক্তি দেবশক্তি। এই শক্তির নামান্তর ইচ্ছাশক্তি। কর্ম্মী বড়—কি সংযমী বড়, জ্ঞানী বড়—কি প্রেমিক বড়, ভক্ত বড়—কি নীতিজ্ঞ বড়, তা জানি না। আমি এই মাত্র জানি, ভূপেন্দ্রনাথ সর্ব্বজয়ী মহাপুরুষ ছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ কোমল কঠিন ছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ স্নেহে দয়ায় কোমল। ভূপেন্দ্রনাথ তেজে ও সাহসে বজ্র। ভূপেন্দ্রনাথের বিচিত্র সমর-সাজ ছিল। এমন কোন বাণ নাই, যাহা ভূপেন্দ্রনাথের তূণে ছিল না। সর্ব্বতোমুখী বিদ্যা, তেজস্বিনী বাগ্মিতা, অসামান্য তর্ককৌশল, ভূপেন্দ্রনাথে ছিল না কি? স্বদেশপ্রাণতায় ভূপেন্দ্রনাথ অটল রাজা—সংসারজয়ী। ভূপেন্দ্রনাথে ছিল না কি? তাই বলিলাম, ভূপেন্দ্রনাথ ক্ষণজন্মা পুরুষ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন, আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তিন প্রকার লোকের উল্লেখ আছে। যথা—পিত্ত, বায়ু ও কফাশ্রিত। পিত্ত ও কফ পরস্পর বৈরী ভাবাপন্ন, আর বায়ু সেই বৈরী ভাব দূর করিয়া উভয়ের মধ্যে সখ্য ভাব স্থাপন করিয়া দেয়। আমাদের ভূপেন্দ্রবাবু ছিলেন বায়ুপ্রকৃতির লোক। অর্থাৎ যেখানে বিরোধ, যেখানে কোনরূপ সংঘর্ষ, সেখানেই ভূপেন্দ্রবাবু সেই বিরোধ মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন আর মিটাইয়া দিয়াছেনও। তাহার দৃষ্টান্ত কলিকাতা ইউনিভারসিটি। যখন ইউনিভারসিট লইয়া

ঝগড়া আরম্ভ হয়, তখন তিনি অসুস্থ। সেই ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়াই তিনি ভাইস চ্যান্সেলারের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। নামের জন্য এই পদগ্রহণ করেন নাই, বিরোধ মিটাইবার জন্য করিয়াছিলেন। তিনি ইউনিভারসিটির উন্নতির জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি যে প্রণালী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, সেই প্রণালী অনুসারেই বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ হইতেছে এবং এই প্রণালী অনুসারে কাজ হইলে ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি ও দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে। তাঁহার বিয়োগে দেশের আজ অপূরণীয় ক্ষতি।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, মহাশয় বলিলেন, ভূপেন্দ্র বাবুর গুণাবলী আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বক্তারাই বলিয়াছেন। আমার আর অধিক বলিবার কিছুই নাই। তিনি ধর্ম্মপ্রাণ লোক ছিলেন, নীতিজ্ঞ ছিলেন। শৈশবে আমরা বহু দিন একত্রে ছিলাম, পরস্পরের প্রতি একটা গভীর প্রীতি ও ভালবাসা জন্মিয়াছিল। তাঁহার বিয়োগে আমরা অত্যন্ত শোকাভিভূত।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার রচিত "ভূপেন্দ্র শ্রদ্ধাঞ্জলি" শীর্ষক একটী চতুর্দ্দশ-পদী কবিতা পাঠ করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর মহাশয় বলিলেন, হেমেন্দ্র বাবুর কাছে ভূপেন্দ্র বাবুর জীবনের অনেক কথা আপনারা শুনেছেন। তাঁর যখন ১২।১৩ বছর বয়স, তখন আমি তাঁকে দেখি। বেশ মিষ্ট স্বভাব, বুদ্ধিমান, সুন্দর বালকটী। তখন ভাবিতে পারিনি যে, এই বালক ভবিষ্যতে অতবড় লোক হবেন। আমি তখন মাষ্টারী করতুন। ভূপেন্দ্রনাথকে স্কুলে পড়িয়েছি। আপনারা অবাক্ হবেন না, আমার মত লোক যে, সারাজীবনটা রঙ্গালয় ও নটনটীদের নিয়ে কাটিয়েছে, তার হাতে আবার ছেলে পিলের বিদ্যাশিক্ষার ভার। বাস্তবিকই সে এক কাল ছিল আমার। যাক্ সে কথা। তারপর ক্রমে ভূপেন্দ্রনাথ নানা স্তরের মধ্যে দিয়ে দেশের একজন বড় লোক হলেন। এত বড় লোক হলেন যে, অনেকে মনে করত, তিনি হয়ত কোন প্রদেশের গবর্ণর হবেন। তাঁর সেই ক্ষমতাও ছিল। আর তার পরিচয় আপনারা নানা ক্ষেত্রেই পেয়েছেন। ঘরে বাহিরে তাঁর শাসন করবার ক্ষমতা ছিল। ঘরের কথাই বলি, তাঁদের সংসার একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার। অত বড় একান্ন-বর্ত্তী পরিবার আমার ত চোখে ঠেকেনি; বোধ হয় পাড়াগাঁয়েও নাই। এই একান্নবর্ত্তী সংসার চালান আসল বাংলার ধর্ম্ম; অন্য দেশের লোকে ইহা ধারণাই করতে জানে না। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, আমরাও সেটা ভুলে যাচ্ছি। আসল ছেড়ে যে এখন নকলে মন দিয়েছি। তখন তাঁতের গড়া গায় দিয়েই শীত কাটত, এখন শাল নহিলে চলে না। বিলাতি সভ্যতার খাতিরে আমাদের এসব বেশ অভ্যাস হয়েছে। কাজেই একান্নবর্ত্তী পরিবারের বালাই আর নাই। দেশে বড় একান্নবর্ত্তী পরিবার নেই বললেই চলে। ইংরেজদের paying guest আছে, তা আপনারা জানেন। কোন দিন আমাদেরও হয় ত সেই দশা হবে। ভূপেন্দ্র বাবু তাঁর স্নেহের প্রভাবে, বুদ্ধির প্রভাবে এত বড় পরিবারটি চালিয়ে গিয়েছেন। তাঁর বাড়ীর একটা হাঁড়ীর ভাত ছোট ছেলে

হতে আরম্ভ করে বুড়ো পর্য্যন্ত খেয়েছে। এ যে মানুষ পারে, তার কাছে আমাদের apprentice খাট্‌তে হয়। কিন্তু আমরা apprentice খাট্‌তে পারি না, একেবারেই বড় হতে চাই। সংসারের বিভিন্ন প্রকৃতির ৮০।৯০ জনকে নিয়ে চালানর বিদ্যা, মনুষ্যত্ব ও ক্ষমতা চাই। ভূপেন্দ্রনাথের এ সকল গুণই সমভাবে ছিল। এ ছাড়া তিনি প্রতিবেশীদেরও দেখতেন। তাঁর উদার নীতির কথা সকলেই শুনেছেন। কিন্তু তাঁর উদর যদি উদার হ'ত, তা হ'লে তিনি প্রকৃত উদারধর্ম্মী হতে পারতেন না। তিনি পরকে খাইয়ে বড় হয়েছিলেন। যতীন বাবুর পিতা তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হতেন। তিনি অনেক বিষয় ভূপেন্দ্রনাথের নামে, উপযুক্ত ভাইয়ের নামে লিখে দিয়েছিলেন—ছেলেদের নামে দেন নি। ভূপেন্দ্রনাথ তাঁকে এই বৈষম্যের কথা বলায় তিনি বলেছিলেন যে, যে ছেলে তোমাকে অবিশ্বাস করবে, তাকে কিছু দেওয়া যেতে পারে না। তিনি একজন প্রকৃতই উচ্চপদস্থ ছিলেন—অথচ বাড়ীতে তাঁর আসন সকলের উঁচুতে হলেও চাকরদের সঙ্গে তাঁর এমনি সম্বন্ধ ছিল যে,অনেক সময় কে চাকর, কে মনিব, তা বোঝা যেত না। অনেকে উঁচুতে উঠে বটে, কিন্তু কেউ উঁচুতে উঠে—নীচের কেউ খেলে কি না, তা দেখে ও তার উপায় করে। আবার কেউ উঁচু থেকে নীচের লোকের মাথায় থুথু ফেলে। আমাদের ভূপেন্দ্রনাথ প্রথম শ্রেণীর উঁচুদরের লোক ছিলেন। আমি মাষ্টারী করেছিলুম ও ভূপেন্দ্রনাথকে পড়িয়েছিলুম। তিনি যে আমার চেয়ে অত বড় বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, স্বদেশহিতৈষী হতে পেরেছিলেন, তার জন্য আমার গৌরব করবার ঠাঁই নাই। ভূপেন্দ্রনাথ প্রথম যখন বিলেত যান—ফিরে আসার পর একদিন সকাল বেলায় আমার সঙ্গে দেখা হয়—মাথায় মাটি ছুঁয়ে আমাকে প্রণাম করেছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ যে দিন স্বর্গে যান—পাড়ার এমন কোন লোক ছিল না, যার চোখে জল পড়ে নি।

তৎপরে সভাপতি মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর বলিলেন, স্বর্গীয় ভূপেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে অনেক কথা হ'ল। আজ যে সকল বক্তা তাঁহার গুণকীর্ত্তন করেছেন, তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভূপেন্দ্র বাবুর গুণের কথা আপনারা সকলেই অবগত হয়েছেন। তাঁর গুণের পরিচয় দেবার এত বিষয় আছে যে,এক একটি করে গুণে তার শেষ করা যায় না। তিনি আমার বাল্যবন্ধু ছিলেন। আমরা এক পাড়ায় থাকতাম। সকল বিষয়ে তাঁর পরামর্শ লইতাম—তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁর পরামর্শ পেয়েছি। তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনের অনেক কথাই হয়েছিল। আমি যদিও প্রকাশ্যে রাজনীতিক্ষেত্রে যোগদান করতে পারি নাই, তথাপি তাঁর সহিত এ বিষয়ের আলোচনায় লিপ্ত থাকতাম। Council of Stateএ তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে করতে ও আমাদের একত্র আন্দোলনের ফলে বর্ত্তমানের রাজনৈতিক শাসননীতির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। হেমেন্দ্র বাবু তাঁর ক্ষমতার অসাধারণত্বের বহুল পরিচয় দিয়েছেন। তিনি যেমন বাল্যকালে আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন,শেষ বয়স পর্য্যন্ত তিনি সেই ভাবেই আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন। এই জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। তিনি বেঁচে থাকতে কোন দিন আমাকে চিন্তা করতে হয়নি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর

প্রতিদিনই তাঁর অভাব বুঝ্‌তে পারছি—সাধারণের অপেক্ষা বেশী অভাব বোধ করছি। কিন্তু তিনি আমাদের যতই হিতকারী হোন না—কালের হাত হতে কারও অব্যাহতি পাবার যো নাই। আজ আমরা আমাদের হৃদয়ের গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতে সমবেত হয়েছি। মনে হচ্ছে, তিনি যেন যান নাই—তাঁর প্রতিমূর্ত্তি দেখে মনে হচ্ছে, তিনি যেন আমাদের মধ্যেই আছেন। এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত প্রথম প্রস্তাবটি পাঠ করিলেন,—

(১) "বঙ্গজননীর কৃতী সন্তান, একনিষ্ঠ কর্ম্মী, নানা জনহিতকর অনুষ্ঠানের নেতৃস্থানীয়, দেশ-হিতব্রত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হিতৈষী, পঞ্চদশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, মনস্বী, মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহোদয়ের পরলোকগমনে বঙ্গদেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অপূরণীয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া তাঁহার জন্য আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সহিত সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় প্রস্তাবটি পাঠ করিলেন,—

(২) "পরলোকগত মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি যাহাতে পরিষদ্‌ মন্দিরে রক্ষিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির উপর ভার অর্পিত হউক।"

তৎপরে তিনি জানাইলেন যে, ভূপেন্দ্র বাবুর পরিবারবর্গ পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠার জন্য ভূপেন্দ্রবাবুর একখানি তৈলচিত্র পরিষৎকে দান করিবেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্‌ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে স্থির হইল যে, প্রথম প্রস্তাবটি অদ্যকার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে ভূপেন্দ্রবাবুর পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।

রায় শ্রীযুক্ত কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

২৬এ মাঘ ১৩৩১, ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৫, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫।০ টা।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম এ, বি এল, সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—

অধ্যাপক মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল মহাশয়-লিখিত "কবি সৈয়দ আলাওলের পদ্মাবতী", ৫। চিত্রশালাধ্যক্ষ ও একজন সহকারী সম্পাদক পদত্যাগ করায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্তৃক উক্ত কর্ম্মাধ্যক্ষদ্বয় নির্ব্বাচনের সংবাদ বিজ্ঞাপন, ৬। শোক-প্রকাশ,—(ক) রায় কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর এম্ এ, (খ) রায় বিনোদবিহারী বসু বি এ, (গ) রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর, (ঘ) শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, (ঙ) কবিরাজ কেদারনাথ কাব্যতীর্থ এবং (চ) প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোক-গমনে, ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত চতুর্থ ও পঞ্চম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল এবং ৺মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ আহূত বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাহাদের উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের হিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু এটর্ণি মহাশয় প্রত্যেক অধিবেশনেই পুস্তক উপহার দিয়া পরিষদের পরম উপকার করিয়া থাকেন। পুস্তকালয়ের পাঠকগণের অভিপ্রায় বুঝিয়া তিনি উপযুক্ত পুস্তক ক্রয় করিয়া উপহার দিয়া থাকেন। এই জন্য তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আপনারা শুনিয়া সুখী হইবেন যে, পরিষদের প্রথম সভাপতি ও বিখ্যাত সাহিত্যসেবক স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত পুস্তকরাশি হইতে ৺রমেশ বাবুর উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র দত্ত ব্যারিষ্টার মহাশয় রমেশ-ভবনে রক্ষার জন্য পরিষদের হস্তে প্রায় ৮০০ খানি বহুমূল্য গ্রন্থ দান করিয়াছেন। গ্রন্থের তালিকা সম্পূর্ণ হইলে অধিবেশনে উপস্থিত করা হইবে। আমরা পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত অজয় বাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

৪। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় নিম্নলিখিত সদস্যগণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিলেন,—(ক) রায় কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন এবং তাঁহার বিষয় সকলেরই নিকট সুপরিচিত। তিনি রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং কিছু দিনের জন্য কলেজসমূহের ইনস্পেক্টর ছিলেন। (খ) রায় বিনোদবিহারী বসু বি এ—ইনি কলিকাতার কায়স্থ-সমাজের

অন্যতম নেতৃস্থানীয় শ্যামবাজারের বিখ্যাত ৺ নন্দলাল বসু মহাশয়ের পুত্র। ৺ বিনোদ বাবু নানা দেশহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি পরিষদের একজন পরম বন্ধু ছিলেন ও কখন কখনও ইহার শাখা-সমিতিতে থাকিয়া নানা উপদেশ এবং পরিষদের বিবিধ অনুষ্ঠানে সাহায্য করিতেন। (গ) রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর—ইনি কলিকাতার উত্তরাঞ্চলের অন্যতম নেতা ছিলেন। পরিষদের অধিবেশনাদিতে প্রায়ই উপস্থিত হইতেন। (ঘ) শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—সেবাব্রত শশিপদবাবুর নাম সকলেই জানেন। তাঁহার যাহা কিছু ছিল,সমস্তই তিনি সাধারণের সেবার জন্য উৎসর্গ করিয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন যাপন করিতেন। "সেবালয়" তাঁহারই অন্যতম কীর্ত্তি। (ঙ) কবিরাজ কেদারনাথ কাব্যতীর্থ—পরিষদের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। পরিষদের অধিবেশনে তিনি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছিলেন। (চ) প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ইনিও পরিষদের বিশেষ হিতৈষী ছিলেন। ইঁহাদের পরলোকগমনে পরিষদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তৎপরে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত ব্যক্তিগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। মৃত মহাত্মগণের পরিবারগণের নিকট পরিষদের সমবেদনাসূচক পত্র-প্রেরণ-প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৫। মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম এ, বি এল মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় তাঁহার "কবি সৈয়দ আলাওলের পদ্মাবতী" নামক প্রবন্ধ সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব পাঠ করেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, তিনি নিজে বহু দিন হইতে সৈয়দ আলাওলের রচিত গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করিতেছেন এবং তাঁহার রচিত ৭খানি গ্রন্থের অধিকাংশই সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার মূল পুথিগুলি পাইবার উপায় নাই। কবি আরবী অক্ষরে তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। চট্টগ্রাম-নিবাসী মৌলবী হামিদ উল্লা সাহেব তাঁহার ৭খানি গ্রন্থ বঙ্গভাষায় জাহির করিয়াছিলেন। কবির ছাত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ ফারসী অক্ষরে গ্রন্থগুলি নকল করিয়াছিলেন। বটতলা সে সকল অমূল্য গ্রন্থ রক্ষা করিয়াছিল। বটতলা না থাকিলে অনেক জিনিষই পাওয়া যাইত না। এই জন্য বটতলার নিকটে সকলেই কৃতজ্ঞ। শহীদুল্লাহ সাহেব যে সকল বটতলার পাঠ সংশোধন করিয়াছেন, তাহাই যে অভ্রান্ত সত্য, তাহা ঠিক বলা যায় না। যাহা হউক, প্রবন্ধলেখক মহাশয় ইচ্ছা করিয়াছেন, পদ্মাবতীর বিশুদ্ধ সংস্করণ হওয়া উচিত। তিনি নিজে এই বিষয়ে পরিশ্রম করিতে স্বীকৃত আছেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশয় বলিলেন, "সৈয়দ আলাওলের পদ্মাবতী খুব ভাল কাব্য—ভারতচন্দ্রের লেখার সহিত তুলিত হইতে পারে। ইহার যে সংস্করণ প্রচলিত, তাহা ভুলে পূর্ণ—অনেক স্থলে অর্থ বোধ হয় না। একটা ভাল সংস্করণ যে হওয়া উচিত, তাহা নিশ্চিত। পরিষদের গ্রন্থালয়ে বাজার-সংস্করণের এক খণ্ড আছে। কবির অন্যান্য গ্রন্থ আমি দেখিতে পাই নাই। ইঁহার জন্মস্থান জালালপুর। জালালপুর একটা প্রকাণ্ড পরগণা ছিল।

ইহা হইতে খারিজ হইয়া অন্যান্য অনেক পরগণার সৃষ্টি হইয়াছে। জালালপুরের অধিকাংশ ফরিদপুর জেলায়। পূর্ব্বে জেলাটির নাম ছিল ঢাকা জালালপুর। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" আলাওলের সময় ১৬১৮ খৃষ্টাব্দ অনুমিত হইয়াছে। এ দিকে কিন্তু বাজার-সংস্করণের প্রকাশক ১৩১৭ সালে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা গ্রন্থকারের পুত্রের নিকট কপিরাইট কিনিয়া এই গ্রন্থ ছাপান। এত প্রাচীন কবির পুত্রের নিকট এত আধুনিক সময়ে কেমন করিয়া পুথি কেনা হইল, তাহা বোঝা গেল না। এ বিষয়ে অনুসন্ধান আবশ্যক। আবার পদ্মাবতী গ্রন্থে পাওয়া যায়, কবির পিতা জালালপুরাধিপতি মজলিস কুতুবের অমাত্য ছিলেন। দীনেশ বাবুর গ্রন্থে সমসের কুতুব নাম পাওয়া যায়। এই নাম তিনি কোথায় পাইলেন? কবি জালালপুর হইতে জলপথে রওনা হইয়া পথে হারমাদের অত্যাচারের পর রোসাঙ্গির রাজসভায় পাত্র মাগন ঠাকুরের আশ্রয় লাভ করেন। জালালপুর পরগণার যে ইতিহাস একজন সরকারী এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার লিখিয়াছেন, তাহাতে মজলিস কুতুব বা সমসের কুতুব নামক কোন জমিদারের নাম পাওয়া যায় না। সেখ এনায়েতুল্লা ও তাঁহার পুত্র নুরুল্লার নাম আছে। এই নুরুল্লা যশোহরের বিখ্যাত ফৌজদার নুরুল্লা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। কিন্তু এই দুই নুরুল্লা এক কি না, সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। এনায়েতুল্লা নামে এক ফৌজদার যশোরে ছিলেন।"

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, "কবি আলাওলের পদ্মাবতীর বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ উত্তরবঙ্গের মুসলমান কবি ঘোড়াঘাটের হায়াত মামুদের "জঙ্গনামা" গ্রন্থ উদ্ধারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কোন ফল পান নাই। বটতলার সংস্করণই পাওয়া গিয়াছে। হস্তলিখিত কোন পুথি পাওয়া যায় নাই। অতি পূর্ব্বে নবাবী আমলে মুসলমানগণ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের যে চর্চ্চা করিতেন, তাহা এই সকল কবির রচনা হইতে প্রকাশ পায়। তাঁহারা হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য-রক্ষা করিয়া গ্রন্থ লিখিতে পারিতেন। রঙ্গপুর-শাখা-পরিষৎ কবির কবরে স্মৃতি ফলক প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কবির গ্রন্থ সম্পাদনের জন্য শাখা-পরিষদের পক্ষ হইতে সাহিত্যিকগণকে সানুনয় অনুরোধ জানাইতেছি। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ এই কার্য্যভার গ্রহণ করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন। শাখা-পরিষৎ সমস্ত ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত আছেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিলেন যে, বটতলার সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারা যায় যে, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের যে সকল সম্পদ্, তাহা বটতলাই রক্ষা করিয়া ও উদ্ধার করিয়া আসিয়াছে। আমরা বটতলার নিকট বিশেষ ঋণী। যে কয়জন প্রকাশক তথায় আছেন, তাঁহাদের এক এক জন পণ্ডিত থাকেন—তিনি প্রতি ফর্ম্মায় কিছু কিছু করিয়া লইয়া প্রুফ দেখা, গ্রন্থ সম্পাদন করা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই করেন। সেই পণ্ডিতকে অনেক সময় প্রকাশকের সুবিধা অনুসারে কোন কোন পুস্তকের ২।৪ লাইন, অধ্যায় বা ফর্ম্মা বাদ

দিতে হয়। এই জন্য মূল পুথির সহিত অধিকাংশ বই মিলে না। তাঁহারা ৮।১০ হাজার গ্রন্থ অতি সস্তা দরে ছাপান বলিয়া কম দামে বই বিক্রয় করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুও এই সকল গ্রন্থের প্রকৃত পাঠ স্থির করিতে পারেন নাই। তা সত্ত্বেও বটতলার নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ।

ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব বলিলেন যে, শিক্ষিত-সম্প্রদায় বটতলার নামে যে নাসিকা কুঞ্চিত করেন, তাহা ঠিক নহে। বটতলা কত সস্তা দরে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সস্তা দরে তাহা বিক্রয় করে, তাহার প্রকৃত কারণ তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত।

অতঃপর সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক মহাশয় পদ্মাবতীর ভাল সংস্করণের জন্য চেষ্টা করিতে বলিয়াছেন এবং তিনি তজ্জন্য পরিশ্রম করিতে সম্মত আছেন। ইহা অবশ্য সুখের বিষয়। তিনি, মুন্সী আবদুল করিম সাহেব এবং ডাক্তার গফুর সাহেব, ইহাঁরা সকলেই চেষ্টা করিলে পদ্মাবতীর নূতন শুদ্ধ সংস্করণ হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সঙ্গে কবির লিখিত সাতখানি গ্রন্থই প্রকাশের চেষ্টা হওয়া উচিত। হিন্দু মুসলমানের বিরোধ লইয়া এত যে তর্কাতর্কি—তাহার মূল হইতেছে, পরস্পরের সহিত ভাবের আদান প্রদানের অভাব ও মেলামেশার অভাব। বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীরা বাঙ্গালী—তাহাদের মাতৃভাষাও বাঙ্গালা। যদি উভয় সম্প্রদায় নিজ নিজ সাহিত্যের ভাল ভাল গ্রন্থ প্রচার করিয়া ভাষার পুষ্টি সাধন করেন, তবে উভয়-সম্প্রদায়ের বিরোধের অবকাশ থাকিবে না। সাহিত্যের জাতি-বিচার নাই। সাহিত্যকে সাহিত্যভাবে না দেখিয়া জাতিভাবে দেখিলে ফল ভাল হইবে না। এ বিষয়ে সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। বটতলা ছিল বলিয়া কত অমূল্য রত্নরাজির সন্ধান আমরা পাইয়াছি। ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে আমাকে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের বটতলার সংস্করণ পড়িতে হইয়াছিল। তখন উহার অন্য ভাল সংস্করণ ছিল না। তাহার পর অবশ্য বহু সংস্করণ বাহির হইয়াছে। ভক্তিবিনোদ কেদারনাথ দত্ত. মহাশয় আমার অনুরোধে অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। তৎপরে তিনি প্রবন্ধলেখক, পাঠক ও আলোচনাকারিগণকে ধন্যবাদ দিলেন।

৬। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় অসুস্থতাবশতঃ উক্ত পদ ত্যাগ করায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে চিত্রশালাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয় কলিকাতার বাহিরে অবস্থান করায় সহকারী সম্পাদক-পদ ত্যাগ করিলে পর কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়কে সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবুর সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে নিম্নোক্ত মন্তব্য গৃহীত হইল,—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়

আন্তরা উৎসাহ ও আন্তরিক যত্ন এবং পরিশ্রমের দ্বারা পরিষদের চিত্রশালার ও নানা বিভাগের যে উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। তিনি অসুস্থতাবশতঃ পরিষদের কর্ম্মভার ত্যাগ করায় পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত এবং পরিষৎ শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যে, তিনি সত্বরে নিরাময় হউন এবং কর্ম্মক্ষেত্রে যোগদান করিয়া পরিষদের এবং দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করুন।"

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্‌সি, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর ঘোষ, ১৯।২ লক্ষ্মীদত্ত লেন, কলিকাতা; প্রঃ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, সম—ঐ, সদ—২। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র বি এল্, উকীল, বক্সার, সাহাবাদ, প্রঃ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সম ঐ, সদ—৩। শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল্, বালী, হাওড়া; প্রঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, সমঃ ঐ, সদ—৪। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ (ক্যাণ্টাব), বার-এট-ল, ৩২ থিয়েটার রোড কলিকাতা; ৫। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাস বি এ, এম বি, এফ আর সি এস (এডিন), ৩৫ ল্যান্সডাউন রোড; প্রঃ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সম ঐ, সদ—৬। শ্রীযুক্ত সত্যচন্দ্র চন্দ্র, ৩৫ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট; প্রঃ শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, সমঃ শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, সদ—৭। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ১৩ বসুপাড়া লেন; প্রঃ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ, সমঃ ঐ, সদ—৮। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৫৭ রসা রোড. সাউথ; ৯। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র, ১৯ কালীঘাট রোড, ভবানীপুর; প্রঃ শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সম ঐ, সদ—১০ কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গোস্বামী, ১৯৮ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; প্রঃ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমঃ ঐ, সদ—১১। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র বরাট বি এ, হেড্‌মাষ্টার, বুলন্দশহর, ইউ পি।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

Government of Bengal—1. Administration Report on Jails of Bengal Presidency, 1923; 2. Report on the Working of the Indian Emigration

Act VII of 1922. and the Rules issued thereunder in the Province of Bengal, 1923; 3. Report on the Administration of the Excise Department in Bengal, 1923-24; 4. Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal, 1923-24; 5. Sixty-second Annual Report of the Government Cinchona Plantations and Factory in Bengal, 1923-24; 6. Annual Report of the Royal Botanic Garden and the Gardens in Calcutta and of the Lloyd Botanic Garden, Darjeeling, 1923-24; 7. Report on the Administration of the Salt Department of Bengal, 1923-24; Government of India, Central Publication Branch.—8. Statistical Abstract for British India with Statistics, where available, relating to certain Indian States, 1912-13 to 1921-22; 9. Annual Report of the Archaeological Survey, 1921-22; Smithsonian Institution, U. S. A.—10. Freshfield Glacier, Canadian Rockies, 11. Cambrian Geology and Paleontology no. V. (Cambrian and Lower Ozarkian Trilobites); Theosophical Publishing House, Madras—12. Brihat Jataka of Baraha Mihira; রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর বি এ—13. Notes on Pre-historic Antiquities including Antiquities from Mohen-jo-Daro; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মল্লিক—14. The Curse of Carnes Hold; 15. History of England (অসম্পূর্ণ); শ্রীযুক্ত ডাঃ চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী—16. An Interpretation of Ancient Hindu Medicine, 17. Principles of Education, 18. Infant Feeding and Hygiene, 19. National Problems, 20. Race Culture, 21. Food and Health, 22. The United States of America, 23. Malaria, 24. A Comparative Hindu Materia Medica, 25. Dyspepaia and Diabetes, 26. A Study in Hindu Social Polity, 27. The Origin of the Cross, 28. The Origin of Christianity. ২৯। স্বাস্থ্য, ৩০। খাদ্য ও স্বাস্থ্য, ৩১। জ্বর, ৩২। সংক্রামক রোগ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, এটর্ণি—33, A Summary of the Law of Torts, 34. Synopsis of Leading Cases, 35. Analysis of Leading Cases, 36. Confession and Evidence of Accomplices, 37. Law of Corporation, 38. Carlyle, 39. Common-sense in Law, 40. Parliament, its history etc, 41. In Memorian, ৪২। ভাগের পূজা, ৪৩। নব-বিধান, ৪৪। পদ্মকাঁটা, ৪৫। ভক্তের জয় (৩য় উল্লাস), ৪৬। নিরুপমা বর্ষস্মৃতি, ৮ম বর্ষ, ১৩৩১; মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর—৪৭। নূরজাহান,

শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়—৪৯। শতবর্ষের বাংলা; কাশী, যোগাশ্রম—৪৯। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পদ্যানুবাদ; শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী—৫০। অনাথ, ৫১। পূর্ব্বকথা, ৫২। তারা-চরিত, ৫৩। অশোক; শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গোস্বামী—৫৪। জয়শ্রী; শ্রীযুক্ত কমলকান্ত দালাল—৫৫। পুরাতন পত্রিকা ১৩২৫, ৫৬। ঐ—১৩২৬, ৫৭। ঐ—১৩২৭; শ্রীযুক্ত মুটুগোপাল ভট্টাচার্য্য—৫৮। ধর্ম্মানুষ্ঠান; শ্রীযুক্ত ডাঃ রাজেন্দ্রলাল সুর—৫৯। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসারত্ন, ৬০। কাশরোগ নিরূপণ-তত্ত্ব, ৬১। চিকিৎসা-সার; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—৬২। নিরুপমা বর্ষস্মৃতি, ৮ম বর্ষ, ১৩৩১; শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট—৬৩। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দমহিমা কীর্ত্তন (১ম খণ্ড), ৬৪। ঐ, ৬৫, ব্রহ্ম ভট্ট পরিচয় (১ম ভাগ), ৬৬। ঐ (২য় ভাগ); ৬৭। এঁড়ি রেশম; শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পিএচ্ ডি, ৬৮। কীর্ত্তিলতা (বিদ্যাপতি); শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি এ—৬৯। প্রভাতী, ৭০। জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি; শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—৭১। সাঁওতালী ভাষা; শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন—৭১। রস-নির্ঝর; মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম এ—৭৩। আয়ুর্ব্বেদসংহিতা (পূর্ব্বখণ্ড, ১ ভাগ), ৭৪। প্রত্যক্ষশারীরম্ (২য় ভাগ), ৭৫। সংক্ষিপ্ত স্বাস্থ্যচিকিৎসা বা আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগসংগ্রহ; শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর বি এ—৭৬। চাণক্যশ্লোক; চারুপাঠ (১ম ভাগ), ৭৮। সরল সংস্কৃতপাঠ (১ম ভাগ), ৭৯। ঐ (২য় ভাগ) ৮০। মোহ-মুদ্গর ও মোহ-কুঠার, ৮১। ঋজুপাঠম্ (১ম ভাগ), ৮২। পদ্যপাঠম্ (১ম ভাগ), ৮৩। ঐ (দ্বিতীয় ভাগ)।

নবম বিশেষ অধিবেশন

২৯এ মাঘ ১৩৩১, ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৫, বুধবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পিএচ্ ডি—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক "জ্যোতিষিক বার্ত্তা" নামক প্রবন্ধ পাঠ।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সমর্থনে পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ, পি-এচ ডি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়, রিপন কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়কে তাঁহার লিখিত "জ্যোতিষিক বার্ত্তা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করিলে প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার অন্তর্গত "জ্যোতিষ-প্রশাখা" নামে এক সমিতি আছে। ফলিত ও গণিত জ্যোতিষ আলোচনার জন্যই এই প্রশাখা-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে সাধারণে যাহাতে জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য এই প্রশাখা-সমিতির আয়োজনে এইরূপ বক্তৃতা বৎসরে ৩।৪ দিন হইবে, অদ্য তাহার সূচনা মাত্র। অদ্যকার প্রবন্ধলেখক মহাশয় তাঁহার অধ্যাপক। তিনি আজ শাস্ত্র আলোচনা করেন নাই, কেবল ফলিত জ্যোতিষের প্রসার কত দূর, তাহাই এখানে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। আশা করা যায় যে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া ক্রমশঃ এই বিষয়ে পরিষদের অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম এ, বি এল্ মহাশয় বলিলেন,—আমি ৩০।৩২ বৎসর পূর্ব্বে ফলিত জ্যোতিষের আলোচনা করিতাম; এক্ষণে আলোচনার অভাবে তাহার কিছুই স্মরণ নাই। আমাদের দেশে ফলিত জ্যোতিষের কথা লোকে শিববাক্যের মতই মানিয়া চলে। স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ চৌধুরী এবং স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট ফলিত-জ্যোতিষের গণনা-সাফল্যের অনেক কথা শুনিয়াছি। আমাদের বাড়ীতেও ফলিত-জ্যোতিষের মতে গণনার আশ্চর্য্য ফলের বিষয় অবগত আছি। শনিধরা ঠাকুরের বিষয় আপনারা বোধ হয়, অনেকে অবগত আছেন। তাঁহারা দৈনন্দিন ঘটনা গণনা করিতেন। আমার মধ্যম জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় নিঃসন্তান ছিলেন। সেই সময় আমার এক খুল্লতাত-পত্নীর সন্তান সম্ভাবনা হইলে জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়, বাটীর প্রসিদ্ধ শনিধরা ঠাকুরকে (যিনি আমাদের বাটীর পারিবারিক জ্যোতিষী ছিলেন) ডাকাইয়া খুল্লতাত-পত্নীর গর্ভে কি সন্তান হইবে, তাহা গণনা করিতে বলেন। খুল্লতাত মহাশয় যেমন বদান্য, তেমনই প্রচণ্ড প্রতাপশালী লোক ছিলেন। জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের উৎসাহ দেখিয়া, শনিধরা ঠাকুর গণনার প্রকৃত ফল জ্ঞাপন করিলে তাঁহার কোপ-দৃষ্টিতে পড়িবেন, এই আশঙ্কায় বলিলেন যে, তাঁহার গণনার ফল তিনি কাগজে লিখিয়া দিবেন, সন্তান হইলে পর তাহা যেন পাঠ করা হয়—পূর্ব্বে যেন কদাচ ঐ কাগজ কেহ না দেখেন, এবং যাইবার সময় তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য বলিয়া গেলেন যে, তাঁহার পুত্র সন্তান হইবে। বিদায় গ্রহণ করিয়া শনিধরা ঠাকুর চলিয়া যাইবার কিছুদিন পরে খুল্লতাত মহাশয়ের এক কন্যা সন্তান হইল। সকলেই পুত্র কামনা করিতেছিলেন, কিন্তু বস্তুতঃ কন্যা সন্তান হওয়ায় তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় তখনই শনিধরা ঠাকুরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিয়া বিদায় লওয়ার জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিবেন স্থির করিলেন। কাঁপিতে কাঁপিতে শনিধরা ঠাকুর উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে তিরস্কার করার পর উক্ত ঠাকুর তাঁহার লিখিত সেই কাগজ আনিয়া পাঠ করিতে বলিলেন। কাগজ পাঠে জানা গেল যে, ঠাকুর ঠিকই লিখিয়াছিলেন। তখন জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় তাঁহাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। এইরূপ ঘটনা ও কোষ্ঠি বিচার সম্বন্ধে জ্যোতিষিক গণনার প্রথা এ দেশে চলিত ছিল এবং

আছে। পঞ্জিকা ব্যতীত ব্যাপকভাবে এ দেশে জ্যোতিষিক গণনা হইবার কথা আমার জানা নাই। প্রবন্ধ শুনিয়া আমাদের আরও কুতূহল উদ্দীপ্ত হইল। তিনি যে সকল statistics দিয়াছেন, তাহা অতি আশ্চর্য্যজনক। তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া বিষয়টি ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া আরও বিস্তৃত ভাবে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তবে বিশেষ উপকার হয়। ফলিত জ্যোতিষ গণনা বিজ্ঞান-সম্মত হইলে পাশ্চাত্য দেশের টলেমি প্রভৃতির গণনা ও আমাদের ফলিত জ্যোতিষের গণনায় পৃথক্ পৃথক্ ফল হওয়ার সম্ভাবনা নাই। উভয় গণনার principleএর পার্থক্য থাকিলে কখনই ফলিত-জ্যোতিষকে বিজ্ঞান-সম্মত বলা চলে না। এ অবস্থায় উভয় দেশের গণনার মূল সূত্রগুলি তুলনায় সমালোচিত হওয়া প্রয়োজনীয়। প্রবন্ধলেখক মহাশয় তাহা করেন নাই। আশা করি, তিনি প্রবন্ধান্তরে আমাদের ঐ বিষয় সম্বন্ধে শুনাইবেন। কবিরাজগণ বলিয়া থাকেন, অমুক তিথিতে অমুক নক্ষত্রে অমুক দিকের মূল তুলিলে তাহার ভৈষজ্যগুণ শাস্ত্রমতে অব্যর্থ হইবেই। গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব সর্ব্বভূতে বিজ্ঞান। তাহা বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে। এই বলিয়া তিনি প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, প্রবন্ধলেখক মহাশয় একজন বৈজ্ঞানিক। তিনি যাহা বলিবেন, তাহা আজগুবি নহে—নিজে রীতিমত পরিশ্রম করিয়া গ্রহগণের ফল সম্বন্ধে যে সকল statistics লইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে যে সকল নিজের মত প্রকাশ করিলেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। ফলিত-জ্যোতিষ এখনও বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু যাহা দেখা যায় না, তাহার মধ্যে যে সত্য নাই, তাহা বিজ্ঞান বলে না। ফলিত-জ্যোতিষ যদি সত্য হয়, তবে অবশ্যই তাহা বিজ্ঞানের মধ্যে গণ্য হইবে। কিন্তু এখনও তাহা হয় নাই। গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবে দৈনন্দিন ঘটনা যে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা বলা খুব শক্ত কথা। এ বিষয়ে রীতিমত পর্য্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান দরকার। গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান দেখিয়া সে দিনকার জাপানের ভূমিকম্পের কথা জ্যোতিষিগণ যদি পূর্ব্বে জানাইতেন, তবে অনেক জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা পাইত। গণিত-জ্যোতিষের কথা গণনা করিয়া বলা যায়—উহা বিজ্ঞান। ফলিত-জ্যোতিষ ফেলিয়া দিবার জিনিষ নহে। পরিষদের এই জ্যোতিষ-প্রশাখার উদ্দেশ্য সৎ। ২।৪ জনের গবেষণার কাজ নহে। বহু বিশেষজ্ঞের রীতিমত আলোচনা করা দরকার। আমরা আশা করি, এই আলোচনায় প্রকৃত সত্য অবশ্যই আবিষ্কৃত হইবে। তখন মানবজাতির পরম উপকার হইবে। আমি বর্ত্তমান বর্ষে পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি। বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণকে ধরিয়া ধরিয়া বাঙ্গালায় প্রবন্ধ লেখাইবার চেষ্টা করিব এবং বন্ধুবান্ধবদের এখানে লইয়া আসিব। বিজ্ঞান-শাখার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিব।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি মহাশয়, সভাপতি মহাশয়কে এবং প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, আজ এই

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠের দিনে আমরা বৈজ্ঞানিক সভাপতি পাইয়াছি। ফলিত-জ্যোতিষের আলোচনা ৩৪ জন বিশেষজ্ঞের কাজ নহে। ইহা বিজ্ঞানসম্মত কি না, প্রমাণ করিতে রীতিমত পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক। প্রবন্ধলেখক মহাশয় যদি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জ্যোতিষের তুলনামূলক আলোচনা করিবার ব্যবস্থা করেন, তবে পরিষদের বিশেষ উপকার হয়। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

৩রা ফাল্গুন ১৩৩১, ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৫, রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—পরিষদের পরমহিতৈষী ও ইহার ভূতপূর্ব্ব কোষাধ্যক্ষ স্বর্গীয় রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ এম্ বি ই বাহাদুরের চিত্র, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়ের "হিন্দীসাহিত্যে বিহারীলালের সতসঈ" শীর্ষক প্রবন্ধ এবং ৬। বিবিধ।

সভাপতি মহাশয়ের উপস্থিত হইতে বিলম্ব হওয়ায় ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেবের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পাঠকালে অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উপস্থিত হইলে শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বাবু তাঁহাকে সভাপতির আসন ছাড়িয়া দিলেন।

১। স্বর্গীয়া গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহোদয়ার পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণে কোন শোক-প্রস্তাব লিপিবদ্ধ না হওয়ায় উহার আলোচনা স্থগিত রহিল এবং ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উহাদের উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুর "হিন্দীসাহিত্যে বিহারীলালের সতসঈ' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধপাঠ শেষ হইবার পূর্ব্বে পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উপস্থিত হইলে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবু তাঁহাকে সভাপতির আসন ছাড়িয়া দিলেন।

প্রবন্ধপাঠের পর ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত সতীশবাবুকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, বিহারীলালের "সৎসঈ" গ্রন্থের নাম এই প্রথম শুনিলাম। হিন্দী-ভাষাভাষিগণ যেমন বিহারীলালের কাছে এই অমূল্য গ্রন্থের জন্য ঋণী, আমরাও তেমনি শ্রীযুক্ত সতীশবাবুর কাছে ঋণী। যেহেতু তিনি আজ আমাদের নিকট "সৎসঈ" গ্রন্থের যে সকল আলোচনা শুনাইলেন, তাহা প্রকৃতই উপভোগ্য।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ মহাশয় বলিলেন,— প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত সতীশবাবু সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অলঙ্কারশাস্ত্রে, বিশেষতঃ প্রাচীন পদাবলীসাহিত্যে ও রসসাহিত্যে পণ্ডিত। তাঁহার পদকল্পতরু সম্পাদনে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের ও সাহিত্যবোধের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে অবশ্য আমরা নূতন কথা কিছু শুনিলাম না। বিহারীলালের "সতসঈ" হিন্দী কাব্যভাণ্ডারের এক শ্রেষ্ঠ রত্ন। সতীশবাবুর ন্যায় গুণী যে ইহাতে আকৃষ্ট হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। "সতসঈ" পুরাণা ব্রজভাষাতে লেখা, ইহার ভাষা দুরূহ। ভাষা-সঙ্কটের কারণে, উপযুক্ত টীকার অভাবে সতীশবাবু বহুদিন ধরিয়া ইহার রস আস্বাদন করিতে পারেন নাই। পরে প্রভুদয়াল পাঁড়ের টীকার সাহায্যে বহুল পরিমাণে তিনি ইহা অধিকার করিতে সক্ষম হন। অবশেষে শ্রীযুক্ত পদ্মসিংহ্ শর্ম্মার পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার সাহায্যে সতীশবাবু "সতসঈ"র কবিতাবলীর পূর্ণ রস উপভোগ করিতে সমর্থ হন। এই সকল কথা তিনি সবিস্তারে তাঁহার প্রবন্ধে আমাদের জানাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত পদ্মসিংহ হিন্দী রসসাহিত্যের একজন বড় সমালোচক পণ্ডিত। বিহারীলালের কবিতা হইতে অনেক যথার্থ ব্যাখ্যা দিয়াছেন,—আশ্চর্য্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সতীশবাবুর ন্যায় পণ্ডিতই এইরূপ পণ্ডিতের উপযুক্ত নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, সমঝদার শ্রীযুক্ত সতীশবাবু পদ্মসিংহের আলোচনা পড়িয়া আনন্দের আতিশয্যবশে এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, বাঙ্গালায় বিহারীলালের কবিতার আলোচনা যাহাতে হয়, তদ্বিষয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। "হিন্দী নবরত্নমালা" গ্রন্থে কাব্য সমালোচনায় বিহারীলালকে উঁচু স্থান দেওয়া হইয়াছে। "নবরত্নমালা" গ্রন্থের রচয়িতৃত্রয় মিশ্রভ্রাতৃগণের মতে বিহারীলাল হিন্দীর শ্রেষ্ঠ নয়জন লেখকের মধ্যে অন্যতম। অন্য হিন্দী সমালোচকেরও এই মত। কিন্তু তথাপি বিহারীলালের কাব্যের চর্চ্চা বাঙ্গালা ভাষায় হয় নাই বলিলেই চলে। তাহার কারণ এই যে, সাধারণ বাঙ্গালীর হিন্দী ভাষা ও তাহার আনুষঙ্গিক ভাষার জ্ঞান অল্প।

"হিন্দীসাহিত্য" বলিলে ৪।৫টী ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সাহিত্য বুঝায়; এক গদ্যসাহিত্যের ভাষা দিল্লী, মীরাট অঞ্চলে প্রচলিত "খড়ীবোলী" আছে, তদ্ভিন্ন মথুরা অঞ্চলের "ব্রজভাষা" আছে, বুন্দেলখণ্ডের "বুন্দেলী" আছে, রাজস্থানের নানা "রাজস্থানী" ভাষাভেদ আছে, কোশলের "বৈসবাড়ী" ভাষা (তুলসীদাস যাহা প্রয়োগ করিয়াছেন), তাহা আছে, তা ছাড়া আবার কাশী অঞ্চলের "ভোজপুরিয়া" আছে; প্রাচীন হিন্দীসাহিত্য বলিলে ভিন্ন প্রকারের ব্যাকরণওয়ালা ভাষার সাহিত্য সমস্তই বুঝায়। সেই সকল ভাষা আয়ত্ত করিলে তবে "হিন্দীসাহিত্যের" পুরা রস পাওয়া যায়।

কিন্তু তাহা সত্বেও বাঙ্গালা দেশে যে হিন্দীসাহিত্যের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ বই বা কবির আদর হয় নাই, এ কথা বলিতে পারা যায় না। হিন্দী গদ্যসাহিত্যের আলোচনায় গোড়া হইতেই বাঙ্গালীর কিছু পরিমাণে হাত আছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের যুগে হিন্দী "বেতাল পচীসী" তারিণীচরণ মিত্র মহাশয় সম্পাদন করেন। ব্রজভাষায় লেখা লল্লুলালপ্রণীত "রাজনীতি" গ্রন্থের ভাল সংস্করণ, গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবীরের দোহার মূল হিন্দী বাঙ্গালা অক্ষরে বাঙ্গালা অনুবাদ ও টীকার সহিত গত ১৯ শতকের মাঝামাঝি প্রকাশিত হইয়াছিল, এই বই এখন দুষ্প্রাপ্য। তুলসীদাসের রামায়ণের অন্ততঃ তিনটী ভিন্ন ভিন্ন বাঙ্গালা অনুবাদ আছে। কিছুকাল হইল, বাঙ্গালা অক্ষরে মূলের সহিত পদ্যানুবাদ পুরুলিয়া হইতে শ্রীযুক্ত মদন-মোহন চৌধুরী মহাশয় প্রকাশিত করিয়াছেন। শান্তি-নিকেতনের শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের সঙ্কলিত "কবীর" শিক্ষিত বাঙ্গালীর আদরের বস্তু। এই সংস্করণ হইতে নির্ব্বাচিত ১০০টী কবিতা রবীন্দ্রনাথের দ্বারা ইংরেজীতে অনূদিত হইয়া সভ্যজগতে কবীরের বাণী প্রচারের সাহায্য করিয়াছে। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখ বাঙ্গালা লেখকের দ্বারা হিন্দীর শ্রেষ্ঠ কবি ও সন্তদের বাণীর আলোচনা বাঙ্গালা মাসিক পত্রে প্রায়ই দেখা যায়। নানক, দাদূ, কবীর, রইদাস, মীরা, তুলসীদাস, সুরদাস—ইঁহারা ত বাঙ্গালী পাঠকের কাছে সুপরিচিত। ভূষণ, বিহারীলাল, মালিক মুহম্মদ জায়সী—ইহাঁরাও অপরিচিত নহেন। বহুপূর্ব্বে খুব সম্ভব "পুণ্য" পত্রিকায় বিহারীলালের "সতসঈ" মূল বাঙ্গালা অক্ষরে টীকা ও বঙ্গানুবাদ সমেত প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু বোধ হয় সম্পূর্ণ হয় নাই। দুইখানি হিন্দী বইয়ের অনুবাদ বাঙ্গালা ভাষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ—আলাওলের "পদ্মাবতী" ও "ভক্তমাল"। সুতরাং হিন্দীর বিরাট্ সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙ্গালীকে ঠিক উদাসীন বলা চলে না। তবে বাঙ্গালী হিন্দীসাহিত্যের যে দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, সেটা পণ্ডিতী, সংস্কৃতনবীশ লেখকের কাব্যে নয়। প্রাচীন হিন্দীসাহিত্যে দুইটী ধারা দেখা যায়। এক সংস্কৃত সাহিত্যের সংস্কৃত অলঙ্কারের দ্বারা অনুপ্রাণিত কাব্যসাহিত্য, এই জিনিসটী অনেক সময়ে খুবই সুন্দর, খুবই মনোহর, খুবই পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক; কিন্তু ইহার যেন প্রাণ নাই—ইহা সংস্কৃতের পিষ্টপেষণ মাত্র। অবশ্য এ বিষয়ে রুচিভেদ আছে। দ্বিতীয় ধারাটাই হইতেছে হিন্দী-সাহিত্যের নিজস্ব ধারা—জনসাধারণের সৃষ্ট সাহিত্য, কাব্য, গান ইত্যাদি লইয়া; রামানন্দ,

কবীর, রইদাস, দাদু, নানক প্রভৃতিদের লেখা এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। ইহাতে চটক নাই, প্রাণ আছে; বিস্তাবত্তায়, সংস্কৃত অলঙ্কারের ছটায় ইহা আমাদের চমকাইয়া দেয় না, কিন্তু প্রাণে শান্তি আনে, অপূর্ব্ব অনুভূতিরসে মনপ্রাণ পূর্ণ করিয়া দেয়। এই সাহিত্যই খালি ভারতের নয়—সমস্ত পৃথিবীর সাহিত্য-কাননে অপূর্ব্ব শোভা-সৌরভময় পুষ্প। বিহারীলালের কবিতা বুঝিতে হইলে তাহার ভাষার সঙ্গে লড়াই করিতে হইবে—তাহা হইতে রস নিষ্কাশন করিতে হইলে সংস্কৃত হইতে আহৃত যন্ত্র-পাঁতির সাহায্য লইতে হইবে। পণ্ডিত বা বিদ্বজ্জন ছাড়া আর কেহ অতটা করিতে রাজী হইবেন না। সাধারণ লোকে আজকাল বড় একটা রস-সাহিত্যের নিয়মিত অলঙ্কারের ধার ধারে না। বাঙ্গালা ভাষার বৈষ্ণব-সাহিত্য, অলঙ্কারশাস্ত্রের অনুমোদিত পথ ধরিয়া কয়জনই বা অনুশীলন করিতে প্রস্তুত। তাই বলিয়া এই অলঙ্কারশাস্ত্রের ভিতরে যে দার্শনিক চিন্তাপদ্ধতি আছে, তাহা ফেলিয়া দিবার জিনিস নয়। আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুর মত পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা এক রকম সমস্ত জাতির পক্ষ হইতে ইহার আলোচনায়, উদ্ধারে ও প্রচারে ব্যাপৃত আছেন।

বছর পাঁচেক হইল, বিহারীর 'সংসঈ'খানি আগাগোড়া প্রভুদয়াল পাঁড়ের টীকার সাহায্যে পড়িয়াছিলাম—ভাষাতত্ত্বের দিক্ হইতে, সাহিত্য-রসাস্বাদটা তখন গৌণ ব্যাপার ছিল। বিহারীলাল "ইল" প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ কয়বার ব্যবহার করিয়াছেন, "ড,ল"র স্থলে তিনি "র" কতবার ব্যবহার করিয়াছেন—এইরূপ বিষয়ই মুখ্য অনুসন্ধের ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া কাব্যের সৌরভ প্রবেশ করিতে যাহাতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে মনের রস গ্রহণের পথ রুদ্ধ করি নাই। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিব, বিহরীলালের কবিতা আমায় আকৃষ্ট করে নাই। এ বিষয়ে খুব খোলা মন লইয়া বিহারীলাল পড়িতে আরম্ভ করি; গ্রীয়ার্সনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আগেই পড়িয়াছিলাম। বিহারীলাল সরল নহেন, তিনি জটিল; তাঁহার কবিতায় গভীর ভাব পাই নাই, শব্দের মার-প্যাঁচ, নানাপ্রকার ভাবের কসরত লইয়াই বেশীর ভাগ তাঁহার কারবার; ইংরেজীতে যাহাকে conceit বলে, তাহার প্রাচুর্য্য বেশী। অপ্রত্যাশিত অর্থ আমাদের আশ্চর্য্য করিয়া দেয়। কবির স্থায় টীকা-কারেরও বাহাদুরী ইহাতে আছে। শ্রীযুক্ত পদ্মসিংহ শর্ম্মা দেখাইয়াছেন যে, "সতসঈ"-এর প্রথম দোহাটীর ছয় রকম বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে। রসিক ও শাব্দিক পণ্ডিতের পক্ষে, বিশেষজ্ঞের পক্ষে ইহা উপভোগ্য বটে; কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষে "পণ্ডিতে পণ্ডিতে বিচার, মূর্খে লাগে ধন্ধ।"

বিহারীলাল মোগল বাদসাহের সময় জীবিত ছিলেন—এই জন্ত সৌন্দর্য্য ও চাক্‌চিক্য তাঁহার কাব্যে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। মোগল-দরবারের কারসী কবিতার ছাপও বিহারীলালের উপর আছে। এই যুগে যদিও সুরদাস ও তুলসীদাস জীবিত ছিলেন, তথাপি তাঁহাদের কাব্যে ও কবীরের রচনায় কোনরূপ মারপ্যাঁচ নাই, তাঁহাদের সরল গভীর ভাব বুঝিতে

আমাদের কষ্টও হয় না। এই সব কারণে বোধ হয়, সাধারণের কাছে বিহারীলালের আদর তেমন হওয়া সম্ভব নয়। বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে এইরূপ কৃত্রিমতার অলঙ্কার-মণ্ডিত সাহিত্যের স্থানও খুব উচ্চে নয়। বাঙ্গালা দেশে মেঘদূত, গীতগোবিন্দের আদর আছে। হালের সপ্তশতীও অনেকে পড়েন,—বিহারীলালের আদর হয় নাই বলিয়া দুঃখ করিবার কিছু নাই। বরং হিন্দীসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্ন—কবীর, দাদু, মীরা, তুলসী, নানক্—ইঁহাদের আমরা মাথা পাতিয়া লইয়া আপনার করিতে পারিয়াছি বলিয়া আমাদের আনন্দের যথেষ্ট কারণ আছে। যাহা হউক, প্রবন্ধকার মহাশয় এই বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।"

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—"আমি ঘটনাচক্রে বিলম্বে আসিয়া পড়িয়াছি বলিয়া সম্পূর্ণ প্রবন্ধ শুনিবার সুযোগ পাই নাই। তবে শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু যে সকল আলোচনা করিলেন, তাহাতে অনেক জ্ঞানলাভ হইল। শ্রীযুক্ত সতীশবাবু এই প্রবন্ধ লিখিয়া এই আলোচনার সুযোগ দিয়াছেন—তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। বাঙ্গালা দেশে হিন্দীর চর্চ্চা ও প্রচার হওয়া উচিত। হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা অবশ্য ভাল; কিন্তু তাহার জন্য বাঙ্গালা ভাষা ত্যাগ করিবার কোন সঙ্কল্প উপস্থিত হইলে আমরা বাঙ্গালা ত ছাড়িবই না এবং হিন্দীও গ্রহণ করিব না। বহু পূর্ব্বে তুলসীদাসের হিন্দী রচনা অতি মনোযোগের সহিত পড়িয়াছি; উহা সুন্দর। 'সতসঈ' গ্রন্থের বাঙ্গালা সংস্করণ হইলে দেশের সম্পদ্ বাড়িবে বলিয়া বোধ হয়।"

৫। সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক অনুমোদিত বর্ত্তমান বর্ষের সংশোধিত আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলেন।

৬। সভাপতি মহাশয়, পরলোকগত রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ এম্ বি ই বাহাদুরের চিত্র-প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়কে স্বর্গীয় রাজার বিষয়ে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবু বলিলেন,—"রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র বয়সে আমার কনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করা আমার পক্ষে অত্যন্ত শোকাবহ। তিনি অল্পবয়স্ক হইলেও মেধাবী, পরিশ্রমী, নানা সদনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, বিশেষভাবে আমাদের পরিষদের ও কায়স্থ-সভার পরমহিতৈষী ছিলেন। তাঁহার সহিত নানা সূত্রে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ হইয়াছিল। পরিষদের জন্য তাঁহার নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। কায়স্থ-সভার উন্নতির জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভাবে আমাদের যে কত ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বলা যায় না; বিশেষতঃ তাঁহার পল্লীর অনেককে তিনি সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেন। তাঁহার পল্লীবাসী তাঁহার অভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। তিনি বয়সে আমাদের ছেলের বয়সী ছিলেন, এবং আমাদের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। তাঁহার বদান্যতার কথা আমরা ভুলিব না। কত গরীব ও নিরাশ্রয়া বিধবা তাঁহার গোপন দানের কথা চিরদিন স্মরণ করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন

করিবেন। পরিষৎ তাঁহার নিকট নানারূপে কৃতজ্ঞ। পরিষৎ তাঁহার প্রতি কতকটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এই চিত্র প্রতিষ্ঠা করিতেছেন।"

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "রাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের সঙ্গে পরিষদের ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতেছিল। বহু পূর্ব্ব হইতেই তিনি পরিষদের নানা অনুষ্ঠানে সাহায্যাদি করিতেন এবং ইহার হিতকারী বন্ধু ছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি আমাদের কোষাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তাঁহার (প্রকাশ্যে ও গোপনে) দানের বিষয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবু ইঙ্গিতে কিছু জানাইয়াছেন মাত্র। তিনি দেশের প্রত্যেক সদনুষ্ঠানেই সাহায্য করিতেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে দেশের ও পরিষদের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। আমরা বেশ আশা করিয়াছিলাম যে, মণীন্দ্রচন্দ্রের সহায়তায় পরিষৎ ক্রমশঃ বলীয়ান্ হইয়া উঠিবে। আশা কিন্তু পূরে না। আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বলিতেন, "নরে করে আশা, পুরান জগদম্বা' (man proposes, God disposes)। তিনি অকালে চলিয়া গিয়াছেন—দেশ তাঁহার শোক ভুলিতে পারিবে না। তাঁহার এই চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া শোকে কিছু সান্ত্বনা পাইব—তাঁহার সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি দেখিলে তাঁহার মহান্ হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যাইবে। তিনি আমাদের একজন প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন। আমি তাঁহার বিষয় বেশী বলিতে অসমর্থ।" তৎপরে তিনি চিত্রপ্রতিষ্ঠা করিলেন।

৭। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয়া মহিলা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহোদয়ার জন্য আহূত শোক-সভায় কোন প্রস্তাব লিপিবদ্ধ হয় নাই বলিয়া ঐ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গৃহীত হয় নাই। এই জন্য তিনি দুইটি প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল। এই প্রস্তাব দুইটি উক্ত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণের অন্তর্গত করা হইলে কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, ২১-ই রাণীশঙ্করী লেন, কালীঘাট, ২। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দত্ত এম এ, বেথুন কলেজের অধ্যাপক, ৩ শিবু বিশ্বাসের লেন, ৩। শ্রীযুক্ত কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, ২১-এফ রাণীশঙ্করী লেন, কালীঘাট,

৪। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র, ৭ কাঁটাপুকুর লেন, ৫। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রমোহন সিংহ, পাঁচঘরা, বেগমপুর, হুগলী, ৬। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ দে, শ্রীরামপুর, ৭। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, উকীল, হুগলী, ৮। শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় বি এস্‌সি, এম এল সি, উত্তরপাড়া, হুগলী, ৯। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, অধ্যাপক, হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়, কাশী, ১০। খান্ বাহাদুর মজঃরুল আনওয়ারা এম এ, বি এল, হুগলী, ১১। মৌলভী জোবেদ আলী মোল্লা, ধরমপুর, খানাকুল, হুগলী; ১২। শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ কুণ্ডু, জমিদার, ৫৩ হ্যারিসন রোড, ১৩। শ্রীযুক্ত নন্দকুমার দেবশর্ম্মা, ১২ আশুতোষ দে লেন, সেণ্ট্রাল এভিনিউ, নর্থ।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

Government of Bengal—1. Resolutiou Reviewing the Reports on the Working of the District Boards in Bengal, 1922-23; Smithsonian Institution, U. S. A.,—2. "Adaptations" to Social Life. The Termites (Isoptera), 3. A Chapter in the History of Zoological Nomenclature; শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম এ, বি এল্—4. The:Glories of Magadha; শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দাস—5. The Economic History of Ancient India; শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন—৬। কামন্দকীয় নীতিসার, ৭। কবিতা-কুঞ্জ, ৮। গান, ৯। দৈবী মীমাংসা দর্শন (খণ্ডিত), ১০। বঙ্গীয় পঞ্জিকা-সমস্যা।

দশম বিশেষ অধিবেশন

১৬ই ফাল্গুন ১৩৩১, ২৮এ ফেব্রুয়ারী ১৯২৫, শনিবার, সন্ধ্যা ৬টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"ধর্ম্মজগতে হিন্দুর স্থান" বিষয়ে বক্তৃতা। বক্তা—শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য।

পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় "ধর্ম্মজগতে হিন্দুর স্থান" বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই,—

হিন্দুধর্ম্ম এতই বিশাল যে, ইউরোপীয় লেখকেরা তাঁহাদের স্বীয় রুচি অনুসারে ইহাকে নানা আখ্যা দিয়াছেন। কেহ বলেন, হিন্দুধর্ম্ম animistic, কেহ Polytheistic, কেহ Nature worship, কেহ Hylozoistic কেহ বা Pantheistic ও Idolations ইত্যাদি।

এই সকল সমালোচনা শুনিয়া আমাদের প্রাচীন "অন্ধের হস্তিদর্শন ন্যায়" মনে পড়ে। হস্তী একটা প্রকাণ্ড জীব বলিয়া বিভিন্ন অন্ধ ইহাকে বিভিন্ন আকারের বুঝিয়াছিল, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। যে উহার কাণ স্পর্শ করিয়াছিল, সে কুলার মত, যে শুঁড় ধরিয়াছিল, সে উহাকে মোটা কাছির মত, যে পায়ের দিকে ছিল, সে উহা স্তম্ভের মত অনুভব করিয়াছিল, অথচ সমস্ত হাতী জীবটা ইহার কোনটার মতই নহে। কিন্তু এক একটা অঙ্গের দিক্ হইতে দেখিলে অন্ধদের অনুভূতি অলীক নহে। সেইরূপ ইউরোপীয় সমালোচকদের কথা অঙ্গ হিসাবে অলীক নহে। হিন্দুধর্ম্মে, ধর্ম্মের সমস্ত মূলগুলিই বর্ত্তমান আছে, যেহেতু অধিকারিভেদে, মানুষের বিচার-বুদ্ধি ও মানসিক শক্তি অনুসারে ধর্ম্মের বিকাশ হওয়া আবশ্যক। এইরূপ সর্ব্বক্ষেত্রের উপযোগী হওয়ায় হিন্দুর ধর্ম্ম কালস্রোতের প্রবাহ প্রতিরোধ করিয়া এখনও জীবিত আছে। প্রাচীন মিসরীয়, বাবিলোনীয়, আসিরীয়, হিব্রু প্রভৃতির ধর্ম্ম আজি কোথায়? কিন্তু ভারত, বিজাতীয় ধর্ম্মের সংঘর্ষে আসিয়াও এখনও তাহার নিজের ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছে।

সমাজ ও ধর্ম্ম—মানুষ কেন দলবদ্ধ হইয়া বাস করে, ইউরোপীয়েরা ইহার বিভিন্ন কারণ দেখাইয়া থাকেন। ইংরাজ লেখক হবস্ বলেন যে, মানুষে যেন একরারনামা (contract) করিয়া সংঘবদ্ধ হইয়া বাস করে। এই ভাবটা ধারাবাহিক ভাবে ইউরোপীয় জ্ঞানি-মণ্ডলের মধ্যে চলিয়া আসিতেছিল। লক, রুসো প্রভৃতি খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের সমাজ সম্বন্ধে এইরূপ বিশ্বাসই ছিল। বোধ হয়, ফরাসী পণ্ডিত কোমৎএর সময় হইতে এই বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। তিনি মনুষ্যসমাজকে একটা অবয়ব বা সংহতি বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। তাহার পরে স্পেনসার ঐ মতের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার সমাজতত্ত্ব নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বলেন, মানুষ স্বতোবুদ্ধি ও প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া এক সঙ্গে বাস করে এবং ধর্ম্ম ও অপরাপর অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান ঐ একত্বেরই বিকাশ। শুধু মানুষ কেন, অনেক স্তন্যপায়ী জীব এবং এমন কি, মক্ষিকা ও পিপীলিকা অবধি সংঘ ও যূথবদ্ধ হইয়া বাস করে। বাস্তবিক বিভিন্ন মনুষ্যসমাজ একটা শরীর-বিশেষ; এই শরীরের প্রাণস্বরূপ ধর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে। ধর্ম্ম, সমাজকে এক সঙ্গে বাঁধিয়া রাখে। হিন্দুরাও সমাজকে একটা বিভিন্ন অবয়ববিশিষ্ট শরীর বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। ব্রহ্মার শরীর হইতে চারি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছিল, এইরূপ কথার আর কোনই অর্থ হইতে পারে না। ইহার অর্থ, মানুষের সমাজ একটা শরীরবিশেষ এবং গীতার ভাষায় গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে চারি বর্ণের সৃষ্টি। এই চারি বর্ণ মানুষের মাথা, হাত, উরু ও পায়ের মত চারিটি অঙ্গ। ধর্ম্ম ইহাদের এক সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

ইতিহাস ও ধর্ম্ম—ইতিহাস কেবল ঘটনাপুঞ্জ নহে। জাতীয় জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহার অনুবৃত্তি ইতিহাস নাম পাইতে পারে না। যে মূল শক্তির প্রেরণায় সেই সকল ঘটনার উৎপত্তি হয়, তাহাই প্রকৃত ইতিহাস। পিরামিডের আকার ও সংস্থানের

বর্ণনা মিশরের ইতিহাস নহে। যে মূল প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া মিসরজাতি উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহাই উহাদের ইতিহাস। । হিন্দুর ইতিহাস নাই সত্য। ব্যবহারিক জগতে ইতিহাসের সার্থকতা আছে; কিন্তু পারমার্থিক ভাবে বলিলে,ইতিহাসের কি মূল্য আছে? হেগেল বলেন, ইতিহাস Absoluteএর ক্রমবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা। হিন্দুরা ত ইতিহাসকে ব্রহ্মের বিবর্ত্তই বুঝিয়াছিলেন। জাতির উত্থান পতন আছে। নশ্বর জগতে এক জাতির অভ্যুদয় ও অপরের তিরোধান, ইহা প্রতিনিয়তই চলিতেছে। যে সময়ে কোন সমাজের অভ্যুত্থান হয়, তখন ধর্ম্মই তাহাদের প্রথম অনুপ্রেরণা দেয়। মানুষ তখন সত্যপরায়ণ, নির্ভীক ও জ্ঞান অনুসন্ধানে নিযুক্ত হয়। এই সত্যপ্রভাবে ও অজ্ঞাত নিয়মে মানুষের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়। বিলাস ও অবাধ ভোগ সমাজকে আক্রমণ করে। তাহার ফলে কপটতা, স্বার্থান্বেষণ, প্রাচীন আচারের চর্বিতচর্ব্বণ, জ্ঞানচর্চ্চায় উপেক্ষা ও কাপুরুষভাব সমাজকে অধিকার করে। এই অবস্থায় জাতীয় জীবনের হ্রাস হয় ও ইহাই কলিযুগ। ত্রেতা ও দ্বাপর, জাতীয় উত্থান ও পতনের ক্রমভেদ। প্রত্যেক জাতিই এক একটা বিশেষ চিহ্ন লইয়া আবির্ভূত হয়। চীন জাপান শিল্পে, গ্রীক সাহিত্য ও কলা-সৃষ্টিতে. রোম রাজ্যসৃষ্টি ও আইনকানুনে ইতিহাসের পৃষ্ঠে স্থান পাইয়াছে। হিন্দু জাতির বৈশিষ্ট্য কেবল ধর্ম্মে। ভাগবত, বৌদ্ধ, পৌরাণিক, তান্ত্রিক, নবীন বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় ইতিহাসের স্তর ভেদ করিয়া ভারতে ধর্ম্মপ্রচারের সাক্ষ্য দিতেছে।

ধর্ম্ম কি?—অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়া থাকেন,— ধর্ম্ম, যাজক পুরোহিতের জীবিকাসংস্থানের উপায়মাত্র; উহার মৌলিক ভিত্তি কিছুই নাই। আমাদের দেশে চার্ব্বাক-সম্প্রদায় বলিতেন যে, বেদ, বুদ্ধি ও পৌরুষহীন ব্যক্তির জীবিকামাত্র। বাস্তবিকই ধর্ম্মের কি কোনও মূল নাই? পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মধ্যে অনেকে বলেন, ধর্ম্ম মানুষের একটা স্বাভাবিক বৃদ্ধি। যেমন সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি, সাহিত্য-বৃদ্ধি, কলা-বুদ্ধি প্রভৃতি মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, সেইরূপ ধর্ম্মাচরণও মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। এমন কোনও মনুষ্যসমাজ নাই, যেখানে ধর্ম্ম নাই। সভ্য অসভ্য সকল সমাজেই ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্ হইয়া রহিয়াছে। ধর্ম্ম অলীক, কৃত্রিম, জলবুদ্‌বুদের মত অসার নহে। সাহিত্য দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থে রসের আলাপ আছে। উজ্জলনীলমণি নামক বৈষ্ণব গ্রন্থ রসের বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। রসের বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারিভাব আছে। যেমন আদিরসের বিভাব কোকিল-কূজনাদি ও তাহার ফলে যে সকল শারীরিক বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ মুখ ও অপরাপর অঙ্গের নূতন ভাব হয়, উহাই অনুভাব—বিভাবের ফলে অনুভাব। ধর্ম্মেরও সেইরূপ একটা রস আছে। তৈত্তিরীয়ের "রসো বৈ সঃ" তাহার প্রমাণ। আমাদের হৃদয়ে এমন একটা তন্ত্রী আছে, যাহা ধর্ম্মের ইঙ্গিতে বাজিয়া উঠে এবং উহারই জন্য মানুষ একটা অলৌকিক আনন্দ অনুভব করে। ইহাই ধর্ম্ম-রসের বিভাব। পুলক, স্পন্দ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি যে সকল শারীরিক ব্যঞ্জনা হয়, উহাই ধর্ম্মের অনুভাব। কাজেই ধর্ম্ম অলীক নহে, উহা মানুষের অন্তরের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত।

তান্ত্রিকেরা ষট্‌চক্রের উল্লেখ করিয়াছেন। উহা আধুনিক জগতের "নারভাস্ সিস্টেম।" ধর্ম্ম-ভাবের অনুষ্ঠান করিতে হইলে প্রথমে কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিতে হয়। কুলকুণ্ডলিনীই Religious Consciousness। উহাই ক্রমশঃ ক্রমশঃ আনন্দময় কোষে নীত হইলে পূর্ণ ধর্ম্মরসের আস্বাদ পাওয়া যায়।

হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে সামান্যভাবে বলিতে গেলেও এক আধটি বক্তৃতায় উহার উপসংহার হয় না। ইহার দুই দিক্‌ই আছে—যুক্তি, প্রতিষ্ঠা ও অনুষ্ঠান, দুইই আছে। উপনিষৎ যুক্তি ও অনুষ্ঠান উভয়মূলক। পুরাণ ও তন্ত্র, দার্শনিক ও আনুষ্ঠানিক, উভয়ই বটে। বেদান্ত ও যোগদর্শন, দর্শনপ্রধান অনুষ্ঠান। মীমাংসাদর্শনে ধর্ম্মের ভিত্তি প্রেরণামূলক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে অর্থাৎ ধর্ম্ম স্বতঃপ্রমাণ এবং এই জন্যই ধর্ম্মের জন্য মানুষের কতকগুলি অনুষ্ঠানের প্রবৃত্তি হয়।

ইহাতে কেবল হিন্দুধর্ম্মের কঙ্কালমাত্র দেওয়া হইল। আজকাল ধর্ম্মের প্রতি লোকের সেরূপ আস্থা নাই। আচার, ব্যবহার, নীতি, শৌচ প্রভৃতি আমরা ক্রমশঃ ভুলিতে বসিয়াছি। হিন্দুধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব যাহাতে আমাদের মধ্যে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, যাহাতে আমাদের জাতীয় গরিমা, ভারতের জ্ঞান ও ধর্ম্ম-মহিমা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, এই উদ্দেশ্যেই এই বক্তৃতার অবতারণা।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'ধর্ম্মজগতে হিন্দুর স্থান' বিষয় উপলক্ষ্য করিয়া আজ অনেক কথা শুনাইলেন। শুনিতে শুনিতে আমার মনে হইতেছিল যে, একটা বক্তৃতায় এত কথা না বলিলে ভাল হইত—৪।৫টা বক্তৃতা হইলে ভাল হইত। তিনি বাধ্য হইয়া অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের ইঙ্গিতমাত্র করিয়াছেন। আমরা সে সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা তাঁহার নিকট আশা করি। বক্তৃতা শুনিয়া মনে হইল, সমাজতত্ত্ব anthropology প্রভৃতি বিষয়ে বক্তার বেশ দৃষ্টি আছে। এই বক্তৃতার জন্য বক্তাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে ও পরিষদের পক্ষে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রধান কথা—সমাজ একটি সংহতি বা organism, ইহা অত্যন্ত দরকারী কথা। এখনও এক শত বৎসর হয় নাই, ইউরোপ এই কথা বুঝিতে পারিয়াছে। আমাদের দেশে এ কথা বহু পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে। অনেকে মনে করেন যে, সমাজ অর্থে বিক্ষিপ্ত নরনারীর সংহতিকে বুঝায়। কিন্তু সমাজ তাহা নয়। দেহ যেমন কতকগুলি কোষ বা cellএর সংহতি, সমাজও সেইরূপ। ব্যষ্টির অসম্বদ্ধ যোগশূন্য একত্রাবস্থানকে সমাজ বলে না—সমাজের ভিতর ব্যষ্টির একটা অঙ্গাঙ্গী ভাব আছে। ভগবানের বিশ্বরূপ বা বিরাট পুরুষের কল্পনা আমাদের দেশে নূতন নয়। পুরুষসূক্তে সমাজশরীর যে চাতুর্ব্বর্ণ্য দ্বারা রচিত, সেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র অর্থাৎ সমাজের শিক্ষক, রক্ষক, ধারক ও পালককে বিরাট পুরুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলা হইয়াছে। সংহতির মধ্যে, বৈচিত্র্যের মধ্যে আমরা ঐক্যের সাক্ষাৎ পাই—ইহাই আদর্শ সমাজের লক্ষণ।

"বক্তা হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের একটা সার্ব্বভৌমিকতা (catholicity) আছে। এক শ্রেণীর খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা বলেন যে, তাঁহারা catholic,

কিন্তু তাঁহাদের এই catholic আখ্যা সম্পূর্ণ প্রাপ্য নহে। হিন্দুধর্ম্মের এই সার্ব্বভৌমিকতা, এই উদারতাই প্রকৃত catholicism। হিন্দুধর্ম্মের আর একটা বৈশিষ্ট্য—তাহার বিরাট্ বুভুক্ষা, সমস্ত assimilate করিবার, আত্মসাৎ করিবার ক্ষমতা। প্রাণীর দেহে সজীবতা থাকিলে বাহির হইতে 'আহার' আনিয়া সে আত্মসাৎ করিতে পারে। বৈদিক আর্য্যগণ সেই অতীত যুগে যখন উদাত্তস্বরে সাম গান করিতে করিতে তাঁহাদের সেই প্রত্নওকঃ (ancient home) হইতে এই ভারতবর্ষে আসেন, তখন হইতে তাঁহারা তাঁহাদের ঐ বিরাট্ বুভুক্ষাবলে যবন, পারসিক, শক, হুন, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি কত কত cultureকে আত্মসাৎ করিয়া হজম করিয়া ফেলিয়াছেন।

"মাদ্রাজের ক্রিশ্চিয়ান কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ মিলার ৩৫ বৎসর এ দেশে ছিলেন। তিনি এদেশীয়গণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন। এখান হইতে বিদায় লইয়া যখন তিনি বিলাত যান, তখন তাঁহার দেশবাসী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, ভারত হইতে কি শিখিয়া আসিলে? ডাঃ মিলার বলিলেন, "It teaches the emanance of God and the solidarity of man." সমস্ত জগতের মধ্যে এক বিরাট্ পুরুষ অনুস্যূত রহিয়াছেন। 'ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মকিতবা।" সকল জীবের মধ্যেই ব্রহ্ম অবস্থান করিতেছেন। সেই বিশ্বজীবের বিরাট্ সংহতিই তাঁহার বিশ্বরূপ।

"বক্তা মহাশয় এ সমস্ত কথাই সংক্ষেপে বলিয়াছেন। আমরা আশা করি, তিনি ভবিষ্যতে ২।৪ দিনে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিবেন। তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।"

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

২৪এ ফাল্গুন ১৩৩১, ৮ই মার্চ্চ ১৯২৫, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল মহাশয়-লিখিত "প্রমাণ" নামক প্রবন্ধ এবং ৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত নবম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, কলিকাতার ঠাকুর-বংশের উজ্জ্বল রত্ন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি জীবনের শেষভাগ তাঁহার রাঁচীর বাড়ীতে বাস করিতেন এবং সেই-খানেই তিনি তাঁহার নশ্বর দেহ রক্ষা করিয়াছেন। আমি যখন রাঁচীতে ছিলাম—বোধ হয় মৃত্যুর ১৪।১৫ পূর্ব্বে—তখন তিনি আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক এবং অন্যান্য নানা গুণের অধিকারী ছিলেন। পেন্সিল সাহায্যে লোকের চিত্র অঙ্কন করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে আমার কতিপয় বন্ধুর ছবি তিনি আঁকিয়াছিলেন। আসিবার দিন শুনিলাম যে, তিনি অসুস্থ। তাঁহার শরীর ইদানীং তত ভাল ছিল না, সুতরাং একটু চিন্তার বিষয় মনে হইলেও তখন ভাবি নাই যে, এই অসুস্থতাই তাঁহার কালস্বরূপ হইবে। তাঁহার ন্যায় বন্ধুর বিয়োগে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ ব্যথিত। তিনি অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন; তাঁহার অভাবে বঙ্গসাহিত্যের অত্যন্ত ক্ষতি হইল। তিনি সজ্জন, প্রিয়ভাষী, বিবিধ কলা-বিদ্যাবিশারদ, পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ব্যক্তিগত হিসাবে তাঁহার মত মানুষ প্রায় দেখা যায় না। আমরা এই সভাস্থলে তাঁহার মৃত্যুতে আজ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে তাঁহার জন্য শোক-প্রকাশ ও তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য একটী বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে এই সভা হইতে অনুরোধ করিতেছি। তিনি পরিষদের প্রায় প্রথম জীবন হইতেই সদস্য ছিলেন এবং ১৩০৭ বঙ্গাব্দে ইহার সহকারী সভাপতি ছিলেন। তাঁহার নিকট বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষভাবে ঋণী।"

অতঃপর সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মার জন্য সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়া জানাইলেন যে, পরিষদের আর একজন সদস্য রায় দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরও পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি প্রায় ১৫।১৬ বৎসর ইহার সদস্য ছিলেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত উপহার-প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল্ মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অদ্যকার আলোচ্য "প্রমাণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ বাবু বলিলেন যে, জৈনদর্শনে "প্রমাণ" সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হইয়াছে, লেখক এই প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য এম এ এবং শ্রীযুক্ত হরিসত্য

ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল্ মহাশয় "জিনবাণী"তে ধারাবাহিকভাবে জৈনদর্শনের আলোচনা প্রকাশ করেন। ইঁহারা জৈন ও বৌদ্ধ-সভ্যতা সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত ১২।১৩ খানি জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনের নাম পাওয়া গিয়াছে। এই সকল দর্শনের সম্যক্ আলোচনা হয় নাই। ইঁহাদের চেষ্টায় এই দুই শাখার দর্শন বঙ্গভাষায় আলোচিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তৎপরে তিনি প্রবন্ধের সারমর্ম্ম পাঠ করিলেন এবং তৎসম্বন্ধে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া প্রয়োজনমত অংশের ব্যাখ্যা করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ এম এ এবং শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে এবং প্রবন্ধপাঠক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া প্রবন্ধ সম্বন্ধে নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "শ্রীযুক্ত হরিমোহন বাবু ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবু আমার ভার গ্রহণ করিয়া প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া এবং প্রবন্ধলেখককে তাঁহার কৃতিত্বের জন্য ধন্যবাদ দিয়া আমার কার্য্যের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। আমি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহি বলিয়া কোন মন্তব্য দেওয়া আমার কর্ত্তব্য নয়। তবে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ বাবু যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, তাহাতে অনেক জ্ঞান লাভ হয়। এ জন্য শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ বাবু আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন। শ্রীযুক্ত হরিমোহন বাবু কোন্ কোন্ বিষয়ের আলোচনা হইলে প্রবন্ধটী সম্পূর্ণ হইত, তাহা বলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবু বলিয়াছেন, জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে ও ভারতীয় অন্যান্য দর্শন সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেলোশিপ্ প্রবর্ত্তন করা উচিত। আমরা কেনই বা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ কথা না লিখি? প্রবন্ধটী পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইলে সকলেরই আলোচনার সুবিধা হইবে।" এই বলিয়া তিনি পুনরায় প্রবন্ধের লেখক, পাঠক ও আলোচনাকারিগণকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীচুণীলাল বসু
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ, সমঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদস্য—(১) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন সিংহ, ১১৭ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা; প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমঃ—ঐ, সদ—(২) শ্রীযুক্ত দুলালচাঁদ দাস সাহিত্যোপাধ্যায়, ৩৮।১ নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা; প্রঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, সমঃ—ঐ, সদ—(৩) শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯ মথুর সেন গার্ডেন লেন, কলিকাতা, প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সম—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদ—(৪) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাটপাড়া ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত কামাখ্যাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমঃ—ঐ, সদ—(৫) শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার্স অফিস, কলিয়ারী ডিষ্ট্রীক্ট, আদ্রা, বি এন্ আর, (৬) শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ রাঢ়ী এম এ, এষ্টিমেটার, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার্স অফিস, কলিয়ারী ডিষ্ট্রীক্ট, আদ্রা, বি এন্ আর ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমৃতনারায়ণ গুপ্ত, সমঃ—ঐ, সদ—(৭) চারুচন্দ্র সান্ন্যাল বি এল, লাইব্রেরীয়ান, ষ্টেট্ লাইব্রেরী, কোচবিহার, (৮) শ্রীযুক্ত অংশুমান্ দাশ গুপ্ত এম এ, বি এল্, শিক্ষক, জেঙ্কিন্স স্কুল, কোচবিহার। প্রঃ—ঐ, সমঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সদ—(৯) শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল সরকার বি এস্‌সি, কোচবিহার, (১০) শ্রীযুক্ত সুখলাল চক্রবর্ত্তী, কোচবিহার, (১১) শ্রীযুক্ত মতিলাল চৌধুরী, কোচবিহার, (১১) শ্রীযুক্ত পরেশনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, কোচবিহার, (১২) শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মজুমদার বি এ, কোচবিহার, (১৩) শ্রীযুক্ত জলধর সাহা এম এ, বি এল, উকীল, কোচবিহার, (১৪) শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার পাল বি এস্‌সি, স্কুল সাব্ইন্স্পেক্টার, তুফানগঞ্জ, হবিগঞ্জ, কোচবিহার, (১৫) শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সহকারী, মালকাছারী রেকর্ড অফিস, কোচবিহার। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ, সমঃ—ঐ ; সদ—(১৬) শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রাহা এম এ, বি এল, ম্যানেজার, দ্বারবঙ্গরাজ, ভাপ্টিয়াহি, ভাগলপুর, (১৭) শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, হেডমাষ্টার, রাজস্কুল, দ্বারবঙ্গ, (১৮) ডাঃ শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় এল্ এম্ এস্, চীফ মেডিক্যাল অফিসার, দ্বারবঙ্গ, (১৯) শ্রীমতী চপলা দেবী বসুজায়া, শ্রীযুক্ত এস্. সি. বসু এম এ মহাশয়ের বাড়ী, হেড্মাষ্টার—রাজস্কুল, উদয়পুর ষ্টেট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, সমঃ— ঐ, সদ—(২০) কুমার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, চাপড় এষ্টেট্, বিলাসীপাড়া, আসাম, (২১) শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ সিংহ বর্ম্মন্, জমিদার, বাতিকার, বীরভূম, (২২) শ্রীযুক্ত যশোদানন্দ ঠাকুর, পোঃ শ্রীখণ্ড বর্দ্ধমান, (২৩) রায় সাহেব শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র দত্ত, ভাগলপুর ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমঃ—ঐ, সদ—(২৪) শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি এস্‌সি, এম এ, (ক্যান্টাব), ২ রামকিষণ দাস লেন, কলিকাতা, (২৫) শ্রীযুক্ত রাসবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়, ১১১ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, (২৬) শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, ১১ রামচন্দ্র মিত্র লেন, কলিকাতা, (২৭) শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী, ২ বিষ্ণুপালিত লেন, কলিকাতা, (২৮) শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মণ্ডল, ১০ পার্শীবাগান লেন, কলিকাতা, (২৯) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সিংহ, ৬৯ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সমঃ—ঐ, সদ—(৩০) শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩৯ শিকদারবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা, (৩১) শ্রীযুক্ত মধুসূদন ঘোষ, ১৩ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, উপহৃত পুস্তক—(১) ভারত-পথিক-সহায় (১ম ভাগ); শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—(২) রোগ-শয্যার প্রলাপ; শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়—(৩) শব্দ, (৪) বাংলার পাখী; শ্রীযুক্ত রেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—(৫) প্রহ্লাদ, (৬) প্রতিমা-বিসর্জ্জন; শ্রীযুক্ত প্রমদাকিশোর রায়—(৭) মহর্ষি ভুবনমোহন; The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book-Depot—(৮) Annual Report of the Bengal Veterinary College and Civil Veterinary Department, Bengal, for the year 1923-4, (৯) Report on the Administration of the Wards', Attached and Trust Estates in the Presidency of Bengal for the year 1330 B.S. (1923-24); The Manager, Govt. of India. Central Publication Branch,—(১০) Index to the Annual Reports of the Director-General of Archaæology in India (Sir John Marshall) 1902—1906, (১১) Scientific Reports of the Agricultural Research Institute, Pussa, 1923-24, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত,—(১২) Civilization in Ancient India.

নবম মাসিক অধিবেশন

১লা চৈত্র ১৩৩১, ১৫ই মার্চ্চ ১৯২৫, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ মহাশয়-লিখিত "বাঙ্গালা ভাষায় অনুজ্ঞা সম্বন্ধে মন্তব্য" নামক প্রবন্ধ এবং ৫। বিবিধ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য, সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত সপ্তম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্ মহাশয়, "অধ্যাপক মৌলভী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম এ, বি এল্ মহাশয়-লিখিত 'বাঙ্গালা ভাষার অনুজ্ঞা' নামক প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য" পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর "পদকল্পতরু"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং বৈদ্যমহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন কাব্যতীর্থ মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় দুই একটি প্রশ্ন করেন। শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু এই আলোচনা ও প্রশ্নের উত্তর দান করেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবুকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, অদ্যকার প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে পঠিত এবং পত্রিকায় প্রকাশিত মৌলভী শহীদুল্লাহ্ সাহেবের প্রবন্ধের সমালোচনা। মৌলভী সাহেব ও সুনীতিবাবু উভয়েই ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। সুনীতি বাবু স্বদেশী ও বিদেশী নানা ভাষায় বিশেষজ্ঞ; সুতরাং বঙ্গভাষার উন্নতি ও ক্রম-বিকাশের আলোচনা করিতে তিনি বিশেষভাবে অধিকারী। মূল প্রবন্ধের লেখক মহাশয় অদ্য সভাস্থলে উপস্থিত থাকিলে ভাল হইত। যাহা হউক, এই সমালোচনা পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে তিনি তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিবার সুবিধা পাইবেন।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় বলিলেন, "বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস ও আলোচনার ইহা একটি খণ্ড আলোচনা। এরূপ খণ্ড আলোচনা না হইয়া সম্পূর্ণ আলোচনা হওয়া উচিত। শ্রীমান্ সুনীতিকুমার আমার বিশেষ স্নেহভাজন, তাঁহাকে আমি অনুজ্ঞা করিতে পারি যে, তিনি বঙ্গভাষার ও সাহিত্যের ক্রম-বিকাশের আলোচনা ধারাবাহিকভাবে এই পরিষদে আমাদিগকে শুনাইবেন। আশা করি, তিনি আমাদের আশায় বঞ্চিত করিবেন না।"

এই সময় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবুর The Development of the Origin of Bengali নামক হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন। প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠা ছাপা হইয়া গিয়াছে।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত সতীশবাবুকে তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার জন্য ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি প্রাচীন সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন, সুতরাং তাঁহার এই আলোচনার মূল্য আছে। তিনি যে সকল সংশয়ের আভাস দিয়াছেন, শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু তাহার উত্তর দিয়াছেন। এই সকল আলোচনা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে ভাষাতত্ত্ব আলোচনাকারীদের অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা। তিনিও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবুর প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবুকে বঙ্গভাষার ক্রম-বিকাশের আলোচনা করিতে অনুরোধ করিলেন।

অতঃপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থিগণের ভোট পরীক্ষার জন্য ভোট-পরীক্ষকরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন—(১) শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য,

(২) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু, (৩) শ্রীযুক্ত মাধবদাস চক্রবর্ত্তী এম্ এ, (৪) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম্ এ।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভাভঙ্গ হইল

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় — সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু — সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সদ—১। শ্রীযুক্ত মোহিতমোহন ভড়, ৪৫।৫।এ, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা; প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সমঃ - রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, সদ—২। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দে এম্ এ, আনন্দ চাটার্জ্জি লেন, কলিকাতা; ৩। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল দত্ত এম এ, অধ্যাপক, ১১৫।৭বি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা; প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সম—ঐ, সদ—৪। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস, সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, দিল্লীশাখা, দিল্লী; ৫। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, গ্রাম ঢাগভোগ, পোঃ আঃ মাৎসা, খুলনা।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—(১) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ১৪শ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী (১ম ভাগ), নৈহাটী, (২) ঐ ঐ। The Registrar, Calcutta University —(৩) University Calendar, 1918 and 1919, Part II, Supplement, 1922 and 23., The Officer in Charge, Bengal Secretariat, Book-Depot,—(৪) Annual Report on the Working of Hospitals and Dispensaries under the Govt. of Bengal for the year 1923.

একাদশ বিশেষ অধিবেশন

১৪ই চৈত্র ১৩৩১, ২৮এ মার্চ্চ ১৯২৫, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৹টা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশার্থ আহূত।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল—সভাপতি।

সভাপতি মহাশয়ের উপস্থিত হইতে বিলম্ব হওয়ায় অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গগত

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ন্যায় প্রকৃত সাহিত্যিক দেশে বিরল। তিনি নানা ভাবে বঙ্গসাহিত্যকে পুষ্ট করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার "সরোজিনী" ও "অশ্রুমতী" অমর হইয়া থাকিবে। তিনি সারা জীবন সাহিত্য লইয়া কাটাইয়াছেন। তিনি সাহিত্যগতপ্রাণ ছিলেন বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। তৎপরে তিনি স্বরচিত একটী কবিতা পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় এই উপলক্ষে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, "আমরা তাঁহার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলাম। তাঁহার দেশপ্রেমিকতা অসাধারণ ছিল। তিনি সাহিত্যের সেবা করিয়া যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। তিনি পরিষদের অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। এক সময় পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন। পরিষদের কাজ করিবার জন্য তাঁহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি ইংরাজী, ফরাসী, মরাঠী প্রভৃতি বহু ভাষায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। মহামতি তিলকের গীতা-রহস্যের তিলকভাষ্যের বঙ্গানুবাদ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জন্য আমরা বিশেষভাবে শোকসন্তপ্ত। রাঁচীতে তাঁহার বাঙ্গালায় আমরা প্রায়ই যাইতাম। সেই বাঙ্গালাটি একটি আশ্রম। তাঁহার অভাবে বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্য প্রকৃতই দীন হইল। তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি তিনিই রাখিয়া গিয়াছেন।"

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন, "স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর প্রতিভা বহুমুখী ছিল। কি নাট্যসাহিত্যে, কি কাব্য বা উপন্যাসে, কি প্রহসনে, কি ধর্ম্মতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব বা দর্শনে, কি নানা প্রবন্ধ বা গ্রন্থরচনায়, সঙ্গীতে বা চিত্রাঙ্কনে—সকল বিষয়েই তাঁহার প্রতিভা অত্যুজ্জ্বল ছিল। নাট্যসাহিত্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। আজকাল দেশে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় ভাব জাগিয়াছে—ইহা দেখিতে পাই। কিন্তু আমরা বহুপূর্ব্বে বাল্যকালে তাঁহার লেখায় স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় ভাবের উন্মেষ দেশমধ্যে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তাঁহার "সরোজিনী" পাঠে, সতীত্বের জন্য হিন্দুরমণীগণ কতদূর সৎসাহস ও আত্মত্যাগ দেখাইতে পারেন, তাহা বাল্যজীবন হইতে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছি—"জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ—" ইত্যাদি উন্মাদনাপূর্ণ রচনার প্রভাব সে সময়ে সমগ্র দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রহসন রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ২০ বৎসর আগে রাঁচীতে ইউনিয়ন ক্লাবে সপ্তাহে একদিন বৈঠক হইত; তথায় জ্যোতিবাবু নিজের রচিত প্রহসন ও অন্যান্য গ্রন্থ নিজের ভাবে পড়িতেন। রাঁচীতে বাঙ্গালীরা তাহা শুনিয়া কত যে আনন্দ ও আমোদ উপভোগ করিতেন, তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব। তিনি রাঁচীর প্রাণস্বরূপ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা ইহা বলিতেছি। রাঁচীতে বাঙ্গালীদের এমন কোন সভা-সমিতি হইত না, যাহাতে জ্যোতিবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু উপস্থিত না থাকিতেন। রাঁচীবাসীদের কিরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা তিনি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া বোঝান যায় না। আজ জ্যোতিরিন্দ্রের জ্যোতিঃ বিহনে রাঁচী অন্ধকার। বহুদিন পূর্ব্বে তিনি আমাকে রাঁচীতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে বলেন। জ্যোতিবাবুর সভাপতিত্বে আমার "খাদ্যের" প্রথম

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়। তাঁহার আবাসস্থানটি প্রাচীন কালের মুনিঋষিদের তপোবনের কথা মনে জাগাইয়া দেয়। রাঁচীতে এমন কেহই যায় নাই, যে সেই তপোবন দর্শন করিতে না গিয়াছে। রাঁচীর মোরাবাদীর পাহাড় তথাকার একটি তীর্থস্থান। রাঁচীর সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান মোরাবাদী, তথাকার একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর তাঁহার আশ্রম। সেই আশ্রমে শুভ্রকেশ, গৌরকান্তি, সৌম্যমূর্ত্তি, দীর্ঘদেহ, ঋষিকল্প জ্যোতিরিন্দ্রকে দেখিলে প্রাচীন যুগের কথাই স্মরণপথে উদিত হইত। আশ্রমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, মধুর ও শান্তভাব মনকে স্বতঃই মুগ্ধ করে। আশ্রমে কপোত কপোতী, ময়ূর ময়ূরী, হরিণ শশক প্রভৃতি নানা জাতীয় শান্ত-প্রকৃতির পশুপক্ষী আছে—তাহাদের তিনি নিজহাতে সকাল সন্ধ্যা পরিচর্য্যা করিতেন। তিনি নিজহস্তে বাগান তৈয়ারী করিতেন। তিনি একাহারী ছিলেন। প্রত্যহ রিক্সতে চড়িয়া রাঁচীর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের সংবাদ লইয়া, বেলা ১২।১ টার সময়ে আশ্রমে ফিরিয়া ৪টার সময় আহার করিতেন। তিনি তিনখানি মাসিক পত্রিকায় রীতিমত লিখিতেন এবং 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদন করিতেন। মৌলিকত্ব তাঁহার বংশগত। জ্যোতিবাবুতে এই মৌলিকত্ব পূর্ণমাত্রায় ছিল। স্বদেশপ্রেম ও সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিতেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেন। তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ স্বদেশী। স্ত্রী-স্বাধীনতার তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। সে কালে তিনি স্ত্রীকে লইয়া অশ্বারোহণে রাজপথে ভ্রমণ করিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করিতেন না; তজ্জন্য লোকের গঞ্জনা অনেক সহ্য করিয়াছেন। স্বদেশী ব্যবসাতে তাঁহার আর্থিক বহু ক্ষতি হইয়াছিল। তিনি স্বদেশী জাহাজ কোম্পানি খুলিবার জন্য কেবলমাত্র একখানি জাহাজের খোল কিনিয়া, তাহাতে ইঞ্জিন প্রভৃতি কল লাগাইয়া পূর্ব্ববঙ্গে যাত্রীজাহাজের ব্যবসা আরম্ভ করেন। শেষে তাহাতে বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হন। ১৫।২০ বৎসর ধরিয়া তাঁহাকে বুঝিবার ও জানিবার আমার অবসর হইয়াছিল। সেই জন্য মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথে মানুষের মত মানুষ আমরা দেখিয়াছিলাম। ছবি আঁকা তাঁহার "বাই" ছিল; রাঁচীতে নূতন লোক গেলেই তিনি তাঁহার ছবি পেন্সিলে আঁকিতেন। বিলাতে সেই সব ছবির খুব সুখ্যাতি হইয়াছে; শুনিতেছি, সেখানে সেগুলি ছাপাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। তিনি বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।" এই কয়েকটী কথা বলিয়া বক্তা নিম্নোক্ত দুইটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন,—

(১) "বঙ্গের কৃতী সুসন্তান, বঙ্গসাহিত্যের অকৃত্রিম ও একনিষ্ঠ সেবক, নানাভাবে বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিকারক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি, মনস্বী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

(২) "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষা করিবার জন্ত কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির উপর ভার অর্পিত হউক।"

এই সময় সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় উপস্থিত হওয়ায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবু তাঁহাকে সভাপতির আসন ছাড়িয়া দিলেন। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, তিনি অনিবার্য্য কারণে বিলম্বে আসিতে বাধ্য হইয়াছেন, এই জন্ত তিনি বিশেষ দুঃখিত।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর মহাশয় উক্ত দুইটি প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—"জ্যোতিবাবুর সঙ্গে আজকালকার অনেকেই পরিচিত নয়। ১৭।১৮ বৎসর আগে আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়। সাহিত্য বা কবিত্ব, যে বিষয়েই মানুষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করুক না কেন, প্রকৃত মনুষ্যত্ব না থাকলে কিছুই নয়। মানুষ হিসাবে তাঁহাকে দেখা দরকার। প্রথমেই রূপ বা চেহারার কথা বলতে হয়। মানুষের চেহারা Gods recommendation. জ্যোতিবাবুর চেহারা অতি সুন্দর ছিল। তিনি জোড়াসাঁকোর বাড়ী হতে বোধ হয়, ১৮৬৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে পাকী চড়ে পড়তে আসতেন। কি সুন্দর চেহারা—পেণ্টলুন নেক্‌টাই না পরেও তিনি সাহেব। অল্প artএর সাহায্য নিয়ে তাঁহার সৌন্দর্য্য খুলে দেওয়া যেত। ১৮৭২ সালে তিনি নাটক লিখতে আরম্ভ করেন। ১৮৭২ সালে আমরা দীনবন্ধু ও মাইকেলের অভিনয়যোগ্য সব নাটকের অভিনয় করেছি, মনোমোহনও শেষ হয়েছে। সেই সময় "পুরুবিক্রম" পেলে যে আনন্দ না হয়, তা বল্‌তে পারি না—এই কথা আমাদের মনে উঠ্‌ল। তার আগে 'চিতোর' অভিনয় হয়ে গেছে। তিনি নাটকে নূতন ধারা ঢোকালেন, পুরুবিক্রমের copyright স্বাভাবিক ভদ্রতার গুণে, চাহিবামাত্র দিলেন। 'Porus and Alexandar', 'যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ', 'সরোজিনী'—এ সব হল। তাঁর 'অশ্রুমতীর' অভিনয় করিনি। তারপর তিনি নাটক রচনা ছেড়ে দিলেন। ১৯০৫ সালে তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা শিমুলতলায়। জিজ্ঞাসা করলুম, এখন নাটক লেখেন না কেন? তিনি বললেন, গিরিশ প্রভৃতি লিখ্‌ছে; আর ত প্রয়োজন নাই। বীরের মত জবাব। তাঁর ছবি আঁকা একটা মস্ত বাই ছিল। আমার এই মুখখানারও একটা ছবি তিনি unconsciously forgery করে কখন যে নিয়ে ফেলেছেন, তা জানতেও পারি নাই। লেখা তাঁহার স্বভাব ছিল ও লেখাই তাঁর কাজ ছিল। সংস্কৃত সমস্ত নাটকগুলির কেবল literal translation করে গিয়েছেন, তা দেখলেও চমৎকৃত হতে হয়।"

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বলিলেন যে, মহাপুরুষের গুণকীর্ত্তন ও তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং শোক প্রকাশ করিবার জন্ত আজ আমরা সমবেত। স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গসাহিত্যের দিক্‌পাল, হোতা ও ঋত্বিকরূপ পুরুষ ছিলেন। আমি তাঁহাকে দুই এক বার দেখিয়াছি, কিন্তু সাহিত্যের ভিতর দিয়া বহুবার দেখিয়াছি। তিনি পরবর্ত্তী কালে নাটক লেখেন নাই। হৃদয়ের, দশের ও দেশের কল্যাণ যাহাতে হয়, এইরূপ রচনাই লিখিতেন। তাঁহার 'অশ্রুমতী'র সহিত অশ্রু

শিখাইয়া আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে কাঁদিতে দেখিয়াছি। তাঁহার এই শ্রেণীর সুন্দর ও সত্যস্বপূর্ণ গ্রন্থ হইতে দেশের লোক-চরিত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। জ্যোতিবাবুর জীবন্ত লেখায় ও সুরেন্দ্র মজুমদারের কবিতায় দেশাত্মবোধ, সাহিত্য-প্রীতি আজকালকার লোকের দেখিবার ও অনুকরণ করিবার উপযুক্ত। এখন তাঁহারা সমালোচনার বাহিরে। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের হৃদয়বান্, চরিত্রবান্, দিক্‌পালের অবসান হইল।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রথম প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় ৺জ্যোতিবাবুর স্মৃতিরক্ষা সম্বন্ধে প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, কলিকাতা ও রাঁচীতে তাঁহাকে তিনি দেখিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় প্রেমময় ছিল মানুষের সঙ্গে শুধু নয়—পশুপক্ষীর সঙ্গে তিনি প্রেমের সহিত মিশিতে পারিতেন। তাঁহার সুন্দর সরল হাসি দেখিবার মত ছিল। তিনি 'সরোজিনী' ও 'অশ্রুমতী'তে আমাদিগকে কাঁদাইয়াছেন। আবার অন্য বই পড়িয়া হাসিয়াছি। তিনি নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে পরিষদের অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই দ্বিতীয় প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী
সভাপতি।

দশম মাসিক অধিবেশন

১৫ই চৈত্র ১৩৩১, ২৯এ মার্চ্চ ১৯২৫, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম এ মহাশয়-লিখিত "বঙ্গসাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রভাব" নামক প্রবন্ধ, (খ) শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা এম এ, বি এল, এফ জেড এস মহাশয়ের লিখিত "পুষ্করিণীর পাখী" নামক প্রবন্ধদ্বয়, এবং ৫। বিবিধ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত তিনটি অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পরিষদের সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, ৺প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ সুখেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় তাঁহাকে প্যারীচাঁদ সম্বন্ধে যাবতীয় কাগজপত্র ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহাকে তিনি ধন্যবাদ দিয়া প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধে ভাবিবার কথাই বেশী। প্রকাশিত হইলে রীতিমত আলোচনা হওয়াই উচিত। অনেক জিনিষ প্রবন্ধে আছে—যাহার সম্বন্ধে কেবল শুনিয়া মত দেওয়া চলে না। কেমন করিয়া ইংরাজি শিক্ষার কুফল হইয়াছে—ইংরাজি শিক্ষার কি করিয়া ভালটুকু গ্রহণ ও মন্দটুকু পরিহার করা যায়, তাহা ভাবিবার বিষয়। আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে কেন তাঁহার ধারণা প্রথমে হয় নাই ও পরে পরলোক বিষয়ে বিশ্বাস হইয়াছিল—এ সকল বিষয় বিচার করিয়া দেখা উচিত।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয়, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন যে, প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হইবে, সেই সময় ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের সমস্ত গ্রন্থের একটি তালিকা যেন দেওয়া হয়।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—"এই প্রবন্ধে একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় রহিয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রবন্ধের জন্য বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন ও বৎসরাধিক কাল ধরিয়া ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের মৃত্যুর পূর্ব্বেকার এবং পরের যাবতীয় কাগজপত্র অনুসন্ধান করিয়া প্রবন্ধের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহার প্রবন্ধ সাতিশয় মনোজ্ঞ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট আমরা এই জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ। প্রবন্ধে অনেক নূতন বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সাধারণতঃ প্রাচীন বঙ্গবাসী অনেকেই ৺প্যারীচাঁদ সম্বন্ধে কিছু না কিছু জানেন—আধুনিক যুগের বঙ্গবাসী ততটা নাও জানিতে পারেন, তাঁহারা বোধ হয়, "আলালের ঘরের দুলালে"র রচয়িতা হিসাবেই তাঁহাকে জানেন। তিনি যে সে সময়কার সমাজে কত উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন—তাঁহার জীবনী কত বিচিত্র ঘটনার সমাবেশে উজ্জ্বল ছিল, তখনকার কত সৎকার্য্যের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারে তিনি কত উৎসাহী ছিলেন—এ সব কথা হয় ত অনেকে জানেন না। তখন সবেমাত্র স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলনের আন্দোলন দেশে উঠিয়াছিল; সুতরাং এই কার্য্যে তাঁহাকে কত বিরোধ সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি কত যত্ন, পরিশ্রম ও লেখনী দ্বারা স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারকল্পে তাঁহার শক্তি-পরিচালন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। মাসিক "বামারঞ্জিকা"

ও "বামাবোধিনী" পত্রিকা প্রচারদ্বারা যাহাতে দেশে মহিলা-সমাজ হইতে অজ্ঞানান্ধকার দূর হইয়া জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হয়, তজ্জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি এই আন্দোলনের প্রথম প্রবর্ত্তক না হইলেও একজন অনুরাগী শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী ছিলেন—এ কথা সর্ব্বজনবিদিত ছিল। এই হিসাবে তাঁহার স্থান এ দেশের সমাজ-সংস্কার-ইতিহাসে অতি উচ্চে। বঙ্গসাহিত্য তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। তিনি চলিত ভাষায় তাঁহার গ্রন্থাদি লিখিতেন; পণ্ডিতগণের বিরাগভাজন হইতে হয় বলিয়া সে বিষয়ে সংকোচ বোধ করিতেন না। তাঁহার ভাষার একটি বিশেষ ধারা ছিল। চলিত ভাষার আবরণে অনেকানেক দুরূহ তত্ত্ব সাধারণের বোধগম্য করিয়া লেখাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। শিক্ষা-বিস্তারের জন্য প্রচলিত গদ্যসাহিত্যের ধারা পরিত্যাগ করিয়া তিনি একটি নূতন ধারার প্রচলন করিয়াছিলেন; ইহাতেও তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। এখন অবশ্য সে ধারা নাই, অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখনকার এক এক লেখকের এক এক ধারা—চলিত ভাষাও আছে, সংস্কৃতমূলক ভাষাও আছে; আবার এই দুইয়ের সংমিশ্রণও আছে; আবার অনেক গ্রন্থকার গ্রাম্য ভাষাও অবলম্বন করিতেছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদের প্রভাব বিশেষ আলোচনার বিষয়। তিনি অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। একটা যুগের তিনি চিন্তাশীল লেখক, সমাজ-সংস্কারক, নেতা ও অগ্রণী ছিলেন। যাহা তিনি বলিতেন, কার্য্যে তাহা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। ডেভিড হেয়ার এ দেশে যে জ্ঞান ও শিক্ষার ধারার প্রতিষ্ঠাতা, প্যারীচাঁদ তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। নিমতলায় দুইটি প্রাচীন কায়স্থ—দত্ত ও মিত্রবংশ সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য কলিকাতার হিন্দুসমাজের অন্যতম নেতা ছিলেন। রাস্তার একদিকে প্রসিদ্ধ দত্তবংশ ও অপরদিকে মিত্রবংশ। হাটখোলার স্বর্গীয় মদন দত্তের কন্যাকে ইঁহার পিতামহ বিবাহ করেন। মেটকাফ্ হলের (বর্ত্তমান কালের ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী) তিনি শুধু প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না—তাঁহাকেই তাহার লাইব্রেরীয়ান ও কর্ম্মাধ্যক্ষপদে থাকিয়া মাথায় করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটি চালাইতে হইয়াছিল। তিনি সাধারণের প্রভূত উপকার করিয়া গিয়াছেন। প্রেত-তত্ত্ব (Spiritualism) সম্বন্ধে সে কালে এ দেশে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন—এ বিষয়ের জটিল তত্ত্বের মীমাংসা তখন একমাত্র তিনিই করিতে পারিতেন। আমরা শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। পূর্ব্বযুগের একজন প্রকৃত দেশহিতৈষী, কর্ম্মী, সমাজ-সংস্কারক, সৎকার্য্যে ব্রতী, বাঙ্গালার সাহিত্যের উচ্চস্তরের চিন্তাশীল লোকের পরিচয় আজ আমরা তাঁহার নিকট হইতে পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। আমরা এমন প্রবন্ধই তাঁহার নিকট হইতে আশা করিয়াছিলাম। আমি আপনাদের সকলের পক্ষ হইতে পূজনীয় শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।"

(খ) শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা এম এ, বি এল, এফ জেড্ এস্ মহাশয়ের প্রবন্ধের পাঠ সময়াভাবে স্থগিত রহিল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়, উত্তরপাড়া শাখা-পরিষদের পক্ষে সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে উত্তরপাড়ায় কবিবর হেমচন্দ্রের বাসভবনে প্রস্তরফলক-প্রতিষ্ঠা-সভায় উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্‌সি মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র নন্দী, সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র দত্ত, ১৩।১ মদন দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, সম—ঐ, সদ—২। শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী এম এ, বি এল, এডভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট, ৩৮ এ, বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, ৩। শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশ পাল, চন্দ্রপুর, বাগনান পোঃ আঃ, জেঃ হাওড়া; ৪। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সেন এম এ, আই সি এস্, বোম্বাই লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিলের সেক্রেটারী, বোম্বাই; ৫। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ নাগ এম এ, এসিষ্ট্যাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার, ২৪ পঃ, ক্যাম্প্ টাকী; ৬। শ্রীযুক্ত শান্তিকুমার রায় চৌধুরী এম এ, বি এল, উকীল, হাইকোর্ট, ১৬০ বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সম—ঐ, সদ—৭। শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, এটর্ণী, ১০৭ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল, সম—ঐ, সদ—৮। শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দে, মেদিনীপুর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ, সম—ঐ, সদ—৯। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ, অধ্যাপক, কটন কলেজ, গৌহাটী; ১০। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত এম এ, অধ্যাপক, কটন কলেজ, গৌহাটী; ১১। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এম এ, অধ্যাপক, কটন কলেজ, গৌহাটী। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সম—ঐ, সদ—১২। শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর ঘোষ, ১৯।২ লক্ষ্মীদত্ত লেন, কলিকাতা। প্র—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সম—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, সদ—১৩। শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন রায়, জমিদার, ৮৫ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সম—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদ—১৪। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ইণ্টারপ্রিটার, কলিকাতা হাইকোর্ট, ২৩৪ আপার চিৎপুর রোড, বাগবাজার। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়, সম—ঐ, সদ—১৫। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বিস্তাভূষণ সাহিত্যরত্ন বি এস্‌সি, এম্ আর এ এস্‌, ১৯ ভীম ঘোষের লেন, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, সম—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর দে, সদ—১৬। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দত্ত বি এল্‌, ১১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর, সম—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, সদ—১৭। শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকীল, বল্লভপুর, মেদিনীপুর; ১৮। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বক্সী এম এ, বি এল্‌, কোচবিহার। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হরিপদ মাইতি, সম -ঐ, সদ—১৯। শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ২৮।২।এ নিবেদিতা লেন, বাগবাজার, ২০। শ্রীযুক্ত ভূদেব সরকার, ধুলুরদহ, পোঃ মিনা খাঁ, ২৪ পঃ।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত ডাঃ বিমলাচরণ লাহা এম এ, বি এল্‌, পিএচ্‌ ডি, উপহৃত পুস্তক,—(১) লিচ্ছবি জাতি; শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী—(২) The Gaudapada-Karika on the Mandukya Upanisad; The Manager, Govt. of India, Central Publication Branch—(৩) Review of Agricultural Operations in India, 1923-24, (৪) Statistical Tables relating to Banks in India, 1923; The Secretary, Smithsonian Institution—(৫) Preliminary Archaeological Explorations at Weeden Island, Florida, (৬) Annual Report of the Smithsonian Institution, for 1922, (৭) Thirty-eighth Annual Report of the Bureau of American Ethnology for 1916-1917; The Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book-Depot,— (৮) Triennial Report of the Mental Hospitals in Bengal for the years 1921-23. (৯) Annual Progress Report on Forest Administration in the Presidency of Bengal for the year 1923-24 The Surveyor-General of India,—(১০) General Report on the Operations of the Survey of India during 1923-24. শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ লাল—(১১) A Manual of Higher Hindi Grammar and Composition. Part. I.

দ্বাত্রিংশ বর্ষ

প্রথম মাসিক অধিবেশন

১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২, ৩১এ মে ১৯২৫, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন মহাশয়-লিখিত "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী" নামক প্রবন্ধ এবং তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়ের "নিবেদন"। ৫। বিবিধ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশন দুইটির কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। (ক) শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন মহাশয় তাঁহার "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

(খ) শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত অন্তকার প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁহার "নিবেদন" পাঠ করিলেন।

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবতরত্ন এম্ এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন মহাশয় প্রবন্ধ ও "নিবেদন" সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক ও আলোচনাকারীদিগকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	ল বসু
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, সমর্থক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় বি এল্, মুন্সেফ, ২ ঈশ্বরদাস লেন, শাঁখারিটোলা, ঢাকা; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সম—ঐ, সদ—২। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ; ৩। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৩ গৌরীশঙ্কর ঘোষাল লেন, নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা; প্রঃ—মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল্, সম—ঐ, সদ—৪। মৌলবী আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা; প্রঃ—শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার এম এ, সম—ঐ, সদ—৫। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, 'আনন্দ-বাজার-পত্রিকা'-সম্পাদক, ১।১ মৃজাপুর ষ্ট্রীট; ৬। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র বি এ, ৫৯ বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা; প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সম—ঐ, সদ—৭। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১৯ এলগিন রোড্, কলিকাতা, ৮। শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সেন, শীতলাই, পাবনা; ৯। ডাঃ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সান্যাল এম্ বি, ২৬ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা; শ্রীযুক্ত অনিলকুমার রায়, ২০।২ রামমোহন সাহা লেন, কলিকাতা; প্রঃ—শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র রায়, সম—ঐ, সদ—১১। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র রায়, ২২ সরকার বাই লেন, কলিকাতা; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সম—ঐ, সদ—১২। শ্রীযুক্ত শম্ভুরঞ্জন সিংহ, ৩ হোগলকুড়িয়া গলি, কলিকাতা; প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সম—ঐ, সদ—১৩। শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন শীল, ৬ রামচন্দ্র মৈত্র লেন, কলিকাতা; প্রঃ—শ্রীযুক্ত ননীলাল ভট্টাচার্য্য, সম—ঐ, সদ—১৪। শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র, ৪ ডালিমতলা লেন, কলিকাতা; প্রঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, সম—ঐ, সদ—১৫। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন, ৩০ শঙ্কর হালদার লেন, আহিরীটোলা, কলিকাতা; প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সম—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদ—১৬। শ্রীযুক্ত কানাইলাল বসু, কেশিয়ার, গ্রেহাম কোং, রেঙ্গুন।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা,—শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, উপহৃত পুস্তক, (১) সৈনিক-বধূ, (২) পল্লীব্যথা, (৩) মধুমালতী; শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—(৪) হিন্দু ডুবিল; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(৫) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা; শ্রীযুক্ত ব্রাহ্মণ-রক্ষা সভার কার্য্যাধ্যক্ষ—(৬) আউলচাঁদ বাউলের গান, (৭) গো-সেবা-মাহাত্ম্য, (৮) সদাচার-মাহাত্ম্য; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মল্লিক,—(৯) ফেলোশিপ-প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, (হিন্দু-দর্শন) প্রথমাংশ; শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ

—(১০) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ, ১৪শ অধিবেশন, দর্শন-শাখা, (১১) ঐ, ১৩শ অধিবেশন, দর্শন-শাখা, (১২) ঐ ১৫শ অধিবেশন, ইতিহাস-শাখা, (১৩) ঐ, সাহিত্য-শাখা, (১৪) ঐ দর্শন-শাখা ; শ্রীযুক্ত লাহোর অমৃত প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষ—(১৫) শ্রীমদ্দয়ানন্দ-প্রকাশ, (হিন্দী), শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত—(১৬) উপদেশরত্নমালা, ২য় ভাগ ; শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—(১৭) বেদান্তপরিচয় ; শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—(১৮) নির্ম্মাল্য ; শ্রীযুক্ত রণেন্দ্র-কুমার রায় চৌধুরী—(১৯) বৈদিক-সমস্যা সমাধান ; 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ' সম্পাদক—(২০) শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নাটক ; শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসু—(২১) সোণার হরিণ, (২২) রক্ত-কমল ; The Manager, Govt. of India, Central Publication Branch—(২৩) Memoirs of the Geological Survey of India, Vol. XLVIII. Part 2, (২৪) Statements showing Progress of the Co-operative Movement in India during the year 1613-24, (২৫) Review of the Trade of India in 1923-24 ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(২৬) First Latin Reading Book, (২৭) My Master ; The Supdt. Govt. Press, Madras—(২৮) Memoirs of the Archaeological Survey of India, No. 13 (Kannada Poets mentioned in Inscriptions) ; শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ,—(২৯) Catalogue of the Vernacular Literature Committees' Library by J. Long (দুষ্প্রাপ্য), শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত—(৩০) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. I. Nos. 1 to 12, and 14 to 19 ; Vol. II, Nos. 2, 3, 6, 7, 8, 6, 10, 11 ; Vol. III. Nos. 7, 8 ; Vol. IV. No. 1 ; Vol. V. Nos. 1 and 2, (৩১) Read's Characteristic National Dances ; The Secretary, Bhanderkar Research Institute, Poona,—(৩২) Lists of Manuscripts collected for the Govt. Mss. Library by the Professors of Sanskrit at the Deccan and Elphinstone Colleges since 1895 and 1897 ; The Officer in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot,—(৩৩) Council Proceedings, Official Report, Bengal Legislative Council, Seventeenth Session. 1925, Vol. XVII. Nos. 1, 2, 3, 4 ; The Registrar, Calcutta University—(৩৪) Journal of the Department of Letters, Vol. XII. 1625 ; শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পিএচ ডি, (৩৫) Early History of the Spread of Buddhism and the Buddhist Schools.

——o——

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২, ৩১এ মে ১৯২৫, রবিবার, অপরাহ্ণ ৭টা।

কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"রেখাশব্দাভিজ্ঞান" (বাঙ্গালা শর্ট-হ্যাণ্ড) বিষয়ে বক্তৃতা। বক্তা—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ এম্ এস্ পি এস্ (লণ্ডন), এম্ এস্ এস্ এস্ ভি (বার্লিন)। বক্তা এই বিদ্যার অর্থ, ক্রমবিকাশ, ইহার দ্বারা সভ্যসমাজের উপকারিতা, পদানুপদ (verbatim) রিপোর্ট কাহাকে বলে, রেখা-লিপিকারের কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন, বক্তার প্রকার-ভেদ, বাঙ্গালা সঙ্কেত-লিখন এবং Tironian Notesএর প্রতিলিপি, প্রাচীন যুগের রেখালিপি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিবেন।

প্রথম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য শেষ হইবার পরই এই বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয় এবং কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় তাঁহার "রেখা-শব্দাভি-জ্ঞান" বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং তাঁহার বক্তব্য বিষয় বোর্ডে লিখিয়া ব্যাখ্যা করেন। অদ্যকার বক্তৃতায় তিনি প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করেন,—

(ক) এই বিদ্যার অর্থ ও ইহার ক্রমবিকাশের ইতিহাস।

(খ) এই বিদ্যার দ্বারা সভ্যসমাজের কি উপকার সাধিত হইতেছে।

(গ) পদানুপদ (verbation) রিপোর্ট কাহাকে বলে।

(ঘ) রেখালিপিকারের কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন।

(ঙ) বক্তার প্রকার-ভেদ।

(চ) বাঙ্গালা সঙ্কেত-লিখন সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা।

(ছ) Tironian Notesএর প্রতিলিপি প্রদর্শন।

বক্তৃতান্তে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র বাবুকে তাঁহার গবেষণাপূর্ণ আলোচনার জন্য ধন্যবাদ দিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস্ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্র। আজ পরিষদে উপস্থিত হইয়া এবং দুইটী অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া পরিষৎকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তিনি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র বাবুকে যে ধন্যবাদ দিয়াছেন, তিনি তাহার পোষকতা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র বাবুই

এই গুরুতর বিষয়ে আলোচনার একমাত্র অধিকারী। গবর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহাকে তাঁহার গুণের জন্য বাঙ্গালা শর্টহ্যাণ্ড বিভাগের অন্যতম অধ্যক্ষ করা হইয়াছে। এ বিষয়ে তাঁহার ন্যায় কৃতিত্ব অন্য কোনও বাঙ্গালীর নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তিনি বিষয়টিকে বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি রেখা-বিজ্ঞানের ধারাবাহিক ইতিহাস, ইহার ক্রমবিকাশের ইতিহাস, প্রচলিত প্রত্যেক মতের উৎকর্ষ অপকর্ষ বিজ্ঞানসম্মতভাবে যেরূপ আলোচনা করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই প্রশংসার্হ। বাঙ্গালায় রেখাবিজ্ঞান অর্থাৎ শর্টহ্যাণ্ড প্রচারের জন্য তিনি যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহাতে দেশের প্রভূত উপকার হইয়াছে। অনেকে বাঙ্গালায় বক্তৃতা করেন—সে সব কথা শর্টহ্যাণ্ডের জ্ঞান না থাকায় লোকে রিপোর্ট করিতে পারে না। বাঙ্গালী বক্তাগণ বাঙ্গালায় যেরূপ মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারেন, অন্য ভাষায় সেরূপ ভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। অথচ তাঁহাদের বক্তৃতার বহু সারগর্ভ কথা বাঙ্গালা শর্টহ্যাণ্ডে নোট লইবার জ্ঞানের অভাবে রিপোর্টারগণ দিতে পারেন না। বক্তৃতামঞ্চে, আদালত প্রভৃতি নানা স্থানে ইহার উপকারিতা এবং আবশ্যকতা বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। সত্বরেই দেশমধ্যে বাঙ্গালা শর্টহ্যাণ্ড লেখার প্রথা প্রচলিত হইবে এবং তাহার মূলে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রবাবুর কৃতিত্বের বিষয় স্মরণ করিয়া দেশবাসী তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইবে। এই যে আজকাল অন্ন-সমস্যা (Unemployment Question) লইয়া দেশে একটা সাড়া পড়িয়াছে, বাঙ্গালা শর্টহ্যাণ্ড শিক্ষা করিলে অনেকেরই অন্ন-সংস্থান হইবে—ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। Vocational Education এর ন্যায় বাঙ্গালা Shorthand শিখাইবার ব্যবস্থা করিলে কর্তৃপক্ষ দেশের প্রকৃত উপকার সাধন করিবেন। এই বলিয়া তিনি সভাপতি ও শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় এই ধন্যবাদ-প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের স্মৃতি-সভা

২৩এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২, ৬ই জুন ১৯২৫, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬॥০টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল্—সভাপতি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—"আজ ৬ বৎসর হইল, ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ২৩এ জ্যৈষ্ঠ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের তিরোধান হয়। তিনি আমাদের এই পরিষদের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। আজ সেই ২৩এ জ্যৈষ্ঠ। পরিষদের ইতিহাসে এ দিন একটী বিশেষ স্মরণীয় দিন। রামেন্দ্রসুন্দরের ন্যায় ব্যক্তির বিয়োগের দিনকে প্রাচীনেরা বিজয়-বাসর বলিতেন। পৃথিবীতে তাঁহাদের বিয়োগ হয় বটে, কিন্তু স্বর্লোকে তাঁহাদের সংযোগ হয়—সেখানে আনন্দের উৎসব হয়। সেই জন্য এই দিনকে আমরা বিজয়-বাসর বলিব। রামেন্দ্রসুন্দর নিজের রক্ত দিয়া পরিষৎকে পুষ্ট করিয়াছিলেন—তাঁহার সংস্পর্শে পরিষৎ উন্নত ও সমৃদ্ধ হইয়াছিল। আমরা বর্ষে বর্ষে এই দিনে পরিষদের ছায়াতলে মিলিত হইয়া রামেন্দ্রসুন্দর ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিব স্থির করিয়াছি।"

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় ত্রিবেদী মহাশয়ের বিবিধ গুণের উল্লেখ করিয়া স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় "পরিষদে রামেন্দ্রসুন্দর" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র অধিকারী মহাশয় স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত ডাঃ শিশিরকুমার মৈত্র এম এ. পিএচ ডি মহাশয় বলিলেন,—"সভাপতি মহাশয়ের ভাষায় আমরা আজিকার দিনকে রামেন্দ্রসুন্দরের বিজয়-বাসরই বলিব। রামেন্দ্রসুন্দর মরেন নাই— তিনি চিরদিন বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই মরিয়াছেন। এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ চিরদিন বাঁচিয়া থাকুক, তাহা হইলেই রামেন্দ্রসুন্দর বাঁচিয়া থাকিবেন। আমাদের সকলেরই চেষ্টা হওয়া উচিত, যাহাতে পরিষৎ না মরে, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা। তাঁহার নানা গুণের মধ্যে তাঁহার প্রধান গুণ ছিল বিশ্বমানবিকতা। এ গুণ খুব কম লোকেরই থাকে। বিশ্বের মানবকে তিনি নিজ কোলে টানিয়া লইতে পারিতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহাতে সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানের ত্রিবেণী-সঙ্গম দেখিয়াছি। এক কথায় তিনি বিশ্বজ্ঞানের সমষ্টি ছিলেন। তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার কথা উঠিলেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি পরিষৎকে রক্ষা করিলেই যে, তাঁহার শ্রেষ্ঠ-স্মৃতি রক্ষিত হইবে, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। বেঁচে থাক

পরিষৎ—তোমাকে বাঁচিতেই হইবে ; তুমি বাঁচিয়া থাকিলে রামেন্দ্রসুন্দরের স্মৃতি বজায় থাকিবে। তিনি পরিষদের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। আমি এই জন্য প্রস্তাব করি যে, এই দিন পরিষদের কার্য্যালয় বন্ধ করা হউক এবং এই দিনে তাঁহার ও পরিষদের বিষয় কিছুক্ষণের জন্য সকলে চিন্তা করুক।"

শ্রীযুক্ত ডাঃ রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর বি এ, ডি লিট্ মহাশয় বলিলেন, "রামেন্দ্র বাবু আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন, এবং আমাকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার বিজয়-স্তম্ভ ছিল। যেমন স্যর আশুতোষের নিকট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, তাঁহার নিকট পরিষৎও তাহাই ছিল। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাড়ীতে যখন পরিষৎ ছিল, তখন হইতে তিনি পরিষৎকে বিশেষরূপে জানেন—তখন যে সকল কর্ম্মী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অদ্যকার সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু অন্যতম। কিন্তু 'থিয়সফি' তাঁহার সুওরাণী—তিনি পরিষদের কর্ম্মে অনেকটা উদাসীন। এখন পরিষৎ বিরাট্ কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। অনেক প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, পুথিগুলির বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা পরিষৎ করিতেছেন না। ধর্ম্মমঙ্গল পুথিতে অনেক ঐতিহাসিক উপকরণ রহিয়াছে, কৈ—সে সকল উপকরণের আলোচনা ত হইতেছে না ? বৈষ্ণব কবিগণের অনেক পদ সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের ও বিদ্যাপতির পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির নামে যে সকল পদ প্রকাশিত হইয়াছে, সমস্তই কি তাঁহাদের লেখা ? এইরূপ জ্ঞানদাস, নরহরি প্রভৃতি কবিগণের নামে প্রচারিত পদের মধ্যে অনেকের পদ রহিয়া গিয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ এই বিষয়ে কিছু করিতেছেন কি না, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। রামেন্দ্র বাবুর স্মৃতি-বাসরে এই কথা পরিষৎকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য এই বিষয় উল্লেখ করিলাম।"

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস্ মহাশয় বলিলেন,—"রামেন্দ্রবাবুকে আমি অতি ঘনিষ্ঠভাবে জানিতাম। তাঁহার সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সাহিত্য-পরিষদে বহু দিন একত্রে কার্য্য করিয়াছিলাম। তিনি বিজ্ঞানের একজন উচ্চাদর্শের অধ্যাপক ছিলেন, কেবল এই কথা বলিলে তাঁহার বিষয় কিছুই বলা হয় না। তাঁহার মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগের কথা সর্ব্বজনবিদিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষাকে উচ্চশিক্ষার বাহন করার প্রস্তাবে আপত্তি উঠিলে তিনি কি গভীর বিশ্বাস ও আন্তরিকতার সহিত তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন! স্যাড্লার কমিশনে তিনি যে মন্তব্য দিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই পড়া উচিত। তিনি বি এ ক্লাসের বিজ্ঞানের অধ্যাপনা অনেক সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় করিতেন। তিনি বলিতেন যে, এই প্রণালীর অধ্যাপনায় বাঙ্গালী ছাত্রগণ বিজ্ঞানের গূঢ় তত্ত্বসকল সহজে বুঝিতে পারে। আমার নিজের বিশ্বাসও ঐরূপ। ক্যাম্প্‌বেল্ মেডিক্যাল স্কুলে যখন আমি ফিজিক্স ও কেমিষ্ট্রী বাঙ্গালায় পড়াইতাম, তখন ছাত্রেরা বলিত যে, ইংরাজির পরিবর্ত্তে বাঙ্গালায় পড়াইলে বিষয়টি সহজে ও সত্বরে তাহারা হৃদয়ঙ্গম

করিতে পারে। এই যে আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার মূলে রামেন্দ্রবাবুর প্রাণপণ চেষ্টার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে Extension Lecture দিবার জন্য যখন স্যর আশুতোষ তাঁহাকে অনুরোধ করেন, তখন তিনি সর্ত্ত করেন যে, যদি তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিতে দেওয়া হয়, তবে তিনি বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান সম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা করিতে পারেন। স্যর্ আশুতোষ তাহাতেই স্বীকৃত হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষায় Extension Lectures হয় নাই। ত্রিবেদী মহাশয় অতি নিপুণভাবে বৈদিক যজ্ঞ-প্রথার আলোচনা করেন। এরূপ বক্তৃতা খুব কমই শুনা গিয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু অনুযোগ করিলেন যে, পরিষৎ পুথি সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কোন কাজ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন পুথি মিলাইয়া উহার একটী ভ্রমশূন্য সংস্করণ প্রকাশ করা পরিষদের একটী প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কিন্তু পরিষৎ এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রসর হন নাই এবং বৈষ্ণব পদাবলী সম্বন্ধে যে দুই চারিখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও বিশেষজ্ঞ লোকের তত্ত্বাবধানে সঙ্কলিত হয় নাই। প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করা ও প্রকাশ করা পরিষদের উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে পরিষৎ কিছুই কি করেন নাই ? প্রথমতঃ পুথি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করাই উচিত এবং তারপর তাহাদের মৌলিকতা সম্বন্ধে বিচার হওয়া কর্ত্তব্য। নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, পরিষৎ এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া নাই। দেশের মধ্যে এখনও কত স্থানে কত অবস্থায় অপ্রকাশিত "পদ" রহিয়াছে। সে সমস্ত সংগৃহীত না হইলে তাহার বিচার করিয়া তৎসম্বন্ধে পুস্তক প্রকাশ করা অসম্ভব। যদি দীনেশ বাবু মনে করেন যে, পরিষৎ এ সম্বন্ধে কিছু করিতেছে না, তাহা হইলে তাঁহার মত যোগ্য ব্যক্তি আসিয়া এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে পরিষৎ তাঁহার নিকট চিরঋণী হইয়া থাকিবে। তাঁহার প্রতি আমাদের এই সবিনয় নিবেদন ও মিনতি জানাইতেছি। পরিষদের উপর নানা বিষয়ের এত বেশী কার্য্যভার ন্যস্ত আছে যে, হয় ত সকল সময় সকল কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে না। পরিষদের দোষ ত্রুটি ক্ষমা করিয়া রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশ. বাবু যদি পরিষৎকে পুথি ও পদাবলী সম্পাদন-কার্য্যে সাহায্য করেন, তবে আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব।"

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর মহাশয় বলিলেন,—"রামেন্দ্র বাবুর শ্রাদ্ধবাসরে আমার কিছু করিবার অধিকার নাই—তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ, আমি কায়স্থ, জলপিণ্ডও হয় না। তা ছাড়া তিনি ছিলেন বয়সে ছোট, আমি বড়; আমার এ সভায় উপস্থিতই হইতে নাই। ইউনিভারসিটির তিনি উচ্চতম শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন, আমি সে দিক্ দিয়া যাই নাই। তিনি ছিলেন বড় পণ্ডিত—আমার সে অভিমান নাই। তিনি ছিলেন ভরাট্ কলসী—পূর্ণ বিদ্বান্। তাঁর মুখে পাণ্ডিত্যের একটি জ্যোতিঃ সদাই দেখ্‌তে পাওয়া যেত। আমি তাঁর অনেক বই পড়েছি—পয়সা দিয়ে কিনে কিনে পড়েছি। শিক্ষায় যদি আনন্দ না হয়, সে শিক্ষা সম্পূর্ণ নয়, খাটুনির মধ্যে খেলা না থাক্‌লে যেমন খাটুনি রসহীন হয়। বঙ্গদেশের

তিনি একজন আদর্শ মানুষ ছিলেন। আমরা যখন ছেলেমানুষ ছিলাম, তখন ছিল 'বঙ্গদর্শন', তারপর হল 'ভারত', 'বিশ্ব' তখন জন্ম গ্রহণ করে নাই। এখনকার কথার বল্‌তে হলে বল্‌তে হয়, তিনি বিশ্বমানবতায় পূর্ণ ছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ মানুষ ছিলেন—বিশেষণ দিয়ে তাঁকে বোঝান যায় না। তিনি মানুষ ছিলেন এবং পুরুষ মানুষ ছিলেন; যেমন মিলের কাপড়—এর আর কোন বিশেষণ দরকার হয় না; কাপড়-জগতে তাহা যুগান্তর আনিয়াছে বল্‌তে পারা যায়। বাঙ্গালা ভাষা যতক্ষণ উন্নত না হবে—বাঙ্গালা ভাষায় এমন সব পুস্তক তৈরী না-হবে, যা পড়বার জন্য বিদেশী পণ্ডিতগণ আমার বাঙ্গালা ভাষা শিখ্‌তে বাধ্য হবেন, তত দিন আমরা জাতির কৌলীন্য দিতে পারব না। রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের ভিতর দিয়ে বাঙ্গালীর এই স্পর্দ্ধার কথাই সার্থক করতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন না। বাঙ্গালাকে—পশ্চিম দেশের রক্ত নিয়ে—পরের মাকে মা বল্‌তে পেরেছিলেন—তাঁর মত বাঙ্গালায় প্রীতি যদি আমাদের না জন্মে, তবে আমরা নিজের পিণ্ড নিজেরাই দিব।"

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন, "এই পরিষদেই স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয়ের সহিত আমার ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। তিনি ইহার সম্পাদক ছিলেন, আমি তাঁহার সহকারী ছিলাম। বাস্তবিকই তাঁহাতে দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ত্রিবেণী-সঙ্গম দেখিয়াছি। তিনি এত বড় পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় কোমলতায় শিশুর ন্যায় ছিল। আবার সেই কোমলতার ভিতর আগুন—দেশ-প্রেমের প্রচণ্ড উত্তাপ দেখিয়াছি। পরিষৎ সৃষ্টি হইবার পর আমাদের মধ্যে কথা হইল যে, পরিষদের একটা মন্ত্র চাই। অনেকে অনেক মন্ত্রের সন্ধান দিলেন, শেষে "বিনে স্বদেশী ভাষা পূরে কি আশা" এই মন্ত্রই গৃহীত হইল এবং পরিষদের চাপরাসেও এই মন্ত্র খোদাই হইল। তিনি বলিলেন, এ মন্ত্র উপযোগী হইলেও ইহাতে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না। অবশেষে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" হইতে "তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম, ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে। বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে॥"—এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া চালাইলেন এবং পত্রিকাতেও তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলেন। আর একটি ঘটনার কথা বলিব। বঙ্গ-ভঙ্গের কিছু পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরপ্রমুখ বহু সাহিত্যিক ও দেশ-প্রাণ ব্যক্তি সমবেত হইতেন। বাঙ্গালার পল্লীসমাজ কি ভাবে গঠন করা হইবে, তথায় এই বিষয়ে আলোচনা চলিতে লাগিল। এমন সময় বঙ্গ-ভঙ্গ হইল। এই বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদ কি ভাবে করা হইবে, তাহার বিষয়ে আলোচনার পর স্থির হইল, ৩০এ আশ্বিন 'রাখী-বন্ধন' করা হইবে। রামেন্দ্র বাবু তখন উপস্থিত ছিলেন; তিনি বলিলেন যে, শুধু রাখী-বন্ধন করিলে হইবে না, উপবাস এবং হরতাল করিতে হইবে। দেশবাসী কিরূপ উৎসাহের সহিত এই ভাবে "রাখী-বন্ধন" পালন করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। তাঁহার প্রাণের ভিতর দেশ-প্রেমের অগ্নি সর্ব্বদাই জলিত। বাস্তবিক, তিনি যে কি ছিলেন,

তাহা বলিয়া বোঝান যায় না। তিনি যথার্থ দেবতুল্য পুরুষ ছিলেন। আজ তাঁহার স্মৃতি-বাসরে কিছু বলিবার সুযোগ পাইয়া ধন্য হইয়াছি।"

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এফ জি এস্ মহাশয় বলিলেন, "শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু যে সকল কথার আলোচনা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। একদিনে বলিয়া শেষ করা যায় না। মাত্র তিনটি বিষয়ে আমার বক্তব্য শেষ করিব। প্রথম, স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয়ের সহিত আমার ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ হইয়াছিল, এ জন্য আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। এই পরিচয়ে আমার ধারণা হইয়াছে যে, একজন মানুষের মত মানুষের দেখা পাইয়াছি। এই সাহিত্য-পরিষদে কিছুকাল তাঁহার সহকারিতাও করিয়াছি। তাঁহার সহকারিতা করিবার সময় তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া এই ধারণা হইয়াছে যে, সময় না থাকিলে কোন কাজের ভার লইতে নাই, অথচ আমরা কোন সাধারণের অনুষ্ঠানে কাজের ভার লইয়া সময় ও সুবিধামত কাজ করি। দ্বিতীয় কথা এই যে, ত্রিবেদী মহাশয়ের পরলোকগমনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে এক শ্রেণীর পণ্ডিতের একবারে অভাব হইয়াছে। এখন কোন বিষয়ে specialization না করিলে চলে না। কিন্তু আমাদের দেশে পূর্ব্বে specialistগণের বিশেষত্ব এই ছিল যে, পণ্ডিতগণ কোন বিষয়ের অধ্যয়নকালে তাহার খুঁটিনাটি আলোচনা না করিয়া, তাহার মূল তত্ত্বগুলি assimilate করিতেন। তখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ভাবেই শিক্ষা দেওয়া হইত। এখন বোধ হয়, সেই শ্রেণীর পণ্ডিতগণের মধ্যে রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর অন্যতম। আমার তৃতীয় কথা এই যে, ত্রিবেদী মহাশয়ের কথা মনে হইলে সর্ব্বাগ্রে এই পরিষদের কথা মনে পড়ে। আমার মনে হয়, তাঁহার স্মৃতির প্রতি তখনই সম্মান প্রদর্শন করিতে পারিব, যখন আমরা তিনি কি উচ্চ আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া পরিষদের সেবা করিতেন, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিব। পরিষদের frame বজায় রাখিলে কোন কাজ হইবে না। শ্রীযুক্ত অমৃত বাবু যথার্থই বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালা ভাষাকে এমনভাবে সমৃদ্ধ করিতে হইবে, যাহাতে তাহা পাঠ করিবার জন্য বিদেশীয় লোক বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য হইবে। আমরাও এই উদ্দেশ্যই অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। পরিষৎ-পত্রিকায় এমন নূতন নূতন তত্ত্ব, নূতন নূতন তথ্য বাহির করিতে হইবে, যাহা অন্য কোথাও বাহির হয় নাই। এই উচ্চ আদর্শ ধরিয়া কাজ না করিতে পারিলে পরিষদের উদ্দেশ্য সার্থক হইবে কি না, সন্দেহ। আমার মনে হয়, এই শেষ কয় বৎসর পরিষৎ কিছু পিছাইয়া পড়িয়াছেন।"

সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন, "আপনারা আজ স্বর্গীয় রামেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা এবং শ্রীযুক্ত নলিনী বাবুর প্রবন্ধ শুনিলেন। বক্তাগণের মধ্যে কেহ কেহ এই পরিষদেই তাঁহার সহকর্ম্মী ছিলেন, আবার কেহ কেহ অন্য কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার সহিত একযোগে কাজ করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতাম এবং তাঁহার সহিত একযোগে এই পরিষদে কাজ করিয়াছি। তিনি প্রাণমন দিয়া পরিষদের

সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে নিজেই পরিষদের সেবা করিতেন, তাহা নয়; তিনি অনেক নূতন নূতন যোগ্য সেবক সঙ্গে আনিতেন। তাঁহার আকর্ষণ করিবার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তিনি অনেককে আনিয়াছিলেন। আবার চেষ্টা সত্ত্বেও কাহাকে কাহাকেও আনিতে পারেন নাই। এই যেমন তাঁহার জীবিতমানে অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি শ্রীযুক্ত ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে পরিষদে আনিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার স্মৃতি আজ তাঁহাকে এখানে আনিয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু বাস্তবিক পরিষদের কার্য্য-প্রণালীর নিন্দা করেন নাই; পরিষদের কর্তৃপক্ষ নিবিড়ভাবে যাহাতে প্রাচীন ও পদাবলী-সাহিত্য প্রভৃতির আলোচনা করেন, তাহার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত চুণীবাবু তাঁহাকে পরিষদে আসিয়া কাজ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন; আমরাও ব্যক্তিগতভাবে ও পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি। আশা করি, এ আহ্বান উপেক্ষিত হইবে না। সেক্সপীয়র Hamletএর মুখে বলিয়াছিলেন, "madam, here is more attractive mettle." দীনেশবাবু বিগত ২৫ বৎসর পরিষদের খবর লয়েন নাই। কাজেই আমাদের কার্য্য কোন্ বিভাগে কতটা অগ্রসর হইয়াছে, তাহা তিনি জ্ঞাত নহেন। কারণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার স্বপত্নী, পরিষৎ তাঁহার বিপত্নী, স্বপত্নী ছাড়িয়া তিনি যে বিপত্নীর নিকট আসিবেন, এটা দুরাশা। তিনি যে সকল কাজের জন্য আমাদিগকে প্রোৎসাহিত করিলেন, তাহা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। কিন্তু পরিষৎ আরও অনেক কার্য্যের ভার লইয়াছেন, এবং কিছু কিছু সফলতাও লাভ করিয়াছেন। পরিষৎ দার্শনিক-পরিভাষা সঙ্কলনের এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে দার্শনিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া, বঙ্গভাষায় মালা গাঁথিয়া বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গসৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার ভার লইয়াছেন। শ্রীযুক্ত হেমবাবু ও শ্রীযুক্ত চুণীবাবু বলিবেন, বৈজ্ঞানিক-পরিভাষার কাজ কতটা অগ্রসর হইয়াছে। আমরা বাঙ্গালার ব্যাকরণ রচনার ভার লইয়াছি। এ সকল কাজ ত এখনও সম্পূর্ণ করিতে পারি নাই। পরিষদের উদ্দেশ্য ব্যাপক, হঠাৎ সম্পন্ন হইবার নয়। শ্রীযুক্ত দীনেশবাবুর মত আরও শত শত কর্ম্মঠ কর্ম্মীর প্রয়োজন—তাঁহারা পরিষদের কাজে আপনাদিগকে নিয়োজিত ও নিবেদিত করিতে পারিলে পরিষদের উচ্চ আশা সফল হইবে। আজ আমরা পুণ্যশ্লোক রামেন্দ্রসুন্দরের স্মৃতি-বাসরে পরিষদের উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য সকলে বদ্ধপরিকর হই। এই আমার প্রার্থনা।"

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বক্তাগণকে ধন্যবাদ দিলেন এবং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। অতঃপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

—o—

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

৩১এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২, ১৪ই জুন ১৯২৫, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ,—(ক) রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম এ বাহাদুর-লিখিত "দোলযাত্রার উৎপত্তি" এবং (খ) শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ সেনগুপ্ত মহাশয়-লিখিত "বাঙ্গালা লিপি-সমস্যা" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৫। বিবিধ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্‌সি মহাশয় গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে সেগুলি গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাহাদের উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালা লিপি-সমস্যা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, তিনি বাঙ্গালা লিপি সহজে লিখিবার ও নূতন অক্ষর গঠনপূর্ব্বক মুদ্রাযন্ত্রের বহু অসুবিধা দূর করিবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া অনেকের অনেক সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা অনুকরণীয়।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জানাইয়া বলিলেন যে, তিনি বহু অনুসন্ধান, পর্য্যবেক্ষণ ও আলোচনার দ্বারা যত দূর সম্ভব, সহজে দ্রুত বাঙ্গালা লিখিতে পারা যায়, তাহার উপায় স্থির করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে তাঁহার শিক্ষাদানের উদ্যম বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। বাঙ্গালাভাষার এই উন্নতির যুগে বাঙ্গালা ছাপার অক্ষরের সুবিধা বিধানের জন্য তিনি অনেক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। আ-কার ই-কার-বর্জ্জিত ইংরাজী অক্ষর প্রস্তুত করিতে যে পরিমাণ পরিশ্রম ও কষ্ট করিতে হয়, বাঙ্গালা বা এ দেশীয় অন্য কোন ভাষার অক্ষর প্রস্তুত করিতে তদপেক্ষা অনেকগুণ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। তিনি বাঙ্গালা ছাপাখানার এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়

অবলম্বন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন টাইপ-রাইটিং মেশিনে বাঙ্গালা অক্ষরের সংস্থান নির্দ্ধারণ এবং দ্রুত বাঙ্গালা লিখিবার প্রণালী ও তজ্জন্য অক্ষরগুলি যে যে ভাবে ভাঙ্গিতে ও গড়িতে হইবে, তাহাও দেখাইয়াছেন। তৎপরে শর্টহ্যাণ্ড-লিখন সম্বন্ধে তিনি প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে বলিলেন যে, তিনি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের সহিত আলোচনা করিয়া, উভয়ে একযোগে কাজ করিলে এই বিষয়ে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রবাবু এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম ও গবেষণা করিয়া একটী নূতন পদ্ধতি প্রচলন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং সে বিষয়ে কতক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় জানাইলেন যে, রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্ এ বিদ্যানিধি বাহাদুর-লিখিত "দোলযাত্রার উৎপত্তি" প্রবন্ধ আগামী অধিবেশনে পঠিত হইবে।

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত. সমর্থক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, সদস্য- ১। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ, ৬ চৌরঙ্গী রোড; ২। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দিবাকর দে, ভাইস্ প্রিন্সিপাল, বেঙ্গল ভেটারনারী কলেজ, বেলগাছিয়া; প্র—ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি (এডিন), সম—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদ—৩। কুমার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বি এ রায় বাহাদুর, (সুসঙ্গ, ময়মনসিংহ) শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট, ১ বেলেঘাটা রোড, কলিকাতা। প্র—ঐ, সম—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্‌সি, সদ -৪। শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এস্‌সি, ৫।১বি, বারাণসী ঘোষ ২য় লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; প্র—ঐ, সম—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, সদ—৫। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ, বি ই; প্র—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সম—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্‌সি, সদ—৬। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৪৬ মাণিকতলা রোড; ৭। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন দাস ঘোষ, ৯।৭ডি প্যারীমোহন সুর লেন, কলিকাতা; প্র—ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাসঘোষ এম ডি, এম এস্‌সি, সম—ঐ, সদ—ডাঃ শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, করপোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা; প্র—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, সম—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, সদ—৮। শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ ঘোষ, ৪৭ বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, প্র—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু

এম এ, সম—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্‌সি, সদ—শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার সাহা; প্র—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সম—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদ-১০। শ্রীযুক্ত হীরালাল মিত্র, ২৯ হোগলকুড়িয়া গলি, কলিকাতা।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেব কবিকৌমুদী,—উপহৃত পুস্তক—(১) পঞ্চশস্য; শ্রীযুক্ত ব্রাহ্মণ-রক্ষা-সভার সম্পাদক—(২) ব্রাহ্মণ্য দারিদ্র; শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়,—(৩) স্বর্ণমন্দির; শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন গুপ্ত—(৪) দর্জ্জিবিজ্ঞান, The Secretary, Indian Association for the Cultivation of Science—(৫) Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science, Vol. IX. Part II.

—o—

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

১৫ই আষাঢ় ১৩৩২, ২৯এ জুন ১৯২৫, সোমবার।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-উৎসব

প্রাতে সমাধি-ক্ষেত্রে—এই দিন ৮টার সময় কতিপয় সাহিত্যিক লোয়ার সার্কুলার রোড গবর্মেণ্ট সিমেট্রিতে কবিবরের সমাধিক্ষেত্রে সমবেত হন। রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ এবং শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী তাঁহাদের রচিত কবিতা পাঠ করিলে পর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ডাঃ মরেণো, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল এবং রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর কবির পারলৌকিক শান্তি কামনা করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। অতঃপর প্রাতঃকালীন উৎসব সমাপ্ত হয়।

সন্ধ্যায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে—এই উপলক্ষে ঐ দিন সন্ধ্যা ৭টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয়ের উপস্থিত হইতে বিলম্ব হওয়ায় অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস্ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। শ্রীযুক্ত সিতেশরঞ্জন ঘোষ মহাশয় কবিবরের শর্ম্মিষ্ঠা হইতে "জয় উমেশ শঙ্কর" ইত্যাদি গান করিলেন।

এই সময় সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল মহাশয় উপস্থিত হওয়ায় শ্রীযুক্ত চুনীবাবু তাঁহাকে সভাপতির আসন ছাড়িয়া দিলেন।

২। (ক) শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু, (খ) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং (গ) শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী তাঁহাদের স্বরচিত সময়োপযোগী কবিতা পাঠ করিলেন।

৩। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় 'মধুসূদনের প্রহসন' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

৪। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস মহাশয় কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়-রচিত "কে রচিবে মধুচক্র মধুকর মধু বিনে" এই গানটী গাহিলেন।

৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র আয়কত এম এ, বি এল্ মহাশয় "মেঘনাদে লক্ষ্মণ-চরিত্র" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্যরচনার প্রথম প্রচেষ্টার সময় 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র উৎসর্গ-পত্রে স্বর্গীয় মহারাজ স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরকে মাইকেল যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত উক্ত কাব্যের প্রথম সর্গের কিয়দংশ আবৃত্তি করিলেন।

৭। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল মহাশয় অদ্য প্রাতে গোরস্থানে অল্প লোকসমাগমের বিষয় উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং আগামী বর্ষ হইতে যাহাতে কবির ভক্তগণ দলে দলে তথায় উপস্থিত হইয়া জাতীয় কবির স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন, তজ্জন্য দেশের যুবকগণকে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন যে, যে জাতি স্বদেশের বড় লোকের প্রতি সম্মান দেখাইতে না পারে, সে জাতির পক্ষে স্বরাজলাভের আশা দুরাশা। তৎপরে তিনি শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবুর প্রবন্ধের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, মাইকেলের গ্রন্থ সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিতে হইলে, তাঁহার গ্রন্থনিহিত ভাবসম্পদ্ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, তাঁহার সমসাময়িক ভিন্ন ভিন্ন দেশের কবির রচনা পড়িতে হইবে, গ্রীক্ লাটিন প্রভৃতিতে লিখিত প্রাচীন কবিগণের কাব্যাদি পড়িতে হইবে। এই পরিষৎকে দেবমন্দির জ্ঞান করিয়া এখানে নানা দেশের ও ভারতের প্রাচীন ভাব আলোচনা করিতে হইবে এবং এই আলোচনায় আমাদের বরেণ্য কবির মত নূতন নূতন ভাবধারায় দেশকে সমৃদ্ধ করিতে হইবে। আজিকার দিনে কবির স্মৃতি-বাসর—দেশবাসী সকলেরই উচিত, আজ ঘরে ঘরে তাঁহারা যেন কবির রচনা পাঠ করেন। যাঁহারা সক্ষম, তাঁহারা সভাসমিতিতে যোগদান করিয়া কবির বিষয় আলোচনা করেন। আর একটী বিষয়ে সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত। একটি মাত্র দিনে কবির স্মৃতি-সভায় আসিলে সকলের কর্ত্তব্য শেষ হইবে না। সারা বৎসর ধরিয়া মাইকেলের কাব্যাদির আলোচনা ও তাহা হইতে নব নব তথ্য আলোচনার জন্য 'মাইকেল ক্লাব' স্থাপন করা একান্ত কর্ত্তব্য। তৎপরে তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন যে, বাঙ্গালাদেশে কোন অনুষ্ঠানেই প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না। দু'এক বৎসর বেশ উৎসাহ ও

উদ্যমের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে উৎসাহ স্থায়ী হয় না। তিনি বারদলি প্রভৃতি স্থানে গিয়া দেখিয়াছেন, সেখানে বালিকারা কোন উৎসবে বা কোন ব্যক্তিবিশেষের সংবর্দ্ধনায় ভারতের মহাপুরুষগণের উল্লেখপূর্ব্বক গান রচনা করিয়া অতীত যুগের ভারতের ইতিহাসের উজ্জ্বল ছবি সকলের চিত্তে অঙ্কিত করিয়া দিয়া, তাহাদিগকে ভবিষ্যতের জন্য উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিবার চেষ্টা করে। অতঃপর তিনি বলিলেন, "নিজের দেশের যাহা কিছু গৌরবের, যাহা কিছু দেশকে উন্নত ও সভ্যসমাজের দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে, সে সকল তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিতে হইবে, তবেই দেশ উন্নতির পথে আবার অগ্রসর হইবে।"

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—"পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উদ্দেশ্য ছিল যে, আজিকার দিনে বর্ত্তমান যুগের বঙ্গসাহিত্যের প্রথম ও প্রধান পতি মাইকেল মধুসূদনের কাব্য নাটকাদির পরিচয় যাহাতে আজকালকার যুবকেরা পাইতে পারেন, তাহার আয়োজন করা। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সে উদ্দেশ্য আজ তেমন সফল হয় নাই। ভবিষ্যৎ উৎসবে আরও সফলতা হইবে, আশা করা যায়। আমার বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ শুনিয়া 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রভৃতি প্রহসন পড়িবার ইচ্ছা অনেকেরই মনে উদ্ভূত হইবে। এখনকার যুবকেরা অনেকেই 'মেঘনাদ-বধ' আদ্যোপান্ত পড়েন নাই— ইহা নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়। আমার যখন পাঁচ বৎসর বয়স, তখন মাইকেল পরলোকগমন করেন। পরে আমি মাইকেলের কাব্যাদি বেশ যত্নের সহিত পড়িয়াছিলাম; অনেক অংশ আমার মুখস্থ ছিল, বয়োধিক্যবশতঃ এখন স্মৃতি-শক্তি শ্লথ হইলেও যুবকদের সহিত মাইকেলের কাব্যাদির আবৃত্তিতে প্রতিযোগিতা করিতে পারি। আমাদের জীবন-রবি এখন পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যৌবনে আমরা যে কাব্য-রস পান করিয়াছিলাম, এখনও তাহার স্বাদ তিরোহিত হয় নাই। আমার নিতান্ত ইচ্ছা, যুবকেরা সেই রসের আস্বাদন করেন। এই সে দিন পরিষদ্ মন্দিরে কবির শত-বার্ষিক জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। ১৮২৪ খৃঃ তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৮৭৩ খৃঃ মৃত্যু হয়। এ মৃত্যু অকালমৃত্যু। ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যের ও দেশের দুর্ভাগ্য। কারণ, কবি আর কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে আমরা মেঘনাদবধের মত আরও দুইখানি কাব্য তাঁহার নিকট হইতে পাইতাম। একখানি 'কুরুক্ষেত্রের অবসান' —দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ ও তদানুষঙ্গিক ঘটনা লইয়া এবং অপরখানি 'সুভদ্রা-হরণ' লইয়া। চতুর্দ্দশপদী কবিতায় সুভদ্রাকে উদ্দেশ করিয়া তিনি এই শেষোক্ত বিষয়ে কাব্য লিখিবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষা ফলবতী হয় নাই। তবে তিনি যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহার যথাযথ আলোচনা আমরা করিয়াছি কি? বঙ্গভাষার পুষ্টি ও পরিণতির ইতিহাস, তাঁহার কাব্যাদির পাঠ ও আলোচনা না করিলে বুঝিতে পারিব কি? আমাদের ইচ্ছা ছিল যে, এই অধিবেশনে তাঁহার কাব্য, নাটক ও প্রহসনাদি উদ্ধৃত করিয়া আপনাদিগকে শুনাইব ও যুবকগণের নিকট শুনিব। আগামী বর্ষে এইরূপভাবে কবির স্মৃতি-সভা যাহাতে সাফল্য-মণ্ডিত হয়, তাহার চেষ্টা করিব।"

তৎপরে তিনি গায়ক, কবিতা-পাঠক, প্রবন্ধ-পাঠক, আবৃত্তি-কারক ও বক্তাগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন,—"শ্রীযুক্ত ললিত বাবুর মত আমিও বলি, বৎসরে একবার মাত্র স্মৃতি-সভায় উপস্থিত হইয়া আমাদের কর্ত্তব্যের অবসান করিলে চলিবে না। সারা বৎসর ধরিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার কাব্যাদির পাঠ ও আলোচনা করিয়া, সেগুলিকে সজীব রাখিতে হইবে, তবেই ভাষার উন্নতি, পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি হইবে। পরিষদের উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়া সকলকে এইরূপ আলোচনার জন্য আমি সাদরে আহ্বান করিতেছি।"

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

২৮এ আষাঢ় ১৩৩২, ১২ই জুলাই ১৯২৫, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ বাহাদুর-লিখিত "দোলযাত্রার উৎপত্তি", এবং ৫। বিবিধ।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি (এডিন), এফ আর এস ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ খাতায় লিখিত না থাকায় উহার পাঠ স্থগিত রহিল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। প্রবন্ধ-লেখক রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্ এ বিদ্যানিধি বাহাদুর উপস্থিত হইতে না পারায় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় অনুকার আলোচ্য প্রবন্ধ পাঠ করেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর জানাইলেন যে, পরিষদের প্রাচীন হিতৈষী সদস্য ও কলিকাতা হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট রায় সুরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর পরলোকগমন করিয়াছেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত ব্যক্তির স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

তৎপর স্থির হইল যে, পরিষদের সমবেদনাজ্ঞাপক পত্র ৺সুরেন্দ্র বাবুর পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভা-ভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সম—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনারায়ণ সরকার বি এল, ৬ মাণিকতলা রোড, কলিকাতা; প্র—শ্রীযুক্ত লাড্‌লী-মোহন মিত্র, সম—ঐ, সদ—২। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, ১৬৭।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; প্রঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সম—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদ—৩। শ্রীযুক্ত হরিহর দাস চৌধুরী, ৯১ চিৎরীহাটা রোড, ইটালী; প্র—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সম—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, সদ—৪। শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ ঘোষ, ১৪০ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। ৫। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভড়, ১৭ রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্র—কুমার শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, সম—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদ—৬। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ, অবসর-প্রাপ্ত সেসন জজ, ১।১ উড়িয়াপাড়া লেন, ইটালী। প্র—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সম—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদ—৭। শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৪সি রামধন মিত্র লেন, কলিকাতা, —৮। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, ১৬৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, প্র—ঐ, সম—ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম ডি, এম এস্‌সি, সদ—৯। শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৬ লক্ষ্মীদত্ত লেন, কলিকাতা, ১০। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বসু,

শিকদারবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১১। শ্রীযুক্ত অবনীমোহন দত্ত, ৭৩।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা; প্র—শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়, সম—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদ—১২। শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায়, জাড়া, মেদিনীপুর; প্র—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সম—ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম বি, এম এস্‌সি, সদ—১৩। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকৃষ্ণ দেব, ৫০ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা; প্র—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সম—ঐ, সদ—১৪। শ্রীযুক্ত সুধাংশুবদন পাণ্ডা এম্ এস্‌সি, সিটি কলেজের অধ্যাপক, ২৫৯ আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা, ১৫। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বসু, ৫ নেবুবাগান লেন, কলিকাতা।

খ- -পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ সেন গুপ্ত—১। আদর্শ হাতের লেখা (৪), ২। ঐ– (৫), ৩। গোরুর গাড়ী; রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর—৪। সীতা ও সরমা; শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত—৫। প্রাচীন রাজমালা; বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণ-রক্ষা-সভা, কাশী—৬। ব্রাহ্মণ্য দায়িত্ব; শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা—৭। শিশু অথবা সংক্ষিপ্ত মহাভারত, ৮। বাজিপ্রভু, ৯। শ্রীশ্রীচণ্ডী; শ্রীযুক্ত পি এম বাগচী কোং—১০। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের পঞ্জিকা; শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী—১১। রেগুলাস; শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় এম এ-১২। ভারতীয় স্বাস্থ্য-বিদ্যা; শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল্, পিএচ ডি—১৩। ব্রহ্মসূত্রম্; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মল্লিক—১৪। বর্ষা-মঙ্গল—১৫। History of Hyder Shah alien Hyder Ali Khan Bahadur; Government of India, Central Publication Branch—১৬। Epigraphia Indica Vol xv. pt. vii. ১৭। ঐ—part viii; Government of Bengal—১৮। Report on the Administration of Bengal, 1923-24; Director, Geological Survey of India—১৯। Records, Geological Survey of India, Vol LVI. part 3 1924; Secretary, Dev Samaj-২০। Swami Dayanand, in the light of Truth.

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশার্থ আহূত।

২৭এ আষাঢ় ১৩৩২, ১১ই জুলাই ১৯২৫, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল—সভাপতি।

পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—"আজ আমরা যে মহানুভবের জন্য শোক প্রকাশ করিতে সমবেত হইয়াছি, তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক, সকলেই তাঁহাকে জানিতেন। তাঁহার বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ—বিশেষতঃ বাঙ্গালা প্রাচীন পদসাহিত্যের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা সর্ব্বজনবিদিত। সাহিত্য-পরিষৎকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন। পরিষদের তিনি এক সময়ে সহকারী সভাপতি ছিলেন। দেশের কাজের জন্য যখন তিনি তাঁহার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিলেন, তখন তিনি আমাদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুরোধে তাঁহার বহুদিনের সংগৃহীত অতিপ্রিয় বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির রাশি পরিষৎকে দান করেন। প্রায় দুই সহস্র টাকায় তিনি চারি শতের অধিক পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন—সে সমস্তই তিনি পরিষৎকে দান করিলেন। সেই পুথিগুলির মধ্য হইতে "সঙ্কীর্ত্তনামৃত" নামক একখানি অপ্রকাশিত পুথি পরিষৎ ছাপিতেছেন। পরিষৎ এই মহানুভব ত্যাগী কর্ম্মবীরের তিরোধানে অত্যন্ত ব্যথিত। আসুন, সকলে মিলিয়া আমরা সেই দেশবন্ধুর উদ্দেশে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি।"

শ্রীমতী পরিমল দেবীর রচিত "শোক-সঙ্গীত" কুমারী শতদল দেবী কর্ত্তৃক গীত হইল।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক কাজী নজরুল ইসলাম মহাশয়-রচিত "শোক-গীতি" গীত হইল।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত "দু' ফোঁটা অশ্রু," এবং শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু "চিত্তরঞ্জন" পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন গোস্বামী মহাশয় শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার-রচিত "চিত্ত-তীর্থে" কবিতা পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন এবং শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় 'দেশবন্ধু-প্রয়াণ' এবং "দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন" নামক কবিতা পাঠ করিলেন। সময়াভাবে শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার এবং শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন

সেন গুপ্ত মহাশয়দ্বয়-রচিত "চৌঠা আষাঢ়" এবং "মহাপ্রয়াণে" কবিতাদ্বয় পঠিত হয় নাই। এই সকল কবিতা ও গান সম্বলিত মুদ্রিত পুস্তিকা সভায় বিতরিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহাশয়-রচিত "দেশবন্ধু বিয়োগে" নামক গান শ্রীযুক্ত গোপীনাথ নন্দী মহাশয় কর্তৃক গীত হইল।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এম্ এ, ব্যারিষ্টার মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করেন,—

"বঙ্গমাতার শ্রেষ্ঠ সুসন্তান, দেশনায়ক, দেশহিতব্রত, বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সেবক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ও ইহার পরম হিতৈষী সুহৃদ্, ত্যাগী, দানবীর, সুকবি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের পরলোকগমনে দেশের এবং বিশেষভাবে বঙ্গভাষা ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ হইবার নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া তাঁহার জন্য আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া প্রস্তাবক মহাশয় বলিলেন,—"কবিতায়, প্রবন্ধে ও গানে চিত্তরঞ্জনের অনেক কথা বলা হয়েছে—তাহার অতিরিক্ত বলা আমার দ্বারা সম্ভব নহে। দুঃখের বিষয়, ইংরেজি কাগজে তাঁর বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অনুরাগের কথা বেশী বাহির হয় নাই। চিত্তরঞ্জন আমার বাল্যবন্ধু ও সহাধ্যায়ী ছিলেন। অনেক বাল্যস্মৃতি আজ মনে আস্‌ছে। আমরা যখন পড়ি, তখন আমাদের একটা ছোট সভা ছিল—বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি করা ও তাহার আলোচনা করাই সেই সভার উদ্দেশ্য ছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের কি হইবে, প্রধানতঃ সেই সভার তাহাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। চিত্তরঞ্জন সেই সভার সভ্য ছিলেন। হীরেন বাবু, জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি অনেকেই সভ্য ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন বাঙ্গালার কোন কথাই ছিল না। একমাত্র ইংরেজিই পড়তে হ'ত। আমাদের সেই সভায় পাঠের জন্য আমরা সকলে প্রবন্ধ লিখতাম। জ্ঞান গুপ্ত, আমি ও চিত্তরঞ্জন বিলেত গেলাম। আমাদের সেই সভা উঠে গেল। ফিরে এসে দেখি, পরিষৎ হয়েছে। আমাদের সেই ক্ষুদ্র সভাকেই হীরেন্দ্র বাবু, রবীন্দ্র বাবু প্রভৃতি যত্নে লালন পালন করে পরিষদে দাঁড় করিয়েছেন। সেই সময় হতে চিত্তরঞ্জনের বাঙ্গালার প্রতি আন্তরিক টান ছিল। তার প্রমাণ আপনারা সকলেই জানেন। দেশকে উন্নত করতে হলে তার সাহিত্যকে উন্নত করতে হয়; এই ইচ্ছাই আমাদের সকলের ছিল। তিনি ক্রমে রাজনীতি-ক্ষেত্রে নেতা হলেন। সকলেই জানেন, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার কত আন্তরিক টান ছিল। "নারায়ণ" পত্রিকার জন্য তিনি কত অর্থ-ব্যয় করেছেন। মাতৃভাষাকে যে আমরা এত ভালবাসি, তার মূলে আমাদের সেই বাল্যকালের চর্চ্চা। ভাষার উন্নতি করতে আমরা কিছু না কিছু চেষ্টা করেছি। এখন মাতৃভাষা ও সাহিত্যের যে এত উন্নত অবস্থা, ইহার মূলে যাঁরা প্রাণপাত করেছেন, তাঁরা ক্রমে ক্রমে চলে যাচ্ছেন। আমরা এত যে

প্রতিকূল অবস্থা ঠেলে ভাষার উন্নতির চেষ্টা করছি—কেবল সেই বাল্যকাল হতে এতটা অনুরাগ ছিল বলেই। দুঃখের বিষয়, চিত্ত অল্প বয়সেই চলে গেলেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনি যে এত উচ্চে উঠেছিলেন, তার ভিতরও তাঁর মনের টান ছিল—তাঁর বড় সাধের বাঙ্গালার সাহিত্যের প্রতি।”

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন,—“দেশের ও জাতির বড়ই দুর্ভাগ্য যে, ক্রমশঃ আমাদের কর্ম্মবীরের সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে; এত কাজ দেশে পড়িয়া রহিয়াছে যে, তাহার তুলনায় কর্ম্মীর সংখ্যা কম। অনেক দেশের তুলনায় আমরা অনেক পিছাইয়া পড়িয়া আছি। আমাদের এই অল্পসংখ্যক কর্ম্মীর ভিতর হইতে আমাদের প্রধান কর্ম্মী দেশবন্ধু তাঁহার আরব্ধ কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়াই ইহলোক ছাড়িয়া গেলেন। এ দুঃখ রাখিবার আর জায়গা নাই। দেশ তাঁহার জন্য হাহাকার করিতেছ। তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ নায়ক ছিলেন। দেশকে কর্ম্ম-পথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য তিনি তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব দেশের জন্য উৎসৃষ্ট করিয়াছিলেন এবং অবশেষে প্রাণপাত করিলেন। সাহিত্যচর্চ্চা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় অনেক কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার মরণের পর আমরা একটা উপদেশ পাইয়াছি, তাহা কখনও ভুলিব না। জীবনে সে দৃশ্য কখনও দেখি নাই—পৃথিবীর কোন দেশে কেহ দেখিয়াছে কি না, সন্দেহ। তাঁহার শবানুগমনকারিগণের জনতা দেখিয়া প্রকৃতই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলাম। দেশ তাঁহাকে কেন এত সম্মান করে? ইহা ভাবিবার ও শিখিবার বিষয়। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার স্মৃতি-ভাণ্ডার খুলিলেন। ১৫।২০ দিনের ভিতর প্রায় ৫ লাখ টাকা উঠিল। কেন দেশ এত শীঘ্র এই স্মৃতি-পূজায় যোগদান করিল? এত কম দিনে এত টাকা কোথা হইতে আসিল? অন্যের জন্য এত টাকা উঠে না কেন? দেশ জুড়িয়া এত আর্ত্তনাদ শোনা যায় কেন? ইহার কারণ আর যাহাই থাক্ না কেন, দেশবন্ধুর জীবনে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ আদর্শসমূহ অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আর সে আদর্শ কি? ত্যাগ। তাঁহার এত যে সম্মান, তাহা তাঁহার ত্যাগের জন্য। যিনি এই ভাবে ত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই এই সম্মান পাইতে পারেন। কিন্তু এ শ্রেণীর লোক বিরল। এমন লোক একজন ছিলেন চিত্তরঞ্জন, আর এখন বর্ত্তমান আছেন মহাত্মা গান্ধী। অনেকে অনেক দান করিয়াছেন, কিন্তু তিনি দেশের ও জাতির জন্য তাঁহার সমস্ত উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিন দেশবাসী মনে রাখিবে। তিনি ত্যাগ করিয়াই সুখ পাইয়াছিলেন, তাই তাঁহার সব বিসর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। আমাদের মাথার মণি খসিয়া পড়িয়াছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যেন আমরা তাঁহার মহদ্দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারি।”

শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী এম এ, বি এল্ মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।

সভাপতি মহাশয় এই প্রস্তাব গ্রহণের জন্য উপস্থিত করিলে পর সকলে নিস্তব্ধে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় নিম্নলিখিত দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষা করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হউক"।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন,—"এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার আদেশ দিয়া সভাপতি মহাশয় আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন। আমি দেশবন্ধুর সহিত পরিচিত ছিলাম। তিনি চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমার মনে হয়, তিনি কয়েকটি কারণে যান নাই। তিনি সকলেরই আপনার জন ছিলেন —পরিষদেরও আপনার ছিলেন। সমস্ত দেশ জুড়িয়া তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার বিপুল চেষ্টা হইতেছে। এই সঙ্কল্পের উদ্দেশ্য মহৎ—স্মৃতি-রক্ষার উদ্দেশ্যে এমন আয়োজন পূর্ব্বে দেখা যাইত না। আমরা পরিষদে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষা করিয়া নিজেরাই গৌরবান্বিত হইব। একবার আমি তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলাম। আমার বিপন্ন দেশবাসীর (খুলনায় আমার পল্লীর) সাহায্যের জন্য তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তিনি চাল ও অর্থদ্বারা যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় কি উপাদানে গঠিত ছিল, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় নাই। তাঁহার প্রাধান্য রাজনীতি-ক্ষেত্রে। প্রথম যৌবনে তিনি সাহিত্যসেবা করিয়াছিলেন। সেই সাহিত্যসেবার ধারা হইতেই তিনি দেশ-সেবার মন্ত্র পাইয়াছিলেন। বহুদিন পূর্ব্বে তিনি 'সাগর-সঙ্গীত', 'নির্ম্মাল্য' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। কি পরিমাণ আগ্রহের সহিত সাহিত্য-সেবা করিতেন! তিনি শুধুই সাহিত্য-সেবা করিতেন না—অনেক সাহিত্য-সেবীর সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাহায্যে কত সাহিত্যিক উন্নত সাহিত্যের আলোচনা করিয়া ভাষার পুষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তিনি শুধু কবিতার দ্বারা নয়, অর্থ দ্বারাও সাহিত্যের সমৃদ্ধি-সম্পাদনে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণব কবিতা ভালবাসিতেন। অনেকে জানেন, তিনি অনেক বৈষ্ণব-সাহিত্য-রস-রসিককে অর্থ সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। এ সেবা অকৃত্রিম সেবা। এই জন্যই তাঁহার দেশ-সেবাতে অপূর্ব্ব দৈবভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল। সাহিত্য-সেবক সাহিত্যের মধ্যে যাহা বলেন, তাহা বীজরূপে অঙ্কুরিত হইয়া দেশবাসীকে জাগাইয়া তোলে।—বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনায় এই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, আর কোথাও পাওয়া যায় না। সাহিত্য-সেবী ও দেশভক্ত এক শ্রেণীর অন্তর্গত। সাহিত্য-সেবী কাব্যে, সাহিত্যে, ভাষায় দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তোলেন। চিত্তরঞ্জনের কাজের দ্বারা দেশবাসী নানা ভাবে প্রেরণা পাইয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা সফল হইলে আমরা নানা ভাবের প্রেরণা পাইয়া ধন্য হইব।"

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল, এম এল সি, এটর্ণি মহাশয় বলিলেন, "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দেশবন্ধুর স্মৃতি-রক্ষার উপযোগিতা আছে। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু সমস্ত কথা বুঝাইয়া দিয়াছেন। সাহিত্যসেবা ও দেশভক্তিতে প্রভেদ নাই। তাঁহার দেশ-ভক্তির বিকাশ কি ভাবে হয়, তাহা সকলেই জানেন। তাঁহার দেশ-সেবার মূলে গভীর আত্মনির্ভরতা ও অকপট বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যাইত। তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া

দেশ-সেবায় সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। পুরাকালে নানারূপ সাধনার দ্বারা শক্তির সঞ্চার করিতে হইত। তিনি অন্তরের দেশ-ভক্তির চালনার দ্বারা অদম্য শক্তিশালী হইয়া দেশবাসীকে ছাড়াইয়া বহু উর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, 'নিজের পায়ে দাঁড়াইবার শক্তি সঞ্চয় কর'। সাহিত্যের এক ধারার দ্বারা যাহাতে দেশে আত্ম-নির্ভরতা আসিবে—তাহার চর্চ্চা করিলে যে কাজ হইবে, প্রস্তর-মূর্ত্তি বা চিত্রে সে ভাব আসিবে না। কিন্তু মূর্ত্তি বা চিত্রেরও প্রয়োজন আছে। পরিষদে তাঁহার বাহু চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহার ভাব-ধারায় সকলেরই অনুপ্রাণিত হইবার আশা থাকিবে।"

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় বলিলেন,—"এই সভা বক্তৃতার নহে—বাগ্মিতারও নহে। এ সভায় অবান্তর কথা নাই—এ সভা শোক-সভা—এ সভা শ্রাদ্ধ-সভা। এ সভা নীরববাক্। চিত্তরঞ্জনের অশরীরী আত্মার উদ্দেশে, চিত্তরঞ্জনের শ্রাদ্ধ-সভার পুরোহিত মহাশয়ের মারফতে দুটো শ্রদ্ধাপুষ্প দিব। বাঙ্গালী চিত্তরঞ্জন, কর্ম্মবীর চিত্তরঞ্জন, বিধাতার এক মহা ইচ্ছা-শক্তির বিকাশ। এই সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা প্রকৃতিদেবীর প্রিয়তম সন্তান চিত্তরঞ্জন। যুবক চিত্তরঞ্জন রাজনীতি-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন—যৌবনে, প্রৌঢ়ে অমিততেজে ঘোরতর সংগ্রাম করেন। তাঁহার তেজের বিকাশ সেই সংগ্রামে—অক্লান্ত অধ্যবসায়পূর্ণ ও অসীম শ্রমসহ শরীরধারী চিত্তরঞ্জন, শত্রু-মিত্র, সংসার-সমাজ ও দেশকে নিজের শক্তি ও তেজে জয় করিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনের বিকাশ নাগপুর কংগ্রেসে। তাহার পর দেশবিদেশে কংগ্রেস-মণ্ডপে তাঁহার পাণ্ডিত্যের ছটায়, বাগ্মিতার প্লাবনে দেশকে ভাসাইতে লাগিলেন—চিত্তরঞ্জনের ঐন্দ্রজালিক শক্তি সকলে বুঝিল। 'ভারতের আশা—ভারতের ভরসা—চিত্তরঞ্জন। এস ভাই, চিত্তরঞ্জনের শক্তিতে শক্তিধর হইয়া তাঁহার অসম্পূর্ণ কার্য্যভার মাথায় তুলিয়া লই। কর্ম্মবীর চিত্তরঞ্জনের শক্তি—দেবশক্তি। বিধাতার কৃপা—চিত্তরঞ্জন। চিত্তরঞ্জন সাধনায় সিদ্ধ—তাই তিনি মহাপুরুষ। সিদ্ধার্থ—নির্ব্বাণ-সলিলে রিপু ভাসাইয়া বুদ্ধত্বে পৌছিয়াছিলেন। নিমাই যেমন কাটোয়ার গঙ্গায় ব্যক্তিত্ব ভাসাইয়া চৈতন্যে পৌছিয়া মহাপুরুষ হইয়াছিলেন, চিত্তরঞ্জনও সাধনায় সিদ্ধ হইয়া হিন্দুস্থানের অদ্বিতীয় মহাপুরুষ হইয়াছিলেন।" তৎপর দ্বিতীয় প্রস্তাব গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি (এডিন), এফ আর এস ই মহাশয় নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন—

"এই প্রস্তাব দুইটীর প্রতিলিপি শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর নিকট অদ্যকার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে প্রেরিত হউক।"

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অতঃপর রাজা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত. শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সহকারী সম্পাদক। সভাপতি।

একত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন

৩রা শ্রাবণ ১৩৩২, ১৯এ জুলাই ১৯২৫, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল,—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। একত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ, ৩। দ্বাত্রিংশ বার্ষিক আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন, ৪। সাধারণ-সদস্ত নির্ব্বাচন। ৫। দ্বাত্রিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যনির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন, ৬। দ্বাত্রিংশ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব, ৭। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়কে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক-পদে নিয়োগ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাব, ৮। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৯। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—[ক] শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ মহাশয়-প্রদত্ত ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তৈলচিত্র, [খ] গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থে প্রস্তুত ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের তৈলচিত্র, এবং [গ] শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্, এম্ এল্ সি মহাশয়-প্রদত্ত মাননীয় ৺ভূপেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের তৈলচিত্র, এবং ১০। বিবিধ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং মাননীয় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয়ের সমর্থনে গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় একত্রিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর এই কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হইবার জন্য প্রস্তাব করিয়া বলিলেন যে, এই কার্য্যবিবরণ হইতে জানা যাইতেছে যে, সম্প্রতি পরিষদের বিশেষ অর্থাভাব উপস্থিত হইয়াছে, আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়াছে। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির বিশেষ চেষ্টায় যতদূর সম্ভব ব্যয়-সঙ্কোচ করা হইয়াছে। অর্থাভাববশতঃ সমস্ত দেনা শোধ হয় নাই। সদস্যগণ যদি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের বকেয়া চাঁদা—প্রায় দশ হাজার টাকা—শোধ করিয়া দেন, তবে অন্য স্থান হইতে টাকা সংগ্রহের জন্য পরিষৎকে হাত পাতিতে হয় না। সদস্যগণ এই বিষয়ে কিছু অনুগ্রহ করিলেই পরিষৎ ঋণমুক্ত হইতে পারেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় এই বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হইবার প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ রায় মহাশয় বলিলেন যে, তিনি পরিষদে আসিয়া উপনিষৎ পড়িতে পান নাই।

শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, তিনি নিয়মাবলী পরিবর্ত্তনের কতকগুলি প্রস্তাব দিয়াছিলেন—সেগুলি গৃহীত হয় নাই ; সেই প্রস্তাবের মধ্যে একটি প্রস্তাব ছিল যে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচনের জন্য যেমন সকল সদস্যের মত লওয়া হয়, সেইরূপ কর্ম্মাধ্যক্ষগণের নির্ব্বাচনেও সদস্যগণের মত লওয়া আবশ্যক। যেহেতু কর্ম্মাধ্যক্ষগণের নির্ব্বাচনে সদস্যগণের অধিকার থাকা উচিত। এই ভাবে নিয়ম পরিবর্ত্তন যত দিন না হইবে, তত দিন কিছু না কিছু অনুযোগ থাকিবেই। তৎপরে তিনি বিগত বর্ষের কার্য্য পরিচালনের জন্য কর্ম্মাধ্যক্ষ ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রশ্ন করিলেন যে,—(ক) দুঃস্থ-সাহিত্যিক ভাণ্ডারের উদ্বৃত্ত অর্থ কি ভাবে ব্যয় হইয়াছে, (খ) সভাপতি মহাশয় তাঁহার প্রতিশ্রুত ৫০০৲ স্থায়ী ভাণ্ডারে দিয়াছেন কি না এবং (গ) পূজার সময় দেনা ছিল ৯ হাজার, এখন দেখা যাইতেছে ৫ হাজার। ইহার হিসাব কিরূপ ?

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত সহকারী সম্পাদক মহাশয় এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন যে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি যেরূপ আদেশ দিয়াছিলেন, তদনুসারেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে ঋণ করা হইয়াছে। এত টাকা ঋণের জন্য বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি দায়ী নহেন। হিসাব সম্বন্ধে আর যদি কিছু জানিবার প্রয়োজন থাকে, তবে অদ্যকার সভায় পরিষদের আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ উপস্থিত আছেন—তাঁহারাই সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর শ্রীযুক্ত অনাথ বাবুর কথার উত্তরে বলিলেন যে, সদস্যগণের অধিকার সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির কোন এক অধিবেশনে আলোচনা হইলেই ভাল হয়। অদ্যকার অধিবেশনে সে বিষয়ের আলোচনা সম্ভব নহে।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন) মহাশয় বলিলেন যে, তিনি পূর্ব্বে পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। তখনকার অভিজ্ঞতার ফলে তিনি জানাইতেছেন যে, গ্রন্থাগার হইতে দুষ্প্রাপ্য বই পড়িতে হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে আবেদন করিতে হয়। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশ না হইলে কেহ ঐ শ্রেণীর বই পড়িবার জন্য লইতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন পুথি কাহাকেও লইয়া যাইতে দেওয়া হয় না। আবেদন করিয়া পুস্তক পাঠের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সম্মতি পাইতে কিছু বিলম্ব হয়। তৃতীয়তঃ, বিদ্যাসাগর লাইব্রেরীর বই পাঠার্থ দেওয়া হয় না। শ্রীযুক্ত ইন্দুবাবু কোন আবেদন করিয়াছিলেন কি না, তাহা শ্রীযুক্ত প্রবোধ বাবু জানিতে চাহিলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, শ্রীযুক্ত ইন্দু বাবু কোন লিখিত আবেদন করেন নাই।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—"শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ রায় মহাশয় বই পড়িতে পান নাই বলিয়া অনুযোগ করিয়াছেন। এ বিষয়ে ভূতপূর্ব্ব গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রবোধ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে অসন্তুষ্ট হইবার কিছু নাই। শ্রীযুক্ত ইন্দু বাবু পরিষদের সদস্য নহেন। তিনি পরিষদের সদস্য হইলে সকল অধিকার পাইবেন। জানা গেল যে, শ্রীযুক্ত ইন্দু বাবু সদস্য হইবার জন্য ২৲ টাকা জমা দিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হওয়ায় সেই টাকা ফেরত লইয়াছেন। বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী সম্বন্ধে এই বিধান আছে যে, পরিষৎ ইহার ন্যাস-রক্ষক মাত্র—ইহার বইগুলি সদস্যগণ ব্যবহার করিতে হইলে তাঁহাদিগকে কতকগুলি বিশেষ নিয়মের অনুবর্ত্তী হইতে হয়।"

শ্রীযুক্ত অনাথ বাবুর কথার উত্তরে সভাপতি মহাশয় ৩৩শ সংখ্যক নিয়ম পাঠপূর্ব্বক বলিলেন যে, "সদস্যগণ নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন কর্ম্মাধ্যক্ষের পদে কোন সদস্যকে নির্ব্বাচনের জন্য প্রথমে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে প্রস্তাব করিতে পারেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন, ভালই। সমিতি সে প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইলে প্রস্তাবককে সেই সংবাদ জানান হয়। প্রস্তাবক ইচ্ছা করিলে তাঁহার প্রস্তাব বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত করিতে পারেন। বার্ষিক অধিবেশনে সমবেত সদস্যগণ সেই প্রস্তাবের আলোচনা করিয়া ভোট দ্বারা ঐ বিষয়ের মীমাংসা করেন। ইহাই গণতন্ত্রের নিয়ম। প্রস্তাবকের প্রস্তাব বার্ষিক অধিবেশনে না টিকিলে তাঁহাকে সমবেত সদস্যের মীমাংসা মানিয়া লইতে হইবে।" পরিষদের দেনার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন,—"এই দেনার জন্য পরিষৎকে সংবাদ-পত্রে ও সাধারণের নিকট অনেক ধিক্কার ও গ্লানি ভোগ করিতে হইতেছে। সাধারণের কাজ করিতে হইলে এইরূপ গ্লানি উপভোগ অনিবার্য্য—তাহা না হইলে গণতন্ত্র চলিবে কিরূপে? সদস্যগণের উচিত, স্ব স্ব দেয় বাকি চাঁদা পরিশোধ করা; প্রত্যেক সদস্য নিজের দেনা মিটাইয়া দিন। যে টাকা চাঁদা বাকি পড়িয়াছে, তাহা পরিষদের ন্যায্য দাবী। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি প্রত্যেক সভ্যের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছেন যে, প্রত্যেকে এক বৎসরের চাঁদা অতিরিক্ত দান করুন। সকলে না পারেন, অনেকে এক বছরের চাঁদা অতিরিক্ত দিতে পারেন। আমাদের আবেদনে মাত্র ১৮৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। সদস্যগণের কার্য্য-কারিতার কি এই পরিচয়? ব্যয় সঙ্কোচ করা ভাল। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি সে বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু ব্যয় সঙ্কোচই কোন অনুষ্ঠানের স্থায়িত্বের ও তাহার সমৃদ্ধির উপায় নহে। কার্য্য-ক্ষেত্র বাড়াইতে হইলে ব্যয় বৃদ্ধি করিতেই হইবে। অবশ্য অন্যায় ও অনর্থক ব্যয় সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। এ বৎসর ৫০০৲ টাকা ব্যয় সঙ্কোচ করা হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে, আরও সঙ্কোচ করা হইবে। সকল সদস্য, না হয় ১০০০ সদস্য একবার ৬৲ হিসাবে দিলে এক বৎসরে ৬০০০৲ সংগৃহীত হইবে—এই টাকায় ৬০০০৲ দেনা শোধ হইতে পারিবে।"

অতঃপর উপস্থিত সদস্যগণের সম্মতিক্রমে একত্রিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হইল।

৩। দ্বাত্রিংশ বার্ষিক আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপিত করা হইল।

৪। পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৫। সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় দ্বাত্রিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত নিম্নলিখিত সদস্যগণের নাম পাঠ করিলেন,—

* (১)	শ্রীযুক্ত	অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	২২৭
* (২)	,,	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	২১৩
* (৩)	,,	রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর	২০১
* (৪)	,,	কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা	২০১
* (৫)	,,	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১৮৯
(৬)	,,	ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৮২
(৭)	,,	খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৭৭
(৮)	,,	নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	১৭৬
(৯)	,,	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬৮
(১০)	,,	খগেন্দ্রনাথ মিত্র	১৫৪
(১১)	,,	জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪৭
(১২)	,,	অমলচন্দ্র হোম	১১৯
(১৩)	,,	মৃণালকান্তি ঘোষ	১১৮
(১৪)	,,	বসন্তরঞ্জন রায়	১১৭
(১৫)	,,	প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১১৬
(১৬)	,,	ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ	১১৬
(১৭)	,,	বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ	১১৩
(১৮)	,,	কিরণচন্দ্র দত্ত	১০৬
(১৯)	,,	ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী	১০২
(২০)	,,	মন্মথমোহন বসু	১০০

তৎপরে বিজ্ঞাপিত আলোচ্য বিষয়ের ক্রম সভার সম্মতিতে কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে কার্য্য সম্পন্ন হয়।

৬। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। প্রদাতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু বি এ—১। মানব-গীতা।
,, সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ—২। মহিম্নঃ স্তোত্রম্।

৭। নিম্নলিখিত চিত্রগুলি সভাপতি মহাশয় প্রতিষ্ঠা করিলেন,—

(ক) ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তৈলচিত্র। চিত্রদাতা—শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ এম এ বি।

(খ) ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের তৈলচিত্র। চিত্রখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থে প্রস্তুত। গুরুদাস বাবুর পুত্রগণ এই জন্য প্রতি বর্ষে ৫০৲ দান করেন এ বৎসর অর্থের পরিবর্ত্তে এই তৈল-চিত্র প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন।

(গ) ৺ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের তৈল-চিত্র। মৃত মহাত্মার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল, এম এল সি, এর্টর্নি মহাশয় দান করিয়াছেন।

৮-৯। দ্বাত্রিংশ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব উপস্থিত করা হইল,—

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

প্রস্তাবক—সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় ১৩৩২ বঙ্গাব্দের জন্য সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত সহকারী সভাপতিগণ নির্ব্বাচিত হইলেন,—

(কলিকাতা)

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
,, মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়
,, ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
,, রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর

(মফঃস্বল)

মহারাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
,, ডাঃ বনয়ারিলাল চৌধুরী
,, পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন

সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে সম্পাদক নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—"আমি বহুদিন পরিষদের সেবকরূপে নিযুক্ত ছিলাম এবং এখনও আছি। তখন হইতেই জানি যে, বর্ত্তমানে পরিষদের প্রয়োজন বিবেচনায় শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবুই সম্পাদকপদে নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্য ব্যক্তি। তিনি সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত ও স্থিরবুদ্ধি। সম্পাদকের ন্যায় দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত করিতে হইলে তাঁহাকেই নির্ব্বাচন করা উচিত। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এই বিজ্ঞ, বহুদর্শী ও নানা সদনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবুকে সম্পাদকপদে নির্ব্বাচনের জন্য

মনোনীত করিয়া উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে এই পদে নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিতেছি।”

শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, আলোচ্য বিষয়-তালিকায় সম্পাদক-পদে নির্ব্বাচনের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির মনোনীত শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবুর নাম উল্লেখ নাই। অথচ ঐ পদের জন্য অন্য নামের উল্লেখ আছে। শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবুর নাম উল্লেখ থাকিলে হয় ত অনেক সদস্য তাঁহার নির্ব্বাচন সমর্থন করিতে আসিতেন। এই হেতু অদ্য সম্পাদক-নির্ব্বাচন স্থগিত রাখা হউক।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, এই প্রস্তাব স্থগিত রাখা উচিত নহে; সমবেত সদস্যগণ আজ যাঁহাকে ইচ্ছা, নির্ব্বাচন করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত অনাথবাবু তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, দ্বাত্রিংশ বর্ষের সম্পাদক-পদে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়কে নির্ব্বাচিত করা হউক।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

এই সময় সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, অদ্যকার সভায় সাধারণের উপস্থিতি যে সময় পর্য্যন্ত দরকার ছিল, তাহা শেষ হইয়াছে; এক্ষণে যে সকল কার্য্য বাকী রহিয়াছে, তাহাতে কেবলমাত্র সদস্যগণেরই যোগদান বাঞ্ছনীয়। এই জন্য সাধারণে এক্ষণে উপস্থিত না থাকিলেই ভাল হয়।

ইহার পর উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কয়েক জন সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন।

কেহ কেহ শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পরিচয় জানিতে চাহিলে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত গণপতি বাবু পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক, কায়স্থ-পত্রিকার সম্পাদক, বিদ্যানুরাগী এবং কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ বাহির করিয়াছেন।

নিয়মাবলীর আলোচনা-প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, এই নির্ব্বাচনে ব্যালট্ দ্বারা ভোট দিতে হইবে এবং যে সকল ব্যক্তি ছয় মাস পূর্ব্বে সদস্য না হইয়াছেন বা যে সকল সদস্যের ছয় মাসের চাঁদা বাকী আছে, তাঁহারা এই নির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকারী নহেন।

এই ব্যালট্-পত্র গণনার জন্য তিনি সভার সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সদস্যগণকে Tellers নির্ব্বাচন করিলেন—(১) শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, (২) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং (৩) শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিলেন যে, সভাপতি মহাশয় নিয়মের যে তাৎপর্য্য স্থির করিলেন, তাহা ঠিক নহে।

সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, ৬০ সংখ্যক নিয়মানুসারে তাঁহার মত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

অতঃপর ব্যালট্ দ্বারা ভোট লওয়া হইল। উক্ত টেলার্স দ্বারা ব্যালট্-পত্র গণিত হইলে দেখা গেল যে, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ৬৪ ভোট পাইয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় ৪৫ ভোট পাইয়াছেন। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় দ্বাত্রিংশ বর্ষের সম্পাদকপদে নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত সদস্যগণ সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন,—

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
,, চারুচন্দ্র মিত্র
,, গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন
,, যতীন্দ্রনাথ দত্ত
,, নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি শুনিয়াছিলেন যে, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় ১৩৩২ বঙ্গাব্দের সহকারী সম্পাদকপদ ত্যাগ করিয়া পত্র দিয়াছেন। তবে তিনি কি ভাবে সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন ?

উত্তরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে এ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত গণপতি বাবু পত্রদ্বারা জানান যে, সম্পাদকপদে নির্ব্বাচনের জন্য তাঁহাকে যাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছেন, তাঁহারা সে প্রস্তাব প্রত্যাহার না করিলে তিনি কিছু করিতে পারেন না। তবে সহকারী সম্পাদকপদে নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি যে মীমাংসা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা করিতে পারেন। সমিতিতে এই পত্র উপস্থিত করা হইলে সমিতি এ বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করেন নাই।

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত ডাঃ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র
সমর্থক—শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
সমর্থক—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী
সমর্থক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী

সমর্থক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত

ছাত্রাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

সমর্থক—শ্রীযুক্ত বিমলকান্তি ঘোষ

আয়-ব্যয় পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত রায় সাহেব মন্মথনাথ গুপ্ত

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়

সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক

সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, পূর্ব্ববিজ্ঞাপিত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণের মধ্যে উক্তরূপে ১।২।৩।৪।৫।৮।১৫ এবং ১৮ সংখ্যক সভ্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই জন্য প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা অনুসারে নিম্নলিখিত সদস্যগণ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য হইলেন,—

২১। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার ৯৬

২২। ,, নরেন্দ্র দেব ৯১

২৩। মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ৮৮

২৪। শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ ৮৪

২৫। ,, রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর ৮২

২৬। ,, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ৮১

* ২৭। ,, যতীন্দ্রনাথ দত্ত ৬২

২৮। মৌলবী মোজাম্মেল হক কাব্যকণ্ঠ ৬০

পুনরায় এই তালিকার মধ্যে ২৭ সংখ্যক সভ্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হওয়ায় পরবর্ত্তী সদস্য শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য হইলেন।

সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নলিখিত সভ্যগণ পরিষদের শাখা-পরিষৎসমূহ হইতে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে শাখাগুলির প্রতিনিধিরূপে সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

১। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়

২। ,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী

৩। ,, ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়

৪। ,, ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

৫। ,, ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়

৬৬ (খ) নিয়মানুসারে শাখা হইতে ৬ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেন। কিন্তু উক্ত ৫ জনের অধিক নাম পাওয়া যায় নাই। এই জন্য শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের

প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয় শাখার অন্যতম প্রতিনিধি-সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য শেষ হইলে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, পরিষৎ চিরদিনই আশা করেন যে, যদিও আজ তিনি সভাপতি-পদ হইতে অবসর লইলেন, তথাপি তিনি পরিষদের সকল কাজেই নেতৃত্ব করিয়া পরিষৎকে সেবা করিবেন।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এই ধন্যবাদের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধু। সাক্ষাৎ সম্পর্কে ও পরোক্ষভাবে তিনি চিরকালই পরিষদের উপকার করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ পাল, ৫৩ বদরীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ২। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল, ৩। শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম সাহা, ৯৬, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা; প্র—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, সম—ঐ, সদ—৪। কবিরাজ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মল্লিক, ১৭ বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা; প্র—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, সম—ঐ, সদ—৫। ডাঃ শ্রীমতী বিধুমুখী বসু, ৯৩১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; প্র—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল, সম—ঐ, সদ—৬। শ্রীযুক্ত সর্ব্বগুণাকর মিত্র, ৩৫ বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা; প্রঃ—শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদার, সম—ঐ, সদ—৭। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সাধুখাঁ, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা; প্র—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সম—ঐ, সদ—৮। রায় শ্রীযুক্ত ললিতকুমার মিত্র, 'মোহন-আবাস,' ২০২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা; প্র—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সম—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ, সদ—৯। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসু, ১৫ কম্বুলিয়াটোলা লেন, কলিকাতা; ১০। শ্রীযুক্ত জীবনধন মুখোপাধ্যায়, ১৪ কম্বুলিয়াটোলা লেন, কলিকাতা; প্র—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সম—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদ—১১। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, ১৪ মোহনবাগান লেন, কলিকাতা।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন

১৬ই ভাদ্র ১৩৩২, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯২৫, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৭টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রমুখ ২১ জন সদস্যের পত্র।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-প্রমুখ ২১ জন সদস্যের লিখিত নিম্নোক্ত পত্র পাঠ করিলেন।

(ক) "যে হেতু বিগত ৩রা শ্রাবণ, ১৩৩২, তারিখের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 'বেদান্ত-রত্ন এম এ, পি, আর এস মহাশয় রুলিং দিয়া পরিষদের ১৬ সংখ্যক নিয়ম প্রয়োগে সভায় উপস্থিত পুরাতন সদস্যগণকে ছয় মাসের চাঁদা না দেওয়া প্রযুক্ত সেই সভায় সম্পাদক নির্ব্বাচনে ব্যালট দ্বারা ভোট দিতে নিবারণ করিয়া পরিষদের ৪১ (গ) সংখ্যক নিয়ম অনুযায়ী এক বৎসরের চাঁদা বাকী থাকিতে ভোট দিবার অধিকারের উপর অযথা হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, যে হেতু বিগত ছয় মাসের অধিক পূর্ব্বের সদস্যগণ যাঁহারা এক বৎসরের চাঁদা বাকী থাকিতে পরিষদের ৩১ (গ) নিয়মের আমলে ভোট দিতে অধিকারী হইলেও গত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, পি আর এস্ মহাশয় কর্তৃক রুলিং দ্বারা সভায় সম্পাদক নির্ব্বাচনে ভোট দিতে নিবারিত হওয়ায় পরিষদের ৩১ (ক) নিয়মোক্ত ব্যালট ভোটের উপস্থিত সদস্যগণের ভোট না লওয়াতে ১৩৩২ বঙ্গাব্দের জন্য পরিষদের সম্পাদক নির্ব্বাচন ব্যর্থ হইয়াছে, যেহেতু ১৩৩২ বঙ্গাব্দের জন্য যথারীতি সম্পাদক নির্ব্বাচিত না হইয়াও শ্রীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে সম্পাদকরূপে বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে, যে হেতু উপরোক্ত নিয়ম ভঙ্গে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, সেই হেতু আমরা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে এতদ্বারা অনুরোধ করিতেছি যে, পরিষদের ৫৩ সংখ্যক নিয়মের অন্তর্গত (ঘ) শাখা-নিয়মে অবিলম্বে পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিয়া তাহাতে "উল্লিখিত নিয়মভঙ্গে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অবস্থা" বিষয়ে সমবেত সদস্যগণের মত গ্রহণ করা হউক ও ১৩৩২ বঙ্গাব্দের জন্য সম্পাদক শ্রীযুত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় নিয়মানুসারে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া বিজ্ঞাপিত করা হউক।"

শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে প্রশ্ন করিলেন যে, এই অধিবেশনের পত্র সকল সদস্যের নিকট পাঠান হইয়াছে কি না? উত্তরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, এ বিষয়ে অন্য একজন সদস্য তাঁহার নিকট পত্র লিখিয়াছেন। ইহার আলোচনা পরে আসিবে।

অতঃপর সম্পাদক মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের আদেশে অত্তকার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দেশমত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ এম এ, বি এল্ প্রমুখ ২১ জন সদস্য এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব-প্রমুখ ২১ জন সদস্য অত্তকার অধিবেশন অন্যায় ও অবৈধ এবং এই অধিবেশন আহ্বানে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া যে দুইখানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেন। নিম্নে ঐ পত্রদ্বয় সন্নিবিষ্ট হইল,—

(খ) "শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রমুখ একুশ জন সদস্য স্বাক্ষর করিয়া অদ্ভুত ভাষা ও যুক্তিসম্বলিত যে পত্র দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলাম এবং কর্ত্তব্যানুরোধে পরিষদের নিয়মাবলীর ৫৩ ধারার 'খ' চিহ্নিত নিয়মানুসারে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে অতি সত্বর বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে অনুরোধ করিতেছি। কেন এই বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে হইবে, নিম্নে তাহার হেতুও নির্দ্দেশ করিলাম।—

বিগত ১৩৩২ বঙ্গাব্দে ৩রা শ্রাবণ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সম্পাদক-নির্ব্বাচনে সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় ভোট দিবার অধিকার লইয়া নিয়মের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে সভাস্থলে মীমাংসার যে মত ও আদেশ দিয়াছিলেন, তাহা তিনি পরিষদের ৬০ ধারা অনুসারে কার্য্য করিয়া কোন অবৈধ আচরণ করেন নাই। বার্ষিক অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় যথারীতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সে দিন সভাস্থলে তাঁহার নির্ব্বাচনের ফল সম্বন্ধে অথবা সভাপতি মহাশয়ের উপরোক্ত আদেশ সম্বন্ধে কেহই কোনরূপ আপত্তি করেন নাই। সভাপতির আদেশ সভ্যসমাজে সর্ব্বত্র শিরোধার্য্য। উপস্থিত-ক্ষেত্রে সভাপতির কার্য্য সমীচীনই হইয়াছিল আর সভাপতির আদেশ উক্ত বার্ষিক সভায় শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন ও তাঁহার পক্ষীয়গণ চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে বাধ্য বলিয়া মানিয়াও লইয়াছিলেন। এ বিষয়ে সভাপতির আদেশ চূড়ান্ত। কোন সভ্যসমাজেই ইহার প্রতিবাদ হয় নাই—হইতে দেওয়াও উচিত নয়। ইহা ভুল, কি ঠিক, বিচার করিতে যাওয়াও নিয়ম-বিরুদ্ধ। ইহা প্রতিবাদের জন্য সভার আহ্বান নিতান্ত অবৈধ ও গর্হিত। একান্তই যদি সভাপতির মতের সহিত মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে উহা উক্ত দিবসেই সমালোচিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু উক্ত দিবসে তাঁহার মত সভ্যসাধারণ কর্ত্তৃক সমাদরে গৃহীত হওয়ার পর অপর এক দিবস নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাঁহার সেই দিবসের আদেশের সমালোচনা অবৈধ ও ধৃষ্টতামূলক।

এই সমস্ত কারণে আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এই নিতান্ত গর্হিত কার্য্যের প্রশ্রয় না দিয়া আগামী ১৬ই ভাদ্রের বিজ্ঞাপিত বিশেষ অধিবেশন বন্ধ করিয়া অবিলম্বে আমাদের প্রার্থিত বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করুন। এই অধিবেশনে আমরা প্রস্তাব করিতে চাই—শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়প্রমুখ একুশ জন সদস্যের লিখিত অন্যায় প্রস্তাব নিতান্ত গর্হিত বলিয়া বিজ্ঞাপিত হউক এবং তাঁহাদিগকে এই অবৈধ কার্য্যের জন্য যথোপযুক্ত অসম্মানসূচক কার্য্য হইতে বিরত করা হউক।"

(গ) "যেহেতু বিগত ৩১শে শ্রাবণ ১৩৩২ তারিখের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনে পরিষদের নির্ব্বাচন-নিয়মানুসারে অধ্যাপক পণ্ডিত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় যথারীতি ১৩৩২ বঙ্গাব্দের জন্য পরিষদের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন; অতএব উক্ত নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে কোনও আপত্তিই যুক্তিযুক্ত ও কারণসঙ্গত বিবেচিত না হওয়ায় আমরা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকে এতদ্বারা অনুরোধ করিতেছি যে, পরিষদের ৫৩ সংখ্যক নিয়মের অন্তর্গত (ঘ) শাখা-নিয়মে অবিলম্বে পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিয়া তাহাতে আপত্তিকারিগণের প্রস্তাবিত বিশেষ অধিবেশনের আহ্বান নিষ্প্রয়োজন কি না, স্থির করা হউক।"

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—"আজ ৩২ বৎসর ধরিয়া আমরা সাহিত্য পরিষৎ চালাইয়া আসিতেছি। এই ৩২ বৎসরে পরিষৎ অনেক কাজ করিয়াছে; ইহার বাড়ী হইয়াছে, পুথিশালা হইয়াছে, চিত্রশালা হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি এই পরিষদের দ্বারা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দেখিতেছি, আজকাল পরিষদের কর্ত্তাদের মধ্যে কাজ করিবার ইচ্ছা কাহারও নাই। ঝগড়ার ইচ্ছা সকলেরই আছে। এই ঝগড়ার জন্য পরিষদের কাজ অগ্রসর হইতেছে না। আমরা ঝগড়া চাই না, কাজ চাই। পরিষদের এত কাজ পড়িয়া রহিয়াছে যে, ২।১ বৎসরে কেন, ১০।২০ বছরে তাহা শেষ করা যায় না। আজ ১টা নয়—তিন তিনটা requisition meeting এর পত্র আসিয়াছে। আমি এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে চাই না। যেহেতু এ ভাবে কোনই কাজ হয় না। পরিষদের মূল উদ্দেশ্য যাহাতে সিদ্ধ হয়, তাহার জন্য আপনারা কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যান। সে দিকে আপনাদের মন নাই। কেবল ঝগড়াই করিতেছেন। পরিষদের গ্রন্থশালা, পুথিশালা, চিত্রশালা প্রভৃতি এত কর্ম্মক্ষেত্র আছে—সে দিকে আপনাদের মন নাই। এই জন্য আমার বিনীত নিবেদন যে, আপনারা ঝগড়া ভুলিয়া গিয়া পরিষদের মূল উদ্দেশ্য যাহাতে সিদ্ধ হয়, সে দিকে সকলে মিলিয়া কাজ করুন। আপনারা আপনাদের এই requisition meetingএর নোটীস প্রত্যাহার করুন। সে দিন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু ruling দিলেন, আর আজ আপনারা সেই ruling এর বিরুদ্ধে requisition meeting ডাকিলেন। আবার আজ আমি একটা ruling দিলে আবার কেহ requisition meeting ডাকিবেন। এই ভাবেই ঝগড়া করার ফলে পরিষদের আয় কমিতেছে, সদস্যসংখ্যা কমিতেছে ও নানা দিকে অবস্থা খারাপ হইতেছে। এই জন্য আমার বিনীত নিবেদন, আপনারা এই requisition প্রত্যাহার করুন এবং সকলে মিলিয়া পরিষদের জন্য কাজ করুন।"

সভাপতি মহাশয়ের এই অনুরোধে requisitionকারীরা কেহই প্রত্যাহার করিলেন না।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, যেহেতু এই অধিবেশনের পত্র সাত দিন পূর্ব্বে অনেক সদস্য পান নাই, সেই হেতু অদ্যকার অধিবেশন স্থগিত রাখা হউক। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, আজ বহুসংখ্যক সদস্য উপস্থিত হইয়াছেন। পরিষদের মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলিতে এত সদস্য উপস্থিত হন না। কোন কোন সদস্য সাত দিন পূর্ব্বে পত্র না পাওয়ায় এই অধিবেশন স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য নয়। সভা স্থগিত রাখিয়া এতগুলি সদস্যকে অনর্থক চলিয়া যাইতে বলা উচিত নয়। সভাপতি মহাশয় সদস্যগণকে যে অনুরোধ করিলেন, যখন তাহাতে কেহ কর্ণপাত করিলেন না, তখন সভা চালানই উচিত।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিলেন যে, তিনি যত দূর জানেন, তাহাতে বলিতে পারেন যে, কোন সদস্যই ৭ দিনের ভিতর পত্র পান নাই।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় পত্র পান নাই।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, তিনি সভায় উপস্থিত আছেন।

শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত এম এ, বি এল্ মহাশয় প্রশ্ন করিলেন, কোন্ দিন পত্রগুলি প্রেরিত হইয়াছিল? সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, ৭ দিন পূর্ব্বে সমস্ত চিঠিই ডাকে ফেলা হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্ত্তী এম এ, বি এল্ মহাশয় বলিলেন যে,—"যেমন কোন কোন সদস্য ৭ দিন পূর্ব্বে পত্র পান নাই, তেমনি আমরা ৭ দিন পূর্ব্বে পত্র পাইয়াছি। এই জন্য সভা স্থগিত না রাখিয়া ইহার কার্য্য আরম্ভ হউক। এই সভার আলোচ্য বিষয় মধ্যে এমন কোন গবেষণার বিষয় নাই, যাহাতে ৭ দিন পূর্ব্বে পত্র না পাইলে সদস্যগণ প্রস্তুত হইয়া আসিতে অবসর পাইবেন না। অধিবেশন স্থগিত রাখিয়া, বিশৃঙ্খলার সূত্র রাখিয়া বা সদস্যগণকে কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই।"

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—"যখন আমার অনুরোধ কেহ শুনিলেন না, তখন Requisitionএর আলোচনা করিতেই হইবে। এই অধিবেশন স্থগিত রাখিবার জন্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবু যে প্রস্তাব করিলেন, সে সম্বন্ধে আপনারা ভোট দিন।"

স্থগিত রাখিবার পক্ষে দশ জন ভোট দিলেন এবং বিপক্ষে অবশিষ্ট সদস্য ভোট দেওয়ায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন ব্যারিষ্টার মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। অতএব চিরকালের জন্য ইহার আলোচনা স্থগিত রাখা হউক।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব এবং শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু বলিলেন যে, এক্ষণে শ্রীযুক্ত ইন্দু বাবুর এই প্রস্তাবের কোন ফল নাই। আগে শ্রীযুক্ত সুধীর বাবু তাঁহার প্রস্তাব উপস্থিত করুন, তাহার পর শ্রীযুক্ত ইন্দু বাবু তাঁহার সংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত ইন্দু বাবু তাঁহার পূর্ব্বপ্রস্তাব স্থগিত করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ও তাঁহার সহযোগী ২০ জন সদস্তের স্বাক্ষরিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন ব্যারিষ্টার মহাশয় তাঁহার উল্লিখিত স্থগিত প্রস্তাব শ্রীযুক্ত সুধীর বাবুর প্রস্তাবের সংশোধিত প্রস্তাবরূপে উপস্থিত করিলেন।

শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থনপূর্ব্বক ১৬শ সংখ্যক নিয়ম পাঠ করিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত সুধীর বাবু ১৬শ সংখ্যক নিয়মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, সদস্তগণকে ভোট দিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা নহে, ঐ নিয়মে তাঁহাদের ভোট দিবার অধিকারই নাই।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, নিয়মের তৎপর্য্য কি শ্রীযুক্ত কুমার বাবুর নিকটই শুনিতে হইবে ?

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু গত বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি-রূপে যে তাৎপর্য্য করিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজেই জানাইবেন।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"শ্রীযুক্ত সুধীর বাবুর প্রস্তাবের কোন হেতুবাদ আমরা পাইলাম না। তিনি যেন ধরিয়া লইয়াছেন যে, গত বার্ষিক অধিবেশনে সম্পাদক নির্ব্বাচনে নিয়ম-ভঙ্গ হইয়াছে। কিন্তু কি কারণে নিয়ম-ভঙ্গ হইয়াছে, তাহা তিনি বলেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, সভায় সভাপতির ruling মান্ত করাই নিয়ম। আজ যদি আমরা তাহার ব্যতিক্রম করি, তাহা হইলে অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হইবে। অর্থাৎ আজ যেমন আমরা সভাপতির ruling অমান্ত করিয়া এই অধিবেশন ডাকিয়াছি, তেমনি অন্তকার সভাপতির ruling অমান্ত করিয়া আবার আমরা অধিবেশন ডাকিতে পারিব,—এই ভাবেই অনাবস্থা-দোষ চিরদিনই হইতে থাকিবে। আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বাবু চিরকালের জন্ত আজিকার প্রস্তাবের আলোচনা স্থগিত রাখিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, আমি তাহাতে একমত নহি। কথাটা যখন উঠিয়াছে, তখন ইহার মীমাংসা হওয়াই ভাল।"

শ্রীযুক্ত ইন্দুবাবু বলিলেন, "এ বিষয়ে বিচার হইতেই পারে না—আমরা কোন বিচার করিবই না।"

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু গত বর্ষে সভাপতি ছিলেন এবং বার্ষিক অধিবেশনেও সভাপতি ছিলেন। তিনি সেই অধিবেশনে যে ruling দিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে আজ কৈফিয়ৎ দিবেন, ইহা কোন মতেই সঙ্গত নহে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন,—"গত বার্ষিক অধিবেশনে আমি সভাপতি ছিলাম। শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবুকে সম্পাদক নির্ব্বাচনকালে ১৬ সংখ্যক নিয়ম সম্বন্ধে যে ruling দিয়াছিলাম, শ্রীযুক্ত সুধীর বাবু-প্রমুখ ২১ জন সদস্ত ঐ ruling অসঙ্গত বলিয়া আমাকে অপরাধী করিয়াছেন। ১৬শ নিয়মের যে ব্যাখ্যা আমি করিয়াছিলাম, তাহার দ্বারা নিয়মভঙ্গ

হইয়াছে, অতএব শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবুকে সম্পাদকপদ হইতে খারিজ করিয়া শ্রীযুক্ত গণপতি বাবুকে সম্পাদক বলিয়া বিজ্ঞাপিত করা হউক—এই প্রস্তাব আজ শ্রীযুক্ত সুধীর বাবু করিয়াছেন।" ১৬শ নিয়ম পাঠ করিয়া শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"এই নিয়ম সম্বন্ধে আমি ruling দিয়াছিলাম যে, যিনি ছয় মাস পূর্ব্বে সদস্য না হইয়াছেন ও যাঁহার ছয় মাসের চাঁদা বাকী আছে, তিনি ভোট দিতে পারিবেন না। ৭০ সংখ্যক নিয়মে বিধান করা হইয়াছে যে, কোন নিয়মের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সভাপতির মীমাংসা চূড়ান্ত গণ্য হইবে। আমি এ কথা বলি না যে, আমার সিদ্ধান্তই অভ্রান্ত। ঐ ১৬ সংখ্যক নিয়মের অন্য কোন অর্থ হইতে পারে না—এরূপ বলিতে আমার সাহস হয় না। ৩৫ বৎসর আইন-ব্যবসা করিয়া দেখিয়াছি, ৪।৫ জন জজ আইনের কোন ধারার একরূপ অর্থ করিলেন—প্রিভি কাউন্সিলে তাহা উল্টাইয়া গেল। শ্রীযুক্ত সুধীর বাবু বোধ হয়, এ বিষয়ে নবব্রতী, এই জন্য দৃঢ়তার সহিত তিনি বলিয়াছেন যে, আমি নিয়মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম, তাহা নিশ্চিতই ভুল। তাঁহার পত্রে ৪২শ নিয়মের উল্লেখ আছে। ৪২শ সংখ্যক নিয়মের সঙ্গে সদস্যগণের ভোট দিবার অধিকারের কি সম্পর্ক, তাহা বুঝিলাম না। এতদ্ব্যতীত ৯৯ সংখ্যক নিয়মে বলে যে, 'পরিষদের বিশেষ বা সাধারণ মাসিক অধিবেশনে মীমাংসিত কোন নিয়ম ছয় মাস মধ্যে আলোচিত বা পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে না।' এ নিয়ম শ্রীযুক্ত সুধীর বাবু এবং তাঁহার বন্ধুগণ বোধ হয় জানিতেন না, জানিলে এই অধিবেশন আহ্বানের পত্র দিতেন না। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন মহাশয় যে বলিয়াছেন, এ বিষয়ের আলোচনা হওয়া উচিত নহে—ইহাই ঠিক। বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবু সম্পাদক স্থির হইয়াছেন—ছয় মাস মধ্যে আপনারা এ বিষয়ের কিরূপে পুনরালোচনা করিবেন? আমার ruling দেওয়ার ফলে শ্রীযুক্ত গণপতি বাবুর ভোট কমিয়া গিয়াছিল, তাঁহারা এ কথা কি করিয়া জানিলেন, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত সুধীর বাবু ও তাঁহার বন্ধুগণ পরিষদের ঐ সকল নিয়মাবলী জানিয়া শুনিয়াও কেন এই ব্যর্থ প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া পরিষদের অর্থদণ্ড ও সদস্যগণের সময় নষ্ট করিলেন? আমি শ্রীযুক্ত ইন্দু বাবুর সংশোধক প্রস্তাবের অনুমোদন করিতেছি।"

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় বলিলেন,—"শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু একটা বিষয় লক্ষ্য করেন নাই,—আমার মনে হয় নাই যে, শ্রীযুক্ত গণপতি বাবু সম্পাদক নির্ব্বাচিত হউন। নিয়মের ব্যাখ্যা ঠিক হইয়াছিল কি না, তাহাই আমার জানিবার ইচ্ছা ছিল।"

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, কোন সভায় সভাপতি কোন রুলিং দিয়া কোন প্রস্তাবের বিষয় মীমাংসা করিয়া দিলে পর তাহার বদল হয় না।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, ৯৯ সংখ্যক নিয়মে এই অধিবেশন ডাকা যখন অন্যায়, তবে সম্পাদক মহাশয় এই অধিবেশন কেন ডাকিলেন?

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিলেন,—"ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুকে আমি শ্রদ্ধা করি; তাঁহার কথার উপর আমার কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তিনি যেন আমার উপর কিছু কটাক্ষ করিয়াছেন, এই জন্যই দু'এক কথা বলিতেছি।

গত বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু ১৬শ সংখ্যক নিয়মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ৬০ সংখ্যক নিয়মের স্থলে যে ruling দিয়াছেন, তাহা অদ্যকার সভাপতি দেশপূজ্য পণ্ডিতাগ্রগণ্য পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অনুমোদন করিলে আমি কোন কথাই বলিব না। আমি অদ্যকার সভাপতি মহাশয়ের নিকট উক্ত ১৬শ সংখ্যক নিয়মের ব্যাখ্যা জানিতে ইচ্ছা করি।" এই বলিয়া তিনি নিয়ম পাঠ করেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, এ সভায় তাহার বিচার হইতে পারে না।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ. জি এস্ মহাশয় বলিলেন,—"পরিষদের কার্য্যাবলীর সহিত আমি বহু দিন হইতে পরিচিত, এবং আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয় ত অবগত আছেন যে, পরিষদে অনেক সময়ে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু ও অদ্যকার সভাপতি মহাশয়ের সহিত আমার বিশেষ মতভেদ ঘটিয়াছে। সুতরাং আমি যাহা বলিব, তাহা তাঁহাদের খাতিরে বলিব না। আমি বিস্মিত হইয়াছি যে, পরিষদের মত দেশের এত বড় অনুষ্ঠানের সম্পাদক-নির্ব্বাচন লইয়া এই requisition meeting ডাকা হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা বেশী অধঃপতন পরিষদের হইতে পারে না। আজ যদি requisition করিয়া সম্পাদক বদল করেন, তবে বিদেশীদের নিকট আপনারা মুখ দেখাইতে পারিবেন না। দেশের মুখে চুণ-কালি পড়িবে। অধিবেশনে সভাপতির ruling যাঁহারা মানিতে চাহেন না, তাঁহাদের discipline এর অভাব বিশেষভাবে রহিয়াছে—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। শ্রীযুক্ত সুধীর বাবু-প্রমুখ সদস্যগণ শ্রীযুক্ত গণপতি বাবুকে এই সভাতে সম্পাদক বলিয়া নির্ব্বাচিত করিতে চাহিতেছেন—কিন্তু সম্পাদক নির্ব্বাচন এই অধিবেশনে হইতে পারে না। প্রস্তাবকগণ ভোটে জয়লাভ করিলেও শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবুর নির্ব্বাচন বাতিল হইতে পারে, কিন্তু শ্রীযুক্ত গণপতিবাবু সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইতে পারেন না। কারণ, বৎসরের মধ্যে সম্পাদকের পদ শূন্য হইলে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি সেই পদ পূর্ণ করিবেন। সুতরাং শ্রীযুক্ত সুধীর বাবুদের প্রস্তাবে বিশেষ কোনও লাভ নাই। এই হেতু শ্রীযুক্ত সুধীর বাবু-প্রমুখ সদস্যগণকে তাঁহাদের প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিতেছি।"

শ্রীযুক্ত স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় শ্রীযুক্ত হেমবাবুর প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত সুধীর বাবুকে বলিলেন যে, তাঁহার এ বিষয়ে বলিবার অধিকার (right of reply) আছে, তিনি কিছু বলিতে ইচ্ছা করিলে বলিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত সুধীর বাবু বলিলেন যে, সভাপতির কি ক্ষমতা, তাহা তিনি জানিতে চাহেন। আইন বদল করিতে হয়, পরিষৎ করুন; কিন্তু তিনি তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিবেন না।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বাবুর সংশোধিত প্রস্তাব সম্বন্ধে ভোট লইলেন। এই প্রস্তাবের পক্ষে অধিকাংশ সদস্য ভোট দিলেন এবং বিপক্ষে ৭ জন ভোট দিলেন।

শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন মহাশয়ের প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং শ্রীযুক্ত সুধীর বাবু-প্রমুখ ২১ জন সদস্যের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ — শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সহকারী সম্পাদক। — সভাপতি।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

২০এ অগ্রহায়ণ ১৩৩২, ৬ই ডিসেম্বর ১৯২৫, রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়,—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। একজন সহকারী সভাপতি পদত্যাগ করায় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক উক্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচনের সংবাদ বিজ্ঞাপন, ৫। শোক-প্রকাশ,—(ক) স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং (খ) মহেন্দ্রনাথ রায় এম এ, বি এল, সি-আই-ই মহাশয়ের পরলোকগমনে, ৬। প্রবন্ধপাঠ—মৌলভী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম এ, বি এল মহাশয়-লিখিত "সৈয়দ আলাওলের গ্রন্থাবলীর কাল-নির্ণয়" নামক প্রবন্ধ, এবং ৭। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে বিগত বার্ষিক অধিবেশনের এবং পঞ্চম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণের নাম পাঠ করিলেন এবং যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পরে সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে ইঁহারা পরিষদের সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত উপহৃত পুস্তক এবং উপহারদাতৃগণের নাম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় পাঠ করিলে সভাপতি মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে ঐ সমস্ত উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

৪। সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, বিগত বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পরিষদের সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উক্ত পদ পরিত্যাগ করায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়াছেন।

৫। শোক-প্রকাশ—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন,—"স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিবার জন্য সাহিত্য-পরিষৎ একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিবেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে আজ আর আমরা বিশেষ কিছু আলোচনা করিব না। কিন্তু অদ্যকার কার্য্য-তালিকায় যখন তাঁহার সম্বন্ধে শোক প্রকাশের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তখন আমার মনে হয়, স্বর্গীয় মহাত্মার সম্বন্ধে আজ আমাদের

একটি শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত। স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের বিষয় আপনারা সকলেই জানেন। আমি আজ নূতন করিয়া তাঁহার বিষয় আর কি বলিব? সেই দেশমান্য নেতার পরলোকগমনে আমরা সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত। আসুন, আজ আমরা সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি।" উপস্থিত সদস্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

(খ) মহেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, বি এল্, সি আই ই। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর ইহাঁর সম্বন্ধে বলিলেন যে, মহেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, বি এল, সি আই ই মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং কর্ম্মজীবনে ইহার সকল দিকে তিনি যোগ্যতার সহিত কাজ করিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন উকীল ছিলেন। এইরূপ ব্যক্তির পরলোকগমনে আমরা যার-পর-নাই দুঃখিত। আজ আমরা এখানে সমবেত হইয়া তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিতেছি এবং আমি প্রস্তাব করি যে, আমাদের এই শোক-প্রস্তাব সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।" সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

৬। প্রবন্ধ-পাঠ,—মৌলভী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় "সৈয়দ আলাওলের গ্রন্থাবলীর কাল নির্ণয়" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

মূল প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়, উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের লিখিত মন্তব্য পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশয় মূল প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের লিখিত মন্তব্য পাঠ করেন।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—"মৌলভী শহীদুল্লাহ্ সাহেবের প্রবন্ধটি ছোট হইলেও তাঁহার প্রবন্ধের আলোচনায় দুইজন প্রত্নতাত্ত্বিকের নিকট হইতে আমরা অনেক কথা শুনিতে পাইলাম। গফুর সাহেবের আলোচনাটি অতীব সুন্দর হইয়াছে এবং শহীদুল্লাহ্ সাহেব যে সকল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আভাস মাত্র দিয়াছেন, তিনি সেই সকল বিষয়ের অতি বিস্তৃত সারবান্ আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বাবুর গবেষণাও গভীর। তাঁহার আলোচনাটিও খুব সুন্দর হইয়াছে। এ জন্য ইহাঁদের ধন্যবাদ না দিলেও শহীদুল্লাহ্ সাহেবকে ধন্যবাদ দিতে হয়। কেন না, তাঁর জন্যই আমরা আজ ইহাঁদের সারবান্ আলোচনা শুনিতে পাইলাম। "মগের মুল্লুক" কথাটি আমাদের দেশে বিখ্যাত—লুঠপাট, ডাকাতি, স্ত্রীলোক-হরণ প্রভৃতি এই সময়কার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। সেই মগদের রাজত্বের সময়েও যে এরূপ একজন কবি এরূপ একখানি চমৎকার কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা।" তৎপরে ফতেহাবাদের স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক এবং আলোচনাকারিদ্বয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের ঋণ পরিশোধের জন্ম নিম্নলিখিত মহোদয়গণ নিম্নোক্ত টাকা দানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছেন,—

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় ... ৫০০৲
শ্রীযুক্ত শরৎকুমার চক্রবর্ত্তী ব্যারিষ্টার ... ৫০০৲
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ১০০৲

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, ১০।১৪ বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা, ২। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী, ঐ, ৩। শ্রীযুক্ত চুণীলাল কুশারী, ১০।১৩ বেলেঘাটা মেন রোড, ৪। শ্রীযুক্ত হীরালাল কুশারী, ঐ, ৫। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ, ১২ বেলেঘাটা মেন রোড, ৬। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, ঐ, ৭। শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী মল্লিক চৌধুরী, ১০২এ বেলেঘাটা মেন রোড, ৮। শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মল্লিক চৌধুরী, ঐ, ৯। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষ, ৮ গড়পার রোড, ১০। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার, ৬৯ বেলেঘাটা মেন রোড, ১১। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার, ঐ, ১২। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ, ১৩। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার বসু এম আর এ এস, ৫২ তালপুকুর রোড, বেলেঘাটা, ১৪। শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্র, ৪৩ ষষ্ঠীতলা রোড, নারিকেলডাঙ্গা; প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—১৫। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সরকার এম এ, ২।১এ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১৬। শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী, ঐ; প্র—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, সমর্থক—ঐ, সদ—১৭। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় বি এ, ২৬।৯।১এ হারিসন রোড; প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদ—১৮। কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত, ১১।১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট; প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদ ১৯। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বসু মল্লিক, ৩ কালীপ্রসাদ দত্ত ষ্ট্রীট; প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদ—২০। শ্রীযুক্ত নারায়ণপ্রসাদ্ ঘোষ, ৪৭ বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদ—২১। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জেন্দ্রনাথ

দেব বি এ, ৬৭ বীডন ষ্ট্রীট ; প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ; সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদ—২২। নেতাঃ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ নাগ বি এ, ১২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, ২৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দে এম এ, বি এল, ৩১ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ২৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার এম এ, স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ, কলিকাতা, ২৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ, স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ, কলিকাতা, ২৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার এম এ, স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ, কলিকাতা, ২৭। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গুরুদাস ভড় এম এ, ঐ, ২৮। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মণ্ডল এম এ, ঐ, ; ২৯। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র দত্ত এম্ এ, স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ, কলিকাতা, ৩০। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন এম এ, ঐ, ৩১। ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন বসু এম এ, পি-এইচ ডি, সায়েন্স কলেজ, ৯২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ; প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, সদ—৩২। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম এ, ২১০।৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; প্র—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, সম—ঐ, সদ—৩৩। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস বি এ, ৮২ হার্ডিঞ্জ হোষ্টেল, কলিকাতা, ৩৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যকৃষ্ণ সেন বি এ, ঐ ; প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদ—৩৫। শ্রীযুক্ত রতনমোহন চট্টোপাধ্যায়, ১৭০।২ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, ৩৬। ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়, ৩৮এ কালীঘাট রোড, ৩৭। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মজুমদার, ২বি কার্ত্তিক বসু লেন, ৩৮। শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র মজুমদার, ঐ ; প্র—শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, সমর্থক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, সদ—৩৯। শ্রীযুক্ত কালীনাথ চক্রবর্ত্তী, ১০।১।১ বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা, ৪০। শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার ভট্টাচার্য্য, ১০।১ বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা, ৪১। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ১০।১।১ ঐ, ৪২। শ্রীযুক্ত সৃষ্টিধর চক্রবর্ত্তী, ১০।২ ঐ, ৪৩। শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র ঘোষ, ১০।১।১ ঐ, ৪৪। শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষাল, ঐ, ৪৫। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মিত্র, ঐ, ৪৬। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার মল্লিক চৌধুরী, ১০২এ ঐ, ৪৭। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক চৌধুরী, ঐ, ৪৮। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, ১০।১।১ বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা, ৪৯। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার বর্ম্মা, ঐ, ৫০। শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ রায়, ১০।১ ঐ, ৫১। শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত রায়, ঐ, ৫২। শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ রায়, ঐ, ৫৩। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দাস, ৯০।১৪ ঐ, ৫৪। শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল ভট্টাচার্য্য, ঐ ; প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমর্থক —ঐ, সদ—৫৫। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার বসু, "স্বাস্থ্য-সমাচার" কার্য্যালয়, ৪৫ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ৫৬। শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ ঘোষাল, বি এ ; প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—ঐ, সদ—৫৭। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী সিংহ, ১৭ কম্বুলিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ; প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, সমর্থক—ঐ, সদ—৫৮। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ, ২৭ গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র

বসু, সমর্থক—ঐ, সদ—৫৯। শ্রীযুক্ত ইউ সেন গুপ্ত, বার-য়্যাট্-ল, ৭৫ নিউ পার্ক ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, কলিকাতা; প্র-শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—ঐ, সদ-৬০। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস এম এ, ডেপুটী একাউন্টাণ্ট জেনারেল, বেঙ্গল, ১২এ শিবশঙ্কর মল্লিক লেন, কলিকাতা, ৬১। শ্রীযুক্ত হরিদাস দে, হেড্ কম্পাইলার, পি ডব্লিউ সেক্রেটারিয়েট, ইউ পি গবর্মেণ্ট, ৪৩এ ক্যাণ্টনমেণ্ট রোড, লক্ষ্নৌ; প্র—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, সম—ঐ, সদ—৬২। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দাস বি এল, সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, ত্রিপুরা-শাখা, কুমিল্লা, ৬৩। প্র—শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস বি এল, সম—ঐ, সদ শ্রীযুক্ত নিত্যচরণ মণ্ডল, ১৯ করপোরেশন ষ্ট্রীট, প্র—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সম—ঐ, সদ—৬৪। শ্রীযুক্ত মণিভূষণ ভট্টাচার্য্য এম এ, ৩০ বাঁশাপুকুর লেন, কলিকাতা; প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, সম—ঐ, সদ—৬৫। শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ গুপ্ত, ৬১ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ৬৬। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ পাইন, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, বজেট সেক্শন, একাউণ্টাণ্ট জেনারেল, বেঙ্গল; প্র—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, সদ—৬৭। শ্রীযুক্ত বিনোদলাল ঘোষ এম এ, বি এল্, ৬৮। শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার রায় এম এ, বি এল, নৈহাটী, ২৪ পরগণা, ৬৯। শ্রীযুক্ত ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, পি-এইচ ডি, ৩৮ গৌরমোহন মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট; প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র বিশারদ, সমর্থক—ঐ, সদ—৭০। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩ শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা। ৭১। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, ৭২। শ্রীযুক্ত গদাধর মল্লিক, ৪ শিকদারপাড়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ৭৩। শ্রীযুক্ত অরুণপ্রকাশ বড়াল, ৯ শিকদারপাড়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ৭৪। শ্রীযুক্ত বামাচরণ দত্ত, ৭ শিকদারপাড়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ৭৫। ডাঃ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসু এম বি, ১ পটারি রোড, ইটালী, ৭৬। শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ঘটক, ১৫১বি রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ৭৭। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘটক, ২৩ যদুনাথ মিত্র লেন, কলিকাতা, ৭৮। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র হালদার, ২৭এ হরমোহন ঘোষ লেন, বেলেঘাটা, কলিকাতা, ৭৯। শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার বসু, ৫২ তালপুকুর রোড, বেলেঘাটা, কলিকাতা, ৮০। শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু, ঐ, ৮১। শ্রীযুক্ত গুরুব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য বি এ, ২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ৮২। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ, ১৫।এ বলরাম বসুর ১ম লেন, কলিকাতা; প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন চট্টোপাধ্যায় এম এ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদ—৮৩। শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় বি এল্, বার-য়্যাট-ল, ৩৩ ম্যাক্লিয়ড ষ্ট্রীট, কলিকাতা; প্র—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সম—ঐ, সদ—৮৪। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য বি এল, ২৬ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ৮৫। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এস্-সি, ৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা, ৮৬। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, ৬৯ বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা, ৮৭। শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ চৌধুরী, ঐ, ৮৮। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র, ঐ, ৮৯। শ্রীযুক্ত মণিমোহন মিশ্র, ঐ, ৯০। শ্রীযুক্ত আভাসচন্দ্র মিত্র, ঈশান-লজ, হালিসহর, ২৪

পঃ, ৯১। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র, ঐ; প্র—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সদ—ঐ, ৯২। শ্রীমতী সরোজবকুমারী গুপ্তা. সম্পাদক—'শ্রমিক', ডক্টর লেন, তালতলা, কলিকাতা, ৯৩। শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার, ২বি কার্ত্তিক বসুর লেন, কলিকাতা, প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, সদ—৯৪। ডাঃ শ্রীযুক্ত ডি এন চক্রবর্ত্তী এম এ, পি-এইচ ডি, রিপণ কলেজের অধ্যাপক, বারাকপুর, ই বি আর, ৯৫। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩ রণজিৎ প্লেস, ছাতলক্ স্কোয়ার, দিল্লী, ৯৬। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ১২ মুন্সীবাজার রোড, বেলেঘাটা, কলিকাতা, ৯৭। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এস্‌সি, ১২ মুন্সীবাজার রোড, বেলেঘাটা, কলিকাতা, ৯৮। শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন দত্ত, ১৬ মুন্সীবাজার রোড, বেলেঘাটা, কলিকাতা, ৯৯। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার দত্ত, ১৬ মুন্সীবাজার রোড, বেলেঘাটা, কলিকাতা, ১০০। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪ মুন্সীবাজার রোড, বেলেঘাটা, কলিকাতা, ১০১। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪ মুন্সীবাজার রোড, বেলেঘাটা, কলিকাতা। ১০২। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০৩। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষ, ১০৩ বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা, ১০৪। শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সরকার, ৩৭-১ চাউলপটী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, ১০৫। শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসু, ১০৫ বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা, ১০৬। শ্রীযুক্ত দীননাথ বসু, ঐ, ১০৭। শ্রীযুক্ত তারকনাথ বসু, ঐ, ১০৮। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বসু, ঐ, ১০৯। শ্রীযুক্ত কমলেশচন্দ্র সিংহ, ঐ, ১১০। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু, ২৭-৯ বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা, ১১১। শ্রীযুক্ত সীতানাথ বসু, ঐ, ১১২। শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু, ঐ, ১১৩। শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু, ঐ, ১১৪। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ বসু, ঐ, ১১৫। শ্রীযুক্ত ফণীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩ মুন্সীবাজার রোড, বেলেঘাটা, কলিকাতা; প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, সমর্থক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, সদ—১১৬। শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ সেন এম এ, বি এল, ২০ডি-বি রাখালঘোষ লেন, বেলেঘাটা, ১১৭। শ্রীযুক্ত অম্বুজকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল, ২৮ হরমোহন ঘোষ লেন, চড়কডাঙ্গা, কলিকাতা, ১১৮। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ হালদার বি এ, ২৭-এ ঐ, ১১৯। শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩ সুরা ফার্ষ্ট লেন, বেলেঘাটা, কলিকাতা, ১২০। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ৭০-১-১ বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা, ১২১। কবিরাজ শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র সেন, ১৩ বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা; প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদ—১২২। শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র সান্যাল, 'প্রবাসী' কার্য্যালয়, ৯১ আপার সার্কুলার রোড, ১২৩। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, ঐ, ১২৪। শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ চৌধুরী, ৫৩এ, বলদেওপাড়া রোড, কলিকাতা, ১২৫। শ্রীযুক্ত নীরদবিহারী সেন, ১৬-এক্ চোরবাগান সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা; প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভড়, সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদ—১২৬। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য বি এ,

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, বেঙ্গল সেক্‌শন, চীফ অডিটার্স অফিস, ই বি আর, ১২৭। শ্রীযুক্ত সুধাংশু-শেখর মিত্র, ৫৫ মদনমিত্র লেন, বৌবাজার, কলিকাতা; প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায়, সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদ—১২৮। শ্রীযুক্ত রেভারেণ্ড ফাদার এ ডস্টেইন, ৩ নং ৩ বৈঠকখানা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১২৯। শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন চক্রবর্তী, ৮১ জয়নারায়ণবাবু ও ... লেন, হাওড়া; প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদ—১৩০। শ্রীযুক্ত অরবিন্দনাথ রায় বি এল, গাঁতকীয়া, ১৩১। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বসু, জমিদার, সৈদপুর, টাকী, ২৪ পরগণা; প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, সদ—১৩২। শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম এ, ৫৭।৪ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা; প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল, সদ—১৩৩। শ্রীযুক্ত বিজয়বল্লভ দাস, ২১ মুচীপাড়া লেন, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট পোঃ, কলিকাতা, ১৩৪। শ্রীযুক্ত ধনেশচন্দ্র বসু বি এ, ৪৪ শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা; প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন দাসঘোষ, সমর্থক—ঐ, সদ—১৩৫। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনারায়ণ দেব, ক্রাউন ফার্ম্মেসী, ৩১।২সি রসারোড (নর্থ), ভবানীপুর, কলিকাতা; প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—ঐ, সদ—১৩৬। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন, ১১।১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; প্রস্তাবক—ঐ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত মণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সদ—১৩৭। শ্রীযুক্ত মহীন্দ্রকুমার বসু, 'বঙ্গবাণী'র স্বত্বাধিকারী, ৬ ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot,—উপহৃত পুস্তক,—(১) Annual Report on the Police Administration of the Town of Calcutta and its Suburbs, for the year 1924. (২) Resolution Reviewing the Reports on the Working of the District Boards in Bengal during the year 1923-24, (৩) Annual Report on the Administration of Jails of the Bengal Presidency, 1924, (৪) Annual Administration Report of the Department of Industries, Bengal, for the year 1924, (৫) Report on the Police Administration in the Bengal Presidency for the year 1924, (৬) Council Proceedings, Official Report, Bengal Legislative Council, Eighteenth Session, 1925; The Secretary, Smithsonian Institution,—(৭) Provisional Solar-constant values, August, 1920 to November, 1924,

(৮) Explorations and Field-work of the Smithsonian Institution in 1924, (৯) Cambrian Geology and Paleontology, V. (No. 3. Cambrian and Ozarkian Trilobites), (১০) Solar Variation and Forecasting, (১১) Solar Radiation and Weather or Forecasting Weather from Observations of the Sun, (১২) Solar Radiation and Weekly Weather Forecast of the Argentine Meteorological Service, (১৩) Annual Report of the Smithsonian Institution for 1923, (১৪) An Introduction to the Morphology and Classification of the Foraminifera; The Registrar, Calcutta University,—(১৫) Report on the Student Welfare Scheme for the year 1924; মৌলবী শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ,—(১৬) The Three Musketeers (Alexander Dumas); The Manager, Govt. of India, Central Publication Branch,—(১৭) Statistical Abstract for British India from 1914-15 to 1923-24 (3rd issue), (১৮) Twenty-sixth Annual Report of the Chief Inspector of Explosives in India, (১৯) Memoirs of the Geological Survey of India, Vol. L, part 1, (২০) Records of the Geological Survey of India, Vol. LVIII, part 3, 1925, (২১) Memoirs of the Archaeological Survey of India, No. 15, (The Drawing of Geometric Patterns in Saracenic Art), (২২) Do. No. 20, (The Origin and Cult of Tara), (২৩) Do. No. 27, (Pageant of King Mindon); The Supdt. Naval Observatory, Washington,—(২৪) Astronomical Papers prepared for the use of the American Ephemeries and Nautical Almanac, Vol. X., part 1, (২৫) The American Ephimeries and Nautical Almanac for the year 1927; শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত,—(২৬) The Ruins of Muhammadpur; The Curator, Govt. of Burma Museum, Rangoon,—(২৭) Report of the Archaeological Survey, Burma, for the year ending 31st. March, 1925, The Chairman, Sri Shivaji Literary Memorial Committee, Bombay-(২৮) The Life of Shivaji Maharaj; শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ ডি—(২৯) The Foundations of Indian Poetry, (৩০) Padmapurana and Kalidasa (সংস্কৃত); The Royal Siamese Consulate General, Calcutta—(৩১) A Complete set of Jatakatthakatha in 10 Volumes, (৩২) Milindapanha; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, এটর্ণি,—(৩৩) Mental Efficiency, (৩৪) In Highland Harbours with Para Handy, ss. Vital Spark, (৩৫) Signs of the Times and Characteristics

Thomas Carlyle), (৩৬) Light of Truth or An English Translation of the Satyartha Prakash, (৩৭) Ancient Tales and Folk-lore of Japan, (৩৮) An Injured Queen, Caroline of Brunswick, Vol. I, (৩৯) Do. Vol. II, (৪০) The Philosophy of Rabindra Nath Tagore, (৪১) Akbar, (৪২) British Administration in India ; শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত,—(৪২) The Sacred Books of the Hindus, Vol. XIX. Devata ; The Asstt. Secretary to the Govt. of India, Dept. of Education,—(৪৩) A Hand-book to the Records of the Govt. of India in the Imperial Record Department, 1748 to 1859 ; শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কেশবপ্রসাদ মিশ্র ও শ্রীযুক্ত রামনাথ সিং—(৪৪) The Hindu Electrical Glossary (হিন্দী বৈদ্যুত শব্দাবলী) ; শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—(৪৫) The Manual of Soap and Allied Industries or Soaps, Sodas, Candles and Glycerine.

—o—

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

২৬এ অগ্রহায়ণ ১৩৩২, ১২ই ডিসেম্বর ১৯২৫, শনিবার, সন্ধ্যা ৬৷৷০টা

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়,—অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন ডি এস্‌সি (লণ্ডন) মহাশয়ের ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে "ভারতে কাচ" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

পরিষদের সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন এবং কাচ, বাঙ্গালা দেশের একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় মূল্যবান্ জিনিষ ও বর্ত্তমানে এই জন্য ইহার আলোচনা শিল্পের উন্নতির দিক্ হইতে নিতান্ত আবশ্যক, এই সম্বন্ধে কিছু বলিয়া, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন ডি এস্‌সি মহাশয়কে তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন ডি এস্‌সি মহাশয় "ভারতে কাচ" নামক তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন এবং ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে চিত্র প্রদর্শন করিয়া প্রবন্ধোক্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা করিলেন। অতঃপর বক্তাকে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

২৭এ অগ্রহায়ণ ১৩৩২, ১৩ই ডিসেম্বর ১৯২৫, রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শোক-প্রকাশ,—(ক) অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায় এম্ এ, (খ) রায় রাধিকামোহন লাহিড়ী বাহাদুর, (গ) জীবনধন চক্রবর্ত্তী, (ঘ) কালীচরণ মিত্র, (ঙ) গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মন্ এবং (চ) রায় বাহাদুর ললিতমোহন সিংহ রায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ,—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়-লিখিত 'অগ্নি-মূর্ত্তি' সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবন্ধ, [প্রবন্ধপাঠক মহাশয় ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে প্রবন্ধের বিষয় ব্যাখ্যা করিবেন], এবং ৬। বিবিধ।

সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ প্রস্তুত না থাকায় উহার পাঠ স্থগিত রহিল।

২। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণের নাম পাঠ করিলে যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহারা পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত উপহৃত পুস্তক ও উপহারদাতৃগণের নাম, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় পাঠ করিলে পরিষদের পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয় তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

৪। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, এই অল্প কিছু দিনের মধ্যে আমরা ৫।৬ জন হিতৈষী সদস্যকে হারাইয়াছি। ইঁহাদের মধ্যে ২।১ জন আমাদের বিশেষ বন্ধু। ইঁহাদের পরলোকগমনে বাঙ্গালা দেশের ও বঙ্গসাহিত্যের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। প্রথম—বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায় এম্ এ। ইনি গণিতশাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। পাণ্ডিত্যে ইঁহার স্থান অতি উচ্চে হইলেও ইনি ব্যায়ামে, বিশেষতঃ ক্রিকেট খেলার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। কলেজে শত শত ছাত্র ইঁহার নিকট বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছে। ইঁহার পরলোকগমনে শিক্ষা সম্বন্ধে এবং ছাত্রদের মধ্যে ব্যায়াম ও ক্রীড়া সম্বন্ধে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। দ্বিতীয়—রায় রাধিকামোহন লাহিড়ী বাহাদুর। ইনি অতি কৃতিত্বের সহিত আমাদের সরকারী কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া স্বীয় জন্মভূমিতে অবসরজীবন যাপন করিতেছিলেন। কিন্তু ইনি সেখানেও জনহিতকর নানাবিধ কার্য্যে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া দেশের ও দশের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। ইনি অতি দক্ষতার সহিত বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটীর সম্পাদকতা এবং অন্যান্য নানাবিধ লোকহিতকর কার্য্য করিয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুতে দেশের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

৩য়—জীবনধন চক্রবর্ত্তী, ৪র্থ—কালীচরণ মিত্র, ৫ম—গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মন্—ইঁহারা তিন জনেই পরিষদের হিতৈষী সদস্য ছিলেন এবং পরিষৎকে বহু বিষয়ে ইঁহারা সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদের পরলোকগমনে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ৬ষ্ঠ—রায় বাহাদুর ললিতমোহন সিংহ রায়। ইনি আমাদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং বোধ হয়, আপনাদের মধ্যেও ইনি অনেকের পরিচিত। ইনি অত্যন্ত অমায়িক এবং উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। ৭ম—শরচ্চন্দ্র রায়। ইনি পরিষদের সদস্য ছিলেন না। কিন্তু সদস্য না হইলেও ইনি একজন বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী ছিলেন। সেই জন্য ইঁহার পরলোকগমনে আমাদের শোক প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। ইনি "হিন্দু পেট্রিয়টের" সম্পাদক এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই সকল ব্যক্তিগণের মৃত্যুতে আমরা পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করিতেছি। আমাদের এই শোক-প্রস্তাব ইঁহাদের পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হইবে। উপস্থিত সদস্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া এই শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

৫। তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "অগ্নি-মূর্ত্তি" সম্বন্ধে তাঁহার দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠ করিলেন এবং ম্যাজিক ল্যান্টার্ণের সাহায্যে প্রবন্ধোক্ত মূর্ত্তি সকলের পরিচয় প্রদান করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের 'পর কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম এ মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে অনেক বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রবন্ধটিও অতি সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু আমার মনে হয়, বেদের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী সময় পর্য্যন্ত অগ্নি সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধে যে সকল বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, সেইগুলির পর পর সময় নির্ণয় করিয়া পারম্পর্য্যক্রমে উল্লেখ করিলে আরও ভাল হইত।

এই সময় এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিলেন যে, অগ্নির মূর্ত্তি কিরূপে উদ্ভূত হইল ?

উত্তরে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—"মূর্ত্তিতত্ত্ববিষয়ক এই সকল তারিখের পারম্পর্য্য নির্ণয় করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ইহা স্থির করিতে পারেন নাই ; আমিও সে দিক্ দিয়া কোন চেষ্টা করি নাই। যদিও মহাভারত, হেমাদ্রি প্রভৃতির তারিখ একরূপ নির্ণীত হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক এবং অন্যান্য এমন সব গ্রন্থ আছে, যাহার তারিখ এ পর্য্যন্ত মোটেই নির্ণীত হয় নাই। পণ্ডিতেরা বলেন যে, বেদের ব্রাহ্মণভাগ আগে এবং আরণ্যকভাগ পরে রচিত হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণের মধ্যে আরণ্যকের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে, ব্রাহ্মণের পূর্ব্বেও আরণ্যকের অস্তিত্ব ছিল। সেই জন্য এই সকল বিষয়ের সময় নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। তবে আমি এ বিষয়ে যতদূর সাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করিব না। মূর্ত্তি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, ব্যক্তিবিশেষের ধ্যান বা ভাব হইতেই মূর্ত্তি উৎপন্ন হইয়াছে। যিনি যে ভাবে আবিষ্ট হইয়া দেবতার দর্শন লাভ করেন, তাঁহার সেই ভাব হইতেই বাহিরে মূর্ত্তি বিরচিত হইয়াছে।"

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—"সর্ব্বপ্রথমে আমি পরিষদের পক্ষ হইতে অদ্যকার এই প্রবন্ধ পাঠের জন্য শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবুকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তাঁহার এই প্রবন্ধটি যে অতীব পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ, ইহা আমি না বলিলেও আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের স্বদেশীয় গ্রন্থের যেখানে যাহা কিছু অগ্নি সম্বন্ধীয় সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে, তিনি সেই সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে আজ শুনাইয়াছেন। এবং মিশর, ইরাণ প্রভৃতি বিদেশের নানা গ্রন্থ আলোচনা করিয়া সেই সকল গ্রন্থে অগ্নি সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তাহাও আমাদিগকে জানাইয়াছেন। কোন্ জাতি প্রথমে জগতে অগ্নি আবিষ্কার করে, এ সম্বন্ধে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন মত। তবে এ কথা ঠিক যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ অগ্নির উপাসনা করিয়া আসিতেছেন এবং পারসিকেরাও পবিত্র জ্ঞানে বহুকাল যাবৎ অগ্নি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের সেই পবিত্র অগ্নি এখনও তাঁহাদের মন্দিরে সংরক্ষিত আছে। ইতিহাসের সেই অতীত যুগে যখন অগ্নি আবিষ্কৃত হয় নাই, মানুষ তখন খাদ্য, মাংস প্রভৃতি কাঁচাই ব্যবহার করিত। পরে অগ্নি আবিষ্কৃত হইলে রন্ধন-প্রথার সৃষ্টি হয়। যাহা হউক, অগ্নির যে সকল মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে কোন্ মূর্ত্তি প্রথম এবং পরবর্ত্তী কালে কিরূপ ভাবে পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া বিভিন্ন মূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়াছে, ইহার ক্রমপর্য্যায় দিতে পারিলে খুব ভাল হয়। এ বিষয়ে আমি কুমার বাহাদুরের সহিত একমত। যাহা হউক, অদ্যকার এই প্রবন্ধটি বঙ্গভাষার একটী সম্পদ্‌রূপে পরিগণিত হইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল, সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, সদস্য—শ্রীযুক্ত যুগলচন্দ্র দে, লক্ষ্মীগঞ্জ, চন্দননগর, ২। শ্রীযুক্ত যুগলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বোড়, কুণ্ডুরঘাট, চন্দননগর, ৩। শ্রীযুক্ত ডাঃ আশুতোষ দাস এম বি, ঐ; প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, সম—ঐ, সদ—৪। শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ সেন এম এ, অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; প্র—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সম—ঐ, সদ—৫। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ নন্দী, ২৩ শান্তিরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা,—শ্রীযুক্ত নবীলাল ভট্টাচার্য্য, উপহৃত পুস্তক—(১) নারীর অধিকার; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার—(২) ব্রহ্ম-দর্শন; শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—(৩) টুকটুকে রামায়ণ; শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু—(৪) পল্লীকাহিনী; শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস ঘোষ—(৫) ব্রহ্ম-বোধিকা; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ—(৬) জৈব-ধর্ম্ম, (৭) বিষ্ণুশর্ম্মার গল্প, (৮) অন্তরের কথা, (৯) করাচীর বিচার, (১০) কৈশর, (১১) Yatindra-Mata-Dipika or the Light of the School of Sri Ramanuja, (১২) Soul! The Soul World: The Homes of the Dead, (১৩) Sankara the Sublime, (১৪) Life of Sri Aurovinda Ghosh, (১৫) Balzac's Rare Short Stories, (১৬) Old Father Goriot (Balzác), (১৭) The Jest Book.

——o——

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

৫ই পৌষ ১৩৩২, ২০এ ডিসেম্বর ১৯২৫, রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায়চৌধুরী বি এ মহাশয়-লিখিত "তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয় ও জীবককুমারভৃত্য" নামক প্রবন্ধ, এবং ৫। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় গত তিনটি অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার পর পরিষদের সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, প্রস্তাবিত সদস্য—১। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে, ২৭।১ বীডন রো, কলিকাতা;

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদার বি এল, সমর্থক—ঐ, প্রস্তাবিত সদস্য—২। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বারিক, ১৪১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত উপহৃত পুস্তক এবং উপহারদাতৃগণের নাম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় পাঠ করিলে, পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন যে, সংপ্রতি আমাদের একজন প্রধান সাহিত্যিক, কবি ও দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি—রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল বাহাদুর অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি খুব প্রতিষ্ঠার সহিত ছোট আদালতে পঞ্চম জজের কার্য্য করিয়া কিছুদিন হইল অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি আমাদের নাট্যসম্রাট্ রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের ৩য় পুত্র। অনেক কবিতা ইনি লিখিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে কয়েকখানি বইও ইহাঁর আছে। ইহা ছাড়া সাহিত্য-চর্চ্চায়ও ইনি বিখ্যাত ছিলেন। ইহাঁর স্বভাব অতিশয় অমায়িক এবং সামাজিক হিসাবে অতি উচ্চ দরের লোক ছিলেন। কিন্তু কি রকম মনের এক বিষম বিকার উপস্থিত হইল—গায়ে স্পিরিট মাখিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়া ইনি আত্মহত্যা করিয়াছেন। উন্মাদ রোগ অনেক রকম আছে, তন্মধ্যে এক রকম উন্মাদ রোগ আছে, তাহাতে কেবলই আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা হয়। আমার মনে হয় যে, এই রোগে ইনি আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি পরিষদের পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুতে আমরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। আজ পরিষৎ এই সভায় তজ্জন্য শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছে। উপস্থিত সকলে দণ্ডায়মান হইয়া শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

৪। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায়চৌধুরী বি এ মহাশয় তাঁহার লিখিত "তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয় ও জীবককুমারভৃত্য" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—"শ্রীযুক্ত হিরণ বাবুর প্রবন্ধে অনেক নূতন জিনিষ আছে। ১ম—তাঁর ভাষা সুললিত—সুললিত মানে সংস্কৃতবহুল। অনেকে এ ভাষা পছন্দ না করিলেও ইহা সুললিত ও শ্রুতি-সুখকর। ২য়—প্রবন্ধের বিষয়—তক্ষশিলায় কিরূপে শিক্ষা দেওয়া হইত। ৩য়—জীবককুমারভৃত্য। তিনি এ বিষয়ে পালি-সাহিত্যে যা পেয়েছেন, তা দিয়াছেন। তক্ষশিলা একটা পাহাড়। রাজা জন্মেজয় যখন সর্পযজ্ঞ করিবেন, তখন তিনি শুনিতে পাইলেন যে, তক্ষশিলায় প্রচুর ধন লুকান রহিয়াছে। এমন কি, তাঁর যজ্ঞের সকল ব্যয় সেই ধন হইতেই নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। তাই শুনিয়া তিনি সভা সমেত তক্ষশিলায় গিয়া যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞের সময় সব প্রথম মহাভারত পাঠ হয় এবং তিনি সেই যজ্ঞে যত টাকা দক্ষিণা দেন, মহাভারত পাঠককেও তত টাকা দক্ষিণা দিয়াছিলেন। এ কথা আমাদের দেশের কোন মহাভারতে না থাকিলেও দাক্ষিণাত্যের মহাভারতে আছে। সুতরাং তক্ষশিলা আমাদের মস্ত গৌরবের জিনিষ।

"তক্ষশিলার অবস্থা খারাপ হয় কেন জানেন? পারসিয়ানরা যখন তক্ষশিলা দখল করে, তখন সেখানকার পণ্ডিতেরা পাটলিপুত্রে পালিয়ে আসেন। তন্মধ্যে তিনজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন—বর্ষ, উপবর্ষ ও পাণিনি। ইঁহাদের মধ্যে বর্ষ হইতেছেন পাণিনির গুরু। কেবল ইঁহারাই নহেন—ক্রমে ক্রমে তক্ষশিলার যত পণ্ডিত, সকলেই পাটলিপুত্রে চলিয়া আসেন এবং পাটলিপুত্রের রাজা তাঁহাদিগকে পুরস্কার দিয়া সেখানে রাখিয়া দেন। এইরূপে ক্রমে তক্ষশিলার গৌরব পাটলিপুত্র গ্রহণ করে। ও দিকে তক্ষশিলা ক্রমে অনেক রাজার হাতে যায়। অনেক রাজার হাতে যাওয়া মানেই বিপ্লব। বিপ্লবের সময় লেখাপড়ার চর্চ্চা হইতে পারে না। এদিকে পাটলিপুত্র নালন্দার পূর্ব্বে লেখাপড়ার একটা বড় জায়গা হইয়া পড়ে। তক্ষশিলায় কিরূপ প্রণালীতে লেখাপড়া হইত, প্রবন্ধকার তা বলেছেন।

"আজকালকার লোকে কবিতার আদর করিতে জানে না। কবিরও সে রকম আদর করে না। সে কালে এক একজন কবি, কবিতা রচনা করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা পুরস্কার পাইতেন। কবি হরনাথ এইরূপ একটি কবিতা রচনা করিয়া দশ লক্ষ টাকা পুরস্কার লাভ করেন। ইঁহার কাহিনী এই,— কবি হরনাথ খুব দাতা ছিলেন। তাঁর পৈতৃক যে-কিছু সম্পত্তি ছিল, সমস্ত তিনি দান ধ্যানে উড়াইয়া দেন। পরে অবস্থা খারাপ হইলে ইনি বাঘেলখণ্ডের রাজা রামচন্দ্র রাওএর নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজসভায় প্রবেশ করিয়া ইনি একটি কবিতা পাঠ করিলেন। তার অর্থ এই যে, হে দুর্গতি! তোমার সহিত আমার অনেক দিনের মিত্রতা, আমি বহুদিন ধরিয়া তোমার সেবা করিয়াছি। কিন্তু আজ আমার বড়ই দুঃখ হইতেছে; যেহেতু আমি আর তোমার সেবা করিতে পারিব না—আমি রাজা রামচন্দ্রের কাছে আসিয়াছি—তোমার সহিত আমার আজ হইতেই বিচ্ছেদ হইবে। কবিতা শুনিয়া রাজা তাঁহাকে দশ লক্ষ টাকা পুরস্কার দিলেন। পুরস্কার লইয়া, হরনাথ পাল্কিতে চড়িয়া যাইতেছেন। পথের ধারে দেখেন যে, এক চারণ কবি দাঁড়াইয়া আছেন। চারণ কবি তাঁহাকে দেখিয়া একটি কবিতা পড়িলেন। তিনি সেই দশ লাখ টাকা হইতে তাঁহাকে এক লাখ দিয়া দিলেন। আর একজন কবি কবিতা বলিয়া ছয় ক্রোড় টাকা পান। ইঁহার নাম কেশব— ইনি বুন্দেলখণ্ডের রাজার কবি ছিলেন। বুন্দেলখণ্ডের রাজার একটি বেশ্যা ছিল খুব সুন্দরী। লোকপরম্পরায় আকবর তাহার কথা শুনিয়া তাহাকে চাহিয়া পাঠাইলেন। রাজা নিরুপায় হইয়া আকবরের পারিষদদের ধরিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিবার জন্য নিজে দিল্লী গেলেন। রাজা দিল্লীতে আসিয়াছেন শুনিয়া আকবর তাঁহাকে আটক করিলেন; বলিলেন—ছয় ক্রোড় টাকা দিলে তবে তাঁকে ছাড়িয়া দিবেন। রাজকবি কেশব, রাজার মুক্তির জন্য খানখানানের কাছে গিয়া একটি সুন্দর কবিতা বলিলেন। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—কি চাও? কেশব, রাজার মুক্তি চাহিলে তিনি আকবরকে বলিয়া রাজাকে খালাস করিয়া দেন। তবেই ধরুন, এক কবিতায় ইনি ছয় ক্রোড় টাকা বাঁচাইয়া দিলেন। যাহা হউক, হিরণ বাবুর প্রবন্ধ শুনে আমরা খুব খুশী হয়েছি। এ জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। আশীর্ব্বাদ করি, তিনি খ্যাতিলাভ করুন।"

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত হিরণ বাবু তাঁহার প্রবন্ধে প্রাচীনকালের অস্ত্র-চিকিৎসার বিষয় যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, আজকালকার বৈদ্য-চিকিৎসকগণের তাহা বিশেষভাবে প্রণিধান করিয়া দেখা উচিত। জীবক, অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া ৭ বৎসরের শিরঃপীড়া আরোগ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু আজকালকার কবিরাজবৃন্দের সহিত অস্ত্রের ভাসুর-ভাদ্রবধূ সম্পর্ক। এ বিষয়ে বর্ত্তমান বৈদ্যগণের বিশেষভাবে আলোচনা করা উচিত।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—"বৈদ্যশাস্ত্রের কথা যখন উঠিল, তখন এ বিষয়ের কতদূর উন্নতি হইয়াছিল, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেই। মহারাজ অশোক অত্যন্ত পীড়িত, মৃত্যুই স্থির। এমন সময় তাঁর এক রাণী বলিলেন যে, রাজার ত মৃত্যুই স্থির। তবে আমি একটু চেষ্টা করিয়া দেখি, বাঁচাইতে পারি ত আমার খ্যাতি হইবে। না পারিলে মৃত্যু ত স্থির আছেই। এই বলিয়া রাণী তাঁর বৃদ্ধ বাপের দ্বারা অশোকের ন্যায় একজন রোগী খুঁজিয়া আনাইলেন। সেই রোগীর পেট কাটিয়া দেখেন যে, পেটের মধ্যে প্রকাণ্ড এক পোকা। তখন সেই পোকা কিসে মরে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন যে, পেঁয়াজের রসে সেই পোকা মরিয়া গেল। তখন রাজাকে পেঁয়াজের রস খাওয়ান হইতে লাগিল। তাহাতেই তিনি সারিয়া উঠিলেন। রাজা সারিয়া উঠিয়া রাণীকে পুরস্কার দিতে চাহিলে রাণী বলেন যে, আপনি এক বৎসর কুক্কুটারামে বাস করুন এবং আমি রাজত্ব করিব। এই এক বৎসর কাল রাজত্ব পাইয়া রাণী যে সব কুকার্য্য করেন, তাহা ইতিহাসে বিখ্যাত। বৈদ্যশাস্ত্রের উন্নতি সম্বন্ধে সে কালের অনেক কথা বলা যায়। আজ কাল সকলেই চরক পড়ে। কিন্তু ৪০।৫০ বছর আগে চরকের নাম কেহ জানিত না। আজকালকার যে চরক, তাহা অগ্নিবেশের দ্বারা প্রতিসংস্কৃত। খৃঃ ৭ম।৮ম শতকে দৃঢ়বল, পুনরায় উহা রি-এডিট করেন। অগ্নিবেশ চারায়ণের গুরু। বাৎস্যায়নের যে কামশাস্ত্র, তার প্রথম অধিকরণ চারায়ণের নিকট হইতে নেওয়া। চারায়ণ প্রাতরাশের প্রচলন করিয়া যান। কনিষ্কের সভায় তিন জন পণ্ডিত ছিলেন,—মাঠর, চরক ও অশ্বঘোষ। যিনি যাহাই বলুন, শকাব্দ যে কনিষ্কের সময় হইতে, ইহার ভুল নাই। এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক এবং তরুণদের তাহা করা কর্ত্তব্য।"

অতঃপর সভাভঙ্গ হয়

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ
সহকারী সম্পাদক

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।

প্রথম মহীপালদেবের রাজত্বকাল*

প্রাচীন বঙ্গাঙ্গ-মগধের পালরাজগণ সম্বন্ধে এ যাবৎ বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু উপযুক্ত ঐতিহাসিক উপকরণের অভাবে আজিও তাঁহাদের প্রকৃত ইতিহাস বহু স্থানে সন্দেহযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। পালরাজগণের উৎকীর্ণ অনেকগুলি তাম্রশাসন এবং শিলালিপি এবং সেই যুগে লিখিত কয়েকখানি পুথি আবিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও, তাঁহাদের রাজত্বকাল যথার্থরূপে নিরূপণ করা দুরূহ হইয়াছে। কারণ, সমসাময়িক রাষ্ট্রকূট, গুর্জ্জর বা চেদিরাজগণের ন্যায় তাঁহাদের উৎকীর্ণ খোদিত লিপিগুলি (সারনাথ-লিপি ব্যতীত) কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট অব্দবিশেষ দ্বারা তাঁহাদের রাজত্বকাল জ্ঞাপন করে না; কেবল সেই সেই রাজার রাজ্যাঙ্ক সূচিত করে। ঐতিহাসিক রচনার প্রথম অঙ্গ কালনির্ণয়। প্রকৃত কাল নির্ণীত না হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার সহিত পরবর্ত্তী ঘটনার অন্যায় এবং অবাধ সংমিশ্রণে সে রচনা, কাহিনী হইয়া পড়ে, ইতিহাস হয় না। যেখানে ঐতিহাসিক উপাদানের অভাব, সেখানে অনুমানের উপর নির্ভর করা অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে সত্য, কিন্তু তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা সেই অনুমানকে ন্যূনাধিক সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত করা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া সর্ব্বত্র মনে হয় না।

প্রথম মহীপালদেবের ইতিহাস রচনার পূর্ব্বে তাঁহার রাজত্বকাল নির্ণয় করা আবশ্যক। পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ সারনাথলিপির[১] উপরে নির্ভর করিয়া ১০২৬ খৃষ্টাব্দকে তাঁহার রাজত্বের শেষ বৎসর বলিয়া মনে করেন। পূজনীয় অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন[২] যে, সেনবংশীয় রাজা বিজয়সেন পালবংশীয় নরপতি মদনপালকে পরাজিত করিয়া বরেন্দ্রী অধিকার করিয়াছিলেন, নেপালের কর্ণাটদেশীয় রাজা নান্যদেবও (১০৯৭ খৃঃ অঃ সিংহাসনারোহণ) বিজয়সেন কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়াছিলেন। নান্যদেব খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদমধ্যে কোনও সময় পরাজিত হইয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণ বিদ্যমান। অতএব বিজয়সেন নান্যদেবের পরাজয়ের অল্প কালের মধ্যেই মদনপালকেও পরাস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। নয়পালদেব হইতে মদনপালদেব পর্য্যন্ত রাজগণের পরিজ্ঞাত এবং অপরিজ্ঞাত আনুমানিক রাজত্বকালের সহিত ঐ সকল রাজগণের পরিজ্ঞাত রাজ্যাঙ্কগুলি সম্ভবমত বাড়াইয়া, তাঁহাদের প্রকৃত রাজত্বকাল ধরিয়া লইয়া যোগ দিলে

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ত্রয়স্ত্রিংশ বার্ষিক দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে [১২ই আষাঢ়, ১৩৩৩ তারিখে] পঠিত।

১। Ind. Ant., 1885, pp. 139 ff. এবং গৌড়লেখমালা পৃঃ ১০৭-৮।

২। J. A. S. B., New Series, vol. xvii, part 1, pp. 11 ff.

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে পতিত হইতে হয়। অতএব ১০২৬ খৃষ্টাব্দের অধিক মহীপালদেব রাজত্ব করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা কঠিন।

প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক পূজনীয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সারনাথ-লিপিতে 'অকারয়ৎ' শব্দ বর্ত্তমান এবং 'কল্যাণবিজয়রাজ্য' বা 'প্রবর্দ্ধমানরাজ্য' প্রভৃতি শব্দের নিরুল্লেখ থাকায় অনুমান করেন যে, সম্ভবতঃ সারনাথলিপি উৎকীর্ণ হইবার এক বৎসর পূর্ব্বেই অর্থাৎ ১০২৫ খৃষ্টাব্দে মহীপালদেবের দেহাবসান হইয়াছিল। অবশ্য তিনি এ কথাও স্বীকার করিয়াছেন, সারনাথলিপি পদ্যে লিখিত, সুতরাং নিশ্চয় করিয়া কোনও কথা বলিতে পারা যায় না[১]।

স্বর্গীয় ভিনসেণ্ট স্মিথ সাহেব ১০২৬ খৃষ্টাব্দকে মহীপালদেবের শেষ রাজ্যাঙ্ক বলিয়া পরিগণিত করেন নাই। তিনি ১০৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তও মহীপালদেবের রাজত্বকাল নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই[২]।

অনুমান হয়, সারনাথলিপির প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া প্রথম মহীপালদেবের রাজ্যাঙ্ক সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। ডাঃ মজুমদার মহাশয়ের উক্তির উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, এমন কোনও সুস্পষ্ট প্রমাণ অদ্যাবধি বর্ত্তমান নাই, যদ্দারা সূচিত হইতে পারে যে, বিজয়সেন কর্ত্তৃক মদনপাল নাম্নদেবের অব্যবহিত পরেই পরাজিত হইয়াছিলেন। বিশদভাবে ইহার উত্তর প্রবন্ধান্তরে দেওয়ার চেষ্টা করিব।

শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমানও প্রকৃত বলিয়া মনে হয় না। সারনাথলিপি একটু অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে প্রতীয়মান হয় যে, মুখ্যতঃ মহীপালদেবের সহিত ঐ লিপির আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ অত্যল্প—নাই বলিলেও চলে। অতীতকালবাচক ণিজন্ত 'অকারয়ৎ' শব্দ দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, সারনাথলিপি উৎকীর্ণ হইবার (অর্থাৎ ১০২৬ খৃষ্টাব্দের) পূর্ব্বে কোনও কালে বারাণসী মহীপালদেবের অধিকারভুক্ত থাকার সময় স্থিরপাল এবং বসন্তপাল নামক ভ্রাতৃদ্বয় দ্বারা মহীপালদেব বারাণসীধামে অনেকগুলি মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এবং এখন অর্থাৎ সারনাথলিপি উৎকীর্ণ করিবার কালে উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় বারাণসীধামে দুইটী পুরাতন মন্দির সংস্কার এবং একটী নূতন গন্ধকুটী নির্ম্মাণ করিবার কথা লিপিবদ্ধ করিবার সময়ে প্রসঙ্গক্রমে সেই পুরাতন কথা স্মরণ করিয়া মহীপালের নামোল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। ইহাই 'অকারয়ৎ' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য মনে হয়। বারাণসীধাম ১০২৬ খৃষ্টাব্দে মহীপালদেবের অধিকারভুক্ত ছিল না, এ আলোচনা যথাস্থানে করা হইবে। এ স্থানে কেবল এই কথা বলা প্রয়োজন, বারাণসীধাম ঐ সময় মহীপালদেবের অধিকারে না থাকায় তাঁহার সম্বন্ধে 'পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, পরমসৌগত, মহারাজাধিরাজ' প্রভৃতি

১। বাঙ্গালার ইতিহাস, পৃঃ ২৫৭-২৫৮ (১ম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ)।

২। Early History of India, 4th ed., pp. 214-15.

আখ্যা অথবা 'কল্যাণবিজয়রাজ্য, প্রবর্দ্ধমানরাজ্য' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। স্থিরপাল এবং বসন্তপাল মহীপালদেবের আত্মীয় হউন বা না হউন, তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও বৌদ্ধ নরপতি মহীপালদেবকে তাঁহার রাজ্যের সীমার ভিতর কেবলমাত্র 'গৌড়েশ্বর শ্রীমহীপাল' বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন এবং ইহা যে তাঁহাদের অনিচ্ছাকৃত অসাবধানতা-বশতঃ নিরুল্লিখিত, এ সকল কথা সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এতদ্ব্যতীত সারনাথলিপিতে একটী নির্দ্দিষ্ট সংবতের ব্যবহারও গূঢ়ার্থবোধক। সমসাময়িক লিপিগুলি হয় কোনও নির্দ্দিষ্ট অব্দ, না হয় কোনও রাজার রাজ্যাঙ্ক ধরিয়া উৎকীর্ণ করাই প্রথা ছিল। পালরাজগণ দ্বিতীয় পদ্ধতিই বরাবর অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু সারনাথলিপিতে ইহার ব্যতিক্রম দেখিয়া স্বতঃই মনে হয়, যে স্থানে মহীপালদেবের শাসনদণ্ডের প্রভাব বর্ত্তমান নাই, সেই স্থানে তাঁহারই রাজ্যাঙ্ক অবলম্বনে লিপি উৎকীর্ণ করিতে অসমর্থ এবং অনধিকারী ভ্রাতৃদ্বয় অনন্যোপায় হইয়াই নির্দ্দিষ্ট সংবৎ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহারও আর কোনও উপযুক্ত হেতু আছে বলিয়া মনে হয় না।

অতএব দেখা যায়, সারনাথলিপির সহিত মহীপালদেবের সম্পর্ক অত্যন্ত অল্প এবং এই প্রমাণের উপরে নির্ভর করিয়া মহীপালের কালনির্ণয় সম্বন্ধে কোনও মতবাদ প্রচলিত করা সম্ভবতঃ অসঙ্গত। কেবলমাত্র সারনাথলিপি পাঠ করিয়াই মহীপালদেব ১০২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন কি না, ইহা জোর করিয়া বলার কোনও সম্ভাবনা নাই।

অনুমান হয়, মহীপালদেব ১০২৬ খৃষ্টাব্দের পরেও যে কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণ বিদ্যমান আছে। স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর মহাশয় তাঁহার 'Indian Pandits in the Land of Snow' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বৌদ্ধাচার্য্য অতীশ দীপঙ্করের যে জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, অতীশ দীপঙ্কর ৯৮০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ৩১ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১০১১ খৃষ্টাব্দে তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘের শ্রেষ্ঠ পদে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মগধের কতিপয় প্রসিদ্ধ বৌদ্ধশাস্ত্রবিদের নিকটে তিনি মনোবিজ্ঞান এবং বৌদ্ধদর্শন পাঠ করিয়াছিলেন। নানারূপ আসক্তিতে তাঁহার মন নানা দিকে ধাবমান হওয়ায়, তিনি 'দূরদর্শী জ্ঞান' লাভ করার পরে, স্নুবর্ণদ্বীপে আচার্য্য চন্দ্রকীর্ত্তির নিকটে যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। তদনুসারে কয়েকজন বণিকের সহিত তিনি এক বৃহৎ পোতে আরোহণ করিয়া স্নুবর্ণদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার যাত্রা দীর্ঘকালব্যাপী এবং কষ্টকর হইয়াছিল। সেখানে পৌঁছাইতে তাঁহাদের কয়েক মাস সময় লাগিয়াছিল এবং পথিমধ্যে প্রবল ঝড়ে তাঁহারা পতিত হইয়াছিলেন। দীপঙ্কর সেখানে বার বৎসর অতিবাহিত করিয়া-ছিলেন। তৎপরে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাম্রদ্বীপ (সিংহল) এবং আরও কয়েকটী বনময় দ্বীপ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। মগধে ফিরিয়া আসিয়া তিনি কয়েক জন প্রসিদ্ধ সাধু পুরুষের সঙ্গানুসন্ধান করেন। মগধের বৌদ্ধগণ তখন তাঁহাকে একবাক্যে তাঁহাদের মধ্যে প্রধান স্থান দেন এবং অতীশ, ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের ভিতরে

তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতার খ্যাতি লাভ করেন। বজ্রাসনের মহাবোধিতে বাসকালে তাঁহার কাছে তীর্থধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতগণ বারত্রয় ধর্ম্মবিষয়ক বিতণ্ডায় পরাজিত হন। বজ্রাসনে বাসকালেই নরপতি মহীপালদেব তাঁহাকে বিক্রমশিলা বিহারে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন[১]।

অর্থাৎ মহীপালদেব এই সময় পর্য্যন্তও জীবিত ছিলেন। এই ঘটনাপরম্পরার সহিত আনুমানিক কাল সংযোগ করিলে এই ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক এবং অসঙ্গত নহে যে, মহীপালদেব কর্ত্তৃক অতীশ দীপঙ্কর ১০২৬ খৃষ্টাব্দের ন্যূনাধিক কয়েক বৎসর পরে বিক্রমশিলা বিহারে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। অবশ্য অস্পষ্টতা নিবন্ধন এই প্রমাণের গুরুত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে, কিন্তু এতদপেক্ষা স্পষ্টতর প্রমাণও উল্লেখ করা যায়।

তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথের বিবরণে দেখা যায়, মহীপালদেব ৫২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তিনি তিব্বতরাজ খ্রি-রলের (Khri-ral) সমসাময়িক ছিলেন[২]। স্বর্গীয় ভিনসেণ্ট স্মিথ সাহেব এই কথার উল্লেখ করিয়া কহিয়াছেন, "তারনাথ বলেন যে, মহীপালের মৃত্যুতারিখ তিব্বতরাজ খ্রি-রলের মৃত্যুতারিখের সহিত প্রায় এক"[৩]। কিন্তু এই খ্রি-রল কে ছিলেন, তাহা স্মিথ সাহেব অথবা অন্য কেহ নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারেন নাই[৪]। তারনাথের এই উক্তির উপর আস্থা স্থাপন করিলে, বস্তুতঃ ইহা নিশ্চিত মনে হয় যে, খ্রি-রলের ঐতিহাসিকত্ব নির্দ্দেশ করিতে পারিলেই, মহীপালদেবের মৃত্যুতারিখও নির্দ্দিষ্ট হইবে, তথা পালরাজগণের কালনির্ণয় ও ইতিহাস রচনাও অধিকতর সরল ও সহজ হইয়া আসিবে। এই খ্রি-রল কে ছিলেন? এই সময়কার তিব্বতীয় ইতিহাসের বংশলতায় ঠিক খ্রি-রল বলিয়া কোনও রাজার নামোল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু তবে তিব্বতরাজ দেৎসুগণের দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, তাঁহার বাল্যনাম ছিল খর্-রে (Khor-re)[৫] এই খর-রে অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন এবং রাজত্ব গ্রহণকালে লা লামা যেসে-হোড (Lha Lama Yeśé-ḥod) নাম ধারণ করিয়াছিলেন। রাজা হইয়াও তিনি সন্ন্যাসীর ন্যায় থাকিতেন। ১০১৩ খৃষ্টাব্দে এই রাজর্ষি যেসেহোড (খর-রে) মগধ হইতে প্রসিদ্ধ ভারতীয় পণ্ডিত ধর্ম্মপালকে তিব্বতে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়াছিলেন[৬]। আর এই লা লামা যেসেহোডই মহীপালদেবের সমসাময়িক ছিলেন[৭]।

বলা বাহুল্য যে, এই খর্-রে শব্দ তারনাথের খ্রি-রলের রূপান্তর মাত্র। তিব্বতীয় ইতিহাসে নামের বানানের এইরূপ সামান্য তারতম্য ও পার্থক্য অনেক স্থানে পরিলক্ষিত হয়; যথা—

১। Indian Pandits in the Land of Snow, pp. 50-51.
২। I·d. Ant., vol. IV, 1875, p. 366—Miss. E. Lyall.
৩। Early. Hist. of Ind. 4th ed. pp. 415—416.
৪। Ibid.
৫। Indian Pandits in the Land of Snow, p. 50.
৬। J. A. S. B., vol. I, Part I, 1881, p. 236.
৭। Indian Pandits in the Land of Snow, p. 50.

Nag-tso নাগ-সো-কে Nag-tcho নগ্-চো, Chan-chûb চান্-চুবকে Byangchub (-od) বিয়ঙ্গচুব (-ওড্), Lha Lama Yeśe-hod লা লামা যেসেহোড্-কে Lha blama ye-shes-'od লা ব্লামাযে-ষেস-ওড্ বলিয়া রূপান্তরিত ভাবে দৃষ্ট হয়। অতএব এই খ্রি-রল বা খর্-রে বা যেসে-হোডের মৃত্যুতারিখ মহীপালদেবের মৃত্যুতারিখের সন্নিহিত ছিল, এ কথা স্বীকার করিবার হেতু আছে।

তিব্বতীয় ঐতিহাসিক বিবরণ দ্বারাই রাজা যেসে-হোডের মৃত্যু-সন বাহির করা যাইতে পারে। অতীশ দীপঙ্কর ৫৯ বৎসর বয়সে ১০৪২ খৃষ্টাব্দে তিব্বত যাইবার জন্য বিক্রমশিলা-বিহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন[১]। নাগোসো নামক কোনও তিব্বতীয় রাজদূতরূপে অতীশকে লইয়া যাইবার জন্য মগধে আসিয়াছিলেন। মগধে আসিয়া তিনি তিন বৎসর অতিবাহিত করেন[২]। অর্থাৎ ১০৩৯ খৃষ্টাব্দে নাগোসো প্রথম এ দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তখন তিব্বতের রাজা চান্-চুব্[৩]। তাহার এক বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে যেসে-হোডের মৃত্যু হইয়াছিল[৪]। কাজেই স্বীকার করিতে হয় যে, মহীপালদেবও ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে অথবা একান্ত পক্ষে তন্নিকটবর্ত্তী কোনও সময়ে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

পরমভক্তিভাজন স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও এই ভাবে গণনা করিয়া ১০৩৮ খৃষ্টাব্দকে যেসে-হোডের মৃত্যুতারিখ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন[৫]। কিন্তু তিনি ১০৩৩ খৃষ্টাব্দেরও পূর্ব্বে নয়পালদেবের রাজ্যকালারম্ভ ধরিয়া ১০৩৫ খৃষ্টাব্দে কর্ণদেব ও নয়পালদেবের মধ্যে অতীশ দীপঙ্কর মধ্যস্থতা সম্পাদন করিয়াছিলেন[৬], এইরূপ মনে করিয়া ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় ভিনসেণ্ট স্মিথ সাহেবও ১০৩৮ খৃষ্টাব্দকে অতীশ দীপঙ্করের তিব্বত-যাত্রার তারিখ নির্দ্ধারণ করিয়া[৭] ভুল করিয়াছেন। কারণ, ১০৪১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বা ১০৪২ খৃষ্টাব্দের পরে কর্ণদেবের সহিত নয়পালদেবের যুদ্ধে অতীশ দীপঙ্করের মধ্যস্থতা সম্পাদনের কোনই সম্ভাবনা ছিল না, যেহেতু ১০৪২ খৃষ্টাব্দের পরে অতীশ দীপঙ্কর মগধে ছিলেন না[৮], এবং ১০৪১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কর্ণদেব সিংহাসনেই আরোহণ করেন নাই[৯]।

স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের সংগৃহীত তিব্বতদেশীয় এই সকল বিবরণ অলীক বা কল্পনাপ্রসূত বলিয়া ধারণা করা যায় না। তিনি তিব্বতে বহু দিন যাপন করিয়া, বহু আয়াসে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার দুই এক স্থানে কদাপি প্রমাদ দেখিতে পাইলেই উহা যে আগাগোড়া অবিশ্বাস্য, এ কথা সকলে স্বীকার

১। J. A. S. B., vol. I, pt, I, 1881. p. 237.
২। Indian Pandits in the Land of Snow, pp. 55-59.　৩। Ibid. p. 55.
৪। cf. Ibid., pp. 52-57.　৫। J. A. S. B., 1900, pt. I, p. 192.
৬। Ibid.　৭। Oxford History of India, 2nd. ed. p. 197.
৮। J. A. S. B., vol. I, pt. I, 1881, p. 237.　৯। Ep. Ind, vol. II, pp. 297 ff.

করিবেন না। বরং কেহ কেহ যে ঐ সকল বিবরণগুলিকে অসত্য মনে করেন না, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ফ্রাঙ্ক সাহেব লিখিয়াছেন,—'The times of Atîśa have become known through the same author's (i, e, Sarat Chandra Das') work, *Indian Pandits in the Land of Snow.'*[১] পরমপূজনীয় প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন, "তারনাথ কোন্ কোন্ সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভারতীয় গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। প্রথম মহীপালদেবের পুত্র নয়পালদেবের শাসনসময়ে শ্রীজ্ঞান তিব্বত যাত্রা করেন। সুতরাং দাস মহাশয় প্রথম মহীপালদেবকে তিব্বতরাজ যেসে-হোডের সমসাময়িক বলায় তাঁহার সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা যায় না।" (পত্র তারিখ ১৬।৫।২৬ ইং)। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও এইরূপ মত পোষণ করেন। এতদ্ব্যতীত 'পু' নামক স্থানে, রাজর্ষি লা লামা (ব্লামা) যে-সেস্-ওডের অর্থাৎ যেসে-হোডের পূর্ণনামাঙ্কিত একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহা তাঁহার জীবদ্দশায় উৎকীর্ণ হইয়াছিল এইরূপ লিখিত আছে।[২] স্পিতির টাবু বিহারে চান্-চুবের সময়কার একখানি খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং টাবু বিহারের প্রধান দালান-ঘর অতীশের সময় হইতে আজিও অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় আছে।[৩] অতীশ এবং রিন্-চেন্ (Rin-chen) নামক অপর এক লামার নামাঙ্কিত একখানি খোদিত লিপিও আবিষ্কৃত হইয়াছে[৪]। ওয়াল্‌স্ সাহেব তাঁহার Rambles in Bihar নামক গ্রন্থের পূর্ব্বাভাসে বলিয়াছেন,—"... it is interesting to note that his (Atîśa's) tomb still exists at Nyethang in Tibet, and the paintings on it and on the walls of the chapel which adjoins it, are the most artistic that I saw while in Tibet."[৫]

বস্তুতঃ এই সকল হইতে স্বতঃই অনুমান হয়, স্বর্গীয় দাস মহাশয়ের সংগৃহীত বিবরণগুলি বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং যত দিন পর্য্যন্ত না কেহ তিব্বতীয় ও অস্মদ্দেশীয় পুথি পাঁজি খুঁজিয়া এ বিষয়ে দাস মহাশয়ের ভুল বাহির না করিতে পারিবেন, তত দিন পর্য্যন্ত এগুলিকে মানিয়া লওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। অতএব ১০৩৮ খৃষ্টাব্দকে প্রথম মহীপালদেবের দেহাবসানের তারিখ বলিয়া মানিতে হইবে।

মজঃফরপুর জেলার ইমাদপুরে আবিষ্কৃত যে পিত্তলমূর্ত্তিগুলি মহীপালদেবের ৪৮ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল[৬], তাহার প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তারনাথ-বর্ণিত মহীপালদেবের ৫২ বৎসর কাল রাজত্ব, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও, ঐতিহাসিক সত্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে

১। Arch. Surv. Ann. Report, 1909-10, p. 107. ২। Ibid. ৩। Ibid. ৪। Ibid.

৫। Mr. E. H. Walsh, The Rambles in Bihar—Foreword.

৬। Ind. Ant., vol. xiv, p. 165, note 17.

পারে, এরূপ লিখিয়াছেন[১]। সুতরাং ৯৮৫ (১০৩৭—৫২) খৃষ্টাব্দকে মহীপালদেবের সিংহাসনারোহণকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা চলে।

সৌভাগ্যের বিষয়, এই সিদ্ধান্ত নিঃসংশয়ে মানিয়া লইবার উপযোগী অপর একটী সুন্দর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয় গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, মহীপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে যে অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা লিখিত হইয়াছিল, তাহার পুষ্পিকায় প্রদত্ত তারিখ (সম্বৎ ৬ কাৰ্ত্তিক কৃষ্ণত্রয়োদশ্যাং মঙ্গলবারেণ) ৯৯০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর তারিখের সহিত মিলিত হয়[২]। অতএব প্রথম মহীপালদেব যে ৯৮৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন, তাহা একরূপ নিশ্চিত। এবং তাহা হইলেই তারনাথকে বিশ্বাস করিলে ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে বা অন্যূন পক্ষে তন্নিকটবর্ত্তী কোনও সময়ে যে তাঁহার দেহাবসান ঘটিয়াছিল, তাহাও নিশ্চিত।

শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন,—"প্রথম মহীপালদেব পালরাজবংশের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।......মহীপালের পিতা দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালে বরেন্দ্রী বা উত্তর-বঙ্গ কাম্বোজ জাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, এবং সম্ভবতঃ চন্দেল্লবংশীয় যশোবর্ম্মার সাহায্যে গুর্জ্জর-রাজ মহীপাল মগধ পুনরধিকার করিয়াছিলেন। সুতরাং মহীপালদেব, পিতার মৃত্যুর পরে, রাঢ় ও বঙ্গদেশের কিয়দংশের অধিকার মাত্র, উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহীপাল স্বয়ং[৩] বরেন্দ্রী, মগধ ও তীরভুক্তি, এমন কি, বারাণসী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন।"

দেখিতে হইবে, ইহার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কতখানি নিহিত আছে। দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেবের রাজ্যকালে বরেন্দ্রী বা উত্তরবঙ্গ যে কাম্বোজ জাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল[৪], এ কথা এখন অনেকেই স্বীকার করেন, এবং মহীপাল যে তাঁহার রাজত্বের নবম বৎসরের পূর্ব্বে উহা পুনরধিকার করিয়াছিলেন[৫], এ বিষয়ে কোনও মতভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু 'সম্ভবতঃ চন্দেল্লবংশীয় যশোবর্ম্মার সাহায্যে গুর্জ্জররাজ মহীপাল মগধ পুনরধিকার করিয়াছিলেন'[৬], এ সম্ভাবনার উপযুক্ত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গুর্জ্জরগণ মহেন্দ্রপালের রাজত্বকালে কিছু কালের জন্য পূর্ব্বমগধ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এ কথা সত্য[৭]; কিন্তু নারায়ণপালদেবের ৫৪শ রাজ্যাঙ্কের পূর্ব্বেই তাহা আবার পালগণের

১। বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৫৭ [২য় সং]

২। Ind. Ant., 1920, pp. 189-90.

৩। বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৩৯।

৪। J. A. S. B., New Series, vol. VII, p. 690.

৫। Ep. Ind., vol. XIV. pp. 324 ff.

৬। বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৩৯।

৭। Ind. Ant., 1918, p. 109 ff.

অধিকারে ফিরিয়া আসিয়াছিল[১]। খজুরাহো গ্রামে লক্ষ্মণজি মন্দিরের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, যশোবর্ম্মদেব ৯৫৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে গৌড়, কোশল, কাশ্মীর, মিথিলা, মালব, চেদি, কুরু ও গুর্জ্জররাজগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন[২]। এ স্থলে গুর্জ্জররাজ কে ছিলেন, তাহা জানিবার এখন পর্য্যন্ত উপায় বাহির হয় নাই। কিন্তু এই শিলালিপি পাঠে ইহাই বোধগম্য হয় যে, যশোবর্ম্মদেব এবং গুর্জ্জরগণ শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। যদি এমন কথা স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, ৯৫৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী গুর্জ্জররাজ মহীপালের কোনও বংশধর যশোবর্ম্মা কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইলে অবশ্য ইহাও স্বীকার্য্য যে, যশোবর্ম্মার সাহায্যে মহীপাল যদি একান্তই মগধের কিয়দংশ অধিকার করিয়া থাকেন, তবে তাহা ৯৪৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে; যেহেতু ৯৪৬ খৃষ্টাব্দে গুর্জ্জর-সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন মহীপালদেবের উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় মহেন্দ্রপালদেব[৩]। মহীপালের রাজত্বকাল ৯১৪ খৃষ্টাব্দ বা তাহারও পূর্ব্ব হইতে ৯৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল কি না, সে আলোচনা না হয় নাই করা গেল। কিন্তু গুর্জ্জররাজ মহীপাল যে কখনও মগধ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শনও যেরূপ প্রদর্শিত হয় নাই, যশোবর্ম্মদেবও যে কখনও মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণও তদ্রূপ অবগত হওয়া যায় নাই। তদ্ব্যতীত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতানুসারে পালরাজ-বংশের প্রথম মহীপালদেবের ১০২৫ খৃষ্টাব্দে (অথবা ১০২৬ খৃষ্টাব্দে) সম্ভবতঃ দেহাবসান হইয়াছিল[৪], এই উক্তির উপরে নির্ভর করিলে দেখা যায়, তিনি যদি ৫২ বৎসর রাজত্ব করিয়া থাকেন, তবে ৯৭৩ অথবা ৯৭৪ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেব ২৬ বৎসরের অধিক রাজত্ব করিয়াছিলেন কি না, তাহার কোনও সুস্পষ্ট প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। যদি তিনি প্রকৃতপক্ষে ২৬ বৎসরই রাজত্ব করিয়া থাকেন, তবে ৯৪৭ অথবা ৯৪৮ খৃষ্টাব্দকেই তাঁহার সিংহাসনে আরোহণকাল বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সময়ে গুর্জ্জররাজ মহীপালের মগধ পুনরধিকার করার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, ইহা নিশ্চিত, তিনি ৯৪৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তারপর যদি ইহা স্বীকার করা যায় যে, দ্বিতীয় বিগ্রহ-পাল সম্ভবতঃ ২৬ বৎসরের কিছু অধিক কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিতে না করিতেই গুর্জ্জররাজ মহীপাল তাঁহাকে মগধের অধিকারচ্যুত করেন, তবে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, প্রায় ৯৭৮ বা ৯৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মগধ গুর্জ্জরগণেরই অধিকারে ছিল। কারণ, প্রচলিত মতানুসারে ঐ খৃষ্টাব্দেই পালবংশীয়

১। Ibid. এবং বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, পৃঃ ২২৪-২২৫।

২। Ep. Ind. vol. I, p. 126.

৩। Ep. Ind. vol. XIV. pp. 176 ff.

৪। বাঙ্গালার ইতিহাস, পৃঃ ২৫৮।

প্রথম মহীপালদেবের পঞ্চম রাজ্যাঙ্ক পতিত হয়, এবং মহীপালদেব যে তাঁহার পঞ্চম রাজ্যাঙ্কের বহু পূর্ব্বে মগধ পুনরধিকার করিয়াছিলেন[১], সাধারণতঃ প্রচলিত মতানুসারে তাহা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু এরূপ অদ্ভুত কথা কেহ বিশ্বাস করিতে পারেন বলিয়া মনে হয় না। গুর্জ্জররাজ মহীপালদেবের মৃত্যুর পর গুর্জ্জরবংশীয় দ্বিতীয় মহেন্দ্রপাল, দেবপাল, বিজয়পাল এবং সম্ভবতঃ রাজ্যপালও ৯৭৮ বা ৯৭৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গুর্জ্জরসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন।

তাহার পর বলা যাইতে পারে যে, গুর্জ্জররাজ মহীপাল, পালবংশীয় দ্বিতীয় গোপালদেবের রাজত্বের শেষ কয়েক বৎসরের ভিতরে মগধ পুনরধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতানুসারে দ্বিতীয় গোপালদেব রাজত্ব করিয়াছিলেন কখন্, কোন্ সময়ে? তিনি ৮২০ হইতে ৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দেবপালদেবের রাজত্বকাল অনুমান করিয়াছেন[২]; প্রথম বিগ্রহপালদেব বোধ হয়, অতি অল্প কাল রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন, এ কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন[৩]; নারায়ণপালদেব সম্ভবতঃ ৫৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া দেহত্যাগ করেন, এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন[৪]। বিহার নগরসমীপবর্ত্তী বড়গাঁও নামক গ্রামে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রাজ্যপালদেব অন্ততঃ ২৪ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন[৫]। যদি প্রথম বিগ্রহপালদেবের রাজ্যকালকে ৪ বা ৫ বৎসরও ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতানুসারে রাজ্যপালের শেষ রাজ্যাঙ্ক অন্ততঃ ৯৪৩ কিংবা ৯৪৪ খৃষ্টাব্দে পতিত হয়। তবে দ্বিতীয় গোপালদেব রাজত্ব করিলেন কোন্ সময়ে? তাঁহারই পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে মগধে বিক্রমশিলা বিহারে একখানি অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা লিখিত হইয়াছিল[৬]।

ফল কথা, চন্দেল্লবংশীয় যশোবর্ম্মার সাহায্যে গুর্জ্জররাজ মহীপালের মগধ পুনরধিকার করার কথা কাহিনী মাত্র। অনুমান হয়, প্রথম মহীপালদেবকে মগধ অধিকার করিতে হয় নাই, তিনি উত্তরাধিকারসূত্রেই মগধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(১) দ্বিতীয় গোপালদেবের রাজ্যকালে মগধে প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিদ্বয়[৭] ও পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে বিক্রমশিলা বিহারে লিখিত 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'র[৮] প্রমাণের উপর নির্ভর

১। Bendall's Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library of Cambridge, p. 101.

২। বাঙ্গালার ইতিহাস—১ম ভাগ, পৃঃ ২১৫।

৩। ঐ, পৃঃ ২২২। ৪। ঐ, পৃঃ ২২৫।

৫। Ind. Ant., 1917, vol. XLVII. pp. 111 ff.

৬। J. R. A. S. 1910, pp. 150-151.

৭। J. A. S. B., New Series. vol. IV. p. 106, এবং গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৮৭।
J. A. S. B., New Series. vol. IV. p. 105, এবং গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৮৯।

৮। J. R. A. S. 1910, pp. 150-151.

করিয়া অনুমান করা খুবই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত যে, দ্বিতীয় গোপালদেব কখনও মগধের অধিকারচ্যুত হয়েন নাই। অতএব দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেব উত্তরাধিকারসূত্রে মগধের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা মনে না করার হেতু নাই।

(২) এমন কোনও দূর বা নিকট প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই যে, দ্বিতীয় বিগ্রহপাল-দেবের রাজত্বকালে কোনও বহিঃশত্রু আসিয়া মগধ অধিকার অথবা এমন কি আক্রমণ করিয়াছিলেন।

(৩) দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেবের ২৬শ রাজ্যাঙ্কে লিখিত যে 'পঞ্চরক্ষা' গ্রন্থখানি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে 'পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, পরমসৌগত, মহারাজাধিরাজ' এবং তাঁহার রাজ্যকে 'প্রবর্দ্ধমান-বিজয়রাজ্য' বলিয়া সূচিত করা হইয়াছে[১]। অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সন্দেহ করেন, ইহা বাস্তব পক্ষে দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেবের রাজত্বকালে লিখিত হইয়াছিল কি না[২]। কিন্তু এ সন্দেহের কারণগুলি উপযুক্ত মনে হয় না। ব্রিটিশ মিউজিয়াম ক্যাটালগে এই গ্রন্থখানির সংখ্যা ৫৪৫, এবং ইহা কেবলমাত্র দ্বিতীয় মন্ত্র (charm) ব্যতীত ৫৪৪ সংখ্যক গ্রন্থখানির অনুরূপ। 'The text of this copy (i. e. no. 545) "agrees with that of no 544 except in the second charm."[৩] কিন্তু ৫৪৪ সংখ্যক গ্রন্থখানির প্রথম মন্ত্রে (charm) রাজগৃহ, গৃধ্রকূট পর্ব্বত প্রভৃতি মগধস্থিত স্থানসকলের উল্লেখ থাকায়[৪] উহা যে মগধস্থিত কোনও স্থানে লিখিত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চিত। তাহা হইলেই প্রথমোক্তখানিও যে মগধেরই কোনও স্থানে লিখিত হইয়াছিল, ইহা নিঃসংশয়ে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এবং এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ইহাও অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেবের ২৬শ রাজ্যাঙ্কে তিনি মগধের অধিকার ভোগ করিয়াছিলেন। নতুবা 'ভাগ্যবিপর্য্যয়'-গ্রস্ত, 'নানা স্থানে পলায়নপর' অথবা রাঢ় ও বঙ্গের কোনও নিভৃত কোণের রাজ্যাধিকারীকে মগধে 'পরমেশ্বর মহারাজাধিরাজ' প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করার হেতু যে কেবল গতানুগতিকতার মর্য্যাদা রক্ষা, ইহা মোটেই মনে হয় না।

(৪) মহীপালদেবের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে সমতট তাঁহার অধিকারে ছিল[৫]। পিতার মৃত্যুর পর মহীপালদেব রাঢ় প্রদেশের কিয়দংশের অধিকার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা স্থির মনে হয়; বঙ্গের কথা ঘোর সংশয়াচ্ছন্ন[৬]। যাহা হউক, মহীপাল-দেব যে তাঁহার পিতৃভূমি বরেন্দ্রী বা গৌড় 'অনধিকারী'র হস্ত হইতে পুনরুদ্ধার করিবার পূর্ব্বেই মগধ জয়ে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, এবং তাহাও আবার তাঁহার পঞ্চম রাজ্যাঙ্কের

১। Bendall's Cat. of Sans. Mss. in the British Museum, p. 232.

২। J. A. S. B., New Series, vol. XVI, 1920, pp. 301-302.

৩। Bendall's Cat. Ibid., p. 232.

৪। Ibid., p. 231.

৫। Dacca Review, May 1914, p. 55.

৬। Cf. বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৩৯।

পূর্ব্বেই পুনরধিকার করিয়া 'পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ' সাজিয়া বসিয়াছিলেন, উপযুক্ত এবং বিশেষ প্রমাণ অভাবে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। বাণগড়-লিপিতে[১] বরেন্দ্রী অধিকারের ইঙ্গিত আছে, অথচ মগধ পুনরধিকারের বিন্দুমাত্রও আভাস নাই, ইহাও পরম আশ্চর্য্যের বিষয়।

এই সকল কারণ হইতেই মনে হয়, মহীপালদেব মগধ বা মগধের কিয়দংশ উত্তরাধিকার-সূত্রেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নিজের আয়াসে পুনরধিকার করেন নাই। এবং এই হেতু মহীপালদেবকে পালরাজবংশের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কল্পনা না করাই শ্রেয়ঃ।

বাণগড়-লিপিতে যদি দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেবের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা ইঙ্গিত করা হইয়া থাকে, তবে সে ভাগ্যবিপর্য্যয় যে কাম্বোজনামীয় জাতি কর্ত্তৃকই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এ কথা অধুনা প্রায় সকলেই স্বীকার করিতেছেন। অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় শালিবাহনের সহিত কাম্বোজাধিপতির সমত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু উহা অনুমান মাত্র; তবে সত্য হওয়াও বিচিত্র নহে। যাহা হউক, কাম্বোজবংশীয় কত জন রাজা গৌড়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না; তবে ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে মহীপালদেবের মৃত্যুতারিখ ধরিয়া বলা যায় যে, অনধিকারিগণ ২৫ হইতে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ কাল গৌড়ের অধিকার ভোগ করেন। কারণ, ৯৬৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বা সমসময়ে তাঁহারা গৌড় জয় করিয়াছিলেন, এবং মহীপালদেব তাঁহার নবম রাজ্যাব্দের (অর্থাৎ ৯৯৩ খৃষ্টাব্দের) কিয়ৎকাল পূর্ব্বে বা সমসময়ে গৌড়ের উদ্ধার সাধন করেন।

তার পর বারাণসীর কথা। সারনাথ-লিপির রচনাভঙ্গীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এক সময়ে যে মহীপাল বারাণসী স্বাধিকারে আনয়ন করিয়াছিলেন, এবং সেখানে অনেক মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। নিঃসন্দেহ বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু ১০২৬ খৃষ্টাব্দের বারাণসীর সহিত মহীপালদেবের কোনও সংশ্রব ছিল না। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, অতীত কালবাচক লিঙন্ত 'অকারয়ৎ' শব্দ, নির্দ্দিষ্ট অব্দ, এবং 'গৌড়েশ্বর শ্রীমহীপাল' প্রভৃতির ব্যবহার এবং 'প্রবর্দ্ধমানরাজ্য', 'কল্যাণবিজয়রাজ্য' প্রভৃতির নিরুল্লেখই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এতদ্ব্যতীত অবগত হওয়া যায় যে, গাঙ্গেয়দেব চেদি ১০১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তীরভুক্তি অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন[২]। চেদিরাজ কর্ত্তৃক তীরভুক্তি অধিকার করিবার পূর্ব্বে যে বারাণসীও অধিকৃত হইয়াছিল, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য; শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও ইহা স্বীকার করিয়াছেন[৩] সারনাথলিপির সহিত মহীপালদেবের মুখ্যতঃ কোনও সম্বন্ধ না থাকায়, এমন কোনও সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট প্রমাণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যদ্দ্বারা মানিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, মহীপালদেব তাঁহার রাজত্বের পরবর্ত্তী কালের কোনও সময়ে বারাণসী পুনরধিকার করিতে সমর্থ

১। Ep. Ind., vol. II. p. 297 ff. ২। J. A. S. B., vol. LXXII, 1903.

৩। বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ পৃঃ ২৫৮।

হইয়াছিলেন। বরং কর্ণদেব রাজা হইয়াই বারাণসীর অধিকার পাইয়াছিলেন[১] দেখিয়া স্বভাবতঃই মনে হয় যে, গাঙ্গেয়দেব আমরণ বারাণসীর অধিকার ভোগ করিয়াছিলেন। মহীপালদেবের উত্তরাধিকারী নয়পালদেব অথবা পরবর্ত্তী কোনও পালরাজা যে বারাণসী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার এমন কোনও প্রমাণও বর্ত্তমান নাই।

প্রাচীন বাহিরাজ্য ধ্বংস করিয়া যখন সুলতান মামুদ উত্তরাপথের প্রসিদ্ধ নগরসমূহ ধ্বংস করিতেছিলেন,[২] সেই সময়ে মহীপালদেব সমসাময়িক অন্যান্য হিন্দুরাজগণের সহিত মিলিত হইয়া মামুদকে বাধা প্রদান করেন নাই বলিয়া ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে উদাসীন, কাপুরুষ, ঈর্ষাপরবশ প্রভৃতি বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছেন। এমন কি, বরেন্দ্র উদ্ধারের পর মহীপালের, মহারাজ অশোকের ন্যায় বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল এবং তিনি অশোকেরই ন্যায় যুদ্ধ-বিগ্রহাদি পরিত্যাগ করিয়া, পারত্রিক কল্যাণকর কর্ম্মানুষ্ঠানে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, এমন কথাও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। মনে হয়, সুলতান মামুদের উত্তরাপথ আক্রমণের সময় মহীপালদেবের রাষ্ট্রীয় শক্তি এবং অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা কেহ ভাবিয়াও দেখেন নাই। ১০১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই প্রবলপরাক্রান্ত চেদিরাজ্যেশ্বর গাঙ্গেয়দেব বারাণসী ও তীরভুক্তি পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। অতএব পশ্চিমের দ্বার মহীপালের পক্ষে তখন রুদ্ধ ছিল। অপর দিকে রাজেন্দ্রচোলদেবের সেনাপতিগণের পূর্ব্ব-ভারত আক্রমণের বিবরণ পাঠ[৩] করিলে দেখা যায় যে, রাজেন্দ্রচোলের সেনাপতিগণের আক্রমণের (১০২১ হইতে ১০২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোনও সময়ের[৪]) পূর্ব্বেই দণ্ডভুক্তি, দক্ষিণ-রাঢ়, বঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশ স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিল। মনে হয়, পিতৃভূমি উদ্ধারসাধন এবং ধঙ্গদেবের ভীষণ আক্রমণের[৫] (১০০২ খৃষ্টাব্দ) বেগ সহের ক্লান্তিতে অভিভূত পালমহীপতি ক্রমশঃ স্বীয় অধিকারচ্যুতির উদ্বেগ এবং আশঙ্কায় নিজেকে তখন নিতান্তই বিপন্ন এবং নিঃসহায় ভাবিতেছিলেন। এরূপ ক্ষেত্রে নিজরাজ্য এবং শাসনদণ্ড পরিত্যাগ করিয়া, সুলতান মামুদের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদান করিলে পাল-বংশের ইতিহাস কি ভাবে রচিত হইত এবং পালরাজত্বের অবসান কখন, কোথায়, কি ভাবে হইত, তাহা নিশ্চিতরূপে বলিতে না পারা গেলেও, মহীপালদেবের তৎকালীন রাষ্ট্রীয় দৌর্ব্বল্য যে তাঁহার ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদান না করিতে পারার একমাত্র না হইলেও একটি প্রবল অন্তরায় ছিল এবং তাঁহার নিরপেক্ষতার জন্য সমধিক দায়ী ছিল, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় কোথায় ?

পরমপূজনীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, রাজেন্দ্রচোলদেবের সেনাপতি-

১। Ep. Ind., vol. II, p. 297 ff. ২। বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৫৬।

৩। South Indian Inscriptions, vol. III, p, 27. No. 18, এবং Ep. Ind. vol. XVIII, pp. 53-54.

৪। বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৪৭। ৫। Ep. Ind., vol. I, p. 145.

গণ কর্ত্তৃক পূর্ব্ব-ভারতে পরাস্ত রাজন্যবৃন্দকে মহীপালদেবের সামন্তরাজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন[১]। এ কথা স্বীকার করিবার মত উপযুক্ত প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। বরং মনে হয়, সেই সমস্ত রাজগণ স্বাধীনই ছিলেন। কারণ, রাজেন্দ্রচোলের সেনাপতিগণ দূর দেশ হইতে আসিয়া একে একে সামন্তরাজগণকে পরাস্ত করিতে লাগিলেন অথচ একই নরপতির সামন্ত হইয়া কেহ কাহারও সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন না; এমন কি, স্বয়ং মহীপালদেব পর্য্যন্ত তাঁহাদের সাহায্যে অগ্রসর হইয়া সমবেত চেষ্টার দ্বারা আক্রমণ-কারীর আক্রমণ বিফল করিবার চেষ্টা না করিয়া, পরে রাজেন্দ্রচোলদেবের সেনাপতিগণ কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া 'বলশালী করিসমূহ' এবং 'রত্নোপমা রমণীগণ'কে পরিত্যাগ করিয়া নিজে সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া গেলেন, এ কথা অনুমান করা সহজসাধ্য নহে। এই রাজগণ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা এ পর্য্যন্ত হইয়াছে, কিন্তু কোনও সন্তোষজনক এবং অকাট্য সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয় নাই। ইঁহাদের ভিতর বঙ্গদেশের গোবিন্দচন্দ্র সম্বন্ধে এ স্থলে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, বেণ্ডাল সাহেবের ক্যাটালগে 'গোপীচন্দ্রের নাটক' বলিয়া যে একখানি পুথির উল্লেখ আছে, তাহাতে লেখা আছে, 'গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গেষো অধিপতি'।[২] এই প্রমাণের উপরে নির্ভর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, গোপীচন্দ্র এবং গোবিন্দচন্দ্র অভিন্ন ব্যক্তি, এবং তিনি কোনও সময়ে বঙ্গের অধিপতি ছিলেন। 'ময়নামতীর গানে'র গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্রও বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি। ইঁহার ঐতিহাসিকত্ব এখনও নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন হয় নাই। 'ময়নামতীর গানে'র গোবিন্দচন্দ্র, 'গোপীচন্দ্রের নাটকে'র গোবিন্দচন্দ্র এবং তিরুমলৈ শিলালিপির গোবিন্দচন্দ্র একই ব্যক্তি কি না, সে কথা সাহস করিয়া বলিবার এখনও সময় আসে নাই। তবে ইঁহাদিগের অভিন্নতা প্রমাণিত হইলে ইহা আরও প্রমাণিত হইবে যে, গোবিন্দচন্দ্র (এবং সম্ভবতঃ তিরুমলৈ শিলালিপিতে উল্লিখিত ধর্ম্মপাল এবং রণশূরও) নিশ্চয়ই স্বাধীন ছিলেন; যেহেতু 'অধিপতি' শব্দ স্বাধীনতাবোধক। ইহা ব্যতীত অহ্লণদেবীর ভেড়াঘাটে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কর্ণদেবের বিক্রম দর্শনে পাণ্ড্যরাজ, মুরলরাজ, কুঙ্গরাজ, বঙ্গরাজ, কলিঙ্গরাজ, কীররাজ এবং হূণরাজ ভয়ে প্রকম্পিত হইয়াছিলেন[৩]। এবং কর্ণদেবের প্রপৌত্র জয়সিংহদেবের করণবেলের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, চোল, কুঙ্গ, হূণ, গৌড়, গুর্জ্জর এবং কীরদেশের রাজগণকে কর্ণদেব পরাজিত করিয়াছিলেন[৪]। এই দুই বিবরণ হইতেও বঙ্গ এবং গৌড় যে কর্ণদেবের সময়েও বিভিন্ন, তথা স্বাধীন ছিল,

---

১। Introduction, Rāmacharitam, Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, vol. III, p. 10.

২। Bendall's Cat. of Budh. and Sans. Mss. pp. 83-84. Vide Add. 1389.

৩। Ep. Ind., vol. II p 11.

৪। Ind. Ant. vol. XVIII, p. 217.

এ কথা অনুমান করা যায়। বঙ্গে খড়্গরাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে উহা আবার কখনও পালরাজগণের অধিকারে ফিরিয়া আসিয়াছিল কি না, তাহা চিন্তার বিষয়। তিরুমলৈ শিলালিপিতে উল্লিখিত অন্যান্য নৃপতিগণ সম্বন্ধে ইহাই বলা যায় যে, যদ্যপি তাঁহারা পূর্ব্বে পালরাজগণের সামন্ত ছিলেন, এরূপ হইতে পারে, তথাপি রাজেন্দ্রচোলদেবের সেনাপতিগণের আক্রমণকালে তাঁহারা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এ কথা সত্য বলিয়াই মনে হয়। সম্ভবতঃ ধঙ্গদেবের রাঢ় ও অঙ্গ আক্রমণের ফলে মহীপালদেব বিব্রত হইয়া পড়িলে, তাঁহারা স্ব স্ব স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন।

মহীপালদেবের ৪৮শ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত পিত্তলমূর্ত্তিগুলির[১] অস্তিত্বের প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, গাঙ্গেয়দেবের নিকট হইতে মহীপালদেব ঐরূপ কোনও সময়ে তীরভুক্তি সত্য সত্যই 'পুনরুদ্ধার' করিতে পারিয়াছিলেন কি না, আমার মনে হয়, ইহা বিবেচনার বিষয়। ঐ মূর্ত্তিগুলি অন্য কোনও স্থান হইতে পরবর্ত্তী কালে ইমাদপুর অঞ্চলে কোথাও প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব মনে হয় না। বারাণসী এককালে মহীপালদেবের অধিকারভুক্ত ছিল, এরূপ প্রমাণ আছে; কিন্তু তীরভুক্তি সম্বন্ধে এরূপ প্রমাণের আজিও অভাব। তীরভুক্তি তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল কি না, ইহা ভবিষ্যতে নির্ণীত হইবে। নয়পাল বা তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের খোদিত লিপি অথবা সমসাময়িক বা তৎপরবর্ত্তী কোনও গ্রন্থ হইতে এমন পরিচয় পাওয়া যায় না। তদ্ভিন্ন অতি বৃদ্ধবয়সে প্রথম মহীপালদেব নূতন করিয়া রাজ্যজয়ে প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন এবং করিয়াছিলেন তখন, যখন তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী গাঙ্গেয়দেব জীবিত ছিলেন এবং তদুপরি বারাণসী[২] ও প্রয়াগের[৩] অধিকার স্বচ্ছন্দে ভোগ করিতেছিলেন, এ সকল কথা বিশ্বাস করা উপযুক্ত প্রমাণ-সাপেক্ষ; ইমাদপুরের মূর্ত্তিগুলি এ বিষয়ে অকাট্য প্রমাণরূপে গৃহীত নাও হইতে পারে। অবশ্য নারায়ণপালদেবও বৃদ্ধবয়সেই গুর্জ্জরপ্রতীহারগণের কবল হইতে মগধের অন্ততঃ কিয়দংশের পুনরধিকার লাভ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কোনও কথা জোর করিয়া বলা চলে না। এ বিষয়ে কেবল ভবিষ্যৎ আবিষ্কারের দিকে তাকাইয়া থাকাই একমাত্র উপায়।

শ্রীনলিনীনাথ দাশ গুপ্ত

১। Ind. Ant., vol. XIV. p. 165, note 17. ২। Vide ante.

৩। Ep. Ind., vol. II, pp. 1 ff.

সৈয়দ আলাওলের গ্রন্থাবলীর কাল-নির্ণয়*

প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে সৈয়দ আলাওলের স্থান অতি উচ্চে। তাঁহার 'পদ্মাবতী' সুপরিচিত। ইহা ভিন্ন তিনি 'সয়ফুল মুল্লুক বদিয়ুজ্জামাল' নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। নিযামীর 'সেকান্দরনামা' ও 'হপ্ত পয়করে'র তিনি কবিতায় অনুবাদ করেন। ইস্‌লাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে 'তোহ্‌ফা' নামক পুস্তকও তিনি পদ্যে অনুবাদ করেন। এতদ্ভিন্ন দৌলত কাযীর অসমাপ্ত 'সতী ময়নামতী' ও 'লোরচন্দ্রাণী' নামক পুস্তক সম্পূর্ণ করেন। তিনি বহু বৈষ্ণব পদ রচনা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রণীত পুস্তকগুলির কাল নির্ণীত হয় নাই; অথচ আরাকানের ইতিহাসের সাহায্যে অতি সহজে তাহাদের সময় নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

আলাওলের সর্ব্বপ্রথম পুস্তক পদ্মাবতী। ইহা তিনি আরাকান-রাজের অমাত্য মাগন ঠাকুরের অনুরোধে হিন্দী হইতে বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করেন। পদ্মাবতীর প্রচলিত সংস্করণ অতি কদর্য্য; কিন্তু তাহা হইলেও আরাকানরাজের নাম উদ্ধার করা যাইতে পারে। তাহাতে দেখিতে পাই,—

> দিল্লি মহারাজ বংস জত্তপি হইলধংস
> নৃপগৃহে হৈলো রাজ্যপাল।
> রাজশুখ ভোগ মুল কি দিব তাহার তুল
> রসভোগে গোঁয়াইল কাল॥
> এক পুত্র এক কন্যা সংসারেত ধন্য ধন্য
> জন্মিলেক নৃপতি সম্ভব।
> চলিতে ত্রিদিস স্থান পুত্র কন্যা রাজ্যদান
> জারে দেখি লজ্জিত বাসব॥
> সাদ উমংদার নাম রুপে গুনে অনুপাম
> মহাবুদ্ধি ভাগ্য অনুরেক।
> দেখিতে সুচারু মুখ লোকের নয়ান শুখ
> জিনি পূর্ণচন্দ্র পরতেক॥†

আরাকানের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, পরাক্রান্ত থিরি থুধম্মা রাজা (Thiri thudhammā) নিহত হইলে তাঁহার পুত্র মিন্ সানি (Min Sani) ২৮ দিন মাত্র রাজত্ব করেন। পরে নরপদিগ্রি (Narapadigri) বলপূর্ব্বক রাজ্যপাট অধিকার করেন। তাঁহার পূর্ব্বে

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩২শ বার্ষিক ৪র্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† সর্ব্বত্র উদ্ধৃত অংশে আমরা আদর্শ পুস্তকের বানান রক্ষা করিয়াছি।—লেখক।

আরাকান-রাজগণ আপনাদিগকে পাদশাহ্ বলিতেন এবং কেহ কেহ যবৌক শাহ্, সেকান্দর শাহ্, সেলাম শাহ্, হুসেন শাহ্ প্রভৃতি মুসলমানি নাম গ্রহণ করিতেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা আপনাদিগকে দিল্লির মহারাজ-বংশ বলিয়া পরিচয় দিতেন। কিংবা 'দিল্লি' 'মিম্বি'র (মিন্ বিন্) অপপাঠ। মিন্ সানি পর্য্যন্ত সমস্ত রাজা এই মিন্‌বিনের (রাজ্যকাল ১৫৩১—১৫৫৩ খ্রিঃ অব্দ) বংশীয় ছিলেন। নরপদিগ্রি হইতে মিন্‌বিন্ মহারাজবংশ ধ্বংস হয়। নরপদিগ্রির ভ্রাতুষ্পুত্র ও উত্তরাধিকারীর নাম থদো মিন্তার (Thado Mintar), তাঁহার পর তৎপুত্র সান্দ থুধম্মা (Sānda Thudhammā) রাজা হন। তাঁহার রাজত্বকালে শাহ্ শূজা 'সপরিবারে আরাকানে আসিয়া আশ্রয় লন এবং পরে শোচনীয়রূপে নিহত হন। আরাকানের উচ্চারণ অনুসারে সংস্কৃতের শস স্থানে থ এবং চ স্থানে স হয়। এ মতে থদো মিন্তার আলাওলে সাদ উমংদার হওয়া বিচিত্র নহে। নরপদিগ্রি আলাওলে নৃপগৃহ হইয়াছে। সংস্কৃত শ্রীসুধর্ম্মা রাজা হইতে আরাকানী ভাষায় থিরি থুধম্মা রাজা হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। উল্লিখিত রাজগণের রাজ্যাভিষেককাল ক্রম অনুযায়ী নিম্নে দেওয়া যাইতেছে,—

থিরি থুধম্মা রাজা (= শ্রীসুধর্ম্মা রাজা)	১৬২২ খ্রিঃ অব্দ
মিন্‌সানি	১৬৩৮ ,, (২৮ দিন মাত্র)
নরপতিগ্রি (= নৃপগৃহ)	১৬৩৮ ,,
থদো মিন্তার (= সাদ উমংদার)	১৬৪৫ ,,
সান্দ থুধম্মা (= চন্দ্র সুধর্ম্মা)	১৬৫২ ,,
	(১৬৮৪ ,, পর্য্যন্ত)

আলাওল এই থদো মিন্তার রাজার সময়েই (১৬৪৫—১৬৫২) তাঁহার পদ্মাবতী রচনা করেন। ইহার পর দৌলত কাযীর অসমাপ্ত সতী ময়নামতী ও লোরচন্দ্রাণী আরাকানরাজের মহাপাত্র ছোলেমানের আদেশে সম্পূর্ণ করেন। দৌলত কাযী আরাকানরাজ থিরি থুধম্মারাজার রাজত্বকালে পাত্র আশ্‌রফ খানের উৎসাহে এই কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করিবার পূর্ব্বে দেহত্যাগ করেন। ছাপা পুথিতে শ্রীসুধর্ম্মা রাজা "কুস্তু ধর্ম্মরাজা" হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অন্যত্র সুধর্ম্ম, সুধর্ম্মা এইরূপ বানানও দেখা যায়। দৌলত কাযী বলিতেছেন,—

কর্ণফুলী নদীপূর্ব্বে আছে এক পুরী।
রোসাঙ্গ নগর নাম স্বর্গ অবতারী॥
তাহাতে মগধবংশ ক্রমবুদ্ধিছার (= ক্রমবৃদ্ধিসার)।
নাম কুস্তুধর্ম্মরাজা ধর্ম্ম অবতার॥

* * *

ধন্য ধন্য শব্দ হৈল দেবের সভাত।
সুধর্ম্মের কীর্ত্তিযশ পূর্ণ সন্নিপাত॥

আলাওলের রচিত অংশে দেখিতে পাই,—

জখনে আছিল কবি শুণি অবগতি।
রসাঙ্গ-ঈশ্বর পূর্ব্ব সুধর্ম্মা নৃপতি ॥

*   *   *

আসরপ আজ্ঞাএ দৌলত কাজী ধীর।
রচিল চন্দ্রাণীর কথা অতি সুরচিত ॥

*   *   *

তবে কাজি দৌলত স্বর্গেত হৈল লীন।
খণ্ড বাক্য পুস্তক আছিল চির দিন ॥

*   *   *

এ সকল শেষ কথা অসাঙ্গ রহিল।
সুধর্ম্মের শেষে তিন নৃপ চলি গেল ॥
তবে পুনি রাজ্যের হইল ভাগ্যোদয়।
শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা সে নৃপতি মহাশয় ॥

তান মোহাপাত্র শ্রীমন্ত ছোলেমান।
নানা বিদ্যা শাস্ত্রগুণে শত অবধান ॥

*   *   *

শ্রীমন্ত ছোলেমান সত্য রত্নাকর।
শুনিতে সতীর কথা হরিস অন্তর ॥
আদেশ কুসুম তান শিরেতে ধরিয়া।
হীন আলাওলে কহে পাঞ্চালি রচিআ ॥

পূর্ব্বে প্রদত্ত রাজ-তালিকায় দৃষ্ট হইবে যে, থিরি থুধম্মা রাজার পরে তিন জন রাজার রাজত্ব অবসানে সান্দথুধম্মা রাজা হন। বলা বাহুল্য, এই সান্দথুধম্মাই আলাওলের শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা। তাঁহার মহাপাত্র ছোলেমানের আদেশে কবি সতী ময়নামতী ও লোরচন্দ্রাণী সমাপ্ত করেন। কবি স্বয়ং তাঁহার রচনার সময় বলিয়া দিয়াছেন,—

মুছুঁলমানী সক সন্ধ্যা সুন দিআ মন।
অল্প ভাবিলে পাইবা বুদ্ধিমন্ত জন ॥
সিন্ধু সুন্য দেখিআ আপনে দুই দিকে।
যুত কলানিধিরে রাখিলা বাম ভাগে ॥
মগধির সনের সুনহ বিবরণ।
জুগ সুন্য মৈদ্ধে জুগ বামে মৃগাঙ্কন।

ইহাতে হিজরী ১০৭০ এবং মঘী ১০২০ সাল পাওয়া যায়। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আবদুল করীম সাহেবও এই দুই সন নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। পরে তিনি বলিতেছেন, "হিজরী হিসাবে ২৫১ বৎসর ও মঘী হিসাবে ২৪৫ বৎসর পূর্ব্বে আলাওল 'চন্দ্রাণী' রচনা করেন। কিন্তু উক্ত সন দুইটীর মধ্যে ৬ বৎসরের ব্যবধান কোথা হইতে আসিল ?" এখানে বলা আবশ্যক যে, হিজরী সন চান্দ্র বৎসর ও মঘী সন সৌর বৎসর হওয়ায় এই পার্থক্য হইয়াছে। এই হিজরী ও মঘী সন হইতে আমরা খ্রিষ্টীয় ১৬৫৯ সাল ও বাঙ্গালা ১০৬৫ সাল পাইব।

ইহার পর আরাকানে এক মহাবিভ্রাট উপস্থিত হয়। হতভাগ্য শাহ্ শুজা আরাকান-রাজের সৈন্যদ্বারা নিহত হন (১৬৬০ খ্রিঃ অব্দ) এবং মুসলমানগণের উপর অনেক অত্যাচার হয়। সৈয়দ আলাওল কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। পরে পঞ্চাশ দিন পরে কোনরূপে কারামুক্ত হন। এই সমস্ত বিবরণ কবি সেকান্দরনামা ও সয়ফল মুলুক বদিয়ুজ্জামালের ভূমিকায় নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন। কারামুক্ত হইয়া আলাওল তাঁহার পূর্ব্বতন পৃষ্ঠপোষক রাজপাত্র ছোলেমানের উৎসাহে তোহফা নামক একটী ধর্ম্মপুস্তকের পদ্যানুবাদ করেন।

কবি স্বয়ং বলিতেছেন,—

সিন্ধু শত গ্রহ দশ সন বাণাধিক।
রচিলা ইউসুফ গদা তোহফা মাণিক ॥
দুইশত অষ্টোত্তর সত্তর রহিল।
আলিমে পাইল মর্ম্ম আমে না পাইল ॥

* * *

সুধন্য রোসাঙ্গ দেশ নাহি মন্দ পাপলেশ
শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্ম তাতে রাজা।
অধিক মহিমা যার দৈবের নিবন্ধ তার.
নৃপকুলে আসি করে পূজা ॥
তান পাত্র দিব্যজ্ঞান শ্রীযুত ছোলেমান
শুভক্ষণে সৃজিলা বিধাতা।
নানা শাস্ত্র অবধান দত্য (?) সত্য শান্তিমান্
গুণবন্ত গুণিগণ জ্ঞাতা ॥

* * *

হইলে মহৎ আজ্ঞা না আসে কার শঙ্কা
অন্নদাতা সমান পিতার।
তান আজ্ঞা লক্ষ্য করি হৃদয়ে সাহস ধরি
রচিতে করিনু অঙ্গীকার ॥

উদ্ধৃতাংশ হইতে মূল গ্রন্থের রচনার তারিখ (৭৯৫ হিজরী) এবং আলাওলের অনুবাদের

তারিখ (৭৯৫+২৭৮=১০৭৩ হিজরী) পাওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে খ্রিষ্টীয়* সন ১৬৬৩ সাল এই পুস্তক রচনার সময় নির্দিষ্ট হইতেছে।

শাহ্ শুজার শোচনীয় মৃত্যুর নয় বৎসর পরে (১৬৬৯ খ্রিঃ অব্দে) যে সময়ে কবি সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হইয়া অতিকষ্টে দিনপাত করিতেছিলেন, তখন সৈয়দ মুসা নামক এক সদাশয় ব্যক্তির আদেশে তাঁহার সয়ফল মুলুক বদিয়ুজ্জামাল সমাপ্ত করেন। আলাওল মাগন ঠাকুরের আদেশে ইহার রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পুস্তকখানি ফেলিয়া রাখেন। এক্ষণে সৈয়দ মুসার আশ্রয়ে তাহা সম্পূর্ণ করেন। কবি বলিতেছেন,—

মহাদেবীর মুক্ষপাত্র শ্রীযুক্ত মাগন।
ছএফল মুলুক কথা করাইল রচন॥
সাঙ্গ না হইতে পুস্তক পাইল পরলোক।
কত কাল মোর মনে আছিল সে শোক॥

ইহার পর কবি শাহ্ শুজার ঘটনা এবং নিজের পঞ্চাশ দিনব্যাপী কারাবাসের কথা বলিয়া বলিতেছেন—,

এহি মতে বহি গেল নবম বৎসর।
খণ্ড কাব্য রহিল পুস্তক মনুহর॥
ছৈদ মুছা নামে এক পুরুষ মহন্ত।
অভিন্ন মদন রূপ মহাগুণবন্ত॥

মহন্তজনের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি।
প্রবেশিলু গ্রন্থকর্ম্মে করতারে স্মরি॥

শুজার মৃত্যুর ১১ বৎসর পরে (১৬৭১ খ্রিঃ অব্দে) আলাওল মজলিস নবরাজের আদেশে বিখ্যাত পারসী কাব্য সিকান্দরনামার পদ্যানুবাদ করেন। এই পুস্তকে কবি আত্ম-পরিচয় স্থলে শাহ শুজার ঘটনা উল্লেখ করিয়া পরে বলিতেছেন,—

এই মতে একাদশ অব্দ বহি গেল।
পুনরপি ভাগ্যোদয় প্রকাশিত হইল॥
শ্রীযুত মজলিশ অতুল মহন্ত।
মজলিশ পাইয়া যদি হইল শ্রীমন্ত॥
মধুর বচন মোর শুনিবার সাধ।
আদরে আনিয়া আমা দিলেক প্রসাদ॥

* খৃষ্ট, খ্রীষ্ট, কৃষ্ট—এই তিনরূপ বানান সাধারণতঃ প্রচলিত আছে। কিন্তু মূল গ্রীক অনুযায়ী খ্রিষ্ট বা খ্রিস্ত বানানই সঙ্গত।—লেখক।

পুস্তকের শেষভাগে তিনি বলিতেছেন,—

মজলিশ নবরাজ রসময় নিধি।
তান দান-ধর্ম্ম পুণ্যকর্ম্ম বহে সদাবধি॥
তাহান আদেশে কহে হীন আলাওল।
অনিত্য সংসারধর্ম্ম মিথ্যা যে সকল॥

সম্ভবতঃ কবির শেষ রচনা হপ্ত পয়কর। রাজা শ্রীচন্দ্রসুধর্ম্মার প্রধান সেনাপতি সৈয়দ মুহম্মদের আজ্ঞায় কবি পারসী হইতে এই পুস্তকখানি বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করেন। ছাপা পুথির শেষে কালজ্ঞাপক কয়েকটী পদ আছে। তাহা হইতে হিজরী ১২১৯, ঈসবী (=পুথির ইছুপী) ১৮০৪, বাঙ্গালা ১২১১ এবং মঘী ১১৬৬ সন নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু এইগুলি হস্তলিখিত পুথির লিপির তারিখ মাত্র। ছাপা পুস্তকে 'যদৃষ্টং তন্মুদ্রিতং'রূপে স্থান পাইয়াছে। কবি আলাওল সম্ভবতঃ সেকান্দরনামা রচনার পরে ১৬৭২ সালে ইহা রচনা করেন। কবি বলিতেছেন,—

তাহে নৃপ অনুপাম শ্রীচন্দ্রসুধমা নাম
খল নাশ দুঃখিতের গতি।
পুত্রবৎ প্রজাপাল বিপক্ষ জএর কাল
ধর্ম্মশীল মহাছত্রপতি॥

* * * *

হেন মহারাজেশ্বর অখণ্ড সম্পদ।
তান মুখ্য সৈন্যমতি (=সেনাপতি ?) সৈয়দ মহাম্মদ॥

* * * *

তান আজ্ঞা লংঘিতে না পারি কদাচিত।
যদ্যপিও জরাজীর্ণ চিন্তাকুল চিত॥

তোহফা রচনাকালে কবি নিজের বার্দ্ধক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। সয়ফল মুল্লুকে তিনি বলিয়াছেন,—

বৃদ্ধকালে গ্রন্থকর্ম্ম উচিত না হএ।

সেকান্দরনামায় কবি বলিয়াছেন,—

তবে আমি নিবেদিল হৈল বৃদ্ধ কাল।

হপ্ত পয়করে তিনি নিজের জরাজীর্ণ অবস্থার জন্য আক্ষেপ করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, হপ্ত পয়করের রচনার অল্প দিন পরেই কবি পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেন।

এই পুস্তকগুলি ব্যতীত আলাওল কতকগুলি বৈষ্ণব পদাবলীর রচয়িতা। সেগুলি খুব সম্ভবতঃ তাঁহার জীবনের বিভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছিল।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ.

পুস্তক-বিবৃতি

১। The Journal of the Burma Research Society, vol. xv, pt. I, April, 1925.

২। A History of Burma by Sir A. P. Phayre, London, 1883.

৩। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ—১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা (সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী সং ৪৩), মুন্সী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম-সঙ্কলিত, কলিকাতা, ১৩২১।

৪। পদ্মাবতী—হবিবি ছাপাখানা, কলিকাতা, ১৩১৭।

"সৈয়দ আলাওলের গ্রন্থাবলীর কালনির্ণয়" প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সাহিত্য-শাখার মাননীয় সদস্যগণ, বন্ধুবর মৌলভী মোহাম্মাদ শহীদুল্লাহ্‌ এম এ, বি এল্‌ মহোদয়ের লিখিত "সৈয়দ আলাওলের গ্রন্থাবলীর কালনির্ণয়" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের সুযোগ দিয়া, আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। এই জন্য উক্ত সাহিত্য-শাখার সদস্য মহোদয়দিগকে এবং আপনাদিগকে আমি অন্তরের সহিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে মৌলভী মোহাম্মাদ[১] শহীদুল্লাহ্‌ সাহেবকে আমি বঙ্গভাষাভাষী হিন্দুমুসলমানের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

মৌলভী সাহেব লিখিয়াছেন, "প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে সৈয়দ আলাওলের স্থান অতি উচ্চে।" কিন্তু আমার মনে হয়, পণ্ডিত সৈয়দ আলাওলকে ভারতচন্দ্রের সহিত তুলনা করিলে কিছুমাত্র অন্যায় করা হয় না।

বন্ধুবর মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সাহেব, সর্ব্বপ্রথম "চট্টগ্রামের সৈয়দ-কবি" সৈয়দ আলায়াল সাহেব মরহুমের গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দুমুসলমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বিগত ১৩২১ বঙ্গাব্দ হইতে আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

১। মৌলভী মোহাম্মাদ্‌ শহীদুল্লাহ্‌ সাহেব, "মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌" বলিয়া স্বীয় নাম দস্তখত করিয়াছেন। কিন্তু আমার জ্ঞানবিশ্বাস মতে "মুহম্মদ" হইতে পারে না। কারণ, আরবী বর্ণমালায় দুইপ্রকার একক পেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালী মুসলমানেরা একটিকে 'সিদা পেশ' এবং আর একটিকে 'উল্টা পেশ' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। 'সিদা পেশের' উচ্চারণ "ও" এবং 'উল্টাপেশের' উচ্চারণ 'উ' হয়। মোহাম্মাদ বা মহম্মদ শব্দ লিখিতে সোজা পেশ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মৌলভী সাহেবের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হইলে অনুগৃহীত হইব।

অনুমতিক্রমে "মুসলমানী বাঙ্গালা সাহিত্যে"র অনুসন্ধান-কার্য্যে লিপ্ত আছি এবং সেই সঙ্গে "মোসলেম কবি-গুরু" আলায়াল পণ্ডিতের সাহিত্যসাধনা সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করিতেছি। এই দীর্ঘকাল অনুসন্ধানের ফলে আমি কবিবর সৈয়দ আলায়াল[১] সাহেব মরহুমের গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, আপনাদিগকে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। মৌলভী সাহেব তাঁহার প্রবন্ধমধ্যে লিখিয়াছেন যে, সৈয়দ আলায়াল সাহেব মরহুম মোট ছয়খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। যথা,—১। পদ্মাবতী, ২। সয়ফল মুলুক, ৩। সেকান্দার-নামা, ৪। হপ্ত-পয়কর, ৫। তোহ্ফা, ৬। সতী ময়নামতী ও লোরচন্দ্রাণী। মৌলভী সাহেব উক্ত ছয়খানি পুস্তকের নামোল্লেখ করিয়া পুনরায় লিখিয়াছেন, "তিনি বহু বৈষ্ণবপদ রচনা করেন।"

বাঙ্গালী মোসলমানদিগের আদি-কবি, "কবি-গুরু" শাহ্ সৈয়দ আলায়াল সাহেব মরহুম প্রণীত যে কয়খানি গ্রন্থের সন্ধান আমি জানিতে পারিয়াছি, আপনাদিগের অবগতির জন্য সর্ব্বপ্রথম এখানে সেই গ্রন্থগুলির নামোল্লেখ করিতেছি। যথা,—১। পদ্মাবতী কাব্য, ২। সয়ফল মুলুক বদিওজ্জামাল কাব্য, ৩। দারা-সেকান্দারনামা কাব্য, ৪। সপ্ত-পয়কর কাব্য, ৫। সতী ময়না—সৈয়দ ময়না এবং লোরচন্দ্রাণীর প্রসঙ্গ, ৬। তোহ্ফা, ৭। ইউসুফ-জোলায়খা কাব্য, ৮। লায়লা-মজনুন্ কাব্য, ৯। শিঁরিঁ-খোসরোনামা কাব্য, ১০। আজিজ্-কুমার—রসবতী কাব্য।

সৈয়দ আলায়াল পণ্ডিত, তাঁহার "তোহ্ফা" নামক পুস্তক, ফার্সীভাষার পদ্যগ্রন্থ "মখজুন্-উল্ আশার" নামক কেতাব অবলম্বনে লিখিয়াছিলেন। এই কেতাবখানি মহাকবি নেজামীর লেখা।

"লায়লা-মজ্নুন্" নামক মূল পুস্তক আরবী ভাষায় লিখিত। কেহ কেহ অনুমান করেন, খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে এই পুস্তক, একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল। মোসল্মানেরা পারস্যদেশ জয় করিবার পর, মহাকবি নেজামী ফার্সী ভাষায় ইহার বিস্তারিত অনুবাদ কবিতায় রচনা করেন। এই সময় আরবী "লায়লা-মজ্নুন্" অপেক্ষা ফার্সী "লায়লা-মজ্নুন্" ভাব-সম্পদে অনেক উচ্চ স্থান অধিকার করে।

পণ্ডিত আলায়াল "সেকান্দারনামা" নাম দিয়া কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই; তাঁহার গ্রন্থের নাম "দারা-সেকান্দারনামা।" এই "দারা-সেকান্দারনামা" একখানি ঐতিহাসিক কাব্যগ্রন্থ। ইহা পারস্য দেশের "ফারেস্" জাতির নিজস্ব সম্পত্তি। মহাকবি নেজামী, ফার্সী ভাষায় সেকান্দারনামা রচনা করিয়া অমর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। কবি আলায়াল "দারা-সেকান্দারনামা" নাম দিয়া তাহারই অনুবাদ করিয়াছেন।

১। কবি সৈয়দ আলায়াল (আলাওল) সাহেবের আসল নাম যে কি, তাহা জানিবার কোনই উপায় নাই। পুস্তকমধ্যে "আলাওল" ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঁহার প্রকৃত এবং সম্পূর্ণ নাম জানিবার জন্য আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "আল্ আউয়াল হইতে আলায়াল বা আলাওল হওয়া সম্ভব।" আমার মনে হয়, আলায়াল (আলাওল) কবির 'তখাল্লুস' বা ভণিতাযুক্ত নাম। এ সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

"শিঁরি-খোস্‌রোনামা" গ্রন্থখানিও পারস্য দেশের "ফারেস্‌" জাতির নিজস্ব সম্পত্তি। পারস্য-সম্রাট্ নওশেরওয়ার পৌত্র তরুণ সম্রাট্ খোস্‌রো এবং পৃথিবীর অদ্বিতীয়া সুন্দরী শিঁরি'র প্রেমকাহিনী অবলম্বনে মহাকবি নেজামী ফার্সী ভাষায় পদ্যাকারে ইহা রচনা করিয়াছিলেন। কবি আলায়াল সেই ফার্সী কেতাবেরই অনুবাদ করিয়াছেন। ইহাও যে একখানি ঐতিহাসিক কাব্য, সে কথা বলাই বাহুল্য।

"সপ্ত-পয়কর" ফারেস জাতির জাতীয় সাহিত্যাকাশের একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র। কিন্তু ইহার মাল-মসলা, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর আরব সাহিত্যিকদিগের শিরোভূষণ "নজ্জাসী" সংগ্রহ করিয়া গিয়াছিলেন। একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে নজ্জাসী এই আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছিলেন। মহাকবি নেজামী, নজ্জাসীর মাল-মসলা লইয়া নিজের ছাঁচে ঢালিয়া, "হপ্ত-পয়কর" রচনা করেন। আরব ও আজম দেশের নৃপতি বাহ্‌রাম্ কি জন্য গো'র উপাধি পাইয়া "বাহ্‌রাম্ গো"'র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং কি প্রকারে তাঁহার অনুপস্থিতি-কালে তাঁহার পিতার মৃত্যুসময় মন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি পিতৃরাজ্য ও সিংহাসনে বঞ্চিত হইয়াছিলেন এবং বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীকে উপযুক্ত প্রতিফল দিয়া, পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন, এবং কি প্রকারে তিনি পার্শ্ববর্ত্তী সাতটী রাজ্য জয় করিয়া, দিগ্বিজয়ী হইয়া, সেই সাত রাজ্যের সাতটি পুতুলসদৃশ রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া, পৃথিবীমধ্যে অতুলনীয় যশ ও খ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন, নেজামী তাহাই "হপ্ত-পয়করে" বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সৈয়দ কবি আলায়াল নেজামীর হপ্ত-পয়কর গ্রন্থকে বাঙ্গালা ভাষায় ভাষান্তরিত করিয়া, "সপ্ত-পয়কর" নাম দিয়াছেন। পারস্যের বুল্-বুল্ নেজামীর ফার্সী কাব্য হপ্ত-পয়কর এবং বাঙ্গালার বুল্-বুল্ নেজামীর বাঙ্গালা কাব্য "সপ্ত-পয়কর" একই পুস্তক। ইহাও একখানি ঐতিহাসিক কাব্য গ্রন্থ।

"পদ্মাবতী" কাব্য যে, চিতোরের মহারাণী পদ্মাবতীর ঘটনা অবলম্বনে লিখিত, সে কথা সকলেই অবগত আছেন। হিন্দী কবি মালেক মোহাম্মদ জয়সী "পদ্মাওয়াৎ" কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও সকলেই অবগত আছেন। সৈয়দ কবি আলায়াল পণ্ডিত সেই পদ্মাওয়াৎ কাব্য অবলম্বনে এই পদ্মাবতী কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহাও একখানি ঐতিহাসিক কাব্য; কিন্তু এই পুস্তকে বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে কতটুকু সত্য এবং কতটুকু অসত্য স্থান পাইয়াছে, সে আলোচনা করিবার এ স্থান নহে।

"সয়ফল মুলুক বদিওজ্জামাল" গ্রন্থখানি একখানি ফার্সী কাব্য গ্রন্থের তরজমা। কিন্তু ইহাতে কোন ঐতিহাসিক সত্য স্থান পাইয়াছে কি না, তাহা আমি আজিও ঠিক করিতে পারি নাই।

"আজিজ্ কুমার-রসবতী" গ্রন্থ সত্য ঘটনামূলক কাব্য। এই নামের আরও একখানি পুস্তক আমি পাইয়াছি। এতদুভয়ের মধ্যে কোনখানি আগে এবং কোনখানি পরে বিরচিত হইয়াছিল, সে আলোচনা আজিও শেষ হয় নাই।

"ইউসুফ-জোলায়খা" একখানি ঐতিহাসিক কাব্যগ্রন্থ। ইতিহাসপাঠক মাত্রেই অবগত

আছেন যে, মহাপুরুষ ইব্রাহিমের দুই পুত্র; বড় ছেলে ইব্রাহিম—হাজেরা এবং ছোট ছেলে ইস্রাইল ওর্ফে ইস্হাক্—সারা। ইস্হাকের পুত্র ইয়াকুব। ইয়াকুবের অন্যতম পুত্র ইউসুফ। মিসরকুমারী জোলায়খা ইউসুফের প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু ইউসুফ জোলায়খাকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। ফলে ইউসুফকে কত লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছিল, মহাগ্রন্থ কোরাণ শরীফে—ইউসুফ পরিচ্ছেদে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। কোরাণ শরীফের এই পরিচ্ছেদ অবলম্বনে সৈয়দ-কবি আলায়াল পণ্ডিত তাঁহার ইউসুফ জোলায়খা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

"সতী ময়না—সৈয়দ ময়না ও লোরচন্দ্রাণীর প্রসঙ্গ," "আজিজ্ কুমার রসবতী"র ন্যায় সত্য ঘটনামূলক কাব্যগ্রন্থ। আজিজ্ কুমারও যেমন অপর কোন ভাষার পুস্তকের ছায়া অবলম্বনে লিখিত নহে বা অপর কোন পুস্তকের অনুবাদ নহে, সতীময়না—সৈয়দ ময়না ও লোরচন্দ্রানীর প্রসঙ্গ নামক পুস্তকখানিও সেইরূপ স্বাধীনভাবে বিরচিত হইয়াছিল। আরাকান রাজ্যে এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে সত্য ঘটনামূলক একটি কাহিনী লোকমুখে গীত হইত। কাজী দৌলত ওর্ফে সৈয়দ কাজী দওলৎ উদ্দিন, সেই কাহিনী অবলম্বনে "সতীময়না—সৈয়দময়না ও লোরচন্দ্রাণীর প্রসঙ্গ" কাব্যাকারে রচনা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু পুস্তকখানি অসমাপ্ত অবস্থায় রাখিয়া তিনি জীবনের পরপারে চলিয়া যান এবং সৈয়দ কবি আলায়াল পণ্ডিত ইহার রচনা শেষ করেন।

উপরিউক্ত দশখানি গ্রন্থ ব্যতীত তিনি আরও কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না, সে সন্ধান আমি আজিও জানিতে পারি নাই। তবে তিনি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত, ভক্ত হিন্দুদিগের জন্য যে অনেক বৈষ্ণব পদ রচনা করিয়াছিলেন, সে সন্ধান মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ্ সাহেব আমাদিগকে দিয়াছেন।

সৈয়দ-কবি পণ্ডিত আলায়াল সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলেই ফারেস্থানের মহাকবি নেজামীর কথা আসিয়া পড়ে; একজনকে বাদ দিয়া আর একজনের কথা বলা চলে না। তাই এখানে নেজামী সম্বন্ধে দুই একটি কথা আপনাদিগকে বলিতেছি। ফারেস্থানের বুল্-বুল্ নেজামীর নাম আপনারা অনেকেই জানেন না। নেজামীর সম্পূর্ণ নাম ও উপাধি—মওলানা শাহ্ আলাউদ্দিন গজনবী নেজামী। তাঁহার নাম আলাউদ্দিন, কিন্তু আরবী ও ফার্সী ভাষায় অতুলনীয় পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া, তিনি মওলানা উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি সুফীসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ সম্মান "শাহ্" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। গজনী দেশ তাঁহার মাতৃভূমি বলিয়া, তাঁহার নামের শেষে 'গজনবী' শব্দ যোগ করা হইত। নেজামী তাঁহার সাঙ্কেতিক নাম। ফার্সী ভাষায় এইপ্রকার সাঙ্কেতিক নামকে "তখাল্লুস" বলে। মওলানা আলাউদ্দিন তাঁহার সমস্ত পুস্তকে এই তখাল্লুস নেজামী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া, জনসমাজে তিনি নেজামী নামে পরিচিত।

মওলানা শাহ আলাউদ্দিন গজনবী নেজামী ফার্সী ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

তন্মধ্যে নিম্নলিখিত পাঁচখানি গ্রন্থ সর্ব্বপ্রধান। এই পাঁচখানি গ্রন্থ "খাম্‌স্‌ সিরিজ"ভুক্ত। যথা,—১। মখজুন্‌-উল আশার, ২। লায়লা-মজনুন্‌, ৩। সেকান্দার-নামা, ৪। শিঁরি-খোসরোনামা, ৫। হপ্ত-পয়কর।

বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর সকল ভাষাতেই এই পাঁচখানি কেতাবের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। কবি আলায়াল, নেজামীর খাম্‌স্‌-সিরিজের পাঁচখানি গ্রন্থই যে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছিলেন, সে কথা আমি আপনাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং আমরা সহজেই এ কথা অনুমান করিতে পারি যে, মহাকবি নেজামীই, সৈয়দ-কবি আলায়ালের আদর্শ ছিলেন। কবি আলায়াল সপ্ত-পয়করের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

"মহন্ত পুরুষ সে নেজামী গজনবী।
ফার্সী ভাষাতে তিনিই ছিল মহাকবি॥
আছিল আসল শাহ্‌ আলাউদ্দিন নাম।
কহিছিল কেতাবেতে মহিমা উপাম॥
নিজ বুদ্ধি রচিছেন্ত কেতাব বহুল।
তার মাঝে খাম্‌সের দিতে নারি তুল॥"

এইবার আমি আপনাদিগকে কবি আলায়ালের হাতের লেখা পুথি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু আলায়ালের হস্তলিখিত পুথি সংগ্রহ করিতে পারি নাই বা কোথাও পাই নাই। তবে আলায়াল-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলি পুস্তকের প্রামাণ্য পুথি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি।

আলায়াল পণ্ডিত কেবল যে কবি ছিলেন, তাহা নহে; তিনি কাদেরীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত অতি উচ্চদরের সাধকও ছিলেন। তাঁহার মুর্শিদ তাঁহাকে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া, মুরিদ করিবারও অধিকার দিয়াছিলেন। কবি আলায়াল দারা-সেকান্দারনামায় নিজ বৃত্তান্তের মধ্যে রাগ ভৈরবী সরতী পয়ারে নিম্নলিখিত সংবাদটী লিখিয়াছেন। যথা,—

"সৈয়দ মস্‌উদশা রোসাঙ্গের কাজী।
জ্ঞান অল্প আছে বলি মোরে হৈল রাজী॥
দয়ালুচরিত্র পীর অতুল্য মহত।
কৃপা করি দিলেন কাদেরী খেলাফত॥
যদ্যপিও সত্য আমি লই এই ভার।
পরসে পরেস তাম্র হয় হেমাকার॥"

সুতরাং এখন আমরা নিঃসন্দেহে এ কথা বলিতে পারি যে, রোসাঙ্গের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মস্‌উদ শাহ্‌, সৈয়দ কবি আলায়াল পণ্ডিতের মুর্শিদ ছিলেন এবং সৈয়দ আলায়ালকে তিনি কাদেরীয়া মতে মুরিদ করিবারও অধিকার দিয়াছিলেন। কবি আলায়াল দারা-সেকান্দারনামা গ্রন্থের আর এক স্থানে তাঁহার মুরিদদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

বহু মহন্তের পুত্র মহা মহা নর।
পাঠ, গীত, সঙ্গত, শিখায়ু বহুতর॥
বহুত মহত লোকে কৈল গুরুভাব।
সকলের কৃপা হস্তে ছিল বহু লাভ॥

এখন আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, সৈয়দ কবি আলায়াল পণ্ডিত তাঁহার ধর্ম্মগুরু সৈয়দ মস্‌উদ্ শাহার নিকট খেলাফৎ পাইয়া, তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি বহু মুরিদ করিয়া, মুরিদদিগকে সাধনভজন-পথ দেখাইয়াছিলেন। কবি আলায়াল দারা-সেকান্দার-নামার আর এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

"সৈয়দ সালাহদ্দিন মুরিদ সুজন।
শিখিল কাদেরী পথে সাধন-ভজন॥
খান্-মজলিস্ বংশে জনম তাহান।
উদার হৃদয় তার চরিত্র মহান॥
মম প্রতি গুরুভাব ভকতি মহত।
আমার খলিফা তিনি নবীর উম্মত॥
কাগজ কলম লৈয়া নিকটে থাকেন।
কাব্যকথা বলি যাই তিনিত লিখেন॥"

উপরোক্ত কবিতা পাঠে আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, সাধক কবি আলায়াল সাহেবের বহু মুরিদের মধ্যে সৈয়দ সালাহদ্দিন খান্-মজলিস্ সাহেব প্রধান ছিলেন এবং তিনিই দরবেশ আলায়ালের খলিফা ছিলেন। আর আলায়াল বিবিধ ছন্দে "কাব্য-কথা" বলিয়া যাইতেন ও সালাহদ্দিন সাহেব লিখিতেন। সুতরাং আলায়াল পণ্ডিতের হস্তলিখিত পুথি না পাওয়ারই সম্ভাবনা অধিক। সৈয়দ-কবি আলায়াল পণ্ডিত "দারা-সেকান্দারনামা"র আর এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

"এবে অবদান কর গুণি মহামতি।
আপ্তবৃত্তান্ত কহি পুস্তক উৎপতি॥
(গ্রামমাঝে প্রধান ফতেহাবাদভূম।
বৈসে সাধু সদা লোক হর্ষ মনোরম॥)
অনেক দানেশ-মন্দ খলিফা সুজন।
বহুত আলেম গুরু আছে সেই স্থান॥
হিন্দুকুলে মহাভাগ আছে ভট্টাচার্য্য।
ভাগিরথি গঙ্গাধারা বহে মধ্যে রাজ্য॥
রাজ্যেশ্বর মজলিস্ কুতুব মহাশয়।
আমি ক্ষুদ্রমতি তাঁর অমাত্যতনয়॥

(কার্য্য হেতু পন্থক্রমে আছে কর্ম্মলেখা।
দুষ্ট হারমাদ সঙ্গে হই গেল দেখা॥)
(বহু যুদ্ধ করিয়া শহীদ হৈল বাপ্।
রণক্ষেত্রে রোসাঙ্গ আইল মহাতাপ্॥)
না পাইল সদ-পদ আছে আঙ্গলেস্।
(রাজ আস্ওয়ার হৈনু আমি এই দেশ॥)

উপরি উক্ত কবিতা পাঠে আমরা জানিতে পারিলাম যে, ফতেহাবাদ গ্রাম আলায়ালের পিতৃপিতামহের বাসভূমি ছিল[১] এবং কুতুবউদ্দিন খান্-মজ্লিস্ ফতেহাবাদের অধীশ্বর ছিলেন। আলায়ালের পিতা উক্ত কুতুবউদ্দিন খান্ মজলিসের অমাত্য ছিলেন।

কুতুব-অমাত্য কর্ম্মোপলক্ষে স্থানান্তরে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে ওলন্দাজ-জলদস্যু হারমাদ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েন এবং হারমাদের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হয়েন। যে স্থানে হারমাদ জল-দস্যুর সঙ্গে আলায়ালের পিতার জল-যুদ্ধ হইয়াছিল, অনুমান হয়, সেই স্থান হইতে আরাকান রাজ্যের রাজধানী রোসাঙ্গ নিকটবর্ত্তী ছিল, কিম্বা আরাকানরাজের নৌ-সেনাপতি আঙ্গলেসের নৌ-বহর নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে অপেক্ষা করিতেছিল, অথবা আঙ্গলেস্ পূর্ব্বাহ্নেই হারমাদের অনুসরণ করিয়াছিলেন।

যে কোন অবস্থাতেই হউক, রোসাঙ্গ-নৌসেনাপতি আঙ্গলেস্ এই অবস্থায় হারমাদকে আক্রমণ করেন এবং হারমাদ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে। পরিশেষে আলায়াল আঙ্গলেসের সঙ্গে, রাজধানী রোসাঙ্গে নীত হয়েন এবং রোসাঙ্গরাজকর্ত্তৃক আলায়াল অশ্বারোহী সৈন্যদলভুক্ত হয়েন।

অতঃপর সৈয়দ-কবি আলায়াল পণ্ডিত দারা-সেকান্দারনামার আর এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

"মোর বাক্য এথা প্রকাশিহ সব ঠামে।
রসগ্রন্থ রচিনু মহৎ সব নামে॥
এই মতে সুখে গোয়াঁইনু বহু কাল।

১। পদ্মাবতী পুস্তকে পণ্ডিত আলায়াল লিখিয়াছেন,—

"মুল্লুক ফতেহাবাদ গৌরবে প্রধান।
তথাতে জালালপুর অতি পুণ্যস্থান॥
আলাওল জন্মস্মৃতি আছে যে তথায়।
দেখিবার তরে প্রাণ কাঁদে উভরায়॥"

এখন সহজে এ কথা অনুমান করিতে পারা যায় যে, তৎকালে "সরকার ফতেহাবাদ" একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল এবং কুতুবউদ্দিন খান্ মজলিস্ সেই রাজ্যের রাজা ছিলেন। ইহাও মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, কুতুবউদ্দিন খান্ মজলিস্, দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ছিলেন।

বৃদ্ধকালে অবশেষে হইল জঞ্জাল ॥
সেই কথা শুন এবে যত মহামতি।
কি দশা ঘটিল মোর ললাটের প্রতি ॥
শা-শুজা সঙ্গে যদি আইনু দৈব গতি।
কুটবুদ্ধি পাত্র সবে দিলেক কুমতি ॥
এক পাপী আমাকেও দিল মিথ্যাবাদ।
বিনা দোষে দোষী হইনু হরিষে বিসাদ ॥
কারাগারে পৈনু আমি না পাই বিচার।
যত ইতি বসতী হইল ছারখার ॥
কলঙ্ক উজ্জ্বল চন্দ্রতিমির নাসয়।
কলঙ্কিনী কারাগারে দুঃখ উপজয় ॥
আপন দুঃখের কথা কহিতে অনেক।
সম্মুখে পুস্তক কথা আছে অতিরেক ॥
সাল শেষে মৈল যেই দিল অপবাদ।
অস্থানে পড়িয়া পাইল বহুত প্রমাদ ॥
মন্দ কীর্ত্তি ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ।
পুত্র দারা সঙ্গে অন্ত হৈল পরবাস ॥
এই মতে একাদশ অব্দ বহি গেল।
পুনরপি ভাগ্যে সুখ প্রকাশিত হল ॥
কারাগৃহ হতে মোর ত্রাণ যে হইল।
গুণ হেতু মহাজনে আদর করিল ॥”

সৈয়দ আলায়াল যখন আরাকানরাজের অধীন রোসাঙ্গে অশ্বারোহী সৈনিকের কার্য্য করিতেছিলেন, সেই সময় বঙ্গেশ্বর শাহ্‌ শুজা, ভারত-সম্রাট্ আওরংজেবের ভয়ে তাঁহার বঙ্গরাজ্য ছাড়িয়া, আশ্রয়ান্বেষণে আরাকান রাজ্যে রোসাঙ্গে উপস্থিত হয়েন এবং সৈয়দ আলায়ালের সহিত তাঁহার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। এই পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতাই আলায়ালের “জঞ্জাল” হইয়াছিল। জনৈক মন্ত্রীর মিথ্যা সংবাদে ক্রোধান্বিত হইয়া, আরাকানরাজ সৈয়দ আলায়ালকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন, এবং আলায়াল একাদশ বর্ষকাল কারাগারে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করার পর মুক্তিলাভ করেন। যে মন্ত্রীর মিথ্যা সংবাদে তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, সেই মন্ত্রীও এক বৎসর কালের মধ্যে, কোন অপরাধে রাজ-কোপে পড়িয়া দেশান্তরিত এবং “পুত্র দারা” সঙ্গে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া, অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

অতঃপর কি হইল, সেই বৃত্তান্ত সৈয়দ আলায়াল তাঁহার “দারা-সেকান্দারনামা”য় এইরূপ লিখিয়াছেন। যথা,—

"অতঃপর কি হইল শুন সে ভারতী।
অতুল্য মহন্ত হৈল রোসাঙ্গের পতি॥
শ্রীযুক্ত মজ্লিস্ অতুল্য মহন্ত।
মজ্লিস্ পাইয়া যদি হইল শ্রীমন্ত॥
আসলেতে শ্রীচন্দ্র সু-ধর্ম্মা নাম হয়।
নব মজ্লিস্ বলি সর্ব্ব লোকে কয়॥
অতুল্য মহন্ত তাঁন সুনাম হইল।
মজ্লিস্ পাইয়া তিনি শ্রীমন্ত কহাল॥
জ্ঞানী, গুনী, ধনী সব সভায় আসেন্ত।
মম কথা মজ্লিসে সকলে কহেন্ত॥
সুনাম শুনিয়া গুনী হৈল কৃপামন্ত।
কৃপা তাঁন্ পাই হৈনু অতুল্য মহন্ত॥
মধুর বচন মোর শুনিবার সাদ।
সাদরে আনিয়া আমা দিলেক প্রসাদ॥
অন্ন-বস্ত্রে তুষিয়া পোষেন্ত নিরন্তর।
তান দানে সু-সম সোধম রাজকর॥
বহু গুণমন্ত আছে তাঁহান সভায়।
তথাপিও মোর বাক্য মনে অতিশয়॥
একদিন পরিপূর্ণ কার মেহ্মানী।
মহা মহা মোসলমানে ভুঞ্জাইল আনি॥
ষটরসে ভুঞ্জাইলা নানা পাকওান্।
চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় বিবিধ বিধান্॥

*　　*　　*

অতঃপর মম প্রতি করিল আদেশ।
মম নামে গ্রন্থ রচ কহিনু বিশেষ॥
মহন্ত আদেশ পাই ভাবিলাম সার।
সেকান্দারনামা সম গ্রন্থ নাহি আর॥
দারা-সেকান্দারনামা অতুল্য কেতাব।
অতুল্য মহন্ত নামে রচিব তা' সব॥

*　　*　　*

তা' শুনিয়া মজ্লিসের দয়া হৈল অতি॥

ভক্ষ্য, বস্ত্র, রাজদায় নিয়ম করিয়া।
আর নানাবিধ দানে মন সন্তোষিয়া॥
মোরে স্থির করি তিনি কৈল অঙ্গীকার।
ভাঙ্গিয়া বয়ত ছন্দ রচিতে পয়ার॥
সমুদ্র সঞ্চার যেন গ্রন্থের গুথন।
বিশেষ ফার্সী ভাষায় বয়ত ভাঙ্গন॥
মহন্ত নেজাঁমী পদে ইঙ্গিত আকার।
বিশেষতঃ পঞ্চভাষা কেতাব মাঝার॥
আর্‌বী, ফার্সী, পোস্ত, নস্‌রানী, ইহুদি।
পাহ্‌লাবী সঙ্গে পঞ্চভাষে রত্নাবধি॥
আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি তায় রচিতে অশক্ত।
কেবল রচন মজ্‌লিস্‌ ভাগ্য লক্ষ্য॥
ভাগ্যধর উপরে ঈশ্বরকৃপা অতি।
লঙ্গিতে তাঁহার আজ্ঞা কি মোর শকতি॥
অন্নদাতা ভয়ত্রাতা দুই মতে বাপ।
না রাখিলে তান্‌ বাক্য গুরুতর পাপ॥
তেকারণে সভা আগে করি অঙ্গিকার।
ভাঙ্গিয়া বয়ত ছন্দ রচিতে পয়ার॥"

উদ্ধৃতাংশ হইতে আলায়াল কবির জীবনের অনেক ঘটনাই আমরা জানিতে পারিলাম। উপসংহারে "দারা-সেকান্দারনামা" সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, বিগত ১৩২৪ সালে "হবিবি প্রেসে" মুদ্রিত "দারা-সেকান্দারনামা" গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে,—

"সমাপ্ত হইল ইতি দারা সেকান্দার।
বারশো পঁচানব্বুই সাল বাঙ্গালার॥"

আমার মনে হয়, ইহা প্রথম ছাপার সাল। এই দুইটী পদ প্রকাশক কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

এইবার আমি সৈয়দ-কবি আলায়াল পণ্ডিতের শ্রেষ্ঠ দান "পদ্মাবতী" সম্বন্ধে আলোচনা করিব। মৌলভী মোহাম্মাদ শহীদুল্লাহ্‌ সাহেব বিগত ১৩১৭ সালে কলিকাতার হবিবি প্রেসে ছাপা "পদ্মাবতী" পাঠ করিয়া "অস্থিত-পঞ্চমে" পড়িয়া গিয়াছেন; পড়িবারই কথা! কিন্তু প্রামাণ্য পুথিতে আছে,—

"মিদ্ধি মহারাজ বংশ, যদ্যপি হইল ধ্বংশ,
নৃপদগ্রী হৈল রাজ্যপাল।"

এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, এখানে "দিল্লীর মহারাজবংশে"র কথাও নাই

অথবা "নৃপগৃহের" কথাও নাই। পুথির লেখা নৃপদগ্রীই যে আরাকানরাজ Narapadigri, সে কথা বলাই বাহুল্য। মৌলভী সাহেব লিখিয়াছেন,—"আরাকানরাজগণ আপনাদিগকে পাদশাহ্ বলিতেন এবং কেহ কেহ যষোক শাহ্, সেকান্দার শাহ্, সেলিম শাহ্, হোসেন শাহ্ প্রভৃতি মোসল্মানি নাম গ্রহণ করিতেন।" কিন্তু আমি আদৌ এরূপ কোন প্রমাণ পাই নাই; আলায়াল পণ্ডিত সেরূপ কোন কথাই লিখেন নাই। তবে তাঁহার লেখা হইতে আমি এইরূপ প্রমাণ পাইয়াছি যে, আরাকানরাজগণ অনেকটা ইস্লামধর্ম্ম-ঘেঁষা ছিলেন। তাঁহারা আদৌ মোসল্মানদিগকে ঘৃণা করিতেন না। রাজ্যের বড় বড় পদে মোসল্মান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেন। এমন কি, এক সময় এক রাজকন্যাকে রাজা স্বয়ং মোসল্মানের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন।

(কবি আলায়াল পণ্ডিত, আরাকানের রাজাদিগের, প্রজার ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদারতা বর্ণন করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,—

"নানা দেশে নানা লোক, শুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ,
আইসেন্ত নৃপছায়াতল।
আর্বী, মিস্রী, শামি, তুর্কী, হাব্সী রুমি,
খোরাসানী উজ্বেগ সকল॥
লাহোরী, মুল্তানি, সিন্ধী, কাশ্মিরী, দাক্ষিণী, হিন্দী,
কামরূপী আর বঙ্গদেশী।")

প্রজার ধর্ম্ম সম্বন্ধে রাজার বা রাজপুরুষদিগের উদার মত না থাকিলে, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর এরূপ একত্র সমাবেশ হইতে পারে না। পণ্ডিত সৈয়দ আলায়াল আর এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

"মিধি মহারাজবংশ, যদ্যপি হইল ধ্বংশ,
নৃপদগ্রী হৈল রাজ্যপাল।
রাজ্য সুখভোগ মূল, কি দিব তাহার তুল,
রস ভোগে গোঙাইল কাল॥
এক পুত্র এক কন্যা, সংসারেতে ধন্যা ধন্যা,
জন্মিলেক নৃপতি সম্ভব।"

* * *

"সাদ্ উমাংদার নাম, রূপে গুণে অনুপাম,
মহাবুদ্ধি ভাগ্য অনুরেক।"

* * *

"শাহাজাদী নাম জান, জশাশিনি বলি তান,
রাজা রাণী রাখে পরতেক্॥"

পণ্ডিত আলায়াল আর এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

"যখন আছিল নৃপদগ্রী সিংহাসনে।
জশাশিনি কন্যা তান আছিল ভবনে॥
রূপে গুণে সুলক্ষণা অতি জ্ঞানবতী।
ধর্ম্মে কর্ম্মে শুভ মর্ম্মে অতি সু-মহতী॥
পরম সুন্দরী কন্যা অতি সুচরিতা।
বহু স্নেহে নৃপতি পালিলেন দুহিতা॥"

"কন্যার সৈষ্ঠব দেখি ভাবে নরপতি।
এতেক সম্পদ মম দিব কার প্রতি॥
এক মহাপুরুষ আছিল সেই দেশে।
ধার্ম্মিক মোসলমান সিদ্দিকের বংশে॥
নানা গুণে শ্রীমন্ত মহৎ কুল-শীল।
তাঁহাকে ডাকিয়া নৃপ কন্যা সমর্পিল॥"

এইবার আমি আলায়াল পণ্ডিতের যে লেখাটুকু নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিব, তাহাতে আরাকানের ইতিহাস একটু উল্টাইয়া যাইবে। যথা,—

"বৃদ্ধ নরপতি যদি হইল স্বর্গবাসী।
জশাশিনি কন্যা বার দিল তক্তে আসি॥
শৈশবের পাত্র দেখি বহু স্নেহ ভাবি।
মোক্ষ পাত্র করিয়া রাখিল মহাদেবী॥"

নরপতি নরপদিগ্রীর মৃত্যুর পর রাজকুমারী জশাশিনি সিংহাসনারোহণ করিলেন এবং শৈশব কালে তিনি যাঁহাকে মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত দেখিয়াছিলেন, সেই মহাধার্ম্মিক ও মহাযশস্বী মাগন ঠাকুরকে প্রধান অমাত্যপদে বরণ করিলেন। কবি আলায়াল নিম্নলিখিতরূপে মাগন ঠাকুরের নামের ও জন্মের পরিচয় দিয়াছেন। যথা,—

"এবে তার নাম শুন কর অবদান।
কিঞ্চিৎ কহিব কথা শুন বুদ্ধিমান॥
রাজ্যে স্বর্ণ-মতি ছিল বড় ধর্ম্মে মতি।
কুলদেবতার বরে হৈল গর্ভবতী॥
প্রভু স্থানে মাগিয়া পাইল পুত্র বর।
তেকারণে মাগন ঠাকুর নাম তার॥"

এইবার আমরা বুঝিতে পারিলাম, আরাকানরাজ্যের মন্ত্রী মহাশয়ের নাম মাগন হইল

কেন? সৈয়দ-কবি আলায়াল পণ্ডিতের পদ্মাবতী পাঠে আরও বুঝা যায় যে, আরাকান রাজ্যে মন্ত্রীদিগকে ঠাকুর বলিয়া সম্বোধন করা হইত। যথা,—

"জশাশিনি রাজ্যেশ্বরী মন্ত্রী মহাজন।
সত্যবাদী তৃতীয় ঠাকুর সু-মাগন॥"

কবিবর আলায়াল পণ্ডিত পদ্মাবতীর আর এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

"ভাগ্যদয় হৈল মোর বিধি বরযনে।
দুঃখ নাশ হেতু তান সহিত মেলনে॥
অনেক আদর করি বহু সম্ভাসনে।
সদত পোসেন্ত মোরে বস্ত্র অন্ন দানে॥
মধুর আলাপে বস হৈল মোর মোন।
তান গুণসূত্রে হৈল এথাতে বন্ধন॥
গুণিগণ থাকেন্ত তাঁহান সভা ভরি।
রঙ্গ ঢঙ্গে যন্ত্র তন্ত্রে নাট-গীত করি॥
নানা প্রসঙ্গের কথা কহিয়া সরদ।
তান সভামধ্যে থাকি হৈয়া সভাসদ॥
একদিন মহাশয় বসিয়া আসনে।
নানা প্রসঙ্গের কথা কহে গুণিগণে॥
কেহ গায় কেহ বায় কেহ খেলে খেলা।
সুধাকরে বেড়ি যেন তারাগণ মেলা॥
হেন কালে শুনি পদ্মাবতীর কথন।
হরষিত হৈল জান পাত্রবরমন॥
কৌতুকে আদেশ কৈল পরম হরিষে।
পান্থ দ্বিজরাজে যেন অমিয় বরিষে॥
এই পদ্মাবতী রসে রচহ এমত।
হিন্দুস্থানী ভাষে শেখ রহিছে যেমত॥
রোসাঙ্গেতে অন্য লোকে না বুঝে এ ভাষা।
পয়ারে রচিলে পুরে সবাকার আশা॥
যেহেন দৌলত কাজী চন্দ্রাণী রচিল।
লস্কর-উজির[১] আশরফে আজ্ঞা দিল॥
তেন পদ্মাবতী রচ মোর আজ্ঞা ধরি।
হেন কথা শুনি মনে বহু শ্রদ্ধা করি॥"

১। লস্কর-উজির—যুদ্ধসচিব, পুরাকালে প্রধান সেনাপতিকেও যুদ্ধসচিব বলা হইত

এই মাগন ঠাকুরের অনুমতিক্রমে সৈয়দ কবি আলায়াল পদ্মাবতী কাব্য-রচনা করিয়াছিলেন। হিন্দী কবি মুন্‌শী শেখ মালেক মোহাম্মাদ জয়সির হিন্দী ভাষায় লিখিত "পদ্মাওয়াৎ কাব্যে"র বঙ্গানুবাদ যে এই পদ্মাবতী কাব্য, সে কথাও আমরা পদ্মাবতী পাঠে জানিতে পারিয়াছি।

কবি আলায়াল যখন "সপ্ত-পয়কর"কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তখন আরাকান-সিংহাসনে রাজা শ্রীচন্দ্রসুধর্ম্মা রাজত্ব করিতেছিলেন। কবি তাঁহার ভাষায় বলিয়াছেন,—

"শ্রীমন্ত রোসাঙ্গ স্থল, নাহি তাহে বলা-বল,
হেম রত্নে জড়িত বেষ্টিত।"

হে নৃপ অনুপাম, শ্রীচন্দ্রসুধর্ম্মা নাম,
খলে নাশে দুঃখিতের গতি।"

অতঃপর সৈয়দ-কবি আলায়াল পণ্ডিত লিখিয়াছেন,—

"হেন মহারাজ্যেশ্বর অখণ্ড সম্পদ।
তাহান সেনাপতি সৈয়দ মহম্মদ॥

"সদত পণ্ডিত গুণি তাঁহান সভায়।
সত্বকথা আলোচনা করেন সবায়॥
নানা ভাবে নানা গ্রন্থ অতি সু-কথন।
আনন্দে শুনেন সবে হই একমন॥
আমিও সভাতে তাঁন থাকি অবিরত।
অন্ন বস্ত্র দানে আমা পোষেন্ত সদত॥
মোর মন রসে তাঁন প্রেমরাগ রয়।
বিশেষ কহিল মোরে আদরে কৃপায়॥
তাঁহান সভায় থাকি সভাসদ হৈয়া।
শাস্ত্র নীতি রসকথা প্রসঙ্গ কহিয়া॥
এক নিশি পণ্ডিতসমাজে মহাশয়।
কথারসে বসিছেন্ত আপনা আলয়॥
মম প্রতি কৈল আজ্ঞা হরষিত মনে।
উত্তম প্রসঙ্গ এক রচনা কারণে॥
সপ্ত-পয়কর কথা অতি মনোহর।
মনোভাব প্রকাশিনু তাঁহান গোচর॥

* * * *

(তবে মোরে আদেশিল হাসিতে হাসিতে।
সপ্ত-পয়কর কথা পয়ারে রচিতে ॥)
একে মহাপুরুষ বিশেষ পালইতা।
পিতার সমান শাস্ত্রে বলে অন্নদাতা ॥
(তাঁন আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি কদাচিত।
যদ্যপিও জরাজীর্ণ চিন্তাকুল চিত ॥')

সুতরাং আমরা সহজেই এ কথা বুঝিতে পারিতেছি যে, আরাকানরাজের সেনাপতি সৈয়দ মোহাম্মাদের অনুমতিক্রমে পণ্ডিত আলায়াল, নেজামী-লিখিত সপ্ত-পয়কর কাব্যের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন।

এই বার আমরা সৈয়দ-কবি আলায়াল পণ্ডিতের "সয়ফল মুলুক-বদিওজ্জামাল" কাব্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। কবি এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

"ক্ষিতিতলে অনুপাম, রোসাঙ্গ শহর নাম,
সমুদ্রক মোক্ষ সু-পণ্ডিত।"

* * * *
* * * *

"পাপ কর্ম্ম করি দুর, সুগন্ধিত পুষ্প সুর,
শ্রীমন্ত সুধর্ম্মা নরপতি ॥
চন্দ্রকান্তি জিনি তনু, আঁখি যেন প্রভা ভানু,
দেখিয়া আনন্দ হৈল কাম।"

* * * *
* * * *

"হিন্দু বলে যুধিষ্ঠির, বিক্রম আদিত্য বীর,
মাগনের ঘোষে হেন জ্ঞান।
মোস্লেম সবে বলে, পুনঃ এলো ক্ষিতিতলে,
নৃপতির যেন আভরণ ॥"

ইহার পর কবিবর আলায়াল "সয়ফল মুলুক-বদিওজ্জামালে"র আর এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

"শ্রীচন্দ্রসুধর্ম্মা রাজা কাল পূর্ণ হৈল।
যমদূত আসি তাঁকে স্বর্গে নিয়ে গেল ॥
এক কন্যা পুত্র রাখি গেলা স্বর্গপুরি।
কান্দিয়া গোঙায় সবে দিবস শর্ব্বরী ॥
মৃত্যুকালে বৃদ্ধ রাজা সভানে ডাকিল।
জশাশিনি কন্যা তরে রাজ্যপাট দিল ॥

যতেক সম্পদ ধন দুহিতারে দিলা।
তান হস্তে দিয়া তবে সকলে সুপিলা॥
মোক্ষ রাজ্যেশ্বরী যদি হৈল সুশাশিনি।
প্রধান পাত্র হৈল মাগন গুণমণি॥"

* * * *

"আজ্ঞা পাই রচিলাম পুথি পদ্মাবতী।
যতেক আছিল মোর বিদ্যার শকতি॥
দ্বিতীয় আদেশ তান হৈল যেই মতে।
সয়ফল মুলুক কথা পুস্তকে রচিতে॥
বৃদ্ধকালে দিনে দিনে শক্তি টুটি আসে।
যৌবন কালের সম মন না উল্লাসে॥
এবে বিবরণ কহি শুন গুণিগণ।
রসকথা শুনিতে রসিক তুষ্ট মন॥
রোসাঙ্গ দেশেতে এক মহাগুণবান।
রাজার অমাত্য শ্রীমন্ত সোলায়মান॥
মহাদেবী রত্নভাণ্ডারের ভার তান।
সকলের উপরেতে তাঁহার আসন॥
হেম রত্ন রাণী মার যতেক ভাণ্ডার।
সকলের উপরে তাঁহার অধিকার॥
শ্রীযুক্ত মাগন ও শ্রীমন্ত সোলেমান।
কায়া ভিন্ন দুই সখা একই পরাণ॥
দুই মধ্যে কুটুম্বিতা ছিল ঘন ইষ্ট।
নিত্য প্রেম গুরু যদি হয় মহা শ্রেষ্ঠ॥
দুই মহাশয় রাজ্যে পরম সুহৃদ।
এক পীর স্থানে দোহে হইছে মুরিদ॥
সৈয়দ মাসুম শাহ্ কাদেরিয়া পীর।
মহাদাতা জ্ঞানে গুরু অপাপ শরীর॥
সাবের, শাকের অতি কামে ক্রোধহীন।
অচঞ্চল মন সদা প্রভুভাবে লীন॥
ভক্তিভাবে যেই জনে ধরে তাঁন পদ।
পরলোকে মুক্তি পায় সংসারে সম্পদ॥

সৈয়দ মোস্তাফা তাঁন প্রধান তনয়।
রূপে কাম জ্ঞানবন্ত ছিল মহাশয় ॥
নানা শাস্ত্রে জ্ঞানবান গুরু সম ধীর।
প্রভুকে সেবিয়া হৈল যৌবনেতে পীর ॥
যেন মহাশয় তাঁন তেহেন সন্ততি।
এয়াকুব পুত্র যেন ইসুফ সু-মতি ॥
এক দিন শিষ্য সোলেমান মহাশয়।
গৃহেতে আসিয়া নিল আপনা আলয় ॥
আছিল পীরের সঙ্গে পীরের সন্ততি।
নিমন্ত্রীয়া আনিলা মাগন মহামতি ॥
আর বহু আলেম রসিক গুণবান।
নিমন্ত্রীয়া আনিল শ্রীমন্ত সোলেমান ॥
মহাসভা হইল রসের নাহি ওর।
রসকথা শুনি সবে আনন্দে বিভোর ॥
নানা রসে ভোজন হইল যথোচিত।
কস্তুরী চন্দনগন্ধে সভা বিমোহিত ॥
ভক্তকথা রঙ্গ-ঢঙ্গে রসকথা শুনি।
সম্বোধিয়া কহিল মাগন গুণমণি ॥
নানা রসবিচারে রজনী গেল আধা।
পুরাণপ্রসঙ্গ কহ হে সৈয়দজাদা ॥
এত শুনি সৈয়দ মোস্তাফা গুণরাশি।
সয়ফল মুলুক কথা কহিলা প্রকাশি ॥
বদিওজ্জামাল ছিল রূপে অপ্সরী।
নানা দুঃখে পায় কন্যা বহু যত্ন করি ॥
পণ্ডিতের মুখের লাবণ্যনিলাভঙ্গে।
সভাখণ্ড ডুবাইলা আনন্দতরঙ্গে ॥
শুনিল প্রেমের কথা যার হৃদে প্রেম।
দহিতে দহিতে যেন বর্ণে বারে হেম ॥
এক যে প্রসঙ্গ আর রসের কৌতুক।
শ্রীযুত মাগন মনে হৈল অতি সুখ ॥
আমাকে বলিলা গুরু কর অবদান।
ফারসীর ভাষা এই প্রসঙ্গ পুরাণ ॥

সকলে না বুঝে এহি ফারসীর ভাব।
পয়ার প্রবন্ধে রচ এই পরস্তাব ॥
যার আজ্ঞা অলঙ্ঘ্য লঙ্ঘিলে হয় পাপ।
অন্নদাতা ভয়ত্রাতা দুই মতে বাপ ॥
তাঁহান আদেশ মাল্য করি শিরভাগে।
অঙ্গীকার করিনু রচিতে পঞ্চরাগে ॥”

বন্ধুবর মৌলভী মোহাম্মাদ শহীদুল্লাহ সাহেব লিখিয়াছেন,—“শাহ শুজার শোচনীয় মৃত্যুর নয় বৎসর পরে ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে যে সময় কবি সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হইয়া অতিকষ্টে দিনপাত করিতেছিলেন, তখন সৈয়দ মুসা নামক এক সদাশয় ব্যক্তির আদেশে তাঁহার সয়ফল মুলুক বদিওজ্জামাল সমাপ্ত করেন।” কিন্তু সৈদয়-কবি আলায়ালের লেখা পাঠ করিয়া আমরা সেরূপ প্রমাণ পাইতেছি না।

আলায়াল তাঁহার সয়ফলমুলুক-বদিওজ্জামাল পুস্তকে লিখিয়াছেন, আরাকানরাজ শ্রীমন্ত সুধর্ম্মার মৃত্যু হইলে, তাঁহার গুণবতী কন্যা শশিনী সিংহাসনারোহণ করেন এবং মন্ত্রী মাগন ঠাকুর ও সৈয়দ সোলায়মান পরামর্শ করিয়া রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। এই সময় একদিন সৈয়দ সোলায়মানের মুর্শিদ সৈয়দ মাসুম এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়দ মোস্তাফা, সোলায়মানের আমন্ত্রণে সোলায়মান-গৃহে উপনীত হয়েন। মন্ত্রী মাগন ঠাকুর এই সুযোগে এক রাত্রি সকলকে নিজ আবাসে নিমন্ত্রণ করেন। সেই স্থানে মুর্শিদপুত্র সৈয়দ মোস্তাফা, ফার্সী কেতাব হইতে সয়ফলমুলুক-বদিওজ্জামালের কাহিনী পাঠ করিয়া শুনান। মাগন ঠাকুর এবং সোলায়মান গল্পটী খুব পছন্দ করেন, এবং সৈয়দ-কবি, আলায়াল পণ্ডিতকে মূল ফার্সী কেতাব হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। এই অনুরোধের ফলে সয়ফলমুলুক-বদিওজ্জামাল কাব্য বিরচিত হয়।

মূল প্রবন্ধ অপেক্ষা আমার মন্তব্য দীর্ঘ হইয়া পড়িল। এখনও সতী ময়না প্রভৃতি ছয়খানি গ্রন্থের পরিচয় আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে। কিন্তু অদ্য সময়াভাব। সুতরাং আমি আশা করি, সময়ান্তরে পণ্ডিত আলায়ালের অপর গ্রন্থগুলির পরিচয় আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিব।

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী

আলোচনা

সৈয়দ আলাওলের গ্রন্থাবলীর কালনির্ণয় সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, এ পর্য্যন্ত সৈয়দ আলাওলের পুস্তকগুলির কাল নির্ণীত হয় নাই। কালনির্ণয় অর্থে যদি কালনির্ণয়ের চেষ্টা ধরিয়া লওয়া যায়, তবে আক্ষেপটা ঠিক যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে বলা যায় না। শ্রীযুক্ত দীনেশবাবু সাহ সুজার আরাকানে মৃত্যুর সময় অবলম্বন করিয়া কবির কাল নির্ণয়ের একটা মোটামুটি চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি মৃত্যুর বৎসর ১৬১৮ খৃষ্টাব্দ কোথা হইতে পাইলেন, জানি না। মুন্সী আব্দুল করিম আলাওলের গ্রন্থের কালনির্ণয় করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন ; তবে তিনি আরাকানের ইতিহাসের সহিত কাব্যোক্ত কোন রাজার নাম মিলাইবার চেষ্টা করেন নাই। মৌলবী শহিদুল্লাহ সাহেব এই চেষ্টার জন্য ধন্যবাদার্হ।

অনেক গ্রন্থের কালই কবি আলাওল স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থগুলি কিন্তু এখনও সাধারণের পাঠ্য হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে ইহাই অধিকতর দুঃখের বিষয়। আলাওলের পুস্তক প্রথমতঃ পারসী অক্ষরে লিখিত ছিল। বাঙ্গালা অক্ষরে এগুলির যে প্রচলিত সংস্করণ আছে, তাহা প্রাচীন সাহিত্যের অনুশীলনশীল দুই চারিটী লোককে তৃপ্তি প্রদান করিতে পারে ; কিন্তু সাধারণ পাঠকের হস্তে দিবার উপযুক্ত নহে। পদে পদে ভুল, পাঠবিকৃতি, অদ্ভুত বর্ণবিন্যাস প্রভৃতি কাব্যামোদী পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি না ঘটাইয়া পারে না। পদ্মাবতী কাব্যের প্রকাশক মৌলবী সৈয়দ হামিদুল্লা সাহেব 'পদ্মাবতী' শব্দেরও বানান জানিতেন না। তাঁহার হস্তে 'পদ্মাবতী' 'পদ্মাবতি'তে পরিণত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনেশবাবু আলাওলের কোন কোন কাব্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহার কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়াছেন। মুন্সী আব্দুল করিম সাহেব হস্তলিখিত পুথি প্রভৃতির সাহায্যে সকলগুলি কাব্যেরই আলোচনা করিয়াছেন। কেহ কেহ আলাওলের—অন্ততঃ তাঁহার পদ্মাবতীর ভাল সংস্করণ প্রকাশ করিবেন বলিয়া লোভ দেখাইয়া রাখিয়াছেন ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত এই সদিচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তাহা হইবার পূর্ব্বে তাঁহার কাব্যের প্রচলিত সংস্করণ হইতে শব্দ বিশ্লেষণ করিয়া সূক্ষ্মতত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা—ইংরাজীতে যাহাকে putting the cart before the horse বলে, কতকটা সেই শ্রেণীর। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, প্রবন্ধলেখক পদ্মাবতী হইতে,—

"দিল্লি মহারাজবংস জগুপি হইল ধংস
নৃপগৃহে হৈলো রাজ্যপাল"

ইত্যাদি উদ্ধৃত করিয়া, 'দিল্লিমহারাজবংসে'র অর্থ লইয়া মহাসমস্যায় পড়িয়া গিয়াছেন এবং "সম্ভবতঃ", "কিংবা" প্রভৃতি শব্দের আশ্রয়ে নিজের বক্তব্য শেষ করিয়াছেন। 'পদ্মাবতি'

কাব্যের সাদ উমংদার ও আরাকানরাজ থদো মিন্তার প্রবন্ধলেখকের মতে অভিন্ন। এই মত অযৌক্তিক বলা যায় না। কিন্তু আলাওল আরাকানরাজের নামের সহিত সম্পূর্ণ পরিচিত ছিলেন। রাজার প্রকৃত নাম ও প্রচলিত কাব্যে গৃহীত নামে যতটা পার্থক্য দেখা যায়, ভাল সংস্করণ বাহির হইলে সম্ভবতঃ ততটা পার্থক্য থাকিবে না; কালনির্ণয়ের পথও অধিকতর সুগম হইবে। অদ্য ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকি সাহেব যে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, তাহাতেই অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ পাঠ দেখা যায়। পদ্মাবতী কাব্যের প্রকাশক মৌলবী হামিদুল্লা সাহেবের পুত্র সৈয়দ আব্দুল খালেক ১৩১৭ সালে গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা মৌলবী হামিদুল্লা সাহেব, সৈয়দ আলাওলের পুত্র সৈয়দ নুরুদ্দিন সাহেব হইতে পণ দিয়া এই গ্রন্থের কপিরাইট খরিদ করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি আলাওলের পুত্রের নিকট হইতে এত অল্প দিন পূর্ব্বে কপিরাইট কিরূপে ক্রীত হইল, তাহা আমাদের অবোধ্য। মুন্সী আব্দুল করিম সাহেবও বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই রহস্যভেদের কোন চেষ্টা করা হয় নাই।

এখনও চট্টগ্রাম্ অঞ্চলের মুসলমান-সমাজে পদ্মাবতীকাব্য খুব প্রিয়। সেখানে মজলিসের মধ্যে রাগরাগিণীযোগে ইহার আবৃত্তি হয়। চট্টগ্রামের সহিত আরাকানের এককালে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। প্রায় এক শত পঁচিশ বৎসর চট্টগ্রাম মগরাজের শাসনাধীন থাকে। আলাওলের জীবনের শেষাবস্থায় সায়েস্তা খাঁর সুবেদারীর আমলে উহা মোগলরাজ্যভুক্ত হয়। চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রাপ্য আরবী, পারসী বা বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত প্রতিলিপির সাহায্যে আলাওলের কাব্যগুলির যতদূর সম্ভব, বিশুদ্ধ সংস্করণ হওয়া উচিত। তাহা হইলে পাঠক দেখিবেন, সুদূর অতীতে মুসলমান-কবি হিন্দুর ভাষায় কত দূর পারদর্শী হইয়াছিলেন এবং মগের দেশে বসিয়া বিদেশী অক্ষরে কেমন বাঙ্গালা কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থের কালনির্ণয়ের জন্য বোধ হয়, তখন আর কষ্ট পাইতে হইবে না। প্রবন্ধলেখক তাহার পূর্ব্বেই আরাকানের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ প্রচলিত অতৃপ্তিজনক উপকরণ হইতে বিকৃত শব্দের অর্থবোধের চেষ্টা করিয়াছেন এবং ভবিষ্যৎ লেখকের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার গবেষণা প্রশংসনীয়।

রাজা নরপতি গ্রি জোর করিয়া আরাকান-সিংহাসন অধিকার করেন, এ কথা ঠিক নহে। তিনি রাজা শ্রীসুধর্ম্মার মন্ত্রী ছিলেন এবং রাণীর সহিত যোগে রাজার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বটে, কিন্তু সিংহাসন অধিকার করেন অন্যপ্রকার চেষ্টায়,—উহা শূন্য হইলে পর। রাণী এক সভা করিয়া তাঁহাকে রাজা নির্ব্বাচিত করিয়া লন। Journal of the Burma Research Societyতে এই বিবরণ পাওয়া যায়। আরাকানের রাজা যে মুসলমানী নাম গ্রহণ করিতেন, Phayer's History of Burmaতে তাহার উল্লেখ আছে, আর সাহিত্য-পরিষদে যে সব উপহারের পুস্তক আসিয়াছে, তাহার একখানিতেও পাওয়া যাইবে। এই পুস্তকে আরাকানের কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ উল্লেখ আছে,—Coins

of the first group belong to the period when Arakanese kings from Min Saw Mwan to Thazada were subject to Bengal. To indicate this subordinate position Arakanese kings had to adopt Mahomedan names and their coins had the "Kalima" inscribed on them. Those of the second group belong to the period when Arakanese kings were very wealthy and powerful. These kings ruled over the twelve principalities of Eastern Bengal and were entirely independent of the Sultans who held their court at Gaur. Kings of this period from Min Bin to Thirithudhamma glorified Mrauk-U and developed Chittagong to such an extent that the Portuguese bestowed upon her the name of "Porto Grande". Here the Mahomedan names borne by these kings do not indicate their subordination to Bengal, but rather pointed to the fact that they were the lords paramount of the eastern portion of that country.*

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

* Report of the Superintendent, Archæological Survey, Burma, for the year ending 31st March, 1925, p. 35.

বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিতেন ?*

আজিকার বক্তৃতার বিষয় এই যে, বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিতেন? একে ভাষার কথা, তার পর ব্যাকরণের কথা, পাণিনির কথা—কাব্য নহে, ধর্ম্ম নহে, ভক্তি নহে; এ কথা নিশ্চয়ই নীরস হইবে, কঠিন হইবে। কিন্তু ব্যাকরণের কথা গোড়ায় না বলিলে বৌদ্ধ সাহিত্য বিষয়ে বুঝা কষ্ট হইবে। সেই জন্য যদিও আপনাদের কষ্ট হইবে, বুঝিতে পারিতেছি, তথাপি আমি আপনাদের কাছে প্রার্থনা করি, ধীরভাবে কথাগুলি শুনিবেন।

বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, ইহা লইয়া অনেক বিবাদ বিসম্বাদ আছে, এবং এখন পর্য্যন্ত কত ভাষায় বৌদ্ধধর্ম্মের বই লেখা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধেও আমাদের দেশের লোক খবর বড় কম রাখে। বর্ম্মা, শ্যাম, আনাম, চাটগাঁ, আরাকান দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম সিংহল দ্বীপ হইতে আসিয়াছে। সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের পুথি এখন প্রায়ই পালি ভাষায় লেখা। সিংহলী পণ্ডিতেরা বলেন, বুদ্ধদেব পালি ভাষাতেই ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন।

কথাটা অত সহজ নয়। তিনি যে পালিতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তার কোন প্রমাণ নাই। পালি ভাষাটা কি, কোথা হইতে আসিল, কোন্ দেশে ইহার উৎপত্তি হইল, সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সিংহলের লোকে বলে,—"সা মাগধী মূলভাসা নরেয় আদি-কপ্পিতা।" মাগধী যে মূল ভাষা, এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না; সিংহল দেশের লোক বিশ্বাস করিতে পারে; ভারতবর্ষের লোক—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা পারে না। এই পালি ভাষাটা কোন্ দেশের ভাষা, কেহ বলিতে পারে না, কোন্ সময়ে হইয়াছে, তাও কেহ বলিতে পারে না; পালি শব্দের অর্থ যে কি, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। কেহ ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করেন—"পল্লী" হইতে পালি হইয়াছে। অনেকে দেখাইয়া দিয়াছেন,—"পল্লী" হইতে "পালি" হয় না—আর বাস্তবিক পল্লীর ভাষাও পালি নয়। তার পর একটা মীমাংসা হইয়াছে। এ মীমাংসা সকলে গ্রহণ করিয়াছেন কি না, জানি না; আমি ত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নই। মীমাংসাটা এই,—শাস্ত্রের পঙ্‌ক্তিকে পালি বলে। সুতরাং পালি ভাষা মানে শাস্ত্রের পঙ্‌ক্তির ভাষা অর্থাৎ মোটামুটি শাস্ত্রের ভাষা। আমাদের সংস্কৃত পণ্ডিতেরা যেমন বচন বলেন, কোন একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেই শাস্ত্রের বচন তুলিয়া উত্তর দেন—যাহাকে বাঙ্গালায় পাঁতি দেওয়া বলে। কেহ কেহ বলেন, পঙ্‌ক্তি হইতে পাঁতি হইয়াছে। সেইরূপ পাঁতি অর্থে "পল্লী" ব্যবহার হইত। সেইরূপ "পল্লী" হইতেই "পালি" হইয়াছে। কথাটা বিশ্বাস হয় না। তার পর কোন্ সময়ে পালি ভাষা হয়, তাহা নিয়া বিস্তর বাদানুবাদ হইয়াছে। অনেকে বলেন,—পালি ভাষা অশোকের দুই তিন শত বৎসর পরে চলিয়াছে। এখন সংস্কৃত ভাষার

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১৫শ বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

যেমন (কথাবার্ত্তা হয় না, কিন্তু) পুথি লেখা হয়, তেমনি পালি একটা ভাষা—তাহাতে বই লেখা হইত; কিন্তু কথাবার্ত্তা হইত না। কার্ণ সাহেব বলেন, পালি ভাষা হইতেছে, মগধ দেশের সরকারি কাগজের (Court Language) ভাষা। সেটা দুই শত বৎসর পরে শাতকর্ণীদের সময়, অন্ধ্র দেশে গিয়া পড়ে। তখন ইহা যে আকার ধারণ করে, তাহারই নাম পালি ভাষা। এই সমস্ত হইতেছে কল্পনা মাত্র। ইহাতে কোন বিষয় ভাল করিয়া প্রমাণ হয় না। প্রমাণের মধ্যে এইমাত্র পাওয়া যায়, অশোক রাজার যে সকল শিলালেখ আছে, তার চেয়ে এ ভাষাটা অনেক নূতন। আর একটী জিনিষ পাওয়া যায়, সেটি হাতিগুম্ফার শিলালেখ। এই শিলা-লেখের ভাষা পালির অনেক কাছাকাছি। ইহার তারিখ চন্দ্রগুপ্তের ১৬৫ বৎসর পরে। আর একটা কথা আছে। যতগুলি প্রাকৃত ব্যাকরণ আছে, তার মধ্যে চণ্ডের লেখা ব্যাকরণখানি সকলের চাইতে পুরাণ। হরনলি সাহেব ১৮৮০ হইতে ১৮৯০ বৎসরের মধ্যে ব্যাকরণখানি যত্ন করিয়া ছাপিয়াছিলেন। তার ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন,—এই ব্যাকরণের ভাষা পালির খুব কাছাকাছি। সুতরাং দেখিতে গেলে যিশুখৃষ্টের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ও দুই শত বৎসর পরে—এই চারি শত বৎসরের মধ্যে পালি ভাষা যে ভাবে এখন আছে, সেই ভাবে উপস্থিত হইয়াছে। এক জায়গায় পড়িলাম, যিশুখৃষ্টের দ্বিতীয় শতাব্দীতে খাঁটি পালি-সাহিত্য শেষ হইয়া যায়। তার পর যা কিছু পালি আছে, সেটা হইতেছে টীকা টিপ্পনী ও প্রকরণ; এগুলি পরে লেখা হইয়াছে। তাহা হইলে এটা মনে করিয়া নেওয়া যাইতে পারে যে, যিশুখৃষ্টের জন্মাবার দুই শত বৎসর আগে হইতে দুই শত বৎসর পর পর্য্যন্ত পালি ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে। কোন্ জায়গায় গড়িয়া উঠিয়াছে, তা জানি না। বোধ হয়, দক্ষিণ দেশে—অন্ধ্রদেশে; সে দেশের রাজধানীর নাম ধান্যকটক ছিল—যাহাকে আমরা অমরাবতী বলি; যেখান হইতে অনেক ভাল ভাল পাথরের কাজ বাহির হইয়াছে। ভারতবর্ষে অনেক অমরাবতী আছে,—এ অমরাবতীর নাম নূতন। একটা বন ছিল—জঙ্গল টঙ্গল হইয়া গিয়াছিল। এক শত বৎসর আগে একজন জমিদার সেখান হইতে পাথর লইয়া একটা নগর তৈরী করেন। জমিদার সে নগরের নাম রাখেন অমরাবতী। সেই অমরাবতী অর্থাৎ প্রাচীন ধান্যকটকে পালিভাষার উৎপত্তি হয়। এই প্রাচীন ধান্যকটকই অন্ধ্রদেশের প্রথম রাজধানী। পাইটানা অথবা প্রতিষ্ঠান এবং বিলবাইকুর, অন্ধ্রদেশের আর দুইটী রাজধানী ছিল। কিন্তু আদত বা মূল জায়গা ছিল ধান্যকটক।

যাহা হউক, পালি ভাষা লইয়া আমাদের কথা নয়। আমাদের কথা, বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছেন, কোথায় করিয়াছেন। দেখিতে গেলে বুদ্ধদেবের বাড়ী গোরক্ষপুরের উত্তরে—নেপাল-প্রান্তে। সেখানে তিনি বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন। তাঁর বক্তৃতার সীমা এক দিকে অঙ্গরাজ্য—যার রাজধানী চম্পানগর বা ভাগলপুর; আর এক দিকে শ্রাবস্তী—লক্ষ্ণৌ হইতে দুই শত মাইল উত্তরে। আর একটা সীমা হইতেছে গয়া, আর একটা সাঙ্কাশ্য। মথুরায় তিনি বক্তৃতা করিয়াছেন কি না, জানি না; তবে তাঁর শিষ্যেরা অনেকে

মথুরায় বক্তৃতা করিয়াছেন। শ্রাবস্তী হইতে গয়া—ইহার মধ্যে অনেক জায়গায় তিনি বক্তৃতা করিয়াছেন। তার ভিতরে যেটুকু বেহারে—গয়া, রাজগৃহ, বৈশালী, পাবাপুরী, কুশীনগর; কোশলে—কাশী, শ্রাবস্তী, সাকেত, সাঙ্কাশ—এখন এইটুকুতেই আটটী বিহারী ভাষা আছে; তা ছাড়া মিথিলার ভাষা আছে, অযোধ্যার অনেক ভাষা আছে; এখনও আছে, তখনও ছিল। এ সম্বন্ধে একটী বিষয় বোঝার দরকার। এখন নানারকম গতায়াতের সুবিধা হইয়াছে—রেলওয়ে আছে, নৌকা আছে, ষ্টীমার আছে, গাড়ী ঘোড়া মটরকার হইয়াছে, এখন ভাষা অনেকটা এক হইয়া গিয়াছে। ব্যবহারের জিনিষ যেমন এক হইয়া গিয়াছে, তেমনি ভাষাও এক হইয়া গিয়াছে। সে কালে তাহা ছিল না—সে কালে ছিল যোজনান্তর ভাষা, চারি ক্রোশ অন্তর ভাষা। কলিকাতার লোকের ভাষা কলিকাতার চারি ক্রোশ তফাতের লোক বুঝিতে পারিত না। এমনি করিয়া এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় ভিন্ন ভাষা ছিল। সে কালে এত ভাষা ছিল, বুদ্ধদেব এত লোককে কি করিয়া এক ভাষায় বুঝাইতেন, এ প্রশ্নের সমাধান হয় না। সমাধান করিতে গিয়া কার্ণ সাহেব একটা কথা বলিয়াছিলেন, সেটাও মজার কথা।—বুদ্ধদেব যে জেলায় যাইতেন, সেই জেলার ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। জেলা কতগুলি ছিল, জানি না; ডায়েলেক্‌ট কি, তাও জানি না; ডিষ্ট্রিক্‌ট ডায়েলেক্টে বক্তৃতা করিতেন বলিলে বেশী খবর পাওয়া গেল না। ইহার চাইতে বলিয়া দেওয়া ভাল,—"জানি না; বলিতে পারিলাম না।" তবে রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবাস্তু, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী, এই সকল নগরের লোকে পরস্পরের ভাষা অনেকটা বুঝিতে পারিত। নগরে নগরে যাতায়াতের দরুণ পরস্পরের সম্পর্কে অনেক জিনিষ তাঁদের জানা থাকিত। পাড়াগাঁয়ে তাহা থাকিত না। সেখানে গিয়া কি করিয়া তিনি বক্তৃতা করিতেন? পাড়াগাঁয়ে রীতি ছিল, যেখানে চাষবাস হয়, সে সব জায়গায় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ঢুকিতে দেওয়া হইত না। যেমন নট, নর্ত্তকী, গাইয়ে, বাজিয়ে, ইত্যাদি। কোন গ্রামে গেলে গ্রামের লোককে কাজকর্ম্ম ফেলিয়া, ইহাদের সঙ্গে আমোদ প্রমোদে মিশিয়া থাকিতে হয়, চাষ-বাস হয় না। সেইরূপ বৌদ্ধ ভিক্ষুকেরা গ্রামে গেলে গ্রামবাসীরা কাজকর্ম্ম বন্ধ করিত; তাঁহারা গ্রামের ভিতর গিয়া ধর্ম্মের বক্তৃতা করিতেন। গ্রামের লোকের কাজকর্ম্ম বন্ধ হইয়া যাইত। তাই ভিক্ষুদের গ্রামে ঢুকিতে দেওয়া হইত না; এ কথা চাণক্যের পুথিতে লেখা আছে। পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, এই কয়টা নগর পরস্পরের ভাষা এক রকম করিয়া বুঝিত। তাহারা যে ভাষায় কথা কহিত, সে ভাষার শিলালেখও বড় একটা পাওয়া যায় না। অনেক কষ্টে একটী ছোট্ট শিলালেখ বাহির হইয়াছে; কোথায় সেটি পাওয়া যায়? সেটি পিপ্রাহায় পাওয়া যায়। পেপিস সাহেব তাঁর জমিদারিতে একটা প্রকাণ্ড স্তূপ ভাঙ্গিয়া, তাহার ভিতর হইতে একটা বড় পাথরের সিন্ধুক পান। সিন্ধুক খুলিয়া অনেক কৌটা পাওয়া যায়—একটা স্ফটিকের কৌটা, আর একটা পাথরের কৌটা পাওয়া যায়। পাথরের কৌটায় বুদ্ধদেবের অস্থি ছিল, ছাই ছিল। সেই ছাই লইয়া নানারকম মতামত আছে; তন্মধ্যে দুইটি মত প্রধান। একটা মত এই,—বুদ্ধদেব যখন মরিয়া যান, কুশীনগরে ডান হাত গালে দিয়া মরেন, সে সময়

তাঁহাকে দাহ করা হয়, সৎকার করা হয়। সৎকারে যে ছাই হয়, তাহা আট ভাগ করিয়া আট জন রাজা লইয়া যান। এক ভাগ শাক্যেরা পায়; অশোক রাজা তার সাত ভাগ লইয়া গিয়া চুরাশী হাজার স্তূপ করেন। ইহার মধ্যে এখন ১৬৫ টা নেপালে আছে। তার মধ্যে পাঁচটা ঠুনো চৈত্য অর্থাৎ স্থূল চৈত্য, আর বাকী সাহু চৈত্য অর্থাৎ ছোট চৈত্য। অশোক রাজা শাক্যদের ভাগের ছাই তুলিয়া লইয়া যান নাই, তাহা যথাস্থানে ছিল। পেপিস সাহেবের জমিদারি হইতে তাই বাহির হইয়াছে। অনেকে বলেন, পেপিস সাহেবের জমিদারিতে যে সিন্ধুক বাহির হইয়াছে, সেই সিন্ধুকের কৌটার ভিতর যে ছাই ছিল, তাহাই হইতেছে আসল ছাই—শাক্যদের ভাগের ছাই; অনেকে বলেন,—তা নয়। কিন্তু বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের কিছু দিন পরে শ্রাবস্তীর রাজা বিরূঢ়ক শাক্যদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া একটা হত্যাকাণ্ড করেন এবং শাক্যদের মৃতদেহের সৎকার করিয়া, সেই ছাই পেপিস সাহেবের জমিদারিতে পুতিয়া রাখেন। সেই ছাই এখন বাহির হইয়াছে। কথাটি কত দূর বিশ্বাস-যোগ্য, তাহা জানি না।

যাহাই হউক, ছাই বুদ্ধের নিজেরই হউক বা তাঁহার জ্ঞাতিদেরই হউক, যে শিলালেখটি পাওয়া গিয়াছে, সেটি একটি বাক্যমাত্র (Sentence)। পাথরের (কৌটার) উপর যে লেখ আছে, সে লেখটি বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে লেখা, এটা স্বীকার করিতে পারা যায়। তার অক্ষরগুলি অশোকের অক্ষর হইতে অনেক পুরাণ। সে শিলালেখটি এই,—"ইয়ং সলিলনিধনে বুধস ভগবতে সকিয়নং সুকিতিভতিনং সভগনিকনং সপুতদলনং।" অর্থাৎ এই যে শরীরনিধান অর্থাৎ ছাই বা হাড়গোড় ভগবান্ বুদ্ধের, শাক্যদের, ভাই ভগিনী ও সুত দারার সহিত।

যাহা হউক, এই ছাইটা যে বুদ্ধদেবের বা তাঁর জ্ঞাতিদের, তা নিশ্চয়। যেখানে লেখা, সেটা কৌটার চারি পাশে আটা, গোল হইয়া গিয়াছে। কোথা হইতে পড়া আরম্ভ হইবে, তাহা নিয়া নানারকম মতামত আছে। এটা যে সময়কার ভাষা, তাহাতে বলিতে পারা যায়, ভাষাটি চমৎকার; ইহার ভিতর একটিও সংযুক্ত বর্ণ নাই, সংযুক্ত অক্ষরের নাম নাই। আর ট, ঠ, ড, ঢ, শ, ষ, হ, ক্ষ নাই। সুতরাং সংস্কৃত হইতে ভাঙ্গিয়া যে অসংখ্য বুলি (dialect) হইয়াছে, এ ভাষাটী তাহারই একটী। এ ভাষাটিকে আমরা মনে করিতে পারি, সে সময়কার ভাষা। আর একটা আশ্চর্য্য রকম উদাহরণ আমরা পাইয়াছি, বুদ্ধদেবের জন্মাবার কিছু পূর্ব্বেই হউক, কিংবা কিছু পরেই হউক।

আপনারা জানেন, মহাভারতের সময় মগধদেশে জরাসন্ধ নামে এক রাজা ছিলেন। ভীম তাঁহাকে মারিয়া ফেলিলে তাঁহার ছেলে সহদেব মগধের রাজা হন। তাঁহার বংশে এই রাজত্ব বহু শত বর্ষ থাকে। বুদ্ধদেবের জন্মের কিছু পূর্ব্বে সেই বংশ ধ্বংস করিয়া শিশুনাগ মগধে রাজা স্থাপন করেন। বুদ্ধদেব যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন মগধ দেশে রাজা তিনিই। শিশুনাগ সম্বন্ধে একটা ভাষার কথা আছে।

"শ্রূয়তে হি মগধেষু শিশুনাগো নাম রাজা; তেন দুরুচ্চারান্ অষ্টৌ বর্ণান্ অপাস্ত স্বান্তঃপুর এব প্রবর্ত্তিতো নিয়মঃ। টকারাদয়শ্চত্বারো মূর্দ্ধন্যাঃ তৃতীয়বর্জ্জং উষ্মানস্ত্রয়ঃ ক্ষকারশ্চেতি।"

শুনা যায়, মগধদেশে শিশুনাগ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি আপনার অন্তঃপুরে (Court) নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন যে, যে আটটি অক্ষর উচ্চারণ করিতে কষ্ট হয়, তাহা বর্ণমালা হইতে তফাৎ করিয়া দিতে হইবে। যথা—ট, ঠ, ঢ, ণ, শ, ষ, হ আর ক্ষ।

আরও—"শ্রূয়তে হি শূরসেনেষু কুবিন্দো নাম রাজা। তেন পরুষসংযোগাক্ষরবর্জ্জং অন্তঃপুর এবেতি।" ইত্যাদি। শূরসেন অর্থাৎ মথুরায় কুবিন্দ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অন্তঃপুরের মধ্যে নিয়ম প্রচার করিয়াছিলেন যে, যে সকল সংযুক্ত অক্ষর কর্ণকঠোর হয়, তাহাদের ব্যবহার চলিবে না।

সংস্কৃত হইতে সহজ করিয়া নিয়া যে সময় অনেক প্রাকৃত হইয়াছে, সে সময় একটী ভাষা হইয়াছে শাক্যদের দেশে,—যাহাতে একটীও সংযুক্ত বর্ণ নাই; শ, ষ, ক্ষ নাই; দুই একটী সংযুক্ত বর্ণ হইলেও সেগুলি অসংযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। অসংযুক্ত বর্ণ ককারাদি হকারান্ত। তাহা হইলে এ রকম একটা ভাষা ছিল, সে ভাষা আমরা বুদ্ধদেবের ভাষা বলিয়া নিতে পারি। তাহার উদাহরণের মধ্যে এই একটী বাক্যমাত্র পাইয়াছি। আর এই একটী খবর পাইলাম, এটী বিশ্বাসযোগ্য। কেন না, রাজশেখর সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে প্রায় ১১ শত বৎসর আগে প্রবলপ্রতাপ লোক ছিলেন। রাজশেখরের নাম আপানারা সকলেই জানেন; তাঁহার কাব্যমীমাংসায় এই সকল কথা আছে।

এই দুইটী প্রমাণ ছাড়া বুদ্ধদেব কি ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতেন, তা জানি না। কিন্তু জানি না বলিলে ত হইবে না; তিনি বক্তৃতা ত করিতেন। অশোকের আগে এবং অশোকের সময়ে অনেক শিলালেখ আছে,—কতকগুলি পাথরের থামে, আর কতকগুলি আছে পর্ব্বতের গায়ে। সেগুলি আবার আশ্চর্য্য ব্যাপার; সব প্রায়ই এক জিনিষ—এগুলি তৈয়ারী হইত অশোক রাজার দপ্তরে। সেখান হইতে গিয়া যে জায়গায় পৌঁছিত, সেখানকার উচ্চারণ, সেখানকার বানান, সেখানকার বোল (ইডিয়ম) বদল হইত। খাইবার পাশে দুইখানি এক রকম, আর উড়িষ্যা কলিঙ্গদেশে দুইখানি আর এক রকম; তাহাদের ভাষা এক, প্যারাগ্রাফ এক; শুধু বানানের তফাৎ—এখানে প, ওখানে প্র; একটু তফাৎ। সুতরাং এটা মনে করিতে হইবে, রাজভাষা—কোর্টভাষা; সেটা একটু বদল করিয়া লইলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সে আজ্ঞাপত্র বুঝা যায় ও চলে। বুদ্ধদেবের সময়কার শিলালেখ পাওয়া গেল, অশোক রাজার সময়েরও পাওয়া গেল। অশোক রাজা ও বুদ্ধদেবে আড়াই শত বৎসরের তফাৎ; সুতরাং অশোকের ভাষা বুদ্ধের ভাষা বলা ঠিক নয়।

সংস্কৃত বরাবর ছিল। আপনারা অবশ্য অনেকে শুনিয়াছেন, অনেকে বিশ্বাস করেন এবং এক জন খুব জোর গলায় বলিয়াছেন যে, যেই বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ হইল, অমনি সংস্কৃত

ঘুমাইল। তারপর সংস্কৃত জাগিল, সাত শত বৎসর পরে। এ কথা তখন অনেকে খুব বলিতেন; আমাদের দেশে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও এ কথা বলিয়াছেন। কিন্তু এ কথাটা একেবারেই সত্য নয়। সংস্কৃত ঘুমায় নাই। যদি সংস্কৃত ঘুমাইত, তবে ব্রাহ্মণ জাতি লোপ হইত। কিন্তু সে জাতি বরাবর জাগিয়া আছে। তার পর আমি সাহিত্য হইতে দেখাইয়া দিয়াছি যে, এই সাত শত বৎসর ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলে সংস্কৃতে অনেকগুলি বড় বড় বই বাহির হইয়াছে—পাণিনির ব্যাকরণ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, কৌটিল্যের সূত্র, মহাভারত ও রামায়ণ (যে ভাবে এখন পাইতেছি), ভরতের নাট্যশাস্ত্র, বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র, বাৎস্যায়নের ন্যায়ভাষ্য ইত্যাদি। এই সময় বৌদ্ধেরাও সংস্কৃতে অনেকে বই লেখেন। জৈনেরাও অনেক সংস্কৃত বই লিখিয়াছেন। তারপর পুরাণ সম্বন্ধে অনেক কথা এই সময়ে আলোচনা হইয়াছে। সুতরাং সংস্কৃত ঘুমায় নাই; বরং তাহার ক্রিয়া অধিক হইয়াছে। এই সাত শত বৎসরের প্রথম তিন চারি শত বৎসর সংস্কৃত ভাষাকে মার্জ্জিত করিবার বিশেষ চেষ্টা হইয়াছে; সে চেষ্টা এই ব্যাকরণশাস্ত্র। পাণিনি, কাত্যায়ন, বররুচি, ব্যাড়ি, শকবন্দী, পতঞ্জলি। এই কয় জনের নাম করিলাম; আরও অনেক নাম আছে। যে সময় এক দিকে বুদ্ধদেবের দল বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছে, সে সময় ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বপ্রযত্নে যত সংস্কৃত বই ছিল, কাটিয়া কুটিয়া পরিষ্কার করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। এক জন দুই জনের চেষ্টা নয়; তাঁহাদের সম্প্রদায় ছিল, তাঁহারা বংশানুক্রমে ব্যাকরণ তৈরি করিয়াছেন। তাই যদি হইল, তবে পাণিনির পূর্ব্বে যে আর্য ব্যাকরণ ছিল, সংস্কৃত ব্যাকরণ ছিল, পাণিনি যখন সূত্রের পাঠ পরিষ্কার করিলেন, কি রকম করিয়া করিলেন? তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যাকরণকারদের মত, তাঁহাদের নাম তুলিয়া, হয় খণ্ডন করিলেন, নয় নিলেন।

পাণিনির সঙ্গে বুদ্ধদেবের এক শত বৎসরের তফাৎ। পাণিনি হইয়াছেন ৪৫০—৫০০, আর বুদ্ধদেব ৫০০ থেকে ৫৪৩ খৃঃ পূঃ। ইহার আগে কি ছিল? ইহার আগে একখানি ব্যাকরণের কতকটা সন্ধান পাইয়াছি;—সেখানি শাকটায়ন ব্যাকরণ। পাণিনির তিন শত বৎসর আগে শাকটায়ন ব্যাকরণ তৈরি করেন। শাকটায়নের পরিচয় এইমাত্র দেওয়া আছে যে, তিনি হইতেছেন শ্রুতকেবলিদেশীয়। শ্রুতকেবলী—মহাবীরের নিকট না শুনিয়া, তাঁহার শিষ্যদের কাছে শুনিয়া যিনি কেবলী হইয়াছেন; ইহাই হইতেছে শ্রুতকেবলীর অর্থ; শ্রুত-কেবলিদেশীয় মানে শ্রুতকেবলী হইতে একটু কম। তা যদি হয়, তাহা হইলে শ্রুতকেবলী শাকটায়ন বর্দ্ধমানের শ্রুতকেবলিদেশীয় হইতে পারেন না। কেন না, বর্দ্ধমান, পাণিনির সময় হইতে ৫০।৬০ বৎসর আগে হইতে পারেন। তাহার মধ্যে শ্রুতকেবলী হইতে পারেন; কিন্তু শ্রুতকেবলিদেশীয় হইতে পারেন না। তাহা হইলে বলিতে হইবে এই যে, শাকটায়ন পার্শ্বনাথের শ্রুতকেবলিদেশীয়। এই পার্শ্বনাথ, বর্দ্ধমানের ২০০।২৫০ বৎসর আগেকার লোক। তাঁহার বাড়ী কাশীতে; তিনি ৩০ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী হন—হইয়া নানা দেশে ঘুরেন। তার ২০০।২৫০ বৎসর পরে বর্দ্ধমান। তিনি বৈশালীতে জন্মেন এবং ৩০ বৎসর পরে সন্ন্যাসী

হইয়া জৈনমন্দিরে থাকেন, সেখান হইতে গিয়া রাঢ়ে ১২ বৎসর থাকেন। বর্দ্ধমানের শ্রুতকেবলিদেশীয় হইতে গেলে তাঁহার নির্ব্বাণের অন্ততঃ ১০০।১৫০ বৎসরের পর না হইলে হয় না। তাহা হইলে শাকটায়ন পাণিনির তুল্যকালে হইয়া পড়েন। কিন্তু শাকটায়ন পাণিনির অনেক পূর্ব্বে। পাণিনি শাকটায়নের সূত্র উদ্ধার করিয়াছেন। এখন দক্ষিণদেশ হইতে একখানা শাকটায়ন ব্যাকরণ প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে পাণিনি যাহা উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা আছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞেরা বলেন, উহা আসল শাকটায়ন নহে; সেই শাকটায়ন অবলম্বন করিয়া আর কেহ বই লিখিয়াছে। যাহাই হউক, দক্ষিণের শাকটায়ন পুরাণ শাকটায়ন হউন, আর নাই হউন, শাকটায়ন যে পূর্ব্বেকার একজন ব্যাকরণকার, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শাকটায়নের মত, আরও কয়েকজন ব্যাকরণকারকে পাণিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং পাণিনির পূর্ব্বেও সংস্কৃত ভাষা ছিল এবং ব্যাকরণও ছিল। তাঁহাদের ব্যাকরণ কাটছাঁট করিয়া পাণিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখিয়াছেন।

পাণিনির যে ব্যাকরণ, তাকে আমরা সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ বলি। তার একটা বিশেষ নাম দিতে গেলে আমরা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করি। পাণিনি কিন্তু নিজে 'ভাষা' শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন, 'সংস্কৃত ভাষা' ব্যবহার করেন নাই। পাণিনির ব্যাকরণে কিন্তু আর একটা ভাষার বহু উল্লেখ আছে; তাহাকে বলে ছান্দস্ ভাষা। উহাকে বেদের ভাষা বলিতে পারি কি না, জানি না। কেন না, ছান্দসের মধ্যে ঋকের জন্য স্বতন্ত্র সূত্র আছে, যজুর জন্য স্বতন্ত্র সূত্র আছে, ব্রাহ্মণের জন্য স্বতন্ত্র সূত্র আছে, মন্ত্রের জন্য স্বতন্ত্র সূত্র আছে। তাহা হইলে ঋক্, যজু, ব্রাহ্মণ ও মন্ত্র, ইহা ছাড়া সে কালে আর একটা ভাষা ছিল, এই ভাষাটা ছান্দস্। আমার বোধ হয়, ব্যাস এই ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

ব্যাসের ভাষা অনেকটা পাণিনির কাছাকাছি। বৈদিক ভাষার ছন্দ ভাঙ্গিয়া বরাবর চলিয়া আসিতেছিল। পাণিনির ব্যাকরণের ভাষা, যাহা পাণিনি বাঁধিয়া দিয়া গেলেন, তাহা পরিষ্কার করিয়া দিলেন পতঞ্জলি। পতঞ্জলির উপর পাণিনির প্রভাব ছিল। পতঞ্জলির আট শত বৎসর পরের বৌদ্ধেরা বলিলেন,—আমরা ভাল সংস্কৃত লিখিব, পাণিনিকে নিব—ব্যাড়ি কিংবা পতঞ্জলিকে নিব না; সব জিনিষই পাণিনির সূত্র হইত বাহির করিব। সে জন্ম তাঁহাদের দরকার হইল টীকা করা। তাঁহারা পাণিনির সূত্র ও কাত্যায়নের বার্ত্তিক নিয়া তাহারই উপর টীকা করিতে লাগিলেন। সেই টীকার নাম কাশিকা; টীকাকারের নাম জয়াদিত্য; তিনি টীকা শেষ করিয়া যান নাই, শেষ করিলেন বামন। দুই জনেই বৌদ্ধ। কাশিকার আবার একজন টীকা করিলেন; তার নাম 'কাশিকাবিবরণপঞ্জিকা'; সেটা বৌদ্ধদের লেখা—পতঞ্জলিকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া শুধু পাণিনি ও কাত্যায়নের উপর টীকা। এই রকম করিয়া বৌদ্ধেরা পাণিনির অনেক টীকা করিয়াছেন। কেন বৌদ্ধদের নূতন করিয়া পাণিনির টীকা করা দরকার হইল, জানি না। বোধ হয়, তাঁহাদের সমাজের যে অবস্থা ছিল, তাহাতে তাঁহাদের দরকার হইয়াছিল। তাঁহারা একখানি বই—ছোট সংস্কৃত ব্যাকরণ—লিখাইয়াছেন,

তার নাম ভাষাবৃত্তি, গ্রন্থকার পুরুষোত্তম। তাহাতে ছন্দঃসূত্র নাই। মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, ছন্দের যতগুলি সূত্র ছিল, তাহা বাদ দিয়া সে বইখানি লেখা হইয়াছে।

পাণিনির পাঁচ ছয় শত বৎসর পরে বৌদ্ধেরা খাঁটি সংস্কৃতে বই লিখিতে আরম্ভ করেন। এই সকল বইয়ের মধ্যে অশ্বঘোষের দুইখানি মহাকাব্য প্রধান। একখানির নাম বুদ্ধচরিত, আর একখানির নাম সৌন্দরানন্দ। প্রথমখানি বিলাত হইতে কাউয়েল সাহেব সম্পাদন করিয়াছেন, দ্বিতীয়খানি আমি বিব্লোথিকায় সম্পাদন করিয়াছি। এ সংস্কৃত ঠিক পাণিনির সংস্কৃত নয়, অনেক অ-পাণিনেয় প্রয়োগ আছে এবং অনেক প্রয়োগই ভাষ্যবিরুদ্ধ অর্থাৎ পতঞ্জলির অনুমোদিত নয়।

কিন্তু অশ্বঘোষ কোন্ ভাষায় বই লিখিয়াছেন, সেটা ত আমাদের কথা নয়। বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চেলারা কোন্ ভাষায় সেই সকল বক্তৃতা লিখিয়াছেন, সেইটাই হইতেছে আমাদের আজিকার বক্তৃতার বিষয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছেন,—এইটাই কার্ণ সাহেবের মত। কিন্তু সেটা কি সম্ভব? কলিকাতার লোক কি ঢাকার ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারে, না ঢাকার লোক কলিকাতার ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারে? তবে সাবধান হইয়া বক্তৃতা করিলে, এমন ভাষায় বক্তৃতা করা যায় যে, সারা বাঙ্গালার লোক বুঝিতে পারে। বুদ্ধদেবও বোধ হয়, সেইরূপ ভাষাতেই বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার ভাষা চম্পা অর্থাৎ ভাগলপুর হইতে শ্রাবস্তী অর্থাৎ বলরামপুর পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের লোকেই বুঝিতে পারিত।

কিন্তু সে ভাষায় কেহ তাঁহার বক্তৃতা লিখিয়া লয় নাই। তখন সর্টহাণ্ড টাইপিষ্টও ছিল না, ছাপাখানার মামলাও ছিল না। লেখার উপকরণ,—এখন যেমন সস্তা কাগজ হইয়াছে, তাহাও ছিল না। সুতরাং তাঁহার বক্তৃতাগুলি শুনিবার অনেক পরে, তাঁহার চেলারা আপনার মনে বুঝিয়া লিখিয়াছে; যে যে ভাষায় পারিয়াছে, সে সেই ভাষায় লিখিয়াছে। কারণ, আমরা দেখিতে পাই যে, সংস্কৃত ভাষায় যে ছন্দে একটি কবিতা আছে, ঠিক সেই ছন্দে পালিভাষাতেও সেই কবিতাটি আছে এবং প্রাকৃত ভাষাতেও সেই ছন্দে সেই কবিতাটি আছে। এইরূপে ধর্ম্মপদ নামে যে বইখানি আছে, তাহা একটা সংস্কৃত, একটা পালি এবং একটা প্রাকৃত—তিন ভাষাতেই পাওয়া যায়। এখন এই যে তিনটা জিনিষ, ইহাকে তিনটা ভিন্ন ভাষা বলিব কি?

আমার বোধ হয়, না বলাই ভাল। আমরা উহাকে পাঠ বলিব। এবং তাহার প্রমাণও আছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ১৭ অধ্যায়ের ২৫ শ্লোকে আছে,—

ভাষা চতুর্ব্বিধা জ্ঞেয়া দশরূপে প্রয়োগতঃ।
সংস্কৃতং প্রাকৃতং চৈব তত্র পাঠ্যং প্রযুজ্যতে॥

অর্থাৎ ভাষা চার রকম, প্রত্যেকেরই দুই রকম করিয়া পাঠ; একটার নাম সংস্কৃত, আর একটা পাঠের নাম প্রাকৃত। চারিটা ভাষা কি? তাহা ২৬এর শ্লোকে আছে,—

অভিভাষার্য্যভাষা চ জাতিভাষা তথৈব চ।
তথা জাত্যন্তরী চৈব ভাষা নাট্যে প্রকীর্ত্তিতা॥

অর্থাৎ ভাষা চারিটি,—অভিভাষা, আর্য্যভাষা, জাতিভাষা ও জাত্যন্তরী ভাষা। অভিভাষা কাহাকে বলে ?—অভিভাষা তু দেবানাং। আর্য্যভাষা কাহাকে বলে ?—আর্য্যভাষা তু ভূভুজাম্। এই দুই ভাষার লক্ষণ কি ?

সংস্কৃতপাঠসংযুক্তা সম্যক্ গ্রামপ্রতিষ্ঠিতা।

অর্থাৎ উহাতে সংস্কৃত পাঠই বেশী এবং বড় বড় গ্রামে উহা প্রতিষ্ঠিত। জাতিভাষা কাহাকে বলে ?—

বিবিধা জাতিভাষা চ প্রয়োগে সমুদাহৃতা।
ম্লেচ্ছশব্দোপচারা চ ভারতং বর্ষমাশ্রিতা॥

অর্থাৎ জাতিভাষা বিবিধ, তাহাতে অনেক ম্লেচ্ছশব্দ থাকিবে। কিন্তু সে ভাষা ভারতবর্ষেরই ভাষা। জাত্যন্তরী ভাষা কাহাকে বলে ?—

অথ জাত্যন্তরী ভাষা গ্রামারণ্যপশূদ্ভবা।
নানাবিহঙ্গজা চৈব নাট্যধর্ম্মিপ্রয়োগজা॥

জাত্যন্তরী ভাষা গ্রামে পাওয়া যায়, বনে পাওয়া যায়, পশুদের মধ্যে পাওয়া যায়। এমন কি, বিহঙ্গদের মধ্যেও পাওয়া যায়। জাতিভাষা ও জাত্যন্তরী ভাষার লক্ষণ কি ?

জাতিভাষাশ্রয়ং পাঠ্যং দ্বিবিধং সমুদাহৃতং।
সংস্কৃতং প্রাকৃতঞ্চৈব চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাশ্রয়ম্॥

অর্থাৎ জাতিভাষা ও জাত্যন্তরী ভাষার দুইরূপ পাঠ আছে ; এক সংস্কৃত, আর প্রাকৃত। ইহা চারি বর্ণের মধ্যেই চলে।

মোটামুটি এই সকল কথা বলিয়া, নাটকে কোথায় সংস্কৃত ও কোথায় প্রাকৃত পাঠ দিতে হইবে, ভরতনাট্যশাস্ত্রে তাহার বিশেষ বিবরণ আছে। বক্তৃতা বাড়িয়া যায় বলিয়া, সে কথা আমি আর উল্লেখ করিব না। যাঁহাদের ইচ্ছা হয়, তাঁহারা ভরত-নাট্য-শাস্ত্রের সতের অধ্যায়ের একত্রিশ হইতে তেতাল্লিশ পর্য্যন্ত তেরটি কবিতা পড়িয়া লইবেন। ভরত-নাট্যশাস্ত্রের চুয়াল্লিশ কবিতা কি বলে শুনুন,—

ন বর্ব্বরকিরাতান্ধ্রদ্রবিড়াদ্যাসু জাতিষু।
নাট্যযোগে তু কর্ত্তব্যং কাব্যং ভাষাসমাশ্রয়ম্॥

অর্থাৎ বর্ব্বর, কিরাত, দ্রবিড়াদি জাতির ভাষা লইয়া কাব্য করিবে না। কেন না, সে সমস্ত ভাষা বোঝা যায় না। পূর্ব্বে জাতিভাষার কথা বলা হইয়াছে ; তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ জাতির ভাষা লইয়া কাব্য হইতে পারে ? এ সম্বন্ধে ভরত-নাট্যশাস্ত্র বলিতেছেন (১৭ অধ্যায়, ৪৮ শ্লোক),—

মাগধ্যবন্তিয়া প্রাচ্যশূরসেন্যর্দ্ধমাগধী।
বাহ্লীকা দাক্ষিণাত্যা চ সপ্ত ভাষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

অর্থাৎ মাগধী, অবন্তিয়া, প্রাচ্যা, শূরসেনী, অর্দ্ধমাগধী, বাহ্লীকা, দাক্ষিণাত্যা। এই সাতটি ভাষা অর্থাৎ জাতিভাষা। আবার,—

শবরাভীরচণ্ডালসচরদ্রবিড়োড্রজা।
হীনা বনেচরাণাঞ্চ বিভাষা নাটকে স্মৃতা॥

অর্থাৎ শবর, আভীর, চণ্ডাল, সচর, দ্রবিড়, ওড্র, ইহাদের ভাষাও বুনো লোকের ভাষা, নাম বিভাষা। তাহা হইলে বুঝা গেল যে, জাতিভাষা—মাগধী, আবন্তী, প্রাচ্যা, শূরসেনী, অর্দ্ধমাগধী, বাহ্লীকা ও দাক্ষিণাত্যা, এই ভাষাগুলিই প্রশস্ত। আর শবর, আভীর, চণ্ডাল, সচর, দ্রবিড়, ওড্র ও বুনোদের ভাষা প্রশস্ত নয়; তবে দরকার হইলে ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু বর্ব্বরাদি কয়েকটি জাতির ভাষা একেবারেই ব্যবহার হইবে না।

এ সব হইল জাতিভাষা ও জাত্যন্তরী ভাষা। ইহারও দুইরূপ পাঠ—সংস্কৃত ও প্রাকৃত। আর তাহা হইলে দাঁড়াইল এই, শৌরসেনীর সংস্কৃত পাঠও আছে, প্রাকৃত পাঠও আছে, মাগধীর সংস্কৃত পাঠও আছে, প্রাকৃত পাঠও আছে, আবন্তীর সংস্কৃত পাঠও আছে, প্রাকৃত পাঠও আছে,; এইরূপ সব জাতিভাষা ও জাত্যন্তরী ভাষার সংস্কৃত ও প্রাকৃত, দুইরূপই পাঠ আছে।

অভিভাষা ও আর্য্যভাষার পাঠ সংস্কৃতেই অধিক। যিশুখৃষ্টের জন্মের পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্তে ভাষার এইরূপ একটা বিভ্রাট ছিল; তাহার উপর একটা পাঠেরও বিভ্রাট ছিল। আমরা যেমন এখন সংস্কৃত বলিতে একটা ভাষা বুঝি, তখন দেখিতেছি, সেরূপ কেহ বুঝিত না। সকল জাতি বা সকল দেশের ভাষাতেই দুইটা করিয়া পাঠ ছিল। ইহাতে বিভ্রাট আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। ভরত-নাট্য-শাস্ত্রে বলে, বন্য পক্ষীরও ভাষা ছিল এবং তাহারও দুই রকম পাঠ ছিল।

আর একটা ব্যাপারে এই বিভ্রাট আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। বুদ্ধদেবের জন্মের এক শত বৎসরের পর, দুই শত বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধদের ভিতরে একটা মস্ত দলাদলি হয়। অনেক চেষ্টাতেও সে দলাদলি মিটিল না, দুইটা দল হইয়া গেল। একটা হইল থেরবাদ বা স্থবিরবাদ; ইঁহারা বই লিখিতে লাগিলেন চলিত ভাষায়—প্রাকৃত পাঠে। ইহা তিন চারি শত বৎসর পরে পালিতে গিয়া দাঁড়াইল। আর এক দল হইল মহাসাংঘিক অর্থাৎ ইঁহারা দলে পুরু। ইঁহারা বই লিখিতে লাগিলেন, একটা নূতন রকম ভাষায়; তাহার নাম সেনার সাহেব লিখিয়াছেন,—Mixed Sanskrit। কেহ কেহ বলেন, Sanskritized vernacular। কেহ কেহ বলেন, vernacularised sanskrit। কাব্যাদর্শে আমরা দেখিতে পাই, মিশ্র-ভাষা বলিয়া একটা ভাষা ছিল। আমরা মহাসাংঘিকদিগের বইগুলি মিশ্রভাষায় লিখিত বলিয়া বলিব। একই বাক্যের মধ্যে কতকগুলি শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র মানিয়া চলে, আর কতকগুলি শব্দ প্রাকৃতের সূত্র মানিয়া চলে। আবার কোথাও কোথাও কোন সূত্রই

মানে না। এ ভাষায় প্রথম বই মহাবস্তু। উহা মহাসাংঘিকদের 'বিনয়'। কিন্তু উহাতে ধর্ম্ম, বিনয়, সূত্র, সব একত্রে মিশান আছে। বইখানি বোধ হয়, দলাদলির পর লেখা হইয়াছিল। কিন্তু সেনার সাহেব বলেন, উহাতে যোগাচারসম্প্রদায়ের নাম আছে। সুতরাং উহা বিশুখৃষ্টের পাঁচ শত বৎসর পরের লেখা। কিন্তু আমি দেখিয়াছি, যে যে স্থানে যোগাচার শব্দ আছে, সে সে স্থানে উহা যোগাচারসম্প্রদায়ের নাম নহে, যোগ ও আচারের কথা। সুতরাং সেনার সাহেবের কথা এখানে মানিয়া চলা যায় না। আর যদি না যায়, তাহা হইলে বলিতেই হইবে, দলাদলির পর এই বই লেখা হয়। বুদ্ধের জীবন-চরিত ললিতবিস্তর নামে বই যদিও অ-পাণিনেয় ও ভাষ্য-বিরুদ্ধ সংস্কৃতে লেখা, তথাপি উহার প্রতি অধ্যায়ের শেষে মিশ্র-ভাষায় কতকগুলি কবিতা দেওয়া থাকে। সেই কবিতাই মূল সংস্কৃত অংশের প্রমাণস্বরূপ। সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক নামে আর একখানি সংস্কৃত বই আছে, উহাও ঐরূপ সংস্কৃতে লেখা, উহারও প্রতি অধ্যায়ের শেষে প্রমাণস্বরূপ মিশ্রভাষায় কতকগুলি শ্লোক আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাক্‌লামাকান মরুভূমি খুঁড়িয়া সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকের যে সকল পাতা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অধ্যায়ের গোড়াটাও সংস্কৃতে নয়, মিশ্রভাষায়। রত্নসঞ্চয়গাথা নামে আর একখানি পুথি আছে, সেখানি শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার সারসংগ্রহ। সেখানি সমস্তটাই মিশ্র-ভাষায় লেখা। অনেক জায়গায় ছোট ছোট শিলালেখ মিশ্রভাষায় লেখা। মিশ্রভাষার দুই চারিটা উদাহরণ গদ্যেও দিতেছি, পদ্যেও দিতেছি।

মহাবস্তু, ৫৬ পত্র।—"কল্পান শতসহস্রং সংধাবিত্বান বোধিপরিপাকং সুচিরন্তরতনো বুদ্ধো লোকস্মিং উপপন্নো। ইত্থং বদিত্বান তে সংবহুলাঃ শুদ্ধাবাসকায়িকা দেবপুত্রা মম পাদৌ শিরসা বন্দিত্বা প্রক্রামি।"

মহাবস্তু, ২৩৭ পত্র।—"অদ্দশাসি মহামৌদ্‌গলায়ন মেঘো মাণবা ভগবতং দীপংকরং দূরতো যেন আগচ্ছন্তং দ্বাত্রিংশতীহি মহাপুরুষলক্ষণেহি সমন্বাগতমশীতিহি অনুব্যঞ্জনেহি উপশোভিত-শরীরং অষ্টাদশেহি আবেণিকেহি বুদ্ধধর্ম্মেহি সমন্বাগতং দশহি তথাগতবলেহি বলবং চতুর্হি-বৈশারদ্যেহি সমন্বাগতং।"

ঐ পাতে—   চিরস্য চক্ষু উদপাসি লোকে
চিরস্য উৎপাদো তথাগতানাং।
চিরস্য মহ্যং প্রণিধে সমৃদ্ধা
বুদ্ধো ভবিষ্যামী ন মে চ সংশয়ঃ॥

এই মিশ্রভাষা লইয়াও আর একটা বিভ্রাট হইল। মহাসাংঘিকেরা বলেন, বুদ্ধদেব এই ভাষাতেই বক্তৃতা করিতেন ও উপদেশ দিতেন। মহাসাংঘিকদিগেরই উত্তরাধিকারী মহাযান মতাবলম্বীরা বলেন, বুদ্ধদেব সংস্কৃত ভাষাতেই বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রজ্ঞাপারমিতা নামে বইগুলি সংস্কৃতে লেখা, বহু দিন লুকান ছিল, নাগার্জ্জুন পাতাল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। সুতরাং এ কথাটায় বিভ্রাট আরও বাড়িয়া গেল।

এতক্ষণ যে সকল কথা বলিলাম, সে সমস্ত অতি প্রাচীন কালের কথা। খৃষ্টীয় নবম বা দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধদের মধ্যে একটা মত প্রচলিত ছিল যে, বুদ্ধদেব সর্ব্বজ্ঞ ভাষায় ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছিলেন, সে ভাষায় হরি, হর, ব্রহ্মা কেহই ধর্ম্ম উপদেশ দিতে পারেন নাই। তাঁহার ভাষা ইতর প্রাণীরাও বুঝিতে পারিত।—"এবং দ্বাদশখণ্ডেষু স্বর্গমর্ত্তপাতালেষু নানাসত্ত্বরুতৈঃ সঙ্গীতিকারকৈঃ যানত্রয়ং লিখিতং * * * * * ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞভাষয়া ধর্ম্মদেশকঃ নান্যো হরিহরাদিনাং।"

সুতরাং আমাদের দেশেও অনেক দিন হইতে একটা মত চলিতেছিল যে, বুদ্ধদেব যে ভাষায় কথা কহিতেন, তাহা সকল দেশের লোকেই বুঝিতে পারিত, ইতর প্রাণীরাও বুঝিতে পারিত। ইতর প্রাণীদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বুদ্ধদেব যে ভাষায় কথা কহিতেন, আর্য্যাবর্ত্তে সমস্ত দেশের লোকই তাহা বুঝিতে পারিত। সে ভাষা যে কি, তাহা জানিবার উপায় নাই। বুদ্ধদেবের সময়ে যে ভাষা চলিত ছিল, তাহার একটি মাত্র বাক্য (sentence) পাওয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার সময়ে রাজবাড়ীতে ট, ঠ, ড, ঢ, শ, ষ, হ, ক্ষ উচ্চারণ হইত না এবং সংযুক্ত অক্ষরও চলিত না। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের পর তাঁহার বড় বড় চেলারা আপনার আপনার দেশের ভাষায় স্মৃতিশক্তির সাহায্যে বুদ্ধদেবের বক্তৃতাগুলি লিখিয়া রাখিতেন। ক্রমে বৎসরের পর বৎসর এবং শত বৎসরের পর শত বৎসর যাইতে যাইতে সেই লেখাগুলি কোথাও পালিতে, কোথাও প্রাকৃতে, কোথাও মিশ্রভাষায় লেখা হইল। তাহার পর আর্য্যাবর্ত্তে যীশুখৃষ্টের জন্মের সময় এক রকম সংস্কৃতে সেই বক্তৃতাগুলি লেখা হইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে সংস্কৃত অ-পাণিনেয় ও ভাষ্য-বিরুদ্ধ। ক্রমে এই অ-পাণিনেয় ও ভাষ্য-বিরুদ্ধ সংস্কৃত ভাষার কি আকার হইয়াছিল, তাহার একটা উদাহরণ দিই,—"তেষাং চ সুশব্দবাদিনাং সুশব্দগ্রহবিনাশায় অর্থশরণতাং আশ্রিত্য কচিৎ বৃত্তে অপশব্দ। কচিৎ বৃত্তে যতিভঙ্গ কচিৎ অবিভক্তিকং পদং। কচিৎ বর্ণস্বরো লোপ কচিৎ বৃত্তে দীর্ঘে হ্রস্ব। হ্রস্বেঽপি দীর্ঘ। কচিৎ পঞ্চম্যর্থে সপ্তমী, চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী। কুত্রচিৎ পরস্মৈপদিনাং ধাতৌ আত্মনেপদং। আত্মনেপদিনি পরস্মৈপদং। কচিৎ একবচনে বহুবচনং, বহুবচনে একবচনং। পুংলিঙ্গে নপুংসকলিঙ্গং, নপুংসকলিঙ্গে পুংলিঙ্গং। কচিৎ তালব্যশকারে দন্ত্যমূর্দ্ধন্যৌ। কচিৎ মূর্দ্ধন্যে দন্ত্যতালব্যৌ। কচিৎ দন্ত্যে তালব্যমূর্দ্ধন্যৌ এবং অন্তেপি অনুসর্ত্তব্যাঃ। তন্ত্রদেশকোপদেশেন ইতি।" (লঘুকালচক্রতন্ত্ররাজটীকা, 21 A)।

ঐ পত্রেই আরও আছে,—"এবং টীকায়ামপি সুশব্দাভিধাননাশায় লিখিতব্যং ময়া অর্থশরণতামাশ্রিত্য ইতি। অথ যেন যেন প্রকারেণ কুলবিত্তা সুশব্দাভিমানক্ষয়ো ভবতি তেন তেন প্রকারেণ অর্থশরণতামাশ্রিত্য বুদ্ধানাং বোধিসত্ত্বানাং ধর্ম্মদেশনা দেশভাষান্তরেণ শব্দশাস্ত্রভাষান্তরেণ মোক্ষার্থং।"

অর্থাৎ আমরা ব্যাকরণশাস্ত্র মানিব না, আমাদের মানেটা লোকে যাহাতে বুঝিতে পারে, তাহাই করিয়া লিখিব। সুশব্দটা কেবল অভিমান মাত্র; ওটা ক্ষয় না হইলে মোক্ষ হইবে না।

যত ভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থ লেখা হইয়াছে, তাহার একটা তালিকা প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক হইতে দিয়া, আমি এ বক্তৃতা শেষ করিব ;—"ইহ তথাগতাভিসংবুদ্ধ আর্য্যবিষয়ে ভগবতি পরিনির্বৃতে সতি সঙ্গীতিকারকৈঃ যানত্রয়ং পুস্তকে লিখিতং। তথাগতনিয়মেন পিটকত্রয়ং মগধভাষয়া। সিন্ধুভাষয়া সূত্রান্তং। সংস্কৃতভাষয়া পারমিতানয়ং। মন্ত্রনয়ং তন্ত্রতন্ত্রান্তরং সংস্কৃতভাষয়া প্রাকৃতভাষয়া অপভ্রংশভাষয়া অসংস্কৃতশবরাদিম্লেচ্ছভাষয়া। ইত্যেবমাদিঃ সর্ব্বজ্ঞেন দেশিতো ধর্ম্মঃ সঙ্গীতিকারকৈঃ লিখিতঃ। তথা ভোটবিষয়ে যানত্রয়ং ভোটভাষয়া লিখিতং। চীনে চীনভাষয়া। মহাচীনে মহাচীনভাষয়া। পারসীকদেশে পারসীকভাষয়া। সীতানদ্যান্তরে চম্পকবিষয়ভাষয়া। বানরবিষয়ভাষয়া। সুবর্ণাক্ষবিষয়ভাষয়া। তথা নীলানদ্যান্তরে কঙ্কাখ্য-বিষয়ভাষয়া। তথা হিমবন্ত তস্যোত্তরে সুরম্যবিষয়ভাষয়া। এবং কোটিকোটিগ্রামাত্মকেষু ষণ্ণবতিবিষয়েষু ষণ্ণবতিবিষয়ভাষয়া। এবং দ্বাদশখণ্ডেষু স্বর্গমর্ত্তপাতালেষু নানাসত্ত্বকৈতৈঃ সঙ্গীতি-কারকৈঃ যানত্রয়ং লিখিতমিতি। শ্রাবকৈঃ শ্রাবকযানং। প্রত্যেকৈঃ প্রত্যেকযানং। বোধিসত্ত্বৈঃ পারমিতামহাযানং মন্ত্রমহাযানং হেতুফলাত্মকং নানাসঙ্গীতিকারকৈঃ সত্ত্বানাং বৈনেয়ার্থং। অনয়া নানাসঙ্গীতিকারকৈঃ নানাবিষয়ভাষয়া লিখিতাগমযুক্ত্যা বিচার্য্যমানো বুদ্ধভগবান্ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞভাষয়া ধর্ম্মদেশকঃ নান্যো হরিহরাদীনাং।"

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

গ্রাম্যশব্দ-সঙ্কলন *

গ্রাম্যশব্দ-সংকলন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মুখ্য কর্ম্মগুলির মধ্যে অন্যতম। বাঙ্গলা ভাষার সম্পূর্ণ অভিধান প্রস্তুত করিতে হইলে কেবল সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দের দিকে দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, বিশেষতঃ পল্লীসমাজে প্রচলিত শব্দ-নিচয়কেও গ্রহণ করিতে হইবে। শহরের লোকের ভাষায় এই সকল শব্দ মেলে না; কারণ, পল্লীর জীবন আর নগরের জীবন পৃথক্ পৃথক্ বস্তুকে অবলম্বন করিয়া থাকে। সাহিত্য রচনা বেশী করিয়া শহরের লোকের দ্বারাই হইয়া থাকে; তাই অনেক সময়ে এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, হয়তো সারা বাঙ্গলা দেশময় একটি শব্দ ঈষৎ ঈষৎ বিভিন্ন মূর্ত্তিতে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, শহরের লেখকের সে সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ বা সেই প্রকার শব্দকে 'গ্রাম্যতা-দোষ-দুষ্ট' মনে করার জন্য, সেই সুবিদিত খাঁটি বাঙ্গলা শব্দটি সাহিত্যে আর ব্যবহৃত হইল না; তাহার পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক-ভাবে একটি সংস্কৃত শব্দ লেখক কর্ত্তৃক সংস্কৃত কোষ হইতে আহৃত হইয়া বা কচিৎ নূতন ভাবে সৃষ্ট হইয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাষায় আসিয়া গেল। আমাদের দেশের লেখকদের যেমন একদিকে পুরাতন বাঙ্গলা সাহিত্যের সহিত পরিচয় আবশ্যক, অন্য দিকে তেমনি পল্লীগ্রামে প্রচলিত বস্তু বা কার্য্যপ্রণালীর নামবাচক শব্দের সহিত যথাসাধ্য পরিচিত হওয়া উচিত; এবং এই দুই দিক্ হইতে সহজে সুন্দর ভাবে ভাব ব্যক্ত করিতে পারে, এমন সব শব্দ, আধুনিক বাঙ্গলা ভাষায় যতদূর পারা যায় প্রচলন করিয়া, ভাষার নিজ মূলের ভিতর হইতে পুষ্টিশক্তি লাভ করাইয়া, ভাষাকে শক্তিশালী করিবার চেষ্টা করা উচিত। বাঙ্গালী যখন 'বর্ম্ম' ও 'শিরস্ত্রাণ' পরিয়া লড়াই করিত, তখন সে 'বর্ম্ম'কে বলিত 'সানা' (= সংস্কৃত 'সন্নাহ') বা 'সাঁজোয়া' (= 'সংযোগক') আর 'শিরস্ত্রাণ'কে বলিত 'টোপর'। 'টোপর' শব্দ এখনও বাঙ্গলা ভাষায় লুপ্ত হয় নাই, তবে তাহার রৌদ্র রসের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া অন্য রসাভাসগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু সানা বা সাঁজোয়া শব্দ এখন মৃত, এবং ভাষাতত্ত্ব-বিচারকের উপজীব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গত শত বৎসরের মধ্যে যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার গদ্যের 'সাধুভাষা' গড়িয়া তুলিয়াছেন, এই দুই সুন্দর তদ্ভব শব্দ তাঁহারা বর্জ্জন করিয়াছেন;—প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের সহিত ভালো রকম পরিচয় না থাকায় এই শব্দ দুইটি সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলে, এবং ততোঽধিক সংস্কৃতের মোহে পড়িয়া প্রচলিত প্রাচীন তদ্ভব শব্দাবলীর প্রতি অবজ্ঞার ফলে, এমনটি ঘটিয়াছে। 'সানা' বা 'সাঁজোয়া'কে ফেলিয়া দিয়া, তাঁহারা 'বর্ম্ম' বা 'কবচ' প্রভৃতি বাঙ্গলায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—যেন সংস্কৃত শব্দকোষ হইতে ধার না করিলে ইংরেজী armour শব্দ বাঙ্গলায় অনুবাদ করা যাইত না। 'সানা' এবং

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩২ বঙ্গাব্দের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

'সাঁজোয়া' শব্দ বাঙ্গালীকে তাহার লড়াইয়া পূর্ব্ব-পুরুষের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, 'বর্ম্ম' শব্দ তাহা করে না ; তাহার জাতির প্রাচীন কথার সঙ্গে বাঙ্গালী এই দুই শব্দ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এই যে যোগ হারাইল, তাহার দরুণ জাতীয় জীবনের ইতিহাস-জ্ঞানে যে হানি ঘটিল, তৎসম বা সংস্কৃত 'বর্ম্ম' বা 'কবচ' শব্দ তাহার আভিজাত্য দ্বারা তাহা পূরণ করিতে সমর্থ হয় নাই ; বরং ঘরের জিনিস ফেলিয়া সংস্কৃত হইতে ধার করায় বাঙ্গলা ভাষাকে যেন একটু পঙ্গুতা, একটু পরাশ্রয়িতা স্বীকার করিয়া লইতে হইল। সেইরূপ এখনও পশ্চিম-বঙ্গে বহু স্থানে প্রচলিত 'লাছ-'বা 'নাছ-দোয়ার' শব্দ, যাহা প্রাচীন বাঙ্গলায় বহুশঃ পাওয়া যায়, এবং যাহা সংস্কৃত 'রথ্যা-দ্বার' শব্দের বাঙ্গলা পরিণতি (সংস্কৃত 'রথ্যাদ্বার', মাগধী প্রাকৃত 'লচ্ছাদুবাল', প্রাচীন বাঙ্গলা 'লাছ-দুআর', মধ্যযুগের বাঙ্গলা 'নাছ-দুয়ার'),—শহরের লোকের অজ্ঞতার ফলে এবং শহরে ফারসী প্রভাবের ফলে অনাবশ্যকরূপে 'সদর-দরওয়াজা' দ্বারা বিতাড়িত হইয়াছে। এই সব উপায়ে বাঙ্গলা ভাষার 'বাঙ্গলা-ত্ব'টুকু অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়া, ইহাতে প্রাচীন-অর্ব্বাচীন ও দেশী-বিদেশী বহু অ-বাঙ্গলা উপাদান আসিয়া গিয়াছে। কোনও ভাষা তাহার বিশুদ্ধি পূর্ণভাবে রক্ষা করিতে পারে না, সে কথা ঠিক ; এবং সেইরূপ বিশুদ্ধি হয় তো বদ্ধ জলের মত হিতকরও নহে ; আবশ্যকমত সমস্ত ভাষাতেই ('দেবভাষা' সংস্কৃততেও পর্য্যন্ত) বিদেশী উপাদান আসিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া ভাষার নিজস্ব শব্দ থাকিতে তাহাদিগকে রক্ষা না করিয়া, কেবলই বাহির হইতে ধার করিতে যাই কেন ? এটা কি ভাষার লেখকের নিজ ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান-দৈন্য এবং বিচার-শক্তির অভাবের ফল নহে ?

ভাষার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যাহাতে পূর্ণ থাকিতে পারে, সেই জন্য অন্যতম প্রধান সাধন হইতেছে—শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, নাগরিক এবং গ্রাম্য নির্ব্বিশেষে তাহার শব্দাবলীর যত দূর সম্ভব হয়, পুরা সংগ্রহ করিয়া ফেলা। এইরূপ সংগ্রহ করা খুবই কঠিন ব্যাপার ;— বিশেষতঃ বাঙ্গলার মত বহু-বিস্তৃত এবং বহু-জন-কথিত ভাষার পক্ষে—চার কোটি নব্বুই লক্ষ লোকে বাঙ্গলা বলে, এবং কিছু কম এক লক্ষ বর্গ মাইল জুড়িয়া ইহার প্রসার। সমগ্র বাঙ্গলাদেশের নানা জেলা হইতে কথিত ভাষায় প্রচলিত শব্দের এইরূপ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে আবার কার্য্যোপযোগী করিয়া লওয়াও কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে প্রকৃষ্টতর উপায় হইতেছে এই যে, কোনও একটি প্রান্তিক ভাষাকে মান হিসাবে ধরিয়া, বিভিন্ন পর্য্যায়ের শব্দ অন্যান্য প্রান্তিক ভাষায় যেরূপ প্রচলিত আছে, সেগুলিকে মানরূপে ধৃত ভাষার প্রতিশব্দ হিসাবে লিখিয়া অভিধান সংকলন করা ; কিম্বা কোনও বিদেশী ভাষাকে মান-রূপে ধরিয়া, তাহার প্রতিশব্দ হিসাবে সমস্ত প্রান্তিক ভাষার শব্দ দিয়া অভিধান প্রস্তুত করা।

কিন্তু অভিধান সংকলনের কার্য্য পরে হইবে। প্রথমতঃ আবশ্যক, বাঙ্গলাদেশের সমস্ত প্রান্তের ভাষা হইতে শব্দনিচয় সংগ্রহ করিয়া ফেলা। এই কার্য্যেরও সাফল্য এবং উপযোগিতা আবার সংগ্রহ-পদ্ধতির উপর অনেকটা নির্ভর করে। কোনও নিয়ম না ধরিয়া, যেমন যেমন শব্দ চোখে পড়ে বা কানে শুনা যায়, তেমন তেমন করিয়া যদি শব্দসংগ্রহ অল্পে অল্পে

হয়, তাহা হইলে ব্যাপারটি বহু সময়সাপেক্ষ হইয়া পড়ে, এবং এইরূপ করিলে বহু শব্দ বাদ পড়িয়া যাইবারই সম্ভাবনা বেশী। তাহার অপেক্ষা যদি জীবনের কোনও একটি বিশেষ দিক্ ধরিয়া, তাহার আদ্যন্ত সমস্ত বস্তু এবং ক্রিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া, তত্তদ্ভাববাচী শব্দ সংগ্রহ করিতে লাগিয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রথমটা ক্ষেত্র ক্ষুদ্র করিয়া ধরা হইল বলিয়া তৎসংশ্লিষ্ট তাবৎ বা প্রায় সমগ্র শব্দের সংগ্রহ সহজ হইয়া যায়। যেমন নৌকা এবং নৌচালন সংক্রান্ত শব্দাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংগ্রহ-কার্য্য আরম্ভ করিলে উক্ত বিষয়ের বহু শব্দ অনায়াসেই আসিতে পারে; তাহার পর এই বিষয় নিঃশেষ করিয়া, অন্য একটি বিষয় ধরা যাইতে পারে। এইরূপে আমাদের জীবনের ও জীবন-সাধনের সমস্ত দিক্ ধরিয়া শব্দ সংগ্রহ করিয়া গেলে, পদ্ধতির গুণে অধিক পরিশ্রম না করিয়া, আমরা আশাতীত ফললাভ করিতে পারি। এক একটি জেলা বা প্রান্ত ধরিয়া এই ভাবে কার্য্য করিয়া গেলে বাঙ্গলার প্রাদেশিক শব্দের ভাণ্ডার আমাদের শীঘ্রই পূর্ণ হইয়া যাইবে; এবং সর্ব্বত্র যদি একই রীতি, একই পদ্ধতি বা ক্রম অনুসারে বস্তু নির্দ্দেশ করিয়া কার্য্য করা যায়, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের শব্দগুলিকে সহজেই আমাদের লক্ষ্যস্থল, বঙ্গভাষার তুলনাত্মক অভিধানে বিন্যস্ত করিয়া, সংকলন-কার্য্যকে আমরা ব্যবহারের উপযোগী করিয়া লইতে পারি।

প্রাদেশিক শব্দসংগ্রহ বিষয়ে ভারতীয় আর্য্যভাষানুশীলকদের মধ্যে অগ্রণী, ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত, ঋষিকল্প অশীতিপর বৃদ্ধ স্যর জর্জ্ আব্রাহাম গ্রিয়ার্স ন তাঁহার সংকলিত Bihar Peasant Life গ্রন্থে যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, সেই পথ অপেক্ষা ভালো পদ্ধতি বা রীতি আমার অন্য কিছু জানা নাই। গ্রিয়ার্স নের এই পুস্তক প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে (১৮৮৫ সালে) প্রকাশিত হইয়াছিল; বহুদিন ধরিয়া এই পুস্তক দুষ্প্রাপ্য ছিল, সম্প্রতি (১৯২৫ সালে) বিহার ও উড়িষ্যার সরকার ইহার পুনর্মুদ্রণ করিয়াছেন, পাটনা গবর্ণমেণ্ট প্রেসে দশ টাকা মূল্যে এখন ইহা সহজলভ্য। গ্রিয়ার্স ন বাঙ্গলা ও বিহার প্রদেশে ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি গ্রাম্য জীবনের সব দিক্ আশ্রয় করিয়া শব্দসংগ্রহের জন্য একটি বিষয়সূচি প্রস্তুত করেন, এবং সেই বিষয়সূচী অবলম্বন করিয়া সমগ্র বিহারের জিলা কয়টিতে ব্যবহৃত তত্তৎ বিষয়সম্পৃক্ত শব্দ সংগ্রহ করেন। যেমন কৃষিকার্য্যবিষয়ক শব্দাবলী সংগ্রহের জন্য, প্রথম ধরা হইল, কৃষিকার্য্য-ব্যবহৃত যন্ত্রাদির নাম; তন্মধ্যে লাঙ্গল, কোদালি, মই, ঝোড়াঝুড়ি, গোরুর গাড়ী প্রভৃতি সবই আসিল; লাঙ্গল ও অন্যান্য যন্ত্রের বিভিন্ন নাম তো সংগ্রহ করাই হইল, তদ্ভিন্ন তাহাদের বিভিন্ন অংশেরও নাম যাহা পাওয়া গেল, তাহাও সংগ্রহ করা হইল। এবং বোধ-সৌকর্য্যার্থে বর্ণিত যন্ত্রের বা বস্তুর ছবি দিয়া, ছবিতে বর্ণমালার অক্ষর বা সংখ্যা দ্বারা তাহার অংশবিশেষকে নির্দ্দেশ করিয়া, তাহার নাম দেওয়া হইল। এইরূপে বহু নিত্যব্যবহার্য্য শব্দ—কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত যন্ত্র সম্পর্কে ধরা পড়িল। তার পর কৃষিকার্য্যের নানা অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া লইয়া যে সব শব্দ, সেগুলিও মিলিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে পল্লী-জীবনের সমস্ত দিকের শব্দরাশি অভিধানে গ্রথিত হইল।

গ্রিয়ার্স নের বইখানি অবলম্বন করিয়া, বাঙ্গালী প্রাদেশিক শব্দসংগ্রাহক যদি নিজ জেলার

বা গ্রামের প্রচলিত শব্দগুলি সংগ্রহ করিতে থাকেন—অর্থাৎ গ্রিয়ার্সনের বিষয়সূচি ধরিয়া তাঁহার সংগৃহীত বিহারী অর্থাৎ মগহী-মৈথিল-ভোজপুরিয়া শব্দের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের মুর্শিদাবাদ বা নদীয়া বা বীরভূম বা ঢাকা বা রঙ্গপুর বা ময়মনসিংহ বা চট্টগ্রামের বাঙ্গলায় প্রচলিত প্রতিশব্দগুলি দেওয়া হয়, তাহা হইলেই চমৎকার বাঙ্গলার প্রাদেশিক শব্দসংগ্রহ দাঁড়াইয়া গেল। অবশ্য বহু স্থলে কোনও বস্তু বা কার্য্যপদ্ধতি বাঙ্গলাদেশের প্রান্তে যে ভাবে মেলে, বাহিরে সেরূপ বস্তু বা পদ্ধতি হয় তো প্রচলিত নাই; তত্তৎস্থলে বিশেষ ব্যাখ্যার আবশ্যক হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এইবার মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার অন্তর্গত গীতগ্রামে ও তাহার চতুঃপার্শ্বে ব্যবহৃত পল্লীজীবনঘটিত শব্দের নাতিবৃহৎ একটি সংগ্রহ আংশিকভাবে প্রকাশিত হইল। সংগ্রাহক, ঐ গ্রামের অধিবাসী শ্রীমান্ মৌলবী রবীউদ্দীন আহমদ পরিষদের একজন ছাত্রসভ্য, ইনি রিপন কলেজের চতুর্থবার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র—বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন, এই হেতু ইনি আমারও ছাত্র। প্রাদেশিক শব্দ-সংগ্রহের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া ইনি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত এই কাজে লাগিয়া যান, এবং গত বৎসর (১৩৩২ সালে) পূজার সময় অল্প কয় দিনে বহু শব্দ সংগ্রহ করিয়া তিনি আমায় পাঠাইয়া দেন। আমার পরামর্শমত ইনি গ্রিয়ার্সনের বহির অনুসারে বিষয়ক্রম স্থির করিয়া সংগ্রহ করিতেছেন। ইঁহার সংগ্রহ বিশেষ উপযোগী হইবে। গ্রিয়ার্সনের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ইনি কতকগুলি ছবি দিতে চান, ইঁহার দাগ-টানা ছবি দেখিয়া ও মৌখিক নির্দ্দেশ শুনিয়া শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি মহাশয় ছবিগুলি আঁকিয়া নিজের বিজ্ঞানানুসন্ধিৎসু চিত্তের পরিচয় তো দিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রহকারকে, ভাষাতাত্ত্বিককে এবং সাহিত্য-পরিষৎকেও উপকৃত করিয়াছেন। তজ্জন্য ইনি সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন।

বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাস আমাদের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া লিখিতে হইলে, বহু স্থলে প্রাদেশিক ভাষায় যে সমস্ত বিশুদ্ধ বাঙ্গলা তদ্ভব শব্দ লুক্কায়িত রহিয়াছে, সেগুলিকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া, তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিচার করিয়া, তবে বাঙ্গলা ভাষার বিকাশের অন্তর্নিহিত সূত্রগুলি ধরিতে পারা যাইবে। মুর্শিদাবাদ জেলায় লাঙ্গলের আঁচড়কে যে 'রে' বা 'র‍্যা' বলে (রেখা—রেহা—রেহ—রেঅ—রে, র‍্যা), আমাদের কলিকাতা অঞ্চলের ভদ্রভাষায় ব্যবহৃত অর্দ্ধতৎসম 'সুমুক' শব্দের স্থানে যে এখনও মুর্শিদাবাদ জেলায় তদ্ভব 'ছামু' শব্দ প্রচলিত আছে (সম্মুখ—সম্মুহ—সামুহ, ছামুহ—ছামু), এগুলি ভাষাতাত্ত্বিকের কাছে উপাদেয় তথ্য। প্রাদেশিক উপভাষাগুলির শব্দসংগ্রহ শুধু নয়, তাহাদের উচ্চারণ-পদ্ধতি, তাহাদের সুপ্-তিঙ্ প্রত্যয়াদি, তাহাদের বাক্যরীতি, এ সকলের আলোচনা অত্যাবশ্যক। কিন্তু এই প্রবন্ধে শব্দ-সংগ্রহের কথাই মুখ্যতঃ বলিতেছিলাম। গ্রিয়ার্সনের নির্দ্ধারিত রীতি ধরিয়া শব্দ সংগ্রহ করিলে যে শ্রমলাঘব এবং ফলবাহুল্য, উভয়ই এক সঙ্গে হইবে, সেই কথা বাঙ্গালী শব্দসংগ্রাহকের নিকট নিবেদন করিবার জন্য শ্রীমান্ রবীউদ্দীনকৃত শব্দসংগ্রহের মুখবন্ধরূপে এই প্রবন্ধের অবতারণা।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শব্দসংগ্রহ

আমার পূজনীয় অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া স্যর জর্জ্ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন সাহেব তাঁহার Bihar Peasant Life বা 'বিহারে কৃষকজীবন' নামক বিহার প্রদেশের সুবিখ্যাত বিরাট গ্রাম্য শব্দসংগ্রহ-পুস্তকে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, আমিও সেই প্রণালী অনুসরণ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। আমার প্রায় ছোটবেলা হইতেই মনে হইত, গ্রামের সাধারণ লোকে যে সব কথাবার্ত্তা বলে, প্রাকৃতিক আইন কানুন মানিয়া প্রাচীন যুগ হইতেই যে সমস্ত কথা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, সেগুলি কি একেবারেই ঘৃণার জিনিষ? সেগুলি কি কোনও পুস্তকে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য নহে? সেগুলির ভিতর কি আমাদের ভাষার প্রাণ নাই? সেগুলি কি বাঙ্গালাদেশের শতকরা নব্বুই জন লোকের দ্বারা ব্যবহৃত হয় না? সে কথাগুলি কি আমাদের জীবনধারণোপযোগী জিনিষপত্রের সহিত সম্পূর্ণরূপে সংশ্লিষ্ট নহে? মাননীয় সুনীতি বাবুর নিকট এই সব স্বাভাবিক প্রশ্নের উত্তর পাইয়া ও আমাদের বঙ্গভাষায় ঐ সব কথার যে একখানি প্রকাণ্ড অভিধান গড়িয়া তোলা উচিত, তাহা বুঝিতে পারিয়া এই শব্দ সংগ্রহে নিযুক্ত হই।

এই সমস্ত শব্দ আমার জন্মভূমি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তঃপাতী কান্দী মহকুমার ভরতপুর থানার অধীন গীতগ্রাম নামক পল্লী হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। গ্রামটি মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার শেষ সীমায় ও বর্দ্ধমান জেলার কাঁটোয়া মহকুমার প্রারম্ভস্থানে অবস্থিত। গ্রামে মোল্লা ও চৌধুরী উপাধিধারী মুসলমানের একচেটিয়া অধিকার থাকিলেও, এ গ্রামের "ঘোষ কাচাল", "তাঁতি পুকুর", "বেনে পুকুর," ""কামার পুকুর", "মাঝি পুকুর" প্রভৃতি পুষ্করিণীর নাম হইতে বেশ বুঝা যায় যে, গ্রামটি খুব পুরাণ পল্লী। বর্ত্তমানে এ গ্রামে হিন্দুর বাস একেবারেই নাই। আমাদের গ্রামের এক প্রাচীন ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি যে, এখানে পূর্ব্বে 'গীতা'র খুব আলোচনা হইত বলিয়া গ্রামের নাম গীতগ্রাম হইয়াছে। সে যাহা হউক, গ্রামের নামের উৎপত্তি কি করিয়া হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বহু পূর্ব্বে আশপাশের গ্রামসমূহমধ্যে আমাদের গ্রামেই গানের চর্চ্চা বেশী করিয়া হইত, গ্রামে শায়ের বা কবিও অনেক ছিলেন, এবং পাড়ায় পাড়ায় গানের দল ছিল, পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা (পাল্লা) চলিত। এই গীতপ্রিয়তার জন্য আমাদের গ্রামের নামকরণ হইয়া থাকিতে পারে। এই গ্রামের পশ্চিম ধারে হজরত শাহ গওহর আলী আওলিয়ার সমাধি আছে। তাহার ইটের উপর গোলাপ ফুলের কারুকার্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। আস্তানা বা সমাধিটি একটি উচ্চ ঢিবির উপর স্থাপিত। ঐ ঢিপি খুঁড়িলে নানাপ্রকার কারুকার্য্য-বিশিষ্ট মাটির জিনিষ পাওয়া যায়। ঢিপির পাশেই একটি অতিপুরাতন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ।

ঐ মস্‌জিদের জায়গায় জোর এক পশ্‌লা বৃষ্টি হইলে জলের ধোয়াটে নানাপ্রকার রঙীন পুরাণ ধরণের তস্‌বী বা জপমালা বাহির হয়। আমাদের গ্রামের "সাতভেয়েদের মা গিন্নী বুড়ী" নামধারিণী এক অতি প্রাচীনা আছেন (যাঁর বয়স ১২২ বৎসর বলিয়া গ্রামের সকলে বিশ্বাস করে ও যাঁর ৮০।৯০।১০০ বৎসর বয়স্ক তিন পুত্র বিদ্যমান), তিনি বলেন যে, শিশুকালে তিনি মসজিদের ভগ্ন দরজা দেখিয়াছেন। এই শব্দসংগ্রহের কাজে আমার পিতা (জোনাব মোল্লা আব্দুল বারী সাহেব) ও আমাদের গ্রামের মাইনর স্কুলের হেড্‌পণ্ডিত (জোনাব মুন্‌শী আব্দুল কাদের সাহেব) যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

প্রথম বিভাগ

চাষের যন্ত্রপাতি ও পাড়াগাঁয়ের শিল্পকর্ম্মাদি

প্রথম উপবিভাগ

কৃষি-সরঞ্জাম

কৃষিকর্ম্মে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি ও জিনিষ-পত্র সংক্রান্ত শব্দ

প্রথম পরিচ্ছেদ

লাঙ্গল

ঞ ঈশ

ক—মুঠো।

খ—লিজেন।

গ—ঈশ।
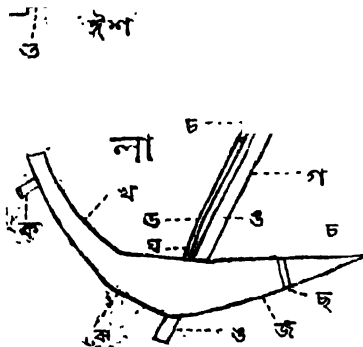
ঘ—শাল্‌, আড়্‌চাল্‌।

ঙ—আমড়া।

চ—ফাল।

ছ—পাশি; ফাল যে লৌহনির্ম্মিত জোঁকার দ্বারা লাশের সহিত আঁটা থাকে, তাহাকে 'পাশি' বলে।

জ—লাশ; ভূমি কর্ষণকালে লাঙ্গলের যে অংশ মাটিতে প্রবিষ্ট হয়, তাহাকে 'লাশ' বলে।

ঝ—গাদা; লিজেনের সংযোগস্থল হইতে ঈশ পর্য্যন্ত অংশ।

ঞ—জুতি, যুতি, যোতে, (যুজ্‌ ধাতু হইতে)।

ট—শলি, শলাকা।

ঠ—ধোঁয়াল বা যুয়াঁল।

ড—লাঙ্গলা দড়ি।

ঢ—আঁকড়ো। আকর্ষী শব্দের অপভ্রংশ (?)।

ণ—ওয়াঁল, উয়াল।

ত—পান; ঈশের নিম্নস্থ খাঁজ, ইহাকে 'পান্' বলে।

নাঁগোল—লাঙ্গল।

'হাল্' শব্দও লাঙ্গল অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সকল জায়গায় 'হাল' কথাটি লাঙ্গল অর্থে ব্যবহার করিলে চলিবে না। একখানি লাঙ্গলে এক জোড়া গোরু লইয়া যতগুলি চাষ করা হয়, ততগুলি জমি মনে করিয়া একটি লাঙ্গলকে বুঝিলে হাল অর্থে লাঙ্গল শব্দের অর্থ কিরূপ হয়, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যেমন সাধারণতঃ লোকে জিজ্ঞাসা করে, তাহার কয়খানি হালের চাষ? যদি প্রশ্নকারী উত্তর পায়, তাহার পাঁচখানি হালের চাষ, তাহা হইলে সে বুঝিবে যে, তাহার পাঁচখানি লাঙ্গল, পাঁচ জোড়া গোরু ও সেই পরিমাণ জমি আছে।

কাঠ্‌লা—যে কাঠ হইতে লাঙ্গল তৈয়ার হইবার উপযুক্ত।

ফাল পাঁজান—কামারবাড়ী হইতে ফালে ধার দেওয়া।

পাঁচুন বা পাঁচন—লাঙ্গল বহিবার সময় গরু তাড়াইবার বাঁশের ছড়িবিশেষ।

চাষ দেওয়া—জমি চষা।

এক চাষ—একবার চষা।

দুচাষ বা দুয়ার—দুইবার চষা।

তিন চাষ বা তিয়ার—তিনবার চষা।

র‍্যা—লাঙ্গল যে রেখা বা সোজা রাস্তা ধরিয়া বহা যায়।

র‍্যা ধরা—ঠিক সোজা রেখায় লাঙ্গল বহা।

র‍্যা কানা—ঠিক সোজা রেখা না ধরিয়া বহা।

আঁচোল বা আতোর্—দুই র‍্যা-এর মধ্যবর্ত্তী স্থান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

টাংনা ও কোদাল

ক—পাত, পাত্‌লি, পাটী।

খ—পাশা।

গ—শাবোলি।

ঘ—বাঁট। ½ হাত বা ১ হাত।

ঙ—মুঠো।
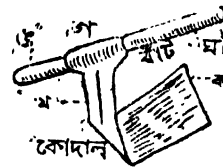
টাংনা—১ হাত বা ২½ হাত লম্বা বাঁটবিশিষ্ট মাটি খুঁড়িবার যন্ত্র। ইহার শুধু পাতলা চওড়া কোদাল অপেক্ষা ছোট পাত থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মই

মই বা লাঙ্গলা মই।

মই দেওয়া—দুয়ার চাষে মাটি ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিবার জন্য একখানি মই লাঙ্গলের সহিত

জুড়িয়া বহনকারী তাহার উপর চড়িয়া লাঙ্গল বহিতে থাকে। ইহাকে 'মই দেওয়া' বলে।

লাঙ্গলাদড়ি—যে দড়ি মইকে লাঙ্গলের সহিত জুড়িয়া দেয়। (১ম পরিচ্ছেদ, ১ নং চিত্র, 'ঙ' দেখুন।

থ—মইয়ের পাটী।

দ—কোয়া বা কুয়া।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিদে

বিদে—মইয়ের মত আকারবিশিষ্ট লাঙ্গলের সহিত বহিয়া মাটি ভাঙ্গিতে ব্যবহার হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

খনিত্র প্রভৃতি

খুন্তা—মাটি খুড়িবার জন্য পাতলা মাথা-বিশিষ্ট ও সরু দাণ্ডাওয়ালা লোহার যন্ত্র।

শাবোল—দুই হাত লম্বা লোহার মাটি খুঁড়িবার যন্ত্র।

লগা বা লগি—গাছ হইতে ফল পাড়িবার জন্য ব্যবহার হয়। লম্বা শক্ত সরু বাঁশের কঞ্চিকে 'লগা' বলে। ইহা কুকুর ও মুরগি তাড়াইতে ব্যবহার হয়।

আঁকড়্শী—লম্বা লগির ডগায় (মাথায়) একটা শক্ত বাঁশের ছোট ছড়ি ফলার মত বাঁধিয়া দিলে গাছ হইতে টানিয়া ফল পাড়িবার সুবিধা হয়।

দ্বিতীয় উপবিভাগ

রোপণ, নিড়েন ও জল-সেচনে ব্যবহৃত

যন্ত্রপাতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঝুড়িজাতীয় আধারের বিভিন্ন শব্দ।

ডালা—সরু পাতলা বাঁশের তৈয়ারী ঝুড়ি-বিশেষ। ইহাতে করিয়া ধানের বীজ মাঠে লইয়া যাওয়া হয়। ইহা অন্যান্য কাজে ও জিনিষ রাখিতে ব্যবহার হয়।

ডালি—ছোট আকারের ঐ জাতীয় ঝুড়ি।

ধামা—বেতের তৈয়ারী ডালাবিশেষ।

কৃষিকার্য্যে ও গৃহস্থালীর নিত্য কার্য্যে ব্যবহৃত ঝুড়িজাতীয় আধারসমূহের নাম।

পেছে—বাঁশনির্ম্মিত, সার মাটি ও (আব্জো) আবর্জ্জনা বহিতে ব্যবহার হয়।

পাজা—বড় পেছের মত।

চাঙ্গারি—পেছের মত ঝুড়িবিশেষ।

খারোই—মাছ ধরিয়া রাখিবার ঝুড়ি, ছোট মাঝারি ঝুড়ি।

খাঁচি—ইহাতে শাকসবজী তরকারি রাখা যায় ও জলে ধৌত করার সুবিধা হয়।

টুকো বা টুকোই—ইহাতে চাল রাখিয়া জলে ধৌত করা হয়।

পাথী—তালপাতা হইতে বা বাঁশ হইতে প্রস্তুত। ইহাতে মুড়ি রাখিয়া খাওয়া হয়।

ঝাঁপি—ছোট বেতের বাক্সবিশেষ।

টাপা—মুরগির ছানা বাঁধিয়া রাখিতে ব্যবহার হয়।

ঝাঁঝি, চালুন—ধান প্রভৃতি চালিয়া পরিষ্কার করা হয়। বাঁশের তৈয়ারী।

খৈ চাল্‌না—খই চালিয়া পরিষ্কার করা হয়। বাঁশের তৈয়ারী।

কুলো—ইহা দ্বারা ধান, চাল, কলাই প্রভৃতি পাছুড়া (পরিষ্কার) করা হয়। বাঁশের তৈয়ারী।

আড়ি—ইহা দ্বারা দশ সের করিয়া ধান মাপ করা হয়।

সের—ইহা দ্বারা এক সের করিয়া ধান, চাল প্রভৃতি মাপ হয়।

কাঠা—দেড় কাঠায় এক সের। এ তিনটিই বেতের তৈয়ারী।

ঠিকে—এক পোয়া ধান, চাল প্রভৃতি মাপ হয়। বেতের ও নারিকেলের খোলা হইতে তৈয়ারী।

বেতী—বাঁশের মোটা কঞ্চিকে সরু করিয়া চিরিয়া তৈয়ার হয়। এই বেতী হইতে ঝুঁড়িজাতীয় আধার তৈয়ার হয়।

টপোর—কয়েক খণ্ড বংশদণ্ড ও খড়ের দড়ি দ্বারা প্রস্তুত একটি ৫ হাত লম্বা, ১৮ হাত চওড়া ১৮ হাত উচ্চ প্রকাণ্ড ধানের জমিতে সার বহিবার আধারবিশেষ। উহার এক দিকে একটি মুখ থাকে ও গরুর গাড়ীর উপর চাপাইয়া সার বহা হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সম্মার্জ্জনীজাতীয় শব্দ

চাষের ও গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহার হয়।

ঝাড়ু, ঝাঁটা—নারিকেলের পালা (পাতার শক্ত শিরদাড়ি) হইতে তৈয়ারী। আঙ্গিনা ও অন্যান্য অপরিষ্কার জায়গা ঝাঁড়ু দিতে ব্যবহার হয়।

ঝাড়ুন—শাবোই (ঘাসজাতীয় লম্বা খড়ের ডাঁটার মত) হইতে ও খাজুরের গাছের লাকড়া (পাতা সহ ডাঁটা) হইতে তৈয়ারী হয়। ঘর, বারান্দা ও পরিষ্কার জায়গা ঝাঁট দিতে ব্যবহার হয়।

কুচি—মুড়ি ভাজিবার সময় চাউল নাড়িয়া মুড়ি ভাজিতে ব্যবহার হয়।

গোয়াল কাড়া—ঝাঁটা দ্বারা গোয়াল পরিষ্কার করা।

ধানে পানা দেওয়া বা ধান পাট করা—ঝাঁটা দ্বারা ধানের খড়কুটা পরিষ্কার করা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আগাছা উপড়াইবার যন্ত্রপাতি

নিড়েন—আগাছা উপড়াইতে ব্যবহার হয়।

কেদে—আগাছা কাটিতে ব্যবহার হয়।

নিড়েন দেওয়া—আগাছা দুব্‌ড়ো (দূর্ব্বা) ঘাস উপড়ান।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জলসেচনের যন্ত্রপাতি

দাঁড়া—জমিতে জল সেঁচিতে জমির পার্শ্বে ও (কখনও) মধ্যস্থলে নালা বাহির করা হয়; ইহাকে দাঁড়া বলে।

দুনি—এক প্রকার জলসেচনের যন্ত্র। একজন লোকে জল তুলিতে পারে।

শিনি—জল সেচনের যন্ত্র, দুইজন লোকে জল তুলিতে পারে।

অন্যান্য যন্ত্রপাতি—দুনি দ্বারা পুকুর বা নদী হইতে জল তুলিতে কিরূপ ভাবে ব্যবহৃত হয় ও নাম কি, তাহা "জলসেচন" পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় উপবিভাগ

জমি আগোল (রক্ষণাবেক্ষণের) যন্ত্রপাতি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধনুকজাতীয়

কাম্‌টা—ধনুককে বলে।
তীর—শরের ফুলের ডাঁটা।
ফলা—তীরের মাথা।
গুলেল্—বর্তুলাকার কাদার শুক্‌না গুটি, ধনুকে ছুঁড়িয়া মারা হয়।
বেঁটুল—বর্তুলাকার পাথরের গুটি। পাখী, কি হনুমান্ তাড়াইতে ব্যবহার হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জমি হইতে হনুমান্, বাঁদর প্রভৃতি জন্তু তাড়াইবার যন্ত্রপাতি।

ঠিকুন্—মানুষের আকারের মতন করিয়া খড় ও দণ্ড দ্বারা বিশ্রীভাবে একটি মানুষের মূর্ত্তি গড়িয়া ক্ষেত্রে রাখা হয়। অথবা একটা কাল হাঁড়িতে চূণ বা খড়ির দ্বারা মূর্ত্তির মত আঁক কাটিয়া একটা বাঁশের দণ্ডের মাথার উপর রাখিয়া দেওয়া হয়। উহা দেখিয়া কোন জন্তু ভয়ে তাহার নিকটে যায় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জমির রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধীয়

আগোলদার—(পাকা ধানের রক্ষণাবেক্ষণকারী)।

আগোল্ বাঁধ করা, আগ্‌লান্—জমির ধান যাহাতে গোরু ছাগলে খাইতে না পারে বা কেহ চুরি করিয়া কাটিয়া লইয়া যাইতে না পারে, তজ্জন্য রক্ষণাবেক্ষণ করা।

আগোল্—যে পর্য্যন্ত জমি একজন আগোলদারকে দেখা-শুনা করিতে হয়।

বিঁড়ো, বিঁড়ো পাওয়া—আগোলদারগণ তাহাদের পারিশ্রমিকস্বরূপ বিঘা প্রতি কয়েক আঁটি করিয়া ধান পায়, তাহাকে 'বিঁড়ো' বলে।

প্রকৃতপক্ষে এক আঁটি ধানের জমিতে পড়িয়া থাকার অবস্থাকেই 'বিঁড়ো' বলে। অতএব উপরোক্ত 'বিঁড়ো' কথার অর্থ এই যে, জমিতে ধানের আঁটি বাঁধিয়া, তাহা মাটি হইতে হাতে করিয়া না তুলিয়া, তৎক্ষণাৎ আগোলদারের পারিশ্রমিক দিতে হইবে।

চতুর্থ উপবিভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধান কাটিবার যন্ত্রপাতি

কেদে—কাস্তে।

কেদের 'বাঁট'—কেদের গোড়ার ধারের পিছনের অংশ, যে স্থান কাষ্ঠনির্ম্মিত ও কাটিবার সময় হাত দিয়া ধরিতে হয়।

কেদের 'মুখ'—ইহার সামনের দিকের দাঁতের মত কাটা কাটা অংশকে মুখ বলে।

পাত—কেদের চ্যাপ্টা অংশকে বলে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খামারে (ধান আছড়াইবার জায়গায়) ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি

খামার—যেখানে ধান মাঠ হইতে আনিয়া বাঁধিয়া রাখা হয় ও ঝাড়া হয়।

'ভুঁড়'—কয়েক আঁটি খড়কে এক জায়গায় দুমড়াইয়া বাঁধিয়া, একটু উঁচু হইলে তাহাকে 'ভুঁড়' বলে।

ধান বেড়েন বা ঠ্যাঙ্গান—ধান ঝাড়া।

ধান বেড়ে পাটা—তক্তা (ভুঁড়ের উপর রাখিয়া) ধান 'বেড়েন' হয়।

উখো—আকঁড়্ষীর (আকর্ষী) মত একটা লম্বা ৭।৮ হাত বংশদণ্ড ধান সহ খড় বা কলাই বা গম সহ ডাঁটা গোরুর পায়ে করিয়া মাড়িবার সময় 'উখো'ই করিয়া টানিয়া টানিয়া সরাইয়া গোরুর পায়ের তলায় দিতে হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গোলা বা মরাইজাতীয় শব্দ

বাখার—মরাই, যাহাতে ধান বাঁধিয়া জমা করা হয়।

পোঠে—মাটির ঢিবি করিয়া, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া মরাই বাঁধা যায়।

বড়্—খড়ের পাকান দড়িবিশেষ, যাহা দ্বারা বেড় (বেষ্টন করিয়া) দিয়া বাখার বাঁধা হয়।

চুঁটি বড়—একজাতীয় বড়।

পাড়ুন—পোঠের উপর ধান রাখিবার জন্ত কাঠ ও মাদুর দ্বারা আবৃত করাকে পাড়ুন বলে।

রোজা—রজ্জু। বাখার বাঁধিতে যে দড়িটি লাতার চারি দিকে বড় বেষ্টন করিবার জন্ত ব্যবহার হয়।

লাতা—যে খড়ের উল্টা ডগ বাঁধিয়া বাখারের চারি দিকে দেওয়া হয়।

হামার—গোলা। যে মরাইয়ের চারিদিক্ কাদা দ্বারা লেপিয়া দেওয়া হয়।

সার দেওয়া—পায়ে করিয়া মরাইয়ের ধান গাদিয়া বসাইয়া দেওয়া।

পঞ্চম উপবিভাগ

গোরু প্রভৃতি জন্তুসম্বন্ধীয় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

গোরুর খাবার আধার ও খড় কাটিবার যন্ত্র (বোঠি)।

শানি কাটা বোঠি—(কর্ত্তিত খড়ের টুকরাকে শানি বলে) ও খড়-কাটা যন্ত্রকে বটি বলে।

বোঠির পাট—কাঠের যে মোটা বাঁটের উপর বোঠি খাড়াভাবে বসান থাকে।

পাত্না—যে মাটির বড় পাত্রে গোরুকে ঘাস ও খড় খাইতে দেওয়া হয়।

দুনা—বড় পাতনাকে 'দুনা' বলে।

ডালা—বাঁশের বেতীনির্ম্মিত যে আড়াই হাত পরিমিত বড় ঝুড়িতে গাড়ী করিয়া অন্যত্র যাইবার সময় গরুকে পাতনার বদলে খাবার দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গোরুর মুখবন্ধনীসম্বন্ধীয়

পাউড়া—খড়ের, জালের মত বুননের গোরুর মুখবন্ধনী। ইহা শস্য মাড়াইবার সময়, কি অন্য সময়ে গোরু যাহাতে শস্য খাইতে না পারে, তজ্জন্য ব্যবহার করা হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চাবুক ও ডাঙ্গশ (গো, ছাগ প্রভৃতি তাড়াইবার যন্ত্র)

পাচুন—বাঁশের ছোট ছড়ি, গোরুকে তাড়াইবার জন্য ব্যবহার হয়।

শাঁটা—বাঁশের লম্বা ছড়ি।

বাখারি—বাঁশের মাঝারি ছড়ি।

শাট—খুব লম্বা ছড়ি।

কুঁড়া—চাবুক (ঘোড়া মারিতে বেশী ব্যবহার হয়)।

ঠ্যাঙ্গা—শক্ত আবুড়া খাবুড়া লাঠিবিশেষ।

লগা—হাত ছয় লম্বা সরু বাঁশের ছড়ি। মুরগি তাড়াইতে ব্যবহার হয়।

লড়ি—আব্ড়া খাব্ড়া ছড়িবিশেষ।

কাবারি—বংশখণ্ডবিশেষ।

কুঞ্চি—সরু পাত্লা বংশদণ্ড।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বদমাশ গোরু জব্দ করিবার উপায়

ছাঁদ—গোরুর আগেকার, কি পিছনের, দুটি পা যে দড়ি দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া হয়; যাহাতে সে তাড়াতাড়ি না চলিতে পারে, সেই দড়িকে ছাঁদ বলে।

ঠোকো—একখণ্ড কাঠ বদমাশ গোরুর গলায় বাঁধিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে গোরুটি শীঘ্র চলিতে না পারে ও মাথা নাড়িয়া মানুষ মারিতে না পারে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রজ্জু সম্বন্ধীয় শব্দ

দিগ্দড়াজে, দিগ্দড়া—গোরু কিংবা ছাগলকে যে দড়ি দ্বারা একটি গোঁজের সহিত বাঁধিয়া সীমাবদ্ধ জায়গায় চরিতে দেওয়া হয়, তাহাকে 'দিগ্দড়া' বলে।

গলাঙ্গে—গোরু বা ছাগলের গলার চারি দিকে যে দড়ি বাঁধা হয়।

ছাগল বা গোরু টাঙ্গান—দিগ্দড়ায় বাঁধিয়া চরিতে দেওয়া।

পুঁটে—গোরু-বাঁধা দড়ির যে শেষ ধারকে গলাঙ্গের সহিত যুক্ত করা হয়, তাহাকে 'পুঁটে' বলে।

রশা—সাধারণ মোটা দড়িকে রশা বলে।

দড়া বা দড়ি—রজ্জু।

ছোট—খড় কিংবা ঘাস পাকাইয়া ধান কিংবা ঘাস বাঁধিবার দড়িকে বলে।

যুতি—লাঙ্গল ও জোঁয়াল যোগ করিতে ব্যবহার হয় (লাঙ্গলে ১ম পরিচ্ছেদ ১ নং চিত্রে 'এ' দেখুন)।

রোজা—মরাইয়ে ব্যবহৃত দড়ি (৪র্থ উপবিভাগ, ৩য় পরিচ্ছেদে দেখুন)।

বড়্—বাখার বাঁধিতে গোলাকার মোটা খড়ের তৈয়ারী যে অতিরিক্ত লম্বা দড়ি করা হয়। (৪র্থ উপবিভাগ, ৩য় পরিচ্ছেদে দেখুন)।

ভগি বা শিস্তি—অতি সূক্ষ্ম শক্ত সুতায় তৈয়ারী মাছ ধরিবার যন্ত্রবিশেষ (ইহার বিশেষ বিবরণ মাছ ধরিবার যন্ত্রের পরিচ্ছেদে দেওয়া হইবে)।

চানা জাল—ছিন্ন জালকে মোটা দড়ির মত করিয়া, তাহা টানিয়া পুকুরে মাছ ধরা হয়। এই মোটা দড়িকেই চানা জাল কহে।

উটার—বস্তা বা থলে যে দড়ি হইতে তৈয়ারী হয়।

উটুরা—দড়ি দ্বারা বস্তার মুখ সেলাই করা।

মুড়ান দড়ি—গাড়ী তৈয়ার করিতে গাড়ীর যে কোন অংশে পাক দিয়া পাক দিয়া যে দড়ি ব্যবহার করা হয়। (গোরুর গাড়ীর পরিচ্ছেদে ইহা বিশেষভাবে দেখিব।)

ধাগা—কন্থা, লেপ প্রভৃতি সেলাই করিবার জন্য যে মোটা সুতা ব্যবহার হয়।

সুতো বা বাণ্ডুলের সুতা—সাধারণ কাপড় সেলাই করিতে যে সুতা ব্যবহার হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গো অশ্বাদির পৃষ্ঠদেশে ব্যবহৃত কোমল গদি

জিন—ঘোড়ার পিঠের গদি। ছালা বহিতে গোরুর পিঠেও লাগে।

পালান—গোরুর পিঠে যে নরম গদি রাখিয়া, তাহার উপর জিনিষপত্র রাখিয়া বহা হয়।

ছালা—গোরুর পিঠের পালানের উপর যে বস্তা দুইটি চাপাইয়া উহাতে জিনিষ ভরিয়া, বাজারে লইয়া গিয়া বেচা হয়, সেই বস্তা দুইটাকে ছালা বলে।

ছালা বহিতে যে সব দড়ি ও চটের জিনিষের দরকার, তাহাদের নাম,—ধড়। পাতাড়। বাকল। খোড়। বাথান চট। কড়ে। কোগুলি। পাউড়া। শিকুলি। জুড়ুন।

সাঙ্গাল—যে চটের ছোট থলির ভিতর হুকা, কাপড়, কেঁদে প্রভৃতি রাখা হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ছালা বহিতে যে সমস্ত বস্তা বা দড়ির থলে ব্যবহার হয়, তাহাদের নাম,—

বোরা—দড়িনির্ম্মিত জিনিষ রাখিবার ছোট থলে।

বস্তা—দড়িনির্ম্মিত জিনিষ রাখিবার বড় থলে।

খুঁতি—দড়িনির্ম্মিত জিনিষ রাখিবার মাঝারি ছোট থলে।

ধুকুড়ি—শক্ত দড়িনির্ম্মিত জিনিষ রাখিবার মাঝারি থলে।

কোচো—দড়িনির্ম্মিত জিনিষ রাখিবার খুব ছোট থলে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

চটজাতীয় শব্দ

তিরপল—, চট— শক্ত পাটের দড়ি দ্বারা অতি ঘনভাবে বুননযুক্ত কাপড়ের মত করিয়া যে পুরু পদার্থ শীত, কি বৃষ্টিজল হইতে রক্ষা করিতে গোরুর শরীর ঢাকা হয়।

নবম পরিচ্ছেদ

যে পাত্রে গবাদিকে খাইতে দেওয়া হয়।

শাবান—যে মাটির লম্বা, চওড়া ও গর্ত্তবিশিষ্ট পাত্রে ভ৴তের চালধোয়া জল রাখা হয়, তাহাকে শাবান বলে। ইহাতে মুখ ডুবাইয়া গোরু পুরান চালধোয়া জল পান করে।

ছোতো হাঁড়ি বা কড়া—যে হাঁড়িতে কুকুরে মুখ দিয়া জিনিষ খাইয়াছে, উহাকে ছোতো অর্থাৎ পরিত্যক্ত হাঁড়ি বলে। ইহাতে জল রাখিয়া গরুকে খাইতে দেওয়া হয়।

দশম পরিচ্ছেদ

দুগ্ধ মন্থনের জিনিষপত্রের নাম

পেলে—দুধ দোহাইবার পাত্রবিশেষ।

ভাঁড়—দুধ রাখিবার পাত্র।

তৈলা—দুধ রাখিবার বড় হাঁড়ি।

দুধের হাঁড়ি—তেলো বা ঘিয়ের 'ভাঁড়' ব্যবহার হয়। (তেল রাখিতেও ভাঁড় ব্যবহার হয়)

বৈয়েম—ঘি রাখিবার কাচের বা মাটির পাত্র।

দুধ 'ময়া'—মন্থন করা।

মোথুনি—মন্থনী; দুধ মন্থন করিবার কাঠের যন্ত্রবিশেষ।

ষষ্ঠ উপবিভাগ

জিনিষপত্র ও লোকজন বহিবার জন্য যে সকল যানবাহনাদি ব্যবহার হয়, তৎসংক্রান্ত শব্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

গোরুর গাড়ী

ক—লাহা, লেয়ে, লায বা নাভি বা নাই।

খ—পুঁঠে, পুঁটে—চাকাব পরিধির অংশ-বিশেষ।

গ—আরা।

ঘ—ধুর, ধুরো, ধুরা।

ঙ—রুন-খিলি, রন্ধখিলি (রুণ=রন্ধ্র)।

চ—পচড়া, পুঁটের সহিত আরা আঁটিবার খিল।

ছ—চাত্‌রা।

জ—ফড়।

ঝ—খাতা।

ঞ—শাঁড়োক, বাতা।

ট—যোয়াল, জোঁয়াল।

ঠ—শলি, শিমুলে।

ড—কানফলি (ফলি=ফলা)।

ঢ—সিঁতে কাটী।

ণ—মোড়ান কাটী।

ত—মোড়ান দড়ি।

থ—বাঁগোড়, বাঁগুড়, বাঁওড় (ফড়ের উপরিস্থ সরু বাঁশ)।

দ—উলো, উলুয়া।

চুল—উভয় পুঁটের মধ্যস্থ খিল। (চিত্রে দেখুন)।

পেয়ে, চাকা—পায়া, চক্র।

মুচ বা মোচ—চাকার বাহিরে ধুরোর ৫।৬ অঙ্গুলি পরিমাণ অংশ।

বেড় বুন্দ, বন্দ—লাহার লৌহময় বেষ্টনী।

হা'ল—চক্রপরিধির লোহার বেষ্টনী।

দাবাই—গাড়ীর সাম্‌নের দিকে যদি বেশী বোঝা দেওয়া হয় এবং তজ্জন্য গোরুর কাঁধে জোয়াল বসিয়া যায়, তবে তাহাকে দাবাই বলে।

উলার—যদি গাড়ীর পিছন দিকে বেশী বোঝা হয় এবং তজ্জন্য জোঁয়াল গোরুর কাঁধ হইতে উপরে উঠিয়া থাকে, তবে তাহাকে 'উলার' বলে।

লিখ্—আল্ কাটিয়া গাড়ী যাইবার যে রাস্তা করা হয়, তাহাকে 'লিখ' বলে।

লিখ্‌ধরা—লিখের উপর দিয়া গাড়ী লইয়া যাওয়া।

লিখ্‌কানা—লিখ ছাড়িয়া অন্য রাস্তায় যাওয়া।

নামোনি—উচ্চ জায়গা হইতে নীচে নামিবার জায়গা।

উঠোনি—নীচে হইতে উপরে উঠার জায়গা।

দ্বিতীয় বিভাগ

পারিবারিক যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যসামগ্রী

প্রথম উপবিভাগ

খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবার যন্ত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

চাল্‌নাজাতীয় শব্দ

কুলো—ধান, চাল প্রভৃতি অন্যান্য শস্যসমূহ পরিষ্কার করিতে ব্যবহার হয়। বাঁশের তৈয়ারী।

চালুন—বাঁশের বেতীর গোলাকার ভিতরে ছিদ্রবিশিষ্ট ১ হাত পদার্থবিশেষ। ইহা ধান প্রভৃতি শস্য চালিয়া পরিষ্কার করিতে ব্যবহার করা হয়।

রাঙ্গি—চালুনবিশেষ।

খৈ চাল্‌না—বিশেষ করিয়া খৈ চালিতে ব্যবহার হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঢেঁকি

(ধান হইতে চাল প্রস্তুত করিবার যন্ত্রবিশেষ)
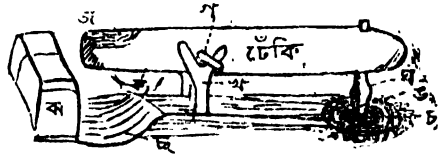
(প্রশ্নঃ—নালার ঘুঘু নালায় চরে পা দিলে প্যাক্ করে } উত্তর—ঢেঁকি)

ক—ঢিঁকি।

খ—পোয়া, পুয়া।

গ—আড়্‌শালাই।

ঘ—মুড়্‌শালাই।

ঙ—শামা, মুড়শালার অগ্রভাগস্থ লৌহবলয়।

চ—গড়।

ছ—ন্যাজা গাড়ী।

জ—পাছুগুা, ঢেঁকির পশ্চাদ্ভাগস্থ অংশবিশেষ, যেখানে পা দিয়া চাপ দেওয়া হয়।

ঝ—ঢিপি, ধাপ, পোঠে।

ধান ভানা বা কুটা—ধান হইতে চাউল প্রস্তুত করা।

সেঁকে দেওয়া—ধান ঠেলিয়া গড়ে ফেলিয়া দেওয়া।

পাড় দেওয়া—ঢেঁকি তোলা ও ফেলা।

পাছুড়া—কুলা দ্বারা চাউল প্রস্তুত করা।

বোদ্—ধান কুটার পর পারিশ্রমিক।

ধানকুটুনি—যে স্ত্রীলোক ধান কুটে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যাঁতা (হাতে করিয়া কলাই প্রভৃতি ভাঙ্গিবার যন্ত্র)

চাকি—যাঁতার দুইটা চাকি (চক্র) থাকে। উপরের চাকিকে উপর চাকি ও নীচের চাকিকে নামু-চাকি-কহে।

হাতা—যে কাঠের দাণ্ডা ধরিয়া যাঁতা ঘুরান হয়, তাহাকে হাতা বলে।

জাঠ—যে কাঠের ছোট খিল দুই চাকির মধ্যস্থলের ছিদ্রে ঢুকিয়া চাকি দুইটীকে যুক্ত করে।

ঝিঁক—উপর-চাকির যে ছিদ্রে মুষ্টিমুষ্টি করিয়া কলাই দেওয়া ও যাঁতা ঘুরাইয়া ভাঙ্গা হয়।

পিঁড়ে—কাঠের ১ হাত পরিমাণ তক্তার বিনা পায়ার স্ত্রীলোকের বসিবার আসন। গৃহস্থালীর যে কোন কাজে স্ত্রীলোকেরা ইহাতে বসিয়া কাজ করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মস্লা বাঁটিবার যন্ত্রপাতি

শিল—পাথরের তৈয়ারী। ইহাতে মসলা রাখিয়া বাঁটা হয়।

নোড়া—নোড়া দ্বারা মসলা ঘা দিয়া বাঁটা হয়।

থেলেনী—মসলা রাখিবার চিতরা কড়া-বিশেষ।

ডাবরা—ঐ।

(দুইটাই মাটীর তৈয়ারী)।

শিল বা যাঁতা 'কুটা'—শিল বা যাঁতার পিঠ নোড়া দ্বারা মসলা ঘষিয়া বাঁটিবার উপযোগী করিতে আবড়াখাবুড়া ও ধারাল করা হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রুটি তৈয়ারের যন্ত্রপাতি

পিঁড়ে—যে গোলাকার সম্ভবতঃ ১ হাত পরিমাণ কাঠের তক্তার উপর রুটি বেলা (গোলাকার ও পাতলা করা) হয়।

বেলুন—½ হাত লম্বা ২ অঙ্গুলি পুরু যে মোটা ছড়ির আকারের পদার্থ দ্বারা রুটি বেলা হয়।

বেলা, ব্যালা—বেলুন দ্বারা পিড়ের উপরে রুটিকে মসৃণ গোলাকার ও পাতলা করা।

দ্বিতীয় উপবিভাগ

পারিবারিক জিনিষপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

টুল (বসিবার আসন সম্বন্ধীয়)

মোড়া—বেতী দড়ি ও বাঁশ হইতে প্রস্তুত আসনবিশেষ।

সেপায়া—তিন পায়া-বিশিষ্ট কাঠের তৈয়ারী আসন, যাহার উপরে বড় বড় রন্ধন করিবার হাঁড়ি রাখা যায়।

পিঁড়ে—কাঠের; স্ত্রীলোকের বসিবার সাধারণ আসন।

টুল—কাঠের ছোট বসিবার আসনবিশেষ।

জলচৌকী—ছোট কাঠের আসন। বসিয়া স্নান করিবার জন্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খাট (শুইবার পর্য্যঙ্ক) সম্বন্ধীয়

তক্‌পোষ, তক্তাপোষ—তক্তা দ্বারা প্রস্তুত লম্বা চওড়া শুইবার স্থানবিশেষ।

খাট্—ছোট আকারের তক্তাপোয। এ খাটের উপরিভাগে তক্তা না দিয়া, প্রায় দড়ি দ্বারা ঢাকা হয়।

চারপায়া—দড়ি দ্বারা প্রস্তুত খাটবিশেষ।

-বড় লোকের ব্যবহৃত নরম গদি-বিশিষ্ট খাটবিশেষ।

লি—মৃতদেহ বহিবার জন্য বাঁশ ও খড়ের দড়ি দ্বারা উপরিভাগ ঢাকিয়া যে খাট ব্যবহার করা হয়।

খুরো—খাটের পায়া-(পা)কে বলে।

বালিশ—সাধারণ উপাধান।

তোকিয়া—গোলাকার মোটা বালিশ।

তোষক—বিছাইবার লেপ।

রেজাই—গা-ঢাকা দিবার লেপ।

গের্‌দা—বিছানার চারি দিকে যে মোটা মোটা তাকিয়া দিয়া উচ্চাঙ্গের করিয়া বিছানা শোয়া হয়।

খোল—যে কাপড়ের ভিতর তুলা ভরিয়া বালিশ হয়।

উয়াড়—বালিশ বা রেজাই ময়লা না হইতে দিবার জন্ত যে কাপড় ঢাকা দেওয়া হয়।

ক্যাথা—কন্থা।

জাড়োয়া,শুজ্‌নি—চিত্রিত কন্থাবিশেষ।

সিঁতেন—যে দিকে মাথা করিয়া শোয়া হয়। (বিছানার মাথার ধার)।

পাপিতেন—বিছানার পায়ের ধার।

করোঠ্—কাৎ হইয়া শরীরের যে কোন পাশে ভর দিয়া শুইয়া থাকা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ওজন করিবার যন্ত্রপাতি

তুল্—বেতী বা তালাপাতার শির দ্বারা প্রস্তুত সাধারণ শাকসব্জী, মাছ ওজন করিতে স্ত্রীলোকের দ্বারা ব্যবহার হয়। ইহাতে শুধু একটি পাল্লা থাকে ও বাট্‌খারা দরকার হয় না (পাল্লার অর্থ পরে দেখুন)।

দাঁড়িপাল্লা—দোকানদারের দ্বারা দোকানের জিনিষ-পত্র ও সাধারণ ব্যবহৃত ওজনের যন্ত্র।

তারাজু—দামী জিনিষ-পত্র অলঙ্কার ইত্যাদির ওজনে স্বর্ণকার প্রভৃতি দ্বারা ব্যবহার হয়।

কাঁটা—লোহার তৈয়ারী অতি প্রকাণ্ড ২।১ মণ জিনিষ ওজনে ব্যবহৃত হয়।

নিক্তি—ছোট আকারের পিতলের রং, সোনা রূপা ওজনের যন্ত্র।

কয়াল—গ্রামের চালধান-মাপকারী।

ডালা পান্‌স্থারা বা ডালা পোশুরী—পাঁচ সের বাটখারা সমেত মোটা বেতের তৈয়ারী ৫ সের জিনিষ ওজন করিবার যে যন্ত্র কয়াল-(গ্রামের ধান-চাল মাপকারী) দিগের দ্বারা ব্যবহৃত হয়।

তলা—ওজন করা।

পাল্লা—দাঁড়ির সহিত সংযুক্ত যে লোহার চিত্‌রে কড়ার উপর জিনিষ রাখিয়া 'তলা' হয়। দোকানদারের পাল্লা বলে।

দাঁড়ি—যে কাঠের দাণ্ডার দুই পাশে কড়া দুইটী দড়ি দ্বারা সংযুক্ত থাকে।

ডালা—কয়ালের ব্যবহৃত ওজনযন্ত্রের বেতের জিনিষ রাখিবার চিত্রে আধারকে পাল্লা না বলিয়া ডালা বলে।

লুটুন—যে দড়ি ও কাপড় দ্বারা প্রস্তুত গুঁটুলী (গোটা) ও হাতে ধরিবার উপযুক্ত করিয়া দাণ্ডার (দাঁড়ির) মধ্যস্থ ছিদ্রে বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

যুতি—যে চারি খণ্ড দড়ি কড়ার সহিত দাঁড়িকে যুক্ত করে।

ফাউ—কোন জিনিষপত্র ওজন করিয়া শেষে অল্পপরিমাণ কিছু গ্রাহকের আধারে হাতে করিয়া সেই জিনিষ দেওয়া হয়, ইহাকে ফাউ বলে।

বাটখারা—ওজনের পরিমাণ বুঝিবার জন্য এক পাল্লায় এই লৌহ-নির্ম্মিত জিনিষ ও অপর পাল্লায় ক্রীত জিনিষ চাপান হয়।

ফ্যার—বাটখারা চাপাইয়া জিনিষ ওজন করিবার জন্য 'লুটুনে' হাত-দাঁড়ি ধরিলে প্রায়ই একটা পাল্লা আর একটা অপেক্ষা উঁচু হইয়া থাকে। যদি ঐ উচ্চ পাল্লায় ছোট বাটখারা কি পাথর চাপাইয়া, অপর দাঁড়ির সহিত সমান না করিয়া, বাটখারা চাপাইয়া ওজন করিয়া গ্রাহককে জিনিষ দেওয়া হয়, তবে গ্রাহক ঠকিয়া যায়। ঐ একটা পাল্লা উঁচু হইয়া কম ওজনের সম্ভাবনা থাকিলে তাহাকে 'ফ্যার' বলে।

ফ্যার ভাঙ্গা—কোন কিছু চাপাইয়া একটা পাল্লাকে আর একটা পাল্লার সহিত সমান করিয়া ওজন করাকে 'ফ্যার ভাঙ্গা' বলে।

বাটখারা—বিভিন্ন নাম যথা,—
আধ ছটাক, ছটাক, আধ পোয়া, পোয়া, আধ সের, সের।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরবীউদ্দীন আহমদ

ব্রহ্মাণ্ড সসীম, কি অসীম?

গ্যালিলিও, কেপ্‌লার ও নিউটনের সময়ে মাধ্যাকর্ষণ ও গতিবিজ্ঞানের যে মূল সূত্রগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, গত দুই শতাব্দীর জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভিত্তি ক্রমশঃ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়াছে। সৌরজগতে গ্রহ উপগ্রহের গতি এবং তাহাদের পরস্পরের উপর প্রভাব যে একই আকর্ষণ-নিয়মের ফল, তাহাতে বর্ত্তমানে কোন জ্যোতিষীই বিন্দুমাত্রও অবিশ্বাস করেন না। বিখ্যাত ফরাসী গণিতবিদ্ লাপ্লাস যখন "সৌরজগতের গঠন-প্রণালী" নামে তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তখন ভুবনবিজয়ী নেপোলিয়ান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি সৃষ্টির নিয়ম ও শৃঙ্খলা আলোচনা করিয়াছ, কিন্তু স্রষ্টা কোথায়?" বৈজ্ঞানিক উত্তর দিলেন, "আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই।" এই সামান্য কয়েকটী গ্রহ উপগ্রহযুক্ত সৌর জগতের বর্ণনার জন্য একটীমাত্র মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম ও গণিতশাস্ত্রের মূল কথাগুলিই যথেষ্ট। তাহাতেই সৃষ্টির শৃঙ্খলা যথেষ্ট প্রকাশ হইয়া পড়ে। লাপ্লাসের ব্রহ্মাণ্ডকল্পনা হইতে বর্ত্তমান জ্যোতিষী অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি সৌর জগৎ ছাড়িয়া সুদূর বিপুল নক্ষত্র-জগতের রহস্যোদ্‌ঘাটনে আজ ব্যস্ত। একশত বৎসরের সঞ্চিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাঁহার সহায়; কিন্তু গ্যালিলিও ও নিউটনকর্ত্তৃক নির্ম্মিত ভিত্তির উপর যে তাঁহাকে দাঁড়াইতে হইতেছে, সে কথা তাঁহার অস্বীকার করিবার শক্তি নাই। নিউটনের নিয়মানুসারে পদার্থের গতির পরিবর্ত্তন পারিপার্শ্বিক পদার্থের আকর্ষণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় এবং এই আকর্ষণও একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়মের বশীভূত। ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থই সৌরজগতের কোন গ্রহকে আকর্ষণ করিতেছে; কিন্তু সেই সকল পদার্থের সত্তা এবং দূরত্ব অনুসারে তাহাদের আকর্ষণ অধিক কিম্বা অত্যল্প। অতএব ব্রহ্মাণ্ডে কত পদার্থ আছে এবং তাহা কি প্রকারে শূন্যে বিস্তৃত, তাহার উপর কোন নির্দ্দিষ্ট পদার্থ কি প্রকারে আকৃষ্ট হয়, তাহা নির্ভর করে। কিন্তু আমরা জানি যে, সৌর জগতের যে কোন গ্রহের উপর কিংবা সূর্য্যের উপরিভাগে যে মোট আকর্ষণ, তাহা নির্দ্দিষ্ট; অত্যধিক কিম্বা অত্যল্প নয়। আকর্ষণের ফলে বস্তুর গতির পরিবর্ত্তন হয়। শূন্যের ভিতর দিয়া যদি কোন বস্তু পৃথিবীর উপরিভাগে পড়ে, তখন তাহার বেগ প্রতিক্ষণে সমান থাকে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেগও বাড়িতে থাকে। কিন্তু এই বেগ-পরিবর্ত্তনের হার নির্দ্দিষ্ট। কোন এক সময়ে যে বেগ-পরিবর্ত্তন হয়, তাহার দ্বিগুণ সময়ে দ্বিগুণ পরিবর্ত্তন হয়। বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা হয়, পৃথিবীর নিকট একটি মাধ্যাকর্ষণ-ক্ষেত্র (Gravitational field) বর্ত্তমান। এইরূপ সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ, সূর্য্য ও নক্ষত্রের নিকট এক একটি আকর্ষণ-ক্ষেত্র আছে। এই নির্দ্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া, শূন্যে পদার্থের বিস্তার সম্বন্ধে নানাপ্রকার অনুমান চলিতে পারে। নিউটনের সময় হইতেই জ্যোতিষিগণ কল্পনা করিয়া আসিতেছেন যে, শূন্য অসীম এবং অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জ ইহার

মধ্যে সর্ব্বদিকে বিস্তৃত হইয়া আকর্ষণের নিয়মানুসারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই অসীম শূন্যে পদার্থ নক্ষত্ররূপে কত দূর বিস্তৃত আছে, সে সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান নাই। বর্ত্তমান জ্যোতিষী বিশ্বাস করেন যে, আমরা আকাশে যে ছায়াপথ দেখিতে পাই, তাহা একটি বিরাট নক্ষত্রপুঞ্জ। আমাদের সূর্য্য এই নক্ষত্রপুঞ্জের একটি নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র প্রতিনিধি। দৃশ্যমান প্রায় সমস্ত নক্ষত্রই এই ছায়াপথের অন্তর্ভুক্ত। আলোক এক বৎসরে যে পথ অতিক্রম করে, তাহাকে যদি আমরা আলোকবর্ষ বলি, তবে ছায়াপথের দৈর্ঘ্য কোন জ্যোতিষীর মতে তিন লক্ষ আলোক-বর্ষ, প্রস্থ প্রায় ৪০ সহস্র আলোকবর্ষ এবং আকৃতি একটি চ্যাপ্টা হাতঘড়ির অনুরূপ। এই ছায়াপথের—নক্ষত্র-জগতের বাহিরে কি প্রকারে কত পদার্থ বর্ত্তমান, তাহা লইয়া বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। অনেকে বিশ্বাস করেন, আমাদের ছায়াপথের বাহিরে শূন্যে আরও এইপ্রকার লক্ষ লক্ষ ছায়াপথরূপে নক্ষত্রপুঞ্জ বিদ্যমান আছে। ইহারা এক একটি দ্বীপব্রহ্মাণ্ড ; অসীম শূন্যে প্রবলবেগে চলিতেছে। ইহা হইতে কল্পনা করা স্বাভাবিক যে, বিরাট শূন্য এই প্রকারে পদার্থে পরিপূর্ণ। শূন্যের অসীম বিস্তৃতির তুলনায় শত সহস্র আলোকবর্ষের ব্যবধানকেও আমরা ক্ষুদ্র মনে করিতে পারি এবং শূন্যে পদার্থ প্রায় সমভাবে বিস্তৃত অনুমান করিয়া, কোন পদার্থের উপর আকর্ষণ নির্ণয় করিলে দেখা যায় যে, এই আকর্ষণের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক ; এমন কি, সীমাহীন (infinite)। এই স্থানে নিউটন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম যে একটি অতি অপ্রিয় সিদ্ধান্তে আমাদের পৌঁছাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিম্বা যদি কল্পনা করা হয় যে, যাবতীয় পদার্থের সমষ্টি অতি অকিঞ্চিৎকর এবং তাহা অসীম শূন্যের সামান্য একটু স্থান মাত্র অধিকার করিয়া আছে, তবে এই পদার্থসমষ্টি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অর্থাৎ শূন্যের দূরদেশে ব্যাপ্ত না হইয়া, কেন পুঞ্জীভূত হইয়া থাকিবে, এই প্রশ্নের মীমাংসা দুরূহ। কোন বায়বীয় পদার্থ (যেমন বায়ু) কতকগুলি অণুর (molecule) সমষ্টি। কোন বৃহৎ শূন্যে সামান্য বায়ু প্রবেশ করিতে দিলে তাহার অণুগুলি অনতিবিলম্বে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পুঞ্জীভূত হইয়া থাকা তাহাদের ধর্ম্ম নহে। সেইরূপ অল্প পরিমাণ পদার্থও অসীম শূন্যে ব্যাপ্ত হইয়া প্রায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে। ছায়াপথের ন্যায় ঘন অবস্থায় ইহার স্থিতি আশা করা যাইতে পারে না। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম ও শূন্যের অসীমতার এই একটি অসদ্ভাব অনেক দিন হইতেই বৈজ্ঞানিকদের নিকট জ্ঞাত ছিল। ইহার একটি সন্তোষজনক সমাধান এ যাবৎ হয় নাই।

দশ বৎসর পূর্ব্বে আইনষ্টানই প্রথম তাঁহার নূতন পদার্থবিজ্ঞান প্রচার করেন। তাহাতে আমাদের কতকগুলি পুরাতন ধারণা বিশ্লেষণান্তে সূক্ষ্ম গণনার অনুপযোগী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়া, অন্য কতকগুলি নূতন মূলসূত্রের উপর সমস্ত বিজ্ঞানকে স্থাপন করা হইয়াছে। এই সঙ্গে সঙ্গে আইনষ্টাইন স্থান ও কাল সম্বন্ধে নূতন মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে স্থান, কাল ও পদার্থ, ইহারা পরস্পর নিকট-সম্বন্ধ দ্বারা সংশ্লিষ্ট। স্থান ও কালের কোন স্বাধীন সত্তা নাই ; এমন কি, পদার্থ হইতেই তাহাদের উৎপত্তি বলা যাইতে পারে। ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত

পদার্থ যে ভাবে বিস্তৃত হইয়া আছে, তাহার দ্বারাই শূন্যের পরিমিতিক ধর্ম্ম ও বিস্তৃতি নির্দ্দিষ্ট হয়। স্থান ও কালের মাপ ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার। আইনষ্টানের মতে ইউক্লিডের জ্যামিতি ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্থানে প্রযোজ্য নহে। আমরা কিন্তু আমাদের সমস্ত মাপই ইউক্লিডের নিয়মানুসারে করিয়া থাকি। শূন্যের কতকগুলি ধর্ম্মের উপরই ইউক্লিডের জ্যামিতি প্রতিষ্ঠিত। কোন দুইটি বিন্দুর মধ্যে ক্ষুদ্রতম ব্যবধান একটি সরল রেখা, ইহা ইউক্লিডের জ্যামিতির একটি মূল কথা। বাস্তবিক ইহা শূন্যের একটি বিশেষ ধর্ম্ম ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু দুইটি বিস্তৃতিযুক্ত (two dimensional) যদি একটী শূন্য (space) কল্পনা করি, তাহাতে দুই বিন্দুর ক্ষুদ্রতম ব্যবধান যে সরল রেখা হইতে বিভিন্ন হইতে পারে, তাহা সুস্পষ্ট। যেমন পৃথিবীর উপর দুইটি দূরবর্ত্তী স্থানের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সরল পথ একটি বৃত্তাংশ। অবশ্য পৃথিবীর উপরিভাগকে এই নিমিত্ত পর্ব্বতহীন একটি সমতল মনে করিতে হইবে। কিন্তু একটি সমতলের (plane) উপর দুই বিন্দুর মধ্যে ক্ষুদ্রতম ব্যবধান একটি সরল রেখা। এইরূপে বিভিন্নপ্রকার শূন্য কল্পনা করা যাইতে পারে, যাহাদের ধর্ম্ম বিভিন্ন। বলা বাহুল্য, এই সকলপ্রকার শূন্যে জ্যামিতিও বিভিন্ন। জার্ম্মান গণিতবিদ্ রিম্যান্ এইরূপ বিভিন্নপ্রকার শূন্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া, তাহাদের অনেক ধর্ম্ম আবিষ্কার করেন। তাহা রিমান্ জ্যামিতি নামে পরে খ্যাতিলাভ করে। এই প্রকার শূন্যের একটি বিশিষ্ট ধর্ম্ম এই যে, তাহাদের একটি বক্রতা (curvature) আছে। এই বক্রতার নিমিত্তই বিভিন্নপ্রকার শূন্যের ধর্ম্ম সাধারণতঃ বিভিন্ন। এই স্থলে আমরা মনে করিতে পারি যে, একটি বৃত্ত ও একটি বৃত্তাভাস (ellipse) তাহাদের বক্রতার বিভিন্নতার জন্যই এই দুইটি বিভিন্ন বক্ররেখারূপে প্রতীয়মান হয়। ইউক্লিডের শূন্যের বক্রতা শূন্য অর্থাৎ কোন বক্রতা নাই। ইহা ব্যতীত আরও একটি বিশিষ্ট ধর্ম্ম ইহার আছে, কিন্তু তাহার উল্লেখ আমাদিগকে আলোচ্য বিষয় হইত অনেক দূরে লইয়া যাইবে।

শূন্যকে অসীম কল্পনা করিলে যে কয়েকটি দুর্ব্বোধ্য সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আইনষ্টাইন বলেন, শূন্য সসীম। ইহার কোন আদি, কি অন্ত নাই; কিন্তু ইহা সীমাহীন নহে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন একটি বৃত্ত কিম্বা একটি বর্ত্তুলের উপরিভাগ। বৃত্তের পরিধির কোন আরম্ভ কিম্বা শেষ নাই, কিন্তু পরিধির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট। সকল শূন্যেরই মোটের উপর একটি নির্দ্দিষ্ট বক্রতা (curvature) আছে। সসীম শূন্য কখনই বক্রতাহীন হইতে পারে না। অতএব সসীমতার সঙ্গে সঙ্গে এই বক্রতাকে স্বীকার করিতে হইবে। আইনষ্টাইনের নূতন বিজ্ঞান অনুসারে আলোকরশ্মি শূন্যে সর্ব্বদা সরল পথ ধরিয়া চলে। কিন্তু এই সরল পথ একটি সরল রেখা নহে। যেমন বর্ত্তুলের উপর সর্ব্বাপেক্ষা সরল পথ একটি বৃত্ত, সেইপ্রকার শূন্যে আলোকের সরল পথ বাস্তবিক একটি বক্র রেখা। শূন্য সীমাবদ্ধ এবং বক্র সেই হেতু একটি আলোকরশ্মি, কোন আলোক-শিখা হইতে বাহির হইয়া, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়া, আবার সেই শিখাতে শেষ হইতে

পারে। বর্ত্তুলের উপর কোন বিন্দু হইতে একটি সরল পথ টানিলে তাহা বৃত্তাকারে আবার সেই বিন্দুতেই আসিয়া পৌঁছিবে। আইনষ্টাইনের গণনা অনুসারে শূন্যের বক্রতার সহিত ব্রহ্মাণ্ডে যত পদার্থ আছে, তাহার ঘনত্বের (density) একটি সম্বন্ধ আছে। যদি কল্পনা করা যায় যে, ব্রহ্মাণ্ডে প্রচুর পদার্থ বিদ্যমান, অতএব তাহার ঘনত্ব শূন্য হইতে বিভিন্ন, তবে শূন্যের বক্রতাও নির্দ্দিষ্ট এবং শূন্য (Zero) হইতে বিভিন্ন। কিন্তু পদার্থ যদি পরিমাণে অল্প হয়, তবে বিশাল শূন্যের তুলনায় পদার্থের ঘনত্বও শূন্য এবং বক্রতাও শূন্য। বক্রতাহীন শূন্য আবার অসীম। অতএব আইনষ্টাইন বলেন, ব্রহ্মাণ্ডে প্রচুর পদার্থ বিদ্যমান এবং তাহার একটি বিশিষ্ট ঘনত্ব আছে। সেই জন্যই শূন্য বক্র এবং সসীম। কিন্তু বাস্তবিক এত পদার্থ ব্রহ্মাণ্ডে আছে কি না, সেই সম্বন্ধে বর্ত্তমান জ্যোতিষীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার মত প্রচলিত আছে। এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞানও অল্প; সুতরাং কোন স্থির সিদ্ধান্ত সম্ভব নহে। অতএব আপাততঃ ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণহীন আলোচনায়ই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

আইনষ্টাইনের পর ডি জিটার (De Sitter) নামে একজন হলাণ্ডদেশীয় জ্যোতিষী ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আর একটি মত প্রচার করেন। তিনি বলেন, ব্রহ্মাণ্ড সসীম; কিন্তু প্রায় পদার্থহীন। আইনষ্টাইনের নূতন বিজ্ঞান অনুসারেও যে ইহা সম্ভব, তাহা তিনি প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু আইনষ্টাইন এবং অন্যান্য অনেক পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে, ডি জিটারের ব্রহ্মাণ্ড শূন্য নহে। যাবতীয় পদার্থ তাহার একটি বিশিষ্ট স্থানে একত্রিত হইয়া আছে মাত্র। এই স্থান ব্যতীত ব্রহ্মাণ্ড সম্পূর্ণ পদার্থহীন। কিন্তু এই ঘন পদার্থ ক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া, পরস্পরকে আকর্ষণ না করিয়া, বিকর্ষণ করিতে থাকিবে। পরে ইহা ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতর দ্বীপব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হইয়া, কালে পরস্পরের নিকট হইতে বহু দূরে বিশাল শূন্যের সর্ব্বদিকে অদৃশ্য হইয়া যাইবে।*

শ্রীনিখিলরঞ্জন সেন

---

* বীরভূম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞান-শাখায় পঠিত।

কয়লা-ব্যবসায়ের অধঃপতন ও তাহার প্রতিকার

বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় পাথুরে কয়লার প্রতিপত্তি বিদেশে ক্রমশঃই বিস্তৃত হইতেছিল। ১৯১৩-১৪ সালে ৮.২ লক্ষ টন রপ্তানি ও ৪.২ লক্ষ টন কয়লার আমদানি ছিল; সুতরাং আমদানি হইতে রপ্তানি ৪ লক্ষ টন বেশী ছিল এবং এই সংখ্যা ক্রমশঃ এত বাড়িয়া চলিতেছিল যে, ১৯২০ সালে রপ্তানির পরিমাণ ১২ লক্ষ টনের উর্দ্ধে উঠিয়াছিল। কিন্তু ঐ বৎসরের জুন মাসে রেলপথে এত মাল চলিতে লাগিল যে, ভারত-বর্ষীয় বন্দরে রেলপথ দিয়া কয়লা প্রেরণ করা গবর্মেণ্ট বন্ধ করিয়া দিলেন ও সমুদ্র-পথে প্রেরণ করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। অধিক রপ্তানি হইবার জন্য মালগাড়ী পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল এবং খিদিরপুর ডকে এত কয়লার স্থান সঙ্কীর্ণ হওয়াতে কয়লা রপ্তানি কিছু কমিয়া গেল। ছোট ছোট যে সকল শিল্পকারখানা মহাযুদ্ধের পর আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাদেরও কয়লা পাওয়া সুকঠিন হইয়া উঠিল। এ দিকে শিল্পকারখানাগুলিতে ইচ্ছানুরূপ কয়লা সরবরাহ না হওয়াতে ও ভারতবর্ষে কয়লা নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার ভয়ে গবর্মেণ্ট এক আইন জারি করিয়া কয়লা রপ্তানি বন্ধ করিয়া দিলেন। এই সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীয়, বিশেষতঃ দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রেণীকৃত (graded) ভাল কয়লা খুব বেশী পরিমাণে আমদানি হইতে আরম্ভ হইল। কারণ, আফ্রিকার গবর্মেণ্ট সেই সকল কয়লা সম্বন্ধে সাহায্য (bounty) ও রেলপথের এবং জাহাজের ভাড়ার সুবিধা করিয়া দিলেন। আবার ভারতীয় খনির স্বত্বাধিকারীরা যত দূর সম্ভব, নিকৃষ্ট কয়লা বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করাতে সেখানকার কারখানার মালিকগণ বাঙ্গালা দেশের কয়লার উপর বীতশ্রদ্ধ হইতেছিল। এই সকল কারণে ও অত্যধিক রেলভাড়ার দরুণ বাঙ্গালা দেশের কয়লা বিদেশীয় কয়লার সহিত প্রতিযোগিতায় পশ্চাতে পড়িয়া গেল। রেলওয়ে কোম্পানীগুলি পূর্ব্বে ভারতীয় কয়লা ক্রয় করিত। কিন্তু অধুনা তাহাদের নিজেদের খনি হওয়াতে যে পরিমাণ কয়লা তুলিতেছে, সে পরিমাণ অন্য স্বত্বাধিকারীদের নিকট হইতে ক্রয় করা বন্ধ করিয়াছে এবং অনেক কোম্পানী, যাহারা পূর্ব্বে ক্রেতা ছিল, তাহারা এখন বিক্রেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং কয়লার পরিমাণ প্রয়োজনাপেক্ষা বেশী হইয়া যাইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

মহাযুদ্ধের পর অনেকগুলি ছোট ছোট শিল্পকারখানা স্থাপিত হইয়াছিল; তাহাতেও অনেক কয়লার প্রয়োজন হইত। কিন্তু সেইগুলি প্রায় ধ্বংস হওয়াতে কয়লার আবশ্যকতাও দিন দিন কমিয়া গিয়াছে। তাহার উপর প্রতি বৎসর প্রায় ১ কোটি গ্যালন (gallon) তৈল (oil fuel) (কয়লা হিসাবে যাহার পরিমাণ ৬,৫০,০০০ টন) ভারতে আসিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে জলপ্রপাত দ্বারা প্রাপ্ত বৈদ্যুতিক শক্তিও কয়লার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

করিল। জাহাজ চালাইবার জন্য তৈলশক্তি ও রেলওয়ে চালনার জন্য বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজনের বিস্তার বাড়িয়াই চলিবে এবং ঠিক সেই পরিমাণে কয়লার আদরও কমিয়া যাইবে। এই সকল কারণে বহু দিন হইতে বাজার মন্দা পড়িয়া গিয়াছে। যে সকল কোম্পানীর ভাল ভাল কয়লা আছে, তাহাদের সেই সকল বিক্রয় করিতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না ও হইবে না। কিন্তু নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা কোনও কাজে ব্যবহার করা যাইতেছে না এবং বিক্রয়ও হইতেছে না। এখন ইহার প্রতিকারের উপায় কি? নিম্নে কতকগুলি প্রতিকারের উপায় দেওয়া যাইতেছে।

১। রেলের ভাড়া হ্রাস করিলে অনেক সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু শতকরা ১০ অংশ যাহা সম্প্রতি হ্রাস করা হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ কিছু সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে রেল কোম্পানীতে অনেক টাকা ফেলা হইয়াছে। তাহার উপযুক্ত সুদ ও লাভ না হইলেই বা কিরূপে চলিবে?

২। কয়লা তুলিবার খরচ হ্রাস করিবার ব্যবস্থা করা। কিন্তু অনেকেই বলেন যে, এই খরচ আর হ্রাস করা যায় না। কিন্তু আমার মনে হয়, যদি সমীপবর্ত্তী ছোট ছোট খনিগুলি একত্র হইয়া কাজ করে, তাহা হইলে খনি-পরিচালনা ও নানাবিধ বাজে খরচ, শ্রমিক, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক মিতব্যয়িতা সম্ভবপর হইতে পারে ও কয়লার মূল্যও হ্রাস করিতে পারা যায়। এই একত্রিত খনির স্বত্বাধিকারিগণ নিজেদের ইচ্ছামত কয়লার পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধি ও তাহার উপযুক্ত মূল্যাদিও দাবি করিতে পারিবেন। স্বত্বাধিকারীরা নিজেরা খনি চালনা না করিয়া সম্পূর্ণরূপে কয়লাখনির ম্যানেজারদের উপর নির্ভর করিলে কাজ সুসম্পন্ন হইবে, ইহা না বলিলেও বুঝা শক্ত নহে। কিন্তু দাম খুব কমাইলে বিক্রয় কিছু বাড়িবে সন্দেহ নাই; কিন্তু বেশীর ভাগই অবিক্রীত রহিয়া যাইবে।

৩। রপ্তানির জন্য গবর্মেণ্ট হইতে সাহায্য (bounty) পাইলে প্রথমতঃ যে সকল বাজার হইতে ভারতীয় কয়লা বিদূরিত হইয়াছে, তাহার পুনরুদ্ধার ও দ্বিতীয়তঃ যত পরিমাণ কয়লা রপ্তানি হইবে, ঠিক তত পরিমাণ কিম্বা কিঞ্চিদধিক পরিমাণ নিকৃষ্ট কয়লা দেশে ব্যবহার ও বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু খুব ভাল কয়লাই বিদেশে বিক্রয় হইবে; সুতরাং যাহাদের ভাল কয়লা আছে, তাহাদেরই কেবল সেই সুবিধা হইবে।

৪। বিদেশীয় কয়লার উপর অধিক পরিমাণ শুল্ক (countervailing duty) বসাইলে বিদেশীয় কয়লার আমদানি বন্ধ হইবে এবং দেশীয় কয়লার বাজার কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় কয়লার মূল্য বাড়িয়া যাইবে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। কয়লা ব্যবসায়ের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইলে কিছু আর্থিক অসুবিধা ভোগ করিতে, আশা করি, কাহারও অমত হইবে না। টেরিফ বোর্ড এই সম্বন্ধে অনেক গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মতামত এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

৫। বিদেশে অনেক স্থানে Low Temperature Carbonisation অবলম্বন করিয়া কয়লা হইতে অনেক লাভজনক বস্তু প্রস্তুত হইতেছে; যথা—আলকাতরা (Tar), কোক (Soft Coke) ইত্যাদি। আমাদের দেশেও ইহা হইতে পারে। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ডাক্তার রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জর্ম্মণীতে বিদেশীয় ও ভারতীয় কয়লা সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতবর্ষে নিকৃষ্ট কয়লা হইতে লাভজনক অনেক বস্তু বাহির করা যাইতে পারে। আলকাতরা হইতে যে বেন্‌জিন্ (Benzene) বাহির হইবে, তাহা petrolএর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হইবে এবং যে কোক্ (Soft Coke) হইবে, তাহা গন্ধ-বিহীন, ধূমহীন এবং উত্তাপ হিসাবেও সাধারণ কাঁচা কয়লা অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ অধিক হইবে এবং রন্ধনাদি কার্য্যে খুব উপযোগী হইবে। কেবল আলকাতরা (Tar) ও কোক্ (Soft Coke) করিলে বিশেষ লাভজনক হইবে না। আজ কাল মাত্র ৪০০০ টন আলকাতরা বিদেশ হইতে প্রতিবৎসর আমদানী হয় এবং এই পরিমাণ আলকাতরা প্রস্তুত করিতে বৎসরে মোটে ৪০,০০০ টন কাঁচা কয়লার প্রয়োজন। ভারতবর্ষের মোট কয়লা হিসাবে ইহা অতি সামান্য। সাধারণতঃ অনেক বেশী পরিমাণ নিকৃষ্ট কয়লা হইতে Benzene, Phenol প্রভৃতি উপাদান বাহির করা যাইতে পারে। এই প্রথায় নিকৃষ্ট কয়লা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা যাইতে পারে। Tar হইতে শতকরা ৩১ ভাগ Phenol, ২ ভাগ Pyridine bases এবং ৬২ ভাগ Hydrocarbons বাহির হইতে পারে। হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, কাঁচা কয়লা বিক্রী অপেক্ষা ইহা বেশী লাভজনক। অনেক সময় দেখা যায় যে, উৎকৃষ্ট কয়লা অপেক্ষা নিকৃষ্ট কয়লার আনুষঙ্গিক বস্তু (by-products) অধিকতর পাওয়া যায়।

৬। রপ্তানি সুবিধা করিবার জন্য Indian Coal Committee একটি Grading Board সৃষ্টি করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দেয়। তদনুসারে একটি Grading Board গঠন হয় ও তাহার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে একটি বিল (Coal Grading Board Act, XXXI of 1925) পেশ হইয়া এসেম্বিলিতে গৃহীত হয়।

রপ্তানির জন্য ভারতীয় কয়লা উত্তাপশক্তি, ভস্ম ও আর্দ্রতা হিসাবে চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা সহজেই অনুমেয় যে, Selected Grade ব্যতীত অন্য কোনও শ্রেণীর কয়লা বিদেশে যাইবে না। তবে এতগুলি শ্রেণীবিভাগের অর্থ কি, তাহা বলা যায় না। কিন্তু ইহার কুফল অনেক দূর গিয়া পৌঁছিবে। কারণ, দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ে এই শ্রেণীকরণ-পদ্ধতি প্রচলিত হইবে ও নিকৃষ্ট কয়লাব্যবসায়ীদের খনি একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে।

বাষ্পকরণ গুণ দ্বারা কয়লার শ্রেণীকরণ (grading) হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য যত প্রকার কার্য্যে কয়লা ব্যবহৃত হইতে পারে, সে দিকে gradingএর কোনই লক্ষ্য নাই। অতি নিকৃষ্ট কয়লা ও তাহার আনুষঙ্গিক বস্তু (by-products) উৎকৃষ্ট কয়লা অপেক্ষাও বেশী

প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান্ হইতে পারে। এক বিশেষ গুণের কয়লা কোন বিশেষ কার্য্যে খুবই উপযোগী হইলেও, অন্য কার্য্যে তাহা একেবারেই অনুপযোগী প্রতিপন্ন হইতে পারে। সেই জন্য বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য বিশেষ বিশেষ ভাবে কয়লার পরীক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি কোন কয়লা Metallurgical purposeএ ব্যবহৃত হয়, তবে তাহার Sulphur ও Phosphorus সম্বন্ধে পরীক্ষা কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি Boiler এর জন্য হয়, তবে Chlorine সম্বন্ধেও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ, Chlorine দ্বারা boiler tubes আক্রান্ত হয়।

যতটা কার্য্যকারী উত্তাপ এক রকম কয়লা হইতে পাওয়া যায়, তাহার সহিত সমস্ত উত্তাপের একটা পরিমাণ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে না। যথা—ভস্ম গলিয়া তাহার সহিত কয়লার অংশ মিশিয়া যাওয়া, এক এক চুল্লীতে এক এক রকমের কয়লার উপযোগিতা, নানা প্রকারের grates, নানা প্রকারের stokers, চিমনির স্বাভাবিক (natural draught) কিম্বা সজোরে চালিত বায়ু (forced draught) ও কয়লার আকারের অবস্থা ইত্যাদি। এই সকল অবস্থা কিছুই বিবেচনা না করিয়া নানা সময়ে ও নানা ভাবে গৃহীত কয়লার নমুনার দ্বারা এবং নানা ভাবে বিশ্লেষণ দ্বারা ও নানা বিশ্লেষণকারী (analysts) দ্বারা বিশ্লেষিত কয়লার উপর নির্ভর করিয়া এবং নূতন বিশ্লেষণ না করিয়া Grading Board একটা তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন। বিভিন্ন শ্রেণী (Grades) গুলিও যদৃচ্ছামত ভাগ হইয়া গেল ; এবং Grading Boardএর কোনও নিয়মমত নমুনা লইবার ব্যবস্থা না থাকায় ও কোনও নিয়মমত পরিদর্শন করিবার পদ্ধতি না থাকায় মহা গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছে।*

শ্রীকিরণকুমার সেন গুপ্ত

* বীরভূম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞান-শাখায় পঠিত।

দৈবেত করিল হেন সুন নৃপনারি।
কবিবত অনেক ভাল আমি জত পারি॥
দ্বিগনে প্রবো[া]ধআ কৃষ্ট বলি[ল] সভারে।
শ্রাদ্ধ সান্তি [কর] সভে রাজ[া]র সতকারে॥
এত বলি বাপ মাঅে আনিল গদাধর।
বন্ধন মুক্ত করি দুহার পাঠাইল ঘরে॥
কংসবধ জেন মত কৈল নর সুন একমনে।
ভবসাগর জাইতে তরনি॥

এত দুরে কংস[বধ] সমাপ্ত হইল সন ১০৯১ তাং ২৯ ভাদ্রে দিনমান সম বারে সমাপ্ত।

১৭৫। গোবিন্দ-বিজয়।

রচয়িতা—গুণরাজ খান।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩+৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৯৮। এক এক পৃষ্ঠায় ৯—১০ পঙ্‌ক্তি। অসম্পূর্ণ।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে মথুরাগমন পর্য্যন্ত বিষয়গুলি পুথিতে আছে; পরে খণ্ডিত। যে আদর্শ দেখিয়া এই পুথিখানি লিখিত হইয়াছিল, ইন্দ্রযজ্ঞ-ভঙ্গের শেষ হইতে বরুণ কর্তৃক নন্দহরণের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত নয়টি পাতা তাহাতে না থাকায় আলোচ্য পুথিতেও ঐ অংশ বাদ পড়িয়াছে। ৭২ সংখ্যক পাতার প্রথম পৃষ্ঠার দক্ষিণাংশে এইরূপ লিখিত আছে,—"ইহার পন্নার থাকা ন পাত খোওা গীয়াছে ৫১ পাতের পন্নার।" "পন্নার" অর্থ—পরে।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ
নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি।
প্রনমহো নারায়ণ নাথ নিরঞ্জন।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় জাহার কারন॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর বন্দো সৃষ্টির করতা।
গনপতি দেব বন্দ বিঘ্ননাশদাতা॥
সিদ্ধ রিশীগন রাজা বন্দিয়া চরন।
সর্ব্বদেবগন বন্দো জগত কবিগন॥
প্রনমহো ন[া]রায়নী জগতজননী।
প্রকৃতিস্বরূপা দেবী সৃষ্টিকারিনী॥

** ** **

সরস্বতিপদযুগে করিয়া বন্দন।
হরির চরিত্র কিছু করিব রচন॥
কৃষ্ণর চরিত্র জেবা সুনিবার পারে।
চার মুখে প্রজাপতি বলিতে না পারে॥
পৃথিবির সব রেনু জে গনিতে পারে।
সাগরের জল নিরে বান্ধএ সংহারে॥ (?)
আকাসের তারা জেবা গনিবার পারে।
হরির চরিত্র কিছু শে কহিতে পারে॥
লোকের বিদিত বিষ্ণু ব্যাস পরাসরি।
সংশারতরন ভার ভাগবত করি॥
মহাভাগবত পুথি ব্যাসের রচিত।
দুই যুগে দুই নাম হইল বিদিত॥
অর্জ্জুনের তনয় অভিমন্যু বির।
তার পুত্র চক্রধরে রাখিল সরির॥
মৃগ মারিবারে গেল অজয়প্রতাপ।
অস্তিক (?) মুনিএ তারে দিল ব্রহ্মসাপ॥
অন্তমিব মৌনে মুনি না দিল উত্তর।
হাসিয়া হাসিয়া সাপ দিলেন সত্বর॥
মোহোরে বাপুরে জেবা কৈল বিড়ম্বন।
নাগরাজে আশি তারে করউক নিধন॥

স্বর্গ মত্য পাতালেত সৈত্য কৈল সার।
সপ্ত দিন ভিতরেত মিত্যু হউক তার॥
ব্রহ্মসাপ পালিবারে বিকল আপদে।
পারিক্ষিতেত আসি তবে কহিল নারদে॥
সুনিয়া চিন্তিল রাজা মন করিয়া স্থির।
মুনিগন লৈয়া রাজা গেল গঙ্গাতির॥
উত্তম বালুর বেদি করি চতুভিতে।
ধর্ম্মচর্চ্চা করে রাজা ব্রাহ্মন সহিতে॥
মরন সময় হইল করি কোন কর্ম্ম।
সপ্ত দিনে বিস্তর আর্জ্জিব কোন ধর্ম্ম॥
ধৌম্যো বোলে সুন রাজা কৃষ্ণের চরিত্র।
ভারাবতারনে জর্ম্ম হইল পৃথিবিত॥
পুরান পুরুস সুক ব্যাসের তনয়।
তাকে আনি সুন রাজা গোবিন্দবিজয়॥

মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ-বিষয়ক বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার পর এইরূপ,—

পুরান সুনিল জদি পণ্ডিতের মুখে।
স্তুতিএ রচিব আহ্মি পরম কৌতুকে॥
সংসারের সার হরি নাথ নিরঞ্জন।
কোতুকে ভুবনপতি করিলেক মন॥
ব্রহ্মারূপে প্রথমেত হইল নরহরি।
দ্বিতিএ বরাহরূপে পৃথিবি উর্দ্ধারি॥
তৃতিএ স্তম্ভিল মন বিদিত সংসার।
চতুর্থেত নারায়ণ নর অবতার॥
বদরিকাশ্রমে তপ করিলা বিস্তর।
নররূপ নারায়ণ বিদিত সংসার॥
জার তরে ইন্দ্র আদি পাইল তরাস।
জোগের বিধান সেই মহামুনি ব্যাস॥
পঞ্চমে কপিল মুনি জোগের নিধান।
মুনিরূপে পৃথিবিত জ্ঞান উপদান॥
অষ্টমে দুর্ব্বাশা মুনি অষ্টরূপধারি।
জাহাকে সেবিয়া কাত্যবির্জ্জ অধিকারি॥
সপ্তমেত যজ্ঞরূপে মহিমা তোমার।
পৃথিবি দুহিয়া কৈলা বিব (?) উর্দ্ধার॥
দসমেত কুর্ম্মরূপে পৃথিবি উদ্ধারি।
একাদসরূপে হরি গজ অবতরি॥
জলে মগ্ন পৃথিবি জে ধারিল দসনে।
দ্বাদসেত ধনন্তরি জর্ম্মিল মর্থনে॥ ইত্যাদি।

(পৃঃ ৩।২—৪।১)

মধ্য,—

একদিন জমুনা পুলিন বনে হরি।
সুরভি চরায় নটবর বেস ধরি॥
অরুণ অধরে পুরে সুমধুর বেনু॥
হেনহি সময় তথা রাধিকা সুন্দরী।
ফুল তোলে নিজ প্রীয় সঙ্গে সহচরী॥
অতি বৃদ্ধ রূপ ধরি সংহতি বড়াই।
তিলমাত্র তার সঙ্গ না ছাড়এ রাই॥
রাধারূপলাবন্য দেখিয়া অদভূত।
মুচ্ছাগত হইয়া পড়িল নন্দসুত॥
অচৈতন্য হইলেক জগতের সিত (?)।
কিছুই না জানে বেনু হইল মৃকিত (?)॥
রাধা কৃষ্ণের রূপ লাবন্য দেখিয়া।
দেহ মাত্র ঘরে [জায়] প্রান সমর্পিয়া॥
কৃষ্ণের মুরতি চিত্তে দুরে গেল রাই।
এতেক দেখিয়া তথা রহিল বড়াই॥
ক্ষেনেক উঠিল কৃষ্ণ পাইয়া সম্বিত।
সেইখানে বড়াইরে দেখিল বিদিত॥
ধিরে ধিরে কানাই বড়াইর কাছে গিয়া।
কৌতুকে কহেন তবে হরসিত হইয়া॥
কহ দেখি বড়াই জিজ্ঞাশা য়ামি করি।
কি নাম এহার এহি কাহার সুন্দরী॥

এথা দরশন দিয়া গেল কথাকারে।
প্রান মোর ব্যাকুলীত দেখিয়া তাহারে॥
এহি বৃন্দাবনে আমি অনুক্ষণ থাকি।
হেন অদভূত আর কভূ নাহি দেখি॥
সুচান্দবদনী ধনি কুটিল নঞানে।
হৃদয়েত মোহরে হানীল পঞ্চবানে॥
সেই রূপ স্বরিতে কম্পএ কলেবর।
নঞানে [না] দেখি আর তার সমোসর।
বড়াই বোলে জিজ্ঞাশা জে প্রিওজোন কি।
কুলের বৌহারি সব গোপালের ঝি॥
বৃষভানু নাম গোপ তাহার কুমারি।
গোকুল সেবিত নাম রাধিকা সুন্দরি॥
কি করিব এবে বড়াই উপাএ বোল মোরে।
চিত্য মোর স্থির নহে কহিল তোমারে॥
মদন আনলে মোর দহে কলেবর।
হয় নহে দেখ এহি বিরহের বর॥
উর্ব্বশী মেনকা জত স্বর্গে বিদ্যাধরি।
রামের কামিনি য়াদি জতেক সুন্দরী॥
রূপে গুনে গুনিআছী হরের ঘরনি।
রাধানখপদরূপ না জাএ বর্নি॥
সকল ভুবণ নহে আমা অগোচর।
মুঞি পুনি না দেখিল রাধা সমসর॥ ইত্যাদি
(পৃঃ ৫২।২—৫৩।১)

ভণিতা,—

১। হরি বিনে গোপী সবের আর নাহি মনে।
গুনরাজ খানে বোলে গোবিন্দচরণে॥
২। কানুমুখ চাহিয়া গোপীকা সব হাসে।
গুনরাজ খানে বোলে নৌকালিলারসে॥
৩। আর জত বৃন্দাবনে গ্রহস্ত হঞা পুরানে
তাক জত কবির বচন।
গুনরাজ খানে[র] বানি অএ নর কর্ণে স্থনি
ভজহ জে গোবিন্দচরন॥ পৃঃ৭৪।১

২৬ ও ৩৫ পত্রে হরিদাস নাগের ভণিতা পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইনি শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের একজন গায়ক ছিলেন।

(ক) মুড় হরিদাস নামে হরিপদে মতি।
হরি সে পরম পদ সংসারের গতি॥
(খ) মুড় হরিদাস নাগ হরিপদে মন।
হরি সে পরম বন্ধু সংসারতরন॥

শেষ,—

কুবজি মেলানি দিয়া দেব গদাধর।
কৌতুকে ভ্রমিয়া দেখে সকল নগর॥
ফটিক পাথর সব মুকুতার ঘর।
নেতের পতকা উড়ে সুবর্ন্নে[র] তারা॥
বিচিত্র চৌখণ্ডি ঘর দেখি চারি চালে।
বিচিত্র পাথর তাতে লাগিছে মিসালে॥
নানাবর্ণ বৃক্ষ স[ব] বান্ধিছে পাথর।
গুয়া নারীকেল দেখি সকল নগর॥
নান[া] বিচিত্র দেখি কংসরাজপুরি।
স্বর্গে শোভা করে জেন ইন্দ্রে[র] নগরি।
জাইতে জাইতে কৃষ্ণ হাস্য উপজিল।
নাগরির মনি সব দেখিতে আইল॥
কেহ ঘরে ছিল কেহ আছীল বাহিরে।
গৃহকর্ম্ম করএ রন্ধন করে ঘরে॥
স্বামির সহিত কেহ সর্য্যাত সয়ন।
পুত্র কোলে করি কেহ পৈহ্নএ বসন॥
কেহ বেশ করএ কেহ করএ মোহন।
স্নান করিবারে কেহ করিছে গমন॥
জেই জেমত ছাল সম্ভ্রম করিয়া।
রাম কৃষ্ণ দেখিল গবাক্ষে মুখ দিয়া॥
দেখিয়া জে নারীগন কামে অচেতন।
জে জেই দেখীল অঙ্গ তথা গেল মন॥
আউল চুলে কেহ বসন পহ্নিতে।
চিত্রলিখ হইয়া তারা দেখে রাজপথে॥

দুই ভাই সিযু সঙ্গে দেব নারায়ণ।
রাজপথে জাইতে রঙ্গে হইলেক মন॥
ধনুর্দ্ধজ যজ্ঞস্থাণ দেখে কত দুর।
যজ্ঞ করে দ্বিজগন রক্ষক কিঙ্কর॥
দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণ করিল প্রবেশ।
কার জজ্ঞ কর দ্বিজ কহ উপদেশ॥
হেন অদ্ভুত ধনু ধরে কোন জন।
শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য কহেন ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ কংশনৃর পুথিবিমণ্ডলে।
ধনুর্দ্ধজ জজ্ঞ তান কহিল সকলে॥
বিপু(প্র)বাক্য শুনি কৃষ্ণ আনন্দিত হইয়া।
ধনুর নিকটে দুই গেলেন্ত চলীয়া॥
এমত দুর্য্যয় ধনু ধরে কোন জন।
বাম হস্তে ধরি কৃষ্ণে তাতে দিল গুণ॥
আকর্ণ পুরীয়া কৃষ্ণে দিল এক টান।
দস দিগে সব্দ গেল হইল খান খান॥

ভাষাতত্ত্বের দিক্ দিয়া পুথিখানি আলোচিত হইবার উপযুক্ত।

১৭৬। পদ্মাপুরাণ।

রচয়িতা—নারায়ণদেব।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫" × ৪¾" ইঞ্চি। পত্র, ১১১—১২৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৬ পঙ্‌ক্তি। অসম্পূর্ণ।

নারায়ণ দেবকে কেহ কেহ খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী এবং কেহ কেহ বিজয় গুপ্তের (খৃঃ ১৫শ শতাব্দী) সমসাময়িক বলিয়া অনুমান করেন। ইহাঁর নিবাস ময়মনসিংহ জেলায়। পিতামহ এবং পিতার নাম যথাক্রমে নরহরি ও নরসিংহ। মাতা রুক্মিণী। ক্ষেমানন্দ ও কেতকাদাস নিজ নিজ গ্রন্থে নারায়ণদেবের বন্দনা করিয়াছেন[১]। ১১১ পত্রের আরম্ভ এইরূপ,—

পঞ্চ আম্রা জত গুয়া নারি[ক]ল কত
কাটীয়া পাঠাল রসাতল॥
এড়িয়া নাগের কায়া ধরিল মানুস মায়া
কুঠার হাতে গাছ কাটী পাড়ে।
নারায়ন দেবে কহে সুকবিবল্লভ হয়
চর কহে চান্দোর গোচর॥

পয়ার দিসা।

ভাণ্ড ম(মু)হে দেখরে বলাই মধু খায়।
সঙ্গিয়া রাখাল সবে মুশল লয়া ধায়॥
জলন্ত আনলে জেন ঢালিগে(লে)ক তেল।
এহিরূপে চন্দ্রধর কোপে জলি গেল॥
দন্ত কড়মড়ি চান্দো মচড়য়ে দাড়ি।
বাম কান্দে তুলি লইল হেমতাল বাড়ি॥
ভুজঙ্গ দেখিয়া জেন গরুড়ের বিক্রম।
সেহি মত চন্দ্রধর গছিল সংগ্রাম॥
হেমতাল কান্দে নৈয়া দিলেক পাকান।
দেখিয়া নাগ সবের উড়িল পরান॥
চান্দোক দেখিয়া নাগ ত্রাশ পাইল বড়।
ত্রাসে ভঙ্গ দিল নাগ না পীন্দে কাপড়॥
করজি মৎস্য হাটে জেন পাইয়া বরিসন।
এহিমতে চন্দ্রধর গছিলেক রন॥
কোন নাগেরে মারে হেমতালবাড়ী।
ভুমিত পাড়য়া ন্যাগ বাহে গড়াগড়ী॥
বড় বড় জত সব আছিলেক সর্প।
চান্দোক দেখিয়া সব পাসরিল স(দ)র্প॥

১। বংশীদাস রায়ের পদ্মাপুরাণ, শ্রীরামনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তি-সম্পাদিত। প্রস্তাবনা, ।/০ পৃঃ।

গরুড় দেখিয়া জেন নাগ পলায় ডরে।
এহিরূপে নাগ চান্দো খেদাইয়া মারে॥

এইরূপে নাগগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, চন্দ্রধর মহাজ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা বাগানের সমস্ত গাছপালা জিয়াইয়া দিলেন। তখন চান্দের নিকট হইতে কি প্রকারে মহাজ্ঞান অপহরণ করা যায়, নেতা তাহার উপায় বলিতেছেন,—

নেতা বোলে সুন বহিন জয় বিসহরি।
কোন ছার কার্য্যে তুমি আবিস্কার ক'র॥
মনেত আছয় বুদ্ধি সুন একচিতে।
চান্দোর মহাজ্ঞান হরিম জেহি মতে॥
বেহারিয়া রাজার ঝি নাম সনকা।
তাহার কনিষ্ট বহিন নাম ধ[া]র কনকা॥
সন্দেশ লইয়া জাও বহিন বার্ত্তিবার।
তোর রূপ দেখি চান্দো খুজিব শৃঙ্গার॥
কপট সত্য করি তারে মাঙ্গিয় সুরতি।
অবিচারে পাপ করিব পাপমতি॥ (পৃ ১৩-২)

এই প্রকার কৌশলে চান্দের নিকট হইতে বিষহরি, মহাজ্ঞান অপহরণ করিয়াছিলেন। চান্দের ছয় পুত্রের সর্পদংশনের বিবরণ এইরূপ,—

রথে চড়ি আইল পদ্মা চম্পক নগরে॥
নগরের চারি পাসে ফিরে কোটআল।
সর্প পাইলে ধরিয়া তুলিআ দেয় সাল॥
সঙ্খচুর ধনঞ্জঅ সঙ্খ উৎপল।
অষ্টতর নাগ বড় প্রথম প্রবল॥
এহি ছয় নাগেক ডাকীল ততক্ষন।
চান্দোর ছয় পুত্র দংস সত্তর॥
পদ্যাার আদেসে নাগ তথা চলি জায়।
ছয় ঠাই ছয় ভাই ছয় নাগে খায়॥
শ্রীধর কুমার পড়িবারে জায়।
প্রথমে কুরঙ্গ নাগে তারে পথে খায়।
শ্রীকর ঘোড়াতে চড়ি জোগাম খেদায়।
কটক নাগে তারে আচম্বিতে খায়॥
গুনাকর কুমার নিদ্রা জায় মন্দিরে।
সঙ্খপল নাগে গীয়া খাইল তাহারে॥
ভেটাখেড়ি খেলিতে জায় মধুকরে।
ধনঞ্জয় নাগে তাক কামড় দিল সিরে॥
সষ্টিবর জলে ক্রীড়া করে নানা রঙ্গে।
সঙ্খচুর নাগে তাক খাইল রঙ্গে॥
দুর্গাবর মৃগায়া করিতে গেল বোনে—
খাইল উৎপল নাগে দারুন সন্ধানে॥
ছয় পুত্র মৈল বার্ত্তা পাইল চন্দ্রধর।
ছয় মরা আনিঞা করিল একাতর॥

(পৃ ১৬।২—১৭।১)

ভণিতা,—

১। সুকবি নারায়নদেবের সরশ পাচালী।
চান্দোর করুনা বুলি এক লাচাড়ি॥

২। নারায়ন দেবে কয় সুকবিবল্লভ হয়।

১২৫ সংখ্যক পত্রখানি অপর এক লিপিকরের লিখিত বলিয়া মনে হয় এবং তাহাতে যদুনাথ পণ্ডিত ও বিপ্র হৃদয়ানন্দ নামক দুই ব্যক্তির ভণিতা পাওয়া যায়;—

(ক) জদুনাথ পণ্ডিতে[র] সরস পাচালি।
পদ্মার প্রবন্ধে বলি এক লাচাড়ি॥

(খ) সুন্দর লাচাড়ি ছন্দে বিপ্র হৃদয়[া]নন্দে
রচিলেক স[া]রদার বিলাপ॥

তক্ষকের দংশনে পরিক্ষিতের মৃত্যু এবং মনসার বিলাপের কতক অংশ পর্য্যন্ত পুথিখানিতে আছে।

১৭৭। লক্ষ্মী-চরিত্র।

রচয়িতা—গুণরাজ খান।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। পত্র, ১—৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১ পঙ্‌ক্তি। ২য় পৃষ্ঠায় ১০ এবং শেষ পৃষ্ঠায় ৫ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ, ১৪৳×৪৳ ইঞ্চ। সম্পূর্ণ।

কি কি গুণযুক্ত পুরুষ ও স্ত্রীলোকের গৃহে লক্ষ্মী অধিষ্ঠান করেন এবং কি কি দোষে লক্ষ্মী তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন, পুথিতে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে।

গনসাঅ নম ৭ নমে[া]
প্রণমহ নারায়ন লক্ষিকান্ত পতি।
জএ নজ্জা[১] প্রনমহ দেবি সরেসতি॥
গনেস দেবতা বন্দু ব্রহ্মার চরন।
সিব দেব প্রনমহ জত দেবগন॥
অষ্ঠ লুকপাল বন্দু কাত্তিক কুমার।
চন্দ্র সুজ্য প্রনমহ বিদিত সংসার॥
ব্যাস আদি প্রনমহ জত রিসিগন।
আত্মগুরু প্রনমহ পিতার চরন॥
সরেসতি দেবি কৃপা কর একবার।
তুমার চরনে ল্যক্ষে ল্যক্ষে নমস্কার॥
জে প্রকারে লক্ষি দেবি পুরুস বসতি।
জে প্রকারে লক্ষি দেবি পুরুষ তেজন্তি॥
তার বিধান কহি সুন সাবধানে।
লক্ষির চরিত্র কিছু সুন সর্ব্বজনে॥
মেরুপ্রিষ্ঠে নারায়ন আছন্তি বসিআ।
লক্ষিরে জিজ্ঞাসে কৃষ্ণ কতুক কোরিআ॥

কুন গুনে থাক দেবি পুরুস জুড়িয়া।
কুন কর্ম্মে জায় দেবি পুরুষ ছাড়িআ॥
তাহার বিধান তুমি কহ মর স্থানে।
আমার চরিত্র কিছু সুন ভগবানে॥
চিন্তাজুক্ত হৈয়া জেবা সদতে থাকিব।
ভাল মন্দ না বোঝিয়া কুবাক্য বলিব॥
রাত্রিসেসে উসাকালে জেহ নিদ্রা জাএ।
ভগ্ন আসনে বসি জেই অন্ন(ন্ন) খাএ॥
অকুমারি নারি বোল করে জেই জন।
তাহারে তেজিএ আমি সুন নারায়ন॥
মাত্রিবা ম[া]ত্রিতে জেবা করে পরদার।
পুনি পুনি বলি প্রভু গৃহে না জাই তাহার॥
ওচ্ছিষ্ট পত্রে জেই করএ ভুজন।
সোনা পরে অঙ্গে তৈল দেএ জেই জন॥
এ সব অকিত্তি তবে করে জেই জন।
তাহারে তেজিএ আমি সুন নারায়ন॥
অন্ধকারে সয়ন করে তিন্ন ছেদে নৈক্ষে।
আপনে কুভেস করে ভুমি নৈক্ষে লেখে॥
আপনার অঙ্গে জেবা আপনে বাঝা(জা)এ।
সঞ্চিতের ধন তার বিনাসিতে জাএ॥
আপনে খাইতে জেবা বহু জত্ন করে।
তার ঘরে না জাই আমি সু[ন] নারায়নে॥

মধ্য,—

সুআমীর ব্যাক্ত জে নারি করএ পালন।
সুকিত্তি রমতি(নি) সেই আমার স্বক্ষন॥
ঘরে বারে নিত্য জেই পুর(পরি)স্কার করে।
ধন্নে ধান্নে পৌত্রে পুত্রে সুক্ষ দেই তারে॥
সামিতে ভক্তিভাব থাকএ জাহার।
তাহার সরিলে আমি থাকি সর্ব্বক্ষন॥
স্বামিপদে ভক্তি আসা থাকএ জাহার।
সেই ত সুভাজ্য নারি সরিল আমার॥

১। জএ নজ্জা—জয়ের লাগিয়া, জয়ের নিমিত্ত।

সুদ্ধ বস্ত্র পৌরে জেবা নিত্য হবিনা(ষ্যো)সি :
সুন প্রভু সর্ব্বক্ষন তথা আমি বসি ॥
সর্ব্বক্ষ[ন] পতিব্রতা হএ জেবা জন।
দুই কুল উদ্ধারিব রাখিব আপন ॥
খড়মিআ পায় জার চিরল অঙ্গুলি।
অলক্ষিনিচরিত্র প্রভু সেই নারি বলি ॥
পিঙ্গল কেস জার ডাঙ্গর লুচন।
সেই নারি অলক্ষিনি সুন নারায়ন ॥
ডাঙ্গর কপাল জা[র] খাএ বড় গ্রাস।
তিলেক না থাকী আমি সেই নারির কাছে॥
পদে পদে ঘসে জেব্বা রৈ[রু]ক্ষ তনু মানি।
সেই নারি বলি প্রভু বড় অলক্ষিনি ॥
স্বামির বচন নাহি লএ জার মনে।
অলক্ষিনি সেই নারি সুন নারহনে ॥ (পৃঃ ২।১)

পুথির শেষে একটিমাত্র ভণিতা আছে; তাহা এই,—

গুনরাজ খানে বলে বহু ভক্তি করি।
পাচালি সমপুর্ণ হইল কৃপা করি ॥

এই গুণরাজ খান কে? প্রসিদ্ধ গুণরাজ খান মালাধর বসু কি? শিবানন্দ কর নামে অপর এক ব্যক্তির গুণরাজখান উপাধি দেখা যায়। ইনি সেই শিবানন্দ কর হইবেন কি?

শেষ,—

লক্ষির চরিত্র জেবা লিক্ষিআ রাখয়।
ধনে ধান্ডে পাত্রে পুত্রে অনেক বাড়াএ ॥
ধনে পুত্রে হয় তার সর্ব্বত্রে কৈল্যান।
তাহার গিহেত হয়ে লক্ষির অদিষ্ঠান ॥
ব্র[া]হ্মন খেত্রি বৈস্য সুদ্রাদি চারি জাতি।
ভক্তিভাবে সুনিলে হয় অর্ভ্যাঅতি (অব্যাহতি)॥
র[া]ত্রিকালে পঠে কিবা পড়এ প্রভাতে।
জখনে তখনে পঠে তুষ্ঠ আমী তারে ॥
শ্রীহরির চরনে আমী করি নমস্কার।
জাহার প্রসাদে গুন করিএ প্রচার ॥
গুনরাজখানে বলে বহু ভক্তি করি।
পাচালি সমপুর্ণ হইল কৃপা করি ॥
এই কথা জেই জনে সুনে মন করি।
অভিরথে লক্ষিয়ে না ছাড়ে তার পুরি ॥
ইহ লুকে পরলুকে হএত মুকতি।
লক্ষির চরনে রহুক আমার ভকতি ॥
সভাইেন্ধে লক্ষিদেবি যে দেউ কারুন(?)।
পাচালি সমাপন বেদসাস্ত্রে কএ।
জে জনে পড়িব তরিব নিচএ ॥

লেখীতং শ্রীপেনাই কাং সাং পং সাহাবাজনিজ পুস্থখ শ্রীখোসালনাথ সাং পং বারপাড়া পুস্থখ সমাপত বোদ বারের দিবাতে এক পর উদন বরং পণ্ডিত সক্রনাং নচঃ মুর্ক্কেনঃ মিত্রতা। বানরেন হথ রাজা বিপ্র চৌরেন রক্ষতা ॥ ১ ॥ নিতং ছেদং ত্রিনানাং খিতিনখলিখনং পাদেরমূজা। দন্তানাং মলসুচ বসনমলিনতা রুক্ষতা মুর্দ্ধজানৈ দে সৈন্দে চাপ নিদ্রা বিবসনসয়নং হাহাগ্রাসান্তরেকং সুঅঙ্গে পৃষ্টেচ বাদ্যং নিস্তুতামপি কুরি কেসবঅস্তপি লক্ষি ॥ ১ ॥

১১৮। লক্ষ্মী-চরিত্র।

পুথিখানির শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া রচয়িতার নাম পাওয়া গেল না। তবে অনুমান, ইহার রচয়িতাও গুণরাজ খানই হইবেন। কেন না, পূর্ব্বোক্ত পুথিখানির সহিত এই পুথিখানিকে অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। পত্র, ১—৫; অসম্পূর্ণ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ, ১৪½+৪½ ইঞ্চি। দোভাজ-করা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ।

দ্বাদসিয়ে সুসা খাইলে অধর্ম্ম হএ বড়।
আহ্মার নিদেস (নিসেদ) দ্রব্য খাইলে আহ্মি ছাড়ি দঢ়॥
ত্রেয়োদসিয়ে করমঞ্চা খাইলে পাতক জে হএ।
পূর্ব্ব অর্জ্জিত পূর্ণ্য বিনাসিনি হএ॥
চতুর্দ্দসিয়ে য়্যানারস খাইলে বড় সোগ।
অমাবৈর্ষ্যারে মৈৎস্য খাইলে বড় রোগ॥
ইসব নিদেস (নিসেদ) দ্রর্ব্য জেই জনে খাএ।
তাহার জে দুক্ষ ভোগ খণ্ডান না জাএ॥
লক্ষি দেবি পুজে জেই হইয়া সন্তোষ।
তাহারে ছাড়িয়া আহ্মি না জাই বিসেস॥
ইসব বৃত্তান্ত আহ্মি করিল বিদিত।
তাহাক ছাড়িএ আহ্মি জানহ নিশ্চিত॥
য়্যার এক কথা কহি সুন নারায়ন।
নিজ গৃহের কথা কিছু সুন বিবরন॥
নির্ত্ত নির্ত্ত রন্ধন রান্ধএ জেই নারি।
সে ঘরেত য়্যাহ্মি থাকিতে না পারি॥
বাসি রন্ধন পৈরে জে সকল নরে।
তাহারে ছাড়িএ য়্যাহ্মি সুন গদাধরে॥
রাত্রিবাস বস্ত্র না পালে জেই জন।
তাহারে ছাড়িএ য়্যাহ্মি সুন নারায়ন॥
য়্যার এক কথা কহি সুন নারায়ন।
য়্যাচমন করিয়া দন্ত না সোদে জেই জন॥
য়্যার এক কথা কহি সুন জদুমনি।
কুৎসিত বয়ন হএ জার তনু পুনি॥
এক দিন য়্যান্দিয়া অর্ণ আর দিন খাএ।
তাহার জে দুঃক্ষ ভোগ ছাড়ন না জাএ॥
** ** **
আচমন কালে জেবা কাষ্ট নহি খাএ।
তাহারে ছাড়িয়া য়্যাহ্মি অন্ন ঘরে জাই॥
দুই পদ না পাখালি সোতে জেই জন।
তাহারে ছাড়িয়ে আহ্মি সুন নারায়ন॥
(পৃঃ ৪।১-২)

এই পুথিখানিতে সপ্তমীর চিহ্ন 'তে' স্থলে 'রে' প্রযুক্ত হইয়াছে। ৩।৪ পত্র দ্রষ্টব্য।

১৭৯। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

রচয়িতা—চণ্ডীদাস।

পত্র, ৩—৮, ১০—১৫, ১৭।২—১৮, ১৯।২—৪০, ৪২—৮৮।১, ৮৯—৯৩।১, ৯৪—৯৭, ৯৮।১—১০৩, ১১২—১৪৪, ১৫২—২২৬; অসম্পূর্ণ। ১৫ পত্র পর্য্যন্ত প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত; অবশিষ্ট সমস্ত পত্রে ৭ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৩১/৪″×৩১/৪″। দোভাঁজ-করা তুলোট কাগজ। ডোর গাঁথিবার জন্য মধ্যস্থলে ছিদ্র আছে। অক্ষর অতি পরিষ্কার, সুন্দর ও সুগঠিত। পুথির মধ্যে তিন ব্যক্তির হস্তাক্ষর দেখা যায়। ৬।২ ও ৭৩।২ পৃষ্ঠায় পার্শী অক্ষরের মত কিছু লেখা এবং ৭৩।২ পৃষ্ঠার বাম দিকে তিন পঙ্‌ক্তি কায়থি অক্ষরে কয়েক ব্যক্তির নাম লিখিত আছে। ৭৪।১ পৃষ্ঠার উপর দিকে এই কয়টি কথা দেখা যায়,—"শ্রীশ্রী৺করেন তবে তানে বহ্মিব।" পুথিখানি আদি ও অন্তে খণ্ডিত; সুতরাং রচনা বা লিপিকালের কোনও তারিখ পাওয়া যায় না। লিপিতত্ত্বে পারদর্শী শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় ইহার লিপি পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে এই পুথিখানি লিখিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বিগত ১৩১৬ বঙ্গাব্দে ইহার অস্তিত্ব-সংবাদ জানিতে পারেন এবং ১৩১৮ বঙ্গাব্দে পরিষদের

বস্তু- পুথিখানি সংগ্রহ করেন। বনবিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী কাঁকিল্যানিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গোশালার মাচার উপরে এক রাশি পুথির সহিত অযত্ন-রক্ষিত অবস্থায় পুথিখানি পাওয়া যায়। ইহার সহিত একখণ্ড কাগজ পাওয়া গিয়াছিল; তাহার লেখা দেখিয়া অনুমান হয় যে, ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই পুথিখানি বিষ্ণুপুররাজের পুথিশালায় রক্ষিত ছিল। শ্রীনিবাস আচার্য্য যখন বৃন্দাবন হইতে বৈষ্ণব গ্রন্থরাজি লইয়া গৌড়ে আগমন করেন, তখন পথিমধ্যে দস্যুগণ কর্ত্তৃক উক্ত গ্রন্থরাজি অপহৃত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু অনুমান করেন যে, সেই সকল গ্রন্থের সহিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' বিষ্ণুপুররাজের গ্রন্থাগারে প্রবেশ লাভ করিতে পারে[১]। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীনিবাস আচার্য্যের দৌহিত্র-বংশ-সম্ভূত বলিয়া পরিচিত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা-বিষয়ক গীতিবাক্য। ইহাতে প্রায় ৪১৫টি পদ আছে এবং প্রত্যেক পদের শেষে ভণিতায় চণ্ডীদাসের নাম সংযুক্ত রহিয়াছে। পুথির যতখানি পাওয়া গিয়াছে, তাহা ১৩টি খণ্ডে বিভক্ত; যথা,—১। ইতি জন্মখণ্ডং সমাপ্তং ॥ ২। অথ তাম্বুলখণ্ডঃ ॥ ইতি তাম্বুলখণ্ডং সমাপ্তং ॥ ৩। অথ দানখণ্ডঃ ॥ ইতি দানখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥ ৪। অথ নৌকাখণ্ডঃ ॥ ইতি নৌকাখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥ ৫। অথ ভারখণ্ডঃ ॥ ইতি ভারখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥ ৬। অথ ভারখণ্ডান্তর্গতছত্রখণ্ডঃ ॥ ৭। অথ বৃন্দাবনখণ্ডঃ। ইতি বৃন্দাবনখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥ ৮। অথ যমুনাখণ্ডান্তর্গতকালিয়দমনখণ্ডঃ ॥ ইতি যমুনাখণ্ডান্তর্গতকালিয়দমনখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥ ৯। অথ যমুনাখণ্ডঃ ॥ ইতিযমুনাখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥ ১০। অথ যমুনাখণ্ডান্তর্গতহারখণ্ডঃ ॥ ইতি যমুনাখণ্ডান্তর্গতহারখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥ ১১। অথ বাণখণ্ডঃ ॥ ইতি বাণখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥ ১২। অথ বংশীখণ্ডঃ ॥ ইতি বংশীখণ্ডঃ সমাপ্তঃ। ১৩। অথ রাধাবিরহঃ ॥

ভাষাতত্ত্বে পারদর্শী পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, এই পুথিতে খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর বঙ্গভাষার খাঁটি নিদর্শন সংরক্ষিত রহিয়াছে। প্রথম অংশ,—

… … বস শক ॥ ৬ ॥

সভাপতি আর সব সভাসদ জন।
আলপমতীঞঁ তোক্ষাতে শরণ ॥ ৭ ॥

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে[১] ॥ ৮ ॥

পৃথুভারব্যথাং পৃথ্বী কথয়ামাস নির্জ্জরান্।
ততঃ সরভসন্দেবাঃ কংসধ্বংসে মনো দধুঃ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ যতিঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

সব দেবেঁ মেলি সভা পাতিল আকাশে।
[কংসে]র কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে ॥ ১ ॥
ইহার মরণ হএ কমণ উপাএ।
সম্ভেই চিন্তিআঁ বুঝিল ব্রহ্মার ঠাএ ॥ ২ ॥
ব্রহ্মা সব দেব লআঁ গেলান্তি সাগরে।
স্তুতীএঁ তুষিল হরি জলের ভিতরে ॥ ৩ ॥
তোক্ষে নানারূপেঁ কইলেঁ আসুরের খএ।
তোক্ষার লীলাএ কংসের বধ হএ ॥ ৪ ॥

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৮শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, ১২৫ পৃষ্ঠা।

১। এই বাসলী চরণ "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই।

হেন শুণী ঈসত হাসিআঁ। ভত্তি খণে।
ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে ॥ ৫ ॥
এহি দুই কেশ হৈবে বসুলের ঘরে।
হলী বনমালী নাম দৈবকী উদরে ॥ ৬ ॥
তাহার হাথে হৈবে কংশাসুরের বিনাশে।
হেন বর পাআঁ। সব দেব গেলা বাসে ॥ ৭ ॥
সময় উপেখিআঁ। রহিলা দেবাগণ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৮ ॥

বরাড়ীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

আয়িলা দেবের সুমতি গুণী।
কংসের আগক নারদ মুনী ॥
পাকিল দাঢ়ী মাথার কেশ।
বামন শরীর মাকড় বেশ ॥ ১ ॥
নাচএ নারদ ভেকের গতী।
বিকৃত বদন উমত মতী ॥ ধ্রু ॥
খণে খণে হাসে বিনি কারণে।
খণে হএ খোড় খোণেকেঁ কানে ॥
নানা পরকার করে অঙ্গভঙ্গ।
তাক দেখি সব লোকের রঙ্গ ॥ ২ ॥
লাম্ফ দিআঁ। খণে আকাশ ধরে।
খণেকেঁ ভূমিত রহে চিতরে ॥
উঠিআঁ। সব বোলে আনচান।
মিছাই মাথাএ পাড়এ সান ॥ ৩ ॥
মিলে ঘন ঘন জীহের আগ।
রাঅ কাড়ে যেন বোকা ছাগ ॥
দেখিআঁ। কংসেত উপজিল হাস।
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥ ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা,—

কোড়ারাগঃ ॥ একতা

নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ।
তাত ময়ুরের পুছ ছিল সুবেশ ॥
চন্দন তিলকেঁ আতি শোভিত কপালে।
দুই পাশে লঘু মধ্য উন্নত বিশালে ॥ ১ ॥
সকল দেবের বোলেঁ হরি বনমালী।
আবতার করি করে প্ররণীত কেলী ॥ ধ্রু ॥
সুবেথ সুপুট নাসা নয়ন কমল।
কামাণ সদৃশ শোভে ভ্রুহি যুগল ॥
ওষ্ঠ আধর যেহ্ন যমজ পোঁআর।
কর্ণযুগ শোভে যেহ্ন বরুণের জাল ॥ ২ ॥
ভূজযুগ করিকর আমুত মূলে।
করকুরুবিন্দমাল[১] নির্ম্মিত কমলে ॥
মরকত পাট সদৃশ বক্ষস্থল।
ক্ষীণ মধ্য রামরম্ভা জংঘযুগল ॥ ৩ ॥
মানিকরচিত চন্দ্রসম নখপান্তী।
সজল জলদরুচি জিনি দেহকান্তী ॥
বত্তীস রাজলক্ষণ সহিত শরীর।
কংসের বধ কারণ আতি মহাবীর ॥ ৪ ॥
নানা মণি অলঙ্কার শোভিত শরীরে।
পীত বসন শোভে বাঁশী ধরে করে ॥
নিতি নিতি বাছা রাখে গিআঁ। বৃন্দাবনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৫ ॥

(পৃঃ ৪।২-৫।১)

শ্রীরাধার রূপ বর্ণনা,—

ধানুষীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

কাহ্নাঞি র[২] সম্ভোগ কারণে।
লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে ॥
আল রাধা পৃথিবীত কর আবতার।
থির হউ সকল সংসার ॥ আল রাধা ॥ ১ ॥

১। মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে "করজকুবিন্দমাল' ছাপা হইয়াছে।

২। মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে "কাহাঞিঁ রস সম্ভোগ কারণে" এইরূপ ছাপা হইয়াছে। কিন্তু মূল পুথিতে এরূপ পাঠ নাই।

তে কারণে পহুমা উদরে।
উপজিলা সাগরের ঘরে ॥ ল ॥ আল রাধা ॥ ধ্রু॥
তীন ভুবনজন মোহিনী।
রতি রস কাম দোহনী ॥
শিরীষ কুসুম কোঁঅলী।
অদভুত কনকপুতলী ॥ ২ ॥
দিনে দিনে বাঢ়ে তনুলীলা।
পুরিল যেহেন চন্দ্রকলা ॥
দৈবেঁ কৈল কাহ্নু মনে জাণী।
নপুংসক আইহনের রাণী ॥ ৩ ॥
দেখি রাধার রূপ যৌবনে।
মাঅক বুলিল আইহনে ॥
বড়ায়ি দেহ এহার পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥
(পৃঃ ৫।১-২)

ইহার পরের পদেই বড়াই বুড়ির রূপ-বর্ণনা। পাঠক, একজন অশীতিপর বৃদ্ধ স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি মনে মনে কল্পনা করিয়া পদটি পাঠ করুন। দেখিবেন, বর্ণনাটি কেমন স্বাভাবিক।

গুজ্জরীরাগঃ॥ যতিঃ॥

আইহনের মাঅ গুণী মনে। আল।
ঝাঁট গিআঁ পতুমার থানে ॥ ল বড়ায়ি ॥
চাহি লৈল বুঢ়ীঅ মাই।
তার পিসী রাধার বড়ায়ি ॥ ১ ॥
নিযোজিলী নানা পরকারে। আল।
হাট বাটে রাধা রাখিবারে ॥ ল বড়ায়ি ॥
শেত চামর সম কেশে।
কপাল ভাঙ্গিল দুই পাশে ॥
জহি চুনরেথ যেহ দেখি।
কোটর বাটুল দুই আখি ॥ ২ ॥
নাহাপুট নাশা দণ্ডহীনে।
উন্নত গণ্ড কপোল খীনে ॥
বিকট দন্ত কপট বাণী।
ওঠ আধর উঠক জিণী ॥ ৩ ॥
কাঠী সম বাহু যুগলে।
নাভিমূলে দুই কুচ লুলে ॥
কুটিল গমন ঘন কাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ (পৃঃ ৫।২)

তাম্বুলখণ্ড।

পাহাড়ীআরাগঃ॥ চিত্রকলগনী ॥ একতালী ॥
আচম্বিত বুঢ়ী দেখি বৃন্দাবন মাঝে।
বিনয় করিআঁ পুছন্তি দেবরাজে ॥ ১ ॥
কথাঁ হৈতেঁ আইলা তোন্ধে কিবা তোর কাজে
একলী বুলসি কেহ্নে বৃন্দাবন মাঝে ॥ ২ ॥
গোঠে হৈতেঁ আসি আহ্মি বুঢ়ী গোআলিনী।
আগুত চলিলী মোর সুন্দরি নাতিনী ॥ ৩ ॥
পাছে পাছে জাইতেঁ পথ হারাইল আহ্মি।
মথুরার পথ পুতা কহিআঁ দেহ তুহ্মি ॥ ৪ ॥
সজে কেহ্নে লআঁ বুল নাতিনিখানী।
কথাঁ তাক হারাইলেঁ কহ তত্ত্ববাণী ॥ ৫ ॥
কি নাম তাহার কেহেন তার রূপ।
আহ্মার থানত বুঢ়ী কহিআর সরূপ ॥ ৬ ॥
দধি বিকে জাইতেঁ সজে মথুরা নগরী।
বৃন্দাবনে হারাইলোঁ ত্রৈলোক্যসুন্দরী ॥ ৭ ॥
নাতিনী হারাইলোঁ নামে চন্দ্রাবলী।
কোঁঅলী পাতলী বালী সুন বনমালী ॥ ৮ ॥
সরূপ কহিবোঁ তবেঁ মথুরার পথ।
যে কাজ বোলেঁ তোহ্মাক তাত কর সত ॥৯
বোলা এক বোলোঁ তোক যবেঁ ধর মনে।
তবেঁ সে করিবোঁ তোর রাধা দরশনে ॥ ১০ ।
তোঁ মোর নাতি যেহ দুঅজ পরাণ।
তোহ্মার ঝোগ্ণ আহ্মে না করিব আন ॥১১

সত্যৌ সত্যৌ করিবোঁ মো[১] তোহ্মার বচন।
যবেঁ আন করোঁ তাক বধঙ বাহ্মণ ॥ ১২ ॥
উদ্দেশ বুলিব যবেঁ রাধিকার আহ্মে।
তবেঁ ভাল মতেঁ তার রূপ কহ তোহ্মে ॥ ১৩॥
কাহ্নের বচনে বড়ায়ি গাইল হরিষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১৪ ॥
(পৃঃ ৬।২-৭।১)

দানখণ্ড।

দেশাগরাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥

সিশের সিন্দুর তোর লাসে।
মাথার কেশ সুবেশে ॥
আহ্মাকে না চিহ্নসি তোহ্মি।
সব গোপীরঞ্জন কাহ্নাঞি ॥ ১ ॥
দান আহ্মার পরমাণে। এ রাধাল।
না কর মনে আন ভানে ॥ ধ্রু ॥
ঘৃত দুধ লআঁ তোএঁ যাসী।
ধাআঁ ধাআঁ মথুরা পাশাসী ॥
আহ্মা ছাড়ী[২] জাইবি কোন পথে।
আজি পড়িলা মোর হাথে ॥ ২ ॥
মুঠি এক[৩] মাঝা বাএ হালে।
তা দেখি মুনিমন টলে ॥
ডাকর ডালিম দুঈ কুচে।
নান্দসুত কাহ্নাঞিকে রুচে ॥
সুঝি বাহা মোর সব দানে।
নহে দেহ আলিঙ্গন দানে ॥

১। মুদ্রিত কৃষ্ণকীর্ত্তনে "মো" কথাটি বাদ পড়িয়া গিয়াছে।

২। মুদ্রিত কৃষ্ণকীর্ত্তনে "ছাড়ি" ছাপা হইয়াছে। কিন্তু পুথিতে আছে "ছাড়ী"।

৩। মুদ্রিত কৃষ্ণকীর্ত্তনে "মুঠিএক" ছাপা হইয়াছে।

রাধা মোর না কর নিরাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥ (পৃঃ ১৭।২)

নৌকাখণ্ড।

গুজ্জরী রাগঃ॥ যতিঃ॥

আতি বড় গরুঅ তোহ্মার পয়োভার।
তাহার দুঅঅ আর গজমুতী হার ॥
সংসারের মাঝে রাধা দুলহ জীবন।
হার পলাহ পাতল হউ তন ॥ ১ ॥
খর সোঁত পাণী রাধা বড় বহে বাএ।
এহাতে ধরহ রাধা আহ্মার উপাএ ॥ ধ্রু ॥
আয়র গরুঅ তোর নিতম্ব জঘন।
তাহাত বান্ধিল রাধা কনক রসন ॥
বান্ধন খসাআঁ রাধা পেলা আভরণ।
সংশয় বেলাতে তবেঁ কিসকে যতন ॥ ২ ॥
গাঅ বেঢ়িল তোর দীঘল বসনে।
তীন ভাগ চিরী তাক পেলাহ এখনে ॥
আঅর পেলাহ রাধা দধির পসারা।
কিছু পাতল হউ মোর নাঅ ভরা ॥ ৩ ॥
পাঞ্চ পাটের নাঅ গাতর ভরা।
হৃদের কাঞ্চুলী রাধা যমুনাত পেলা ॥
তবেঁ সুখেঁ পার হৈবেঁ এহি ভাঙ্গা নাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥
(পৃঃ ৮২।২-৮৩।১)

ভারখণ্ড।

মালবরাগঃ॥ রূপকং॥ চিত্রকলগনী॥
দণ্ডকঃ॥

চির দিন নাহিঁ রাধিকার দরশনে।
তে কারণে বড়ায়ি থীর নহে মনে ॥ ১ ॥
চিন্তিতেঁ দুগুণ ভৈল হৃদয়ে মদনে।
এবেঁ তাক আণী মোর রাখহ জীবনে ॥ ২ ॥

যতন করিআঁ তাক রাখে আইহনে।
তার রাজ রাধিকারে চাহে খনে খনে ॥ ৩ ॥
এতেকেঁ তাহাক আহ্মে আনিতেঁ না পারী।
আপণে উপাঅ মোক বোল তোহ্মে হরী ॥৪॥
উপস্থিত ভৈল বড়াঞি শরত সমএ।
তড় পথেঁ এবেঁ লোক মথুরাক জাএ ॥ ৫ ॥
এবেঁ তথাঁ কাহাঞিঁর নাহিঁ অধিকার।
হেন বুলী রাধা নেহ যমুনার পার ॥ ৬ ॥
রাধিকারে নিব আহ্মি যমুনার পার।
এথাঁ করিবোঁ কাহ্ন কোণ পরকার ॥ ৭ ॥
সরূপ করিআঁ কাহ্ন কহ মোর থানে।
তবেঁ রাধিকারে আণো হরষিত মনে ॥ ৮ ॥
যমুনার পথে আহ্মে ভার সজাইআঁ।
থাকিব পথের মাঝে মজুরিআ হআঁ ॥ ৯ ॥
রাধিকারে বুলিহ বিবিধ পরকার।
সে যেহ্ন আহ্মাকে বহাএ দধিভার ॥ ১০ ॥
ভাল বুইলেঁ কাহ্নাঞিঁ চল তোহ্মে যাঁটে।
আহ্মে রাধা লআঁ যাইউ মথুরার হাটে ॥১১॥
এহি পরকারেঁ তোর পুরিব আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১২ ॥
(পৃঃ ৮৬।১-২)

ভারখণ্ডান্তর্গতছত্রখণ্ড।
শ্রীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

দেবের দেবরাজ আহ্মে বনমালী।
কত না ভাণ্ডসি মোরে আবালী গোআলী ॥
ত্রিদশগণে রাধা মোকে ধরে মাথে।
হেনহি দেবকে কেহ্নে পেলাঅসি হাথে ॥১॥
সুরতি মানিআঁ[১] মোক বহাহিলেঁ ভার।
লোকমুখে বড় মোর করাহিলেঁ খাঁখার ॥ধ্রু॥

তীন ভুবনে রাধা আহ্মে অধিকারী।
নানা রূপ ধরী আহ্মে অসুর সংহারী ॥
সে দেব হরিআঁ মোক বিবুধি লাগিল।
তোহ্মার বচনে রাধা ভার বহিল ॥ ২ ॥
হলী বনমালী আহ্মে এ দুহি ভাই।
দৈবকী উদরে আহ্মে লভিল ঠাই ॥
অবতার কৈল আহ্মে তোর রতি আশে।
তোহ্মে কেহ্নে কর এবেঁ আহ্মাক নিরাসে ॥৩॥
এভোঁ গোআলিনী ধর আহ্মার বচন।
পাছে কৈলি[১] না পাইবেঁ নান্দের নন্দনে ॥
না পরিহর মোরে দেহ আলিঙ্গন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥
(পৃঃ ১০০।১)

বৃন্দাবন খণ্ড।
পাহাড়ীআ রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ প্রকীর্ণক ॥
লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

সুণ গোপীগণ আহ্মার বচন
অভয় দিলোঁ মো আপণে।
নিজ মন সুখে ফুল তুলী লআঁ।
যাহ যাহার যেন মণে ॥ ১ ॥
চির জীঅ কাহ্নাঞিঁ কুলের নন্দন
আহ্মারে দিলেঁ অভএ।
যেন জাতী তোহ্মে যেহ্ন লোক তাহার
উচিত হেন ন[২] হএ ॥ ল কাহ্নাঞিঁ ॥২॥
এ বোল শুনিআঁ কাহ্নাঞিঁ
খণেক মনে বিমরিষে।

১। ছাপা কৃষ্ণকীর্ত্তনে "মাণিআঁ" ছাপা হইয়াছে। কিন্তু পুথিতে ন-কার স্পষ্ট রহিয়াছে।

১। ছাপা কৃষ্ণকীর্ত্তনে "কোল" আছে। শব্দটিকে "কোল, কৈলি" দুই রূপেই পড়া যায়। "কৈলি" শব্দ পূর্ব্ববঙ্গে এখন প্রচলিত ; অর্থ—কিন্তু।

২। 'ন' অক্ষরটি মুদ্রিত কৃষ্ণকীর্ত্তনে ছাপা হয় নাই।

আজি হরিব মোর কাজের সিধী
পুরী চির আভিলাসে ॥ ৩ ॥
কাহ্নের বদন আতি সুশোভন
দেখিঅাঁ যুবতীগণে।
দৈব নিয়োজন মদন বাণে
বিকলি ভৈল পরাণে ॥ ৪ ॥
এক তরুণীকে দেখায়িল কাহ্নাঞিঁ
হোর ফুল আতি উচে।
তাক লাগি কর তুলিলেক গোপী
কাহ্নাঞিঁ ধরিল কুচে ॥ ৫ ॥
আয়র গোপী বুঝিল কাহ্নাঞিঁ
ফুল আছে দূর ডালে।
কেমনে পারিবোঁ এ ফুল কাহ্নাঞিঁ
উপায় বোল সকালে ॥ ৬ ॥
তাহাক তুলিঅাঁ ধরিল কাহ্নাঞি
সে ফুল তোলএ আপণে।
তুলিতেঁ নাম্বায়িতেঁ পায়িল আলিঙ্গন
কাহ্নাঞিঁ বিনি যতনে ॥ ৭ ॥
আয়র গোপী ফুল তুলিবাক
লাগিল ঝাঁটাল বনে।
গাছের পাত তাহাক ঝাপিলেক
না দেখিল একো জনে ॥ ৮ ॥
সে বনের মাঝেঁ দেব দামোদর
মিলিল দৈব ঘটনে।
পায়িল গোপী আপণ মনে
চুম্বিল তার বদনে ॥ ৯ ॥
পবনে চলিল গাছের পাত
তাত ভয়মনী ছলে।
কোহ্নো গোপীগণ চঞ্চল নয়ন
ধরিল আহার গলে ॥ ১০ ॥
হের ভাল ফুল হোর ভাল ফল
বুঝিঅাঁ দেব মুরারী।
দুখক নিঅাঁ পুরিঅাঁ কোলে
কৈল গোপী নারী ॥ ১১ ॥
হেন মনে বনে হরিল কাহ্নাঞিঁ
সকল গোপীর মণে।
অনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস গায়িল
দেবী বাসলী গণে ॥ ১২ ॥

(পৃঃ ১১৮।২-১১৯।১)

কালিয়দমন খণ্ড।

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

জাহাত লাগিঅাঁ নিজ পতি না চাহীল।
লোক ধরম ভয় কিছু না মানিল ॥
হেন কাহ্ন মৈলা কালীদহে ঝাঁপ দিঅাঁ।
গোপ যুবতী সব আনাথ করিঅাঁ ॥ ১ ॥
হৃদয়ত ঘাঅ দিঅাঁ রাধা গোআলিনী।
করএ করুণা বিনায়িঅাঁ চক্রপাণী ॥ ধ্রু ॥
কভোঁ না লঙ্ঘিব আর তোহ্মার বচন।
উঠ উঠ জলে হৈতেঁ নান্দের নন্দন ॥
কি করিব ধন জন জীবন ঘরে।
কাহ্নু তোহ্মা বিনি সব নিফল মোরে ॥ ২ ॥
হা হা নিদয় বিধি কেহ্নে হেন কৈল।
কোঁয়ল কাহ্নাঞিঁ কেহ্নে বিষজালেঁ মায়িল ॥
দেখিতেঁ রাপায়িল সব গোপীর পরাণে।
ত্রিভুবনে সুন্দর নাগরবর কাহ্নে ॥ ৩ ॥
রাধা এক রাখোআল পাঠাঅাঁ সত্বরে।
বারতা জাণায়িল নন্দ যশোদার ঘরে ॥
সুণিঅাঁ নন্দ যশোদা ভৈলা আচেতন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

(পৃঃ ১২৯।১-২)

পাড়াড়ীআ[1] রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

আহা ॥

তোহ্মে জল তোহ্মে থল তোহ্মে বন গিরী।
স্বগ্গ মর্ত্ত্য পাতাল তোহ্মে দেব হরী ॥
তোহ্মে সূর্য্য তোহ্মে চান্দ তোহ্মে দিকপাল।
লীলাতন্নু ধরি এবেঁ হৈলাহা গোআল ॥ ১ ॥
আপণা না চিহ্ন কেহ্নে এবে বনমালী।
জগত সংহর তোহ্মে কোণ ছার কালী। ধ্রু ॥
মীনরূপ ধরী জলে বেদ উদ্ধারিলেঁ।
কমঠ শরীরে তোহ্মে ধরণী ধরিলেঁ ॥
মাহাকোলরূপেঁ দন্তে মেদনী বিদারিলেঁ।
নরহরিরূপেঁ তোহ্মে হিরণ্য বিদারিলেঁ ॥ ২ ॥
বামনরূপেঁ তোহ্মে বলিক ছলিলেঁ।
পরশুরামরূপেঁ ক্ষত্রিয় নাশ কৈলেঁ ॥
শ্রীরামরূপেঁ তোহ্মে বধিলেঁ রাবণ।
বুদ্ধরূপ ধরিআঁ চিন্তিলেঁ নিরঞ্জন ॥ ৩ ॥
কলকীরূপেঁ তোহ্মে দলিলেঁ দুষ্ট জন।
এবেঁ উপজিলা কংশ বধের কারণ ॥
হেন শুনিআঁ কাহ্নাঞি পাইল চেতন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

(পৃঃ ১৩০।১-২)

পাহাড়ীআ রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

যাই যমুনার পানিকে আইস
সখি মোর সঙ্গে।
যমুনা জলে কুম্ভ ভরিআঁ
আসিব এ বড় রঙ্গে ॥
হেন বুলী রাধা কলসী লআঁ
জাএ গজগড়ি ছান্দে।
আলকেঁ শোভে বদন তাহার
যেহেন কলঙ্ক চান্দে ॥ ১ ॥

আল ॥

পাইল রাধা কালীদহ কুল
লইআঁ সখি সমাজে।
ঘাটত ভেটিল নান্দের পো
কাজ না বুঝিল লাজে ॥ ধ্রু ॥
হাসিতেঁ খেলিতেঁ গোপনারীগণ
লাগিলা যমুনাতীরে।
কাহ্নাঞির মুখ কমল দেখিআঁ
কেহো না ভরিল নীরে ॥
কেহো না পারিল করেঁ ধরিতেঁ
খসিল দেহ বসনে।
ওহার এহার মুখ চাহে সব
কাহ্নো থির নহে মনে ॥ ২ ॥
ওখন নয়ন নিমেষ না কৈল
দেখি প্রিয় বনমালী।
সকল গোআল যুবতী রহিলা
যেহ্ন কনকপুতলী ॥
এখো পাআ কেহো চলিতেঁ নারে
বুলিতেঁ নারে বচনে।
কাহ্নাঞি নাম পৃথিবীর চান্দ
তাহাত লাগিল মনে ॥ ৩ ॥
আনেক যতন করিআঁ রাধা
গেলি কাহ্নের সংমুখে।
বুইল কাহ্নাঞিরে থান এক যুচ
সখি পাণি নেউ সুখে ॥
পরিহাস রসেঁ দেব দামোদর
যেহ্ন নাহিঁ পরিচএ।
তেহ্ন মতেঁ বুলিল রাধাক উত্তর
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

(পৃঃ ১৩২।২-১৩৩।১)

১। মুদ্রিত কৃষ্ণকীর্ত্তনে "পাহাড়ীআ" ছাপা হইয়াছে। পুথিতে আছে "পাড়াড়ীআ"।

হারখণ্ড।

বিভাষরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

শুণ মায় যশোদাঅ তোহ্মারে বুঝাওঁ।
ভাগে পুণী জিলাহোঁ এখুনী মরিতাহোঁ॥
কেহো ধরে ঘোড়া চুলে কেহো ধরে হাথে।
দধির পসার তুলিআঁ দেতি মাথে॥ ১॥
আঅর না জাইব মা বাছা রাখিবারে।
ষোল শত যুবতীএঁ আহ্মারে বল করে॥ল॥ধ্রু।
যমুনার তীরে গোপীজন লআঁ রঙ্গে।
কেলি কৈল রাধা পরপুরুষের সঙ্গে॥
বুলিতেঁ চাহিলোঁ আসী রাধার দোষে।
আগেঁ আসী দোষে রাধা মোরে সেই রোষে॥২॥
তোহ্মার তনয় আহ্মে নান্দের নন্দন।
ধর্ম্ম ছাড়ী পাপত নাহিক মোর মন॥
বেআকুলী হআঁ রাধা মদন বিকারে।
দুই কান্ধ ফুলায়িল বহায়িআঁ দধিভারে॥ ৩
গরু রাখিবাক বুলোঁ যমুনার কূলে।
মামী মামী বুলিতেঁ আধিকেঁ বল করে॥
সরূপেঁ কহিলোঁ মা তোহ্মার পাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডিদাস গাএ॥ ৪॥

(পৃঃ ১৫২।২-১৫৩।১)

বালখণ্ড।

আহেররাগঃ॥ একতালী॥

আহ্মার বচন শুন কাহ্নাঞি গোআল।
গোআলিনী রাধা পাতে আশেষ জঞ্জাল॥
হাণ পাঁচ বাণে তাক না করিহ দয়া।
গোআলিনী রাধার খণ্ডুক সব মায়া॥ ১॥
শুণহ কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে আহ্মার বচনে।
রাধাক হাণ ফুলের পাঁচ বাণে॥ ধ্রু॥
পুরুবেঁ রাধাক দিলোঁ মো তোহ্মার তাম্বুলে।
কোণো পরকারেঁ না শুনিল মোর বোলে॥
কোন কাম না কৈলে তোহ্মাত লাগিআঁ।
আপণা বোলায়িল সতী আহ্মাক মারিআঁ॥২
বিলম্ব না কর কাহ্ন মোর বোল শুন।
ঝাঁট করী ফুলের ধনুত দেহ গুন॥
স্তম্ভন মোহন আর দহন শোষনে।
উচ্ছাটিণ বাণে লঅ রাধার পরাণে॥৩॥
ত্রিজগতনাথ তোহ্মে দেব বনমালী।
তোহ্মাকে না করে ভয় রাধা চন্দ্রাবলী॥
উলটিআঁ সে যাচু তোহ্মাকে যতনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥৪॥

বংশীখণ্ড।

কেদাররাগঃ॥ রূপকং॥

কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥১॥
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি সেনা কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥ধ্রু॥
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী॥২॥
আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন॥
পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥৩॥

বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী ॥
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন অভিলাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥৪॥

রাধাবিরহ।

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী।
একসরী ঝুরেঁ। মো কদমতলে বসী ॥
চতুর্দ্দিশ চাহোঁ। কৃষ্ণ দেখিতেঁ না পাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥১॥
নারিব নারিব বড়ায়ি যৌবন রাখিতে।
সব খন মন ঝুরে কাহ্নাঞিঁ দেখিতেঁ ॥ল॥ধ্রু॥
ভ্রমরা ভ্রমরী সমে করে কোলাহলে।
কোকিল কুহলে বসী সহকার ডালে ॥
মোঞেঁ তাক মানো বড়ায়ি যেহ্ন যমদূত।
এ দুখ খণ্ডিব কবেঁ যশোদার পুত ॥২॥
বড় পতিআশে আইলোঁ। বনের ভিতর।
ভর্ত্তোঁ। না মেলিল মোরে নান্দের সুন্দর ॥
উন্নত যৌবন মোর দিনে দিনে শেষ।
কাহ্নাঞিঁ না বুঝে দৈবেঁ এ বিশেষ ॥৩॥
মলয় পবন বহে বসন্ত সমএ।
বিকসিত ফুলগন্ধ বহু দূর জাএঁ॥
এবেঁ ঝাঁট আন বড়ায়ি নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥৪॥

পুঁথির মধ্যে, প্রত্যেক পদের শেষে, ভণিতায় চণ্ডীদাসের নাম সংযুক্ত রহিয়াছে। কবির আর একটি নাম ছিল অনন্ত; কয়েকটি পদের ভণিতায় ইহাও অবগত হওয়া যায়; যথা,—

১। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাইল
২। গাইল অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে
দেবী বাসলীগণে ॥
৩। মাথাএ বন্দিআঁ বাসলী পাএ।
অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥

৮৭ পত্রের ২য় পৃষ্ঠায় "শ্রীগুনরাজ খাঁ" এই নাম লেখা আছে। ২২৬ পত্রের পর পুঁথিখানি খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহার শেষে কি ছিল,তাহা জানিবার উপায় নাই। শ্রীযুক্ত বসন্ত-রঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের সম্পাদকতায় এই গ্রন্থখানি সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক ১৩২৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের অন্ধকারাবৃত গুহায় নূতন আলোক-পাত করিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালার উচ্চারণ-তত্ব, ভাষাতত্ব, বানান-প্রণালী, ছন্দ ও লিপি-তত্ত্ববিষয়ক নানাবিধ সমস্যা সেই আলোকের সাহায্যে অতি সহজেই সমাধান করা সম্ভবপর হইবে।

১৮০। প্রাচীন পদাবলী।

রচয়িতা—চণ্ডীদাস ও রসিকচান্দ।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। অঙ্কহীন একটি পাতা। প্রথম পৃষ্ঠায় ১২ এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি লিখিত। পরিমাণ, ১২½×৪ ইঞ্চি। প্রথমেই একটি হিন্দী দোহা আছে। তৎপরে রসিকচান্দ এবং চণ্ডীদাসের দুইটি পদ। পদ দুইটি এখানে তুলিয়া দিলাম।

বেদবিধি জন্ম নাই না ছিল পৃকিতি।
কোন লিঙ্গে হৈল পঞ্চ আত্মার উৎপতি ॥

কোন বস্ত হৈতে হৈল নাইকা সঞ্চার।
.... নাঞি আগমের পার॥
অজোনিসম্ভবা কহে সার মত।
শুদ্ধ সত্ত স্থির হৈলে পাবে এই পথ॥
............পুরুষের চারি হয়।
চন্দ্র সুর্য্য নামে দুই পুত্র নিকসয়॥
বামা দক্ষিনে দুই ধায় বজ।
দেখা দেবি রাহান (রহেন) তাথে জোর আলক্ষ॥
ক্রমে ক্রমে কহি চোদ্দ ভূবন প্রকাস।
ব্রহ্মাণ্ডে আসি কৈল জার জে বিলাস॥
চতুর রসিক বাঁকা পার হঞা গেল।
রসিকচান্দের মনে সন্দেহ রহিল ॥১॥ *॥

কামেত জননি ভাবেত সতিনি
ব্রজরতি অতিথারা।
এ সব বুঝিঞা জে জন মজ্যেছে
উপ[া]সনা বুঝেছে তারা॥
উত্তম ব্যঞ্জন অন্ন ঘ্রত দধি
অলপ খাইঞা চাইঞে রবে।
ভোজন করিলে ক্ষুধা সান্তি হবে
রাগ রতি ভাসিআ জাবে॥
রাগ রতি গেলে তারে নাহি মিলে
কতেক করক খেদ।
প্রিকিতি রামা গলার মালা
স্বভাব ভাবিতে ভেদ॥
প্রিকিতি সাধন সিদ্ধ পিঠ সম
জদি থির হত্যে পারে।
চঞ্চল হইলে ও কাম রতিতে
উঠু ডুবু করি মরে॥
পরম আত্মার প্রগটন হইলে
রতি থির তার [হয়]।
ভাব সিদ্ধ কিবা পাইলাম সম্ভোগে
রাখিতে বিসম দায়॥
চণ্ডিদাসে কহে রজকি আবেসে
ডুবিলাম বহুত দুর।
রজকিনির পায় এ তনু সপিনু
ভাঙ্গিনু সকল ঘোর॥ ২॥ *॥

১৮১। পদাবলী।

রচয়িতা—বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস।

পত্র, ১—৩, ১০; অসম্পূর্ণ। দোভাঁজ-করা তুলোট কাগজ। প্রথম পৃষ্ঠায় ৯ এবং অবশিষ্ট সমস্ত পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। পত্র কীট-দষ্ট; স্থানে স্থানে লেখা মুছিয়া গিয়াছে। পরিমাণ— ১৪" × ৪"½ ইঞ্চি। চারিখানি পাতায় মোট কুড়িটি পদ আছে;—তন্মধ্যে প্রথম দশটি বিদ্যাপতির এবং শেষ দশটিতে চণ্ডীদাসের ভণিতা দেখা যায়। কয়েকটি পদ তুলিয়া দিলাম।—

ইন্দ্র য়াদি করি সুর নর দানব
ত্রিপুর জিনল দসমাথে।
বীস বাহু পর বিজই ধনুর্দ্ধর
নৃপতি নিসাচরনাথে॥
মনিময় কুণ্ডল রতন অভোরন
সোভা করে দশ মুণ্ডে।
দিগবিজই করি বিক্রম বল ধরি
ছত্র ধরল নব দণ্ডে॥
সোই লংকাপতি দৈবে হরল মতি
বিপদ সময় জব ভেল।
রতন মুকুট পর বনচর বানর
চরনঘাত কত দেল॥

হরি হরি দৈবকি   গতি নাহি জান।
কবহু রাজপদ   বহু সুখ সম্পদ
কবহু শুরুয়া অপমান॥
ভনয়ে বিত্তাপতি   সুনহ জগজন
বড় বলবন্ত গোসাঞি।
সুখ সম্পদ জত   দৈব নিজোজিত
আপন হাথ কিছু নাঞি॥ ৩॥
(১১-২ পৃঃ)

চণ্ডীদাসের একটি পদ,—

রাই বলে সুন   হেদে গো বিনদি
ঘাটের জানহ পথ।
বড়ায়েরে রাধা   কহে রস কথা
বড় দেখি অনুরত॥
আর কত দুর   আছে মধুপুর
কহ না বেদনি বুড়ি।
সহজ গমনে   পথ নাহি চল
চলিয়া জাইতে নারি॥
কাহু পরসংগ   অলপ ইঙ্গিতে
সুধাইছে জত নারি।
কহিতে কহিতে   হইলা মোহিতে
কহ কহ আগ বুড়ি॥
কহিছে বড়াই   আপন দড়াই
যাবায়ে জমুনা নায়ে।
উ পার হইলে   জা চাহ তা দিব
এ পারে নাহিক সোয়ে॥
হাসি কহে রাধা   বলে বানি আধা
উ পারে কে রাছে বল।
বড়াই বলিছে   কহিলে কহিব
আগে দেখাইব চল॥
হরস রমনি   রাই বিনোদিনি
পুলকে পুছু সুধায়।
সে জন কেমন   কিব্যা তার নাম
দ্বিজ চণ্ডিদাসে গায়॥ ১৩॥
(পৃঃ ১০।১)

প্রথম তিন পত্রে শ্রীরাধার আক্ষেপোক্তি এবং দশম পত্রে বড়াই ও সখীগণের সহিত রাধিকার মথুরাগমন সম্বন্ধীয় কয়েকটি পদ আছে।

১৮২। দণ্ডাত্মিকা গ্রন্থ।

(একান্ন পদ)

রচয়িতা—গোবিন্দদাস।

পত্র, ২—১১; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা শাদা কাগজ। ২—৪ পত্রে এবং শেষ পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি, অন্য সমস্ত পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। পরিমাণ, ১০½"×৪½" ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২১ সাল।

পুথিখানিতে মোট ৫১টি পদ ছিল। তন্মধ্যে ১ম পাতাখানি না থাকায় দুইটি পদের অভাব আছে। এই পদগুলিতে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। নিশাবসানে শারি-শুকের আলাপে শ্রীরাধার নিদ্রাভঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় গভীর নিশীথে কুঞ্জ-কুটীরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার মিলন পর্য্যন্ত বিবিধ লীলা এই সকল পদে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় পত্রের প্রথম এই,—

সারি সুক পিক   ঘন ঘন কুহরই
সুনইতে জাগল রাই।
জটিলাগমন সুনি   ধনি তনু কাঁপই
তুরিতে সে শ্যাম জাগাই॥

সুন বর নাগর কান।
তুরিতেহি বেস বনাহ জতন করি
জামিনি ভেল অবসান ॥ ধ্রুয়া ॥
সারি সুক পিক কপোত কুহরত[১]
মউরা মউরি করু নাদ।
নগরক লোক জাগী যব বৈঠব
তবহুঁ পড়ব পরমাদ ॥
গুরু জন পরিজন ননদিনি দুর্জ্জন
তুহুঁ কিনা জানসি রিত।
গোবিন্দদাস কহে উঠি চল সুন্দরি
বিক(ঘ)টব কানু পিরিত ॥ ৩ ॥
গুরুজন জাগল ভৈগেল বিহান।
গ্র(গৃ)হ নিজ কাজ সমাপন জান ॥
সখিগন দধি মন্থন করু তাহিঁ।
ঘন ঘন গরজন উপমা নাহি ॥
কোই সখি গুরুজন সেবন কেল।
কনককুম্ভ লই কোই চলি গেল ॥
কুসুম তোরি কোই গাঁথই হার।
কোই ঘর বাহির করত বেহার ॥
নিতি নিতি ঐছন করতহিঁ রীত।
গোবিন্দদাস কহে অনুপ পিরিত ॥ ৬ ॥

(২।২ পত্র)

সারঙ্গ।

সখাগন সঙ্গে রঙ্গে যদুনন্দন
ভোজন করত দুই ভাই।
রোহিনী দেবি করত পরিবেসন
রসবতি দেত বাড়াই ॥
রতনথারি ভরিপুর বিবিধ-মিঠাই খির
দধি সারুয় অন্ন ব্যেঞ্জন মুমধুর ॥
ভোজন কেলি কহন নাহি জায়ত
আনন্দে কো. করু ঘোর।
ভোজন সারি সয়ন করু পলঙ্গেক
সুখময় নন্দকিসোর ॥
জে কিছু শেষ রহল থারি পর
ভোজন করতহি গোরি।
গোবিন্দদাস ঝারি লই থাড়ি
পরন লুটায়ত খুরি ॥১৮॥ (৫ম পত্র)

কল্যনাড্রি।

কানুক দরসন ভেল।
সহচরি তুরিতহি গেল ॥
কাহে কথন সুনি ভোরি।
বেস বনায়ত গোরি ॥
প্রিয় সহচরি করি সঙ্গ।
বসন ভুষণ করি অঙ্গ ॥
নব নব নাগরি বালা।
জৈছন চান্দকি মালা ॥
বায়ত কত কত তান।
কত রাগ করতহি গান ॥
রসিক রমনি কত ভাস।
সুনতহি গোবিন্দদাস ॥২৫॥ (৬ষ্ঠ পত্র)

কল্যন।

নব ঘন কাননে সোভন পুঞ্জ।
বিকসিত কুসুমে সোভিত কুঞ্জ ॥
নৌতুন পল্লবে সোভন ডাল।
সারি সুক পিক বোলে রসাল ॥
তহি বনে অপরূপ রতন হিডোর
তাহি বৈঠল কিশোরি কিশোর ॥
ব্রজরমনিগন দেত ঝকোর।
গীরত জানি ধনি করতহি কোর।
কত কত উপজত রসপরসঙ্গ।
গোবিন্দদাস তহি দেখত রঙ্গ ॥ ২৮ ॥

(৭ম পত্র)

১। পুথিতে আছে—'কোপত কুহরব কত।'

বড়ারি।

সখিগন মেলি করত জয়কার।
শ্যামের কণ্ঠে দেয়ত ফুলহার॥
নিজ মন্দিরে ধনি করল পয়ান।
ঘন-বোমে রহল সুনাগর কান॥
সখিগন সঙ্গে রঙ্গে চল গোরি।
মনিভূসনে অঙ্গ উজোরি॥
সখ্যসবদ ঘন জয় জয়কার।
সুন্দর বদন কষচ কুচভার॥ ৩৬
(৮ম পত্র)

শেষ,—

ভূপালি।

রতি রসে অবস আলসে অতি ঘূর্ণিত
সুতলি নিভৃত নিকুঞ্জে।
মধুমদে ভ্রমর ভ্রমরি মৃদু ঝঙ্কর
বিকসিত কমল ফুল পুঞ্জে॥
বিনদিনি রাধা মাধব কোর।
তমালে বেঢ়ল জনু কণক লতাবলি
দুহু তনু অতি উজোর॥
ভুজে ভুজে ছন্দ বন্ধ করি সুন্দরি
শ্যামের কোরে ঘুমায়।
রতি রসে অবেশ দুহুঁ তনু জর জর
প্রিয়সখি চামর ঢুলায়॥
সুবাসিত নীর ঝারি ভরি সহচরি
রাখল দুঁহু জন পাসে।
মন্দির নিকটে পদতলে সুতব
সহচরি গোবিন্দদাসে॥ ৫১॥

ইতি দণ্ডাত্মিকা গ্রন্থ সমাপ্ত॥ সন ১২২১ শকাব্দাঃ ১৭৩৬॥ তারিখ ২৬ জ্যৈষ্ঠ দশহরা তিথি।

৪।১ পৃষ্ঠায় ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থে "র" প্রত্যয় আছে।

১৮৩। পদাবলী

রচয়িতা—গোবিন্দদাস

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। পত্র, ১—৪৮; সম্পূর্ণ; ২৮ সংখ্যক পাতা দুইখানি। মাঝের পাঁচখানি এবং শেষের ১১খানি পাতা ঈষৎ নীল রংএর। পুথিখানিতে দুই, কিঁ তিন জন লিপিকরের হাতের লেখা আছে। পঙ্ক্তি বিন্যাসের কোনও নিয়ম নাই—৮ হইতে ১৩ পঙ্ক্তি পর্য্যন্ত এক এক পৃষ্ঠায় লেখা আছে। পরিমাণ, ১৪×৪ ইঞ্চি। লিপিকাল, ১১৮৩ সাল।

গোবিন্দদাসের বিরচিত রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক প্রায় ২৯২টি পদ এই পুথিতে আছে। প্রথম পাতার প্রথম পৃষ্ঠায় একটি সূচী দেওয়া আছে। কোন্ কোন্ বিষয়ের পদ ইহার মধ্যে আছে, সূচীটি দেখিয়া সহজেই তাহা জানা যায়। (১) গৌরচন্দ্রের রূপ বর্ণন, (২) শ্রীকৃষ্ণের রূপ, (৩) গোষ্ঠবিহার, (৪) গোপীর রূপ, (৫) রাধার পূর্ব্বরাগ, (৬) কৃষ্ণের পূর্ব্ব-রাগ, (৭) গোপীর স্বয়ংদৌত্য, (৮) কৃষ্ণের স্বয়ংদৌত্য, (৯) গোপী ও শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী, (১০) রূপোল্লাস, (১১) রাস, (১২) সম্ভোগ, (১৩) রসালস, (১৪) রসোদ্গার, (১৫) অনুরাগ, (১৬) মান, (১৭) বিরহ, (১৮) অভি-সারোৎকণ্ঠা, (১৯) অভিসার, (২০) অভিসারানু-রাগ, (২১) বাসকসজ্জা, (২২) উৎকণ্ঠিতা, (২৩) বিপ্রলব্ধা, (২৪) খণ্ডিতা, (২৫) কলহা-ন্তরিতা, (২৬) প্রোষিতপ্রেয়সী, (২৭) ভবন্-বিরহ, (২৮) মাথুর, (২৯) বারমাসিয়া, (৩০) স্বাধীনভর্ত্তৃকা, (৩১) কাওয়া দোল,

(৩২) মান, (৩৩) নৌকাখণ্ড—এই সমস্ত বিষয়ের পদ পুথিতে সংগৃহীত আছে। বলা বাহুল্য, পদগুলি সবই গোবিন্দদাসের রচিত।

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ,—

কানড় রাগ।

নিরুপম হেমযোতি জিতি বরনা।
সজিত রঞ্জিত রঞ্জিত চরনা॥
নাচত গৌর গুণমনিআ।
চৌদিগে হরি হরি ধনি ধনি ধনিয়া॥ ধ্রু॥
সরদ ইন্দু নিন্দি সুন্দরবয়না।
অহনিসি প্রেম নিরঝরে ঝরু নয়না॥
বিপুল পুলকপরিপুরিত দেহা।
নিজ রসে ভাসি ন পায়বই থেহা॥
জগ ভরি পুরল এহেন আনন্দা।
মহিমা বঞ্চিত দাস গোবিন্দা॥ ৮॥ (পৃঃ ২।২)

রূপ,—

সিন্ধুড়া রাগ।

অঞ্জন গঞ্জন জগজনরঞ্জন
জলদপুঞ্জ জিনি বরনা।
তরুনারুন থল- কমল-দল কল-
মঞ্জিররঞ্জিত চরনা॥১॥
দেখ সখি নাগররাজ বিরাজে।
সুখই সুধারস হাস বিকাসিত
চাঁদ মলিন ভেল লাজে॥ ধ্রু॥
ইন্দিবর বর গর্ব্ব বিমোচন
লোচন মনমথ ফান্দে।
জানু ভুজগপাসে বাঁধল কুলবতি
কুলদেবতি মন কাঁন্দে॥২॥
ভ্রমর করম্বিত অজানু বিলম্বিত
কেলী কদম্বক মাল।
গোবিন্দদাস চিত নিতি বিহারত
ঐছন মুরতি রসাল॥২৩॥ (পৃঃ ৪।২)

শ্রীরাধার রূপ,—

কুঞ্চিত কেসিনি নিরুপম বেসিনি
রস আবেসিনি ভঙ্গিনি রে।
অজ তরঙ্গিনি অধর সুরঙ্গিনি
নব নব রঙ্গিনি রে॥ ১॥
সুন্দরি রাধে আয়এ বনি।
ব্রজরমনিগনমুকুটমনি॥ ধ্রু॥
কুঞ্জরগামিনি মতিম দামিনি
দামিনি চমকি নিহারিনি।
অভরন ভারিনি নব অভিসারিনি
সামর হৃদয়বেহারিনি॥ ২॥
নব অনুরাগিনি অখিল সোহাগিনি
পঞ্চম রাগিনি মোহিনি।
রাসবেহারিনি হাস বিকাসিনি
গোবিন্দদাসচিতসোহিনি॥৩৫২॥
(পৃঃ ৮।২)

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ,—

বড়ারি।

নিসসি নিহারসি ফুটল কদম্ব।
করতলে বদন সঘনে অবলম্ব॥
খনে তনু মোড়সি কর কত ভঙ্গ।
অভিনব পুলকমুকুরে তন রঙ্গ॥
এ সখি মোরে না কর আর ছন্দ।
জানলোঁ ভেটলি শ্যামরচন্দ॥ ধ্রু॥
ভাব কি গোপসি গোপত নাহি রহই।
মরমক বেদন বদন সব কহই॥
ভজনে সেবারসি মদনক মোর।
গদ গদ সবদে কহসি আধ বোল।

আন ছলে আগণ আন ছলে পহু।
নয়নে গতাগতি করসি একত্ত ॥
দুরে রহু গুরুজন গৌরব লাজ।
গোবিন্দদাস কহ পড়ল অকাজ ॥ ৫৮ ॥
(পৃঃ ১৪২)

আগুহুতী,—

নট।

সুনইতে চমকিত গৃহপতিরাব।
তুয়া নুপুররবে উনমতি ধাব ॥
নাহ না হেরই কাল কি গোর।
জলদ নেহারি নয়ন ঝর লোর ॥ ১ ॥
সাধিক সয়নমন্দিরে নাহি উঠই।
একুলি গহন কুঞ্জ মাহা লুঠই ॥
পতিকর পরসে মানই জনজাল।
বিজনে আলিঙ্গন তরুন তমাল ॥ ২ ॥
মুরলিনিসান শ্রবন ভরি পিবই।
গুরুজনবচ[ে]ন বহির সম নবহি (?) (রহই)॥
ঐছন জতহু মরম অভিলাখ।
কতএ নিবেদীব গোবিন্দদাব ॥ ৮৪ ॥
(পৃঃ ১৪।১)

তথা ॥

খিতিতলে সুতলি বালা।
খণ্ডিত মোতিমমালা ॥
খসল কবরি কেসপাষ।
খরতর বিরহ হুতাস ॥ ১ ॥
খঞ্জনীনয়নি ধনি রাই।
ক্ষীরত তুআ পথ চাহি ॥ ধ্রু ॥
খনে খনে তুয়া গুন গায়।
খপুর কপুর নাহি খায় ॥
খলয় বলয় দুহু হাথ।
খেদ কহই নাহি জাত ॥ ২ ॥
খল মৃজ্ঞে পিরিতিক সাধে।
খোয়ত কুলমরিজাদে ॥
খিন তনু তনিক নিসাস।
খোজত গোবিন্দদাস ॥ ৩ ॥ ৯৯ ॥ (পৃঃ ১৫।১)

সম্ভোগ,—

জতিশ্রী ॥

ধরি সখি আচরে ভরি উপচন্দ।
বৈঠে না বৈঠই হরি পরিরম্ভ ॥
চলইতে আলি চলই পুন চাহ।
রস অভিলাসে অগোরল নাহ ॥ ১ ॥
সুবধল মাধব মুগধিনি নারি।
ও অতি বিদগধ এ রতি গোঙারি ॥ ধ্রু ॥
পরসিতে তরসি করহী কর ঠেলই।
হেরইতে বদন নয়নজল খলই ॥
হঠ পরিরম্ভনে থরহরি কাপই।
চুম্বনে বদন পটাঞ্চলে ঝাপ ॥ ২ ॥
সুতলি চীত পুতলি সম গোরি।
চীত নলিনী অলি রহই অগো[ি]র ॥
গোবিন্দদাস কহই পরিনাম।
রূপক কুপে মগন ভেল কাম ॥ ৩ ॥ ১১৮ ॥
(পৃঃ ১৯।২)

বারমাসিয়া,—

আঘন মাস রাস রসসায়র
নায়র মধুপুর গেল।
পুরনাগরিগন পুরল মনোরথ
বৃন্দাবন বন ভেল ॥ ১ ॥
খাওত পৌষ তুসার সমীরন
হিমকর হিম অনিবার।
নাগরি কোরে ভোরি রহু নাগর
করব কেমন পরকার ॥ ২ ॥
মাঘে নিদাঘ কোন পাতিআওত
আতপ মন্দ বিকাস।
দিনমনি তাপ নিশাপতি চোরল
কানু বিনু জিবন হুতাস ॥

ফাগুন গুনি [গুনি] গ(গু)নমণি গুনগু(গ)ন
ফাগুয়া খেলত রঙ্গ।
বিরহ পওধি অবধি নাহি পাইএ
দুতর মদনতরঙ্গ ॥ ৪ ॥
আওত চৈত চীত কত নিবারব
ঋতুপতি নব পরবেস।
কানন কুসুম কুসুমসরে হানল
কানু রহল দুরদেশ ॥ ৫ ॥
মাধবি মাঁসে সাধ বিধি বাধল
পিকুকুল পঞ্চম গান।
মধুকর বোলে দোলে খিন জীবন
কোন মিলায়ব কান ॥ ৬ ॥
জেঠহ মিঠ কহই সব রঙ্গিনী
চন্দন চন্দনি রাতি।
সীতল পবন সবহুঁ মোহে লাগল
দারুণ মনমথ সাতি ॥ ৭ ॥
আওএ আষাঢ় বাঢ় বিরহানল
হেরি নব নীরদপাতি।
নীরদ মুরুতি নয়নে জনু লাগল
নিঝরে ঝরু দিন রাতি ॥ ৮ ॥
সাওন রখন গগন ঘন গরজন
উনমত দাহুরি বোল।
চমকিত দামিনি জাগরি জামিনি
জিবন কণ্ঠহি কোল ॥ ৯ ॥
ভাদর দর দর দারুন দুরদিন
ঝাপই দিনমনিচন্দ।
শীকর নিকরে থীর নহ অন্তর
দহই মনোভব মন্দ ॥ ১০ ॥
আসিন মাসে বিকাসি সিত পঙ্কজিনি
সারস হংস মিসান।
নিরমল অম্বর হেরি সুধাকর
মোহে ঐছে বিমুরল কান ॥ ১১ ॥
কার্ত্তিক মাসি নিরাসল কোঁ বিহি
মিলায়ব রস রাস।
নিকরুন কানু কোন সমুঝায়ব
চল তুহুঁ গোবিন্দদাস ॥ ১২ ॥
(পৃঃ ৪৪।২—৪৫।১)

প্রত্যেক পদের ভণিতায় গোবিন্দদাসের নাম সংযুক্ত রহিয়াছে। কেবল মাত্র তিনটি পদে গোবিন্দদাসের নামের সহিত রায় বসন্ত, দ্বিজ রায় বসন্ত ও রূপনারায়ণের নাম দেখা যায়। সেই তিনটি ভণিতা এখানে তুলিয়া দিলাম।—

১। রায় বসন্ত মধুপ অনুসন্ধি
নন্দিত দাস গোবিন্দ ॥—৫ পত্র।
২। গোবিন্দ দাস ভন রসিক রসায়ন।
রস অতি ভূপতি রূপনারায়ন ॥—৫ পত্র।
৩। গোবিন্দদাস কহ কিএ মতিমন্ত।
ভুলল জাহে দ্বিজ রায় বসন্ত ॥—৭ পত্র।

পুথির শেষে নৌকাখণ্ডের দুইটি পদ; তাহার শেষ পদটি এই,—

কেদার।

জব লহু লহু হাসি ধরমে ধরম পসি
নাবে চঢ়াঅই তোঁই।
তইখনে মঝু মন ভেলহি আনহি ছল
বেকত করল ফল সেই ॥ ১ ॥
সুন্দরি হরি সঞে মানহ কুঞ্জবিনোদ
ইহ নাবিক অতি চপল চপল মতি
অব জেও তেও পরবোধ ॥ ধ্রু ॥
গগনহি ঘন বিজুরি ঝলকত
দিনহি ভেল আন্ধিয়ারি।
থরতর পবনে তরনি ঘন ঘুরই
পৈঠত জল অনিবারি ॥ ২ ॥

চুরজন পানি পড়লে জিউ সংসয়।
ইথে জানি করহ বিচার।
তুয়া ইঙ্গিতে আয়ু সব সখি জিবই
গোবিন্দদাস কহ সার ॥ ৩ ॥ ৯২ ॥

রাধাকৃষ্ণায় নম ॥ ই পুস্তক সমাপ্ত ॥ ইতি ॥ সন ১১৮৩ সাল ॥ তারিখ ৭ ফাগুন ॥ * ॥ শ্রীকৃষ্ণনাথ গোস্বামী ॥ * ॥ শ্রীরাম রাম সহায়॥

সখি হে হিত বচন কুছ সুনু।
পর উপকার বহু করে গুনু ॥
পর উপকার নাহি [ক]রে জেই।
ভুত প্রেত পিচাসিনি সেই ॥
জো নারি নাহি জানে পঞ্চ পুরুসকি সুক।
প্রাতকে না হেরোবো তাহাক মুখ ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
এ রসে বঞ্চিত একভাতারি ॥ • ॥

এই পদটি পরবর্ত্তী কালে ভিন্ন কালিতে অপর কোন লেখকের লিখিত বলিয়া মনে হয়।

১৮৪। পদাবলী।

রচয়িতা—গোবিন্দদাস।

পত্র—৬-৫০, ৫২-৫৪, ৫৭-৬৯ ; অসম্পূর্ণ। ১১ সংখ্যক পাতাখানি মধ্যদেশে লম্বাভাবে ছিন্ন। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। পঙ্‌ক্তি-বিন্যাসের কোনও নিয়ম নাই—৪ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত এক এক পৃষ্ঠায় লিখিত আছে; কয়েকটি পৃষ্ঠা আবার একেবারে শাদা। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দক্ষিণ ও বামে দুইটি করিয়া লাল কালির রেখা এবং শেষের কয়েকটি পত্রের কয়েক ছত্র লাল কালিতে লিখিত। পরিমাণ ১০¾"×৫"।

১৮৩ সংখ্যক পুথির সহিত আলোচ্য পুথিখানি অভিন্ন এবং তাহার ও ইহার পদ ও বিষয় প্রায় এক।

৬ষ্ঠ পত্রে শ্রীকৃষ্ণের রূপ,—

মাউর ধানসি।

কুবলয় নীল রতন দলিতাঞ্জন
মেঘপুঞ্জ জিনি বরন সুছাঁদ।
কুঞ্চিত কেস খচিত শিখিচন্দ্রিক
অলকবলিত ললিতাননচান্দ ॥ ১ ॥
আওএ রে নবনাগর কাহ্নি।
ভাবিনি ভাব বিভাবিত অন্তর
দিন রজনি নাহি জানত আন ॥ ধ্রু ॥
মধুরাধরহি হাস অতি মনোহর
তহিঁ অতি সুমধুর মুরলি বিরাজ।
ভাঙু বিভঙ্গিম কুটিল নেহারহি
কুলবতি উমতি ছুরে রহু লাজ ॥ ২ ॥
গজপতি ভাঁতি গমন অতি মন্থর
মনি মাঞ্জর বাজত রনঝনিঞা।
হেরইতে কত মদন মরুছাই
গোবিন্দদাস কহই ধনি ধনিঞা ॥ ৩ ॥

৩৮ পত্রে রাস-সম্ভোগ,—

কালিন্দিতির সুধারস সমিরন
কুন্দ কুমুদ অরবিন্দ বিকাশ।
মাচত মোর মত মধুকর শুক
সারি পিক পঞ্চম ভাষ ॥ ১ ॥
মধুবনে নিধুবনমুগধ মুরারি।
লুবধ গোপবধু অধিক লাখ সঙ্গে
বিহরে বৃখভানুকুমারি ॥ ধ্রু ॥

নাচত নটিনি গাওএ নটশেখর
গাওএ নটিনি নাচে নটরায়।
শামর গোরি গোরি শঙ্গে শামর
নব জলধরে কত তড়িত বিরাজ ॥ ২ ॥
হেরি হেরি রাস বিলাস মনোহর
মনমথে লাগল মনমথ ধন্দ।
ভুলল গগনে সগন রজনিকর
চৌদিগে ফিরত দিপধরছন্দ ॥ ৩ ॥
তারাগিন সঙ্গে তারাপতি হেরি
লাজে লুকায়ল দিনমনিকাঁতি।
গোবিন্দদাসপঁহু জগতমনমোহন
বিহরত ভেল কলপ সম রাতি ॥ ৪ ॥

শেষ পত্রে দূরপ্রবাস,—

শ্রীগান্ধার রাগ ॥

জাহাঁ জাহাঁ অরুন চরনে চলি জাত।
তাঁহা তাঁহা ধরনি হইএ মঝু গাত ॥
জো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
হাম ভরি সলিল হইহো তহিঁ মাহ ॥ ১ ॥
এ সখি বিরহমরন নিরবন্ধ।
ঐছে মিলএ জব গোকুলচন্দ ॥ ধ্রু ॥
যো দরপনে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ যোতি হইএ তহিঁ মাহ ॥
যো বিজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তহিঁ হইএ মৃদু বাত ॥ ২ ॥
জাহা পহু ভরমই জলধরশ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হইএ সোই ঠাম ॥
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন গোরি।
সো মরকততনু তোহে কিয়ে ছোরি ॥ ৩ ॥ ১৪ ॥

সমস্ত পদেই গোবিন্দদাসের ভণিতা। ৮ম পত্রে গোবিন্দদাসের নামের সহিত এই দুইটি নাম সংযুক্ত দেখা যায়,—

১। কনকারালিত চরনকমলমধু
মধুপ সোই সুজান।
রাজা নরসিংহ রূপনারায়ন
গোবিন্দদাস অনুমান ॥ ৩ ॥

২। গোবিন্দদাস ভন রসিকরসায়ন।
রসয়তু ভূপতি রূপনারায়ন ॥ ৩ ॥

পুথির মধ্যে চ ও দএর আকার অপেক্ষাকৃত পুরান। ৮।১ পৃষ্ঠায় একটি জ কৃষ্ণকীর্ত্তনে ব্যবহৃত জএর মত।

১৮৫। প্রাচীন পদাবলী।

রচয়িতা—গোবিন্দদাস।

পত্র—১-২, ৪-৩৫ ; অসম্পূর্ণ। ৮ পাতা পর্য্যন্ত বাম দিকের উপরে খানিকটা ছেঁড়া। পুরু শাদা বিলাতী কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১২ হইতে ১৪ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। ২৭ পত্র পর্য্যন্ত এক হাতের এবং ২৮—৩৫ পত্র পর্য্যন্ত অপর হাতের লেখা। পরিমাণ ১১" × ৫২/৪"। পদসংখ্যা—১৯০।

পূর্ব্বে ১৮৩ ও ১৮৪ সংখ্যক যে দুইখানি পুথির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, আলোচ্য পুথিখানি তাহার সহিত অভিন্ন। সেই জন্য ইহার বিস্তৃত বিবরণ না দিয়া, কেবল প্রথম পত্র হইতে কিয়দংশ তুলিয়া দিতেছি। ১৮৩ সংখ্যক পুথিতে এই প্রথম অংশটুকু নাই।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

সারঙ্গ রাগ ॥

পহু মোর শ্রীনিবাস গুন গুনধাম।
দিনহিন তারন প্রেমরসায়ন
ঐছন মধুরিম নাম ॥

চম্পক বরন ইবুন তনু সুবলিত
কৌষিক বসন বিরাজে।
প্রেম নাম করি কহতি ভাগবত
সেহি বরন তনু সাজে ॥
নিজ নিজ ভজন কহত পারিসাদগন
প্রকটই চরনারবিন্দ।
নিরবধি বদনে মধুর নাম জপতহি
রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ ॥
ভকতি রাচরন গোবিন্দদাস রনাথে ॥১॥

ভূপালি।

শ্রীপাদসুধাকমলরসপানে।
শ্রীবিগ্রহগুন করি গানে ॥
শ্রীমুখবচন শ্রবনসুখসঙ্গি।
অনুভব ভেল কত প্রেমতরঙ্গি ॥
এ মন কাহে করসি রনুতাপ।
পহুক প্রতাপমন্ত্র কর জাপ ॥
জো কিছু বিচারি মনোরথে চড়লি।
প্রভুক চরন সারথি কয়লি ॥
রথক বাহন বাহনক প্রাণ তুরঙ্গ।
আসাপাস জুতি লহ শ্রীঙ্গ ॥
সিলাজলধীতিরে চলু ধাই।
সো রঙ্গমম তরঙ্গত রহত (?) রবগাহি ॥
রঙ্গতরঙ্গি সঙ্গি হরিদাস।
রতি মনি দেই পুরব অভিলাস ॥
সো রসজলধি মঝে মনু গেহ।
তহি রহ গোরি শ্যামর দেহ ॥
সারথি লেই মিলায়ব তাই।
গোবিন্দদাস গোরাগুন গাই ॥

শ্রীরাগ।

বিজ্ঞাপতি যুগ চরন সরোরুহ
নিষাঙ্কিত মকরন্দে।
ভখি মধু মনিস মাতল মধুকর
পিবইতে কর মনুবন্ধে ॥
হরি হরি কিয়ে মঝলু হোয়ি।
রমনিসিরোমনি নাগরসেখর
লিলা স্ফুরবই মোই ॥
জনু জনু বামন ধরল সুধাকর
পহু চন্দ্রব জনি সিখরে।
অন্ধ ধাই কিয়ে দস দিস খোজব
কলপতরুরহ নিকরে ॥
না বুঝে ধন্দ করব অনুবন্ধ
ভকতচরননখ ইন্দু।
কিরনঘটায় ভুবন পরিপুরল
হাম কী না পাওব এক বিন্দু ॥
ঐছন জানি নিচ পরিমানিনি
প(পু)জহ পদহি যে জাগী।
গোবিন্দদাস কহে নিতি নব নৌতুন
সো পদযুগল অনুরাগি ॥

ইহার পরেই গৌরাঙ্গের রূপ-বর্ণনা, তাহা পূর্ব্বোক্ত দুইখানি পুথিতে আছে। ৬ষ্ঠ পত্রে গোবিন্দ দাসের নামের সহিত রায় বসন্ত, রাজ শিবসিংহ ও রূপনারায়ণের ভণিতা আছে।

১৮৬। পদাবলী।

রচয়িতা—গোবিন্দদাস।

পত্র, ১—২৫; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা শাদা কাগজ। ১, ২৪ ও ২৫ সংখ্যক পাতা ছেঁড়া। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৫ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। ২২ ও ২৩ পত্রের খানিকটা অন্য লিপিকরের লিখিত। তদ্ভিন্ন আগাগোড়া এক হাতের লেখা। পরিমাণ ১২¾" × ৪¾"।

১৮৩—১৮৫ সংখ্যক পুথির ন্যায় এই পুথিখানিও গোবিন্দদাসের পদ-সংগ্রহ—একই পুথি। তবে এই পুথির শেষে "ফাগুয়া" ও "বিরহচিত্রগীত"-বিষয়ক কতকগুলি পদ অতিরিক্ত আছে—যাহা পূর্ব্বের তিনখানি পুথিতে নাই। বোধ হয়, খণ্ডিত না হইলে আরও পদ ইহাতে পাওয়া যাইত। ২৪ পত্রে ফাগুয়া,—

বসন্ত ॥

ঋতুপতি বিহরতি নাগর শ্যাম।
রাধা রঙ্গিনি সঙ্গিনি বাম ॥ ধ্রু ॥
চুআ চন্দন পরিমল কুঙ্কুম
ফাগুরঙ্গে সব অঙ্গ ভরি।
মদনমোহন হেরি মাতল মনসিজ
মরুতি যুথ শ...গাওঅত হরি ॥ ১ ॥
কেহো ধরু অম্বর কেহো বহর কেহো
তনু পরশহি রহলী ভোরি।
কেহো লেই মুদরি কেহো লেই মুরলী
দুরহি দুর কেহো গাওঅত হোলি ॥২॥
ডম্ফ রবাব ....থাউজ
করতলতাল সুমেলি কয়ি।
গোবিন্দদাসপহুঁ নটবরশেখর
নাচত গায়ত তাল ধরি ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বের তিনখানি পুথির ন্যায় এই পুথিতেও কয়েকটি পদে গোবিন্দদাসের নামের সহিত রায় বসন্ত, রায় সন্তোষ, রূপনারায়ণ, রাজা নরসিংহ (৩ পত্র), শ্রীবল্লভ (২ পত্র) ও রায় চম্পাতির (১৪ পত্র) নাম সংযুক্ত রহিয়াছে। পুথিখানির অধিকাংশ অক্ষর কৃষ্ণকীর্ত্তনের অক্ষর অনুরূপ।

১৮৭। একান্ন পদ।

রচয়িতা—গোবিন্দদাস।

পত্র, ২—১০; অসম্পূর্ণ। ২—৭ পাতা বাঙ্গালা শাদা এবং ৮—১০ পাতা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। পরিমাণ, ১১"×৫½"। পদের পূর্ব্বে রাগের নাম ও পদের শেষে পদ-সংখ্যা লাল কালিতে লেখা।

সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি শ্রীগোবিন্দদাশ ঠাকুরের একান্য পদ শমপ্তং ॥ যথা দৃষ্ঠং নিক্ষতে ॥ ইতি

১৮২ সংখ্যক পুথি ও এই পুথি অভিন্ন। সুতরাং ইহার বিস্তৃত বিবরণ সেইখানে দ্রষ্টব্য। এই পুথির ৯ম পত্রে স্থল-পদ্মের সহিত নয়নের উপমা এবং ৫ ও ৭ পত্রে ষষ্ঠ্যর্থে 'ক' প্রত্যয় আছে।

১৮৮। একান্ন পদ।

(পদনির্ণয়)

রচয়িতা—গোবিন্দদাস।

পত্র, ১—৭; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১৩ হইতে ১৭ ছত্র পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ—৯½"×৪½"। লিপি-কাল, ১১৮৫ সাল।

১৮২ ও ১৮৭ সংখ্যক পুথি ও এই পুথি এক। উক্ত উভয় পুথিতে প্রথম অংশ না থাকায় এখানে তাহা তুলিয়া দিলাম।

৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥
নিসি অবসেষ জাগি সব সখিগন
বৃন্দাদেবি মুখ চাই।
রতিরসে অবস সুতি রহু দুহু জন
তুরিতহিঁ দেহি জাগাই॥
তুরিতহি করহু পয়ান।
রাই জাগাই নেহ নিজ মন্দিরে
নিকটহি হোত বেহান॥
সারি সুক পীক সকল পখিগন
ও সব দেহি জাগাই।
জটীলাগমন সবহু মেলি ভাখব
সুনইতে জাগবি রাই॥
বৃন্দা দেবি সব সখিগন জনে জন
মধুর মধুর করু ভাস।
মন্দির নিকটে ঝারি নিয়ে থাড়ে
হেরইতে গোবিন্দদাস॥ ১॥
সময় জানি সখি মিলিল যায়ে।
আনন্দে মগন ভেল দুহু মুখ চায়ে॥
দুহু জন সেবন সখিগন কেল।
চৌদিস চান্দ হেরি রহি গেল॥
নিলগিরি বেড়ি কিয়ে কনকেরি মাল।
গোরিমুখ সুন্দর ঝলকে রসাল॥
বানরি রব দেই কুকুটী করু নাদ।
গোবিন্দদাসপহু সুনি উনমাদ॥ ২॥

ইহার পরের অংশ ১৮২ সংখ্যক পুথির বিবরণে দ্রষ্টব্য। ৩ সংখ্যক পদের প্রথম চারি ছত্র উক্ত পুথিতে যেরূপ আছে, এই পুথিতে সেরূপ নহে; ১৮২ সংখ্যক বিবরণের "সারি সুক পিক" ইত্যাদি অংশ নীচের কয়টি ছত্রের সহিত মিলাইয়া দেখুন।

নিসি অবসেস কোকিল ঘন কুহরবে
জাগল রসবতি রাই।
বানরি নাদে চমকী উঠি বৈঠল
তুরিতহি স্যাম জাগাই॥—৩ পদ।

সমাপ্তিবাক্য,—

পদনির্ণয় সমাপ্ত। পাঠক শ্রীরাম-কীসোর(র) দত্ত। লিখিতং শ্রীপঞ্চানন সেন সন ১১৮৫ সাল।

১৮৯। একাম্র পদ।

রচয়িতা—গোবিন্দদাস।

পত্র, ১—১১; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত; একাদশ পত্রের ১ম পৃষ্ঠায় ১১ ও শেষ পৃষ্ঠায় ৩ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১৪"×৫"। পদসংখ্যা—৫১।

১৮২ সংখ্যক পুথি ও এই পুথি এক। সুতরাং বিস্তৃত পরিচয় উক্ত ১৮২ সংখ্যক বিবরণে দ্রষ্টব্য। এই পুথির দ এবং চ অক্ষর অনেকটা পুরাণ ধরণের। লদি (নদী, ৩ পঃ), লব (নব, ৫ পঃ) লাগরি (নাগরি, ৬ পঃ), লৌতুন (নৌতুন, ঐ), লপুর (নপুর, ৭পঃ) প্রভৃতি শব্দ দেখিয়া পুথিখানিকে বাঁকুড়া-বীরভূম অঞ্চলের বলিয়া মনে হয়। ৯ এবং ১১ পত্রে 'শ্যামের' অর্থে 'সামরু' শব্দের প্রয়োগ আছে,

সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি তা ৮ পৌষ্য শ্রীবাবুরাম দাষ বৈরাগ্য।

১১০। চিত্রগীত।

রচয়িতা—গোবিন্দদাস

পত্র, ১—৮; সম্পূর্ণ। দোভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রথম পৃষ্ঠায় ৭, শেষ পৃষ্ঠায় ৪, তদ্ভিন্ন অপর সমস্ত পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। পরিমাণ, ১০২" × ৪২"। পদ-সংখ্যা—২৩। ক-কারাদিক্রমে ২৩টি পদে শ্রীরাধিকার বিরহ-বিধুর অবস্থা পুথিতে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম অংশ এই,—

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ॥

চিত্রগিত ॥

কাঁচা কাচন কাঁতী কমলমুখি
কুলমিত কাননে জোই।
কুঞ্জ কুটিরে কলাবতি কাতর
কানু কাহু করি রোই ॥
কি কহব কিতব কতএ কুলকামীনি
কঠিন কুসুমসর সহই।
কবহিঁ কপোল কণ্ঠ করি কুঞ্চিত
কালিন্দিকুল মাহা রহই ॥
কর কেয়ুর কঙ্কন কটী কীঙ্কিনি
কাঞ্চন কণ্ঠক মালা।
কো কহে কুচতটে কোন কামাওল
কাজরে কাণ্টীম হারা ॥
কেবল কান্ত- কথা কহি কান্দই
কামকলঙ্কিনি গোরী।
কিঙ্কিত কাল কলপ করি মানই
গোবিন্দদাসপহুঁ ছোরি ॥ * ॥ ১ ॥

তথা রাগ ॥

খিতিতলে লুঠলি বালা।
খণ্ডিত মোতিম মালা ॥
খসল কবরি বেশ কেশ বাশ।
খরতর বিরহ হুতাশ ॥
খঞ্জনিনয়নি ধনি রাই।
খীরত তুয়া পথ চাই ॥
খল সঙ্গে পিরিতীক সাধে।
খোয়ল কুলমরিজাদে ॥
খপুর কপুর নাহি ভাওে।
খেনে খেনে তুয়া গুন গাওে ॥
খলয় বলয় দুহুঁ হাত।
খেদ কহই নাহি জাত ॥
খিন তনু তনিক সোয়াস।
খোজত গোবিন্দদাস ॥ ০ ॥ ২ ॥
গুরুজন গঞ্জন বোল।
গৃহপতি গরজন গঞ্জণ ঘোর ॥
গনইতে গোপকিশোরি।
গহন গেহ পরি ছোরি ॥
গোবিন্দ গুনবতি সোই।
গুনি গুনি জামিনি রোই ॥ ধ্রু ॥
গলত গলিত দিঠিধারা।
গিরত গিম মনিহারা ॥
গুপত গুপত রস আবে।
গরলহুঁ করত গরাশে ॥
গদ গদ সরে অবিরামা।
গাবই গিরিধরনামা ॥
গোকুলগোপীবিলাপ।
গোবিন্দদাস হিয়ে তাপ ॥ * ॥ ৩।

মধ্য অংশ,—

ধির বিজুরি সম বালা।
ধৈরজে রহই না পারা ॥
ধুল সুখ কোই না জান।
ধলে জলে রহই পরান ॥

খোরহি মুরুবি মুরারি।
খেহি না রহ বরনারি ॥ ধ্রু ॥
খাড়ি করত জব কোই।
থরহরি কাপই সোই ॥
থাতি ধরলি তুহু লেহ।
থোরত ধনি তহিঁ দেহ ॥
থাবর সম তুয়া ভাব।
থকিতহিঁ গোবিন্দদাব ॥ ১১ ॥ (৩।২ পত্র)

শেষ অংশ,—

হিরকী হার হৃদয়ে নাহি ধরই।
হরি মনি হোরি নয়ন ঘন ঝরই ॥
হিমকরকীরনে সো তনু দহই।
হাহা সুমুখি কতএ দুখ সহই ॥
হলধর শহহধর (?) কিয়ে তুহুঁ তোরি।
হেলে হারাওলি হিয়নমনি গৌরি ॥ ধ্রু ॥
হিয় মাহা লেহ মরম কাহে কহই।
হরি হরি বোলী মুরছি মন রহই ॥
হসী হসী হরখে তরখে-খেনে উঠই।
হেমপুতলি তনু মহিতলে লুটই ॥
হরিনিনরানি ররবধিদিন গনই।
হেরইতে পহু নিমিখ জুগ মনই ॥
হরল গিয়ান তোহারি রতিলাষে।
হোত কি না বুঝল গোবিন্দদাষে ॥ ২৩ ॥

সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি চিত্রগীত সমাপ্ত ॥ * ॥

এই পুথিখানির জ কৃষ্ণকীর্ত্তনে ব্যবহৃত জএর অনুরূপ।

১৯১। একাম্র পদ।

রচয়িতা—গোবিন্দদাস।

পত্র, ৩—৮; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১৩ [ক্তি] পর্য্যন্ত লিখিত। পরিমাণ, [illegible] "। খণ্ডিত অংশ বাদে ৪০টি [illegible] তে আছে।

১৮২ সংখ্যক পুথির সহিত [illegible] [illegible]। সুতরাং বিস্তৃত পরিচয় [illegible] সংখ্যক পুথির বিবরণে দ্রষ্টব্য।

সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি একাম্র পদাবলি শ্রীকবিরাজ [illegible] ॥

আলোচ্য পুথির চ ও চ অক্ষর [illegible] পুরাণ ধরণের। ৮ম পত্রে [illegible] আছে।

১৯২। পদাবলী।

রচয়িতা—গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, প্রেমদাস ও প্রতাপ[illegible]।

পত্র, ২—৩; অসম্পূর্ণ। [illegible] বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। ১ম ও ২য় পৃষ্ঠায় ১০, ৩য় পৃষ্ঠায় ১১ এবং ৪র্থ পৃষ্ঠায় ৫ পঙ্‌ক্তি লিখিত। দ্বিতীয় পত্রের বাম ভাগের নীচের খানিকটা ছেঁড়া। পরিমাণ, ১৩½" × ৪½"। পদসংখ্যা—৯। তন্মধ্যে গোবিন্দদাসের ৬টি এবং অপর প্রত্যেকের এক একটি করিয়া পদ আছে। চারি জনের চারিটি পদ নীচে তুলিয়া দিলাম।—

চল বৃন্দাবনে রাই চল বৃন্দাবনে।
নয়ান সফল হব শ্যাম দরসনে ॥
অঙ্গুলে অঙ্গরি পর চরনে নপুর।
বৃন্দাবনে যাতে পথে হইব উদুর।
গুরুজন জাগিলে তোমার ভাল নাহি হবে।
মুনিবর অভয়ন পথে পড়্যা আছে ॥

রবাব খমক বিনে বাজে চারু ভিতে।
তার মাঝে চলে রাই ফুলধনু হাতে॥
দু দিকে দু সখির কাঁধে ভুজ আরপিয়া।
প্রবেসিলা বৃন্দাবনে জয় জয় দিয়া॥
গোবিন্দদাস কহে তুহুঁ মন ভোর।
সনাএ সোহাগা জেন মিলল উজোর॥
বৃকভানুনন্দিনি রমনির সিরোমনি
নব নব রঙ্গিনি সঙ্গ
চলিল শ্রীবৃন্দাবনে স্তামচাঁদ দরসনে
রসভরে ডগমগি অঙ্গ॥
জিনি কত কোটি সোসি মুখে মন্দ মৃদু হাসি
পিঠে দুলে চাঁচর কেসের বেনি।
বেনি আগে সনার ঝাঁপা মাঝে মাঝে কনকচাঁপা
গোবিন্দের রিদএ মোহিনি॥
নিলমনি চুড়ি হাঁথে সনার কঙ্কন তাথে
নিল বসন রাএর গায়।
সনার নপুর পাশুমল রাঙ্গা পায় ঝলমল
হংসগমনে চলি জায়॥
ললিতার দক্ষিন হাঁথে বাম কর দিয়া তাথে
বৃন্দাবনে প্রবেস করিল।
শ্রীঅঙ্গের কান্তিমালা দস দিগ কর্যাচে আলা
প্রেমদাস আনন্দে ভাসিল॥০॥
বন্ধু হে কানাঞি মোর বন্ধু হে কানাঞি।
তোমা বিনে তিলেক জুড়াতে নাঞি ঠাঞি॥
রে ঝরকরনে বন্ধু আগুনির খুনি।
তোমার পিরিতি লাগি রাখ্যাচি পরানি॥
আগম দর্য্যার মাঝে ত্রিন সম ভাসি।
উচিত কহিতে নাঞি এ পাট পড়সি॥
সিখের উড়নি স্তাম পিরিসের বায়।
র্ষাসনার ছত্র তুমি দরিয়ার না॥
তুমি র্ষাধ কর দয়া এত দুখে সুখ।
জ্ঞানদাসে কহে রাধা তিলেক লাখ যুগ॥০
তোমার লাগিয়া রাধে তোমা আরাধিনু।
মনের মানস জত সকল সাধীনু॥
অঙ্গ মাঝে হব তোমার অঙ্গ পরিপুর।
অভরন মাঝে হব দুখানি নপুর॥
নখচন্দ্র চকোর পদকমলে ভ্রমর।
উ রূপে মকুর হব নিরাগে চামর॥
আর এক সাধ আমি করিয়াছি মনে।
অতি খিন রেনু হয়্যা থাকিব চরনে॥
রেনু হতে না পাই জদি মনে অনুমানি।
প্রতাপরুদ্রে কৃপা করহ আপনি॥০॥

পুথিখানিতে বিভিন্ন পদ-রচয়িতাদের পদ সংগৃহীত হইতেছিল। তৃতীয় পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় পাঁচ ছত্র পর্য্যন্ত লিখিয়া, যে কোন কারণেই হউক, লেখক আর অগ্রসর হন নাই।

১৯৩। প্রাচীন পদ।

রচয়িতা—গোবিন্দদাস।

১০″×৭½″ ইঞ্চি পরিমাণের এক খণ্ড বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। তাহার এক পিঠে বড় বড় অক্ষরে ১১ পঙ্‌ক্তিতে গৌরচন্দ্রের একটি মাত্র পদ। পদটি নীচে তুলিয়া দিলাম।—

৭ শ্রীকৃষ্ণঃ।

গৌরচন্দ্র পদ॥ ১॥

দেখত দেখত গৌরচন্দ্র
বেড়ল ভক[ত] নখতব্রন্দ
অখিল ভুবন উজর কারি
কুন্দ কনক কাতিয়া।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা *

বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে আমাদের খুব প্রাচীন উপাদানের অত্যন্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। মধ্যযুগের বাঙ্গালার সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকর নিদর্শন হইতেছে চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্য; এই বইয়ে আমরা খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের শেষের দিকে পশ্চিমবঙ্গে ব্যবহৃত কবিতার বা সাহিত্যের ভাষার একটী খাঁটি নিদর্শন পাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পূর্ব্বেকার কালের বাঙ্গালার নমুনা এ পর্য্যন্ত যাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহা হইতেছে এই কয়টী:—[১] বৌদ্ধ চর্য্যাপদ:—পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক তাঁহার 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। চর্য্যাপদের ভাষার স্বরূপ লইয়া বাঙ্গালা দেশে অল্প-স্বল্প আলোচনা হইয়াছে, এবং শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, উক্ত গীতিকবিতাগুলির ভাষা বাঙ্গালা নহে। এ স্থলে মজুমদার মহাশয়ের মন্তব্যগুলির বিচার করিব না, প্রবন্ধান্তরে সে বিষয় আলোচিত হইতে পারে। চর্য্যাপদের ভাষা আলোচনা করিয়া আমার নিজের সুদৃঢ় ধারণা এই হইয়াছে যে, এই ভাষা প্রাচীন বাঙ্গালা; আমার মতবাদের কারণগুলি আমি মৎপ্রণীত The Origin and Development of the Bengali Language পুস্তকের ১১০ হইতে ১২৩ এর পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে দিয়াছি। [২] দ্বিতীয় নিদর্শন ১০৮২ শকাব্দ বা খ্রীষ্টীয় ১১৫৯ সালে বন্দ্যঘটীয় সর্ব্বানন্দ-লিখিত অমরকোষের টীকায় প্রদত্ত তিন শতাধিক ভাষাশব্দে কতকটা পাই; এই শব্দাবলী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩২৬ সালের দ্বিতীয় সংখ্যায় রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়দ্বয় দ্বারা সুন্দর ভাবে আলোচিত হইয়াছে। [৩] তৃতীয় নিদর্শন হইতেছে প্রাচীন বাঙ্গালা দেশের তাম্রশাসনে প্রাপ্ত স্থানাদির নাম। তাম্রশাসনে রাজা বা অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্ত্তৃক ভূমিদানের কথা থাকে; দত্ত ভূমির চতুঃসীমা-নির্দ্দেশকালে গ্রাম নদী প্রভৃতির বহু নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল নাম, তুর্কী মুসলমানদের আসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে যে প্রাকৃত লোকভাষা আধুনিক বাঙ্গালার পূর্ব্বরূপ হিসাবে বিদ্যমান ছিল, সেই প্রাকৃত ভাষার শব্দ। যেমন 'ডোঙ্গা' গ্রাম, 'বাপ্পি' গ্রাম, 'বণ্ট' গ্রাম, 'কণামোটিকা' (=কাণামুড়ি) পাহাড়, 'বড়গাম', 'মহরাপুর,' 'খবমোত্তী', 'সাতকোপা', 'হট্টাগাজ', 'চবটী' (=চটী), 'কচ্ছুবড়া', 'বুড়ি পোখিরি', 'জোগল' নদী, 'পাল্লিটিপ্যক' বিষয়, ইত্যাদি।

এই তিন প্রকারের নিদর্শন ছাড়া পুরাতন বাঙ্গালার আর কিছুই আমাদের নাই। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের শেষের দিকে 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' নামে শৌরসেনী অপভ্রংশ ভাষার

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩০শ বর্ষের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

ছন্দের উপর একখানি বই সংকলিত হয়, তাহাতে প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও প্রাচীন হিন্দীতে লেখা শ্লোক বা কবিতা কিছু কিছু সংগৃহীত আছে। এই বইয়ের মধ্যে সংগৃহীত কতকগুলি কবিতা নাকি প্রাচীন বাঙ্গালায় লেখা, এইরূপ মতও প্রচার করা হইয়াছে। হইতে পারে যে, কতকগুলি কবিতা প্রথমটা বাঙ্গালা দেশে প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় লেখা হইয়াছিল; কিন্তু যে আকারে ইহাদিগকে আমরা প্রাকৃত পৈঙ্গলে পাইতেছি, তাহাকে বাঙ্গালা বলিতে পারা যায় না। প্রাকৃতপৈঙ্গলের ভাষায় শৌরসেনী অপভ্রংশ-প্রাকৃতের বিশেষত্বগুলি স্পষ্ট বিদ্যমান; ইহাতে প্রাকৃতের দ্বিত্বাবস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে সংক্ষিপ্ত করিয়া এক ব্যঞ্জনে পরিবর্ত্তিত করা হয় নাই (অর্থাৎ 'ভক্ত' হইতে জাত প্রাকৃত 'ভত্ত' শব্দ এখনও 'ভাত' অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হয় নাই)। শব্দ ও ধাতুরূপে বা সর্ব্বনামগুলির আকৃতিতে বাঙ্গালার বিশেষত্ব কিছুই নাই, বরং পশ্চিমা ভাষাগুলির বিশিষ্ট রূপই ইহাতে স্পষ্ট বিদ্যমান। এই জন্য প্রাকৃতপৈঙ্গলে প্রাচীন বাঙ্গালার অবস্থান স্বীকার করা কঠিন হইয়া উঠে।

প্রাচীন বাঙ্গালার ছোট একটি নমুনা মহারাষ্ট্র দেশে লেখা একখানি সংস্কৃত বইয়ে পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয়। মহারাষ্ট্রের দ্বিতীয় চালুক্যবংশের রাজা সোমেশ্বর ভূলোক-মল্ল খ্রীষ্টীয় ১১২৭ হইতে ১১৩৮ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। শকাব্দ ১০৫১ = খ্রীষ্টীয় ১১২৯তে ইঁহার নির্দ্দেশে 'মানসোল্লাস' বা 'অভিলাষার্থচিন্তামণি' নামে একখানি সংস্কৃত encyclopædia বা বিশ্বকোষ প্রস্তুত করা হয়। এই বইয়ের পরিচয় স্বর্গীয় সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় ১৩১৭ সালে মাঘ মাসের 'আর্য্যাবর্ত্ত' পত্রিকায় বাঙ্গালী পাঠকের কাছে উপহার দেন, এবং ইহার মধ্যে অবস্থিত দুই ছত্র বাঙ্গালা যাহা পাওয়া যায়, তাহাও প্রথম আমাদের গোচরে আনয়ন করেন। মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজবাডে মহাশয় এই পুস্তকের উপর একটি প্রবন্ধ প্রথম মারহাট্টা সাহিত্য-সম্মেলনে পাঠ করেন, এবং দেউস্কর মহাশয়ের বাঙ্গালা প্রবন্ধ ইহারই আধারের উপর লিখিত বলিয়া বোধ হয়। স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয় তাঁহার বিখ্যাত Early History of the Deccan পুস্তকে (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৯৫ সাল, পৃষ্ঠা ৮৯-৯০তে) রাজা সোমেশ্বর ভূলোকমল্ল ও তাঁহার উৎসাহে প্রকাশিত 'মানসোল্লাস' গ্রন্থের কথা বলিয়াছেন।

দেউস্কর মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এই সংস্কৃত বিশ্বকোষগ্রন্থে কতটুকু বাঙ্গালা পাওয়া যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে একটু অনুসন্ধান করি। 'মানসোল্লাস' এখন বড়োদায় গায়কবাড় সংস্কৃত গ্রন্থমালায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে, ইহার প্রথম খণ্ড গত বর্ষে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। সমগ্র বইখানি প্রকাশিত হইতে বোধ হয় কিছু দেরী লাগিবে। এই বইয়ে 'গীত-বিনোদ' নামক সংগীত ও ছন্দঃশাস্ত্র সম্বন্ধীয় অংশে সংস্কৃত, প্রাকৃত (লাটী), অপভ্রংশ ও দ্রাবিড়ভাষা কানাড়ীতে লিখিত কবিতা আছে। তদ্ভিন্ন প্রাকৃত-জ আরও দুই একটী ভাষায় কবিতা পাওয়া যায়। বইখানির অনুলিপি পুথি ভারতবর্ষের নানা স্থানে রক্ষিত আছে—বীকানের দরবার পুস্তকভাণ্ডারে, পুনায়, তাঞ্জোর রাজপুস্তকভাণ্ডারে।

পুনা হইতে আনীত এই বইয়ের একখানি পুথি ১৯২৩ সালে কলিকাতায় বসিয়া দেখিবার সুযোগ হয়। তখন তাহা হইতে আবশ্যক অংশগুলি উদ্ধার করিয়া লই। এই পুথিখানি সংবৎ ১৯৩০ = ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে নকল করা হইয়াছিল, এবং খুব ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ, বিশেষ প্রাকৃত অংশগুলিতে। আমার বন্ধু ইঞ্জিনীয়ার ও বাস্তুশিল্পী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন বীকানের রাজ্যে কর্ম্ম করিতেছিলেন। আমার প্রার্থনা-মত ইনি বীকানের হইতে বীকানের গড়ের বা দরবারের পুস্তকাগারে অবস্থিত এই বইয়ের খ্রীষ্টীয় ১৬৭১ সালে লেখা একখানি পুথি হইতে নির্দ্দিষ্ট অংশের নকল আনাইয়া দেন। বীকানের পুথির নকল এবং পুনার পুথি—এই দুইয়ের পাঠ মিলাইয়া আধুনিক প্রাকৃত-জ ভাষায় যে অংশটুকু ঐ বইয়ে মেলে, সেটুকু উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বহু স্থলে পাঠ করিয়া কিছুই অর্থসঙ্গতি হয় না। দুইখানি পুথিই ভ্রমপূর্ণ, আর বোধ হয়, দুইখানিই এক মূলের নকল—কারণ, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বেশী নাই। আমি নিম্নে ভাষায় লিখিত অংশের পাঠ দিতেছি :—

১। (বীকানের, পত্র ১৪১ ক ; পুনা, পত্র ১৬৮ খ)

......ছাড়ু ছাড়ু মইঁ জাইবো ? (=জাইবোঁ ? জাইব ?) গোবিন্দ সহ খেলণ...নারায়ণু জগহকেরু (= ? কেরা) গোসাঁঈ।

= 'ছাড়্ ছাড়্, আমি যাইব গোবিন্দ সহ খেলন (হেতু)...নারায়ণ জগতের গোঁসাই।'

এটী একটী রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গীতের অংশ বলিয়া মনে হয়। ইহার মধ্যে বিশেষভাবে পূর্ব্বী ভারতীয় ভাষার—বাঙ্গালার—রূপ হইতেছে 'মই' = মুই (= সংস্কৃত 'ময়া' + বিশেষ্যের তৃতীয়া বিভক্তি '-এন'), এবং 'জাইব' (= সংস্কৃত 'যাতব্যম্') ; 'জগহকের'—এখানে প্রাকৃতের '-কের' প্রত্যয় রক্ষিত হইয়াছে, যে প্রত্যয় হইতে আমাদের বাঙ্গালার ষষ্ঠীর '-এর' উদ্ভূত।

২। (বীকানেরের পুথি, পৃষ্ঠা ১৪১ খ ও ১৪২ ক ; পুনার পুথি, পত্র ১৬৯, ক, খ)

'বিষ্ণুর দশাবতার-স্তোত্র।

(ক) মৎস্য অবতার—

জেণেঁ রসাতল-উণু মৎস্য-রূপেঁ বেদ আণিয়লেঁ...তো সংসার-সায়র-তারণু মহ-তেঁ রাখো নারায়ণু।

'যৎকর্ত্তৃক রসাতল হইতে মৎস্যরূপে বেদ আনীত হইয়াছে...সেই সংসার-সাগর-তারণ আমাকে রক্ষা করুন নারায়ণ।'

এই অংশের ভাষা প্রাচীন মারহাট্টী। তবে ইহার মূল রূপ প্রাচীন বাঙ্গালা হওয়া অসম্ভব নয়।

(খ) কূর্ম্মাবতারবিষয়ক দ্বিতীয় পদটী অতি বিকৃত অবস্থায়, কিছু অর্থগ্রহ হইল না।

(গ) বরাহ অবতার—

জো সুয়র-রূরেঁ পায়লু পইশি দাণউ হরিণ-কহপু মাচরিঁ, দাঢ গোবিন্দ ধরণি উদ্ধরিঅঁ, সো দেউ……

'যিনি শূকররূপে পাতালে পশিয়া দানব হিরণ্যকশিপু মৃত্যুতে [পাতিত করিয়াছিলেন], দংষ্ট্রা-দ্বারা গোবিন্দ ধরণী উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই দেবতা… ।'

এটী কোন্ প্রদেশের ভাষা, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কারণ, ইহাতে গুজরাটী, রাজস্থানী, হিন্দী, সবগুলির সাধারণ বিশেষত্ব বিদ্যমান। শৌরসেনী-জাত প্রাচীন হিন্দীই ইহার আধার ধরিয়া লইতে পারা যায়।

(ঘ, ঙ) নৃসিংহ ও বামন অবতারবিষয়ক পদ দুইটী উদ্ধার করা দুরূহ।

(চ) পরশুরাম অবতার—

জে ব্রাহ্মণের কুলেঁ উপজিয়াঁ, কাতবীযা (কার্তবীর্যা) জেণেঁ বাহুফরসে খাণ্ডিয়া, পরশরামু দেউ (দেবু) শে মাহর (=মোহর ?) মঙ্গল করউ।

'যে (=যিনি) ব্রাহ্মণের কুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, কার্ত্তবীর্য্য যাঁহার-দ্বারা বাহু-পরশে খণ্ডিত (= বিধ্বস্ত) হইয়াছিল, সেই পরশুরাম দেবতা আমার মঙ্গল করুক (=করুন)।'

এই অংশটুকুর ভাষাকে প্রাচীন বাঙ্গালা বলিয়া গ্রহণ করিতে আমাদের কোনও আপত্তি হইতে পারে না। ইহাতে পূর্ব্বী আর্য্যভাষার ও বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা ভাষার কতকগুলি বিশিষ্ট রূপ মিলিতেছে; সর্ব্বনামে 'জে' (=যে), 'শে' (= সে ; 'শে' শব্দের তালব্য শ লক্ষ্য করিবার বিষয়); ষষ্ঠীতে '-এর' প্রত্যয় (উড়িয়া ও আসামীতে '-অর', মগহী-মৈথিলী-ভোজপুরীয়াতে '-ক্, -ক', পূর্ব্বী হিন্দীতে '-ক,' পশ্চিমা হিন্দীতে '-কো, -কৌ -কা, -কী', পাঞ্জাবীতে '-দা, '-দী', সিন্ধীতে '-জো, -জী', রাজস্থানীতে '-কো, -কী, -রো, -রী', গুজরাটীতে, '-নো, -নী,' মারহাট্টীতে '-চা, -চেঁ, -চী'); সংস্কৃত 'র্য্য' স্থলে 'য়' (তুলনীয়, চর্য্যাপদ ৩৬—'আচাএ' = আচার্য্য ; দ্বিতীয় নরসিংহদেবের উড়িয়া অনুশাসনে—ত্রয়োদশ শতকের উড়িয়ায়—'আচাএ' ; বাঙ্গালা 'আইমা' =আযি মা =আর্যিকা মাতা); অতীত ক্রিয়ার রূপ 'উপজিল' এবং 'খাণ্ডিল, খণ্ডিল' স্থলে 'উপজিয়া' (চন্দ্রবিন্দুযুক্ত রূপ লিপিকরপ্রমাদে ঘটিয়া থাকিবে) এবং 'খাণ্ডিয়া' আপাত-দৃষ্টিতে বাঙ্গালার নয় বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু '-ইল্ল' বা '-ইল' প্রত্যয় যোগ না করিয়াও কেবল 'ক্ত' প্রত্যয় হইতে উদ্ভূত অতীত ক্রিয়ার রূপ প্রাচীন বাঙ্গালায় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়—'-ইঅ, -ইআ, -ই, -ঈ' প্রাচীন বাঙ্গালায় '-ইল'র পাশাপাশি অতীত কাল দ্যোতনার জন্য ব্যবহৃত হইত ; যেমন—

১। 'মৌন করিআঁ দুহেঁ থাকি (=থাকিল) এক পাশে।' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, পৃঃ ২১৭)।

২। 'তোকে তত্ব বোলোঁ। চন্দ্রাবলী।

যোড় হাথ কৱী (=করিল) বনমালী ॥
তাত বড় পাইল আপমান।
তেঁসি তোহ্মা ছাড়ী গেল কাহ্ন ॥' (শ্রীকৃঃ কীঃ, পৃঃ ৩৪৩)।

৩। 'দুই চক্ষু ঢাকিঞা রাণী হেঁট মাথা করি (=করিল)।
নারদ মুনি হবে দিল টিটকারী ॥' (কৃত্তিবাস, উত্তর, সা-প সংস্করণ, পৃঃ ১৬)।

৪। 'হাথে ধরি কন্যা আনিল দেব শূলপাণি ॥
কন্যা লঞা হর ছায়ামণ্ডপে বসি (=বসিল)।
চারি দিকে বেঢ়িল সব দেব ঋষি ॥' (=ঐ, পৃঃ ১৭)।

৫। 'পুষ্পক রথ সাজিঞা ব্রহ্মা তাহাক দিল দান ॥
ব্রহ্মার বরে তুষ্ট হৈলা, বাপেরে নমস্করি (=নমস্করিল)।
অত বর পাইল তাহা বাপকে গোচরি (=গোচরিল) ॥
দুর্লভ বর ব্রহ্মা মোকে দিল দান।' (ঐ, পৃঃ ১৪)।

৬। 'তার দন্ত উপাড়িয়া নিল দুই ভাই।
সেই দন্তে মাহুত মারি যমঘরে পাঠাই (=পাঠাইল) ॥" (মালাধর বসুকৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়, বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, পৃঃ ৭৭১)।

৭। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি (=অবতরিলেন; অবতরিয়া)।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি (=বিহরিলেন) ॥
চৌদ্দ শত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দ শত পঞ্চান্নে হৈলা অন্তর্ধান ॥' (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি, অধ্যায় ১৩)।

এইরূপ '-ই'কারান্ত অতীত রূপের ভূরি ভূরি প্রয়োগ পুরাতন বাঙ্গালায় পাওয়া যায়। চর্য্যাপদের প্রাচীন বাঙ্গালায় তদ্রূপ '-ইল'র পাশাপাশি '-ই', '-ইঅ' এবং শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাবে '-ইউ', '-উ' রূপও মেলে; যেমন 'কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলিআ (=চলিল)' (চর্য্যা ১৯); 'দশবলরঅন হরিঅ (=হরিল) দশদিকেঁ' (চর্য্যা ৯); ইত্যাদি। অধিক উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং অতীতে '-ইআ' বা সংক্ষিপ্ত রূপে '-ইঅ, -ই, -ঈ' প্রত্যয় যখন আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙ্গালায় দেখিতে পাইতেছি, তখন মানসোল্লাসের দশাবতারস্তোত্রে পরশুরামবিষয়ক অংশে 'উপজিআ, খাণ্ডিআ'কে প্রাচীন বাঙ্গালা বলিতে কোনও আপত্তি হইতে পারে না।

[সংস্কৃত 'চলিত- =প্রাকৃত 'চলিঅ'; তাহা হইতে প্রাচীন বাঙ্গালার লকারহীন অতীত রূপ 'চলিঅ', 'চলিআ', 'চলি', 'চলী'। এবং প্রাকৃত 'চলিঅ'তে স্বার্থে '-ইল' প্রত্যয় জুড়িয়া 'চলিঅইল', 'চলিল্ল'; তাহা হইতে বাঙ্গালার লকার-যুক্ত অতীতের রূপ 'চলিল']।

(ছ) রামাবতার সম্বন্ধে পদটী দুইখানি পুঁথিতেই পাওয়া যায় নাই।

(জ) শ্রীকৃষ্ণাবতার—

নন্দগোউল জায়ো কন্হ জো গোবীজনেঁ নড়িহে (পড়িহে) ?......

'নন্দগোকুলে জাত কানু, যে (যিনি) গোপীজনের সহিত পতিত হইবেন।'...

এটীর সবটা পড়া গেল না। ভাষায় প্রাচীন ব্রজভাখা হিন্দীর ভাব আছে।

(ঝ) বুদ্ধাবতার—

বুদ্ধরূপেঁ জো দাণব সুরা রঞ্চউণি বেদদূসণ বোল্লউনি মায়া মোহিয়া, তো দেউ মাঝি পসাউ করু।

'বুদ্ধরূপে যে (= যিনি) দানব ও সুরকে বঞ্চিয়া বেদদূষণ (বাক্য) বলিয়া মায়ার দ্বারায় মোহিত করিলেন, সেই দেবতা আমায় প্রসাদ করুক (করুন)।'

এই ভাষা প্রাচীন মারহাট্টী।

(ঞ) কল্কি অবতারের উপর অংশটী সংস্কৃতে। তাই তাহা দিলাম না।

(জ) অংশের ভাষাকে প্রাচীন বাঙ্গালা বলিলে আপত্তি করিবার কিছুই নাই। এই অংশটুকুকে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রথম অর্দ্ধের বাঙ্গালা ভাষার নিদর্শন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সব দিক্ দিয়া সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী যুগের বাঙ্গালার সঙ্গে সম্পূর্ণ রকমে মেলে। প্রাচীন বাঙ্গালার যে চারি প্রকারের নমুনার কথা গোড়ায় বলিয়াছি, এই অংশটুকুকেও তাহাদের সামিল করিয়া ধরিয়া, ইহাকে প্রাচীন বাঙ্গালার পঞ্চম নিদর্শন বলিতে পারা যায়।

দ্বাদশ শতকে দেখিতেছি যে, নানা দেশভাষায় দশাবতারস্তোত্র ও অন্য বৈষ্ণব কবিতা লেখা হইত। শৌরসেনী অপভ্রংশে ও প্রাচীন হিন্দীতে এই প্রকার দশাবতারস্তোত্র ও অন্য বৈষ্ণব কবিতা এবং শিবদুর্গা-সংক্রান্ত কবিতা প্রাকৃতপৈঙ্গলেও পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় ১০০০এর পর, মুসলমান আগমনের আগে, যে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান হইয়াছিল, ভাষায় রচিত এইপ্রকার কবিতা হইতে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। জয়দেবের গীতগোবিন্দের চব্বিশটী পদ সম্বন্ধে একটী মতবাদ আছে যে, এগুলি প্রথমে (শৌরসেনী) অপভ্রংশে অথবা প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইয়াছিল, পরে সেগুলিকে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া সংস্কৃত করিয়া লওয়া হইয়াছে ; ছন্দোগতি, অন্ত্যানুপ্রাস, শব্দসমাবেশ বিচার করিলে জয়দেবের 'মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী' ভাষার কবিতার সঙ্গে বেশী মেলে, সংস্কৃতের সঙ্গে নহে। দ্বাদশ শতকে রচিত মানসোল্লাসে রক্ষিত ভাষাস্তোত্র দেখিয়া মনে হয়, এইরূপ অভিমতের পরিপোষক বস্তু আমাদের হাতে আসিল।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

রোমীদিগের শ্রেণীবিভাগ

প্রাণিসকল দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত—আদ্যপ্রাণী (Protozoa) এবং উচ্চপ্রাণী (Metazoa)। আদ্যপ্রাণীদের দেহ একটা কোষ (cell) মাত্র, অথবা এক খণ্ড (সচরাচর আণুবীক্ষণিক) জীববস্তু বা প্রাণপদার্থে (Protoplasm) গঠিত। উচ্চপ্রাণীদিগের দেহ বহুসংখ্যক কোষে গঠিত। আদ্যপ্রাণিসকল আবার কয়েক ভাগে বিভক্ত; তাহাদের মধ্যে রোমিসকল একটী শ্রেণী (Ciliata) বলিয়া পরিগণিত। রোমীদিগের গাত্রে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোম (Cilia) থাকে বলিয়া তাহাদিগকে রোমী বলা হয়।

বহু বৎসর হইল, রোমিসকলকে চারি বর্গে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং সেই শ্রেণীবিভাগ আজ পর্য্যন্তও চলিয়া আসিতেছে। সেই চারি বর্গকে হলোট্রাইকা (Holotricha) অর্থাৎ পূর্ণরোমী, হেটারোট্রাইকা (Heterotricha) অর্থাৎ বিষমরোমী, হাইপোট্রাইকা (Hypotricha) অর্থাৎ অধোরোমী এবং পেরিট্রাইকা (Peritricha) অর্থাৎ পরিরোমী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু গত কয়েক বৎসর ধরিয়া রোমীদিগের আণুবীক্ষণিক গঠন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিক্ষা করা হইয়াছে; তাহার ফলে দেখা যাইতেছে যে, এই প্রাচীন শ্রেণীবিভাগের পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। এই প্রবন্ধে একটী নূতন শ্রেণীবিভাগ উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

রোমীদিগকে তিন অন্তঃশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:—

(১) আদ্যরোমী (Protociliata, Metcalf)। ইহাদের সঙ্গমজ সন্তানোৎপাদনে (sexual reproduction) অতি ক্ষুদ্র জম্পতি (gamete) উৎপাদিত হয় এবং তাহারা মিলিত হইয়া সন্তান উৎপাদন করে। অধিকাংশ প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মতে কোষসার (nucleus), বৃহৎ কোষসার (macronucleus) এবং ক্ষুদ্র কোষসার (micronucleus) বিভক্ত থাকে না।

কেবল ওপালাইনিডি (Opalinidæ) এই অন্তঃশ্রেণীর অন্তর্গত। এই বংশটি কোন কোন পণ্ডিতের মতে প্রতোদী (Flagellata) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু মেটকাফ সাহেব [M. M. Metcalf.-Arch, Protistenk. Bd., 13, 1909 এবং U. S. Nat. Mus., Washington, Vol. 120, 1923] এবং মিঞ্চিন্ সাহেব [E. A. Minchin— An Introduction to the Study of Protozoa, 1912] প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইহারা রোমীদিগের অন্তর্ভুক্ত; পুনশ্চ, কন্সুলফ সাহেব [S. Konsuloff, Arch. Protistenk, Bd., 44, Heft 3, 1922] বলিতে চাহেন যে, ইহাদের কোষসারগুলি বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র, এই দুই ভাগে বিভক্ত; তাহা হইলে ইহাদিগকে আরও নিম্নক্রমে রোমী বলা যায়।

(২) মধ্যরোমী (Metaciliata)।—ইহাদের কোষসার নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়া জালের মত সমুদয় জীববস্তুতে বিস্তৃত হইয়া থাকে; ইহা বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র কোষসারে বিভক্ত নহে; এই জালাকার কোষসার বিভক্ত হইবার অগ্রে ঘনীভূত হইয়া পিণ্ডাকার ধারণ করে না।

ওপালাইনপ্সিস (Opalinopsis), ক্রোমিডাইনা (Chromidina), ফিটিঞ্জারিয়া (Foettingeria) এবং পেরিকেরিয়ন (Perikarion) এই অন্তঃশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

এই কয়টী রোমীর কোষসারের অবস্থা এবং বিভাগ-প্রক্রিয়া অন্যান্য রোমী হইতে এত ভিন্ন যে, ইহাদিগকে বিনা আপত্তিতে স্থানান্তরিত করা যায়; তজ্জন্য এই কয়টী রোমীকে একটী ভিন্ন স্থান দেওয়া হইয়াছে।

(৩) উচ্চরোমী (Euciliata)।—এই সকল রোমীদের কোষসার বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র ভেদে দুই প্রকার। সঙ্গমজ সন্তানোৎপাদনে দুইটি প্রাণী কিছু ক্ষণের জন্য মিলিত হয় এবং এই মিলিতাবস্থায় তাহাদের কোষসার ও জীববস্তুর এক জটিল প্রক্রিয়া দ্বারা বিনিময় ঘটে (conjugation), তৎপরে তাহারা বিভিন্ন হইয়া প্রস্থান করে।

বাকি সমুদয় রোমী এই অন্তঃশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

এই অন্তঃশ্রেণীকে আবার কয়েকটী বর্গে বিভক্ত করা যায়; রোমীদের রোমগুলির নানা রকমে পরস্পরের সহিত সংযোগের উপর নির্ভর করিয়া বর্গগুলি স্থিরীকৃত হয়।

(ক) নির্মুখরোমী (Astomotrichidea, Gymnostomata)।—এই সকল রোমীর দেহের রোম সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে বর্ত্তমান থাকে। কতকগুলি একসারি-বদ্ধ রোম সংলগ্ন হইয়া পটিকায় (membranula) পরিণত হইতে পারে। মুখ খোলা এবং বন্ধ করা যায়; কণ্ঠগহ্বরের প্রাচীরে বৃত্তাকারে সারিবদ্ধ দণ্ডিকা (rod-apparatus) বর্ত্তমান থাকে এবং কণ্ঠগহ্বরে কোন রোম বা কণ্ঠপট্ট (undulating membrane) থাকে না। অসঙ্গমজ দেহবিভাগ দেহদৈর্ঘ্যের প্রস্থভাবে সাধিত হয়।

(খ) সমুখরোমী (Stomotrichidea, Hymenostomata)।—এই সকল রোমীদের দেহের রোম সম্পূর্ণভাবে অথবা আংশিকভাবে বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ গাত্রের অনেকাংশ নগ্ন থাকিতে পারে। মুখের ভিতর অথবা কণ্ঠগহ্বরে কণ্ঠপট্ট বর্ত্তমান থাকে; এই কণ্ঠপট্ট অনেকগুলি একসারিবদ্ধ রোমের সংযোগে গঠিত। মুখ বন্ধ হয় না। অসঙ্গমজ দেহবিভাগ পূর্ব্বের মত দেহদৈর্ঘ্যের প্রস্থভাবে সাধিত হয়।

সাধারণতঃ এই দুই বর্গ একত্রে "পূর্ণরোমী" নামে অভিহিত; কিন্তু এই দুই বর্গে এত প্রভেদ লক্ষিত হয় যে, হার্টগ্ সাহেব (H. Hartog, Cambridge Nat. History, vol. I, Protozoa) ইতিপূর্ব্বেই ইহাদিগকে ভিন্ন বর্গান্তর্গত করিয়াছেন।

(গ) বিষমরোমী। এই সকল রোমীদের দেহের রোম সম্পূর্ণভাবে অথবা আংশিকভাবে বর্ত্তমান থাকে। মুখের চতুষ্পার্শ্বস্থ রোমগুলি অনুপ্রস্থসারিতে যুক্ত হইয়া মুখপট্টে

(membranula) পরিণত ; কণ্ঠপট্টগুলি সারিবদ্ধ হইয়া আবর্ত্তাকারে অবস্থিত। অসমমজ দেহবিভাগ দেহবৈর্ঘ্যের প্রস্থভাব হইতে তির্য্যগ্‌ভাবে সাধিত হয়।

সম্ভবতঃ এই বর্গ কোন আদিম উচ্চরোমী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; এই আদিম উচ্চরোমীর কণ্ঠগহ্বর একটী সামান্য অগভীর খাতরূপে দেহের পুরোভাগে বর্ত্তমান ছিল।

এই বর্গকে দুই অন্তর্ব্বর্গে বিভক্ত করা হয়,—পূর্ণরোমী (Polytricha) এবং অল্পরোমী (Oligotricha) ; কিন্তু এই দুই বিভাগ কতকগুলি রোমিদ্বারা এরূপে পরস্পরের সহিত সংবদ্ধ যে, ইহাদিগকে দুই অন্তর্ব্বর্গে অভিষিক্ত না করিয়া দুই উচ্চবংশের (superfamily) অন্তর্গত করাই ভাল।

(ঘ) অধোরোমী (Hypotricha)।—এই সকল রোমীদের দেহ উর্দ্ধাধোদিকে চিপিট। দেহের রোম অতি বিরল ; পৃষ্ঠদেশে যে অল্পসংখ্যক রোম থাকে, সেগুলি শূকের ন্যায় দৃঢ় ; অধোদেশের রোমসকল গুচ্ছাকারে মিলিত হইয়া, কতকগুলি স্থূলাকার লোমপাদে (cirrus) পরিণত হয়। মুখপট্টগুলি মুখ হইতে তুণ্ডবেষ্টের (peristome) বামধার দিয়া সম্মুখদিকে বিস্তৃত থাকে। সচরাচর বৃহৎ কোষসার দুই খণ্ডে বিভক্ত, অথবা একখণ্ডে দীর্ঘাকারে (ফিতার ন্যায়) বিদ্যমান থাকে। অসমমজ দেহবিভাগ দেহের প্রস্থভাবে সাধিত হয়।

এই বর্গ সম্ভবতঃ কোন আদিম বিষমরোমী হইতে উত্থিত হইয়াছে।

(ঙ) কূপকরোমী (chonotricha)।—এই সকল রোমীদের তুণ্ডবেষ্ট সঙ্কোচশীল এবং দেখিতে কাচকূপীর ন্যায় অথবা অধরোষ্ঠের ন্যায় দুই প্রান্তযুক্ত। সাধারণ রোম কেবল তুণ্ডবেষ্টের অন্তর্দ্দেশে লক্ষিত হয়। বৃহৎকোষসারের রঞ্জক (chromatin) এবং অরঞ্জক পদার্থ (achromatin) ভিন্নভাবে বিদ্যমান থাকে। অসমমজ দেহবিভাগে ছোট ছোট মুকুল দেহ হইতে উত্থিত হইয়া ক্রমে পূর্ণাবস্থায় পরিণত হয় ; এই মুকুলগুলি দেহের বহির্ভাগে অথবা দেহের অভ্যন্তরে বিকশিত হয়। এই সকল রোমী কোন পদার্থে সংলগ্ন থাকে।

এই বর্গান্তর্গত রোমীগুলি পূর্ব্বে পরিরোমিবর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয় ; কিন্তু বালেনগ্রেন সাহেব (H. Wallengren,—Acta Univ. Lund. 31,2 Abt) এই সকল রোমীকে পরিরোমীর এক বিশেষ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করেন। তৎপরে এন্‌রিকুস্ সাহেব (P. Enriques, —Rendic. cl. sci. fis. mat. nat., 1908,17,1) ইহাদের একটী বিভিন্ন বর্গের অন্তর্গত হওয়া উচিত বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তাঁহার মতই গ্রাহ্য বলিয়া মনে হয়।

এই বর্গের অন্তর্গত রোমিসকল সমুখরোমিবর্গের অন্তর্ভুক্ত আন্‌সিস্ট্রাম্ (Ancistrum) নামক এক প্রকার রোমীর মত কোন আদিম রোমী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায়। যদিও আন্‌সিস্ট্রাম সাধারণতঃ বিষমরোমীর অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয়, কিন্তু তাহা সমুখরোমীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে হয়।

(চ) পরিরোমী (Peritricha)।—এই সকল রোমীদের দেহ অনেকটা ভাণ্ডের মত,

অণ্ডের প্রশস্ত দিকে তুণ্ডবেষ্ট থাকে এবং অপর দিকে একটি দীর্ঘ, ক্ষীণ দণ্ড সংলগ্ন থাকে ; এই দণ্ডের দ্বারা ইহারা কোন পদার্থে সংলগ্ন থাকে। তুণ্ডবেষ্টের ধার বৃত্তাকার এবং সঙ্কোচশীল এবং তাহার মধ্যে একটী বলয়াকার খাত থাকে ; এই খাত এক স্থলে কূপাকারে গভীর এবং তাহার অধোদেশে প্রাণীটার মুখ থাকে। রোম অতি বিরল ; তবে অনেকগুলি রোম একত্রে সংলগ্ন হইয়া দুইটী সুদীর্ঘ পট্ট উৎপাদিত করে ; এই পট্ট দুইটী মুখবিবরের নিকট হইতে উত্থিত হইয়া ঐ বলয়াকার খাতে বর্ত্তমান থাকে ; একটী বহির্দ্দিকে এবং কণ্ঠটী অন্তর্দ্দিকে অবস্থিত। সচরাচর কোন পদার্থে সংলগ্ন থাকিলেও ইহারা সময়ে সময়ে ঐ দণ্ডাকার বৃন্ত হইতে ভিন্ন হইয়া সন্তরণ করতঃ অন্য স্থানে গমন করে এবং তথায় আবার কোন পদার্থে সংলগ্ন হয়। এই সন্তরণাবস্থায় ইহাদের গাত্রে বৃত্তাকারে অনেকগুলি পট্টিকা দেখা দেয়। বৃহৎকোষসার দীর্ঘাকার, সূক্ষ্ম পট্টের (ফিতার) ন্যায়। অসঙ্গমজ দেহবিভাগ দেহের দৈর্ঘ্যের সমসূত্রে সাধিত হয়। সঙ্গম বা ক্ষণিক মিলন (conjugation) সাধারণ সংলগ্ন প্রাণী এবং ক্ষুদ্রতর সন্তরণশীল প্রাণীর মধ্যে সংঘটিত হয় ; এই ক্ষুদ্রতর প্রাণীগুলি সাধারণ প্রাণীর অসঙ্গমজ দেহবিভাগ হইতে উৎপন্ন হয়।

এই বর্গের প্রাণিগণ বোভিরিয়া (Boveria) নামক একপ্রকার রোমীর মত কোন আদিম রোমী হইতে উত্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ

হরচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার নাট্যগ্রন্থাবলী *

জেনারেল এসেম্ব্লি ইন্‌ষ্টিটিউশনের গণিত-শিক্ষক তারাচাঁদ শিকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটককে ইংরাজী আদর্শে রচিত সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা নাটক বলিয়া ধরা হয়। ইহার প্রকাশকাল শকাব্দ ১৭৭৪ (খ্রীঃ অঃ ১৮৫২)। সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকাগারে ইহার যে মূল-সংস্করণ রক্ষিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (সন ১৩২৪, পৃঃ ৪২) ইহার বিস্তৃত বিবরণ আমি ইতিপূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইহার পর হরচন্দ্র ঘোষের অধুনা-দুষ্প্রাপ্য নাটকগুলিই উল্লেখযোগ্য প্রাচীনতম রচনা। ইঁহার প্রথম নাটক 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস' ১৭৭৫ শকে (১৮৫৩ খ্রীঃ অঃ) অর্থাৎ ভদ্রার্জ্জুনের এক বৎসর পরে মুদ্রিত হইয়াছিল; কিন্তু ভূমিকার তারিখ হইতে বুঝা যায় যে, উভয় নাটক এক সময়ে রচিত। হরচন্দ্রের 'চারুমুখচিত্তহরা' ও 'কৌরব-বিয়োগ' নামক দুইখানি নাটক বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়ম গ্রন্থাগারে আমার হস্তগত হইয়াছিল এবং তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি 'বাসন্তিকা' পত্রিকায় (ঢাকা, ১৩৩০, পৃঃ ১৪-১৮) প্রকাশ করিয়াছি। এখন হরচন্দ্র ঘোষের সমস্ত নাটক এবং তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থাবলীও আমার হস্তগত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে হরচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ও তাঁহার সাহিত্য-প্রচেষ্টার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিতে ইচ্ছা করি।

হরচন্দ্র ঘোষের জীবনবৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারি নাই। তবে তাঁহার বংশধরগণ এখনও বর্ত্তমান আছেন এবং আশা করা যায় যে, তাঁহারা তাঁহাদের সুযোগ্য পূর্ব্বপুরুষের জীবনেতিহাস সাধারণের গোচর করিবেন। হরচন্দ্র খ্রীঃ অঃ ১৮১৭ সালে হুগলী বাবুগঞ্জে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা হলধর ঘোষ হুগলী কালেক্টরেটে হেড ক্লার্ক বা প্রধান সেরেস্তাদারের কর্ম্ম করিতেন। ইঁহাদের আদি বাসস্থান বোধ হয় খানাকুল কৃষ্ণনগর। হরচন্দ্র হুগলী কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া মালদহে আবকারী-বিভাগের অধ্যক্ষ (Excise Superintendent) হন এবং অন্যান্য রাজকর্ম্মে সুখ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার গ্রন্থাদি পাঠে বুঝা যায় যে, ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট দখল ছিল; কিন্তু সে কালের ইংরাজী-শিক্ষিত যুবকদিগের মত ইংরাজী সাহিত্যের দিকেই তাঁহার ঝোঁক বেশী ছিল, এবং তাঁহার প্রথম দুইখানি নাটক সেক্সপীয়রের দুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। কিন্তু 'কৌরববিয়োগে'র নাট্যবস্তু মহাভারতের উপাখ্যান হইতে গৃহীত এবং তাঁহার 'রাজতপস্বিনী' কাব্য মহাভারতের প্রসিদ্ধ কাশীরাজকন্যা অম্বার উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থে ভারতচন্দ্র প্রভৃতি প্রাচীন বাঙ্গালার কবিগণের রচনার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ দেখা যায়। 'ভানুমতী চিত্তবিলাসে'র শেষভাগে তিনি 'অন্নদামঙ্গলে'র অনুকরণে

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩৩শ বার্ষিক পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

বিদ্যা ও সুন্দরের মিলন-বর্ণনার অনুরূপ নায়ক-নায়িকার মিলন বর্ণনা করিয়াছেন। যতদূর জানা যায়, তাঁহার শেষগ্রন্থ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

কলিকাতায় প্রকাশিত তাঁহার গ্রন্থাবলীর ক্রমানুযায়ী তালিকা এইরূপ :—

(১) ভানুমতী চিত্তবিলাস—১৮৫৩ খ্রীঃ অঃ

(২) কৌরববিয়োগ—১৮৫৮ খ্রীঃ অঃ

(৩) চারুমুখ-চিত্তহরা—১৮৬৪ খ্রীঃ অঃ

(৪) বারুণীবারণ বা সুরার সন্দোষ (Two Lectures on the Prevention of Drunkenness) ১৮৬৪ খ্রীঃ অঃ

(৫) রজতগিরিনন্দিনী নাটক—১৮৭৪ খ্রীঃ অঃ

(৬) রাজতপস্বিনী কাব্য—১৮৭৬ খ্রীঃ অঃ

(৭) সপত্নী সরো (বোধ হয়, উপন্যাস)—১৮৭৭ খ্রীঃ অঃ

(৮) শিবাজীর জীবনী হইতে উপদেশ সঙ্কলন (এই পুস্তকের ভাষা ইংরাজী, কি বাঙ্গালা, তাহা জানা যায় নাই)—১৮৮০ খ্রীঃ অঃ।

১। ভানুমতীচিত্তবিলাস।

হরচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ 'ভানুমতীচিত্তবিলাস' সেক্‌স্‌পীয়রের 'Merchant of Venice' অবলম্বনে লিখিত। ইহার পরিচয়পত্র (Title page) এইরূপ :—

ভানুমতীচিত্তবিলাস / নাটক / হুগলী বিদ্যালয়ের পূর্ব্ব ছাত্র / ইদানীং / মালদহের আব্‌কারী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট / শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ / কর্ত্তৃক রচিত। / কলিকাতা পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। / সন ১৮৫৩। শকাব্দা ১৭৭৫। /[১]

ইহার প্রথমেই দুইটি ভূমিকা আছে; একটি বাঙ্গালায় ও অপরটি ইংরাজীতে লিখিত। নিম্নে উভয় ভূমিকাই প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে গ্রন্থকারের বক্তব্য স্পষ্ট হইবে।

"এতদ্দেশীয় বালকবৃন্দের জ্ঞান বৃদ্ধ্যর্থ উৎসাহান্বিত ইংলণ্ডীয় কোন বিচক্ষণ মহাজনের পরামর্শানুসারে আমি "সেক্‌স্‌পিয়র" নামক ইংলণ্ডীয় মহাকবির স্বনাম প্রসিদ্ধ মহা নাটক হইতে "মর্চেণ্ট-অফ-ভিনিস" ইত্যভিধেয় অপূর্ব্ব কাব্যের আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ কাব্যের অনেকানেক স্থানের ভাব দেশীয় ভাষার ভাবের সহিত ঐক্য হয় না দেখিয়া কতিপয় প্রাচীন জ্ঞানবান্ মহাশয় উল্লিখিত কাব্যের আখ্যানের মর্ম্মমাত্র গ্রহণপূর্ব্বক আমূলাৎ দেশীয় প্রণালীতে রচনা করিতে যুক্তিদান করেন। আমি উক্ত উক্তি যুক্তিযুক্ত বোধে তদনুসারে এই "ভানুমতী চিত্তবিলাস" নাটক গদ্যপদ্যে রচনা করিলাম।

১। এই গ্রন্থ কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পাইয়াছি।

যদ্যপিও ইহাকে উল্লিখিত ইংরাজী কাব্যের আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ না হউক, তথাপি বর্ণিত মহাকবি সেক্সপিয়রের সদ্ভাবের বহুলাংশ অথচ সম্পূর্ণ আখ্যানের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি; তবে বহু স্থানে মূল কাব্যের সহিত মিলন করিলে নিবর্ত্তন পরিবর্ত্তনাদি দৃষ্ট হইবেক বটে, কিন্তু তাহা স্বদেশীয় মহাশয়দিগের অবকাশকালে পাঠাযোদের আনুকূল্য বিবেচনায় করা হইল। অতএব যদি এতন্নাটক এতদ্দেশীয় ভদ্রসমাজের মনোনীত হয়, তবে আমি প্রকৃষ্ট রূপে কৃত স্বীয় পরিশ্রম সফল বোধ করিব। কিমধিকং সুধীবরেষিতি।

হুগলী
ভাদ্র। ১৭৭৪ শকাব্দা
শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ

PREFACE

In presenting this piece of dramatic composition to my indulgent readers, I would observe, that at the suggestion of an European friend of native education, I had originally undertaken the translation of Shakspeare's Merchant of Venice—a play, which, though inferior in some respects to *Macbeth*, *Hamlet*, *Lear* and *Othello* or perhaps to the First and Second parts of *Henry VI*, was considered the best for the purpose for which the translation was avowedly undertaken by me. But the plan was abandoned before I had distanced the flight of *Jessica*, some of my learned friends having surmised that my performance was not likely to be popular, unless the mode in which it was done were altered. I took their advice and undertook to write it in the shape of a Bengali *Natuck* or Drama, taking only the plot and under-plots of the Merchant of Venice, with considerable additions and alterations to suit the native taste; but at the same time losing no opportunity to convey to my countrymen who have no means of getting themselves acquianted with Shakespeare, save through the medium of their own language, the beauty of the author's sentiments as expressed in the best passages in the play in question. The sort of reception my *Natuck* is to meet with from the public, I can, by no means divine or guess at, the work being of a novel character,* professing, as it does, to be a Bengali *Natuck*, though written much after the manner of an English play. But should my work meet with their approbation,

* হরচন্দ্র নিজের রচনাকে প্রথম বাঙ্গালা নাটক বলিয়াছেন; তাহাতে বোধ হয়, তিনি 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটক দেখেন নাই। 'কৌরববিয়োগে'র ভূমিকা হইতে জানা যায় যে, 'ভানুমতীচিত্তবিলাস' কখনও কোন নাট্যশালায় অভিনীত হয় নাই।

I would deem my labours amply rewarded, and, if thus encouraged, endeavour to devote my leisure hours to writing other works of a similar nature.

Hooghly, 20th October, 1852 } Hurro Chunder Ghose"

নাটকের প্রারম্ভে নান্দী, প্রথমতঃ ত্রিপদী ছন্দে সরস্বতীবন্দনা, যথা,—

"সারদে বরদে বাণি নারায়ণি বীণাপাণি।
তার মাগো সর্ব্বপ্রাণি, ভবভয়ভঞ্জিনী" ॥

—ইত্যাদি।

তার পর সংস্কৃত নাটকানুযায়ী সূত্রধার ও নর্ত্তকীর পয়ার ছন্দে কথোপকথন এবং নর্ত্তকীর গান।

নাটকখানি ১—১৯৮ পৃষ্ঠায় পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত। এই অঙ্কবিভাগ ইংরাজী Actএর অনুরূপ। ইংরাজী Sceneএর অনুযায়ী প্রত্যেক অঙ্ক আবার অঙ্গে বিভক্ত। বিভাগ এইরূপ;—১ম অঙ্ক—৬; ২য়—১০; ৩য়—৮; ৪র্থ—৯; ৫ম—৩।

সেক্‌স্‌পীয়রের মূল নাটকের তালিকার সহিত নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণের তালিকার মিল রহিয়াছে; তবে তাহাদের নাম ও উপাধি বিভিন্ন এবং দুই একটি ছোটখাট চরিত্র গ্রন্থকারের নিজের সৃষ্টি; যথা,—কানুরায় জ্যোতির্ব্বেত্তা, নাপিত ও তাহার মুখরা পত্নী মালতী, উজ্জয়িনী-দেশীয় ভাট ও রাজদূত গঙ্গানায়ক, সদানন্দ ভাঁড় ও তাহার স্ত্রী বিলাস ইত্যাদি।

নাট্যবর্ণিত প্রধান ব্যক্তির নাম ও উপাধি এইরূপ দেওয়া হইয়াছে,—

Duke of Venice	বীরবর, উজ্জয়িনী দেশের রাজা।
Prince of Morocco } Suitors to Portia	কন্দর্পকেতু, কাশীরাজপুত্র } ভানুমতীলাভার্থী।
Prince of Arragon }	বিজয়কেতু, কলিঙ্গরাজপুত্র }
Antonio—	চারুদত্ত, গুজরাটদেশীয় পোতবণিক্।
Bassanio—	চিত্তবিলাস, চারুদত্তের মিত্র ও ভানুমতীলাভার্থী।
Solanio } Friends to Antonio	চিত্রসেন } চারুদত্ত ও চিত্তবিলাসের অমাত্য।
Salarino	জয়দেব
Gratiano	সহদেব
Lorenzo	চন্দ্রসেন, চারুদত্ত ও চিত্তবিলাসের অন্তরঙ্গ ও শশিমুখী-লাভার্থী।
Shylock	লক্ষপতি রায়, গুজরাতদেশীয় উৎকট কুসীদগ্রাহী কৃপণ মহাজন।

Tubal	গণপতি রায়, উক্ত মহাজনের কুটুম্ব ও অনুগত।
Lancelot Gobbo	দুলালদাস, লক্ষপতির কৃষাণ ভৃত্য।
Old Gobbo	নন্দলাল, দুলালের অতিবৃদ্ধ পিতা।
Portia	ভানুমতী, রাজকন্যা (অনূঢ়া)।
Nerissa	সুশীলা, মন্ত্রি-পুত্রী ও রাজকন্যার সহচরী।
Jessica	শশিমুখী, লক্ষপতির কন্যা।
No corresponding character in Shakespeare	চন্দ্রাবলী, রাজমহিষী। সুলোচনা, রাজকন্যার সহচরী। সাবিত্রী, লক্ষপতির ভার্য্যা। সেবিকা, সাবিত্রীর দাসী।

"নাট্যাগার কদা উজ্জয়িনী কদাচিৎ গুজরাট দেশে হইবেক"।

প্রথম অঙ্ক—(১—২৪ পৃষ্ঠা)

প্রথম অঙ্ক (১—৩ পৃঃ)। উজ্জয়িনীরাজবাটী। নান্দী, সরস্বতীবন্দনা, সূত্রধার ও নর্ত্তকীর কথোপকথন। সমস্তই প্রায় পয়ার ছন্দে।

দ্বিতীয় অঙ্ক (৩—৬ পৃঃ)। উজ্জয়িনীরাজবাটীর অন্তঃপুর। রাণী চন্দ্রাবলী তাঁহার কন্যা ভানুমতীর বিবাহের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা; রাজা বীরবরের সহিত আলোচনার পর রাজমন্ত্রী "সম্পুট" (casket) স্থাপনের পরামর্শ দিলেন।

তৃতীয় অঙ্ক (৭—১৪ পৃঃ)। দৃশ্য পূর্ব্ববৎ। ভানুমতী ও সুলোচনা পূর্ব্বোক্ত সর্ত্তের কথা শুনিয়াছেন। চিত্তবিলাসের প্রতি ভানুমতীর অনুরাগ স্বীকার। সুশীলা পরামর্শ দিলেন যে, গুজরাট নগরে ভাট পাঠান হউক; কিন্তু সুলোচনা এ বিষয়ে মত দিলেন না। তাহার পর সদানন্দের স্ত্রী বিলাসের ফুল, পান ও গন্ধদ্রব্যাদি লইয়া প্রবেশ। এই শেষ অংশ গদ্যে, কিন্তু পূর্ব্বভাগ পদ্যে। বিলাসের প্রসঙ্গের কোনও সার্থকতা নাই, কিছু অনাবশ্যক ভাঁড়ামি আছে।

চতুর্থ অঙ্ক (১৫—১৭ পৃঃ)। উজ্জয়িনীর রাজবাটীর বহিঃপ্রকোষ্ঠ। রাজা এবং তৎপারিষদবর্গ বিবাহের লগ্ন স্থির করিলেন। গঙ্গানায়ক ভাটের প্রবেশ এবং বিজয়কেতু ও কন্দর্পকেতু নামক 'ভানুমতীলাভার্থি'-দ্বয়ের আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন। সমস্তটাই গদ্যে, কেবল ভাটকর্ত্তৃক রাজকুমারদ্বয়ের বর্ণনা পদ্যে, ভারতচন্দ্রের অনুকরণে, পয়ার ছন্দে।

পঞ্চম অঙ্ক (১৭—১৯ পৃঃ)। উজ্জয়িনীনগর সদানন্দ ভাঁড়ের বাটী। সদানন্দ ও তাহার রসিকা স্ত্রী বিলাসের কথোপকথন, সমস্তটাই গদ্যে; কিন্তু ভাষা অত্যন্ত আড়ষ্ট। এই দৃশ্যের কোনও আবশ্যকতা বুঝা যায় না।

ষষ্ঠ অঙ্ক (২০—২৪ পৃঃ)। উজ্জয়িনীরাজবাটীর অন্তঃপুর। সুলোচনাকর্ত্তৃক ভানুমতীর পাণিপ্রার্থী বিভিন্ন দেশের রাজকুমারদের বর্ণনা। কিন্তু ভানুমতীর কাহাকেও মনোনীত

হইতেছে না। অঙ্গ, বঙ্গ, কাঞ্চী, কান্যকুব্জ, মগধ, মথুরা ও মিথিলা, প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান প্রদেশ হইতে রাজকুমারেরা আসিয়াছেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক—(২৪—৬৫ পৃঃ)

প্রথম অঙ্গ (২৪—২৭ পৃঃ)। চিত্তবিলাস ভানুমতীর প্রেমে পড়িয়াছেন এবং মিলনের জন্য কাতর। চারুদত্ত চন্দ্রসেনকে লক্ষপতির নিকট হইতে টাকা ধার করিবার জন্য পাঠাইলেন। রঙ্গভূমি হইতে অন্য সকলে নিষ্ক্রান্ত হইলে লক্ষপতি ও তাঁহার কন্যা শশিমুখীর বিষয়ে চন্দ্রসেনের নিভৃত চিন্তা ও স্বগতোক্তি। সমস্তটাই পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে।

দ্বিতীয় অঙ্গ (২৮—৩১ পৃঃ)। গুজরাট নগরে চন্দ্রসেনের বাটী। চন্দ্রসেন লক্ষপতির নিকট যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন এবং তাঁহার ভৃত্যকে ক্ষৌরকার্য্যের জন্য নাপিত ডাকিতে আদেশ করিলেন। জ্যোতির্বিদ্ নাপিতকর্ত্তৃক ক্ষৌরকার্য্যের বিধিনিষেধ লইয়া কৌতুক ও নিজের পুরাণ ও জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞতার পরিচয় প্রদান। এই দৃশ্যটী সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। গদ্য।

তৃতীয় অঙ্গ (৩১—৩৩ পৃঃ)। চন্দ্রসেনের ভৃত্যের সহিত কালুরায় নাপিতের সাক্ষাৎ এবং মুখরা মালতীর প্রবেশ ও রঙ্গকৌতুক। সমস্তটা গদ্যে, কিন্তু নিরর্থক।

চতুর্থ অঙ্গ (৩৪—৪০ পৃঃ)। গুজরাট নগর, লক্ষপতি মহাজনের বাটী। চন্দ্রসেন, চারুদত্তের প্রার্থনা লক্ষপতিকে জানাইলেন; পরে চারুদত্তের প্রবেশ। সমস্তটাই মূলের প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যের অনুবাদ। শেষ ভাগের দুইটী পয়ার রচনা ছাড়া সমস্তটাই গদ্য।

পঞ্চম অঙ্গ (৪০—৪৫ পৃঃ)। লক্ষপতির বাটীর অন্তঃপুর। লক্ষপতির নৃশংসতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য গ্রন্থকার লক্ষপতির ভার্য্যা সাবিত্রীর চরিত্রটি অতিরিক্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। এই দৃশ্যে শশিমুখী সাবিত্রীর দাসী সেবিকার নিকট নিজের এবং মাতার দুঃখ বর্ণনা করিতেছেন। সেবিকা চন্দ্রসেনের কথা বলিল এবং দুলাল চাকরকে দিয়া তাহার নিকট সংবাদ পাঠাইবার জন্য উপদেশ দিল। দুলাল লক্ষপতির নিকট চাকরী করিতে নারাজ এবং চিত্তবিলাসের নিকট চাকরীর উমেদার। তাহার হাতে একখানি চিঠি চন্দ্রসেনের নিকট পাঠান হইল।

ষষ্ঠ অঙ্গ (৪৬—৫২ পৃঃ)। গুজরাট নগর, রাজপথ। দুলাল এবং তাহার বৃদ্ধ পিতা নন্দলালের সাক্ষাৎ। প্রথমে পদ্য, কিন্তু পিতাপুত্রের কথোপকথন গদ্যে। চিত্তবিলাসের প্রবেশ এবং দুলালকে ভৃত্যরূপে নিয়োগ। চিত্রসেন সুশীলার সহিত প্রেমে পড়িয়াছেন এবং দীর্ঘ পয়ার ছন্দে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। পরে দুই বন্ধু একত্র উজ্জয়িনী যাইবেন, এইরূপ স্থির করিলেন। (মূলের ২য় অঙ্ক ২য় দৃশ্যের মোটামুটি অনুবাদ)।

সপ্তম অঙ্গ (৫২—৫৪ পৃঃ)। গুজরাট নগর, চন্দ্রসেনের বাটী। দুলাল শশিমুখীর চিঠি চন্দ্রসেনকে দিল। লক্ষপতি চিত্তবিলাসের বাটীতে রাত্রে আহার করিতে যাইবেন; সেই সময় চন্দ্রসেন শশিমুখীকে লইয়া পলায়ন করিবেন, এই মন্ত্রণা দুলাল চন্দ্রসেনকে জানাইল। সমস্তটা গদ্যে।

অষ্টম অঙ্গ (৫৪—৬২)। লক্ষপতির বাটী। সাবিত্রী স্বপ্নে দেখিয়াছেন যে, ...

তাঁহার গৃহত্যাগ করিয়া লইতেছেন। লক্ষপতি সাবিত্রীকে তাহার পিত্রালয় গমনের অনুমতি দিলেন। সমস্ত পদ্যে। পরে দুলালের প্রবেশ এবং লক্ষপতিকে চিত্তবিলাসের নিমন্ত্রণ পত্র প্রদান। এই অংশ গদ্যে। (মূলের ২য় অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য)।

নবম অঙ্গ (৬২—৬৪)। লক্ষপতির বাটির সম্মুখে রাজপথ। শশিমুখীর পুরুষবেশে প্রবেশ ও চন্দ্রসেনের সহিত পলায়ন। (মূলের ২য় অঙ্ক ৬ষ্ঠ দৃশ্যের অনুবাদ)।

দশম অঙ্গ (৬৪—৬৬)। গুজরাট নগর রাজপথ। চারুদত্ত চিত্রসেনকে চিত্তবিলাসের সহিত এক নৌকায় যাইতে বলিলেন।

তৃতীয় অঙ্ক—(৬৬—১১৬ পৃঃ)

প্রথম অঙ্গ (৬৬—৬৯)। "গুজরাটনগরৈকরাজপথে" সহদেব ও জয়দেবকর্ত্তৃক চিত্ত-বিলাসের উজ্জয়িনীযাত্রার সংবাদ প্রদান ও লক্ষপতির দুঃখ বর্ণনা।

দ্বিতীয় অঙ্গ (৬৯—৭০)। উজ্জয়িনীনগর রাজবাটী। বীরবর ও গঙ্গানায়ক ভাট ভানুমতীর পাণিপ্রার্থী কাশী ও কলিঙ্গের রাজপুত্রদ্বয়ের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

তৃতীয় অঙ্গ (৭০—৭৭ পৃঃ)। "উজ্জয়িনী রাজবাটীর অন্তঃপুর মধ্যে সম্পুট গৃহে"। মূলে ২য় অঙ্ক ৭ম দৃশ্যের 'Casket-Scene'এর অনুবাদ। ভানুমতী বাহিরে, কিন্তু সুলোচনা ও সুশীলা যবনিকার অন্তরালে।

চতুর্থ অঙ্গ (৭৮—৮৪) গুজরাটনগর রাজপথ। (মূলের ৩য় অঙ্ক ১ম দৃশ্য)। গদ্যে।

পঞ্চম অঙ্গ (৮৫—৯৬)। উজ্জয়িনী রাজবাটীর অন্তঃপুর॥ সম্পুটগৃহে চিত্তবিলাসের পরীক্ষা। মূলের প্রসিদ্ধ casket-scene (৩য় অঙ্ক ২য় দৃশ্য) এর অনুবাদ, বেশীর ভাগ পদ্য।

ষষ্ঠ অঙ্গ (৯৬—১০৩)। উজ্জয়িনীনগর, কুঞ্জবন সরোবর তট॥ সুশীলা ও চিত্রসেনের সাক্ষাৎ; পরে চিত্তবিলাস ও দুলালের প্রবেশ।

সপ্তম অঙ্গ (১০৩—১১০)। ভানুমতী, চন্দ্রাবলী, সুলোচনা, ও সুশীলা। পরে রাজা বীরবরের ভাট, পারিষদগণ প্রভৃতিকে লইয়া প্রবেশ ও চিত্তবিলাসকে কন্যাদান। সেই সঙ্গে চিত্রসেনেরও সুশীলা লাভ।

অষ্টম অঙ্গ (১১০—১১৭)। উজ্জয়িনী রাজবাটীর অন্তঃপুর। নব পরিণীত বর ও বধুর কৌতুক ও আমোদ প্রমোদ। ইতিমধ্যে বিলাসের প্রবেশ ও রঙ্গকৌতুক।

চতুর্থ অঙ্ক—(১১৭—১৮২)

প্রথম অঙ্গ (১১৭—১১৯)। গুজরাটনগর বিচারালয়। শক্তিধর ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট লক্ষপতির অভিযোগ। গদ্য।

দ্বিতীয় অঙ্গ (১১৯—১২৫)। গুজরাটনগর কারাগার সম্মুখস্থ রাজপথ। কোটাল ও দণ্ডনায়ককর্ত্তৃক চারুদত্তের গ্রেফ্তার; সহদেবের হস্তে চিত্তবিলাসকে চারুদত্তের পত্র প্রদান। গদ্য।

তৃতীয় অঙ্গ (১২৫—১৩০)। উজ্জয়িনী রাজবাটীর অন্তঃপুর। রাজা ও রাণী তীর্থযাত্রা

করিবেন বলিয়া স্থির করিতেছেন। পদ্য। এ দৃশ্যের প্রয়োজন এই যে রাজা রাণী তীর্থযাত্রা না করিলে ভানুমতী স্বাধীনা হইতে পারেন না।

চতুর্থ অঙ্গ (১৩০—১৩৩ পৃঃ)। উজ্জয়িনীনগর রাজপথ। চন্দ্রসেন ও শশিমুখী, কিয়ৎ দূরে দুলাল সদানন্দ ভাঁড় ও বিলাস। গদ্য।

পঞ্চম অঙ্গ—(১৩৩—১৪২ পৃঃ)। উজ্জয়িনী রাজবাটীর অন্তঃপুর। শশিমুখী, চন্দ্রসেন ও দুলাল আসিয়া ভানুমতী চিত্তবিলাস প্রভৃতির সহিত যোগদান করিলেন। পরে সহদেব আসিয়া চারুদত্তের চিঠি চিত্তবিলাসকে দিলেন এবং চিত্তবিলাস গুজরাটযাত্রার সঙ্কল্প করিলেন। গদ্য।

ষষ্ঠ অঙ্গ—(১৪২—১৪৭ পৃঃ)। দৃশ্য পূর্ব্ববৎ। ভানুমতী ও সুশীলার গুজরাট যাত্রা ও বিচারালয়ে চারুদত্তের পক্ষসমর্থনের সঙ্কল্প। অল্পাংশ গদ্য।

সপ্তম অঙ্গ—(১৪৭—১৫০ পৃঃ)। উজ্জয়িনীনগর কুসুমকানন। শশিমুখী ও চন্দ্রসেন চিত্তবিলাস ও ভানুমতীর অনুপস্থিতিতে উজ্জয়িনীরাজবাটীর সমস্ত ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণের ভার পাইয়াছেন। এই দৃশ্যটি অনাবশ্যক।

অষ্টম অঙ্গ—(১৫০—১৭৯ পৃঃ)। গুজরাটনগর, বিচারালয়। মূলের প্রসিদ্ধ Court Scene (৪র্থ অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)এর অনুবাদ। ভানুমতী বিদ্যাধর শাস্ত্রী (Dr. Bellario) সাজিয়া চারুদত্তের তরফে ওকালতী করিতে আসিয়াছেন ও সঙ্গে মুহুরীবেশে সুশীলা। বেশীর ভাগ গদ্যে।

নবম অঙ্গ—(১৭৯—১৮২ পৃঃ)। গুজরাটনগর, রাজপথ। ছদ্মবেশে ভানুমতী ও সুশীলা এবং পরে চিত্রসেনের অঙ্গুরীয় লইয়া প্রবেশ। (মূলের ৪র্থ অঙ্ক, ২য় দৃশ্যের অনুবাদ)।

পঞ্চম অঙ্ক—(১৮২—১৯৮ পৃঃ)।

প্রথম অঙ্গ—(১৮২—১৯১ পৃঃ)। উজ্জয়িনীর রাজবাটীসমীপস্থ উপবন। ভানুমতী ও সুশীলার উজ্জয়িনী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন। প্রায় সমস্তটাই পদ্যে, পয়ার ভিন্ন মালঝাঁপ প্রভৃতি ছন্দে।

দ্বিতীয় অঙ্গ—(১৯১—১৯৪ পৃঃ)। উজ্জয়িনীরাজবাটীর অন্তঃপুর। চিত্তবিলাস ও চিত্রসেনের প্রত্যাবর্ত্তন এবং ভানুমতী ও সুশীলার সহিত মিলন (মূলের ৫ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্যের অনুবাদ)। এই অঙ্গে পয়ার ভিন্ন একাবলী, দ্বিপদী, ভঙ্গপয়ার প্রভৃতি অনেক ছন্দের নৈপুণ্য দেখাইতে গ্রন্থকার চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু এইখানেই মূলের ন্যায় নাটকের সমাপ্তি নয়।

তৃতীয় অঙ্গ—দৃশ্য পূর্ব্ববৎ। দুলালের সহিত বিলাসের ভগ্নীর বিবাহ। এটি গ্রন্থকারের কল্পনাপ্রসূত।

'ভানুমতীচিত্তবিলাসে'র উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, যদিও ইহা সেক্সপীয়রের ইংরাজী নাটকের আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ নহে, তথাপি গ্রন্থকার সেক্সপীয়রের আখ্যানের সম্পূর্ণ মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই জন্য ইহাতে মৌলিকতা বিশেষ নাই।

তবে ইনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, তাঁহার বাঙ্গালা নাটকখানিকে দেশ, কাল ও পাত্রের অনুযায়ী করিবার জন্ত ইংরাজী নাটকের বহু স্থলে "নিবর্ত্তন পরিবর্ত্তনাদি" করিয়াছেন। এই "নিবর্ত্তন পরিবর্ত্তন' প্রধানতঃ কতকগুলি নূতন চরিত্রে ও দৃশ্যের অবতারণায় দৃষ্ট হইবে কিন্তু যে সকল নূতন চরিত্র বা দৃশ্য তিনি তাঁহার নাটকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের বিশেষ কোনও সার্থকতা দেখা যায় না; কারণ, সেগুলি বেশীর ভাগই অপ্রধান ও অপ্রাসঙ্গিক। সদানন্দ ভাঁড় এবং তাহার স্ত্রী রসিকা বিদূষকবর্জ্জিত এই নাটকের হাস্যাস্পদ প্রসঙ্গের (comic element) জন্ত সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যে সকল দৃশ্যে তাহাদের অবতারণা করা হইয়াছে, সেগুলি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া হাস্যোদ্রেকের চেষ্টা বিশেষ সফল হয় নাই। কান্দুরায় জ্যোতির্ব্বেত্তা নাপিত ও তাহার মুখরা পত্নী মালতী সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে চন্দ্রসেনের ক্ষৌরকার্য্যের দৃশ্যটি মূল বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধবিহীন এবং ইহা বাদ দিলেও ক্ষতি নাই। গ্রন্থকার মূলগ্রন্থের শাইলকের চরিত্র যে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহা বোধ হয় না। তাহা হইলে তিনি শাইলকের এক ভার্য্যার সৃষ্টি করিতেন না। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য বোধ হয় এইরূপ ছিল যে, শাইলককে যত নিষ্ঠুরপ্রকৃতি বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়, ততই গ্রন্থের উদ্দেশ্য সফল হইবে, এবং সেই জন্ত তাহার উপর স্ত্রীনির্য্যাতনের দোষও চাপাইয়াছেন। কিন্তু শাইলক যে মানুষ এবং তাহার নিষ্ঠুরতার সহিত তাহার দুই একটি সদ্গুণও যে থাকিতে পারে, তাহা গ্রন্থকার ধরিতে পারেন নাই। মূলগ্রন্থে শাইলকের অপত্যবাৎসল্যের কল্পনা বোধ হয় এই জন্ত। হরচন্দ্রের লক্ষপতি "গুজরাট দেশীয় উৎকট কুসীদগ্রাহী কৃপণ মহাজন" হইতে পারেন, কিন্তু সেক্সপীয়রের শাইলক নহেন। সেইজন্ত শাইলকের যে বাক্যাবলী লক্ষপতির মুখে দেওয়া হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

গ্রন্থকারের নাট্যকলা ও প্রতিভার আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। কিন্তু এই দুষ্প্রাপ্য নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গেলে এ কথার উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হয়।

ভানুমতী-চিত্তবিলাসে ভদ্রার্জ্জুন নাটকের ভাষার প্রাঞ্জলতা দেখা যায় না। ইহার ভাষা মোটেই সরল বা নাটকোপযোগী নহে। পয়ারাদি ছন্দ ব্যবহার ও কাব্যোৎকর্ষবিধানের জন্ত ভারতচন্দ্রাদির অনুকরণে কৃত্রিমতাপূর্ণ সাধুভাষা প্রয়োগের ইচ্ছা (বিশেষতঃ প্রেমবর্ণনা ও নায়কনায়িকার রূপবর্ণনা প্রভৃতির স্থলে) ইহার ভাষাকে অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও উৎকট করিয়াছে। নাট্যকারের উপজীব্য মানবচরিত্রের অভিজ্ঞতা গ্রন্থকারের যে বিশেষ আছে, এরূপ বোধ হয় না এবং সেই জন্ত ভাষা ও চরিত্রচিত্রাঙ্কন জীবনের আদর্শের কাছাকাছি পৌঁছায় নাই। চরিত্রগুলিও সজীব হয় নাই, ভাষাও আড়ষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থকারের কবিত্ব-শক্তিরও একান্ত অভাব দেখা যায়। সেক্সপীয়রের নাটকের অনুবাদের জন্ত যেরূপ কবিত্ব-শক্তির প্রয়োজন, তাহা তাঁহার নাই। অবশ্য তিনি পয়ারাদি ছন্দে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন এবং এই নাটকের শেষভাগে বিদ্যাসুন্দরের অনুকরণে নায়ক নায়িকার মিলন-বর্ণনায় বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। কিন্তু কোনও উৎসর্পিণী কবিত্বকল্পনা বা তদুপযোগী ভাষা

ও ছন্দ তাঁহার আয়ত্ত নহে। একটি উদাহরণ দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। পোর্শিয়ার সুপ্রসিদ্ধ দয়ামাহাত্ম্য-বর্ণন আমাদের গ্রন্থকার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন,—

"দয়ার শুনহ গুণ লক্ষপতি রায়।
দয়ার গুণের কথা বর্ণন না যায়॥
অসীম দয়ার গুণ জগতে প্রচার।
গগন অম্বুর ন্যায় সর্ব্বত্র বিস্তার॥
গগনাম্বু ক্ষিতি যেন স্নিগ্ধমতি করে।
দয়াধর্ম্ম সেইরূপ শুভ করে নরে॥
দুই মতে শুভকরী দয়ারে জানিবে।
দাতা গ্রহীতার সেই কল্যাণ করিবে॥
দয়াবান্ হয় সুখী দয়া প্রকাশিয়া।
গ্রহীতা কল্যাণ দেখে গ্রহণ করিয়া॥"

ইহার উপর মন্তব্য অনাবশ্যক।

ইঁহার গদ্যের ভাষাতেও যে বিশেষ স্ফূর্ত্তি দেখা যায়, তাহা নয়। নিম্নে বিচারালয়ের দৃশ্য হইতে একাংশ উদ্ধৃত করা গেল।

"চিত্র. লক্ষরায় তুমি এখনি যে ছুরিতে শাণ দিতেছ, ইহার কারণ কি?

লক্ষ. (তর্জ্জনপূর্ব্বক) ইহার কারণ যে বেটাদের শাণ নাই সেই বেটাদিগকে আরও অশাণ করিব এই জন্য ছুরিতে শাণ দিতেছি।

চিত্র. লক্ষরায় ঐ ছুরিকা তোমার পাষাণময় হৃদয়ে কেন ঘর্ষণ কর না তাহাতে বিলক্ষণ শাণ হইবে, কেননা করুণাবাক্য প্রায় হৃদয় বিদ্ধিতে সমর্থ হয় না ধাতুময় তীক্ষ্ণ অস্ত্রেই তোমার কি প্রয়োজন, তোমার লোভ দ্বেষ ও পৈশুন্যরূপ যে তিন অস্ত্র আছে তাহা এমত তীক্ষ্ণ যে ত্রিশূলের অগ্রভাগ হইতেও তীক্ষ্ণতর।

লক্ষ. যদি শূলে না যাও তবে তুমি শূলের অগ্রভাগ হইতে স্বতন্ত্র থাক।

চিত্র. এই নরাধম লক্ষপতি হিংস্রক পশ্বাদির ন্যায় অতি নিষ্ঠুর। ইহাকে দেখিয়া আমার এমন মনে হইতেছে যে কোন হিংস্রক ব্যাঘ্রের বধকালে তাহার কঠিন প্রাণ লক্ষের জঘন্য দেহে আবির্ভাব হইয়া থাকিবেক। যেহেতু এই নরাধমের দুরাশা রাক্ষসীরূপা অতি ভয়ঙ্করী শোণিতার্থিনী ক্ষুধার্ত্তা ও সর্ব্বগ্রাসিকা।

লক্ষ. তুই চিৎকার করিয়া কেবল আপনারই ক্ষতি করিতেছিস্। আগে ভাবিয়া দেখ আমার ঋণ হইতে তোদের কিসে পরিত্রাণ হইবে। আমি বিচারার্থ দণ্ডায়মান আছি।"

২। কৌরববিয়োগ *

হরচন্দ্রের দ্বিতীয় নাটক 'কৌরববিয়োগ' অনুবাদ নহে, গ্রন্থকারের নিজের রচনা। এই নাটকের নাম ও বর্ণনা ইহার পরিচয়-পত্রে এইরূপ দেওয়া আছে:—"কৌরববিয়োগ / নাটক। / এতাবতা রাজা দুর্য্যোধনের উরু / ভঙ্গাবধি অশ্বত্থামাদির যজ্ঞানলে দগ্ধ হওয়া পর্য্যন্ত / মহাভারতীয় অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত নাটকের প্রণালীতে বহুলাংশ / গদ্যে ও অতি অল্পাংশ পদ্যছন্দে / শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া / শ্রীরামপুরের "তমোহর" যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। / সন ১৮৫৮।" /

এই পুস্তকের দুইটি ভূমিকা আছে,—একটি ইংরাজীতে লিখিত, অপরটি বাঙ্গালায়। ইংরাজী ভূমিকায় (তারিখ, হুগলী ১৮৫৭ খ্রীঃ অঃ) তাঁহার পূর্ব্বলিখিত ভানুমতীচিত্তবিলাসের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন,—"In 1852, I published my vernacular drama of the "Merchant of Venice" which was written at the suggestion of an European friend of native education."

বাঙ্গালা ভূমিকায় গ্রন্থকার স্বীয় নাটকের উদ্দেশ্য বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিয়াছেন। ইহার গোড়া হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"এতদ্দেশীয় আপামর সাধারণ লোকেরই অবগতি আছে যে, প্রচরদ্রূপে প্রচলিত "মহাভারত" ভারতবর্ষের প্রাচীন ও সমীচীন গ্রন্থ, এবং গার্হস্থ্য ও ব্রহ্মচর্য্য ও রাজধর্ম্ম ও জ্ঞান-যোগ ও যোগধর্ম্মাদি নানাবিষয়ের উপদেষ্টা বিধায় সর্ব্বত্রে সর্ব্বদা প্রকৃষ্টরূপে সমাদৃত হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক অধ্যাপক ও অধ্যাপিতেরদের পদ্যরচিত গ্রন্থে বিশিষ্টরূপ অনুরাগ দৃষ্ট হয় না। এ কারণ সুরচিত "মহাভারত"ও একাল পর্য্যন্ত কষ্টশ্রেষ্টে অস্মদাদির কলেজ ও পাঠশালাপ্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইতে প্রাপ্তাভীষ্ট হন নাই। এবঞ্চ নবরচিত পদ্যগ্রন্থেও বিদ্যালয়ের বিরতি দেখা যায়। যেহেতুক তাহার অধিকাংশই প্রায়ই সুশ্রাব্য কাব্যরসঘটিত; এই হেতু ইত্যগ্রে কিয়দংশে পদ্যে বিরচিত "ভানুমতীচিত্তবিলাস" ইত্যভিধেয় যে নাটক আমি প্রস্তুতপূর্ব্বক হুগলির কালেজে কৃপালু প্রধান অধ্যাপক সাহেবের মধ্যবর্ত্তিতায় বিত্তাদানার্থ কৌন্সেলে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহা মহানুবভব (?) সভ্য মহাশয়েরা সুরচিত বোধ করিলেও অদ্যাপি কালেজাদিতে ব্যবহৃত হয় নাই; অথবা বর্ণিত মহামহিমেরা তাহা তদর্থে উপযোগী জ্ঞান করেন নাই, ইহা মদীয় দুজ্ঞের্য়। বস্তুতঃ প্রাগুক্ত নাটক "সেকস্‌পিয়র"কৃত মহানাটকের মনোনীত একাংশের (অর্থাৎ মর্চ্যাণ্ট-অফ-বেনিসের) দেশীয় পরিচ্ছদ মাত্র। কিন্তু এতদ্দেশস্থ যে সমস্ত মহাশয়েরা সেক্‌স্‌পিয়র সাহেবকৃত স্বনামপ্রসিদ্ধ মহানাটক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই বিবেচনা করিয়া থাকিবেন যে, ঐ প্রতিষ্ঠিত কাব্য নানারসঘটিত ও স্থানে স্থানে এতদ্রূপ সরস আদিরস রচিত যে নীতিজ্ঞানান্বেষী ছাত্রগণের তাহা পাঠের যোগ্য করিলে "ভারতচন্দ্রে" স্থান নির্দ্ধারণ করা নৈষ্ঠুর্য্য বোধ হয়।"

* এই নাটক ও চারুমুখচিত্তহরা ব্রিটিশ মিউজিয়ম গ্রন্থাগারে আমার হস্তগত হইয়াছিল।

এই জন্ত গ্রন্থকার আদিরসাত্মক বিজাতীয় নাট্যবস্তু পরিত্যাগ করিয়া "সুমার্জ্জিত সাধুভাষা"র মহাভারত হইতে দেশীয় আখ্যানভাগ লইয়া এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার অবলম্বন প্রধানতঃ কাশীরাম দাস, এ কথা তিনি স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন :—

"কাশীদাসের কিয়দ্ভাগের প্রাচীন পরিচ্ছদ যাহা মুদ্রাযন্ত্রের মুদ্রাদোষে ক্রমশঃ মলিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা পরিবর্ত্তন করিলাম।"

এই নাটক পাঁচটি অঙ্কে সমাপ্ত। প্রত্যেক অঙ্কে এইরূপ দৃশ্যবিভাগ আছে :—১ম অঙ্ক —৫; ২য়—৬; ৩য়—৪; ৪র্থ—৫; ৫ম—৭। প্রথমেই সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে, কিন্তু বহুল বাগাড়ম্বরের সহিত, নান্দী। এই নান্দীর কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি; তাহা হইতে এই নাটকের ভাষার কিছু নমুনা পাওয়া যাইবে।

"হে মাতর্বাগ্বাদিনি, পরমপরাৎপর পরমেশ্বরপ্রচারিত স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদিস্থ সুরাসুর নাগনরাদি যাবৎ প্রাণির প্রাণরূপ বায়ু যে তুমি তোমার সুরমানসলষিত শ্রীপাদপদ্মযুগল [illegible] অনুক্ষণ স্মরণ করিয়া সৃজন ও পালন ও সংহারের কর্ত্তা হরিহরবিরিঞ্চ্যাদি দেবগণ সৃজনাদিরূপ ভূরীভার সম্পাদন করিতেছেন, এবং তোমার কৃপাকটাক্ষে সহস্রাক্ষ সুকৌশলাৎ ও সদ্বুদ্ধিমত্তায় ভীষণ সুরবৈরিবৃন্দ নিসূদন করিয়া সুরলোকে আধিপত্য করিতেছেন। অপিচ, হে পঙ্কজনেত্রে, তোমার অপাঙ্গদৃষ্টিপ্রসাদে তোমার পাদপদ্মের ধ্যানপরায়ণ হইয় ব্যাস বাল্মীকি কালিদাসাদি কবীশেরা জগজ্জনানুরঞ্জন সুরসিত সৎকাব্যকর্ত্তা হইয়া তোমা মহতী মহিমার জ্যোতিকে দেদীপ্যমান করিতেছেন।" ইত্যাদি।

এইরূপ সংস্কৃতবহুল পণ্ডিতী ভাষায় প্রায় সমস্ত নাটকখানিই লিখিত। নাটক হিসাবেও ইহা খুব উচুদরের রচনা নহে; বরঞ্চ এই আড়ষ্ট ভাষার চাপে পড়িয়া ইহার সমস্ত কথোপকথন ও নাট্যকৌশল ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। চতুর্থ অঙ্ক (পৃঃ ৪২-৪৩) হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদী ইত্যাদির কথোপকথন হইতে ইহার কিছু নমুনা দিতেছি :—

"শ্রীকৃষ্ণ। হে পঞ্চালসুতে, বিলাপ সম্বরণ কর। কর্ম্মবশতঃ এই কর্ম্মভূমিতে লোকের ভূয়ঃ ভূয়ঃ জন্ম ও মৃত্যু হইতেছে, এবং জন্মিলেই মরণের নিশ্চয়তা আছে, কেবল ক্ষীণবুদ্ধি জনেরাই ইহার কালাকাল বিবেচনা করিয়া শোকগ্রস্ত হয়েন। দেখ, সম্পূর্ণ অষ্টাদশ দিবস যুদ্ধ করিয়া সৈন্তনিকরে সংহার করতঃ পাঞ্চালেরা মৃত্যুকর্ত্তৃক পরাজিত হইল। অতএব বিধির যে নির্ব্বন্ধ তাহা অনিবার্য্য, হে নৃপজায়ে, ইহা বিবেচনা করিয়া দেখ। আর এই মত বহু বীরবাহুরা বীর্য্যবলে ত্রিভুবন বিজয় করিয়া পরিশেষে আপনারা লীলাসম্বরণ করিয়াছেন। অতএব ইতরের ন্তায় ঈদৃশবিলাপপর হওয়া জ্ঞানবতীর কর্ত্তব্য নহে।

দ্রৌপদী। দেব, সংহত সৈন্তাদির শোণিতে শিবির মগ্ন, আর অশ্বত্থামার নৈষ্ঠুর্য্যও অনির্ব্বচনীয়। আমি ইহা কিমতে সহ্য করিব।

ভীম। প্রিয়ে, কোন্ উপায়ের দ্বারা তোমা। [illegible]র্ত্তমান শোক ও দুঃখের সমতা হইতে পারে তাহা আমাকে কহ।

দ্রৌপদী। হে পতে, অরণ্যে ও বিরাটভবনে জয়দ্রথ ও কীচকের সমুচিত শাস্তির বিধান করিয়া আমার সম্মান রক্ষা করিয়াছ। যদি সম্প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে এই আততায়ি অশ্বত্থামার শিরোমণি আমাকে আনিয়া দেহ।

ভীম। প্রিয়ে, যদি ইহাতে তোমার প্রীতি জন্মে, তবে আমরা অবশ্য ইহার উপায় করিব।

দ্রৌপদী। তোমার অমরবিজয়ি শূরতা শ্লাঘ্য, আর তোমার সৌহৃদ্য আজীবন স্মরণীয়। তোমার কৃত আশ্বাসে আমি কৃতার্থা হইলাম।

যুধি। তথাচ হে ভ্রাতঃ, ব্রাহ্মণ ও বন্ধু আততায়ি হইলেও বধের যোগ্য নহে। ইহাদের মস্তক মুণ্ডন ও দ্রবিণ সংচ্ছেদন ও স্থান হইতে নির্য্যাপন করাই বধতুল্য নচেৎ ইহাদের দৈহিক দণ্ড নাই, ইহা মনে কর।"

স্থানে স্থানে বর্ণনার ছটা মন্দ নহে ; কিন্তু এই সকল বর্ণনা প্রায়ই পদ্যে লিখিত। যথা পৃঃ ১০৮—১২ হস্তিনাপুরবর্ণনা (পয়ার ছন্দে), যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক নরকবর্ণনা পৃঃ ১২২—২৩ (পয়ার ছন্দে), ভীষ্মের শ্রীকৃষ্ণস্তুতি পৃঃ ১৩০-১৩১ ইত্যাদি। পদ্যের সংখ্যা অতি অল্প। নমুনা যথা—(পৃঃ ৫১)—

বিদুর। উঠহ মহারাজ   সকল বিধির কাজ
সবার মরণ মাত্র গতি।
যে দিন নিয়তি যার   সেই দিন মৃত্যু তার
তাহা নাহি ঘুচে মহামতি ॥

৩। চারুমুখচিত্তহরা

হরচন্দ্রের তৃতীয় নাটকখানির নাম "চারুমুখচিত্তহরা"। পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত। ইহার পরিচয়-পত্র এইরূপ দেওয়া আছে :—

চারুমুখচিত্তহরা / নাটক। / এতদ্দেশীয় সরল সাধুভাষায় গদ্য পদ্য প্রবন্ধে / (হুগলির) শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক / রচিত। / কলিকাতা / বহুবাজার ষ্ট্রীটের ৫৩ সংখ্যক ভবনস্থ কেনিংযন্ত্রে / মুদ্রাঙ্কিত। / ইং ১৮৬৪ সাল। /

এই নাটক উক্ত দুইখানি নাটকের অনেক পরে রচিত, এবং ইহার ভাষা সম্বন্ধে গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিতেছেন :—

"এই গ্রন্থ অতিশয় অলঙ্কৃত সুমার্জ্জিত সাধুভাষায় না লিখিয়া সামান্যতঃ কথিত কোমল সরল বাক্যে রচনা করিয়া সর্ব্বসাধারণের কৌতূহলজন্য এতন্নাটিকা নেপথ্যের উপযোগিনী করা যায়।"

ইংরাজী ভূমিকায় (তারিখ কলিকাতা ১৮৬৩) গ্রন্থকার স্বীয় উদ্দেশ্য আরও বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

Some time ago, I was desired by a learned friend of mine, who is now no more "to show 'Romeo and Juliet' in an oriental dress"— "rich, not gaudy." It was also suggested that it should be rendered in the simplicity and elegance of colloquial language with the view to adapt the same more to the stage * than to the study. The characters of the present work which I am about to lay before the public, will, therefore, be found to differ, in some respects, from that of my other dramatic writings ; and the slight additions and alterations which have been advisedly made in it are adapted to suit the taste of all classes of natives of this country.

এই নাটকের বর্ণনীয় ঘটনার স্থল কর্ণাট। ভোজবংশের রাজা মহীশূরের পুত্র চারুমুখ এবং সিন্ধুবংশের রাজা অংশুমানের কন্যা চিত্তহরা মূল নাটকের রোমিও ও জুলিয়েতের স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রথমেই নান্দী ও সূত্রধার কর্তৃক প্রস্তাবনা। এই প্রস্তাবনায় দুই বংশের রেষারেষি ও নায়ক-নায়িকার প্রণয়-কাহিনীর সূচনা করা হইয়াছে। ইহার ভাষা খুবই সরল; কিন্তু অনেক জায়গায় তাহাতে কিছু গাম্ভীর্য্যের হানি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নাটকের সংস্কৃত-কণ্টকিত ভাষার চেয়েও এখানে যথেষ্ট চলিত ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়।

"সূত্রধার। প্রিয়ে সে কথাটি কি ?

নর্ত্তকী। তা আমি তোমাকে বলবো না। তোমার পেটে কথা থাকে না। আমি যে মেয়ে মানুষ, তবু কত কথা চেপে রাখি। তুমি পুরুষ মানুষ হয়েও একটি কথা পেটে রাখতে পার না।

সূত্রধার। প্রিয়ে! তুমি এইবার খালি বল, আমি যেমন করে পারি পেটে রাখবো। আমার দিব্বি, যদি না বল। দেখ, আমি তোমা বই আর কারু নই।

নর্ত্তকী। তোমার সঙ্গে যখন যার ভাব হয়, তাকেই তো ওই কথা বল যে, প্রিয়ে! আমি নিতান্ত তোমারি। তোমার বই আর কারু নই। কিন্তু তুমি যে কার, তা তোমার বিধাতাই জানেন।" ইত্যাদি।

গম্ভীর বিষয়ের অবতারণার সময় গ্রন্থকার আবার তাঁহার পুরাতন কৃত্রিম ভাষার আশ্রয় লইয়াছেন; কিন্তু 'কৌরববিয়োগে'র মত আগাগোড়া কটমট ভাষায় লিখেন নাই। ইহার একটি নমুনাই যথেষ্ট হইবে :—

"প্রেমের তো পদ্ধতিই এই; তাতে আবার তুমি খেদ করে কেন আমার দেহ ছেদ কর। প্রেমাসক্তের অন্তর হইতে যে দীর্ঘনিশ্বাস বহে, সেই ধূমকেই প্রেম বলিলে হয়।

* কিন্তু এই এবং হরচন্দ্রের অন্যান্য নাটক কখনও অভিনীত হইয়াছিল বলিয়া জানা নাই।

...ায়, তাহা নাই ; সুতরাং
তাহা পরিচ্ছন্ন হইলেই তাহাদের নয়নে প্রেমানল দীপ্তমা...
হইলে নয়নে বারি সৃজন করিয়া অশ্রুরূপে সাগরের (?)...
এই যে, প্রেম ক্ষিপ্ততাবিশেষ, অথচ বিবেচনাবিশিষ্ট। ...
হইবে, অথচ মিষ্টতায় প্রাণ রক্ষা করে।"

যদিও হরচন্দ্র এই নাটকে অনেকটা সরল ভাষা ব্যবহা... তাহা সংস্কৃতানুযায়ী, কৃত্রিম ও নাটকের অনুপযোগী, তাহা বলা বাহুল্যমা... ...ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে তাহা অনেক সময় যে নিতান্ত খেলো হইয়া যায় ... তাহাও বলা যায় না। এখানে মনে রাখা দরকার যে, যখন হরচন্দ্র তাঁহার নাটকগুলি লিখেন, তখনও ভাষাসমস্যার নিষ্পত্তি হয় নাই। তখনও গদ্যে, নাটকে, কবিতায় সকলেই নিজ নিজ পথ খুঁজিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কাব্যে ঈশ্বরগুপ্ত ও মাইকেল, নাটকে রামনারায়ণ ও মাইকেল, গদ্যে এক দিকে সংস্কৃতকলেজী দল, অন্য দিকে আলালী নক্সাকার—এইরূপে চারি দিকে একটা চেষ্টার লক্ষণ দেখা যাইতেছিল। ইঁহাদের কেহই সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই।

হরচন্দ্রের প্রথম নাটক মাইকেল ও রামনারায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও, বাকী দুইখানি নাটক সমসাময়িক বা কিছু পরে রচিত। তখনকার নাটকে (যথা কালীপ্রসন্ন সিংহের নাটকাবলীতে) অধিকাংশ কৃতবিদ্য লেখক সংস্কৃতবহুল গুরুগম্ভীর ভাষা ব্যবহার করিতেন। 'কুলীনকুলসর্ব্বস্বে'র "জগতীতল এক্ষণে অস্মাদৃশ বিয়োগী ব্যক্তির হৃদয়ে নিজ তাপসমূহ সমর্পিত করিয়া কি স্বয়ং সুশীতল হইল ? অহহ ! বিরহিজনসন্তাপে কাহারও সঙ্কোচ নাই।" প্রভৃতির মধ্যেও কোন উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় না। ঈশ্বরচন্দ্রের গদ্যপ্রবন্ধে ইহা অপেক্ষা শতগুণ অলঙ্কার-কণ্টকিত অনুপ্রাস-বহুল এবং অনুস্বার-বিসর্গ-বর্জ্জিত সংস্কৃত ভাষা, ভাষার উৎকৃষ্ট আদর্শ-স্বরূপ গৃহীত হইত। ফলতঃ তখনও গদ্যের ভাষার সৃষ্টি হয় নাই ; ভাষা তখনও সাহিত্য শিল্পাগারে শিক্ষার্থী। এক দিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অন্য দিকে অক্ষয়কুমার দত্ত, এই দুই মহাপুরুষের কল্যাণে যদিও বঙ্গভাষা নবজীবন লাভ করিল বটে, তথাপি উভয়েই সংস্কৃতানুরাগী ছিলেন বলিয়া ভাষা প্রাঞ্জল হইলেও সংস্কৃতানুযায়ী হইয়া উঠিয়াছিল। বিদ্যাসাগরী বা অক্ষয়ী ভাষার লালিত্য, দৃঢ়তা ও ওজস্বিতা থাকিলেও তাহা সংস্কৃত ভাব, অলঙ্কার ও শব্দগৌরবে এত ভারাক্রান্ত যে, তাহাতে মহাকাব্য রচিত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহা কোনমতে নাটক বা উপন্যাসের ভাষা বলিয়া লওয়া যাইতে পারে না। অবশ্য এই সময়ে টেকচাঁদের আলালী ভাষা অধিকতর দ্রুত, সহজ ও স্ফূর্ত্তিশালী ছিল, কিন্তু তাহা এত হাল্কা যে, তাহাকে মার্জ্জিত করিয়া না লইলে কোনও উচ্চশ্রেণীর রচনায় চালান যায় না।

এমন কি, পরবর্ত্তী সময়ে দীনবন্ধু মিত্রের রচনাতেও এক দিকে এই দীর্ঘায়ত সমাসবহুল ভাষা বহু স্থলে তাঁহার 'নীলদর্পণে'র করুণরসের ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে। অন্য দিকে টেকচাঁদী ভাষার ছায়া তাঁহার হাস্যরসের রচনার শ্রীবৃদ্ধি করিলেও, ইহা স্থানে স্থানে যে নিতান্ত হাল্কা ও খেলো

হইয়া যায় নাই, তাহা একেবারে বলা যায় না। তবে দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভা এ সমস্ত বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়াও অপূর্ব্ব সফলতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, তখনও বঙ্কিমচন্দ্রের সমৃদ্ধিশালিনী সর্ব্বশ্রীসম্পন্না ভাষার সৃষ্টি হয় নাই। ভাবের ভাষা, সৌন্দর্য্যের ভাষা, রসজ্ঞের ভাষা, যুক্তির ভাষা, বিবৃতির ভাষা, সর্ব্ববিষয়ের ও সর্ব্বসাধারণের ভাষা বঙ্কিমচন্দ্র তখনও বঙ্গসাহিত্যে লইয়া আসেন নাই।

হরচন্দ্রের নাট্যকলা সম্বন্ধে কিছু না বলিলেও চলে। কারণ, নাট্যকার হিসাবে সমসাময়িক রামনারায়ণ বা মাইকেলের ছায়াও তিনি স্পর্শ করিতে পারেন নাই। "কৌরব-বিয়োগে"র চরিত্রসমূহ অমানুষ বীর্য্য বা অন্য গুণগ্রামে ভূষিত হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহারা যে রক্তমাংসের জীব, তাহা বুঝা যায় না। দ্বিতীয় নাটকের চারুমুখ-চিত্তহরার কাহিনী অনেকটা মামুলীপ্রথাগত কাব্যের নায়ক নায়িকার গল্পের মত বৈচিত্র্য-বর্জ্জিত ও অস্বাভাবিক; গ্রন্থকার জীবনের চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করেন নাই, পুস্তকগত আদর্শের আশ্রয় লইয়াছেন। ইহাকে সেক্সপীয়রের অনুবাদ বলিয়া ধরাই ধৃষ্টতা। কারণ, সেক্সপীয়রের কবিত্ব বা নাট্যপ্রতিভার কণামাত্রও ইহাতে দেখা যায় না। প্রসঙ্গ সম্বন্ধে কলিকাতা রিভিউএর কোন সমালোচক (১৮৫৯ Misc. Notices, P. XVII) যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যথার্থ,—"There is nothing striking or original in the whole concern. We have not met with a single original image or thought. Many of our native friends are fond of appearing in the world as poets, but we would remind them of the ancient saying: *poeta nascitur non fit.*"

৪। রজতগিরিনন্দিনী *

'ভানুমতীচিত্তবিলাস' ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত; ইহার পূর্ব্বে 'ভদ্রার্জ্জুন' ভিন্ন বোধ হয়, অন্য কোনও বাঙ্গালা নাটক ছিল না। সুতরাং বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এই পুস্তকখানির যথেষ্ট মূল্য আছে।

'কৌরববিয়োগ' (১৮৫৮) এবং 'চারুমুখচিত্তহরা' (১৮৬৪) এই দুইখানি নাটক, কালীপ্রসন্ন সিংহের তিনখানি নাটক † ও রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' (১৮৫৪), 'বেণীসংহার' (১৮৫৬) ও 'রত্নাবলী'র (১৮৫৮) সমসাময়িক। সুতরাং এই দুইখানি নাটক রচনাতেও হরচন্দ্রের যথেষ্ট মৌলিকতার দাবী রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার তৃতীয় নাটক 'রজতগিরিনন্দিনী' ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত এবং রামনারায়ণ তর্করত্নের ও মাইকেলের প্রায় সমস্ত রচনার পরবর্ত্তী।

* ইহার এক খণ্ড সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে আছে।

† বিক্রমোর্ব্বশী (১৮৫৭), সাবিত্রীসত্যবান্‌ (১৮৫৮); মালতীমাধব (১৮৫৯)।

এই হিসাবে ইহাতে নূতনত্ব এবং রচনার পরিপক্কতা যতটা আশা করা যায়, তাহা নাই; সুতরাং এই গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

এই গ্রন্থের পরিচয়পত্র এইরূপ :—

"রজতগিরিনন্দিনী / নাটক। / শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক বিরচিত / এবং হুগলী হইতে প্রকাশিত। / কলিকাতা। / শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক / ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত। / সন ১২৮১ সাল।" /

প্রারম্ভে একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা আছে। তাহা এইরূপ :—

"পূর্ব্বে এতদ্দেশে সাধারণ নাট্যশালা না থাকায় সুরচিত নাটক গ্রন্থের সৌন্দর্য্য প্রায় অন্তঃপটে থাকিত। রচনার পারিপাট্যে কেবল বিদ্বান্ লোকেরই অনুরাগ জন্মে। কিন্তু অভিনয় ব্যতীত সর্ব্বজনসাধারণের আমোদ হয় না। ইদানীং সে অভাব দূর হওয়াতে নাটক রচনার চর্চ্চা বৃদ্ধি হইয়াছে।

অতএব এই সুসঙ্গতিহেতু ব্রহ্মদেশীয় এক মনোহর কাব্য আধুনিক নাটকের প্রণালীক্রমে লিখিয়া প্রকাশ করিতেছি। যদি এই অভিনয় নাটকগুণজ্ঞ লোকের মনোরম্য হয়, তবেই আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। তদ্ভিন্ন আর কোন্ স্বার্থ নাই। হুগলী, বঙ্গাব্দ ১২৮১ বৈশাখ।"

ব্রহ্মদেশীয় কোন্ কাব্য অবলম্বন করিয়া এই নাটক রচিত, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই নামের একখানি নাটক আছে এবং দুইখানি নাটকের আখ্যান ভাগের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'কিন্নরী' নাটকও এই উপাখ্যান লইয়াই রচিত। গল্পটি অতি সামান্য এবং নাটকের চেয়ে কাব্যেরই অধিকতর উপযোগী। গল্পটি এই :—পিঙ্গলদেশের যুবরাজ পরীরাজকন্যা ক্ষণপ্রভাকে স্বপ্নে দেখিয়া, তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া দুঃখে কালযাপন করিতেছেন। ক্ষণপ্রভা রজতগিরি নামক পরীরাজ্যের রাজার কন্যা। প্রভুর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া সুধন্বা নামক ব্যাধ রাজানুগ্রহ লাভের আশায় কোনও কৌশলে রাজকন্যাকে বন্দী করিয়া আনিবার জন্য পরীরাজ্যের দিকে যাইতে যাইতে পিঙ্গলনগরের নিকটবর্ত্তী কমলসাগর নামক হ্রদের নিকট পৌঁছিল। সেই হ্রদের নিকটে এক ব্রহ্মচারী বাস করিতেন। তিনি দয়াপরবশ হইয়া সুধন্বাকে একটি মায়াপাশ দান করিয়া বলিলেন যে, ইহাতেই তাহার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। ইত্যবসরে ক্ষণপ্রভা ও তাহার দুই ভগিনী কমলসাগরে স্নান করিতে আসিয়াছেন। সুধন্বা মায়াপাশে কৌশলে ক্ষণপ্রভাকে বন্দী করিয়া আনিয়া রাজপুত্রকে উপহার দিলেন। ক্ষণপ্রভা প্রথমে অনেক কান্নাকাটি করিলেন, কিন্তু পরে রাজপুত্রকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে বিবাহ করিলেন। এ দিকে তাহার দুই ভগ্নী পরীরাজ্যে ফিরিয়া গিয়া পরীরাজকে সমস্ত কথা বলিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া পিঙ্গলরাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী রাজাদিগকে পিঙ্গলরাজ্য আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন। মস্ত যুদ্ধ বাধিয়া গেল; যুবরাজ তাঁহার অন্তর্বত্নী পত্নী ক্ষণপ্রভাকে রাজধানীতে রাখিয়া যুদ্ধ করিতে গেলেন। দেশে অনেক অমঙ্গল ও উৎপাতের লক্ষণ দেখা গেল এবং বৃদ্ধ রাজা যৌবনাশ্ব একদিন একটা দুঃস্বপ্ন দেখিলেন।

রাজপুত্রের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ রাজধানীর কোনও 'অনাগতবাদী' আসিয়া রাজাকে বলিলেন যে, রাজপুত্রবধূ ক্ষণপ্রভা অমঙ্গলরূপিণী এবং তাঁহারই জন্ম রাজ্যে নানারূপ অশুভসঙ্ঘটন হইতেছে। রাজা ক্ষণপ্রভাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তাঁহার নবপ্রসূত সন্তানটি রাখিয়া ক্ষণপ্রভা কমলসাগরের নিকটবর্ত্তী সেই বনে ব্রহ্মচারীর আশ্রয়ে উপনীত হইলেন এবং সন্ন্যাসীর উপদেশে শূন্যমার্গ অবলম্বন করিয়া পিতৃরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন; কিন্তু স্বামী প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাঁহাকে দিবার জন্য সন্ন্যাসীর নিকট বিঘ্নপ্রতিষেধক একটি অঙ্গুরী রাখিয়া গেলেন। রাজকুমার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, বৃদ্ধ রাজা কুপরামর্শের বশবর্ত্তী হইয়া যে অনর্থ করিয়া বসিয়াছেন, তাহা অবগত হইলেন। পরে সন্ন্যাসি-প্রদত্ত অঙ্গুরী এবং 'গন্ধর্ব্বধূপে'র প্রভাবে একটি নিশাচরীকে বধ করিয়া, একটি অতিকায় সর্পের অধিকৃত অগ্নি-নদ উত্তীর্ণ হইয়া, রাকপক্ষীর পৃষ্ঠারোহণে রজতগিরিরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। পরে কথাসরিৎ-সাগরের একটি আখ্যায়িকাভাগ অবলম্বনে বর্ণিত হইয়াছে যে, রজতনন্দিনীর একজন পরিচারিকা কলস লইয়া একটি পুষ্করিণীতে জল লইতে আসিলে রাজকুমার তাহার পরিচয় অবগত হইয়া কৌশলে তাহার কলসের মধ্যে অঙ্গুরীটি ফেলিয়া দেন। রাজকুমারী অঙ্গুরীটি চিনিলেন এবং তাহার স্বামীও রাজসমীপে আনীত হইল। পরে শক্রধনুতে গুণপ্রদান এবং সাতটি রাজকন্যার সঙ্গে যবনিকার অন্তরালে অবস্থিত পরীরাজকন্যার একটি অঙ্গুলি পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করিলেন; এইরূপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি পুনরায় রাজনন্দিনীকে লাভ করিলেন। এই মিলনান্ত গল্পের শেষে একটিমাত্র বিসদৃশ শোকাবহ চিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে—সেটি অনাগত-বাদীকে বিচারমণ্ডপে আনয়নের সময় উত্তেজিত জনমণ্ডলী কর্তৃক তাহার বিনাশসাধন।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, উপকথা হইতে গৃহীত ইহার আখ্যানবস্তু (plot) কল্পনাবহুল হইলেও নাটকের বিশেষ উপযোগী নহে। বরং আখ্যায়িকা বা কাব্যেরই উপাদান হইতে পারে। সেই জন্য এই নাটকে অঙ্কিত প্রকৃতিসমূহের সঙ্গতি রক্ষিত হইলেও চরিত্রের বিকাশ দেখান হয় নাই; কারণ, ঘটনাপুঞ্জের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া চিত্রিত চরিত্রের বিকাশ দেখান অপেক্ষা কতকগুলি বিভিন্ন দৃশ্যের একত্র সমাবেশ করিয়া, তাহার ভিতর দিয়া একটি গল্প ফুটাইয়া তোলাই গ্রন্থকারের প্রধান লক্ষ্য। সেই জন্য তাঁহার চরিত্রাঙ্কনে বা আখ্যানবস্তু-গ্রন্থনে নিপুণতা দেখা যায় না। যুবরাজের চরিত্রটি উপকথার রাজপুত্রের ন্যায় সম্পূর্ণ মামুলী রকমের। তাহাতে কোনও ব্যক্তিত্বের বিকাশ নাই, বরং একটু প্রকৃত পৌরুষের অভাব দেখা যায়। রাজাকেও এত অশক্ত ও বিকলমতি করা হইয়াছে যে, অনেক সময়ে তাঁহার সিংহাসনে বসিবার যোগ্যতা সম্বন্ধেও সন্দেহ হয়। বিনা কারণে নিরপরাধা পুত্রবধূকে যে কেন তিনি বাজে লোকের কথায় নির্ব্বাসিত করিলেন, তাহা বুঝা যায় না। স্ত্রীচরিত্রগুলিও বৈচিত্র্যবর্জ্জিত। তিন ভগ্নী ক্ষণপ্রভা, লীলা ও প্রমীলার চরিত্রের মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য দেখা যায় না। রজতগিরিরাজের অন্তঃপুরের প্রধান পরিচারিকা দমনিকার চরিত্রটি হাস্যাস্পদ করিবার চেষ্টা হইয়াছে; তাহাতে নাট্যকারের চেষ্টাটাই হাস্যাস্পদ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সেইরূপ

মুখব্যাধ ও তাহার স্ত্রী কাঞ্চনী, অথবা অনাগতবাদী ও যামাইবেরুবীর প্রলাপেও হাস্যোদ্রেকের চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে। হরচন্দ্রের হাস্যরস সৃষ্টির শক্তি বিশেষ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। আখ্যায়িকাটিতে যেরূপ কল্পনা ও কবিত্বশক্তির প্রয়োজন, হরচন্দ্রের তাহা ছিল না। ভাষার মধ্যেও সেরূপ প্রাঞ্জলতা ও স্বচ্ছন্দভাবের একান্ত অভাব দেখা যায়। প্রমীলার যাত্রার ধরণে হাহুতাশ হইতে একটু নমুনা দেওয়া গেল।

"প্রমীলা। বসন্তে ফুলধনু বিষম জ্বালা দেয়। তায় অবলায় ক্ষীণ তনু ভয়ে সর্ব্বদাই সিউরে উঠে। আর শীতল জীবনে কখনই তাদের প্রাণ শীতল হয় না। জলে যেন কেবল অনল জ্বলে, ছুঁলেই অবলা বিকল হয়। এই যে ফাগুন মাস, এতে কেবল আগুন জ্বল্‌ছে। অনিলে অনলে কিছু ভেদ নাই। আর দাবানল দেখে হরিণী যেমন চঞ্চলা হয়, বসন্তের মলয়ানলও বিরহিণীর পক্ষে তেমনি জান্‌বে। নিশাকরের শীতল জল যেন হুতাশন লাগে। আর বসনভূষণে কেবল বিষধর দংশন কর্‌চে। লোকে বলে চন্দনে অঙ্গ শীতল হয়, কিন্তু সে কেবল কুলালের পণের ন্যায় উপরে শীতল, কিন্তু অন্তরে অনল জ্বল্‌চে।" (দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য, ১৩ পৃষ্ঠা)।

দুইটি গানেরও নমুনা দেওয়া গেল। ইহার পূর্ব্বেকার নাটকে গান নাই; বোধ হয়, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতির অনুকরণে এইখানিতে গান দেওয়া হইয়াছে। প্রথমটি মালঝাঁপ ছন্দে (১ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

প্রথমটি (১ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)—

"চলিল সুধন্বা ব্যাধ ধনুর্ব্বাণ লইয়া।
লম্ফে ঝম্পে মহী কম্পে শিবনাম কহিয়া॥
কুরুসৈন্য মাঝে যেন বৃহন্নলা হইয়া।
দ্বীপি-চর্ম্ম পরিধৃত পৃষ্ঠে তূণ লইয়া॥
হুলস্থূল পশুকুল সর্ব্ব বন ব্যাপিয়া।
বেগে ধায় নাহি চায় যায় বন ত্যজিয়া॥"

দ্বিতীয়টি রাগিণী বাগেশ্বরী, আড়া তালে গেয়।

"এত দিনে কিরাতিনী মনোরমা হইল।
কন্দর্পের ফাঁস লয়ে বনমাঝে রহিল॥
বসন্তে প্রফুল্ল ফুল লোভে ধায় অলিকুল
গন্ধে আমোদিত বন মুনিমন টলিল॥"

৫। রাজতপস্বিনী কাব্য

হরচন্দ্রের রাজতপস্বিনী কাব্য আমাদের আলোচনার বহির্ভূত হইলেও তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। "কলিকাতা রিভিউ"এ কোনও সমালোচক

হরচন্দ্রকে উপদেশ দিয়াছেন যে, তাঁহার নাটকগুলি যেমন তেমন হইলেও অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্যরচনা না করিলেই ভাল হইত। অবশ্য এই কাব্যখানি মাইকেলের অনুকরণে লিখিত এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত, কিন্তু গ্রন্থকার অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রকৃতি মোটেই ধরিতে পারেন নাই এবং কবিত্বশক্তিও যথেষ্ট ছিল না বলিয়া কাব্যখানিও চিত্তাকর্ষক হয় নাই।

রাজতপস্বিনীর পরিচয়পত্র এইরূপ :—

রাজতপস্বিনী / (কাব্য) ।/ প্রথম খণ্ড।* / শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক বিরচিত।/ "হংসো হি ক্ষীরমাদত্তে, / তন্মিশ্রা বর্জ্জয়ত্যপঃ॥ †" / শকুন্তলা। / কলিকাতা ; / জি, পি রায়, এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত / ২১ নম্বর বহুবাজার ষ্ট্রীট।/ সন ১২৮৩ সাল। / মূল্য ১ এক টাকা মাত্র। /

মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব ১৭২-১৮০ অধ্যায় হইতে অম্বার উপাখ্যান ও তন্নিমিত্ত ভীষ্ম ও পরশুরামের যুদ্ধের বিবরণ পল্লবিত করিয়া এই কাব্যখানি রচিত হইয়াছে। গল্পটি সুপ্রসিদ্ধ ; সুতরাং পুনরুক্তি অনাবশ্যক। কিন্তু গ্রন্থকার যে ভাবে সাজাইয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে এইরূপ :—

স্বয়ংবর-সভায় ভীষ্মের আগমনে কাশীরাজকন্যা অম্বা, ও অম্বিকা অম্বালিকা ভগিনীত্রয় অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছেন ; কারণ, ভীষ্মের উদ্দেশ্য এই যে, মাতা সত্যবতীর আদেশে ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের জন্য তিন ভগিনীকে অপহরণ করিবেন। (১ম সর্গ) স্বয়ংবরযুদ্ধে বিজয়ী ভীষ্ম তাঁহাদিগকে রথে স্থাপনপূর্ব্বক হস্তিনাপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন ; অম্বা 'অন্যপূর্ব্বা' এবং শাল্বের নিকট বাগ্‌দত্তা, ভীষ্মকে ইহা জানাইয়া হস্তিনাপুর গমনে অনিচ্ছাপ্রকাশ করিলে ভীষ্ম তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি মাতার আদেশ ব্যতিরেকে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে অক্ষম (২য় সঃ)। ভগিনীত্রয় সমভিব্যাহারে ভীষ্মের হস্তিনাপুর আগমন, সত্যবতীর সহিত সাক্ষাৎ এবং অম্বাকে শাল্বের নিকট প্রেরণ (৩য় সঃ) । শাল্বকৃত অম্বাপ্রত্যাখান এবং ভীষ্ম ও শাল্বের প্রতি প্রতিহিংসা সাধনের জন্য শোকাকুলা অম্বার তপস্যার নিমিত্ত বনগমন (৪র্থ সঃ)। বনে কোনও মুনির আশ্রমে স্বীয় মাতামহ হোত্রবাহনের সহিত সাক্ষাৎ ; ইত্যবসরে তথায় পরশুরাম শিষ্য অকৃতব্রণের আগমন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত পরশুরামকে অবগত করার সঙ্কল্প (৫ম সঃ)। পরে পরশুরামের তথায় আগমন এবং অম্বাকে সান্ত্বনাপ্রদান ; ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে পরশুরামের ইচ্ছা, বিচিত্রবীর্য্য কর্ত্তৃক অম্বাকে পরিগ্রহ করিবার জন্য ভীষ্মকে একবার অনুরোধ করা (৬ষ্ঠ সঃ)। ভীষ্মের অসম্মতি. গঙ্গার উপদেশ সত্ত্বেও উভয়ের যুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্র যাত্রা (৭ম সঃ)। প্রথম যুদ্ধে পরশুরামের জয়লাভ না হওয়াতে অম্বা কর্ত্তৃক শিবের সাহায্য প্রার্থনা এবং শিব কর্ত্তৃক নন্দীকে প্রেরণ এবং তজ্জন্য ভীষ্মের সাময়িক

* উপরোক্ত প্রতিকূল সমালোচনা হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইতে পারে নাই। প্রথম খণ্ড আমি বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত জীবনীলেখক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষের নিকট পাইয়াছি।

† শকুন্তলায় কিন্তু এই শ্লোকটি নাই।

পুরাজয় (৮ম সঃ)। অষ্টবসুরা ভীষ্মকে সাহায্য করিতেছেন বলিয়া কৈলাসে শিবের ক্রোধ। হরগৌরীর পরামর্শ। শাম্বকে অম্বাপ্রত্যাখ্যান রূপ পাপের জন্য নরকদর্শন করাইতে শিব নন্দীকে আদেশ করিলেন এবং তজ্জন্য নন্দীর নিদ্রিত শাম্বকে প্রাসাদ হইতে অপহরণ। ভীষ্ম পরশুরামের তৃতীয় যুদ্ধ (৯ম সঃ)। শাম্বের নরকদর্শন (১০ম সঃ)। চতুর্থ যুদ্ধ ; অষ্ট বসু ও গঙ্গা কর্ত্তৃক ভীষ্মের সাহায্য (১১শ সঃ)। নরক হইতে শাম্বকে লইয়া নন্দীর প্রত্যাবর্ত্তন এবং পথে অম্বাপ্রত্যাখ্যান-পাপের জন্য শাম্বকে সদুপদেশ (১২শ সঃ)। ভীষ্ম পরশুরামের যুদ্ধ চলিতেছে ; গঙ্গা ও নারদ যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিয়া উভয়কে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। অম্বা ভগ্নমনোরথ হইয়া শিবানুগ্রহ লাভের জন্য তপস্যার সঙ্কল্প করিয়া বনে গমন করিলেন (১৩শ সঃ)। অম্বার তপস্যা ও শিবের বরদান ; যমুনাতীরে অগ্নিকুণ্ডে অম্বার দেহত্যাগ (১৪শ সঃ)।

আখ্যানবস্তু গ্রন্থনে ও বর্ণনায় হরচন্দ্রের ক্ষমতা থাকিলেও কবিত্বশক্তির অভাবে কাব্যখানি সুপাঠ্য হয় নাই, পুরাতন কাহিনীকে নূতন করিয়া বলিবার অথবা তাহাকে সরস করিবার শক্তি তিনি দেখাইতে পারেন নাই। আখ্যায়িকাবিন্যাসেও যথেষ্ট দোষ দেখা যায়। প্রথম কয়েক সর্গে তিনি অম্বার অপহরণ ও প্রত্যাখ্যানের বৃত্তান্তের বহু বার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। নরকদর্শন সর্গটি অবশ্য মাইকেলের অনুকরণে লিখিত, কিন্তু বিশেষবর্জ্জিত। দেবতাদিগের চরিত্রও গাম্ভীর্য্যশূন্য এবং হাস্যোদ্দীপক হইয়াছে। যথা—গৌরী পরশুরামের সাহায্য করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে শিব তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন,—"এ নহে তোমার দেবি ! অধিকার-চর্চ্চা" (৯ম সঃ, ৯৬ পৃঃ)।

অমিত্রাক্ষরছন্দের প্রকৃতি তিনি আদৌ বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার অমিত্রাক্ষর রচনা অধিকাংশ স্থলে মিলবর্জ্জিত পয়ার ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই। ভাষা সম্বন্ধে বলা নিষ্প্রয়োজন : কিঞ্চিৎ নমুনা প্রদত্ত হইতেছে :—

স্বয়ংবর-যুদ্ধের বর্ণনা।

তবে ভীষ্ম চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করি,
লইলা কার্ম্মুক তুলি' হাতে বিভীষণ।
প্রোজ্জ্বল অঙ্গের আভা যেন শক্রধনু,
টঙ্কারিতে রাজগণ সশঙ্ক হইলা।
ত্যজিলা বিষম-বাণ প্রসবে অনল
শ্রাবণের ধারে যথা বৃষ্টি হুতাশন !
ব্যোমদেশ ভয়ঙ্কর ব্যাপিল অনল
রথ রথী পুড়ি কত হইল ছারখার।
আয়াসে নির্ব্বাণ করি অনল বিপুল,
ত্যজিলা বরুণবাণ, ক্রোধে রাজগণ।

ভাসিল ভীষ্মের রথ উচ্চ মহাকায়
অর্ণবপোতের ন্যায় করে টলমল্
মহাবাতে যেন নীল সাগর উপরে,
দুস্তর তরঙ্গ বাড়ে ধরণী [র] মাঝে।
দেখিয়া হইল ক্রুদ্ধ ভীম্ম শরায়ুধ
সুশিক্ষিত গাঙ্গেয় দ্বিতীয় ধনুর্ব্বেদ,
মুহূর্ত্তে শোষক শরে সাগর শুষিয়া
সন্ধানিলা তীক্ষ্ণ অস্ত্র সহস্র শতেক
খণ্ড খণ্ড কাটি মুণ্ড গড়ায় ভূতলে
রথধ্বজা কাটে হয় হস্তী অগণন
সারথি পড়িল কত বিমান অচল। (২য় সর্গ, ১৪—১৫ পৃষ্ঠা)

কলিকাতা রিভিউয়ের সমালোচক হরচন্দ্রকে কাব্যরচনা সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, বোধ হয়, তাহা গ্রহণ করিলেই ভাল হইত।

পরিশেষে বক্তব্য, এই প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া গেল; কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থগুলি বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের পক্ষে মূল্যবান্ ও আধুনিক সময়ে যেরূপ দুষ্প্রাপ্য, তাহাতে এই দোষ মার্জ্জনীয় হইবে, আশা করা যায়।

এই প্রবন্ধ রচনায় শ্রীমান্ জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন; তাহার জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

শ্রীসুশীলকুমার দে

শব্দ-সংগ্রহ

[২য় সংখ্যায় প্রকাশিতের পর]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জাল সম্বন্ধীয় শব্দ

জাল—যাহা দ্বারা জেলেরা মাছ ধরে।

জালি—ছোট আকারের জাল।

জেলে—যে জাল ফেলিয়া মাছ ধরে।

খেয়াজাল—খুব বড় জাল, ঘুরাইয়া ফেলা হয়।

খেয়া দেওয়া—জাল ফেলান।

খ্যাপ—যতবার জাল ফেলান যায়, তাহার প্রত্যেক বারকে খ্যাপ বলে।

ভ্যালা—যে শোলার তৈয়ারী ভাসমান জিনিষের উপর চড়িয়া পুকুরের মধ্যস্থলে জেলেরা মাছ ধরে।

চোউড়্—যে ১৪।১৫, হাত বংশদণ্ড দ্বারা জেলেরা খুঁচাইয়া খুঁচাইয়া ভ্যালা লইয়া যায়।

খিয়ে আনা—চোউড় খোচাইয়া ভ্যালা অন্য জায়গায় লইয়া যাওয়া।

বিভিন্নপ্রকার জালের অন্যান্য নাম,—

ঘাট-জাল—যে জাল ঘাটে ঘাটে ফেলান হয়।

ছাঁকনা জাল—যাহা ছাঁকিয়া জলে ডুবাইয়া টানিয়া মাছ ধরা হয়।

গাঁতিজাল—যে জাল পুকুরে লম্বালম্বিভাবে ভাসাইয়া রাখা হয় ও উহাতে খয়রা। নামক ছোট ছোট মাছ ধরা পড়ে।

চাবিজাল—যে জাল চাবিয়া (চাপা দিয়া) মাছ ধরা হয়।

ব্যাশাল—বিশাল জাল, যে প্রকাণ্ড জাল দ্বারা এককালে পুকুরের সমস্ত মাছ ধরা হয়।

ঘুঘু—যে জাল নদীর স্রোতে পাতিয়া মাছ ধরা হয়।

ডোঁড়াজাল—যে জাল ৪।৫ জন লোক পুকুরের মাঝামাঝি টানিয়া মাছ ধরে।

বেড়্ জাল—ডোঁড়াজাতীয় জাল।

টানাজাল—একটা মোটা ভারী রশি দুই ধারে দুই জনে পুকুরের পাঁকে (কাদা-মাটি) লাগাইয়া টানিতে থাকে এবং ইহাতে পুকুরের মাছ পাঁকে বসিতে থাকে ; তখন অপর ব্যক্তিরা পলোই (বংশনির্ম্মিত মাছ ধরিবার যন্ত্র) দ্বারা চাপা দিয়া ধরিয়া লয়।

কুঁড়ো জালি—চাউলের কুঁড়ো (খুদ) ভাজিয়া যে বস্ত্রখণ্ডনির্ম্মিত যন্ত্র দ্বারা জলে ভাসাইয়া মাছ ধরা হয়।

জাল বুনিবার যন্ত্র ও জালের বিভিন্ন অংশের নাম

তোরশিলে—জাল বুনিবার যন্ত্র।

পাশ্ কাটী— ঐ ঐ।

কাছি—যে দড়ি দ্বারা জাল বাঁধা থাকে।

ঘাই—পকেটের মত জালের শেষ অংশ, যাহার ভিতর মাছ পড়িলে আর বাহির হইতে পারে না।

জাঙ্গাল—ঘাইয়ের উপর যে পাটী থাকে।

বই—যে দড়ি দ্বারা ঘাই জালের প্রান্তভাগে পকেটের মত হইয়া থাকে।

সাঁচুন দড়ি—যে দড়ি দ্বারা ঝাইয়ের সহিত লোহার কাঠিগুলি বাঁধা থাকে।

মাছ ধরিবার আরও বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্র :—

ভগী, সিপ্তি—মাছ ধরিবার মোটা সূত্রের যন্ত্র।

আতোর—বংশদণ্ডের প্রান্তে লৌহফলক দিয়া মাছ ধরিবার যন্ত্রবিশেষ।

খোঁচা কাঠি—আতোরের মত যন্ত্রবিশেষ।

ফাঁসি—মাছ ধরিবার যন্ত্রবিশেষ।

ঘুঁড়্— ঐ ঐ।

ছড়্— ঐ ঐ।

কলাদাঁড়ো— ঐ ঐ।

জিয়েনা— ঐ ঐ ও কৌশলবিশেষ।

আংটা—মাছ ধরিবার ফাঁদ্‌বিশেষ।
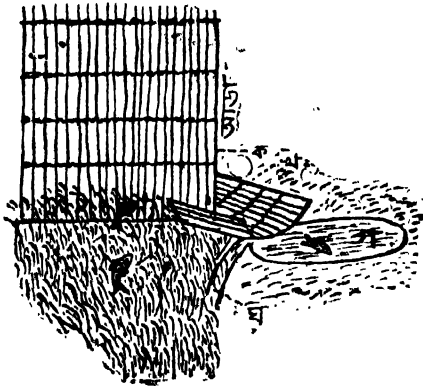
চেউড়্—বংশনির্ম্মিত মাছ ধরিবার ফাঁদ্‌-বিশেষ।

খাটান— ঐ ঐ।

ভানকুনী— ঐ ঐ।

ঘুনী— ঐ ঐ।

খিড়ি— ঐ ঐ।

পলোই— ঐ ঐ।

আড়া— ঐ ঐ।

আড়ার বিভিন্ন অংশের নাম :—

ক—পোঁত্‌বাড়্।

খ—মুখ্‌বাড়।

গ—গাড়ী, আড়া গাড়ী।

ঘ—চোরলালী (নালী)।

খারোই—মাছ ভরিয়া রাখিবার ঝুড়িবিশেষ।

(ঘ) শিকে—দড়ির বুননবিশিষ্ট মাঝে মাঝে জালির মত, ঘরের ছোট ছোট ভাঁড়, বাটি ও অন্যান্য জিনিষ ঝুলাইয়া রাখিতে ব্যবহার হয়।

আল্‌গুনি—যে ঝুলান লাঠি, ছড়ি বা দড়িতে কাপড় ইত্যাদি ঝুলাইয়া রাখা হয়। (ঐ লাঠি বা দড়ির দুই প্রান্তদেশ কোন কিছুতে বাঁধিয়া রাখা দরকার)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জলের কলসী বা অন্যান্য হাঁড়ি যাহার উপর রাখা হয়, সে সম্বন্ধীয় শব্দ।

বোঁড়ো—খড় পাকাইয়া কুণ্ডলী করিয়া, তাহার উপর কলসী ইত্যাদি রাখা হয়। ঐ কুণ্ডলীবিশিষ্ট খড়কে বোঁড়ো বলে। মাথায় করিয়া কোন জিনিষ বহিতে হইলে মজুরেরা ঐ রকম বোঁড়ো, কি উহার বদলে কাপড় কুণ্ডলী পাকাইয়া মাথায় রাখে ও তাহার উপর জিনিষ রাখিয়া বহন করে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ছড়ি সম্বন্ধীয় শব্দ

(৫ম উপবিভাগের ৩য় পরিচ্ছেদে 'চাবুক ও ডাণ্ডা' বর্ণনায় দেখান হইয়াছে)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাক্স সম্বন্ধীয় শব্দ

প্যাট্‌রা—সাধারণতঃ মোটা বেতের তৈয়ারী পুরাণ ধরণের বাক্সকে প্যাট্‌রা বলে।

বাশ্‌কো (বক্স)—সাধারণতঃ কাঠের ও টিনের বাক্সকে বলে।

পেটী—ট্রাঙ্ক ও টিনের বাক্সগুলিকে পেটী বলে।

সিন্দুক—কাঠের খুব বড় বাক্সকে বলে।

লোহারাম—লোহার সিন্দুককে বলে।

ঝাঁপি—পাত্‌লা বেতের, দলিল-পত্রাদি রাখিবার ছোট বাক্স।

ঝাঁপি—তালপাতা হইতেও তৈয়ারী হয়। ইহাতে স্ত্রীলোকেরা চিরুনি ইত্যাদি রাখে।

ডিবিয়া—পানের জরদা ইত্যাদি রাখিবার ছোট বাক্স।

কোটো—স্ত্রীলোকেরা সিন্দুর রাখিতে এই ছোট বাক্স ব্যবহার করে।

বাটা, পান-বাটা—পান রাখিবার পিতল, কি তামার বাক্সবিশেষ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ভাত-রাঁধিবার জন্য ও অন্যান্য পারিবারিক কাজে যে সমস্ত ধাতুনির্ম্মিত পাত্র ও আধার ব্যবহার করা হয়।

পতীলা—ভাত রাঁধিবার জন্য তামার পাত্র-বিশেষ।

বদ্‌নো—জল রাখিবার ছোট নলবিশিষ্ট পাত্র।

গাড়ু—জল রাখিবার ছোট নলবিশিষ্ট পাত্র, পিতলের তৈয়ারী।

ঘড়ী—ছোট জলের কলসী, পিতলের তৈয়ারী।

ঘড়া—বড় ঐ, ঐ।

ঘটি—জলের ছোট আধার, পিতলের তৈয়ারী।

সিলিপ্‌চি—অভ্যাগত ব্যক্তি খাইবার সময় হাত-মুখ ধুইয়া যাহাতে জল ফেলায়। পিতল বা তামার তৈয়ারী।

পিক্‌দান্—যাহাতে থুথু ফেলা হয়, কাঁসার তৈয়ারী।

বিরিদান্—যে পিতলের আধারে পান ভরিয়া অভ্যাগতকে খাইতে দেওয়া হয়।

মাল্‌সা—পিতলের বড় আধারবিশেষ।

বাটা—যাহাতে পান রাখা হয়। তামা বা পিতলের তৈয়ারী।

সরোতা, জাঁতী—যাহাতে সুপারী কাটা যায়। (পিতল বা লোহার তৈয়ারী)।

দাস্থন্—যাহাতে করিয়া তেলের ভাঁড় হইতে তেল তোলা যায়। লোহার তৈয়ারী।

তেলের ভাঁড়—পিতল বা লোহার তৈয়ারী আধার, যাহাতে তেল রাখা হয়।

তাওয়া—চিত্‌রে লোহার কড়া। রুটি সেঁকিতে ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার হয়।

মাছীতাওয়া—মাছ-ভাজা চিতরে লোহার কড়া।

কড়াই—লোহার কড়াবিশেষ। আলু, ডিম ও মাংস ভাজিতে ব্যবহৃত হয়।

মাল্‌সা—পিতলনির্ম্মিত বড় আধার।

আপ্‌তাবা—জলের পাত্রবিশেষ।

সিনি—পতীলার তামার ঢাকনি।

জাম—খুব বড় কাঁসার বাটি।

কাব্—মাঝালি কাঁসার বাটি।

বাদিয়া—ঐ ঐ।

অতেলি—চিতয়ে কাঁসার বাটি।
থালী—মাঝারি কাঁসার বাসন।
থালা—বড় কাঁসার বাসন।

নবম পরিচ্ছেদ

মাটির তৈয়ারী পাত্র ও আধারসমূহ

তাওয়া—যাহাতে রুটি সেঁকা হয়।
খোলা—যাহাতে মুড়ি ভাজা হয়।
ধানশুনো—যে হাঁড়িতে ধান সিজেন হয়।
করা, করুয়া—মাটির ছোট জলাধার।
ডাগ্, দেগ্—বড় মাটির আধার।
দেগ্চী—ছোট দেগ্।
জাড়্—খুব বড় মৃৎপাত্র।
খেলেনী, শরা, বাটা—যাহা দ্বারা হাড়ির মুখ ঢাকা যায়।
ভাব্রি—মাটির ছোট চিত্‌রে আধার, মস্‌লা রাখিতে ব্যবহার হয়।
ঢাকুন্—ভাতের হাঁড়ির মুখ ঢাকিবার জিনিষ।
শাবান্—বড় মাটির আধার, যাহাতে বাড়ীর চাল-ধোয়া জল ইত্যাদি ফেলান হয়।
পাত্‌না, ছুনা—যে চওড়া মৃৎপাত্রে গোরুকে খাবার দেওয়া হয়।
পাল্‌টা—যে প্রশস্ত মৃৎপাত্রে মুড়ির চাল রাখিয়া নাড়া হয়।
নিজুরি, শিকুরি—ছোট মাটির পিয়ালা।
কাঁসা—ছোট মাটির বাটী।
শামুক, শান্‌কি—ছোট মাটির বাসন।
মালসা—ছোট মাটির আধার।
ঠিলি—ছোট কলসী।
পেলে— ঐ।
ঘড়া— ঐ।
চোরো—ছোট মাটির জলপাত্রবিশেষ।
সুরাই— ঐ ঐ।
জালা— ঐ আধারবিশেষ।
মোট্‌কে—মাঝারি মাটির আধার।
গুড়া, গোড়া—বড় মাটির আধার, ইহার ভিতর গুড় ভরিয়া রাখা হয়।
কড়া—যে মাটির পাত্রে তরকারী রাঁধা হয়।
তৈলো—যে মৃৎপাত্রে ভাত রাঁধা হয়।
আত্‌লা—চিত্‌রে মৃৎপাত্র, যাহাতে তামাক ও গুড় মিশাইয়া তামাক তৈয়ারী হয়।
দিল্‌দিলী—মাটির প্রদীপ।
শাপালি—ঐ জাতীয় জিনিষ।
চেরাগ—মাটির প্রদীপ।
চেরাগদান—প্রদীপ রাখিবার আধার।
ধুপশা, ঢোক্‌শা—যাহাতে ধুপ জালান হয়।
ভাঁড়—ছোট মাটির আধার।
ছোঁতো হাঁড়ী—যে হাঁড়ীতে কুকুরে প্রস্রাব করিয়াছে ও যাহা আর ঘৃণা করিয়া কেহ স্পর্শ করে না।

দশম পরিচ্ছেদ

কাঠের আধার ও বাঁশের জিনিষপত্র

থাকা—বারকোষ, ময়দার খমীর মালিশ করিতে ব্যবহার হয়।
কাঠুরা—কাঠোতা (কাঠের তৈয়ারী আধার-বিশেষ)।
ডোই—যে কাষ্ঠনির্ম্মিত পদার্থ দ্বারা দাল ঘুঁটিয়া (নাড়িয়া) দেওয়া হয়।
হাতা—কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মুড়ির চাউল নাড়িবার যন্ত্র।

নাকুড়ী—যে কাঠির দ্বারা তরকারী নাড়িয়া দেওয়া হয়।

উশ্‌কাঠী—উনানে আগুন উস্কাইয়া দেওয়ার কাঠি।

উড়ন্—দোকানদারেরা যাহা দ্বারা তেলের ভাঁড় হইতে তেল তুলিয়া লয়।

সড়্‌কি, শোড়্‌কি—শর অথবা বাঁশের সরু অংশ হইতে দড়ি দ্বারা প্রস্তুত ঘরের দরজা-জানালাতে দিবার জানালাবিশেষ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

চর্ম্মের আধার

কুপো—সরিষার তৈল প্রভৃতি রাখিবার আধার।

মশোক্—জল ভরিয়া রাখিবার আধার।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

খাজুর ও তালপাতার তৈয়ারী জিনিষ

তালাই—তাল বা খাজুরপাতার প্রস্তুত মাদুর।

জোতুলা—তালাই প্রথম বুনিতে আরম্ভ করা।

পাটি—তালাইয়ের এক একটী ৪ হাত লম্বা ৫ অঙ্গুলি পরিমাণ চওড়া অংশ।

শিবুড়া—পাটিগুলিকে একত্র করিয়া সেলাই করিয়া লম্বা চওড়া তালাই তৈয়ার করা।

শীতলপাটি—খাজুরের পাতা হইতে প্রস্তুত মসৃণ তালাই।

পাটি—ছোট তালাইকে বলে।

বেনা, পাখা—তালের পাতা হইতে প্রস্তুত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমোল্লা রফীউদ্দীন আহ্‌মদ্

জ্যোতিষ, বিবাহ ও বৈধব্য

পৃথিবীতে যত জাতি দেখা যায়, তাহার মধ্যে হিন্দু হইতেছে এক অদ্ভুত জাতি। ইহাদের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম—সমস্তই অদ্ভুত। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সহিত ইহাদের কোন বিষয়েই প্রায় মিল দেখা যায় না। ইহাদের সমস্তই বিভিন্ন প্রকার। আবার ইহারাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন জাতি। ইহাদের ধর্ম্মের সহিত কাহারও ধর্ম্ম মিলে না; ইহাদের ক্রিয়া-কাণ্ডের সহিত অপরের মিল হয় না। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী গরমিল দেখা যায় বিবাহ ব্যাপারে। অন্যান্য জাতির বিবাহ লইয়া বিশেষ বাঁধাবাঁধি নাই। তাহাদের মধ্যে কোন রমণীর স্বামীর মৃত্যু হইলে, সে অক্লেশে অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারে অথবা স্বামীর সহিত মতের মিল না হইলে সে স্বামীকে ত্যাগ করিতে পারে। পক্ষান্তরে স্বামীও স্ত্রীর সহিত মনান্তর হইলে স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে। মোটকথা, অন্যান্য জাতির মধ্যে স্বামীর স্ত্রীত্যাগ বা স্ত্রীর স্বামিত্যাগ অথবা পত্যন্তর গ্রহণ সমাজে দূষণীয় নয়। কিন্তু হিন্দু জাতির মধ্যে এই বিবাহ ব্যাপার বড়ই কঠিন। একবার স্ত্রী পুরুষে বিবাহ হইলে আর কেহই কাহাকে ত্যাগ করিতে পারে না—ইহা পরস্পরের জীবনান্ত পর্য্যন্ত। হিন্দুর ধর্ম্মে স্ত্রীর পতিত্যাগ বা পতির স্ত্রীত্যাগ হয় না। হিন্দুরা জন্মান্তরবাদী বলিয়া, ইহারা বিশ্বাস করে যে, বিবাহ-বন্ধন জন্মজন্মান্তর-সম্পর্কিত। স্বামী বহু স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু পত্নী ত্যাগ করিতে পারে না। স্ত্রী কিন্তু এক স্বামী ভিন্ন, বহু স্বামী গ্রহণ করিতে পারে না; তাহা করিলে তাহার সতীধর্ম্ম হইতে পতন হয়। অবশ্য স্মৃতিশাস্ত্রে সতীধর্ম্ম-পালনে অক্ষমা স্ত্রীলোকের পক্ষে পুনর্ভূ বা পরপূর্ব্বা হইবার কথা আছে। এইরূপ ক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম্মাশ্রিত রমণী ভিন্ন-পতি গ্রহণ করে বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঐ রমণী ও তাহার গৃহীতা উভয়ে, এমন কি, তাহাদের গর্ভজাত সন্তান সন্ততি সমাজে একটু খাট হইয়া থাকে। মোটকথা, হিন্দুদের মধ্যে সতী নারীর সম্মান অধিক, সতী নারীই সকলের বাঞ্ছনীয় এবং সতীধর্ম্ম পালন করাই এই ধর্ম্মের ও সমাজের রীতি। সতীত্বই হিন্দুধর্ম্মের শিরোভূষণ। বৈধব্য হিন্দুদিগের কামনীয় নয়। বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ এই ধর্ম্মের মর্ম্মানুকূল নহে। বিধবার ব্রহ্মচর্য্যই এই ধর্ম্মের ও সমাজের প্রধান বিষয়। তবে প্রাচীন কালে অশক্ত পক্ষে পুনর্ভূ বা পরপূর্ব্বা হইবার রীতি ছিল, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এখন দ্বিজদিগের মধ্যে উহার অত্যন্ত লোপ হইয়াছে। এমন কি, ইহাদের সম্পর্কে থাকিয়া চতুর্থ বর্ণান্তর্গত অনেকেই পত্যন্তর গ্রহণ করে না। অবশ্য এ কথা প্রধান ভাবে বাঙ্গালায় খাটে। অন্যান্য দেশে চতুর্থ বর্ণের মধ্যে বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ বেশ চল আছে। মোটকথা, হিন্দুধর্ম্মে বিধবা-বিবাহ অচল। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ শাস্ত্র-সম্মত বলিয়া মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার দোহাই দিয়া যদিও এখন ভারতবর্ষে কিছু কিছু বিধবার বিবাহ চলিতেছে; তথাপি প্রকৃত কথা বলিতে গেলে,

ধর্ম্ম মানিয়া ধর্ম্মকথা বলিতে গেলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, হিন্দুধর্ম্মে বিধবাবিবাহ নাই। তবে পরপূর্ব্বা বা পুনর্ভূর স্থান আছে এবং যখন উহার চল ছিল, তখন তাহাদের দেখিয়া কেহ নাসিকা কুঞ্চিত করিত না। তাহারা ধর্ম্মতঃ ও সমাজতঃ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হইত।

হিন্দুদিগের বিবাহের যে নিয়ম, তাহাতে স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীর বয়ঃক্রম কম হইতেই হইবে। এই জন্য স্ত্রীর বৈধব্য স্বাভাবিক। বয়সের তারতম্যে বৈধব্য স্বাভাবিক হইলেও কোন হিন্দু-রমণীই বৈধব্য কামনা করে না, প্রত্যেকেরই সধবা অবস্থায় মৃত্যু কাম্য। আবার এই হিন্দু-ধর্ম্মে প্রত্যেক কুমারীর বিবাহ অনিবার্য্য এবং প্রত্যেকেই একবার মাতৃত্ব লাভ করিবার সুযোগ পায়। অন্যান্য ধর্ম্মে এই সুযোগ সকল কুমারীর ধর্ম্মতঃ ও সমাজতঃ লাভ করিবার এমন সুবিধা কম। কিন্তু বর্ত্তমানে যে ধর্ম্মাচার-বহির্ভূত রাক্ষসী পণপ্রথা আবির্ভূত হইয়াছে, তাহাতে বুঝি হিন্দুর এই গৌরব আর থাকে না। বৈবাহিক জীবন যাহাতে সুখের হয়, তদ্বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ লক্ষ্য দেখা যায়। গার্হস্থ্যধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের প্রধান অবলম্বনীয়। বিবাহই তাহার মূল। এই জন্য দম্পতির দীর্ঘজীবন হিন্দুধর্ম্মের কাম্য বস্তু। কি করিয়া হিন্দুদম্পতি সুখস্বচ্ছন্দে দীর্ঘজীবন লাভ করিবে, হিন্দুধর্ম্মে তাহার অনুসন্ধান আছে। বহু ঋষি মনীষী এ বিষয়ে গবেষণা করিয়া জ্যোতিষশাস্ত্র মন্থনপূর্ব্বক অমৃত উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এমন অকৃতি উত্তরাধিকারী আমরা যে, হেলায় উহা নষ্ট করিয়াছি এবং যাহা বা অবশিষ্ট আছে, তাহাও অনাদরে হারাইতে বসিয়াছি।

ফলিত জ্যোতিষে এমন কি উপায় আছে, যাহাতে বিবাহিত জীবন সুখের হইবে এবং বৈধব্যরোধ হইবে? জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনায় দেখা যায় যে, মনীষী ঋষিগণ বিবাহের পাত্র ও পাত্রী নির্ণয়ের কতকগুলি নিয়ম করিয়া গিয়াছেন। ঐ নিয়মগুলি দেখিয়া ও বুঝিয়া বিবাহ দিতে পারিলে বিবাহিত জীবন সুখাবহ হইবে, ইহাই তাঁহাদের কথা।

অবশ্য ঋষিদের আমলে কি গণিত, কি ফলিত, উভয় জ্যোতিষই যেরূপ উন্নত ছিল, বর্ত্তমানে তাহা নাই। সুতরাং যোগী ঋষিগণের সাধনা দ্বারা লব্ধ শক্তি সাহায্যে এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিচার দ্বারা নির্ণীত বিষয় যে অতি উৎকৃষ্ট ফল উৎপাদন করিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য যোগবলের কথা স্বতন্ত্র। তবে জ্যোতিষশাস্ত্রনির্ণীত বিষয়ও যে অদ্ভুত চমৎকারিত্ব দেখাইত, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। আর এই জ্যোতিষশাস্ত্রও এক দিকে বহুদর্শনসম্ভূত এবং অপর পক্ষে যোগসাধনালব্ধ বস্তু। সুতরাং জ্যোতিষকে অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই। যদি ইহা অবিশ্বাসের হইত, তাহা হইলে এত কাল ইহার অস্তিত্ব থাকিত না।

এই জ্যোতিষে কতকগুলি সুন্দর নিয়ম আছে। সেগুলি বিবাহক্ষেত্রে প্রতিপালিত হইলে, অবশ্য বিচারে ভুল-চুক না হইলে, এই জ্যোতিষের দুর্দ্দিনেও শতকরা সত্তোর হইতে আশীটির ফল যে মিলিয়া যায়, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ নাই। সাধারণতঃ বিবাহে যোটক-মিলন করিয়া বিবাহ দেওয়া হয়। ইহাই অনেকে বিবাহ বিষয়ে সম্যক্ বিচার মনে করেন। কিন্তু ইহা ভুল। ইহা বিবাহবিচারের একাংশ মাত্র। ইহাতে দম্পতির মধ্যে কি রকম সদ্ভাব

হইবে, প্রীতি উৎপাদন করিবে, মূলতঃ ইহাই নির্দ্দেশ করে। জীবন মরণ সম্বন্ধে এ বিচার পর্য্যাপ্ত নহে। সম্পূর্ণ বিবাহ-বিচার হইতেছে যে, দম্পতির মধ্যে কিরূপ মনের মিল হইবে এবং উভয়ে দীর্ঘকাল দাম্পত্যসুখ অনুভব করিবে।

জ্যোতিষগণনায় দেখা যায় যে, কন্যার অমুক অমুক সময়ে বৈধব্য-যোগ আছে। ঐ সময় অতিবাহিত করিয়া বিবাহ দিতে পারিলে অনেক সময় বৈধব্য-যন্ত্রণা হইতে কন্যা অব্যাহতি লাভ করিতে পারে। এইরূপ পুরুষের কোষ্ঠীগণনায়ও পত্নী-বিয়োগ-সময় পাওয়া যায়, ঐ সময় অতিক্রম করিয়া বিবাহ করিলে পত্নীহানি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহা সর্ব্বদা সম্ভব নয়। যদি বাল্য বয়সে এই সকল যোগ পড়ে, তাহা অতিবাহিত করিয়া বিবাহ চলিতে পারে। কিন্তু যেখানে যৌবনে ঐ যোগ পড়ে, সেখানে যৌবন অতিক্রম করিয়া ত বিবাহ দেওয়া চলে না। এই সকল ক্ষেত্রে পত্নীহানি বা বৈধব্য যাহাতে না ঘটে, তাহার ব্যবস্থা চাই। যাহাতে উক্ত দুর্ঘটনা না ঘটিতে পারে, তাহার প্রতিবিধানকল্পে জ্যোতিষে কতকগুলি নিয়ম রহিয়াছে। সেই নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারিলে সম্ভবতঃ ঐ বিপৎ প্রতিরোধ হয়।

প্রতিরোধের প্রথম নিয়ম হইতেছে যোটক-বিচার। ইহাতে—

বর্ণো বশ্যং তথা তারা যোনিশ্চ গ্রহ-মৈত্রকম্।
গণমৈত্রং ভকূটঞ্চ নাড়ী চৈতে গুণাধিকাঃ॥

অর্থাৎ বর্ণ, রাশিবশ্যতা, নক্ষত্রশুদ্ধি, যোনিমিলন, গ্রহমৈত্রী (রাশ্যাধিপতির মিত্রতা), গণমিলন, ভকূট (চন্দ্রস্থিত রাশিমিলন) এবং নাড়ী বা নক্ষত্রবেধ-দোষ—এইগুলি পাত্র ও পাত্রীর কোষ্ঠী দেখিয়া মিলাইতে হয়।

১। বর্ণ—বর্ণ বলিতে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি প্রকার বর্ণ কল্পিত হইয়াছে। জাতকোষ্ঠীতে চন্দ্রস্থিত রাশি হইতে এই বর্ণ নির্ণয় করা হয়। বর্ণশ্রেষ্ঠা কন্যার সহিত বিবাহ দিতে নাই।

যথা—বর্ণশ্রেষ্ঠা চ যা কন্যা বর্ণহীনশ্চ যঃ পুমান্।
তয়োর্বিবাহে মৃত্যুঃ স্যাৎ ষণ্মাসে নাত্র সংশয়ঃ॥

বর্ণশ্রেষ্ঠা কন্যার সহিত হীনবর্ণের পুরুষের বিবাহ হইলে ছয় মাসের মধ্যে কন্যা বিধবা হয়।

২। বশ্য বা বশ্যকূট অর্থাৎ রাশিবশ্যতা,—জ্যোতিষশাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে কোন কোন রাশি কোন কোন রাশির বশ্য, তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। তারপর দ্বিপদ, চতুষ্পদ, কীট, সরীসৃপ, জলচর প্রভৃতি রাশির কল্পনা আছে। ঐ কল্পনা অনুসারে রাশির বশ্যতা স্থির হয়। বরের রাশি কন্যার রাশির বশ্য হইলে পুরুষ স্ত্রীপরায়ণ, আর কন্যার রাশি বরের রাশির বশ্য হইলে স্ত্রী পতিপরায়ণ হয়। কথিত হয় যে—

একং বশ্যমাহেন্দ্রে [illegible] দম্পত্যোঃ প্রীতিবর্দ্ধয়া। বশ্যভাবেপি দম্পত্যোর্বিবাহঃ [illegible]॥

বর ও কন্যার রাশির বশ্যতা থাকিলে বিবাহে দম্পতির মধ্যে উত্তম প্রীতি জন্মায়। তাহার বিপরীত হইলে উভয়ের মধ্যে কলহ হয়।

৩। তারা বা তারাশুদ্ধি :—বর ও কন্যার পরস্পরের নক্ষত্র গণনায় তারাশুদ্ধি দেখিতে হয়। আর সমতারা দেখিতে হয়। অর্থাৎ বরের নক্ষত্র হইতে কন্যার নক্ষত্র যদি বিপৎ, প্রত্যরি ও বধ, ইহার অন্যতম নক্ষত্র হয়, সে স্থলে বিবাহ নিষিদ্ধ।

মিত্রাদি-যোগেঽপি ষড়ষ্টকাদৌ
তারা বিপৎ-প্রত্যরিনৈধনাখ্যাঃ।
বর্জ্যা বিবাহে পুরুষোড়ুতো হি
প্রীতিঃ পরা জন্মসু তারকাসু ॥—(ব্যাস)॥

বিবাহে মিত্র-ষড়ষ্টক মিল হইলেও (মিত্র-ষড়ষ্টক কি, তাহা পরে যথাস্থানে বলা হইবে) পুরুষের জন্মনক্ষত্র, হইতে কন্যার জন্মনক্ষত্র যদি বিপৎ, প্রত্যরি বা নিধন নামক নক্ষত্র হয়, সে স্থলে বিবাহ বর্জ্জন করিবে। আর যদি ঐ তারা সম্পৎ, ক্ষেম, সাধন, মিত্র বা অতিমিত্র নামক নক্ষত্র হয়, সেখানে বিবাহ প্রীতিজনক হয়।

আবার কেহ বলিয়াছেন, যদি বর কন্যার পরস্পরের নক্ষত্রে মিল না হয়, তাহা হইলেও "রাশি-বশ্যক যন্ত্যস্তি কারয়েৎ ন তু দোষভাক্" (গর্গ)—রাশির বশ্যতা থাকিলে নক্ষত্র মিল না হইলেও বিবাহে দোষ হয় না।

৪। যোনিকূট :—অশ্ব, হস্তী, মেষ, সর্প, কুকুর, বিড়াল ও গোযোনির সহিত মহিষ, সিংহ, বানর, নকুল, মৃগ, ইন্দুর ও ব্যাঘ্র, ইহাদের পর পর অন্যতমের মহাবৈর কথিত হইয়াছে। এইগুলি নক্ষত্র হইতে নির্ণীত হয়। বর ও কন্যার একযোনি হইলে শুভ হয়; ভিন্নযোনি হইলে মধ্যম মিলন হয় আর বৈরযোনি হইলে "বিয়োগদাঃ" অর্থাৎ বিবাহ বিয়োগপ্রদ হয়। কেহ কেহ বলেন, এই যোনিমিলন হইতে দম্পতির পুত্রাধিক্য, কি কন্যাধিক্য হইবে, তাহারও বিচার হয়।

৫। গ্রহমৈত্র বা রাশ্যাধিপতির মিলন :—গ্রহগণের নৈসর্গিক শত্রুতা, মিত্রতা ও সমতা আছে। তাহা হইতে বর ও কন্যার পরস্পরের রাশ্যাধিপতির মিত্রতা দেখিতে হয়। যথা,—

দম্পত্যোর্মহতী প্রীতির্গ্রহমৈত্র্যাং সমে সমা।
বৈরে বৈরত্বমাপ্নোতি তয়োরেকাধিপে শুভম্ ॥—(কশ্যপ)।

অর্থাৎ দম্পতির রাশ্যাধিপতিদ্বয়ে যদি পরস্পর মিত্রতা থাকে, তাহা হইলে মহাপ্রীতি জন্মে, উভয়ের সমতা (neutrality) থাকিলে সাধারণ মিলন হয়; আর শত্রুতা থাকিলে শত্রুতা হয়।

যেখানে বর ও কন্যার রাশ্যাধিপতির বৈরতা থাকে, সেখানে—

একাদশে তৃতীয়ে চ দশমে চ চতুর্থকে।
গ্রহমৈত্রীং বিনা কুর্য্যাদুভয়োঃ সমসপ্তকে ॥—(বৃহন্নারদীয়)।

বর ও কন্যার রাশি পরস্পর ১১শ, ৩য়, ১০ম, ৪র্থ বা সমসপ্তম হইলে রাশ্যাধিপতি মিত্র না থাকিলেও বিবাহ দোষের হয় না।

৬। গণ :—এই গণকূট নক্ষত্রদ্বারা নির্ণীত হয়। কতকগুলি নক্ষত্রে জন্মিলে জাতকের দেবগণ হয়, কতকগুলি নক্ষত্রে জন্মিলে নরগণ হয়, আর কতকগুলিতে জন্মিলে রাক্ষসগণ হয়।

রাক্ষসী চ যদা কন্যা মানুষশ্চ বরো ভবেৎ।
তদা মৃত্যুর্ন দূরস্থো নির্দ্ধনত্বমথাপি বা॥

অর্থাৎ রাক্ষসগণের কন্যার সহিত নরগণের বরের বিবাহ হইলে শীঘ্রই কন্যার বৈধব্য ঘটে, হঠাৎ যদি উহা না হয়, তাহা হইলে নির্দ্ধনত্ব ঘটে। অবশ্য শাস্ত্রমতে দম্পতির একগণ হইলে খুব ভাল হয়; নতুবা দেবগণের সহিত নরগণ বা রাক্ষসগণের বিবাহ চলে। সাধারণ মত হইতেছে যে, দেবগণ ও রাক্ষসগণে বিবাহ হইলে কোন ক্ষতি হয় না, তবে উভয়ের মধ্যে একটু কলহ হয়, যেহেতু দেবতার সহিত রাক্ষসের স্বাভাবিক শত্রুতা আছে।

নরগণের সহিত রাক্ষসগণের বিবাহ সাধারণের মত নয়। কিন্তু ইহার প্রতিপ্রসব আছে,—

রক্ষোগণো যদি পুমান্ কুমারী নৃগণা ভবেৎ।
সদ্ভকূটং খগপ্রীতির্যোনিশুদ্ধিঃ শুভস্তদা॥—(গর্গ)।

অর্থাৎ পুরুষের রাক্ষসগণ হইলে এবং কুমারীর নরগণ স্থলে যদি ভকূট শুদ্ধ হয় (ইহার কথা পরে বলা হইবে), রাশ্যাধিপতির মিত্রতা থাকে এবং যোনিশুদ্ধি হয়, তাহা হইলে বিবাহে শুভ হয়।

আবার :—

গ্রহমৈত্রী রাশিবশ্যং সদ্ভকূটং ভবেৎ যদি।
সদ্গণাভাবজনিতো দোষঃ কোঽপি ন বিদ্যতে॥—(বশিষ্ঠ)।

অর্থাৎ গ্রহমৈত্রী, রাশিবশ্যতা ও ভকূটশুদ্ধি থাকিলে অসদ্গণ (দেবারিগণ)-জনিত দোষ থাকে না।

৭। ভকূট :—

(ক) একরাশৌ চ দম্পত্যোঃ শুভং স্যাৎ সমসপ্তকে।
চতুর্থদশকে চৈব তৃতীয়ৈকাদশে তথা॥

অর্থাৎ বর ও কন্যার যদি একরাশি হয়, অথবা যদি পরস্পরের রাশি ৩য়, ৪র্থ, ৭ম, ১০ম বা ১১শ রাশি হয়, তাহা হইলে রাজযোটক হয়। এই রাজযোটক হইলে—

ন রাজযোগে গ্রহবৈরিতা চ
ন তারাশুদ্ধির্ন গণত্রয়ং স্যাৎ।
ন নাড়ীদোষো ন চ বর্ণদুষ্টিঃ
গর্গাদয়স্তে মুনয়ো বদন্তি॥

গ্রহবৈরিতা, তারাশুদ্ধি, গণশুদ্ধি, নাড়ীদোষ (ইহার কথা পরে বলা হইবে), বর্ণশুদ্ধি, এগুলির কিছুই দেখিবার আবশ্যক হয় না।

ইহারও অপবাদ লক্ষিত হয়। যথা :—

যৌটকে সপ্তকে মেষ-তুলে যুগ্মহয়ৌ তথা।
সিংহঘটৌ সদা বর্জ্জ্যৌ মৃতিং তত্রাব্রবীচ্ছিবঃ॥

অর্থাৎ সমসপ্তক রাজযোটকস্থলে মেষ ও তুলা, মিথুন ও ধনু এবং সিংহ ও কুম্ভ—এই সমসপ্তক বর্জনীয়।

(খ) নবম-পঞ্চম এবং ২য়-১২শ মিলন :—বরের রাশির পঞ্চমে কন্যার রাশি হইলে=মৃতবৎসা এবং বরের রাশির নবমে কন্তার রাশি হইলে=সুতবতী পতিবল্লভা। এই বিবাহে বর্ণাদি মিলন দেখা প্রয়োজন।

(গ) ষড়ষ্টক মিল :—বর ও কন্তার রাশি পরস্পর ষষ্ঠ ও অষ্টম হইলে কন্তার মৃত্যু হয়। কিন্তু মিত্রষড়ষ্টক স্থলে বিবাহ হইতে পারে।

মিত্রষড়ষ্টক :—মকর মিথুন, কন্তা কুম্ভ, সিংহ মীন, বৃষ তুলা, বিছা মেষ এবং কর্কট ধনু—ইহার অন্ততম হইলে বিবাহ হইতে পারে। কিন্তু যদি কন্তার রাশি হইতে বরের রাশি ৮ম হয়, আর বরের রাশি হইতে কন্তার রাশি ষষ্ঠ হয়, এরূপ স্থলে মিত্রষড়ষ্টকও বর্জনীয়। অরিষড়ষ্টক বলিতে :—মকর সিংহ, কন্তা মেষ, মীন তুলা, কর্কট কুম্ভ, বিছা মিথুন, বৃষ ধনু। এই মিলনে বর্ণাদি বিচার করিতে হয়।

(ঘ) দ্বিতীয় দ্বাদশ মিলন :—

দ্বিদ্বাদশে ধনগৃহে ধনহা চ কন্তা।
রিপ্ফে স্থিতা ধনবতী পতিবল্লভা চ॥

অর্থাৎ—বরের রাশির দ্বিতীয়ে কন্তার রাশি হইলে—ধনহীনা। বরের রাশির দ্বাদশে কন্তার রাশি হইলে—ধনবতী পতিবল্লভা।

এই দ্বি-দ্বাদশ মিল আবার দুই প্রকার—মিত্র-দ্বি-দ্বাদশ এবং অরি-দ্বি-দ্বাদশ।

মিত্র-দ্বি-দ্বাদশ। যথাঃ—মেষ মীন, সিংহ কর্কট, মিথুন বৃষ, তুলা কন্তা, ধনু বিছা, কুম্ভ মকর।

অরি-দ্বি-দ্বাদশ। যথা—মেষ ও বৃষ, মিথুন ও কর্কট, সিংহ ও কন্তা, তুলা ও বিছা, ধনু ও মকর, কুম্ভ ও মীন। মিত্রদ্বিদ্বাদশ মিলনে বিবাহ শুভদ, কিন্তু অরি-দ্বি-দ্বাদশে বিবাহ পরিত্যাজ্য।

(ঙ) একই রাশি যদি বর ও কন্তার হয়, তাহাকে রাজযোটক বলে পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহার সম্বন্ধে একটু বিচার আছে। শাস্ত্র বলিতেছেন,—

১। নক্ষত্রমেকং যদি ভিন্নরাশিঃ
ন দম্পতী তত্র সুখং লভেতাম্।
বিভিন্নমৃক্ষং যদি চৈকরাশিঃ
তদা বিবাহঃ শুভসৌখ্যদায়ী॥

একরাশৌ পৃথক্ ধিষ্ণ্যে দম্পত্যোঃ পাণিপীড়নম্।
উত্তমং মধ্যমং ভিন্নরাশ্যৈকর্ক্ষ জয়োস্তয়োঃ॥ (নারদসংহিতা)।

৩। দম্পত্যোরেকরাশিশ্চেৎ পৃথগৃক্ষং যদা ভবেৎ।
বসিষ্ঠোক্তো বিবাহঃ স্যাৎ গণনাড়ী ন চিন্তয়েৎ ॥—(ভৃগু)।

৪। নক্ষত্রমেকং যদি ভিন্নরাশ্যোরভিন্নরাশ্যোর্যদি ভিন্নমৃক্ষম্।
প্রীতিস্তদানীং নিবিড়া নৃনার্য্যোঃ ॥—(বিবাহবৃন্দাবন)।

অর্থাৎ (১) দম্পতির নক্ষত্র এক হইয়া যদি ভিন্ন রাশি হয়, তাহা হইলে সুখ হয় না। দম্পতির রাশি এক হইয়া ভিন্ন নক্ষত্র হইলে বিবাহ শুভসৌখ্যদায়ী হইবে।

(২) দম্পতির রাশি এক হইয়া ভিন্ন নক্ষত্র হইলে বিবাহ উত্তম হয়। কিন্তু ভিন্ন রাশি হইয়া এক নক্ষত্র হইলে মধ্যম বিবাহ হয়।

(৩) দম্পতির রাশি এক হইয়া ভিন্ন নক্ষত্র হইলে ইহা বসিষ্ঠমতে উত্তম বিবাহ। ইহাতে গণ বা নাড়ীকূট মিলনের আবশ্যক নাই।

(৪) এক নক্ষত্র হইয়া ভিন্ন রাশি হইবে এবং অভিন্নরাশি হইয়া ভিন্ন নক্ষত্র হইবে—এইরূপ স্থলে বিবাহে স্ত্রীপুরুষের নিবিড় প্রীতি হয়।

এইগুলি হইতে দেখা গেল যে, এক রাশি ও পৃথক্ নক্ষত্র হইলে খুব ভাল মিল হয়। আর পৃথক্ রাশি ও একনক্ষত্র হইলে খুব ভাল মিলন না হইলেও বিবাহ অচল নয়; ইহাতে বিশেষ অনিষ্টাশঙ্কা নাই। কিন্তু "একর্ক্ষে ত্বেকরাশৌ চ বিবাহঃ প্রাণহানিদঃ" একরাশি ও একনক্ষত্র স্থলে বিবাহে প্রাণহানি হয়। সুতরাং এই রাজযোটক পরিবর্জ্জনীয়।

৮। নাড়ীকূট :—আদ্য-নাড়ী, মধ্য-নাড়ী ও পৃষ্ঠনাড়ী বলিয়া নক্ষত্রগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। বর ও কন্যার উভয়ের জন্মনক্ষত্র একনাড়ীস্থ হইলে নাড়ীবেধ হয়। নাড়ীবেধে বিবাহ পরিত্যজ্য। ইহার প্রতিপ্রসব আছে,—"একরাশ্যাদিযোগে তু নাড়ীদোষো ন বিদ্যতে"—বর ও কন্যার যদি এক রাশ্যাদি হয়, তাহা হইলে নাড়ীদোষ থাকে না। এখন একরাশ্যাদি কি? উহা হইতেছে,—

সুহৃদেকাধিপযোগে তারাবলে বশ্যরাশৌ বা।
অপি নাড্যাদিবিরোধে ভবতি বিবাহো হিতার্থায় ॥—(শ্রীপতি)।

অর্থাৎ বর ও কন্যার রাশ্যাধিপতির যদি মিত্রতা থাকে বা রাশ্যাধিপ এক হয় এবং বরের তারাশুদ্ধি ও বশ্যরাশি হয়, তাহা হইলে নাড়ীদোষ থাকিলেও বিবাহ হইতে পারে, তাহাতে শুভই হয়।

এই আট দফার বিচারকে যোটক-বিচার বলে।

কোন্ রাশিতে কোন্ বর্ণ হয়, কোন্ নক্ষত্রে কোন্ যোনি হয়, ইত্যাদি আমি এখানে উল্লেখ করি নাই। তাহার কারণ হইতেছে যে, আজকাল প্রত্যেক পঞ্জিকাতেই এগুলি "জ্যোতিষবচনার্থ" মধ্যে পাওয়া যায় দেখিয়া বৃথা প্রবন্ধবৃদ্ধি করিবার আবশ্যক বোধ করি নাই।

এই যোটকবিচার করিয়াই বর্ত্তমানে বিবাহে জ্যোতিষের বিচার শেষ করা হয়—তাও আবার যাঁহারা জ্যোতিষ একটু আধটু মানেন। আর পঞ্জিকায় বিবাহের যে দিন ও সময়

লেখা থাকে, সেই দিনে ও সময়ে বিবাহ দিয়াই সকলে জ্যোতিষ অনুসারে মিলাইয়া বিবাহ দেওয়া হইল বিবেচনা করেন। কিন্তু ইহাই বিবাহ সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত বিচার নহে। পঞ্জিকায় যে বিবাহের সময় লিখিত থাকে, তাহাতে ঐ সময় সপ্তশলাকাদি দোষশূন্য দেখিয়া এবং বিবাহলগ্নের উপযুক্ত গ্রহ-সমাবেশ দেখিয়া বিবাহের সময় লেখা হয়। ইহা সাধারণ ভাবে লিখিত বিবাহের দিন। যাহাদের বিবাহ হইবে, তাহাদের ঐ সময় চন্দ্র-তারা-শুদ্ধি আছে কি না, তাহা দেখা হয় না। অথচ ইহা দেখা নিতান্ত আবশ্যক। আর আজকাল ইহা প্রায় একরূপ উঠিয়াই গিয়াছে। ইহা দেখা হইলেই দেখা শেষ হইল না, তবে ইহা হইলে সাধারণভাবে কার্য্য হইল বলা চলে। কিন্তু সম্পূর্ণ দেখা বলিতে আরও অনেক দেখিতে হয়।

বিবাহ-বিচার বলিতে যোটক-বিচার ও বিবাহলগ্ন-বিচার ত চাই, তাহা ছাড়া পাত্রের আয়ুর্বিচার একান্ত প্রয়োজন। আর পাত্রীর কতগুলি বৈধব্যদোষ এবং পাত্রের কতগুলি স্ত্রীহানি-দোষ, সেগুলি দেখাও বিশেষ আবশ্যক। আমাদের হিন্দুদের মধ্যে বিধবাবিবাহ না থাকায়, বৈধব্য একটি জন্মান্তরীন পাপের বিশেষ শাস্তি বলিয়া বিবেচিত হয়। অন্যান্য জাতিতে বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকায় বৈধব্য ব্যাপারটি তাহারা ধর্তব্যের মধ্যেই গণনা করে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অন্যান্য জাতির সহিত হিন্দুর বৈচিত্র্য অনেক। সুতরাং বৈধব্যকে হিন্দুরা ভয় করে। হিন্দুরা বরং নিজের কন্যার মৃত্যু কামনা করে, কিন্তু জামাতার মৃত্যু আদৌ চায় না। এই জন্য কন্যার যাহাতে বৈধব্য না ঘটে, তজ্জন্য প্রাচীন হিন্দুরা জ্যোতিষ-শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন এবং যাহাতে অন্ততঃ বাল্যে বা যৌবনে বৈধব্য-দশা না ঘটে, তাহার উপায় নিষ্কাসন করিয়াছিলেন। "অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্"— জন্মান্তরে কৃত শুভ বা অশুভ কর্ম্মের ফলভোগ অবশ্যই করিতে হইবে, এ কথা তাঁহারা জানিতেন এবং মানিতেন। কিন্তু তাঁহারা ইহাও মানিতেন যে, কর্ম্মের ফল কর্ম্মদ্বারা খণ্ডন হয়। কারণ, যে শাস্ত্রে বলিতেছে যে, কর্ম্মফল নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে, সেই শাস্ত্রেই আবার নির্দ্দেশ করিয়াছে যে, কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মফল খণ্ডন হয়। এই জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে কন্যার বৈধব্যযোগ আছে কি না, তাহা দেখিতেন। বৈধব্যযোগ থাকিলে কোন্ সময় উহা সম্ভব, তাহা নির্ণয় করিতেন। অল্পবয়সে ঐ যোগ থাকিলে, উক্ত সময় অতিবাহিত করিয়া বিবাহ দিতেন। আর যৌবনে ঐ যোগ পড়িলে, উহা নিবারণের চেষ্টা করিতেন। সে চেষ্টা গ্রহশান্তি, দেবতা পূজাদি দ্বারা করা হইত। আর করা হইত জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে।

জ্যোতিষশাস্ত্রে বলিতেছে যে, কন্যার মঙ্গলের দোষ আছে কি না দেখ; মঙ্গলই প্রধানতঃ বৈধব্যকারক। মঙ্গল যদি লগ্ন, ৪র্থ, ৭ম, ৮ম বা ১২শে জন্মকুণ্ডলীতে থাকে, তাহা হইলে কন্যার বৈধব্যযোগ হয়। অবশ্য এই যোগ পুরুষের কোষ্ঠীতে পড়িলে তাহার স্ত্রীবিয়োগ ঘটে—

লগ্নে ব্যয়ে চ পাতালে যামিত্রে চাষ্টমে কুজে।
কন্যা ভর্ত্তুর্বিনাশায় [illegible]ঃ কন্যা ন জীবতি

শুধু এক মঙ্গলের দোষ দেখিলে চলিবে না। দেখিতে হইবে শুক্রকে। শুক্র সপ্তম ভাবের অর্থাৎ স্বাভাবিক স্ত্রী বা স্বামীর কারক। এই শুক্র পাপগ্রহযুক্ত, নীচস্থ, অস্তগত বা পাপমধ্যগত হইয়াছে কি না অথবা ইহার সপ্তমে মঙ্গল আছে কি না, দেখিতে হইবে। আর লগ্ন ও চন্দ্র হইতে সপ্তম, অষ্টম এবং সপ্তমপতির অবস্থা বিচার করিতে হইবে; আরও দেখিতে হইবে যে, ৮মপতি ও ষষ্ঠপতি সপ্তমে অবস্থিতি করিতেছে কি না। রাহুকেও দেখিতে হয়। এইগুলি হইতে স্ত্রীকোষ্ঠীতে বৈধব্য ও পুরুষের কোষ্ঠীতে পত্নীহানিযোগ বিচার করিতে হইবে। কন্যার কোষ্ঠীতে বৈধব্য-দোষ কতগুলি, দেখিয়া স্থির করিতে হইবে। তারপর বরের কোষ্ঠী হইতে তাহার স্ত্রীহানি-দোষ কতগুলি, নির্ণয় করিতে হইবে। যেখানে উভয়ের দোষ সমান বা বরের দোষ বেশী, সেখানে কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত। আর যেখানে কন্যার দোষ বরের দোষ অপেক্ষা বেশী, সেখানে বিবাহ দিলে কন্যার বৈধব্য অনিবার্য্য। শাস্ত্রে বলিতেছে,—"তাদৃশ-যোগজপতিশ্চ যুতঃ জীবতি পুত্রধনাদিযুতশ্চেৎ"। অতএব সমান দোষজ পাত্রের সহিত বিবাহ হইলে কন্যা হয় বিধবা হইবে না, অথবা প্রাচীন বয়সে বৈধব্য ঘটিতে পারে। আর পাত্রের দোষ অধিক থাকিলে কন্যা সধবা গতায়ুঃ হইবে। এই দোষ বিচার করিবার সঙ্গে সঙ্গে পাত্রের আয়ু বিচার একান্ত আবশ্যক। যে কন্যার মঙ্গলাদির দোষ থাকিবে, তাহার সহিত দীর্ঘায়ু পাত্রের বিবাহ দিতে হইবে। এইগুলি মিলাইয়া বিবাহ দিলে যে সে বিবাহ সুখের হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখানে কয়েকটি স্ত্রী ও পুরুষের কোষ্ঠী উদাহরণস্বরূপ দেওয়া গেল।

১। ১৮১১।৬।১৩।১।১২।৪৩।১৫
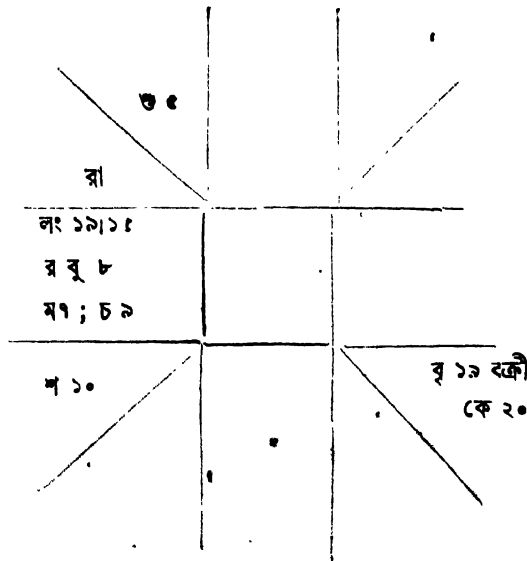
বিবাহের ছয় বর্ষে স্ত্রীহানি। মঙ্গল লগ্নে। চন্দ্রও লগ্নে।

২। ১৮১০।৬।১০।১৫।৪৭

বিবাহের ৮।৯ বৎসরে স্ত্রীহানি। মঙ্গল দ্বাদশে। চন্দ্রেরও ৭মে মঙ্গল।

৩। ১৭৮৭।৯।১৭।৭।১১

দুই পত্নী বিয়োগ। মঙ্গল, রাহু, শুক্রের অবস্থা এবং অষ্টমস্থ শনি দ্রষ্টব্য।

৪। [ক] ১৭৭৬।৩।১৪।১০।৩০

[খ] ১৮১৪।৪।২১।১৬।২০

[ক] স্বামী স্ত্রীতে বয়সে বহু প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীকোষ্ঠীতে স্বামীর কোষ্ঠীর মঙ্গলের দোষ-প্রশমন-যোগ না থাকায় স্ত্রীর মৃত্যু।

৫। ১৮০৫।২।২৪।৫৬।৫৩

স্ত্রীহানি। মঙ্গল ব্যয়ে।

প্রত্যেক কোষ্ঠীতেই মঙ্গলের অবস্থা দ্রষ্টব্য। স্ত্রী ও পুরুষের এইরূপ উভয়বিধ কোষ্ঠীই বহু দেওয়া যাইতে পারে।

স্বামী ও স্ত্রী, উভয়ের কোষ্ঠীতে তুল্যরূপ মঙ্গলাদির দোষজনিত স্ত্রীহানি ও বৈধব্য-যোগ থাকায় উভয়ে দীর্ঘকাল জীবিত, এইরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত :—

১। [ক] ১৭৬৭।৩।২১।৩

[খ] ১৭৭৯।১০।২৪।৪১।২০

২। [অ] ১৮০৪।১।১১।৪১।৯

[আ] ১৮১৬।৪।৫।৩৫।২৫

চ ১
ম ১

রা ২৬
লং ৪°

বৃ ৬

শু ৮
বু ৯

পত্নী

র ১০

কে ১৩
শ ১৪

৩। [ই] ১৮০৬।২।২।১১।৪৬।৩০

বৃ ১৮।১৯
শ ২৮।২৮

র ২।২০

কে ১৪।৪১
চ ০।১.।১৫

বু ১৪,৩১
শু ২৭।৪১

স্বামী

লং ৫।৪৫
ম ১৪।৫

রা ১৪।৪১

[স্ত্রী] ১৮১২।১১।১৭।৪৫।১৩।৩০

রা ৬		র ২১ শু ২৭ বু ২৬
চ ৮	স্ত্রী	বৃ ২২
শ ১০		লং কে ১৯
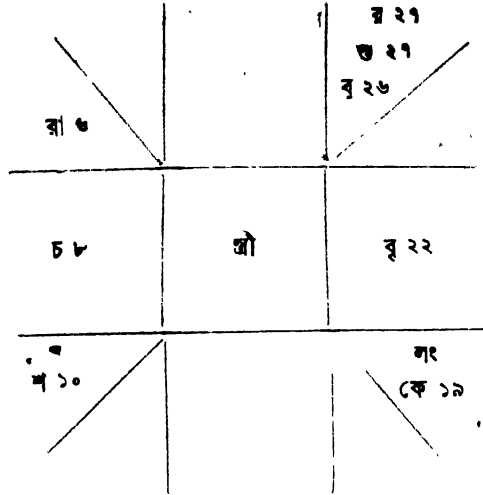
এইরূপ উদাহরণের অভাব নাই। প্রবন্ধের কলেবর-বৃদ্ধি ভয়ে আর বেশী উদাহরণ দেওয়া হইল না।

এখন কথা হইতেছে যে, যখন কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হয়, তখন ঐরূপ মিলাইয়া বিবাহ হওয়ার যাহার যে সময় পত্নীহানি বা বৈধব্য-যোগ পড়িয়াছে, সে সময় কি ঐ ফল খণ্ডন হইবে? শাস্ত্রে বলিতেছে যে, ঐ ফল ফলিবে, কিন্তু ভিন্ন প্রকারে। ঐ ক্ষেত্রে ঐ সময় স্ত্রী বা স্বামীর অত্যন্ত বিচ্ছেদ অর্থাৎ মৃত্যু না হইয়া সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটিবে, অথবা কাহারও ব্যাধি হইবে কিংবা উভয়ের কলহ হইবে। অন্যান্য জাতির এই সময় হয় বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় বা একের মৃত্যু ঘটে। এইরূপে ঐ ফল ফলিবে। মোট কথা, ঐরূপ মিলাইয়া বিবাহ হইলে বিয়োগান্ত নাটক না হইয়া অন্তে মিলনান্তে পালা শেষ হইবে। ইহাই শাস্ত্রের হুকুল রক্ষা।

প্রাচীন কালে হিন্দুগণ ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন ও জ্যোতিষশাস্ত্রের বিধান মানিয়া চলিতেন, সুফলও পাইতেন। জ্যোতিষশাস্ত্র না মানিয়া তাঁহারা পদভূমিও অগ্রসর হইতেন না। তখন সেইজন্য জ্যোতিষের কদর ছিল, শাস্ত্রটিও পুষ্টাঙ্গ ছিল। তার পর কালক্রমে জ্যোতিষিগণের অনুদারতায় সকলকে রীতিমত শিক্ষা না দেওয়ায়, স্ববংশে আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টায় উপযুক্ত বুদ্ধিমান্ ছাত্র সম্যক্ উপদেশ না পাওয়ায় শাস্ত্রের অবনতি ঘটে এবং নানা বিপর্য্যয়ে জ্যোতিষের গ্রন্থ নষ্ট হয়, তার ফলে জ্যোতিষের বর্ত্তমান দুরবস্থা। কিন্তু এই দুর্দ্দিনেও জ্যোতিষ চমৎকার দেখাইতে সক্ষম। আমরা এখন জ্যোতিষশাস্ত্রের পর শ্রদ্ধাহীন হওয়ায় বিবাহাদি ব্যাপারে জ্যোতিষের সাহায্য বড় একটা গ্রহণ করি না। তাহার ফলে অনেক নিবার্য্য দুর্ঘটনা ভোগ করিতেছি। আমাদের কি উচিত নয় যে, এই অপূর্ব্ব ও ফলদ শাস্ত্রের অনুশীলন করা এবং ইহা হইতে অমৃত উদ্ধার করা?

এই জ্যোতিষশাস্ত্র সম্যক্‌রূপে আলোচিত হইয়া, ইহার বিচারে যে বিষয় নিষ্কাসিত হয়, তাহা যে অদ্ভুত ফল প্রদান করে, তাহা আর বলিয়া দিতে হয় কি? আজকাল অনেকে পুত্র-কন্যার জন্মসময় ঠিক রাখেন না। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি খাঁটি জন্মসময় রাখা হয় এবং বিবাহকালে উপযুক্ত জ্যোতিষীর দ্বারা পাত্র ও পাত্রীর কোষ্ঠী-মিলন করিয়া বিবাহ দেওয়া হয়, তাহা হইলে যে অনেক অকাল-বৈধব্য নিবারণ হয়, তাহা অবিচলচিত্তে বলা যাইতে পারে।

শ্রীগণপতি সরকার

প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যভাষায় গদ্যের ভঙ্গি *

আখ্যানের বা গল্পের ভাষাই হ'চ্ছে সব চেয়ে স্বাভাবিক, অর্থাৎ মুখের ভাষার খুব বেশি কাছাকাছি। সেই জন্যে আখ্যান গদ্য (narrative prose)ই গদ্যের আদর্শ বলে' ধরে' নেওয়া হয়। ভারতীয় আর্য্যভাষার গদ্যের প্রাচীনতম নমুনা পাওয়া যায় অথর্ব্ববেদে ও যজুর্ব্বেদে কিছু কিছু, আর বৈদিক ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির মধ্যে[১]। এই 'ব্রাহ্মণ'গুলিও সব এক সময়ের লেখা নয়। এদের মধ্যে দিয়েই ক্রমবিকশিত হ'য়ে প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যভাষার গদ্যের রীতি উপনিষদের ভাষায় পরিণতি লাভ ক'রেছে। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলির মধ্যে এইগুলিই প্রাচীন ও ভাষাতত্ত্বের দিক্ থেকে সবচেয়ে দরকারী—তৈত্তিরীয় সংহিতা, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, কৌষীতকি ব্রাহ্মণ, পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ বা তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ, মৈত্রায়ণী সংহিতা, কাঠক সংহিতা, শতপথ ব্রাহ্মণ, আর তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। এদের মধ্যে প্রথম দুটিই সকলের চেয়ে পুরাণো; এ দুটি বই রচিত হ'য়েছিল খুব সম্ভব খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১০০০ অব্দে। শেষের দুটি হ'চ্ছে সব চেয়ে অর্ব্বাচীন, অবশ্য গোপথ ব্রাহ্মণ বাদ দিয়ে। এ দুটি বই খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৬০০ অব্দের আগেই তৈরী হ'য়েছিল। প্রধান প্রধান উপনিষদ্গুলিও এই যুগে সঙ্কলিত ও রচিত হ'য়েছিল ব'লে পণ্ডিতরা অনুমান করেন।

ঋগ্বেদে আমরা কবিতার ভাষা পাই। কবিতার ভাষা একটু পুরাণো ধাঁচের ও কৃত্রিম হ'য়ে থাকে। কিন্তু এই ব্রাহ্মণগুলির ভাষা স্বচ্ছ, সরল ও অনাড়ম্বর। এই ভাষার মধ্যে দিয়ে প্রাচীন আর্য্যদের ঋজু অথচ প্রাণবান্ জীবনের কিছু কিছু আভাস মেলে। সাহিত্যের দিক্ দিয়েও এই ভাষার যথেষ্ট মূল্য আছে ব'লে আমার বিশ্বাস।

[১] বাক্যবিন্যাস-পদ্ধতি

ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে যেগুলি পুরাণো, তাদের মধ্যে বাক্যবিন্যাস-পদ্ধতির একটা মোটামুটি সামঞ্জস্য আছে। বাক্যগুলি ছোট ছোট, আর পরস্পর অসংযুক্ত। একটি কর্ত্তৃপদ আর তা'র একটি ক্রিয়া। যেমন,—

> হরিশ্চন্দ্রো হ বৈধস ঐক্ষ্বাকো রাজপুত্র আস। তস্য হ শতং জায়া বভূবুঃ। তাসু পুত্রং ন লেভে। তস্য হ পর্ব্বতনারদৌ গৃহমূষতুঃ। স হ নারদং পপ্রচ্ছ॥
>
> ঐ. ব্রা.[২] ৭.১৫.১॥

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। এই প্রাচীন ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি শুধু ভারতীয় আর্য্যভাষার নয়, সব দেশের আর্য্যভাষারও আদি গদ্য-সাহিত্য বলা যেতে পারে।

২। ঐ. ব্রা.—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

প্রজাপতিঃ সোমং রাজানমসৃজত। তং ত্রয়ো বেদা অন্বসৃজ্যন্ত। তান্ হস্তেঽকুরুত। অথ হ সীতা সাবিত্রী সোমং রাজানং চকমে। শ্রদ্ধামু স চকমে। সা হ পিতরং প্রজাপতিমুপসসার। তং হোবাচ। নমস্তেঽস্তু ভগবঃ। উপ ত্বাঽয়ানি। প্র ত্বা পদ্যে। সোমং বৈ রাজানং কাময়ে। শ্রদ্ধামু স কাময়ত ইতি॥ তৈ. ব্রা.[৩] ১.৩.১০.১,২॥

এর সঙ্গে তুলনীয় বাঙলায় রূপকথার ভাষা; যেমন, এক ছিল রাজা। তাঁর ছিল দুই রাণী। বড় রাণীর এক ছেলে। ছোট রাণী বাঁঝা। ইত্যাদি। পুরাতন বাঙলার গদ্য ভাষাও এই ছাঁদে হ'ত; তুলনীয় 'শূন্যপুরাণ' প্রভৃতির বইয়ের গদ্য অংশ।

'একটি কর্ত্তৃপদ আর একটি ক্রিয়া' ভাষার এই নিজস্ব রীতি থাকাতে যুক্ত (compound) বাক্যের নানারকম রূপ পাওয়া যায়।

(১) বাক্যে দুটি ক্রিয়াপদ থাকলে চিন্তার্থক ক্রিয়াটিকে প্রায়ই উহ্য রাখা হ'ত। যেমন,—

ঋষয়ো বৈ সরস্বত্যাং সত্রমাসত। তে কবষমৈলূষং সোমাদনয়ন্ দাস্যাঃ পুত্রঃ কিতবোঽব্রাহ্মণঃ কথং নো মধ্যেঽদীক্ষিষ্টেতি। তং বহির্ধন্বোদবহন্ অত্রৈনং পিপাসা হন্তু, সরস্বত্যা উদকং মা পাদ্ ইতি॥ ঐ. ব্রা. ২. ২৯. ১॥

যজ্ঞো বৈ দেবেভ্য উদক্রামন্ ন বোঽহমন্নং ভবিষ্যামীতি॥ ঐ. ব্রা.১.১৮.৯॥

স ত্বষ্টা চুক্রোধ কুবিন্ মে পুত্রমবধীদ্ ইতি॥ শ. ব্রা.[৪] ১.৬.৩.৬.॥

ততো হৈবেয়ং তিরো বভূব পুনরৈমীতি॥ শ. ব্রা. ১১.৫.১.৪॥

(২) দুটি ক্রিয়ার মধ্যে একটীকে 'শতৃ' কিংবা 'শানচ্' (present participle) প্রত্যয়ান্ত ক'রে প্রকাশ করা হ'য়েছে। যেমন,—

তদেতদ্ ঋষিঃ পশ্যন্ অভ্যনূবাচ॥ ঐ, ব্রা,২.৫৫.৫॥

(তখন ঋষি এই দেখলেন আর ব'ল্লেন—দেখে' ব'ল্লেন।)

দেবা বা অসুরৈ বিজিগ্যানা ঊর্দ্ধাঃ স্বর্গং লোকমায়ন্॥ ঐ, ব্রা, ৩. ৪২. ১॥

প্রজাপতিরকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স শোচন্নমহীয়মানোঽতিষ্ঠৎ॥ প, ব্রা,[৫] ৭.৫.১॥

দীর্ঘজিহ্বী বা ইদং রক্ষো যজ্ঞহা যজ্ঞান্ অবলিহত্যচরৎ॥ প, ব্রা, ১০.৬.৯॥

উর্ব্বশী হাপ্সরাঃ পুরূরবসমৈড়ং চকমে। তং হাবিন্দমানোবাচ॥

শ, ব্রা, ১৪.৫.১.১॥

স আধ্যা জল্পন্ কুরুক্ষেত্রং সময়া চচার॥ শ, ব্রা, ১১.৫.১.৪॥

৩। তৈ, ব্রা—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। ৪। শ, ব্রা—শতপথ ব্রাহ্মণ। ৫। প, ব্রা—পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ।

(৩) একটি ক্রিয়াপদকে ঠিক রেখে বাকিগুলিকে অসমাপিকা (conjunctive) ক'রে কখনও কখনও প্রকাশ করা হ'ত। এই রকম অসমাপিকার প্রয়োগ সুপ্রাচীন ব্রাহ্মণগুলিতে কেবল কথনার্থ ধাতুর সঙ্গেই ব্যবহার হ'তে দেখা যায়। যেমন,—

মাভানেদিষ্ঠং বৈ মানবং ব্রহ্মচর্য্যং বসন্তং ভ্রাতরো নিরভজন্। সোঽব্রবীদ্ এত্য কিম্ মহ্যমভাক্তেতি ॥ ঐ. ব্রা. ৫. ১৪. ২ ॥

ইতি হাস্মা আখ্যায়। অথৈনমুবাচ ॥ ঐ. ব্রা. ৭.১৩.১২. ১৪.১ ॥

ইন্দ্রঃ পুরুষরূপেণ পর্য্যেত্যোবাচ ॥ ঐ. ব্রা. ৭.১৫. ১ ॥

প্রজাপতির্দেবেভ্য আত্মানং যজ্ঞং কৃত্বা প্রাযচ্ছৎ ॥ প. ব্রা. ৭. ২.১ ॥

একের বেশি অসমাপিকা কচিৎ দেখা যায়। যেমন,—

ইন্দ্রো বৈ বৃত্রং হত্বা সর্ব্বা বিজিতীর্বিজিত্যাব্রবীৎ প্রজাপতিম্ ॥ ঐ. ব্রা. ৩.২১.১ ॥

স হ নেত্যুক্ত্বা ধনুরাদায়ারণ্যমুপাতস্থৌ ॥ ঐ. ব্রা. ৭.১৪. ৯ ॥

সা ত্রীণ্যক্ষরাণি হিত্বৈকাক্ষরা ভূত্বাগচ্ছৎ ॥ প. ব্রা. ৮.৪.১ ॥

তং স বিদিত্বাঽমৃতো ভূত্বা স্বর্গং লোকমিয়ায় ॥ তৈ. ব্রা. ৩.১০. ১১.৫ ॥

দুইয়ের বেশি অসমাপিকার প্রয়োগ কেবল অর্ব্বাচীন ব্রাহ্মণে একটা আধটা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন,—

তস্যা উ স্বাগরমলংকারং কল্পয়িত্বা দশ হোতারং পুরস্তাদ্ ব্যাখ্যায় চতুর্হোতারং দক্ষিণতঃ পঞ্চ হোতারং পশ্চাৎ ষড্ঢোতারমুত্তরতঃ সপ্ত হোতারমুপরিষ্টাৎ সংভারৈশ্চ পত্নিভিশ্চ মুখেঽলংকৃত্যাঽঽস্যাঽর্দ্ধিং বব্রাজ ॥ তৈ, ব্রা, ১.৩.১০.১-৩ ॥

অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে এইরকম পরের পর অসমাপিকার প্রয়োগ খুব দেখা যায়। বাঙলারও এই রকম প্রয়োগ একটা বড় বিশেষত্ব।

বাক্যে একটির বেশি কর্ত্তৃপদ থাকার রীতি বৈদিক ভাষায় ছিল না। একটি ক্রিয়ার একের অধিক কর্ত্তা থাকলে সেগুলি সমাসবদ্ধ করা হ'ত। যেমন,—

তৌ সহৈবেন্দ্রবায়ূ উদজয়তাং সহ মিত্রাবরুণৌ সহাশ্বিনৌ ॥ ঐ, ব্রা, ২.২৫.৩ ॥

তস্য হ পর্ব্বতনারদৌ গৃহমূষতুঃ ॥ ঐ, ব্রা, ৭.১৩.১ ॥

তে ত্রিষ্টুব্জগত্যৌ গায়ত্রীমব্রূতামুপ স্বাহয়াবেতি ॥ প, ব্রা, ৮.৪.২ ॥

নতুবা একটি কর্ত্তাকে কর্ত্তৃপদের সহকারী করণ (sociative instrumental) ক'রে প্রকাশ করা হ'ত। যেমন,—

সাধ্যা বৈ নাম দেবা আসংস্তে সর্ব্বেণ যজ্ঞেন সহ স্বর্গং লোকম্ আয়ন্ ॥ প, ব্রা, ৮.৪.১ ॥

শর্য্যাতো হ গ্রামেণ চচার ॥ শ, ব্রা, ৪.১.৫.২ ॥

সোমো রুদ্রৈর্ব্যদ্রবন্ ॥ শ, ব্রা, ৩.৪.২.১ ॥

ঋগ্বেদে প্রায় দেখা যায় যে, দুটি কর্ত্তার মধ্যে হয় একটিকে উহ্য রাখা হ'য়েছে অথবা সেটিকে সম্বোধন করা হ'য়েছে; অথচ ক্রিয়াপদটি দ্বিবচনান্ত আছে। যেমন,—

আ যদ্ রুহাব বরুণশ্চ নাবম্ ॥

আ যদ্ ইন্দ্রশ্চ দদ্বহে ॥ ৮.৩৪.১৬ ॥

ইন্দ্রশ্চ সোমং পিবতং বৃহস্পতে ॥ ৪. ৫০.১০ ॥

ইন্দ্রশ্চ বিষ্ণো যদপস্পৃধেথাম্ ॥

বৈদিক গদ্যসাহিত্যের মধ্যে কেবল তৈত্তিরীয়সংহিতায়ই এই প্রয়োগ পাওয়া যায়। যেমন;—

প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত। তা বৃহস্পতিশ্চান্বৈতাম্ ॥ ২.৪.৪ ॥

তাম্ ব্রাহ্মণশ্চোপদধ্যাতাম্ ॥ ৫.২.৮ ॥

তান্ পূষা চান্বৈতাম্ ॥ ২.৪.৪. ॥

কর্ত্তৃপদ উত্তম বা মধ্যম পুরুষ হ'লে প্রায়ই উহ্য থাকৃত। বাক্যে একের অধিক কর্ত্তৃপদ খুবই কম পাওয়া যায়। যেমন,—

বৎসশ্চ মেধাতিথিশ্চ কাণ্বাবাস্তাম্ ॥ প. ব্রা. ১৪.৬.৬. ॥

একই ক্রিয়াপদ পর পর বাক্যে থাকলে প্রথমটী ছাড়া অপর বাক্যগুলিতে উহ্য থাকৃত। যেমন,—

তেষামাজিং যতাম্ অভিসৃষ্টানাং বায়ুর্মুখং প্রথমঃ প্রত্যপদ্যতাথেন্দ্রোঽথ মিত্রাবরুণাবথাশ্বিনৌ ॥ ঐ.ব্রা. ২.২৫.১ ॥

তস্য হ বিশ্বামিত্রো হোতাসীজ্জমদগ্নিরধ্বর্য্যুর্বসিষ্ঠো ব্রহ্মায়াস্য উদ্গাতা ॥ ঐ. ব্রা. ৭.১৬.১ ॥

দিবি বৈ সোম আসীদথেহ দেবাঃ ॥ শ. ব্রা. ৩.২.৪.১ ॥

অস্ত্যর্থ ক্রিয়া কখনও কখনও একেবারে উহ্য থাকৃত। যেমন,—

তস্য ব্রাত্যস্য ॥ যদস্য দক্ষিণমক্ষ্যসৌ স আদিত্যো যদস্য সব্যমক্ষ্যসৌ স চন্দ্রমাঃ ॥ যোঽস্য দক্ষিণঃ কর্ণোঽয়ং সো অগ্নির্যোঽস্য সব্যঃ কর্ণোঽয়ং স পবমানঃ ॥ অহোরাত্রে নাসিকে দিতিশ্চাদিতিশ্চ শীর্ষকপালে সংবৎসরং শিরঃ ॥ অহ্না প্রত্যঙ্ ব্রাত্যো রাত্র্যা প্রাঙ্ নমো ব্রাত্যায় ॥ অ. সং*.১৫.১৮.১-৫ ॥

বাঙ্লাতেও আমরা এর অনুরূপ প্রয়োগ পাই।

---

* । অ. স.—অথর্ব্ববেদসংহিতা

[২] পদবিন্যাস-পদ্ধতি

কোন আখ্যানের প্রথম বাক্য কর্ত্তৃপদ দিয়েই আরম্ভ হয়। যেমন,—

ব্রাত্য আসীদ্ ঈয়মান এব স প্রজাপতিং সমৈরয়ৎ ॥ অ. সং. ১৫.১.১ ॥

দেবাসুরা বা এষু লোকেষু সমযতন্ত ॥ ঐ' ব্রা.১. ২৩.১ ॥

ঋষয়ো বৈ সরস্বত্যাং সত্রমাসত ॥ ঐ. ব্রা. ২.১৯. ১ ॥

উর্ব্বশী হাপ্সরাঃ পুরূরবসমৈড়ং চকমে ॥ শ. ব্রা. ১১.৫.১.১ ॥

কিন্তু যেখানে অন্য কারকযুক্ত পদের কর্ত্তৃপদের চেয়ে বেশী প্রাধান্য, সেখানে সেই সেই পদ দিয়েই বাক্যের আরম্ভ হ'য়েছে। যেমন,—

দিবি বৈ সোম আসীদ্ অথেহ দেবাঃ ॥ শ. ব্রা. ৩.২.৪.১ ॥

ত্বষ্টুর্হ বৈ পুত্রো ত্রিশীর্ষা ষড়ক্ষ আস ॥ শ. ব্রা. ১.৬.৩.১ ॥

তস্য হ বিশ্বামিত্রো হোতাসীজ্জমদগ্নিরধ্বর্য্যুর্বসিষ্ঠো ব্রহ্মায়াস্য উদগাতা ॥ ঐ. ব্রা. ৭.১৫.১ ॥

বাক্যে কোন কর্ত্তৃপদ না থাকলে, অর্থাৎ ক্রিয়াটি 'স্বতন্ত্র' (impersonal) হ'লে বা কর্ত্তৃপদ উহ্য হ'লেও এই রকম হয়। যেমন,—

মনবে হ বৈ প্রাতরবনেগ্যমুদকমাজহ্রুঃ ॥ শ. ব্রা. ১.৮.১.১ ॥

ঋধ্যতেঽস্মৈ কৃষৌ ॥ প. ব্রা. ১১.৫.৬ ॥

বাক্যে কর্ত্তৃপদ ছাড়া কোন কারক ক্রিয়ানিরপেক্ষ (absolute) ভাবে ব্যবহৃত হ'লে সেই সেই কারক বাক্যের গোড়ায় আস্ত। যেমন,—

নাভানেদিষ্ঠং বৈ মানবং ব্রহ্মচর্য্যং বসন্তং ভ্রাতরো নিরভজন্ ॥ ঐ. ব্রা. ৫.১৪.২ ॥

নৃমেধসম্ আঙ্গিরসং সত্রমাসীনং শ্বভির্ব্যাহ্বয়ন্ ॥ প. ব্রা. ৮.৮.২২ ॥

বিশ্বমনসং বা ঋষিমধ্যায়মুদব্রজিতং রক্ষোঽগৃহ্ণাৎ ॥ প. ব্রা. ১৫.৫.২০ ॥

তস্যাবনেনিজানস্য মৎসঃ পাণী আপেদে ॥ শ. ব্রা. ১.৮.১.১ ॥

তস্যা আহরন্ত্যৈ গন্ধর্ব্বো বিশ্বাবসুঃ পর্য্যমুষ্ণাৎ ॥ শ. ব্রা. ৩.২.৪.২ ॥

সোমে রাজনি ক্রীতে গন্ধর্ব্বেষু হি তর্হি বাগ্ভবতি ॥ ঐ. ব্রা. ১. ২৭.৪ ॥

একই বাক্যে কর্ম্ম ও সম্বন্ধ দুইই ক্রিয়ানিরপেক্ষ থাকলে কর্ম্মই প্রথমে থাকত। যেমন,—

তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাসু শ্রদ্ধাঽঽবিবেশ ॥ তৈ. ব্রা. ৩.১১.৮.১ ॥

আখ্যানের আরম্ভে কর্ত্তৃপদের ঠিক পরেই বৈ কিংবা হ এই দুই কথায় মাত্রাসূচক শব্দের ব্যবহার হ'ত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সর্ব্বত্রই বৈ পাই; কেবল দুইটি জায়গায় হ দেখা যায়। সে দুটি এই,—

হরিশ্চন্দ্রো হ বৈধস ঐক্ষ্বাকো রাজপুত্র আস ॥ ঐ. ব্রা. ৭.১৩.১ ॥

বিশ্বন্তরো হ সৌষদ্মনঃ শ্যাপর্ণান্ পরিচক্ষাণো বিশ্যাপর্ণং যজ্ঞমাজহ্রে ॥ ঐ. ব্রা. ৭.২১.১ ॥

পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে ও কাঠকসংহিতায় কেবল বৈ পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে হ আর বৈ দুইই পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে শুধু হ বা হ বৈ এক সঙ্গে পাওয়া যায়। যেমন,—

উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ব্ববেদসং দদৌ ॥ তৈ. ব্রা. ৩.১১.৮.১ ॥

এই হ বা বৈএর পরেই বসত পিতৃনাম, তার পরে গোত্রীয় নাম, তার পরে বিশেষণ। যেমন,—

বিশ্বন্তরো হ সৌষদ্মনঃ শ্যাপর্ণান্ পরিচক্ষাণো বিশ্যাপর্ণং যজ্ঞম্ আজহ্রে ॥ ঐ. ব্রা. ৭.২৭.১ ॥

বৃশো বৈজানস্ত্র্যারুণস্য ত্রৈধাত্বসৈক্ষ্বাকস্য পুরোহিত আসীৎ ॥ প.ব্রা. ১৩.৩.১২ ॥

দেবভাগো হ শ্রৌতর্ষঃ সাবিত্রং বিদাংচকার ॥ তৈ. ব্রা. ৩.১০.৯.১১ ॥

হরিশ্চন্দ্রো হ বৈধস ঐক্ষ্বাকো রাজপুত্র আস ॥ ঐ. ব্রা. ৭.১৩.১ ॥

গোত্রীয় নাম্ ইত্যাদি না থাক্‌লে বিশেষণই হ বা বৈএর পরে বস্‌ত। যেমন,—

সোমো বৈ রাজাঽমুষ্মিঁল্লোক আসীৎ ॥ ঐ. ব্রা. ৩.২৫.১ ॥

বিশ্বরূপো বৈ ত্রিশীর্ষাঽঽসীৎ ত্বষ্টুঃ পুত্রোঽসুরাণাং স্বস্রীয়ঃ ॥ কা.সং[১].১২.১০ ॥

তার পর আস্‌ত কর্ম্ম আর সবশেষে ক্রিয়া। যেমন,—

নৈমিষা বৈ সত্রমাসত ॥ কা. সং. ১০.৬ ॥

কর্ম্মের বা অন্য কারকের predicative বা বাক্যপূরক বিশেষণ থাক্‌লে ক্রিয়ার পরে ব'সত। যেমন,—

প্রজাপতির্বৈ সোমায় রাজ্ঞে দুহিতরং প্রাযচ্ছৎ সূর্য্যাং সাবিত্রীম্ ॥ ঐ. ব্রা. ৪.৭.১ ॥

প্রজাপতির্বৈ স্বাং দুহিতরম্ অভ্যধ্যায়দ্ দিবম্ ইত্যন্য আহুর্ উষসমিত্যন্যে ॥ ঐ. ব্রা. ৩.৩৩.১ ॥

স এতমেব বরমবৃণীত পশূনাম্ আধিপত্যম্ ॥ ঐ. ব্রা. ৩.৩৩.৩ ॥

তৌ হ মধ্যমে সংপাদয়াংচক্রতুঃ শুনঃশেফে ॥ ঐ. ব্রা. ৭.১৫.৭ ॥

তং স বিদিত্বা অমৃতো ভূত্বা স্বর্গং লোকম্ ইয়ায় আদিত্যস্য সাযুজ্যম্ ॥ তৈ. ব্রা. ৩.১০. ১১.৫ ॥

১। কা. সং—কাঠকসংহিতা।

ক্রিয়ার দুটি কর্ম্ম থাকলে গৌণ কর্ম্মটি মুখ্য কর্ম্মের আগে যায়। যেমন,—

ইন্দ্রো মরুতঃ সহস্রম্ অজিনাৎ ॥ প. ব্রা. ২১.১.১ ॥

সোঽগ্নিনা পৃথিবীং মিথুনং সমভবৎ ॥ শ. ব্রা. ৬.১.২.১ ॥

সাধারণতঃ অপর কারক কর্ম্মের আগেই বসে, তবে যে কারকের প্রাধান্য কর্ম্মের চেয়ে বেশী,সেটি আগে যায়। যেমন,—

ঋষয়ো বৈ সরস্বত্যাং সত্রমাসত ॥ ঐ. ব্রা ২. ১৯.১ ॥

প্রজাপতির্বৈ সোমায় রাজ্ঞে দুহিতরং প্রাযচ্ছৎ সূর্য্যাং সাবিত্রীম্॥ ঐ. ব্রা. ৪.৭.১ ॥

ইন্দ্রো যতীন্ সালাবৃকেয়েভ্যঃ প্রাযচ্ছৎ ॥ ঐ. ব্রা. ১৩.৪.১৭ ॥

ইন্দ্রো বৈ বৃত্রং হত্বা সর্ব্বা বিজিতীর্বিজিত্যাব্রবীৎ প্রজাপতিম্ অহমেতদ্ অসানি যৎ ত্বম্, অহং মহান্ অসানীতি ॥

বাক্যে কোন অসমাপিকা (conjunctive or present participle) থাকলে সেটি ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে আসে, আর সেই জন্যে অনেক সময় মূল ক্রিয়ার কর্ম্মকে শেষে যেতে হয়। যেমন,—

ইন্দ্রো বৈ বৃত্রং হত্বা সর্ব্বা বিজিতীর্বিজিত্যাব্রবীৎ প্রজাপতিম্ অহমেতদ্ অসানি যৎ ত্বম্, অহং মহান্ অসানীতি ॥ ঐ. ব্রা. ৩.২১.১ ॥

তস্মাজ্ জ্যায়াংশ্চ কনীয়াংশ্চ স্নুষা চ শ্বশুরশ্চ সুরাং পীত্বা সহ লালপত আসতে ॥ কা. সং. ১২.১২ ॥

অত্যংহো হাঽঽরুণিঃ ব্রহ্মচারিণে প্রশ্নান্ প্রোচ্য প্রজিঘায় ॥ তৈ. ব্রা. ৩.১০, ৯. ৩ ॥

'কারক ষষ্ঠী'যুক্ত পদ প্রায়ই বাক্যের প্রথমে যায়। [সম্বন্ধ ষষ্ঠী কিন্তু বিশেষণের মত বিশেষ্যের ঠিক আগে বসে]। যেমন,—

তস্যৈ সর্ব্বে দেবা বরা আগচ্ছন্। তস্যা এতৎ সহস্রং বহতুম্ অন্বাকরোদ্ যদেতদ্ আশ্বিনম্ ইত্যাচক্ষতে ॥ ঐ. ব্রা. ৪.৭.১ ॥

তস্য হ শতং জায়া বভূবুঃ ॥ ঐ. ব্রা. ৭.১৮.১ ॥

তস্য হ বিশ্বামিত্রস্যৈকশতং পুত্রা আসুঃ ॥ ঐ. ব্রা. ৭.১৩.১ ॥

কর্ত্তৃপদের প্রাধান্য থাকলে তা হয় না। যেমন,—

উর্ব্বশী বৈ পুরূরবস্যাসীৎ ॥ কা, সং, ৮.১০ ॥

'তাদর্থ্য চতুর্থী' (final dative) বাক্যের একেবারে শেষে আসে। যেমন,—

তান্ এতে সূক্তে যষ্ঠেঽহন্যাশংসয়ৎ। ততো বৈ তে প্র যজ্ঞমজানন্ প্র স্বর্গং লোকং তদ্ যদ্ এতে সূক্তে ষষ্ঠেঽহনি শংসতি যজ্ঞস্য প্রজ্ঞাত্যৈ স্বর্গস্য লোকস্যানুখ্যাত্যৈ ॥ ঐ. ব্রা. ৫.১৪.৪.৫ ॥

সম্বোধন-পদ বেশির ভাগ বাক্যের প্রথমে না ব'সে, মধ্যে বসে। বাক্যের আদিতেও বসে। যেমন,—

তং হ জীর্ণিং স্থবিরং শয়ানমিন্দ্র উপব্রজ্যোবাচ ভরদ্বাজ যত্তে চতুর্থমায়ুর্দদ্যাং কিম্ অনেন কুর্য্যা ইতি ॥ তৈ. ব্রা, ৩.১০.১১.৩ ॥

কুমার কতি রাত্রীরবাৎসীঃ ॥ তৈ, ব্রা. ৩.১০.১১.৩ ॥

মরুতো হৈনং নাজহুঃ। প্রহর ভগবো জহি বীরয়স্বেত্যেবৈনম্—এতাং বাচং বদন্ত উপতিষ্ঠন্ত ॥ ঐ. ব্রা. ৩.২০.১ ॥

'স পিতরম্ এত্যাব্রবীৎ ত্বাং হ বাব মহ্যং ততাভাক্ষুরিতি ॥ ঐ. ব্রা. ৫.১৪.৫॥

তং পিতাব্রবীন্ নন্ন তে পুত্রকাদূ৩ রিতি ॥ ঐ. ব্রা. ৫.১৪.৬ ॥

রামো হাস মার্গবেয়োঽনূচানঃ শ্যাপর্ণীয়স্তেষাং হোত্থিতস্তামুবাচাপি নু রাজন্ন্ ইত্থংবিদং বেদেরুত্থাপয়ন্তীতিচ যত্ত্বং কথং বেত্থ ব্রহ্মবন্ধবিতি ॥ ঐ. ব্রা· ৭.২৭.৪ ॥

ধিক্ ত্বা জাল্ম অস্তু ॥ কৌ. ব্রা.[৮] ৩০.৫ ॥

মা ভৈষীর্গৌতম জিতো বে তে লোকঃ ॥ তৈ. ব্রা. ৩.১০.৯.১৩ ॥

ভাবপ্রকাশক অব্যয় (interjection) বাক্যের সব প্রথমে বসে। যেমন,—

হন্তেমান্ অগ্নিন্ উক্থ আভজে ॥ ঐ. ব্রা. ৩.২০,১ ॥

এয়ায় বায়ুঃ—এদ্ ধতং বৃত্রম্। শ, ব্রা. ৪.১.২.৪ ॥

ততো হৈবেয়ং তিরোবভূব পুনরৈমীতি, এৎ তিরো ভূতাম্ ॥ শ. ব্রা. ১১.৫.১.৪ ॥

ধিক্ ত্বা জাল্মাস্তু ॥ কৌ. ব্রা. ৩০.৫ ॥ বৈদিক সাহিত্যে 'ধিক্' শব্দের আর দ্বিতীয় প্রয়োগ নেই।

উপসর্গ ক্রিয়ার আগে যায়। উপসর্গ আর ক্রিয়ার মধ্যে প্রায়ই অন্য শব্দ, বিশেষতঃ কর্ম্ম এসে থাকে। যেমন,—

অমুমোপতিষ্ঠধ্বম্। উপ মা হ্বয়ধ্বম্ ॥ ঐ. ব্রা. ৩.২০.১ ॥

নমস্তেঽস্তু ভগবঃ। উপ ত্বাহয়ানি।' প্র ত্বা পদ্যে ॥ তৈ. ব্রা. ১.৩.১০.১২ ॥

নিষেধার্থক ন শব্দ ক্রিয়াপদের ঠিক পূর্ব্বে বসে; মা শব্দের কিন্তু কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই। যেমন,—

৮। কৌ. ব্রা. কৌষীতকি ব্রাহ্মণ।

মরুতো হৈনং ন্যাজহুঃ ॥ ঐ. ব্রা, ৩.২০,১ ॥

অত্রৈনং পিপাসা হন্তু, সরস্বত্যা উদকং মাপাৎ ॥ ঐ. ব্রা. ২.১৯.১ ॥

অকামাং মাস্ম নিপদ্যাসৈ মো স্ম ত্বা নগ্নং দর্শম্ ॥ শ. ব্রা. ১১.৫.১.১ ॥

'তুমর্থ' অসমাপিকা ক্রিয়া (infinitive) বাক্যের সবশেষে আসে। যেমন,—

কোঽর্হতি মনুষ্যঃ সর্ব্বং সত্যং বদিতুম্ ॥ ঐ. ব্রা. ১.৬.৬ ॥

তস্মাদেতস্যাং দিশি যতেত বা যাতয়েদ্ বেশ্বরো হাঽনৃণাকর্ত্তোঃ ॥ ঐ. ব্রা. ১.১৪.৫ ॥

কথোপকথনে নিষেধার্থক বাক্যাংশটি মূল বাক্যের আগে যায়, কিন্তু অপর অংশটি পরে আসে। যেমন,—

সা বাগ্ অব্রবীৎ স্ত্রীকামা বৈ গন্ধর্ব্বা ময়ৈব স্ত্রিয়া ভূতয়া পণধ্বম্ ইতি। নেতি দেবা অব্রুবন্ কথং বয়ং ত্বদৃতে স্যামেতি ॥ ঐ. ব্রা, ১.২৭.১ ॥

কথনার্থ ধাতুর কর্ম্ম যে বাক্য, সেটি মূল বাক্যের পরে আসে। অর্ব্বাচীন ব্রাহ্মণে কিন্তু এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন,—

মা স্ম প্রাণমতিপৃচ্ছেতি মাঽচার্য্যোঽব্রবীদ্ ইতি হোবাচ ব্রহ্মচারী ॥ তৈ, ব্রা, ৩.১০.৯.৪ ॥

অন্বিত (complex) বাক্যের অপ্রধান অংশ বাক্যের পরে আসে। যেমন,—

তৃতীয়ে হৈব সংগ্রহীতারো বদন্তেঽমূনৈবানুকাশেন যদদ ইন্দ্রঃ সারথিরিব ভূত্বোদজয়ৎ ॥ ঐ. ব্রা. ২.২৫.৬ ॥

তস্যা এতৎ সহস্রং বহতুমন্বাকরোদ্ যদ্ ইদমাশ্বিনম্ ইত্যাচক্ষতে ॥ ঐ. ব্রা. ৪.৭.১ ॥

বাক্যের মধ্যে দুটি correlative বা সমন্বয়-পদ বর্ত্তমান থাকলে অপ্রধান অংশ প্রায়ই পরে যায়। যেমন,—

য উ এব মৃগব্যাধঃ স উ এব স, যা রোহিৎ সা রোহিণী ॥ ঐ. ব্রা. ৩.৩৩.৫. ॥

সাঽব্রবীৎ ক্রীণীতৈব, যর্হি বাব ময়ার্থো ভবিতা তর্হ্যেব বোঽহং পুনরাগন্তাঽস্মীতি ॥ ঐ. ব্রা. ১.২৭.১ ॥

শ্রীসুকুমার সেন

আলোচনা

১। অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি (এডিন), এফ্ আর এস্ ই মহাশয় প্রশ্ন করিলেন যে,—আর্য্যভাষা কি অর্থে এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে?

সভাপতি মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে প্রবন্ধলেখক মহাশয় বলিলেন,—আর্য্যভাষা সাধারণতঃ দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হয়,—(১) আদি আর্য্য বা ইণ্ডো-ইউরোপীয় মূল ভাষা—যাহা হইতে গ্রীক, লাটিন, কেল্টিক, জার্মানিক, স্লাভিক, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষাসমূহ উদ্ভূত হইয়াছে এবং (২) ইণ্ডো-ইরানীয় অর্থাৎ ইণ্ডো-ইউরোপীয় মূল-ভাষার যে শাখা হইতে প্রাচীন ইরাণীয় (প্রাচীন পারসীক, আবেস্তা ইত্যাদি) ও প্রাচীন ভারতীয় (যেমন বৈদিক) ভাষাসমূহ উদ্ভূত হইয়াছিল। আমার প্রবন্ধে আমি 'বৈদিক সংস্কৃতে'র পরিবর্ত্তে 'প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যভাষা' ব্যবহার করিয়াছি; তাহার কারণ, আজকাল পণ্ডিতেরা 'সংস্কৃত' (বৈদিক ও অর্ব্বাচীন) এই কথার পরিবর্ত্তে Old Indo-Aryan এই কথাটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে 'সংস্কৃত' এই নামটি পাণিনির পূর্ব্বেকার ভাষায় প্রযুক্ত হইতেই পারে না।

২। শ্রীযুক্ত ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, পি এচ্ ডি মহাশয় প্রশ্ন করিলেন যে, আবেস্তা, না সংস্কৃত বেশী পুরাতন?

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রবাবুর প্রশ্নের উত্তরে প্রবন্ধলেখক মহাশয় বলিলেন,—আবেস্তার যে প্রাচীনতম অংশ গাথাগুলি, সেগুলিকে জরথুস্ত্রের সমসাময়িক (প্রায় ৫০০ পূর্ব্ব-খ্রীষ্টাব্দ) বলিয়াই ধরা হয়। অপর অংশগুলি ঐ সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আনুমানিক ৪০০ পর-খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। জরথুস্ত্র পাণিনির প্রায় সমসাময়িক হইলেও, তাঁহার সময়কার ভাষা পাণিনির সময়ের ভাষার অপেক্ষা বৈদিক সংস্কৃতের বেশি কাছাকাছি ছিল। কিন্তু আবেস্তার অপর অংশগুলিতে খুবই 'প্রাকৃত' প্রভাব দেখা যায়। সুতরাং এক কথায় বলা যায় না যে, আবেস্তার ভাষা সংস্কৃতের অপেক্ষা পুরাতন বা নবীন।

৩। শ্রীযুক্ত ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, পি এচ্ ডি মহাশয় বলিলেন যে, বৈদিক আর্য্য-ভাষা ইণ্ডো-এরিয়ানের শাখা ও লিথুয়ানিয়ান্ ভাষা সংস্কৃত ভাষা হইতে পুরাতন, এইরূপ অনেক পণ্ডিত বলেন।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র বাবুর কথার উত্তরে প্রবন্ধলেখক মহাশয় বলিলেন,—লিথুয়ানিয়ান ভাষায় এমন অনেক শব্দ এখনও আছে, যেগুলি তাহাদের প্রাচীনতম (ইণ্ডোইউরোপীয়) রূপ খুব বেশি রকম বজায় রাখিয়াছে; যথা:—ইণ্ডো-ইউরোপীয় '* গেরিস্' (* geris), সংস্কৃত 'গিরি', লিথুয়ানিয়ান্ 'গিরিআ' (giria); অন্যান্য আর্য্যভাষার মধ্যে এই কথাটি নাই; কেবল প্রাচীন স্লাভোনিকে ('gora')। ব্যাকরণ অংশে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তবে এ কথা ঠিক যে, আধুনিক ইণ্ডোইউরোপীয় ভাষাসমূহের মধ্যে লিথুয়ানিয়ান খুব বেশি পুরাতন ভাব রাখিয়াছে। কিন্তু এই ভাষা যে সংস্কৃতের চেয়ে পুরাতন, এ কথা সর্ব্বাংশে ভুল। লিথুয়ানিয়ান ভাষার এই রকম অপরিবর্ত্তিত থাকার কারণ—(১) লিথুয়ানিয়া চারি দিকে জল এবং জঙ্গলবেষ্টিত বলিয়া দুর্গম থাকাতে অন্যান্য জাতির

শব্দে কোন রকম যোগ ছিল না। (২) এই ভাবাভাবীর সংখ্যা খুবই অল্প বলিয়া, তাহা বিশেষ বিকৃতি প্রাপ্ত হইতে পারে নাই।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—লেখক মহাশয় বহু গবেষণা করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বোধ হয়, এই বিষয়ে পূর্ব্বে কেহ আলোচনা করেন নাই এবং এইরূপ আলোচনা আমরা নূতন শুনিলাম। এ বিষয়ে সাহেবরা কিছু করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। লেখক মহাশয় যে ভঙ্গীতে এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অভিনব। অন্য দুই একজন সভ্য লিথুয়ানিয়ান প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন। লিথুয়ানিয়ান ভাষার অনেকগুলি শব্দের সহিত বৈদিক ভাষার শব্দের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ঐ ভাষায় বাক্‌ছন্দের (idiom) সহিত বৈদিক ভাষার বাক্‌ছন্দের মিল নাই। পণ্ডিত গুল্ডেনবার্গ অথবা ভিন্‌টেরনিজ্‌ মহাশয়দ্বয় এ ভাষা সম্বন্ধে তাঁহাদের গবেষণালব্ধ নিজেদের কোন মত প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা এ সকল বিষয়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে উচ্ছ্বাস ব্যতীত আর কিছুই নাই। সে সকল আলোচনা পড়িয়া কোনরূপ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। শব্দসাদৃশ্যের উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, সং 'অলিন্দ' শব্দ ইংরেজির varenda শব্দের মতই দেখা যায়। সং দ্বার = ইং door = বাং দোর। ভাষার ভঙ্গী পরীক্ষা করিয়া, শব্দতত্ত্ব আলোচনা করিয়া, কাহার সংস্পর্শে আসিয়া কাহারা কাহার শব্দ লইয়াছে, তাহা স্থির করিলেই বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা হইবে বলিয়া মনে করি।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার দ্বাত্রিংশ খণ্ডের

নির্ঘণ্ট

পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে—উপহৃত পুস্তক, ১। গোলাপ বাড়ী (২য় সং), ২। মৃত্তিকা-তত্ত্ব (২য় সং); শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ—৩। নিম্ন ও পতিত জাতি, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ,সলিসিটার—৪। The Book of Friendship, ৫। Gitanjali, ৬ To the Nations, ৭। The Principles of Citizenship; Bengal Government—১০। Annual Report of the Department of Agriculture, Bengal, 1923-24, ১১। Annual Report of the Bengal Veterinary College and Civil Veterinary Department, Bengal, 1924-25; India Government—১২। Scientific Reports of the Agricultural Research Institute, Pusa, 1924-25.

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

২৪এ মাঘ ১৩৩২, ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬, রবিবার, অপরাহ্ন ৫টা।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। একজন সহকারী সভাপতির এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির একজন সভ্যের মৃত্যু হওয়ায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক উক্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচনের সংবাদ বিজ্ঞাপন, ৫। শোক-প্রকাশ.—(ক) ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী এল্ এম্ এস্, (খ) যোগেশচন্দ্র ঘোষ এবং (গ) ক্ষীরোদ-বিহারী চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল্ মহাশয়গণের পরলোকগমনে, ৬। প্রবন্ধ-পাঠ;—মৌলভী রবীউদ্দীন আহ্‌মদ মহাশয়-লিখিত “শব্দ-সংগ্রহ” নামক প্রবন্ধ, এবং ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর ৪৩ জন নূতন সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। ক—পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৩। উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত ৩৬ খানি বাঙ্গালা ও ৩১ খানি ইংরাজি পুস্তক প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। খ—পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, হুগলী জেলার অন্তর্গত ভাস্তাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত শরৎ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ১০৬ খানি ও জোলকুলনিবাসী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য জমিদার মহাশয় ৪০ খানি প্রাচীন পুথি দান করিয়াছেন। পুথিগুলি এখনও তালিকাভুক্ত করিতে পারা যায় নাই বলিয়া তাহাদের নাম বিজ্ঞাপিত হইল না। সভাপতি মহাশয় পুথিদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

৪। (ক) সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটায় একজন সহকারী সভাপতির পদ শূন্য হয়। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি উক্ত পদে নদীয়ার মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুরকে অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়াছেন।

(খ) পরিষদের শাখা-পরিষদের পক্ষ হইতে নির্ব্বাচিত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অন্যতম সভ্য ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল্ মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটায় মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দে মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্তৃক শাখা-পরিষদের প্রতিনিধিসভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৫। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত সভ্যগণের পরলোকগমন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন,—

(ক) ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী এল এম এস।

(খ) যোগেশচন্দ্র ঘোষ।

(গ) ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল।

শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্ মহাশয় বলিলেন যে, ৺ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী মহাশয় কলিকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন এবং চিকিৎসা-শাস্ত্রের কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টি করিয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বাঙ্গালা ভাষার একটি দৈন্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ইংরাজি he ও she এই দুইটি কথার বাঙ্গালা 'সে' প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু স্ত্রীবাচক 'তাহাকে' ও পুংবাচক 'তাহাকে' লিখিবার সময় তিনি যথাক্রমে 'তস্তাকে' ও 'তাহাকে' এই দুইটি প্রতিশব্দ গ্রন্থমধ্যে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। পুরাতন বাঙ্গালাতে এরূপ দেখা যায়।

সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, বর্দ্ধমান শাখা-পরিষদের সম্পাদক ও মূল-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অন্যতম সভ্য ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল্ মহাশয়ের পরলোকগমনে বর্দ্ধমান-শাখার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তিনি কখন কখন বর্দ্ধমান হইতে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে যোগদান করিতে কলিকাতা আসিতেন।

৬। প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত রবীউদ্দীন আহ্‌মদ সাহেবের পরিচয় দিবার প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, লেখকের নিবাস মুর্শিদাবাদ জেলায় অন্তর্গত কান্দী মহকুমার অন্তর্গত গীতগ্রামে। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র। বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্ব তিনি পাঠ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি শব্দ সংগ্রহে কেবল বাঙ্গালার প্রাদেশিক শব্দগুলিই সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি নিজের গ্রামের ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতে প্রচলিত শব্দগুলিই সংগ্রহ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষাবিদ্‌গণের শব্দসম্পদ্‌ই উপজীব্য। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার যতগুলি অভিধান আছে, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের অভিধানে শব্দ-সংখ্যা সব চেয়ে বেশী; উহাতে ৭৫০০০ শব্দ রহিয়াছে। কিন্তু ইংরাজি অভিধানে ১৩৭০০০ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবন্ধলেখক যে ভাবে শব্দসংগ্রহ করিয়াছেন, এ ভাবে সকলে যদি চেষ্টা করেন, তবে বাঙ্গালার শব্দ-সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে। ইঁহার সংগৃহীত বহু শব্দই অভিধানে এ পর্য্যন্ত সংশ্লিষ্ট হয় নাই।

তৎপর প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত রবীউদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব তাঁহার প্রবন্ধ পাঠের পূর্ব্বে বলিলেন, "আমার শব্দ সংগ্রহ সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে আমি কেমন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব (লিঙ্গুইষ্টিক্‌স্‌) পড়িবার জন্য পূজনীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্‌ মহাশয়ের সহিত পরিচিত হইয়া, তাঁর উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এ কাজে ব্রতী হই, সে সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা দরকার। নিজের ইচ্ছায় শত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও বি এ পরীক্ষার জন্য নির্দ্ধারিত সম্পূর্ণ আনকোরা বিষয় ভাষাতত্ত্ব পড়িতে আরম্ভ করি। কোন কিছু দরকার হইলে প্রফেসারেরা বলিতেন, ডাঃ চাটার্জ্জি (সুনীতি বাবু) ৩ নং সুকিয়া রো, কলিকাতায় থাকেন, তাঁহার সহিত দেখা কর। তিনি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। একদা হঠাৎ বাঙ্গালা হস্তলিপি-সংরক্ষণ গৃহে (বেঙ্গলি ম্যানাস্‌ক্রিপ্টস) ইঁহার সহিত আমার আলাপ হয়। এই স্থানে সুনীতিবাবুর সুনীতিপূর্ণ সুমধুর বাক্যালাপে অতিশয় চমৎকৃত হই। উনি আমাকে বলিলেন, এ জায়গায় আর কি আলাপ হইবে, আমার বাড়ীতে যাইলে সব কথা বলিব। কয়েক দিন পরে উঁহার বাড়ীতে যাইলে উনি আমাকে বাঙ্গালা ভাষার সব চেয়ে কোন্‌ বিষয়ের অভাব, সেই বিষয়ে উপদেশ দেন। উনি বলেন যে, বাঙ্গালা দেশে শতকরা ৯৩ জন লোক কৃষিজীবী, সে দেশে ঐ কৃষিজীবী ও কারিগরদিগের ব্যবহৃত কথার একটিও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিধান নাই। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। আমাদের জীবিকা, এমন কি, পরিধেয় ও প্রত্যেক পদে পদে তথাকথিত সভ্য জগতের সভ্যতার যাহা কিছু মৌলিক উপাদান, সে সমস্তই ঐ সব কারিগর ও কৃষিজীবীদের উপর নির্ভর করে। অথচ সেই সমস্ত উপকরণ তৈয়ার করিতে উহারা যে সমস্ত কথা ব্যবহার করিয়া থাকে, সেগুলি তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের দ্বারা ঘৃণিত ও উপেক্ষিত হয়। ঐ সমস্ত কথার বিহারী ভাষার ডাঃ গ্রিয়ার্সন সাহেবের তৈয়ারী একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিধান আছে। উনি আমাকে সেইটি দেখান ও সেই প্রণালীতে কাজ করিতে বলেন। আমি সেই ভাবেই কাজ শুরু করিয়াছি।

আমি সর্বপ্রথমে আমার জন্মভূমি মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যবর্তী কান্দী মহকুমার অন্তর্গত 'গীতগ্রাম' নামক পল্লীর শব্দসংগ্রহই সুবিধাজনক বোধ করিয়াছি। কেন এই গ্রামেরই শব্দ সংগ্রহ করিয়াছি, সে প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে গ্রাম সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

"গীতগ্রাম মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে, বর্দ্ধমান জেলার উত্তর সীমান্তে ও বীরভূম জেলার বোলপুর মহকুমার পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত। গ্রাম যে পুরাতন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেন না, যে সমস্ত প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে ইহা তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে খুব একটা সমৃদ্ধিশালী বৃহৎ পল্লী ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। বর্ত্তমানে যদিও গ্রামটি মোল্লা ও চৌধুরী উপাধিধারী মোসলমানদিগের একচেটিয়া, তথাপি ইহার বড় বড় পুষ্করিণী-গুলি চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিবে যে, ইহা এককালে কারিগর ও শিল্পীদিগের বাসস্থান ছিল। পুষ্করিণীর নামই তাহার প্রমাণ। যেমন 'ঘোষকাচাল' (কাজল), 'কামার পুকুর', 'তাঁতি পুকুর', 'বেনে পুকুর', 'মাঝি পুকুর', 'চাষা পুকুর' ; তবে মুসলমান নামের একটি পুকুর আছে—তাহা 'মিয়ার পুকুর'। আর এক মজার জিনিষ এই যে, এই গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে একটি পুরাতন আস্তানা (ঢিপি) আছে। তৎসংলগ্ন একটি পীরের মাজার (আস্তানা) আছে। বর্ত্তমানে উহা ভগ্ন দশায়। উহার ইটগুলির পিঠে কি সুন্দর গোলাপ ফুলের নক্সা আছে। ঐ আস্তানার (মাজার) জন্ত শুনি, ইহা হজরত শাহ্ গুকি গওছে আজম সৈয়দ গওহর আলী সাহেবের। তবে সব চেয়ে মজার জিনিষ এই যে, ঐ ঢিপি খুঁড়িলে সুন্দর সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত মাটির ভাঙ্গা পাত্র পাওয়া যায়। ঐ আস্তানার একেবারে পশ্চিম প্রান্তে যে চটানটি (উঠান) কোঁটেল (ফাঁকা) হইয়া পড়িয়াছে, ওখানে শুনিতে পাই, একটি মসজেদ ছিল। ঐ মসজেদের ভগ্ন প্রবেশদ্বার আমাদের গ্রামের 'সাতভেয়েদের' মা "গিন্নীবুড়ী", যার বয়স বর্ত্তমানে ১২০ এক শত কুড়ি বৎসর—তিনি বলেন যে, আমি দেখিয়াছি, এখানে এক পস্লা বৃষ্টি হইয়া গেলেই পুরানো আমলের তসবিদদানা (জপমালা) পাওয়া যায়। (ইহার কতক-গুলি নমুনা অন্ত অধিবেশনে দেখান হইয়াছে)। এই ঢিপি বা আস্তানা সম্বন্ধীয় ব্যাপার লইয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ অনুসন্ধান করিতে পারেন।

"এই শব্দ-সংগ্রহ প্রবন্ধে প্রত্যেক জিনিসের চিত্র আঁকিয়া 'ক' 'খ' 'গ' করিয়া চিহ্ন দিয়া প্রত্যেক অংশ দেখান হইয়াছে। চিত্র আঁকা সম্ভব না হইলে শব্দ লিখিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই শব্দসংগ্রহে সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া আমার পিতা জোনাব মোল্লা আব্দুল বারী সাহেব ও চিত্রগুলির খসড়া তৈয়ার করিয়া দেওয়ার জন্য গীতগ্রাম মাইনর স্কুলের হেড পণ্ডিত জোনাব মুন্সি আব্দুল কাদের সাহেবের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।" অতঃপর প্রবন্ধলেখক মহাশয় তাঁহার শব্দ-সংগ্রহ পাঠ করেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, বড়ুয়ার অভিধানে ও রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুরের অভিধানে বহু প্রাদেশিক শব্দ রহিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও

অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের ভাষার বাহিরে অনেক শব্দ ভাষার মধ্যে আছে। যে সকল শব্দের সহিত গ্রামের প্রাণের সহিত সম্বন্ধ, অভিধানকারগণ সে সকল শব্দ সংগ্রহ করেন নাই, এইরূপে সংগ্রহ হইলে অভিধান পূর্ণাকার হইবে। অভকার সংগ্রহকারের মনের ভাব ও সাহিত্য-প্রীতি সকলেরই অনুকরণীয়। তিনি সকলেরই ধন্যবাদভাজন।

৭। তৎপরে সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, নিম্নলিখিত হিতৈষিগণ পরিষদের ঋণশোধের জন্য এইরূপে সাহায্য দান করিয়াছেন :—

প্রাপ্ত দান—

শ্রীযুক্ত স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কে সি আই ই — ১০০০৲
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল — ৫০০৲
„ এন্ এন্ সরকার ব্যারিষ্টার — ৫০০৲
„ শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ — ৫০০৲
„ বি কে লাহিড়ী — ঐ — ২০০৲
„ গোপালদাস চৌধুরী এম এ — ২০০৲
„ সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এম এ, বি এল, সি আই ই — ২৫০৲

৩১৫০৲

প্রতিশ্রুত দান—

শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম এ — ৫০০৲
„ ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র এম এ, বি এল, ব্যারিষ্টার — ৫০০৲
„ এস সি বসু „ — ৫০০৲
„ লর্ড এস্ পি সিংহ — ২৫০৲
„ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী এম এ, ব্যারিষ্টার — ২৫০৲
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল — ১০০৲
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু বি এল — ১০০৲

৫৫৫০৲

সভাপতি মহাশয় পরিষদের পক্ষে এই দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—শ্রীযুক্ত সারথিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, পোঃ আঃ বরাহনগর, ২৪ পরগণা; ২। প্র—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সম—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই, সদস্য—শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, রাজসাহী, ৩। প্র-শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, সম—ঐ, সদস্য-শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, ৮।২ হোগলকুড়িয়া গলি, ৪। প্র—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সম—ঐ, সদস্য—শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ, ব্যারিষ্টার, ২৫ হরিশ মুখার্জ্জি রোড, ৫। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, হরলাল মিত্র ষ্ট্রীট, ৬। শ্রীযুক্ত ডাঃ পশুপতিনাথ শাস্ত্রী এম্ এ, পি-এচ ডি, ৪১ বাগবাজার ষ্ট্রীট, সম্পাদক, সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ। ৭। রায় শ্রীযুক্ত হেমকুমার মল্লিক বাহাদুর বি এ, ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, চুঁচুড়া। প্র—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সম—ঐ, সদস্য—৮। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, আই সি এস, ম্যাজিষ্ট্রেট, হাওড়া; প্র—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল, সম—ঐ, সদস্য ৯। শ্রীযুক্ত এস এন্ রায়, আই সি এস, ডেপুটি সেক্রেটারী, রাইটার্স বিল্ডিংস, ডালহাউসি স্কোয়ার। প্র—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সম—ঐ, সদস্য—১০। রায় শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু, ৬৫ বাগবাজার ষ্ট্রীট। ১১। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়, ১ নন্দলাল বসুর লেন, বাগবাজার। ১২। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ দত্ত, নন্দলাল বসুর লেন। ১৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রায় হেমচন্দ্র দে বাহাদুর, ৪ আনন্দ চাটার্জ্জি লেন, বাগবাজার। ১৪। ডাঃ শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ ঘোষ এম বি, ১৪ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট; ১৫। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস ঘোষ বি এল, উকীল, ১৭ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। ১৬। শ্রীযুক্ত কমলকুমার ঘোষ, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, শ্যামপুকুর: ১৭। শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর কর এম এ, বি এল, ৫৭ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, বাগবাজার। প্র—রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম এ, সম—ঐ, সদস্য—১৮। শ্রীযুক্ত কুমুদকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল, বাঁকুড়া; ১৯। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, উকীল, বাঁকুড়া। ২০। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কর্ম্মকার, উকীল, বাঁকুড়া। ২১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বাঁকুড়া। প্র—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সম—শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সদস্য—২২। শ্রী আবু সৈয়েদ মহম্মদ সেরাজুদ্দহর যশোরী, বিদ্যাবিনোদ বিদ্যার্ণব কবিভূষণ কাব্যরত্নাকর কাব্যবিনোদ বিদ্যানিধি, সাহিত্যরত্ন সাহিত্য-সরস্বতী জ্ঞান-গুণালঙ্কার জ্যোতির্ণব বি এ, গ্রাম—বিত্তি দেবীনগর, পোঃ আঃ কাঁচেরকোল, ভায়া কুমারখালী, যশোহর। প্র—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভড়, সম—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদস্য—২৩।

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত, ১০ প্যারীমোহন সুরের লেন। প্র—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সম—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—২৪। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট। প্র—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, সম—ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, সদস্য—২৫। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ৭ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। প্র—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র-মোহন চৌধুরী, সম—ঐ, সদস্য—২৬। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বি ই, ১৭৩ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, নিউ পার্ক। প্র—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সম—ঐ, সদস্য—২৭। শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, ১ হর ঢোল লেন। প্র—শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম ডি, সম—ঐ, সদস্য—২৮। শ্রীযুক্ত হিমাদ্রিচরণ মুখোপাধ্যায় এম বি, ৭১।১ ফড়িয়া ষ্ট্রীট। প্র—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, সম—ঐ, সদস্য—২৯। শ্রীযুক্ত গৌরমোহন শীল, ৩৮।১ শিকদারবাগান ষ্ট্রীট। প্র—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল, এম এল সি, সম—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—৩০। শ্রীযুক্ত স্যর ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, ২ হ্যাগ ষ্টাক রোড, দিল্লী। ৩১। শ্রীযুক্ত এন্ এন্ সরকার ব্যারিষ্টার, ৩৬।১ এলগিন রোড, ৩২। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, সমবায় বিল্ডিংস্, ৬এ করপোরেশন ষ্ট্রীট। ৩৩। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এম এ, বি এল, সি আই ই, ২ চন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট। প্র—ডাঃ শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম এ, ডি লিট্, সম—শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, সদস্য—৩৪। ডাঃ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম এ, পি-এচ ডি, ৬ বাদুড়বাগান লেন। প্র—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সম—ঐ, সদস্য—৩৫। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, ৩৬এ গোয়াবাগান লেন। প্র—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ বি এল, সম—ঐ, সদস্য—৩৬। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'বিধিলিপি' সম্পাদক, কালীঘাট, ৩৭। কবিরাজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন কবিভূষণ, ৪৭ চক্রবেড়ে রোড, সাউথ। প্র—শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সম—ঐ, সদস্য—৩৮। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র পাল, বুক কোম্পানী, ৪।৪।এ কলেজ স্কোয়ার। ৩৯। ডাঃ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, ৮০ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। ৪০। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মজুমদার, বাণী প্রেস্, ৩৩এ মদন মিত্র লেন। সম—শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্, সদস্য—৪১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ এম এ, ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল; ৪২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এম এ, ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল। প্র—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সম—ঐ, সদস্য—৪৩। মাননীয় শ্রীযুক্ত লোকনাথ মুখোপাধ্যায় এম এল এ, উত্তরপাড়া, হুগলী।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর মিত্র, উপহৃত পুস্তক—(১) গৌরাঙ্গলীলা-রহস্য; শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন—(২) মধ্যম-রহস্য, (৩) শ্রাদ্ধপদ্ধতি; শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট—(৪) শ্রীবৈষ্ণবচরিত অভিধান, ১ম খণ্ড (অ—চ), (৫) শ্রীশ্রীদ্বাদশ গোপাল বা শ্রীপাটের ইতিবৃত্ত; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ—(৬) ভাগের পূজা, (৭) চিন্ময়ী, (৮) মসজিদ ও মন্দির, (৯) ইস্‌লামের ইতিহাস, (১০) প্রাচীন রাজমালা, (১১) Autobiography of Maharshi Devendranath Tagore, (১২) My Reminiscences, (১৩) Greater India, (১৪) The Kingdom of God, (১৫) A Biographical History of Philosophy, (১৬) The Book of Spiritual Life, (১৭) Materials and Methods of Fiction, (১৮) Balzac's Droll Stories, (১৯) Non-Co-operation in Other Lands, (২০) Letters to Caroline, (২১) The Country Doctor (Balzac), (২২) Eugeine Grandet (do), (২৩) The Discovery of Guiana (২৪) A Nation in Making by Sir Surendranath Banerjea, (২৫) The Reign of Religion in Contemporary Philosophy, (২৬) A Defence of Idealism, (২৭) Useful Instruction, (২৮) Outlines of a Philosophy of Religion, (২৯) Modern Europe—A History of (1453—1878), (৩০) Quo-Vadis ? (৩১) Sacred Tales of India, (৩২) The Rise and Fall of Cesar Birotteau (Balzac), (৩৩) About Catherine de Medici (Balzac), (৩৪) Tanglewood Tales, (৩৫) The Poetical Works of Robert Burns, (৩৬) (৩৬) Europe in the XIX Century, (1815—1878); শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মল্লিক—(৩৭) ফেলোশিপ প্রবন্ধ, ৩য় খণ্ড, (হিন্দু দর্শন, দ্বিতীয়াংশ); শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ (৩৮) মধ্যযুগের বাঙ্গালা; শ্রীযুক্ত ডাঃ উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এল এম এস —(৩৯) প্রফেসার-পত্নী; শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ বিশ্বাস—(৪০) তন্ত্রী; শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দাস—(৪১) কঙ্ক; শ্রীযুক্ত ভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—(৪২) ভদ্রার্জ্জুন কাব্য, (৪৩) মলিনা, (৪৪) মায়ামুক্তি, (৪৫) দুই ভাই, (৪৬) শশিকলা, (৪৭) বামন, (৪৮) ভদ্রা, (৪৯) পুতনা; শ্রীযুক্ত ব্যানার্জ্জি, গাঙ্গুলী কোং প্রকাশক—(৫০) অনুতাপ, (৫১) অপবাদ, (৫২) জোনাকির আলো, (৫৩) পথহারা, (৫৪) সতীনাথ, (৫৫) অভাগীর মেয়ে, (৫৬) স্বর্ণমৃগ; শ্রীযুক্ত নীরদবরণ চক্রবর্তী (ভট্টাচার্য্য)—(৫৭) গৌরপ্রভা; The Manager, Government of India,

Central Publication Branch—(৫৮) Epigraphia Indica, Vol. XVII, Part 1, January, 1925. (৫৯) Do. Part 2, April, 1025, (৬০) Annual Report of the Archaeological Survey of India, for 1922—1923. (৬১) Memoirs of the Geological Survey of India, Vol. LII, Part 1, (৬২) Memoirs of the Archaeological Survey of India, No. 21. (Baghela Dynasty of Rewah), (৬৩) Records of the Geological Survey of India, Vol. LVII, 1925, (৬৪) Do. Vol. LVIII, Part 2, (৬৫) Epigraphia Indica, Vol. XVIII, Part II, July 1925. রায় শ্রীযুক্ত ডা: চুণীলাল বসু বাহাদুর—(৬৬) The Scientific and Other Papers, Vol. II ; The Asstt. Secretary to the Govt. of India (Dept. of Education and Health)—(৬৭) Indian Historical Commission, Proceedings of Meetings, Poona, 1125 (৬৮) Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. I, Inscriptions of Asoka, (New Edition) ; The Secretary, Smithsonian Institution—(৬৯) Thirtyninth Annual Report of the Bureau of American Ethnology, (৭০) Hand-book of the Indians of California [Bureau of American Ethnology No. 78,] : (৭১) Niagra Falls—Its Power, Possibilities and Preservation ; The Registrar, University of Calcutta—(৭২) Calcutta University Calendar for 1926 ; The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot—(৭৩) Report on the Administration of the Excise Department of Bengal for the year 1924—25, (৭৪) Council Proceedings, Official Report, Bengal Legislative Council, Vol, XIX, (৭৫) Annual Report of the Royal Botanic Garden and the Gardens in Calcutta and of the Lloyd Botanic Garden, Darjeeling, for the year 1925—25.

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন

২৪এ মাঘ ১৩৩২, ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল্—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—দেশনায়ক স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং রাজা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের সমর্থনে অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, দেশবাসী সকলেই দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বিশেষভাবে জানিতেন। তাঁহার পরিচয়দানের কোনই আবশ্যক নাই, তিনি Uncrowned King of Bengal আখ্যা পাইয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ নানা কারণে এত দিন তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিতে পারে নাই। তজ্জন্য পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত। তাঁহার তিরোধানে দেশ যে প্রকৃতই দুঃখিত এবং অনাথ হইয়াছে, এ কথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

"বঙ্গমাতার সুসন্তান, দেশনায়ক, কর্ম্মী, দেশহিতব্রত, ভারতমাতা ও বঙ্গমাতার একনিষ্ঠ সেবক স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ হইবার নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া তাঁহার মৃত্যুতে আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু বলিলেন—"আমারা তখন স্কুলের ছাত্র, বিদ্যাসাগর কলেজে পড়িতাম। সেই সময় সাক্ষাৎভাবে তাঁহার কীর্ত্তির সহিত সঙ্গতি হওয়া আমাদের ঘটে নাই। তখন Contempt of Court লইয়া দেশে একটা বন্যা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছিল। আমরা স্কুল পালিয়ে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে যাইতাম। তিনি কি প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তাহা চিন্তা করিয়া স্থির করা যায় না। তাঁহার এক সময় আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়। অন্য লোক হইলে সে ভাগ্যের বিপর্য্যয়ে ধূলির সহিত মিশিয়া যাইত। কিন্তু তিনি পুরুষসিংহ ছিলেন। কিছুতেই দমিত হন নাই। সে সময় তিনি পত্নীর স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক দিয়া বিলাত চলিয়া যান। বর্ত্তমান অবস্থায় সেদিনকার কথা মনে পড়ে না। বঙ্গীয় সাহিত্যকে তিনি বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাহার প্রমাণ, তিনি বঙ্গভাষায় বক্তৃতা

করিতেন ; তাঁহার মেঘ-নির্ঘোষ বাণী, জলদ-গম্ভীর আওয়াজ—ইংরাজিতে যাহাকে rodomontaded period বলে—তিনি তাহাতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইংরেজ Gladstone এর বক্তৃতা যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন। তাঁর সমকক্ষ যদি কেহ বক্তৃতা করিতে পারিত—তবে সে সুরেন্দ্রনাথ। তাঁহার বক্তৃতার বহ্নি সমান ভাবে লোকের মনে উদ্দীপ্ত থাকিত। রাজনীতির কথা না বলিলে তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না। স্বরাজের জন্য তাঁহার উদ্দাম আকাঙ্খার কথা সকলের মনেই চিরকাল জাগরিত থাকিবে। আজকাল এত যে স্বদেশীভাব—সেই ভাব-মন্দাকিনীর উৎস কোথায় ? প্রধানতঃ এবং মুখ্যতঃ সুরেন্দ্র বাবুই তাহার উৎস। তিনি বিজয়-শঙ্খ ধ্বনিত করিয়া সেই ভাব-মন্দাকিনী স্বর্গ হইতে আনয়ন করেন। সেই ধারাতে আজ দেশ প্লাবিত। দেশে এই এক শতাব্দীর মধ্যে কত পুরুষের পর পুরুষ মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম। যে সকল জ্যোতিষ্কমণ্ডলী দেশকে উজ্জ্বলীকৃত করিয়াছিল সেই সকল স্মরণীয় বরণীয় মহারথীর সহিত সুরেন্দ্রনাথের আসন চিরউজ্জ্বল থাকিবে।"

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল, এম এল সি, এটর্ণি মহাশয় বলিলেন—"আমি এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি। ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে দেশে জাতীয় ভাব বলিয়া কিছু ছিল না। তখন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকের মধ্যে ভাব-বিনিময় হইত না। সেই যুগের অব্যবহিত পরেই সুরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ নেতৃবর্গ এই মহাদেশকে জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করেন—ভারতে একটা বিরাট্ জাতি সৃজন করিতে চেষ্টা করেন। সুরেন্দ্রনাথ লেখনী ও বক্তৃতা দ্বারা এই ভাব জাগাইয়া তোলেন। ভারতবর্ষ যদি কখন মাথা উঁচু করিতে পারে, তবে সকলে এক জাতি—ভারতীয় জাতি হও ; এই তাঁহার বাণী ছিল। তিনি দেশে দেশে গিয়া কংগ্রেসের ভিত্তি প্রগাঢ় করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি জীবনের শেষে তাঁহার গড়া মন্দিরে তাঁহার ন্যায্য সম্মান পান নাই। কিন্তু তিনি যে ধারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী যুগের কর্ম্মীরা তাহা হইতে বুঝিবেন যে, তিনি কত দূরদর্শী ছিলেন। তিনি দেশে সাহিত্য-প্রচার-কার্য্যে কম পরিশ্রম করেন নাই। সাপ্তাহিক "বাঙ্গালী" প্রচার করিয়া কি তেজস্বী ভাষায় জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা ও দেশের অভাব অভিযোগ প্রকাশ, ও সে সকল দূরীকরণের চেষ্টা করিবার জন্য নিজ মত ব্যক্ত করিতেন। তিনি দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তি-গণের নিকট কত সম্মান পাইয়াছিলেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়াছি পুনা কংগ্রেসে। সেখানে সওয়া তিন ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার মুদ্রিত বক্তৃতা মুখস্থ বলিয়াছিলেন। কোথাও একটা কথা বাদ দেন নাই। গোখ্‌লে রানাডে প্রভৃতি নেতৃগণ ও প্রায় ৮০০০ হাজার লোকের সম্মুখে তিনি সমানভাবে উক্ত বক্তৃতা শুনাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। লেখক ও বক্তা হিসাবে তিনি একজন বড় সাহিত্যিক ছিলেন। জাতি গঠন বিষয়ে তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা আর কেহ করেন নাই। তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য আমি বিনীত ভাবে এই কথা বলিলাম। তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার্থে

মেডিক্যাল কলেজে Maternity Hospital খোলা হইবে। তাঁহার বক্তৃতা প্রচার হইতেছে।"

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় বলিলেন—"সুরেন্দ্র বাবু রাজনীতি-ক্ষেত্রে অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। আমার পক্ষে রাজনীতি আলোচনা নিষিদ্ধ। আমি তাঁহার ছাত্র ছিলাম; তাঁহার অধ্যাপনার মধ্যে উত্তেজনা, তন্ময়তা—দেশের প্রতি—ইংরাজি সাহিত্যের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা আমাদিগকে মুগ্ধ করিত। রাজনীতি-চর্চ্চায় ও শিক্ষা-কার্য্যে সাম্যভাব তাঁহাতেই দেখিয়াছি। তাঁহার বিষয়ে আমার ধারণা যে, তিনি (১) রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন, (২) শিক্ষা বিস্তারের নেতা ছিলেন ও (৩) বাগ্মী ছিলেন। এই তিন বিষয়ে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাঁহার চরিত্রে জাজ্বল্যমান দেখিয়াছি। খবরের কাগজের লেখার দ্বারা এবং অধ্যাপনার দ্বারা তিনি ছাত্রদের বুঝাইয়া দিতেন যে, পৃথিবীর জাতির মধ্যে স্থান পাইতে হইলে উপযুক্ত শিক্ষাই প্রধানতঃ আবশ্যক। তদ্ব্যতীত দৈহিক বল সঞ্চয়ের জন্ম তিনি সকলকে আহ্বান করিতেন,—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।"

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ্ ডি মহাশয় বলিলেন—"শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রবাবুর ন্যায় আমার পক্ষেও রাজনীতি আলোচনা নিষিদ্ধ। তথাপি আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, গত অর্দ্ধ শতাব্দীর বাঙ্গলার ইতিহাস যে কয়েকজনের দ্বারা সৃজিত, তন্মধ্যে আচার্য্য সুরেন্দ্রনাথ অন্যতম। তাঁহার খ্যাতি বাঙ্গালাতে বা ভারতে আবদ্ধ নহে—তিনি জগতের নেতৃবর্গের মধ্যে উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্যতম ব্যক্তি। বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় সুরেন্দ্রনাথ দেশকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। আজ আমরা তাঁহার স্মৃতি-তর্পণ করিতে আসিয়া ধন্য হইয়াছি। অনেকে বলেন, তিনি বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে কিছু করেন নাই। তাঁহাদের জানা উচিত যে, তিনি যে সময়ে জন্মিয়াছিলেন সেই সময়ের লোক বাঙ্গালা বলিতে লজ্জা বোধ করিত। তখন বাঙ্গালায় চর্চ্চাও তত হয় নাই। তথাপি তিনি 'বাঙ্গালী' বাহির করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগের ইহা একটী উদাহরণ বলিতে পারা যায়। কিন্তু দেশে শিক্ষা-বিস্তারের ও জাতীয়-ভাব প্রচারের যে চেষ্টা তিনি করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি দেশবাসী সকলেরই—সকল প্রতিষ্ঠানেরই নমস্য।"

সভাপতি মহাশয় বলিলেন—"সুরেন্দ্রবাবু আমার পূজনীয় ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার সহিত আমি ব্যক্তিগত ভাবে সম্বদ্ধ ছিলাম। তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিবার আমার নানা সুযোগ হইয়াছিল। যখন আমি কলেজে পড়ি, তখন এলবার্ট হলে তাঁহার উদ্দীপনা-পূর্ণ বক্তৃতা কত অপূর্ব্ব মনে হইত। বর্ত্তমান কালে এই যে জাতীয় জাগরণ—ইহার মূলে যাঁহারা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের অগ্রণী। তিনি লোকোত্তর চরিত্রের লোক ছিলেন। আমাদের এই পরিষদের উদ্দেশ্য—বঙ্গভাষার সাহায্যে জাতীয়-ভাবের উন্মেষ করা। তিনি জাতীয়-ভাবের উন্মেষ করিবার জন্য বক্তৃতা ও সংবাদ পত্রের আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় সুন্দর বক্তৃতা করিতেন। তিনি প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য-

পড়িতেন। তিনি ভারতচন্দ্রের ও মুকুন্দরামের বই পড়িতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার [illegible] পরিচয় দেওয়া ও সূর্য্য দেখিতে আলোর সাহায্য লওয়া—এই উভয়ই সমান। দেশের এই জাগরণের গোড়ায় তিনি—তিনিই এই ভাব-প্রস্রবণের সূত্র।"

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন—"পরিষদের উদ্যোগে মৃত দেশ-নায়কের স্মৃতির প্রতি অর্ঘ্য প্রদানের সুযোগ পাইয়া আমি ধন্য। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালার একজন প্রধান নেতার জন্য শোক প্রকাশের আয়োজন করিয়াছেন, তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। তিনি জাতীয় অভ্যুত্থানের জন্য জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন—পরিষৎ জাতীয় অনুষ্ঠানরূপে তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি বঙ্গ ভাষার অনুরাগী ছিলেন। স্বদেশী যুগে বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, তিনি ভাষাকে কন্দুকের মত ব্যবহার করিয়া দেশবাসীকে কিরূপ চমৎকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা লোকের মনে চিরস্থায়ী ছাপ দিয়াছিল। ঝিকরগাছা কন্‌ফারেন্সে তিনি ও শিশিরকুমার প্রভৃতি বক্তৃতা দিয়া দেশকে নূতন ভাব-ধারায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন—শঙ্খ বাজাইয়া বাজাইয়া ঘুমে নিদ্রিত পঙ্গু, বিকলাঙ্গ দেশবাসীর কর্ণে আশার বাণী ঘোষণা করিয়াছেন। সে বাণী বলিত "ভাই সব দাঁড়াতে হবে, জগতে আমাদের স্থান করে নিতে হবে; এ কখনই জাগতিক বিধান নয় যে, আমাদিগকে ঘুমিয়েই থাকতে হবে—আমরা মুক্তির জন্য চেষ্টা করব—মুক্ত হব, হব।" এই বাণী দেশবাসীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সাড়া দিয়াছিল, চেতনা আনিয়াছিল। তাঁহার ক্রিয়া-কার্য্যের গভীরতা ও ব্যাপকতা ছিল। দেশের জন্য তিনি নিজকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন কর্ম্মময়। তিনি ব্যসন-বিলাসের দাস ছিলেন না—চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা দেশ-মাতৃকার সেবাই ছিল তাঁহার কর্ম্ম। নিজের স্বার্থ ভুলিয়া দেশের কল্যাণ-চিন্তা তাঁহার মত আমরা কয়জন করি? দেশবাসী তাঁহার সেই ঈপ্সিত- সেই বাণী শুনিয়া পাগল হইয়াছিল। তাঁহার সেই ওজস্বিনী বাগ্মিতা দেশবাসীকে ভাবিত করিয়াছিল—নূতন জীবন দান করিয়াছিল—সম্পূর্ণ মুক্ত মহাজীবন দান করিয়াছিল—মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা ও আকুলতা আনিয়া দিয়াছিল। আমাদের রাজসরকার পদে পদে দেশমতকে অগ্রাহ্য করিতে আরম্ভ করিলে সেই দেশমতকে বিশালকায়া প্রবল বেগবতী স্রোতস্বতী করিল কে? সেই মহাত্মাই সব করিলেন। তিনি বলিতেন যে, দেশ-মাতার সেবা করা ও ঈশ্বরের সেবা করা একই। তাঁহার সাধনাতে বিশ্বদেব তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন—"দেখিনু তোমারে স্বদেশে"। স্বদেশকে তিনি ভগবানের প্রতীক মনে করিতেন। স্বদেশ স্বজাতি ও স্বভাষাতে তিনি স্বদেশের মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন। স্বজাতির প্রতি তাঁহার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। নিজকে 'ব্রাহ্মণ' বলিতে গর্ব্বে তাঁহার বক্ষ স্ফীত হইত। তিনি স্বদেশের প্রাচীন ভাষাগুলিকে বড়ই ভাল বাসিতেন। 'বেঙ্গলী' অফিসে অবসর সময়ে তিনি যতীন্দ্রমোহন দের নিকট পাঁচালীর গান শুনিতেন। দাশরথির প্রতি বিশেষ অনুরাগ

ছিলেন। কর্ম্মময় জীবনের মধ্যে দেশের চিন্তায় মগ্নচিত্ত হইয়াও তাঁহার হৃদয়ে এমন স্থান ছিল, যেখানে তিনি বাঙ্গালার পুরাতন কাহিনী, পাঁচালী প্রভৃতি শুনিবার জন্য উৎসুক থাকিতেন। তিনি হ্যাট কোট পরেন নাই, আচারে ব্যবহারে খাঁটী দেশী ছিলেন—দেশের সব জিনিষকে তুচ্ছ করিতেন না। তিনি বিদেশী অনুকরণ করেন নাই। যতই তাঁহার কথা মনে হয়, ততই শ্রদ্ধায় তাঁহার উদ্দেশে মস্তক অবনমিত হয়। যেদিন চাকরীর খোলস হইতে তিনি মুক্ত হইয়া সেবা-ধর্ম্ম ও মুক্তির সন্ধানে অগ্রসর হইলেন, সেইদিন বাঙ্গালীর স্মরণীয়। তিনি মহাপুরুষ ছিলেন। নীলকণ্ঠের মত কত বিষ তিনি নিজ কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি দেবতুল্য ছিলেন। তাঁহার আত্মপ্রত্যয় ছিল—তিনি যাহা বুঝিতেন তাহাই করিতেন : তাঁহার মনীষা, তাঁহার পুরুষকার অসাধারণ ছিল। তিনি বঙ্গের—বঙ্গের কেন, সমগ্র ভারতের কর্ম্মের যে হোমানল জ্বালাইয়াছিলেন তাহা চিরদিন দীপ্ত থাকিবে, পরবর্ত্তী যুগের কর্ম্মী সেই দীপ্তির সন্ধান পাইয়া কর্ম্মপথে অগ্রসর হইবে। সেই কর্ম্মযোগী এখন কর্ম্মের অবসানে শান্তিভোগ করিতেছেন। আশা করি, তিনি আবার আসিবেন, আসিয়া তাঁহার কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া ভারতবাসীকে উদ্ধার করিবেন।"

অতঃপর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীগণপতি সরকার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।
২৩।২।৩৩

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন

১লা ফাল্গুন ১৩৩২, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬, শনিবার সন্ধ্যা ৬টা।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

আলোচ্য বিষয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়-লিখিত "ব্রহ্মসূত্রে শাক্তভাষ্য" নামক প্রবন্ধপাঠ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের পরিচয় অনাবশ্যক। তাঁহার পাণ্ডিত্যের গাম্ভীর্য্য ও দার্শনিক জ্ঞান বঙ্গে সর্ব্বজনবিদিত। তিনি অনুগ্রহ করিয়া পরিষদে

যে বক্তৃতা দিবার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহার জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

অতঃপর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় "ব্রহ্মসূত্রে শাক্তবাদ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, পূজ্যপাদ তর্করত্ন মহাশয়ের আলোচনা অতিশয় গভীর। ব্রহ্মসূত্রের নানাবিধ ভাষ্য আছে। কিন্তু শক্তি-তত্ত্ব সম্বন্ধে ভাষ্য এবং তদ্বিষয়ে আলোচনা দুর্লভ। ব্রহ্মসূত্রের এরূপ একটী ব্যাখ্যাও হওয়া উচিত। কেন না, সকল সম্প্রদায়ই ব্রহ্মসূত্রকে নিজেদের বলিয়া দাবী করেন। তদনুসারে শাক্তেরাও নিজেদের পক্ষে ইহার ব্যাখ্যায় দাবী করিতে পারেন। ব্রহ্মসূত্রের যত কিছু ব্যাখ্যা একমাত্র শ্রুতিবাক্য অবলম্বন করিয়াই তাহা লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের যদি শক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা করিতে হয়, তবে শ্রুতিসকলেরও শক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা করা আবশ্যক হইবে। আমার এই উক্তি তর্করত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধের সমালোচনার্থ নহে। আমাদের সংশয় আমরা তাঁহাকে নিবেদন করিতে পারি। সূত্র সর্ব্বতো-মুখ—উহার নানাবিধ ব্যাখ্যা হইতে পারে। সুতরাং ব্রহ্মসূত্রের শক্তিপক্ষের ব্যাখ্যায় কোনও বাধা নাই। তবে শ্রুতিতে ক্লীব লিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ উভয়বিধ শব্দের দ্বারাই ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের নির্দ্দেশ বড় একটা দেখা যায় না। ইহার সমন্বয় করা উচিত। বিষয়টি অতিশয় সুন্দর ও গভীর। ইহা সম্পন্ন হইলে বাঙ্গালার পক্ষে অতি গৌরবের কথা হইবে।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় বলিলেন যে, পূজ্যপাদ তর্করত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধ অতি উত্তম হইয়াছে। কিন্তু কয়েক স্থলে আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। তিনি বলিয়াছেন যে, বৈষ্ণব ধর্ম্ম মুমুক্ষুর ধর্ম্ম—শাক্তগণই কেবল চতুর্ব্বর্গের অধিকারী। এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কেন না, আমাদের দেশে পঞ্চায়তনী দীক্ষা প্রচলিত। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য—যে সম্প্রদায়েরই উপাসক হউন না কেন, সকলেই নিজ নিজ উপাস্য দেবতাকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন। যিনি যে ভাবেই ডাকুন, তিনি সেই ভাবেই ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন। শাস্ত্রে ব্রহ্মেরও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি বহুবিধ শক্তির উল্লেখ দেখা যায়। ইহার মধ্যে নারায়ণের উপাসকই মুক্তির অধিকারী—অপরে নহে, ইহাতে অনেকেরই মতভেদ আছে। চিৎ অচিৎ দুই বিরুদ্ধ পদার্থ। ইহার একের ধর্ম্ম অপরে আরোপ করা ভ্রান্তি। তর্করত্ন মহাশয় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সূত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা শারীরক ভাষ্যের বিরুদ্ধ। শারীরক ভাষ্যে সৌর, শাক্ত, প্রভৃতি মত নিরাকৃত হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর মূল উপাসনার খণ্ডন করেন নাই, কিন্তু ঐরূপ প্রণালীর খণ্ডন করিয়াছেন। যাহা হউক, এই শক্তিবাদ প্রকাশিত হইলে খুব ভাল জিনিষ হইবে এবং তাহা যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ না হয়, তবে আরও আনন্দের বিষয় হইবে।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রেবতীরমণ বেদান্তবাগীশ মহাশয় বলিলেন যে, পূজ্যপাদ তর্করত্ন মহাশয় আমাদের হিন্দুসমাজের গৌরব বা স্তম্ভস্বরূপ। তাঁহার কথা বরাবর সিদ্ধান্তরূপেই মানিয়া আসিয়াছি। সমালোচনার স্পর্দ্ধা আমার নাই। তবে আমাদের যাহা সংশয় উপস্থিত হয়, তাহা তাঁহাকে নিবেদন করিতে পারি মাত্র। তাঁহার প্রবন্ধের সামান্য অংশই আজ আমরা শুনিয়াছি। সুতরাং এ সম্বন্ধে আজ কিছুই বলা যায় না। বৈষ্ণব ধর্ম্ম মুমুক্ষুর ধর্ম্ম—ইহা বলা তাঁহার অন্যায় হয় নাই। ব্রহ্মসূত্র একটী কামধেনু বিশেষ—অনেকেই ইহা দোহন করিয়াছেন। আবার প্রত্যেকেই স্ব স্ব মত পোষণের জন্য উপনিষদেরও সেই সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রে শাক্তবাদ দেখাইতে হইলে উপনিষদের শক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা আবশ্যক। এ বিষয়ে আমরা সব কথা শুনিয়া পরে আমাদের জিজ্ঞাসা তাঁহাকে জানাইব।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ভট্টাচার্য্য এম এ মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যে সকল আলোচনা হইল, তাহা বোধ হয় অকালে হইয়াছে। কেন, না, বিষয়টি এখন আমাদের ভাল করিয়া বোঝা হয় নাই। শক্তির ব্রহ্মপরত্ব যেমন করিয়া হইতে পারে তাহা দেখানই ইহার উদ্দেশ্য। আজ মাত্র তাহার ভূমিকা আপনাদিগকে শুনান হইল। বৈষ্ণব ধর্ম্ম মুমুক্ষুর ধর্ম্ম—এ কথায় কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছেন। শাস্ত্র কিন্তু বলেন যে, মুক্তিমিচ্ছেজ্জনার্দ্দনাৎ। ক্লীবলিঙ্গ শব্দের দ্বারা শাস্ত্রে ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্ট। এ বিষয়েও কেহ কেহ আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু কলত্রং, দারা, পত্নী, এই ত্রিবিধ শব্দই এক স্ত্রীতে প্রযুক্ত। সুতরাং এ হিসাবে ব্রহ্ম সম্বন্ধেও স্ত্রীত্ব আসিতে পারে। অন্যান্য দর্শনে জড় ও চেতনকে পৃথক্ করা হইয়াছে। কিন্তু এই প্রবন্ধে উভয়ের একত্ব প্রতিপাদনেরই চেষ্টা করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় বলিলেন যে, পূজ্যপাদ তর্করত্ন মহাশয় অতিশয় দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। একমাত্র তিনিই এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত। তিনি পূর্ব্বতন আচার্য্যগণের মত পরিহার করিয়া ব্রহ্মসূত্রের নূতন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ হইলে একটী সুন্দর জিনিষ হইবে। তবে তাঁহার নিকট আমার নিবেদন এই যে, তাঁহার শাক্তবাদে ব্রহ্মই শক্তি, কি ব্রহ্ম শক্তিময়, ইহার যেন স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া দেন। পুরাণে ব্রহ্মের তিনটী শক্তি—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ। বিশিষ্টাদ্বৈতমতে অনন্তশক্তিখচিতং ব্রহ্ম সর্ব্বেশ্বরেশ্বরং। উপনিষদেও—পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে। তর্করত্ন মহাশয়ের পুত্র বলিলেন যে, ব্রহ্মে চিৎ ও জড়ের সমন্বয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা ত পূর্ব্বতন আচার্য্যগণই দেখাইয়া গিয়াছেন। গীতাতে পরা ও অপরা প্রকৃতির উল্লেখে এবং উপনিষদে ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের উল্লেখে ইহাই বলা হইয়াছে। তিনি কি সেই প্রাচীন মতেরই সমর্থন করিয়াছেন, না নিজের স্বতন্ত্রতা দেখাইয়াছেন, ইহা স্পষ্টরূপে বলা আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত স্যার যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, অনেকদিন হইতে আমি শুনিয়া আসিতেছি যে, ব্রহ্মসূত্রের একটী শক্তিভাষ্য আছে। শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ মহাশয়ের

নিকট শুনিয়াছি যে, উপনিষদেরও এক প্রকার শাক্তভাষ্য আছে। ইহা আমার ঠিক মনে হয়; কেন না, যে-কোন মতই হউক, প্রস্থানত্রয়ের উপর ভাষ্য না থাকিলে সে মত প্রচার হইতে পারে না। সুতরাং শাক্ত-মতের যে ভাষ্য আছে, ইহা ঠিক। প্রবন্ধ সম্বন্ধে আজ কিছু না বলাই ভাল। কেন না, ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই। তবে শিষ্যভাবে তাঁহার নিকট একটি বিষয় জানিতে চাহিতেছি। শিব ও বিষ্ণুরূপে যেমন ব্রহ্মের বর্ণনা আছে, তিনি কি সেইরূপভাবে বলিবেন, না ব্রহ্মই শক্তিময়, এইভাবে বলিবেন? সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি এই জন্য যে, তিনি একটী নূতন মত প্রচার করিতেছেন।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, তর্করত্ন মহাশয় অসম সাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। সুতরাং তিনি বাচালতা করেছেন, ইহা আমরা কোনমতেই বলতে পারি না। পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসায় তিনি যে সংযোগ দেখিয়েছেন, তাহা আমরা জানতাম না। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ। জন্মাদ্যস্য সূত্রের তিনি যে অর্থ করেছেন, তা অতি সুন্দর। ইহাতে আপত্তির কারণ কিছুই নাই। প্রত্যভিজ্ঞা ও শিবাদ্বৈত দর্শন, শাক্তবাদের এই দুই মত। প্রত্যভিজ্ঞায় তন্ত্রের মত—শক্তিবাদ। শিবাদ্বৈতেও তাই। ব্রহ্ম শক্তিখচিত। তর্করত্ন মহাশয় শক্তিকে শিবের উপরে তুলিতে চাহিতেছেন। ইহা তিনি করিতে পারিলে মস্ত একটা উপকার হইবে—শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তন্ত্রের উপর ঘৃণা দূর হইবে; কারণ শক্তি বলিলেই তন্ত্রের ব্যাপার বুঝায়। ইহা ছাড়া প্রামাণিক কয়েকখানা তন্ত্রেরও তাঁর ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁর চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে সভার কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীগণপতি সরকার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।
২৩।২।৩৩

নবম বিশেষ অধিবেশন

মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ আহূত।

২রা ফাল্গুন ১৩৩২, ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভারম্ভে শ্রীমতী শান্তিজল দেবী কর্তৃক শ্রীমতী পরিমল দেবীর রচিত একটি শোক-গীতি গীত হইল।

নিম্নলিখিত কবিগণ তাঁহাদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করিলেন,—

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ
,, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়
,, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

তৎপরে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় "তে হি নো দিবসা গতাঃ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর নিম্নোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বলিলেন,—"আমি প্রস্তাবটি মাত্র উপস্থিত করিতে পারি, কিন্তু আজ এ বিষয়ে দু'দশ কথা বলিতে পারি না। ছোট ভাই মারা গেলে বড় ভাই এই বলে কাঁদতে পারে—ওরে সে নেই, নেই। জগদিন্দ্রনাথ যে মহারাজ ছিলেন, তাঁর সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠতার জন্য সে কথা ভুলে যেতাম। সে আমার ছোট ভাই ছিল, সাহিত্য-চর্চ্চায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছি। সে আমার অতি প্রিয়তম ভাই ছিল। অমন সোনার চাঁদ ভাইটীকে কালীঘাটের শ্মশানে দিয়ে এই বড় ভাই আজ এখানে হা হুতাশ করছে।"

প্রস্তাব—১। বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্যের বরেণ্য সেবক "মানসী ও মর্ম্মবাণীর" সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ষোড়শ অধিবেশনের সভাপতি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি, লোক-রঞ্জন মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের আকস্মিক পরলোক-গমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও বঙ্গদেশের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া সেই মৃত মহাত্মার জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং মহারাজ বাহাদুরের শোকাচ্ছন্ন পরিবারবর্গের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

২। "এই মন্তব্যের প্রতিলিপি মহারাজ বাহাদুরের পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।"

এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম এ ব্যারিষ্টার মহাশয় বলিলেন যে, তিনি সাহিত্যিক নহেন বলিয়া সাহিত্য-পরিষদের এই সভায় কিছু বলিতে

সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন। স্বর্গীয় মহারাজের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল বলিয়া কর্ত্তব্যের খাতিরে এই সভায় তিনি উপস্থিত হইয়াছেন। নাটোর রাজবংশের সহিত তাঁহাদের বংশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। অষ্টাবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস বলিলে নাটোরের ইতিহাস বলা হয়। ২০০ বৎসর ধরিয়া নানাভাবে বাঙ্গালার ইতিহাস নাটোর রাজবংশের সহিত জড়িত। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা রামজীবন। বক্তা রামজীবনের কর্ম্মকুশলতা ও নাটোর রাজবংশের রাজগণের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়া প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী মহোদয়ার উল্লেখ করিলেন এবং সাধক রামকৃষ্ণের বিষয় বিস্তৃতভাবে বলিলেন। নাটোর রাজ-সংসার ধর্ম্মের সংসার। ধর্ম্মের বল এই সংসারে যেমন দেখা গিয়াছে, এরূপ আর কোথাও দেখা যায় নাই। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ কলিকাতা আসিয়া ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে থাকিয়া নানাবিধ বিদ্যাচর্চ্চায় সময়াতিবাহিত করিতেন; তৎপরে নানা দেশহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত করিলেন। তাঁহার সৎসাহস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিলকের "কেশরীর" মামলার সময় ভারতবর্ষ যখন স্তম্ভিত ও ম্রিয়মান হইয়া পড়িল, তখন তিলকের সাহায্য করিবার জন্য যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু তাঁহাদের অগ্রণী। মহারাজ এই সময় অর্থ দ্বারা তিলককে সাহায্য করিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা ও culture উচ্চ শ্রেণীর। তিনি বিশেষভাবে বিদ্বান বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন। তাঁহার ভিতরে তাঁহার বংশগত বৈরাগ্যের ভাব সর্ব্ববিষয়েই—কি শিক্ষায়, কি শাস্ত্রালোচনায়, কি কলা-বিদ্যাচর্চ্চায়—পরিস্ফুট হইত। তাঁহার কোন বিষয়েই খ্যাতি অর্জ্জন বা নাম কিনিবার ইচ্ছা ছিল না। তিনি নীরবে সাহিত্য-সাধনা ও ধর্ম্ম-সাধনা করিতেন। তাঁহার ভিতর আধ্যাত্মিক ভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব দুইটি পুনরায় সভাস্থলে পাঠ করিলেন। সকলে নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া তাহা গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ ডি মহাশয় নিম্নোক্ত তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে স্বর্গীয় মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভারার্পিত হউক।"

এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বাবু বলিলেন,—'স্বর্গীয় মহারাজের স্মৃতি-বাসরে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার সুযোগ পাইয়া আমি ধন্য হইলাম। রাজসাহী কলেজে আমি যখন অধ্যাপক ছিলাম তখন তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। রাজসাহীতে উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন হয়; তখন তিনি ইহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন। সেই সময় তাঁহার অভিভাষণ শুনিয়া ও তাঁহার পাণ্ডিত্যের গাম্ভীর্য্য দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, তিনি একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাহার পর তাঁহার সহিত সাক্ষাতে ও তাঁহার প্রবন্ধাদি পড়িয়া চমৎকৃত হইয়াছি। রাজসাহীতে দীঘাপতিয়ার রাজাকে যখন

সংবর্দ্ধনা করা হয়, তখন তাঁহার সুন্দর অভিভাষণ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তাহার পর 'নুরজাঁহান' বাহির হইল। তাঁহার সংস্কৃত পড়া সার্থক। বিদ্যাসাগর ও মাইকেলের মত শব্দ-সংগ্রহে ও পদ-বিন্যাসে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। বঙ্গভাষার রচনায় তিনি নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিতেন। সে পদ্ধতি অন্য কেহ অনুসরণ করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। তাঁহার লেখাই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তিনি বন্ধুপ্রিয় এবং অজাতশত্রু ছিলেন। চৌরঙ্গীতে হপ সিং কোম্পানীর দোকানে "মানসী" কার্য্যালয়ে তাঁহার নেতৃত্বে সুন্দর সাহিত্যিক বৈঠক বসিত। সাহিত্যিকদের ভিতর তাঁহার কাছে কেহ বড় ছোট ছিল না—সকলকেই তিনি সমান আদরে কোল দিতেন। তাঁহাকে আমরা মহারাজ বলিয়া দেখিতে পারিতাম না। এমন একজন কৃতী সাহিত্যিকের স্মৃতি-রক্ষা পরিষদ্ মন্দিরে উপযুক্তভাবেই হওয়া উচিত।"

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, "শুচিনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।" প্রজাপতি ব্রহ্মার মানস-সরোবরের সুবর্ণ-নলিনী গীর্ব্বাণ-বাণীর ধ্যানরত ব্রহ্মর্ষি সাধক জানি না কি কারণে, কোন সাধন, বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায়, যোগভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্ত্যধামে অবতরণ করিলেন। তাই শুচিনাং শ্রীমতাং গেহে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াও জগদিন্দ্রনাথ বাণী-সাধনায় চিরমগ্ন ছিলেন—কাব্য ও সঙ্গীত তাঁহার প্রাণের চির আরাধ্য বস্তু—এই সারস্বত-সেবা লইয়াই অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে দিনাতিপাত করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের কাব্য-সাগরে তিনি সদা নিমজ্জিত থাকিতেন, বঙ্গবাণীও তাঁহার চির-আরাধ্যা। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে যে বহুমূল্য রত্নরাজি দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা বঙ্গভাষাভাষিগণের চিরদিন স্মরণ থাকিবে। তিনি একাধারে যথার্থই বাণী ও রমার বরপুত্র ছিলেন। তিনি মহিমান্বিত নাটোর-বংশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। এ রাজবংশ ঋষিবংশ বলিতে পারা যায়, কেন না, অনেক সাধু ভক্ত ও সাধক এই বংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। ভোগ-বিলাসের মধ্যে বাস করিয়াও মহারাজ জগদিন্দ্র নাথ তাঁহার সাহিত্য-সাধনা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তিনি যে যে কাজে হাত দিয়াছিলেন তাহাতেই সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার সারস্বত-সাধনা সার্থক। ভাষার উপর তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। 'রবীন্দ্র-সংবর্দ্ধনা'র সময় তাঁহার লেখার ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা অপেক্ষাও ঝঙ্কারময়ী মনে হইয়াছিল। তাঁহার লেখাই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন—"নাটোর রাজবংশের পারিবারিক প্রভাব দেশবিখ্যাত। তাঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর সমাজপতি। আমিও সেই শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ বংশের প্রভাব ছাড়াইয়া তাঁহার প্রতিভার দ্বারা সাহিত্য-সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পরিয়াছিলেন। তিনি গণ-তন্ত্রের প্রভাবে নিজের ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি মহারাজ ছিলেন, তথাপি ধনে মানে পদে অন্যান্য মহারাজ হইতে পৃথক্ ছিলেন। আজকাল মাসিক-সাহিত্য দেশমধ্যে একটা নূতন প্রভাব সৃষ্টি করিয়াছে, প্রাচীনেরা তাহা পছন্দ করেন না। মহারাজ 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'কে

বঙ্গদর্শনের যুগে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—ইহাকে Magazineএর ধরণে চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিকের বিশিষ্ট রচনার দ্বারা তাঁহার পত্রিকা সাজাইতেন।"

অতঃপর তৃতীয় প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন—"নাটোর-রাজবংশ বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শিক্ষার অভিভাবক ছিলেন এবং এখনও আছেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণদের রীতিমত বৃত্তি দিতেন, বাঙ্গালার কবিগণকে উৎসাহ দিতেন। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের গুণাবলীর কথা আপনারা অনেক শুনিয়াছেন। আমি তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে পারি নাই। পরিষদে বসে তাঁহার প্রবন্ধ ও মৃদঙ্গ বাদ্য শুনেছি। পরিষদে অনেক অধিবেশনে সভাপতিরূপে তাঁহাকে দেখেছি। যখনই তাঁহার শরণাপন্ন হয়েছি, তখনই তিনি পরিষদে এসেছেন। তাঁর প্রবন্ধ ও বক্তৃতাগুলি এখনও কানে লেগে আছে। বর্দ্ধমানে সাহিত্য-সম্মিলনে তাঁহার মেঘদূতের প্রবন্ধ শুনেছি—কত যত্নে তিনি সে প্রবন্ধ পড়েছিলেন। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশের জন্য পরিষদে যে বিশেষ অধিবেশন হয়, তাহাতে তিনি যে প্রবন্ধ পড়েছিলেন তাহা মৃদঙ্গের মত কানে বাজছে। একবার আমার মত এই সামান্য লোককে বলে পাঠালেন যে, তোমার বাড়ী যাব। আমি তখন বিষম বিপদে পড়লাম, কি দিয়ে আমার কুটীর সাজাব। কিন্তু তিনি এলেন, ২ ঘণ্টা আমার ভাঙ্গা চেয়ারে বসে কত গল্প করলেন। তখন কত যে আনন্দ ও আত্ম-প্রসাদ হল তা বলতে পারি না। তিনি আর্ট থিয়েটারের সভাপতি ছিলেন। একদিন থিয়েটারে তিনি আছেন, আমিও আছি; তিনি বললেন, আমাদের দেশে নটগণকে উপাধি দেওয়া হয় না কেন? বিলাতে এইরূপ উচ্চশ্রেণী অভিনেতাগণকে Sir উপাধি দেওয়া হয়, পরে হয়ত তাঁহারা Lord উপাধিও পেতে পারেন। আমি বললাম, উপাধি দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু লোকে তাহা গ্রাহ্য করবে কেন? তিনি বললেন, আমরা যদি আপনার ন্যায় নেতৃবর্গের অনুমোদনে অমৃত বাবু ও অপরেশ বাবুর ন্যায় কৃতী নটগণকে 'নটরাজ', 'নটেশ্বর' প্রভৃতি উপাধি দিই তবে দেশ তাহা গ্রহণ করবে না কেন? তিনি তাঁহার পারিবারিক গৌরব স্মরণ করে গৌরব অনুভব করতেন। তাঁহার সদাচার ও সৌজন্যে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তিনি আমার ২০ বছরের ছোট ছিলেন। তাঁহার আমোদ আহ্লাদে ব্যাঘাত হবে বলে আমি তত মিশতাম না। আমাদের জাতির উপর ভগবানের কোপ আছে বলে তিনি তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। আশা করি, তাঁর সুযোগ্য পুত্র পিতৃপদ গ্রহণ করবেন। তা'হলে আমরা এই নিদারুণ শোকে কতক পরিমাণে শান্তি পাব।"

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ,　　　　　শ্রীচুণীলাল বসু
সহকারী সম্পাদক।　　　　　　　　　　সভাপতি।

দশম বিশেষ অধিবেশন

৮ই ফাল্গুন ১৩৩২, ২০এ ফেব্রুয়ারী ১৯২৬, শনিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী—সভাপতি

আলোচ্য-বিষয়—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়-লিখিত "ব্রহ্মসূত্রে সাকার শক্তিতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধ।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়কে তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় "ব্রহ্মসূত্রে সাকার শক্তিতত্ত্ব" নামক তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—অদ্যকার অধিবেশনে সভাপতি হইতে পারি, এমন যোগ্যতা আমার কিছুই নাই। পূজনীয় তর্করত্ন মহাশয় এবং শাস্ত্রী মহাশয় উভয়েই আমার গুরুস্থানীয়। আমার প্রতি স্নেহবশতঃ তাঁহারা আজ আমাকে সভাপতিপদে বরণ করিয়াছেন। পূজনীয় তর্করত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধ আজ শুনিলাম। প্রবন্ধ শুনিয়া আমার মনে হইল, তিনি যথার্থই আমাদিগের আচার্য্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অদ্যকার অধিবেশনের পূর্ব্বে পরিষদের দ্বারদেশে একখানি পত্র বিলি হইতে দেখিলাম। এই পত্রে তর্করত্ন মহাশয়ের প্রতি আক্ষেপ করা হইয়াছে। কেন না, তিনি ব্রহ্মসূত্রের নূতন ব্যাখ্যা করিতেছেন। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। আমাদের দেশে যে সকল আচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ মতানুসারে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও সকল আচার্য্যেরই এইরূপ করিবার অধিকার আছে। অনেকেই আচার্য্য শঙ্করের মত-বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিরুদ্ধ মত একেবারেই শুনিব না, ইহা ঠিক নহে। কেন না, স্বতন্ত্র মত সকলেরই থাকিতে পারে। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই ব্রহ্মসূত্রের পৃথক্ পৃথক্ ভাষ্য আবশ্যক এবং পূর্ব্বাচার্য্যগণ অনেকেই তাহা করিয়া গিয়াছেন। পূজনীয় তর্করত্ন মহাশয় "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণের মধ্যেও কেহ কেহ সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ব্রহ্মসূত্রের উপর কোন ভাষ্য না থাকায়, ঐ মত প্রস্থানত্রয়বিরুদ্ধ বলিয়া এক সময় বলদেব বিদ্যাভূষণের সহিত পণ্ডিতগণ বিচার করিতে অসম্মত হন। বলদেব বিদ্যাভূষণ, ব্রহ্মসূত্রের স্বীয় মতসম্মত ভাষ্যপুস্তক বঙ্গদেশে আছে বলিয়া সেই পুস্তক আনিবার জন্য তাঁহাদের নিকট হইতে কিছুদিন সময় গ্রহণ করেন এবং ইত্যবসরে নিজে 'গোবিন্দ-ভাষ্য' নামে ব্রহ্মসূত্রের গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতসম্মত

ভাষ্য রচনা করিয়া, সেই পণ্ডিতগণকে দেখাইয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণের ব্যাখ্যার দোষ না দেখাইলে পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের নূতন ব্যাখ্যার অবসর থাকে না। সেই জন্ত তর্করত্ন মহাশয়ও পূর্ব্বাচার্য্যগণের কিছু কিছু দোষ দেখাইয়াছেন। যাহা হউক, তাঁহার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদের এখন কিছু বক্তব্য নাই। তাঁহার ব্যাখ্যা বিশেষভাবে আমাদের চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ প্রদানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।
১২।৩।৩৩

একাদশ বিশেষ অধিবেশন

১৬ই ফাল্গুন ১৩৩২, ২৮এ ফেব্রুয়ারী ১৯২৬, রবিবার অপরাহ্ণ ৫টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব চিত্রশালাধ্যক্ষ ও ইহার পরম উৎসাহী ও হিতৈষী কর্ম্মী মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, যত সংখ্যক সদস্ত উপস্থিত হইলে বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে, তত জন সদস্ত উপস্থিত না হওয়ায় আজকার বিশেষ অধিবেশন স্থগিত রহিল। আগামী শনিবার অপরাহ্ণ ৫টার সময় ইহার পুনরধিবেশন হইবে এবং সংবাদ-পত্রে ইহার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।
১২।৩।৩৩।

স্থগিত একাদশ বিশেষ অধিবেশন

২২এ ফাল্গুন ১৩৩২, ৬ই মার্চ্চ ১৯২৬, শনিবার অপরাহ্ণ ৫া০টা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব চিত্রশালাধ্যক্ষ ও ইহার পরম উৎসাহী ও হিতৈষী কর্ম্মী মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, আজ আমাদের আর একটী হিতৈষী কর্ম্মী সদস্যের জন্য শোক প্রকাশ করিতে আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। মনোমোহন বাবু অন্যত্র কাজ করিলেও পরিষদের প্রতি মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষরূপে তিনি পরিষদের যে Catalogue প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা স্মরণীয় জিনিষ। 'রমেশ-ভবন' তাঁহার কীর্ত্তি। জীবনের শেষে করপোরেশনের কাজে এত বেশী পরিশ্রম করিয়াছিলেন যে, দুই বৎসর অনবরত ভুগিয়া তিনি পরলোকগমন করিলেন। তাঁহার এই অল্প বয়সে মৃত্যুর জন্য আমরা অত্যন্ত মর্ম্মাহত। গত শনিবার তাঁহার জন্য শোক-প্রকাশের দিন ছিল, কিন্তু সেই দিন অল্প সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতি হওয়ায় অধিবেশন স্থগিত রাখা হইয়াছিল।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর নিম্নোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

"বঙ্গমাতার সুসন্তান, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের ভক্তসেবক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অক্লান্ত-কর্ম্মী চিত্রশালাধ্যক্ষ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার পরলোক-গমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। তাঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তি 'রমেশ-ভবনের' নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করিয়া তিনি যে তাহার প্রতিষ্ঠা দেখিয়া যাইতে পারিলেন না, ইহাতে পরিষৎ ও বঙ্গদেশ কতদূর মর্ম্মাহত তাহা বলিবার নহে।"

এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া শ্রীযুক্ত চুণীলাল বাবু বলিলেন—"মনোমোহন বাবুর সহিত পরিষদের অনেকেরই বিশেষ জানাশুনা ছিল। তিনি পরিষদের চিত্রশালার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি কিরূপ প্রাণপাত অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা চিত্রশালার সেবা করিয়াছেন, তাহার পরিচয় বিশিষ্ট বিবরণযুক্ত Catalogue। এই বই যে কত উপকারী তাহা বঙ্গদেশ একদিন বুঝিবেই। তাঁহার অন্যতম প্রধান কীর্ত্তি—বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে যাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে—তাহা আমাদের 'রমেশ ভবন''। রমেশ-ভবন যে এত শীঘ্র প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার প্রধান উদ্যোক্তা তিনি ছিলেন বলিয়া। কি সুন্দর কারুকার্য্যের জ্ঞান লইয়া তিনি রমেশ-

ভবনের পরিকল্পনা করিয়া তাহাতে মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহা আপনারা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। প্রত্যেক নক্সা, প্রত্যেক ইষ্টকখানিতে তাঁহার কৃতিত্বের ছাপ বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি গবর্ণমেণ্টের ও করপোরেশনের ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। সেখানে তিনি প্রশংসার সহিত কাজ করিয়া গিয়াছেন। সেই কাজের অবসরকালে তিনি দেশের কাজে কিরূপ আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা অনুকরণীয় ও শিক্ষণীয়। তাঁহার Orissa and Her Remains গ্রন্থে তাঁহার প্রত্নতত্ত্বালোচনার ও তদ্বিষয়ে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এ সকল বিদ্যার বিষয় ছাড়িয়া দিলেও, মানুষ হিসাবে তাঁহাকে জানিবার আমার অবকাশ হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার চরিত্রের বল ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়াছি। আমি তাঁহার পিতৃবন্ধু—তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতাম। তাঁহার মত sincere লোক খুব কমই দেখিয়াছি, তাঁহার মধ্যে দ্বিধা ছিল না। তিনি স্পষ্টবক্তা, সত্যবাদী ও কাজপাগল লোক ছিলেন। তাঁহাকে হারাইয়া আমরা একটী অমূল্য রত্ন হারাইয়াছি। অতিরিক্ত পরিশ্রমই তাঁহার অকাল-মৃত্যুর কারণ। সাহিত্য-পরিষৎ, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুগণ—সকলেই বিশেষ মর্ম্মাহত।"

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় বলিলেন,—"আমি এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। তিনি যে একজন বড় ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন, তাহার জন্য আমি এ সভায় তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে আসি নাই। তিনি একজন প্রকৃত দেশভক্ত ছিলেন। দেশের পূর্ব্ব-গৌরব, দেশের সম্পদ্—এই সকল উপকরণ দিয়া যে দেশের সেবা করা যায়, ইহা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রাচীনত্বের প্রতি তাঁহার অনন্যসাধারণ ভক্তি ছিল। দেশের যা-কিছু পুরাতন—কাব্য, সঙ্গীত, শিল্প, তাহার সকলেরই তিনি ভক্ত ছিলেন। তিনি এই চক্ষেই দেশকে উঁচু করিয়া দেখিতে শিখিয়াছিলেন ও দেখিতে পারিয়াছিলেন। রমেশ-ভবনের শিল্প ও কারুকার্য্য তাহার প্রমাণ। এই পরিষদ্ মন্দিরের কোন রূপ নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তাহারই ঠিক পাশে রমেশ-ভবনে দেশের শিল্পের একটা রূপ পাওয়া যাইবে। তিনি রমেশ-ভবনে দেশের প্রাচীন আদর্শের ছাপ দিয়া গিয়াছেন। বড়ই পরিতাপের বিষয়, রমেশ-ভবন শেষ করিয়া যাইতে পারিলেন না। রোগ-শয্যায় শুইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'ভগবান্ আর কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখুন, রমেশ-ভবনের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া যাই।' তাঁহার ঐ প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ভগবান্ শুনিলেন না। পরিষৎকে ও রমেশ-ভবনকে তিনি যে কত ভালবাসিতেন, তাহা মনে করিলেও হৃদয় আনন্দরসে ভরপুর হয়। তাঁহার উদারতা অপরিসীম ছিল। যতই তাঁহার কথা মনে হয়, ততই ভক্তিতে তাঁহার প্রতি মাথা নত হয়।"

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—"মনোমোহন আমার বাল্যবন্ধু ছিলেন। আমাদিগকে ছাড়িয়া তিনি আনন্দধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য ও ন্যায়-পরায়ণতা সাধারণ মানুষে দুর্লভ। তিনি আজীবন চাকরী করিয়াছেন, উচ্চ বেতন পাইয়াছেন, কিন্তু অর্থের জন্য কোন দিনই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা দেখি নাই। তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল কর্ম্মের দ্বারা—সাধনার দ্বারা দেশের ও ভগবানের সেবা করা। কি করিয়া কার্য্যের দ্বারা

দেশের সেবা করিতে হয়, তাহা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। আমি এই প্রস্তাব অনুমোদন করি।"

অতঃপর এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—"মনোমোহন বাবু পরিষদের অকপট বন্ধু ছিলেন—খাঁটি দেশভক্ত ছিলেন। বাঙ্গালীর আদরের এই সাহিত্য-নিকেতনের তিনি যে শুধু বন্ধু ছিলেন, তাহা নয়, ইহার অন্যতম প্রধান কর্ম্মীও ছিলেন। মাতৃভাষা ও বাঙ্গালার জন্য তাঁহার অকপট স্নেহ ও অনুরাগ ছিল। তাঁহার সময় অতি কম হইলেও তিনি সেই অল্প সময়ের মধ্যে মাতৃ-ভাষার সেবা করিতেন। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে প্রথমে বাঙ্গালীদের শিল্প-রীতি সম্বন্ধে সাহেবদের ভুল ধারণার বিষয় লেখেন। তিনি ভারতীয় স্থাপত্য-রীতি-সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি বই লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, সেখানি পুস্তকাকারে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। 'ভারতবর্ষে' মহীশূরের প্রবন্ধে ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। এই বইখানি বাহির হইলে বাঙ্গালার একখানি অমূল্য গ্রন্থ হইবে। একটা বিষয় বিশেষ করিয়া বলা দরকার। পরিষদের চিত্রশালার Catalogue যখন বাহির হয় তখন দেখিয়াছি তিনি রাত্রি ১২ হইতে ১টা পর্য্যন্ত জাগিয়া পরিষদে পরিশ্রম করিয়াছেন। ব্যোমকেশ বাবু ও রামেন্দ্র বাবুর পর মনোমোহন বাবু পরিষদের একজন বড় কর্ম্মী ছিলেন"। এই বলিয়া তিনি নিম্নোক্ত দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করেন প্রস্তাব—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পরলোকগত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতামাতা ও অন্যান্য পরিবারবর্গের সহিত গভীর সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন। প্রথম প্রস্তাবের একটি প্রতিলিপি তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হউক।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন—"এই প্রস্তাবের সমর্থন অনাবশ্যক, তথাপি রীতি অনুসারে আমি ইহা সমর্থন করিতেছি। মনোমোহন বাবু আমার বন্ধু বা ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার কৃতিত্ব ও পাণ্ডিত্য বহু-বিস্তৃত। সাহিত্য-পরিষৎ, রমেশ-ভবন, বৌদ্ধ চৈত্য-বিহার, ন্যাশনাল কাউন্সিল প্রভৃতি সদনুষ্ঠানে তাঁহার কৃতিত্ব জাজ্বল্যমান রহিবে। আমরা তাঁহাকে ছেলেবেলা হইতে জানিতাম, আমাদের পাড়াতেই তাঁহার বাড়ী। মনুষ্যত্বের কথা বলিতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়। বাল্যকাল হইতেই তিনি ধার্ম্মিক ছিলেন। পরমহংসদেবের শিক্ষা হইতেই তাঁহার অন্তরে ধর্ম্মের বীজ উপ্ত হয়। তাঁহার সৌন্দর্য্যের উপাসনা ও সৌন্দর্য্যের ধারণা হয় সেই ধর্ম্মভাব হইতে। ইংরাজি প্রবন্ধ লিখিবার বহু পূর্ব্বে তিনি বাঙ্গালাতে 'উদ্বোধন' পত্রে প্রবন্ধ লেখেন, আর তাঁহার শেষ রচনা—"অনন্তের ধারা" গত পৌষ সংক্রান্তিতে আমাদের বাড়ীর উত্তরায়ণ-সম্মেলনে তিনি পাঠ করেন। 'তত্ত্ব-বোধিনী'তে ইহা প্রকাশিত হয়। তাঁহার স্থাপত্য বিদ্যার মধ্যে ও তাঁহার সকল কীর্ত্তির মধ্যে মূল তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য ছিল বলিয়া তিনি সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম বাঙ্গালা

রচনা ও ইংরাজি পুস্তক Swami Vivekananda পুস্তকের ৮০ পৃষ্ঠার মধ্যে তাঁহার হৃদয়ের ধর্ম্মভাব বিশেষ পরিস্ফুট হইয়াছিল। 'এস মৃত্যু' নামক এক কবিতা 'উদ্বোধন' পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স বাইশ বৎসর। এ লেখা খেয়ালের রচনা নহে। ভূমানন্দের পিছনে যে ছায়া দেখিতে পাইয়াছিলেন তাহারই অনুপ্রেরণায় তিনি ইহা লেখেন।" এই বলিয়া তিনি মনোমোহন বাবুর "এস মৃত্যু" নামক কবিতাটি পাঠ করেন ও তৎপরে স্বরচিত "মহামনা মনোমোহন" নামক কবিতা পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় বলিলেন—"মনোমোহনের সহিত আমার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। সে আমার ছাত্র ছিল, আমাদের স্কটিস চার্চ্চ কলেজেই তাঁহার শিক্ষা হয়। তিনি মিউনিসিপালিটিতে চাকরী করিতেন। বলিতে গেলে মিউনিসিপালিটির মধ্যে তিনিই একজন লোকের মত লোক ছিলেন। তাঁহার স্থানে পূর্ব্বে যাঁহারা কাজ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর তিনি নিঃস্ব হয়ে মারা গেলেন। তিনি সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন, সৌন্দর্য্য কি তাহা তিনি বুঝিতেন, সুন্দরকে দেখিতে জানিতেন। ইউরোপীয়গণ উপরের সৌন্দর্য্য অর্থাৎ মাংশপেশী ও ত্বকের সৌন্দর্য্য দেখিতে ব্যস্ত, আর আমরা ভারতীয়গণ রস-মূর্ত্তি দেখি, মন্দিরের ভিতর কাব্য দেখি, দেবমূর্ত্তিতে কাব্য দেখি, ভিতরের জিনিষটি আমরা দেখি। মনোমোহন রসমূর্ত্তির সন্ধানে গিয়াছিলেন, সন্ধান পেয়ে পাগল হইয়াছিলেন, উপরকার ধনসম্পত্তির বিষয় ভুলেও ভাবিতেন না। তিনি সুন্দরের সন্ধানে ছুটিয়াছিলেন। দেশের প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া সেই প্রাণ উদ্ধারের জন্য—তাহার প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি স্থপতি-বিদ্যা সম্বন্ধে এক খানি বই লিখিয়াছিলেন।" অতঃপর দ্বিতীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম এ, বি এল মহাশয় নিম্নোক্ত তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

'পরলোকগত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার জন্য পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভারার্পিত হউক।"

তৎপর তিনি বলিলেন,—"মনোমোহন বাবু সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁহার সহিত গত ৬।৭ বছরে আমার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। পরিষৎ নানা উপায়ে তাঁহার স্নেহের ও যত্নের ফলভোগী হইয়াছেন। তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করা পরিষদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। সাহিত্য-পরিষৎ ও জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের জন্য তিনি অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন। অনেক পরিশ্রমী লোক দেখিয়াছি, কিন্তু কোন কাজের ভার লইয়া সমস্ত উপেক্ষা করিয়া কর্ত্তব্যপালনের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে তাঁহার মত কদাচ কাহাকেও দেখা যায়। আমরা অতি অল্প দিনের মধ্যে যে যাদবপুরের জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের গৃহনির্ম্মাণ করিতে পারিয়াছি, তাহার প্রধান কৃতিত্ব মনোমোহন বাবুর। তখনও স্বরাজ করপোরেশন হয় নাই, মনোমোহন বাবু সেই সময় করপোরেশনের নিকট হইতে ১০০ বিঘা জমি সংগ্রহ করিয়া যাদবপুরের জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ

নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রমেশ-ভবন তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ। যদি তাঁহার মূর্ত্তি বা চিত্র প্রস্তুত করিতে পারি, তবে তাহার উপযুক্ত স্থান ঐ রমেশ-ভবন।"

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন—"মনোমোহন বাবুর এত সদ্‌গুণ ছিল যে, সমস্ত কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার মত কর্ম্মীও আমরা পাইব কি না সন্দেহ—তিনি নিজেকে কাজের সঙ্গে মিশিয়ে দিতেন—কাজে আর তাঁহাতে তফাৎ দেখিতে পাওয়া যেত না। সমস্ত স্থানেই—পরিষদে, রমেশ-ভবনে, যাদবপুরে, চৈত্য-বিহারে—এই একই ভাব দেখিয়াছি। তিনি কর্ম্মযোগী ছিলেন। পরিষদে ব্যোমকেশ বাবু বা রামেন্দ্র বাবুর পর এত বড় কর্ম্মী আমরা পাই নাই। ভাল কাজে তিনি একটা অপার্থিব প্রেরণা পাইতেন। অনন্তের ধারার আস্বাদ না পাইলে এরূপ হয় না। তাঁহার স্মৃতি-রক্ষা পরিষদের অবশ্য-কর্ত্তব্য।"

সভাপতি মহাশয় বলিলেন—"মনোমোহন বাবুর মত কাপড়ে চোপড়ে ব্যবহারে কথাবার্ত্তায় এমন সরল প্রকৃতির লোক দেখি নাই। প্রত্ন-তত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য তিনি অনেক সময় আমার নিকট যাইতেন। তখন এতটা ঘনিষ্ঠতা হয় নাই, কিন্তু তখনই বুঝিতে পারিয়াছি, তাঁহার ভিতর জ্ঞান-স্পৃহা কত বলবতী। তিনি অতি অল্প বয়সে পরলোকগমন করিলেন। তাঁহার আরব্ধ কাজ শেষ করিতে পারিলেন না। এ দুঃখ রাখিবার জায়গা নাই। তাঁহার পিতামাতা অতীব শোকগ্রস্ত হইলেন। পরিষদে তাঁহার স্মৃতি রক্ষিত হইলে তাঁহারা কথঞ্চিৎ শান্তি পাইবেন। তাঁহাদের একটি ছেলে মারা গেল—তাঁহাদিগকে জানান হউক যে, আমরা সমস্ত পরিষৎ তাঁহাদের ছেলে।" অতঃপর তৃতীয় প্রস্তাব গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, রমেশ-ভবন প্রতিষ্ঠার দিনে তাঁহার স্মৃতি-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হউক।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় "মনোমোহন-স্মৃতি" নামক কবিতা পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

দ্বাদশ বিশেষ অধিবেশন

২২এ ফাল্গুন ১৩৩২, ৬ই মার্চ্চ ১৯২৬, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়-লিখিত "শাক্ত চিদচিদ্‌বাদ" প্রবন্ধ।

রাত্রি ৭টার সময় স্বর্গীয় মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত স্থগিত বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর এই বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়কে তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার লিখিত "শাক্ত চিদচিদ্‌বাদ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি

ত্রয়োদশ বিশেষ অধিবেশন

২৩এ ফাল্গুন ১৩৩২, ৭ই মার্চ্চ ১৯২৬, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, বঙ্গভারতীর প্রবীণ সেবক, মনস্বী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম এ, বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় স্বরচিত কবিতা পাঠ করিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস, বাহাদুর নিম্নোক্ত প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, বঙ্গভাষার আজীবন একনিষ্ঠ সেবক, গণিত ও দর্শন-বিজ্ঞানাদি বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সর্ব্বজনবরেণ্য, ঋষিকল্প দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও বাঙ্গালা সাহিত্যের যে অপরিসীম ক্ষতি হইল তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া তাঁহার জন্য গভীর মর্ম্মবেদনা ও শোক প্রকাশ করিতেছেন।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত চুণীবাবু বলিলেন যে—"যাঁহার জন্য আজ আমরা শোক প্রকাশ করিতে সমবেত হইয়াছি, তাঁহার সম্বন্ধে বেশী বলা অনাবশ্যক। তিনি ঋষিকল্প ব্যক্তি ছিলেন—জ্ঞানে ধর্ম্মে চরিত্রে সকল বিষয়ে তিনি প্রাচীন ঋষিদের ন্যায় ছিলেন। তাঁহাকে অনেকে দেখেন নাই, তিনি নির্জ্জনে থাকিতেন। নির্জ্জনে থাকিয়া ধ্যান করিতেন এবং যাহা কিছু করিতেন তাহা নির্জ্জনে বসিয়াই করিতেন। কাব্যে, ধর্ম্মশাস্ত্রে, বিজ্ঞানে, ইতিহাসে—সকল বিষয়েই তিনি এত কাজ করিয়াছেন, যাহার জন্য বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্য তাঁহার নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ থাকিবে। তাঁহার জীবন ছিল মধুময়, প্রকৃতি সরল এবং পাণ্ডিত্যে গভীর। তিনি প্রবাসী, বঙ্গদর্শন, ভারতী, তত্ত্ব-বোধিনী প্রভৃতি সাময়িক সাহিত্যে তাঁহার পাণ্ডিত্যের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। গোপনে বসিয়া সাবধানে জ্ঞানবৃদ্ধি করিবার জন্য তিনি ঐকান্তিক যত্ন করিয়াছেন। পরিষদের তিনি অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। বাঙ্গালা রেখা-বিজ্ঞানে (shorthand writing) তিনিই প্রথম হস্তক্ষেপ করেন ও এবিষয়ে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার চরিত্র দেবোপম ছিল। বড়ই পরিতাপের বিষয়, এক বাড়ী হইতে তাঁহার আত্মীয় ৩।৪ জন অতি অল্প সময়ের মধ্যে চলিয়া যাওয়ায় বঙ্গভাষা দীনা হইয়া পড়িয়াছে।"

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার উল্লেখ করিয়া একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। নিম্নে প্রবন্ধের সারমর্ম্ম দেওয়া হইল—

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনে মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি আদি ব্রাহ্ম-সমাজের উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্ম-সমাজের কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, তিনি ঐ সমাজের আচার্য্য নিযুক্ত হন এবং ইহার জন্য অনেক উপদেশ ও সঙ্গীত রচনা করেন। কিছুদিন যোগ্যতার সহিত 'তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা' ও 'ভারতী' সম্পাদন করেন। ১৩০১ বঙ্গাব্দের প্রথম ভাগে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট-সদস্য হন। ঐ বৎসর ইঁহারাও পরিষদের বিশিষ্ট-সদস্য হন,—স্তর উইলিয়ম্ হাণ্টার, জন বীম্‌স্, স্তর মনিয়র উইলিয়ম্‌স্, স্তর জর্জ্জ বার্ডউড, রাজনারায়ণ বসু, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নবীনচন্দ্র সেন, চন্দ্রনাথ বসু এবং হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩০৪ হইতে ১৩০৬ বঙ্গাব্দ তিনি পরিষদের সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৩২০ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের (কলিকাতায়) সভাপতি হন। তিনি পরিষদের এই সকল শাখা-সমিতির সভ্য ছিলেন,—(ক) হীরক-জুবিলি উপলক্ষে ভারতেশ্বরী মহোদয়াকে অভিনন্দন

প্রদানের সমিতি, (খ) বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা প্রচলন-প্রস্তাব আলোচনা-সমিতি, (গ) বেণ্ডল্ সাহেবের অভ্যর্থনা-সমিতি, (ঘ) ভাষা-সমিতি, (ঙ) প্রাচীন শব্দ-সমিতি, (চ) গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতি, (ছ) ভাষা ও ব্যাকরণ-সমিতি, (জ) প্রাচীন সাহিত্য-সমিতি, (ঝ) শিক্ষা-সমিতি। এতদ্ব্যতীত অদ্বৈতবাদ বিষয়ে তিনি যতীন্দ্রনাথ পুরস্কার প্রবন্ধের পরীক্ষক ছিলেন। সাহিত্য-পরিষদে, সাবিত্রী-লাইব্রেরী, চৈতন্য-লাইব্রেরী প্রভৃতি বহু সভায় দর্শন, সাহিত্য ও সমাজ-তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি অনেক চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। সাময়িক পত্রিকায় তিনি যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাদের কতকগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল, —

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—উপসর্গের অর্থবিচার (১ম ও ২য়), ঘরপূরণ, সভাপতির অভিভাষণ।

২। তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা—মুখ্য ও গৌণ, সোনায় সোহাগা, নব্যবঙ্গের উৎপত্তি, স্থিতি ও গতি।

৩। বঙ্গদর্শন—নিউটনের দুইটি প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হইতে একটি নূতন সিদ্ধান্তের ব্যবকলন, সার সত্যের আলোচনা (ধারাবাহিক), বিদ্যা এবং জ্ঞান, রেখাক্ষর বর্ণমালা (ধারাবাহিক), রেখাধ্যায়, রেখার জাতিভেদ, ত্রিগুণ রহস্য, হারামণির অন্বেষণ।

৪। ভারতী—কাল্পনিক এবং বাস্তবিক দুই ভাবের দুই প্রকার লোক, পজিটিভিজ্‌ম্ এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম, বেদান্ত-দর্শনের নূতন প্রকাশ, আণবীকরণ, সমাধি বস্তুটা কি? যে শাখায় উপবেশন সেই শাখার মূলোচ্ছেদ, সোজা পথ ছাড়িয়া বাঁকা পথে পদার্পণ, কাণ্টের দর্শন এবং বেদান্ত-দর্শন (ধারাবাহিক), কাগজের বাক্স রচনা, শুষ্ক আক্রমণ কারা, প্রকৃতির পরিচায়ক লক্ষণ, আর্য্যামি এবং সাহেবিআনা, সাধনের সত্য।

৫। প্রবাসী—পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা, বেদমন্ত্রে দীক্ষিত যবনাচার্য্য (২ বার), ভারতপ্রাণা ভারতীর যবনদেশে যবনীবেশ, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য আর্য্যপ্রকৃতির সাম্য হইতে বৈষম্যে পরিণতি, ভারত ভারতীর চরণপ্রান্তে আর দুই এক ডালি নৈবেদ্য, এক পুরুষের সহিত অনেক পুরুষের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, পুরাতন গ্রীসে ভারতের ভারতীর অজ্ঞাতবাস, নিখিল বিজ্ঞান শাস্ত্রের গোড়ার শাস্ত্র, বেদধ্বনির প্রতিধ্বনি, কাণ্টীয় দর্শনের স্বরূপ বস্তু, কণ্ট ও সাংখ্য, কাণ্টীয় বিজ্ঞান-তত্ত্বের ভিত্তি-মূল, কাণ্টীয় বিজ্ঞান-তত্ত্বের মূলসিদ্ধান্ত, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের মধ্যবর্ত্তী সেতুবন্ধন কার্য্যের মাঝ পথে সহসা উত্থিত তর্কবিতর্কের প্রলয় ঝটিকা, একটি পুরাতন সংস্কৃত কবিতার বাংলা অনুবাদ, বাংলা ভাষায় প্রাণী-বিজ্ঞানের পুস্তক, নন-কো-অপারেশন পদার্থটা কি? ডাঙ্গায় বাঘ ও জলে কুমীর, সহজ-শোভন ও কষ্টকল্পিত জাতীয়ভাব, গীতা পাঠের ভূমিকা, গীতা পাঠ (ধারাবাহিক), ব্রাহ্ম হিন্দু কি অহিন্দু, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ, ক্ষীণপ্রভ চক্ষুর কাঁদুনি গীত (কবিতা), দার্শনিক সেতুবন্ধন কার্য্যের লয় কিরাইয়া বাকী পূরণের উদ্যোগ।

তিনি এলবার্ট হলে পরিষদের অধিবেশনে 'একালের দর্শন' বিষয়ে ৩টি বক্তৃতা, সাবিত্রী লাইব্রেরীতে 'সোনার কাটি ও রূপার কাটি' বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী মহাশয়, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর মহাশয়-লিখিত "ঋষি-তর্পণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলিলেন,—"স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রবাবু দেশে এত খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বিষয়ে বিস্তৃত বলা অনাবশ্যক—সকলেই তাঁহার বিষয়ে কিছু না কিছু জানেন। তাঁহার সঙ্গলাভ করিবার সুযোগ পাইয়া আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে করি। তাঁহার বিনয় ও পাণ্ডিত্যের পরিমাণ হয় না। তাঁহার অধ্যাত্মবিদ্যা সম্বন্ধে লেখা যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুলতা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইবেন। যোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী কলিকাতার ঠাকুরবাড়ী। সে বাড়ীর প্রত্যেকের হৃদয় বিশুদ্ধ। রজনীকান্ত গুপ্ত, রামেন্দ্রবাবু ও দ্বিজেন্দ্রবাবুর হাসি প্রাণখোলা হাসি—এমন সুন্দর হাসি আর কোথাও দেখিতে পাইব না। তাঁহার ব্যবহারে ভিতর-বাহির ছিল না। আমার বলাই দাদার সহিত তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁহার নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি প্রবন্ধ লিখিয়া পরিচারিকাকে ডাকিয়া শুনাইতেন, সরকারদের ডাকিয়া শুনাইতেন। ধর্ম্মে তাঁহার প্রাণ ভরিয়াছিল। তিনি বলিতেন, ভারতবর্ষকে উন্নত করিতে হইলে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিতে হইবে। আর আমরা চিন্তাপ্রসূত সামগ্রী শুনিতে পাইব না। আমি ব্যক্তিগতভাবে মেলামেশা করিয়া দেখিয়াছি যে, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাঁহাদের উপাসনার ব্যাপার অতি সুন্দর। অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে নাসিকাকুঞ্চন করেন, তাহা অন্যায়। আমি কিন্তু তাঁহাদের পূজা করি। আমাদের সহিত তাঁহাদের মতবাদ-পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহারা সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন।"

শ্রীযুক্ত ডাক্তার পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ ডি মহাশয় বলিলেন—"তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচয় ছিল না, কিন্তু দূর হইতে তাঁহার বই ও লেখা পড়িয়া তাঁহাকে বিশেষ করিয়া জানিয়াছি। তাঁহার চরিত্র, প্রতিভা, জ্ঞান ও ধর্ম্ম অনন্যসাধারণ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ভারতের ইতিহাসে অতি উচ্চাসন পাইয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ শিক্ষিত ছিলেন। ধর্ম্ম ও দর্শনে তিনি বরেণ্য পণ্ডিত ছিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের সমন্বয় করিবার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাল করিয়া পড়িয়া তবে বাঙ্গালায় প্রবন্ধ লিখিতেন। অনেকেরই সেই চেষ্টা করা উচিত। তাঁহার অনেক লেখা চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে। আমি তাঁহার বয়ঃকনিষ্ঠ, তাঁহার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাইতেছি।"

অতঃপর প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন—"দ্বিজেন্দ্র বাবুর মনীষা বিস্তৃত ও ব্যাপক—সংক্ষেপে বলিলেও ২।৪ দিনে শেষ করা যায় না। তাঁহার গণিতে অভিনিবেশ, বিজ্ঞানে সূক্ষ্মজ্ঞান ও

উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহাদের মস্তক তাঁহার প্রতি স্বতঃ নত হইয়া পড়িবে। বাঙ্গালার রেখাক্ষর-গণিতের তিনি একপ্রকার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তিনি একাধারে কবি ও দার্শনিক ছিলেন। ভগবানকে বুঝিবার তাঁহার শক্তি ছিল। তাঁহার সাহিত্যচর্চ্চার বিষয় অন্য শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবুর ফর্দ্দ হইতে আপনারা পাইলেন। আমরা চিত্তবৃত্তির স্ফূর্ত্তি তাঁহাতে দেখিয়াছি। তিনি ঋষিতুল্য ছিলেন। একবার এলবার্ট-হলে পরিষদের এক অধিবেশন হয়—তিনি তখন পরিষদের সভাপতি, আর আমি সম্পাদক। তিনি সেই অধিবেশনে 'সেকালের দর্শন' বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ৩।৪ ঘণ্টা ধরিয়া ঐ প্রবন্ধে পড়েন। অনেকে অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়া গেলেন। সত্যেন্দ্র বাবু বলিলেন, দাদা কমল-মৌলী কঠিন-মৌলী শুনিতে লোক এতক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিতেছেন না, একটু সংক্ষেপ করিলে হয় না? তিনি উত্তর দিলেন যে, কেউ যদি উঠে যায় ত কি করা যাইবে? বলিয়াই আবার তিনি পড়িতে লাগিলেন। এমনি তাঁহার তন্ময়তা। তাঁহার ন্যায় ভাবুকতা ও চিন্তাশীলতা আর কোথায় দেখিব? তিনি বলিতেন, হিগেল না পড়িলে বেদান্ত বুঝিতে পারিতাম না। তাঁহার মধ্যে ভাবের উন্মাদনা ও জ্ঞানের পিপাসা দেখিবার বিষয়। তিনি বিষয়কর্ম্ম ভালবাসিতেন না—সংসার হইতে নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকিতেন। তাঁহার ন্যায় মহান্ আদর্শ আর কি হইবে?"

অতঃপর সভাপতি মহাশয় নিম্নোক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাব পাঠ করিলেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—"দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিয়োগে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার পুত্রগণ ও পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।"

তৃতীয় প্রস্তাব—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে যাহাতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের স্মৃতি উপযুক্তভাবে রক্ষিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভারার্পিত হউক।"

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাব দুইটি গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ ল বসু
সহকারী সম্পাদক। সভাপতি।

চতুর্দ্দশ বিশেষ অধিবেশন

২৯এ ফাল্গুন ১৩৩২, ১৩ই মার্চ্চ ১৯২৬, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়-লিখিত "ব্রহ্মসূত্রে মাতৃভাব" প্রবন্ধ পাঠ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়কে তাঁহার লিখিত "ব্রহ্মসূত্রে মাতৃভাব" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন এবং মধ্যে মধ্যে মৌখিক ব্যাখ্যা দ্বারা প্রবন্ধোক্ত বিষয় বুঝাইয়া দিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভাগবতকুমার শাস্ত্রী এম্ এ মহাশয় বলিলেন—মানবীয় দৃষ্টিতে ব্রহ্মে পিতৃভাব ও মাতৃভাব উভয়ই আছে। আদ্যাশক্তিতেও মাতৃভাব সুস্পষ্ট। আদ্যাশক্তি যে মহামায়া তাহা তর্করত্ন মহাশয় দেখাইয়াছেন। তিনি মহামায়া ও জগতের প্রাণ। সৎপদার্থের ত্রিবিধ ভাব সত্ত্ব, রজ, তম—হইতেছে, থাকিতেছে, যাইতেছে। বস্তুতঃ কিন্তু কিছু হয়ও না, যায়ও না; সত্তার প্রকৃত বিনাশ কখন হয় না। তবে সত্তা যখন অসত্তারূপে প্রকাশ হয়, তখনই একটি ক্রিয়ার উদ্ভব হয়—গতি হয়। গতি দুই প্রকার—আগমন ও গমন। ইহাই মায়া—ক্রিয়ার মূলই মায়াশক্তি। সুতরাং সর্ব্বত্রই জীবের অস্তিত্ব মা থেকেই আসে। অতএব প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইলেই মাতৃপ্রতিষ্ঠা হয়। প্রবন্ধে ইহা ঠিকই বলা হইয়াছে। ওম্ ও উমা, এতদুভয়ের আক্ষরিক বিশ্লেষণ বোধ হয় ঠিক হয় নাই। তবে স্ত্রীত্বে আকার হইলে হইতে পারে। পূজনীয় তর্করত্ন মহাশয়কে এই প্রবন্ধের জন্য আমরা সর্ব্বথা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত মাধবদাস সাংখ্যতীর্থ এম-এ মহাশয় বলিলেন যে, আমি পূর্ব্বের প্রবন্ধগুলি শুনি নাই। সুতরাং এ বিষয়ে কোন আলোচনা করা আমার পক্ষে শোভন হইবে না। তবে প্রবন্ধোক্ত শ্রুতি এবং তাহার ব্যাখ্যা যে বেশ সুসঙ্গত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। জগৎ যদি ব্রহ্ম হইতে জাত, তাঁহাতে স্থিত এবং ব্রহ্মেই শেষে লীন হয়, তবে তাঁহাতে যে মাতৃ ও পিতৃশক্তি যুগপৎ রহিয়াছে, ইহা বলিতেই হইবে। কেহ কেহ পিতৃশক্তিকে মুখ্য এবং কেহ কেহ মাতৃশক্তিকে মুখ্য বলিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় মাতৃশক্তিই মুখ্যভাবে দেখাইয়াছেন। পিতা, মাতা ও নিষ্কল, ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ ভাব উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তিনি যে কি—তাহা বলা শক্ত। ভক্তগণ নিজ নিজ ভাবানুসারে তাঁহাকে দেখিয়া থাকেন। তবে মাতৃভাবের মত ভাব আর নাই। উপাসনার পক্ষে ইহা খুবই প্রশস্ত।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, আজ চারি সপ্তাহ যাবৎ পূজনীয় তর্করত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধ আমরা শুনিতেছি। তাঁহার ব্যাখ্যায় আমাদের মস্ত একটা অভাব দূর হইয়াছে। তথাপি ইহার সমালোচনা বড় সহজ মনে হয় না। অদ্যকার প্রবন্ধের মাতৃভাব বড়ই চমৎকার; ইহাতে উপাসনার পথ খুব সহজ ভাবেই দেখান হইয়াছে এবং ইহা যে বৈদিক মত তাহাও তর্করত্ন মহাশয় দেখাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, তন্ত্রের বেদ-মূলকতা সম্বন্ধে আজকাল একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে এবং তন্ত্রের নিন্দাই আমরা সচরাচর শুনিতে পাই। কিন্তু পূজনীয় তর্করত্ন মহাশয় আজ তাঁহার প্রবন্ধে তন্ত্রের বেদ-মূলকতা সপ্রমাণ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া উমার উপাসনা যে, ব্রহ্মোপাসনা, ইহাও তিনি দেখাইয়াছেন। এই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কিরণ বাবু শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দের একটি কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইলেন এবং প্রবন্ধ-লেখকের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, পর-ব্রহ্ম বলিতে আমরা জগন্মাতাকেই বুঝিব, ইহাতে ত কোন বিরোধ দেখি না। ঈশ্বরের মাতৃভাব মানেন, হিন্দু ছাড়া এমন কোন জাতিই নাই। তিনি যদি পিতা হন, তবে মাতা হইবেন না কেন? তর্করত্ন মহাশয় অনেক শাস্ত্র আলোচনা করিয়া ব্রহ্মের এই মাতৃভাব দেখাইয়াছেন। মাতৃভাবের উপাসনা, মাতৃভাবের উপাসনা কেন, উপাসনামাত্রই—তন্ত্রের বিষয়। বৈষ্ণবেরা বলেন, মাতা পিতা অপেক্ষা উচ্চতম ভাব আছে। সুতরাং ব্রহ্ম-সূত্রে যে মাতৃভাব থাকিবে, ইহা সম্পূর্ণই সম্ভব। তর্করত্ন মহাশয় আমাদিগকে তাহাই দেখাইয়াছেন এবং কেবল আমাদের নহে—জগতের পক্ষে ইহা উপকারের বিষয় হইয়াছে। এজন্য তিনি আমাদের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ সরকার মহাশয় বলিলেন যে, মা নাম শুনিলেই আনন্দ হয়। সুতরাং আনন্দই মা।

পরিশেষে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন—তর্করত্ন মহাশয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, তাঁর পড়াশুনা অত্যন্ত অধিক। সমস্ত পুরাণ তিনি ছাপিয়াছেন। জ্যোতিষের প্রধান পুস্তক তিনি তরজমা করেছেন। বৈশেষিক উপস্কারের উপর তিনি "পরিষ্কার" টীকা করেছেন। সাংখ্যের উপরেও তাঁর "পূর্ণিমা" টীকা আছে। এখন ব্রহ্ম-সূত্রের উপর ভাষ্য লিখিতেছেন। গীতা উপনিষৎ ও ব্রহ্ম-সূত্রের উপর ভাষ্য লিখেছেন। এই প্রবন্ধ তার সংবাদ মাত্র। আমাদের বাঙ্গালা দেশে সবই শাক্ত। বৈষ্ণবদেরও পঞ্চরাত্রতন্ত্র আছে। তন্ত্রের মত ইহাও অসংখ্য। নেপালের রাজেন্দ্রবিক্রম বর্ম্মন জং বাহাদুরের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া ইংরেজ রাজত্বে আসিয়া রাজ্য হারান; তখন তিনি তন্ত্রকল্পদ্রুম নামে একখানি বই সংগ্রহ করেন। তার প্রথমেই আছে—দীক্ষা তিন রকম—বৈদিকী, তান্ত্রিকী ও মিশ্র। তন্ত্র মনে হয় অথর্ব্ববেদ থেকে বেরিয়েছে। কৌটিল্য বলেন,—"অথর্ব্বোঽপি বেদঃ।" কিন্তু শক্তির উপাসক হলেই তন্ত্র মানতে হবে। জৈনদেরই শুধু তন্ত্র নাই। আবার বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রও ছিল। মহাদেবের পঞ্চমুখ হইতে পঞ্চ আম্নায় বাহির হয়; পরে অধঃআম্নায়ও হয়। বাঙ্গালায় ও কাশ্মীরে এখন তন্ত্র আছে। অন্যান্য দেশে প্রায়ই লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালায় আমরা বৈদিক ধর্ম্ম মানি বলি। কিন্তু দশ সংস্কার আর বৃষোৎসর্গ ছাড়া আমরা বৈদিক ক্রিয়া আর কিছুই করি না। সুতরাং বেদ আমরা বড় একটা মানিয়া চলি না। এই জন্যই হলায়ুধের একখানি পুথিতে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণদিগকে বেদাধ্যয়নে অলস বলা হইয়াছে। আমি ছেলে বেলায় কালীবিলাস-তন্ত্র দেখিয়াছিলাম। তাহাতে আদ্যাশক্তির ছেলে হইতেছেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। বাঙ্গালায় এই মতই প্রবল। যাহা হউক, তন্ত্র ও বেদের একটা সমন্বয় হওয়া দরকার এবং তর্করত্নই এ বিষয়ে উপযুক্ত লোক। তিনি তন্ত্র ও বেদের সমন্বয় চেষ্টা করিতেছেন এবং পরিষৎকে তাহার স্থান করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ।

তৎপরে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ　　শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সহকারী সম্পাদক।　　সভাপতি।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

৩০এ ফাল্গুন ১৩৩২, ১৪ই মার্চ্চ ১৯২৬, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৪। শোক-প্রকাশ—(ক) যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), (খ) মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (নিমতিতা) এবং (গ) চুণীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (এড়িয়াদহ) মহাশয়গণের পরলোকগমনে, ৫। প্রবন্ধ-পা

শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ মহাশয়-লিখিত "বৌদ্ধ ও শৈব ডাকিনী ও যোগিনীদিগের কথা", এবং ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত সপ্তম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং সেগুলির প্রদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। নিম্নলিখিত সদস্যগণের পরলোকগমনের সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইল এবং সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত ব্যক্তিগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন,—

(ক) যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
(খ) চুনীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
(গ) মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

৫। শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ মহাশয় "বৌদ্ধ ও শৈব ডাকিনী ও যোগিনীদিগের কথা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলেন।

৬। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নলিখিত মহাশয়দ্বয় ঋণ-পরিশোধের জন্য পরিষৎকে নিম্নোক্তরূপে সাহায্য করিয়াছেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ—১০০৲
শ্রীযুক্ত অশোককুমার রায় ব্যারিষ্টার— ১০০৲
২০০৲

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সদস্য—শ্রীযুক্ত রাজকিশোর রায়, সম্পাদক—মীরাট-শাখা-পরিষৎ, মীরাট, ২। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, সম্পাদক—চট্টগ্রাম-শাখা-পরিষৎ, চট্টগ্রাম। ৩। শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ এম এ, ১৮১।৮ আপার সার্কুলার রোড্। ৪। শ্রীযুক্ত স্বদেশভূষণ দাস, ৬ যোগীপাড়া লেন রোড,

কলিকাতা। ৫। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ মণ্ডল, ২এ গৌড়ীবেড়ে লেন। প্র—শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সম—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম, সদস্য—৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অবিনাশ সেন এম এ, ২৮।১ নন্দকুমার চৌধুরী লেন। প্র—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সম—ঐ, সদস্য—৭। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল দত্ত বি এল, অধ্যাপক কর্ম্মাশিয়াল কলেজ, কলিকাতা। প্র—শ্রীযুক্ত মাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সম—ঐ, সদস্য—৮। শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র দাস, ৫৫ বদরীদাস টেম্পল্ ষ্ট্রীট। প্র—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, সম—ঐ, সদস্য—৯। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৯৩ আপার সার্কুলার রোড, "বসু-বিজ্ঞান মন্দির"। প্র শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, সম—ঐ, সদস্য—১০। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এলেনবি রোড, কলিকাতা; ১১। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায় এম-এ, অধ্যাপক, হিন্দু একাডেমি, দৌলতপুর। প্র—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, সম—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, সদস্য—১২। শ্রীযুক্ত সরোজনাথ মুখোপাধ্যায়, পি-২৯ মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, ১৩ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকৃষ্ণ মিত্র বি ই, এ্যাসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, পুরী, ১৪। শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায়, কটক, ১৫। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সাউথ-গরিয়া, ২৪ পঃ, ১৬। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ৭২ গড়পার রোড, ১৭। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ঘোষ, মল্লিক কাসিমহাট, চুঁচুড়া, হুগলী; ১৮। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, ষ্টেশন মাষ্টার, ভুবনেশ্বর, ১৯। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ মাঁর, হেলথ অফিসার, ভুবনেশ্বর, ২০। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ঘোষ, বি-এন রেলওয়ে ষ্টাফ কোয়ার্টার, গার্ডেনরীচ, ২১। শ্রীযুক্ত দেবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, কেঃ অফ—কুভের লিমিটেড, ৮৪ ক্লাইভ ষ্ট্রীট। প্র—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সম—ঐ, সদস্য—২২। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেন, বিনোদয় প্রেস, ১৭ রাধানাথ বসু লেন, কলিকাতা। প্র—শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ, সম—ঐ, সদস্য—২৩। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, ৪১ মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত রামানুজ কর, উপহৃত পুস্তক—(১) বাঁকুড়া জেলার বিবরণ; শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—(২) দার্জ্জিলিঙের কয়েদী; মাননীয় মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্যর বিজয়চন্দ মহতাপ বাহাদুর—(৩) সাধক ৺কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য-কৃত শ্যামা-সঙ্গীত (২য় সং)। (৪) শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর রায়—(৫) রোগ-বিজ্ঞান, (৬) সূত্রতত্ত্ব, (৭) অঞ্জলি; শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী—(৮) আসাম-প্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড; শ্রীযুক্ত রামলাল ঘোষ—(৯)তত্ত্ব জগৎ চন্দ্র ঘোষ; Officer-in-Charge, Bengal Secretariat, Book Depot—(১০) Report on Public Instruction in Bengal for the year 1923—24, (১১) Supplement to the Report on Public Instruction in Bengal for the year 1923—24, (১২) Supplement to the Report on Public Instruction in Bengal for the year 1922—23, (১৩) Annual Report on the Working of the Co-operative Societies in the Presidency of Bengal for the year 1923—24; শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বসু—(১৪) Rosaline (a musical opera); The Manager, Govt of India Central Publication Branch—(১৫) Memoirs of the Geologica

Survey of India, Vol. LI, Part I, (১৬) Review of the Trade of India in 1924—25, (১৭) Annual Report of the Archaeological Survey of India for the year 1923 শ্রীযুক্ত অজিতচন্দ্র ঘোষ এম এ, বি এল—(১৮) The Ajit Ghosh Collection of Old Indian Paintings, (১৯) Catalogue of Loan Exhibition from the Ghosh Collection of Representative Specimens of Rare Indian Paintings.

পঞ্চদশ বিশেষ অধিবেশন

৬ই চৈত্র ১৩৩২, ২০এ মার্চ্চ ১৯২৬, শনিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি

আলোচ্য বিষয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের "বৌদ্ধধর্ম্ম" সম্বন্ধে প্রথম বক্তৃতা।

সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই মহাশয় "বৌদ্ধধর্ম্ম" সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম বক্তৃতা করিলেন। এই বক্তৃতা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

ষোড়শ বিশেষ অধিবেশন

১৩ই চৈত্র ১৩৩২, ২৭এ মার্চ্চ ১৯২৬, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের "বৌদ্ধধর্ম্ম" সম্বন্ধে দ্বিতীয় বক্তৃতা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া "বৌদ্ধধর্ম্ম" সম্বন্ধে তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতা করিলেন। (এই বক্তৃতা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

নবম মাসিক অধিবেশন

১৩ই চৈত্র ১৩৩২, ২৮এ মার্চ্চ ১৯২৬, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচন, ৫। শ্রীযুক্ত ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া এম এ, ডি লিট্ মহাশয়-লিখিত "খারবেলা এবং অশোক-লিপি আলোচনা," এবং ৭। বিবিধ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণীর পাঠ স্থগিত রহিল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাহাদের উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। নিম্নলিখিত সদস্যগণ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থিগণের ভোট পরীক্ষার জন্য ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেন—

(ক) শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য।
(খ) ,, নরেন্দ্রনাথ বসু।
(গ) ,, হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ
(ঘ) ,, চারুচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল

৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া এম এ, ডি লিট্ মহাশয় তাঁহার "খারবেলা ও অশোক-লিপি আলোচনা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর, সদস্য—শ্রীযুক্ত মহারাজ যোগীন্দ্রনাথ রায়, ৬ ল্যান্সডাউন রোড। প্র—শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সাহিত্য-শাস্ত্রী, সম—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সদস্য—২। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ভট্টাচার্য্য এম এ, হেড মাষ্টার, মহারাজ কাশিমবাজার পলিটেক্‌নিক্ ইন্‌ষ্টিটিউট্, ১ নন্দলাল বসু লেন, বাগবাজার, ৩। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বড়ুয়া এম এ, পালি শিক্ষক, ঐ। প্র—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সম—ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম ডি, সদস্য—৪। শ্রীযুক্ত হরিদাস শাস্ত্রী কাব্য-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, ৪ জগজীবন পুরা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কাশী। প্র—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সম—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সদস্য, ৫।—শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বসু, ১২১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। প্র—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, সম—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, সদস্য, ৬। শ্রীযুক্ত ডাঃ ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ, সায়ান্স কলেজ, কলিকাতা। প্র—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, সম—শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ, সদস্য—৭। শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রণবপ্রসন্ন সেনগুপ্ত এম্ বি, এ্যাসিষ্ট্যান্ট প্রফেসার অফ্ জিয়োলজি, কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা।

খ—পরিশিষ্ট

উপহার-স্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহার দাতা—শ্রীযুক্ত ডাঃ বীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া, উপহৃত পুস্তক—(১) আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ; শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মিত্র—(২) ব্রহ্মানন্দ প্রশস্তি; শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম এ—(৩) ভারতবর্ষে লিপি-বিদ্যার বিকাশ; শ্রীযুক্ত জৈন-শ্বেতাম্বরী তেরাপন্থী-সভার সম্পাদক—(৪) জৈন শ্বেতাম্বরী তেরাপন্থী সভা কো একাদশ বার্ষিক রিপোর্ট; The Secretary, Smithsonian Institution—(৫) Annual Report of the Smithsonian Institution for 1924; The Manager, Govt. of India Central Publication Branch—(৬) Records of the Geological Survey of India, Vol. LVI, Part 4. (৭) Statement showing the Progress of the Co-operative Societies.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

দ্বাত্রিংশ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণ

বর্ত্তমান ১৩৩১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ দ্বাত্রিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। সদস্যগণ ও সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে পরিষদের দ্বাত্রিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ লিপিবদ্ধ হইল।

বিশেষ বিশেষ ঘটনা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাসে আলোচ্য বৎসর নিম্নোক্ত বিশেষ বিশেষ ঘটনায় স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

(ক) রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের আকস্মিক পরলোকগমন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের এই কয়টি কথা বলিলেই পরিষদের সহিত রায় যতীন্দ্রনাথের সম্বন্ধের কথা বলা হইবে;—"পরিষদের শৈশবে যে কয়েকজন ত্যাগী পুরুষ ধাত্রীরূপে হৃদয়ের রক্ত দিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে পালন ও পোষণ করিয়াছিলেন, রায় যতীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম। আজ সমস্ত বাঙ্গালা দেশে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যে একটা বিশিষ্ট গৌরবের স্থান অধিকার করিয়াছে এবং বঙ্গবাণীর সেবকদিগের নিকট তাহার যে প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইয়াছে, এই কৃতিত্বের এক প্রধান অংশ রায় যতীন্দ্রনাথের প্রাপ্য। তিনি পরিষদের একজন প্রতিষ্ঠা-সদস্য (foundation member) ছিলেন।" তিনি পরিষদের ধনাধ্যক্ষরূপে, সম্পাদকরূপে, সহকারী সভাপতিরূপে এবং ইহার ন্যাস-রক্ষকরূপে ও নানা ভাবে পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন, পরিষৎ তাঁহার প্রাণের জিনিষ ছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায়ও তিনি যথারীতি পরিষদ্ মন্দিরে আসিয়া তাহার ইষ্ট চিন্তা করিয়া গিয়াছেন।

(খ) প্রথিতনামা সাহিত্যরথী ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোকগমন। ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পরিষদের এক সময়ে সভাপতি ছিলেন। পরিষদের বাল্য-জীবনে বিপুল স্নেহধারায় তিনি ইহার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন।

(গ) বাণী ও কমলার বরপুত্র ৺জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের অতর্কিতভাবে পরলোকগমন। মৃত্যুকালে তিনি পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন। তিনি নানা উপায়ে পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

(ঘ) ঐতিহাসিক ও স্থাপত্য-শিল্পবিশারদ ৺মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের

অকালমৃত্যু। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সেবাকেই যে সকল কর্ম্মী নিজের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞান করিতে পারিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, আধুনিকগণের মধ্যে স্বর্গীয় মনোমোহন বাবু তাঁহাদের অন্যতম। যে অল্প কয় বৎসর তিনি পরিষদের সেবা করিবার অবসর পাইয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি ইহার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। রমেশ-ভবনের নির্ম্মাণ-কার্য্যে ও তাহার পরিকল্পনায় তাঁহার অধ্যবসায় ও সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি পরিষৎ-চিত্রশালার একখানি তালিকা প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। পরিষৎ-চিত্রশালার অধ্যক্ষরূপে তাঁহার চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

(ঙ) স্বনামধন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের অকাল-বিয়োগ। দানবীর দেশবন্ধু যখন দেশসেবার জন্য সর্ব্বস্ব দান করিয়া ফেলিয়াছেন, তখন পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে তাঁহার অতি আদরের বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির সংগ্রহ পরিষৎকে দান করিয়া তিনি তাঁহার দান-ব্রতের উদ্‌যাপন করেন। তিনি পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলি ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে—

(ক) গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ তারিখে মহাত্মা গান্ধী পরিষদ্ মন্দিরে পদার্পণ করেন। তিনি পরিষদের কার্য্যাবলীর পরিচয় পাইয়া এবং ইহার বিবিধ সংগ্রহ পরিদর্শন করিয়া বিশেষ প্রীতি জ্ঞাপন করেন। পরিষৎ হইতে তাঁহাকে সমগ্র পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী ও পরিষৎ-পত্রিকা উপহার দেওয়া হয়।

(খ) মহামান্য বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড লিটন মহোদয় পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে গত ৯ই চৈত্র পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবন পরিদর্শন করিতে আগমন করেন। তৎপরে গত ১৬ই চৈত্র তারিখে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী মিঃ লিণ্ডসে সাহেব এবং গত ১৯এ চৈত্র তারিখে শিক্ষাবিভাগের সহকারী খান বাহাদুর আশানুল্লা মহাশয়ও পরিষদে আসেন।

মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর পরিষদ্ মন্দির পরিদর্শন করিয়া যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

I spent an hour this morning in the museum of the Bangiya Sahitya Parishad. The time was all too short for a thorough examination of its most interesting contents, but it was a great pleasure to see so fine a collection. The manuscripts are particularly interesting. I am very grateful to the officers of the society for the trouble they took to show and explain to me their possessions. The society may count upon my sympathy and support at all times.

(Sd) Lytton
23-3-26

বান্ধব

আলোচ্য বর্ষে কেহ নূতন বান্ধব হন নাই। নিম্নোক্ত তিনজন বান্ধবই পূর্ব্ব হইতে আছেন,—(১) মহারাজ স্তর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, (২) মহারাজাধিরাজ স্তর শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব বাহাদুর এবং (৩) মহারাজ শ্রীযুক্ত রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর।

সদস্য

১৩৩২ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা নিম্নোক্তরূপ ছিল,—

(ক) বিশিষ্ট ১০, (খ) আজীবন ৬, (গ) অধ্যাপক ৫, (ঘ) মৌলভী ০, (ঙ) সহায়ক ২০, (চ) সাধারণ ২০৭৯ (কলিকাতা ১২৬১, মফস্বল ৮১৮)—মোট ২১২০।

(ক) বিশিষ্ট-সদস্য—আলোচ্য বর্ষে অন্যতম প্রবীণ বিশিষ্ট-সদস্য মনস্বী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। এই হেতু এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৯ হইয়াছে।

(খ) আজীবন-সদস্য—আলোচ্য বর্ষের শেষে অন্যতম আজীবন-সদস্য রাজা সতীপ্রসাদ গর্গ বাহাদুর পরলোকগমন করিয়াছেন। এই জন্য বর্ষশেষে আজীবন-সদস্য-সংখ্যা ৫ হইয়াছে।

(গ) অধ্যাপক-সদস্যের সংখ্যার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। এতদ্ব্যতীত কোন ব্যক্তি (ঘ) মৌলভী সদস্য-পদও গ্রহণ করেন নাই।

(ঙ) সহায়ক-সদস্য। একজন সহায়ক-সদস্যের স্থিতিকাল পূর্ণ হওয়ায় তিনি পুনর্নির্ব্বাচিত হন নাই, এই জন্য এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ১৯ হইয়াছে।

(চ) সাধারণ-সদস্য (কলিকাতা)—আলোচ্য বর্ষের আরম্ভে কলিকাতাবাসী ১২৬১ জন সদস্যের মধ্যে ১৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ১৮ জন মফস্বলে গিয়াছেন, ১০ জন মফস্বল হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ১১৪ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ষ-শেষে কলিকাতাবাসী সদস্যের সংখ্যা ১৩৪৯ হইয়াছে।

সাধারণ-সদস্য (মফস্বল)—বর্ষারম্ভে ৮১৮ জন মফস্বলবাসী সদস্যের মধ্যে ১৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ১০ জন কলিকাতা আসিয়াছেন, ১৮ জন কলিকাতা হইতে মফস্বলে গিয়াছেন এবং ২২ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনাদির পর মফস্বলবাসী সদস্যের সংখ্যা ৮৩৪ হইয়াছে।

নিম্নে বর্ষশেষে সকল শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা দেওয়া হইল,—(ক) বিশিষ্ট-সদস্য—৯, (খ) আজীবন-সদস্য—৫, (গ) অধ্যাপক-সদস্য ৫, (ঘ) মৌলভী-সদস্য ০, (ঙ) সহায়ক-সদস্য ১৯, এবং (চ) সাধারণ-সদস্য ২১৮৩ (কলিকাতা ১৩৪৯, মফস্বল ৮৩৪)। সর্ব্বসমেত ২২২১ জন সদস্য বর্ষশেষে ছিলেন।

এই সহর ও মফস্বলের সদস্যের মধ্যে ৩০১ জনের নিকট হইতে বহু দিন

যাবৎ চাঁদা পাওয়া যাইতেছিল না। পুনঃ পুনঃ তাগাদা করিয়াও বিশেষ ফল হয় নাই। তৎপরে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত উক্ত ৩০১ জন সদস্যের নিকট রিপ্লাই পোষ্টকার্ড পাঠাইয়া সদস্যপদে থাকিতে তাঁহাদের আপত্তি আছে কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করা হয়। তাঁহাদের মধ্যে ১৮৫ জনের নিকট হইতে উত্তর পাওয়া গিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে ১৫৭ জন পদত্যাগ করিয়াছেন এবং ২৮ জন কোন কোন সর্ত্তে সদস্যপদে থাকিতে সম্মতি দান করিয়াছেন। ১১৬ জনের নিকট কোনই উত্তর পাওয়া যায় নাই।

পরলোকগত সদস্য ও সাহিত্যিকগণ

আলোচ্য বর্ষে ১ জন বিশিষ্ট, ১ জন আজীবন ও ৩২ জন সাধারণ-সদস্যের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল। এতদ্ব্যতীত ১৪ জন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের ও সাহিত্য-পরিষদের বন্ধুর মৃত্যু হইয়াছে। এই শেষোক্ত ব্যক্তিগণের অনেকেই পূর্ব্বে পরিষদের সদস্য ছিলেন। এই সকল সদস্য ও সাহিত্যিকের মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত ও ক্ষতিগ্রস্ত। ইঁহাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করা হইতেছে।

বিশিষ্ট-সদস্য

১। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজীবন-সদস্য

১। রাজা সতীপ্রসাদ গর্গ বাহাদুর

সাধারণ-সদস্য

১। অমূল্যদেব পাঠক বি-এল্ (দিনাজপুর)
২। কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ (সিমলা)
৩। কালীচরণ মিত্র বি এল্ (যশোহর)
৪। কালীপ্রসন্ন ভাদুড়ী (পাটনা)
৫। রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী (কলিকাতা)
৬। ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল্ (বৰ্দ্ধমান)
৭। গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মন্ (পাঁচথুপী)
৮। গণেশচন্দ্র নন্দী (রাজসাহী)
৯। ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী এল এম্ এস (কলিকাতা)
১০। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (কলিকাতা)
১১। চুণীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (এড়িয়াদহ, ২৪ পরগণা)
১২। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর (কলিকাতা—নাটোর)
১৩। জীবনধন চক্রবর্ত্তী (কলিকাতা)

১৪। জ্যোতিশ্চন্দ্র মিত্র বি এ, এটর্ণি (কলিকাতা)
১৫। নরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় (কলিকাতা)
১৬। নীলধন মুখোপাধ্যায় (ঐ)
১৭। অধ্যাপক প্যারীমোহন দেববর্ম্মা বি এস্‌সি (শিবপুর)
১৮। ডাঃ প্রসন্নকুমার সেন গুপ্ত (কলিকাতা)
১৯। রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর এম এ, বি এল্ (কলিকাতা)
২০। বিনয়কৃষ্ণ বসু (কলিকাতা)
২১। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই (কলিকাতা)
২২। মহেন্দ্রনাথ রায় এম এ, বি এল, সি আই ই (কলিকাতা)
২৩। মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ)
২৪। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম এ, বি এল (টাকী—কলিকাতা)
২৫। যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)
২৬। যোগেশচন্দ্র ঘোষ (বর্দ্ধমান)
২৭। রায় রাধিকামোহন লাহিড়ী বাহাদুর বি এ (কলিকাতা)
২৮। ললিতমোহন দে (কলিকাতা)
২৯। রায় ললিতমোহন সিংহ রায় বাহাদুর (চকদীঘী—কলিকাতা)
৩০। সারদারঞ্জন রায় এম এ (কলিকাতা)
৩১। সুরেন্দ্রনাথ রায় (কলিকাতা)
৩২। সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)

সাহিত্যিক ও সাহিত্যবন্ধুগণ

১। হিরণ্ময়ী দেবী
২। সরোজকুমারী দেবী
৩। সুহাসিনী দেবী
৪। কাজি ইমদাদুল হক্
৫। গোকুলচন্দ্র নাগ
৬। দক্ষিণাচরণ সেন
৭। দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়
৮। যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
৯। রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী
১০। শরচ্চন্দ্র রায়
১১। সিদ্ধমোহন মিত্র

১২। অধ্যাপক সুশীলকুমার মিত্র এম এ
১৩। স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৪। সুরেশচন্দ্র দত্ত এম এস্-সি

সাধারণ অধিবেশন—(ক) বার্ষিক

আলোচ্য বর্ষে ৩রা শ্রাবণ একত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। পরিষদের তদানীন্তন সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিগত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইবার পর একত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইবার পূর্ব্বে সদস্যগণের বহু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। তৎপরে দ্বাত্রিংশ বর্ষের আনুমানিক আয় ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপিত হইলে সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন হয়। অতঃপর দ্বাত্রিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যনির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয়। উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকাদি প্রদর্শন ও তিনখানি চিত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

(খ) মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে ৯টি মাসিক অধিবেশন হয়। কলিকাতায় বর্ষশেষে হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গা হওয়ায় পরিষৎকার্য্যালয় বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল বলিয়া একটি মাসিক অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়। নিম্নে মাসিক অধিবেশনগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইল।

১। প্রথম মাসিক অধিবেশন—১৭ই জ্যৈষ্ঠ। সভাপতি—মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর। প্রবন্ধ (ক) "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী"—লেখক শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন ; (খ) ঐ প্রবন্ধসম্বন্ধে মন্তব্য, লেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ।

২। দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—৩১এ জ্যৈষ্ঠ। সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস। প্রবন্ধ—"বাঙ্গালার লিপিসমস্যা"—লেখক শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ সেন গুপ্ত।

৩। তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—২৮এ আষাঢ়। সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্ সি (এডিন), এফ আর এস ই। প্রবন্ধ—"দোলযাত্রার উৎপত্তি"—লেখক রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম এ।

৪। চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—২০এ অগ্রহায়ণ। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই। প্রবন্ধ—"সৈয়দ আলাওলের গ্রন্থাবলীর কালনির্ণয়"—লেখক মৌলভী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম এ, বি এল। "ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা"—লেখক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ ও ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধান-বিশারদ।

৫। পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—২৭এ অগ্রহায়ণ। সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস। প্রবন্ধ—"অগ্নিমূর্ত্তি"—লেখক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নের সাহায্যে চিত্র প্রদর্শন দ্বারা প্রবন্ধোক্ত বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়।

৬। ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—৫ই পৌষ। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই। প্রবন্ধ—"তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয় ও জীবককুমারভৃত্য"—লেখক শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ।

৭। সপ্তম মাসিক অধিবেশন—২৪এ মাঘ। সভাপতি শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ। প্রবন্ধ—(ক) "গ্রাম্য শব্দ-সঙ্কলন"—শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট এবং (খ) "শব্দ-সংগ্রহ"—লেখক মৌলভী রবীউদ্দীন আহ্‌মদ।

৮। অষ্টম মাসিক অধিবেশন—৩০এ ফাল্গুন। সভাপতি শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। প্রবন্ধ—"বৌদ্ধ ও শৈব ডাকিনী ও যোগিনীদের কথা"—লেখক—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু এম এ।

৯। নবম মাসিক অধিবেশন—১৪ই চৈত্র। সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস। প্রবন্ধ—"খারবেলা ও অশোকলিপি আলোচনা"। লেখক—শ্রীযুক্ত ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া এম এ, ডি লিট্।

(গ) বিশেষ অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষোলটি বিশেষ অধিবেশন হয়। তন্মধ্যে একটিতে পরিষদের নিয়ম-ভঙ্গ ও সম্পাদক পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব আলোচিত হয়, দুইটিতে সাহিত্যিকগণের স্মৃতি-উৎসব হয়, পাঁচটি অধিবেশনে সাহিত্যিক ও সাহিত্য-বন্ধুগণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয় এবং আটটি অধিবেশনে বিশেষজ্ঞগণের বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পঠিত হয়। নিম্নে এই সকল বিশেষ অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

১। প্রথম বিশেষ অধিবেশন—১৭ই জ্যৈষ্ঠ। সভাপতি মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত মহিমা-নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর। বিষয়—"রেখাশব্দাভিজ্ঞান" বিষয়ে বক্তৃতা—বক্তা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র-নাথ সিংহ এম এস পি এস (লণ্ডন), এচ এম এস ওয়াই, এস এস এস (আমেরিকা), এম এস এস এস ডি (বার্লিন)।

২। দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন ২৩এ জ্যৈষ্ঠ। সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম এ, বি এল। বিষয়—আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-উৎসব। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র অধিকারী মহাশয় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় "পরিষদে রামেন্দ্রসুন্দর" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত ডাঃ শিশিরকুমার মৈত্র এম এ, পিএচ ডি, ডাঃ রায় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর ডি লিট্, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, এফ জি এস ও সভাপতি মহাশয় মৃত মহাত্মার বিষয়ে আলোচনা করেন।

৩। তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন—১৫ই আষাঢ়। বিষয়—মাইকেল মধুসূদন দত্তের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব। এই দিন প্রাতে কবিবরের সমাধিক্ষেত্রে রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের নেতৃত্বে কবির স্মৃতির উদ্দেশে প্রার্থনা হয়। শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় তাঁহাদের কবিতা পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, ডাঃ মরেণো, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল মহাশয় প্রার্থনা করেন।

এই দিন সন্ধ্যায় পরিষদে বিশেষ অধিবেশন হয়। সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল। শ্রীযুক্ত সীতেশরঞ্জন ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস মহাশয়দ্বয় মধুসূদন-রচিত ও গিরিশচন্দ্র-রচিত গীত গাহিয়াছিলেন। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য, সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল এবং সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন। শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় স্ব স্ব কবিতা পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় "মধুসূদনের প্রহসন" এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র আর্য্যকত এম এ, বি এল মহাশয় "মেঘনাদে লক্ষ্মণ-চরিত্র" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

৪। চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন—২৭এ আষাঢ়। বিষয়—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ। সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের কন্যা কুমারী শতদল দেবী কর্ত্তৃক শ্রীমতী পরিমল দেবীর, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত কাজি নজরুল ইসলাম মহাশয়ের এবং শ্রীযুক্ত গোপীনাথ নন্দী মহাশয় কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহাশয়-রচিত শোক-সঙ্গীত গীত হয়। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন সেন গুপ্ত মহাশয়ের কবিতা পঠিত ও বিতরিত হয়। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এম এ, ব্যারিষ্টার, শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস, শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল, এম এল সি, এটর্ণি, শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি (এডিন), এফ আর এস ই, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয় ও সভাপতি মহাশয় মৃত মহাত্মার বিষয়ে আলোচনা করেন।

৫। পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন—১৬ই ভাদ্র। আলোচ্য বিষয়—(ক) বিগত একত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল মহাশয়, সম্পাদক নির্ব্বাচনের সময় যে সকল নিয়মের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা পরিষদের নিয়মভঙ্গ হইয়াছে,

এই হেতু প্রদর্শন করিয়া পরিষদের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয়ে সদস্যগণের মত লইবার জন্ত এবং শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়কে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের স্থলে সম্পাদক নির্ব্বাচন করিবার জন্ত শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এফ আর ই এস (লণ্ডন) প্রমুখ ২০ জন সদস্যের প্রস্তাব। (খ) শ্রীযুক্ত সুধীর বাবুদের উক্ত প্রস্তাব অবৈধ ও অন্যায় বলিয়া শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র-কৃষ্ণ ঘোষ এম এ, বি এল-প্রমুখ ২৭জন সদস্যের ও (গ) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব-প্রমুখ ২১ জন সদস্যের প্রস্তাব। সভাপতি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত এম এ, শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্ত্তী এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন ব্যারিষ্টার, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়গণ এই প্রস্তাবগুলির আলোচনায় যোগদান করেন। অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, "অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। অতএব চিরকালের জন্ত ইহার আলোচনা স্থগিত রাখা হউক।"

৬। ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন—২৬এ অগ্রহায়ণ। সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস্। বিষয়—'ভারতের কাচ' বিষয়ে প্রবন্ধ-পাঠ। প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন ডি এস্‌সি। ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে চিত্র-প্রদর্শন দ্বারা প্রবন্ধের বিষয় ব্যাখ্যাত হয়।

৭। সপ্তম বিশেষ অধিবেশন—২৪এ মাঘ। সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল, শ্রীকণ্ঠ। আলোচ্য বিষয়—স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল, এম এল সি, এটর্ণি, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ ডি এবং শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয়গণ মৃত মহাত্মার বিষয় আলোচনা করেন।

৮। অষ্টম বিশেষ অধিবেশন—১লা ফাল্গুন। সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই। বিষয়—"ব্রহ্মসূত্রে শাক্তবাদ" বিষয়ে প্রবন্ধ। প্রবন্ধলেখক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন।

৯। নবম বিশেষ অধিবেশন—২রা ফাল্গুন। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই। বিষয় —মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের কন্যা কুমারী শান্তিজল দেবী, শ্রীমতী পরিমল দেবীর রচিত একটি গান করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কবিতা পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় "তে হি নো দিবসা গতাঃ" নামক প্রবন্ধ পাঠ

করেন। শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম এ, ব্যারিষ্টার, শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি, এচ্-ডি, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি এল মহাশয়গণ মৃত মহাত্মার গুণাবলীর আলোচনা করেন।

১০। দশম বিশেষ অধিবেশন - ৮ই ফাল্গুন। সভাপতি—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী। বিষয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের "ব্রহ্মসূত্রে সাকার শক্তিতত্ত্ব" বিষয়ে প্রবন্ধ-পাঠ।

১১। একাদশ বিশেষ অধিবেশন—২২এ ফাল্গুন। সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই। বিষয়—মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র-নাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়গণ মৃত মহাত্মার বিষয়ে আলোচনা করেন এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় কবিতা পাঠ করেন।

১২। দ্বাদশ বিশেষ অধিবেশন—২২এ ফাল্গুন। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই। বিষয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কর্তৃক "শাক্ত চিদচিদ্‌বাদ" বিষয়ে প্রবন্ধপাঠ।

১৩। ত্রয়োদশ বিশেষ অধিবেশন—২৩এ ফাল্গুন। সভাপতি—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল। আলোচ্য বিষয়—পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় কবিতা পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ ডি এবং শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় আলোচনায় যোগদান করেন।

১৪। চতুর্দ্দশ বিশেষ অধিবেশন—২৯এ ফাল্গুন। সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই। বিষয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কর্তৃক 'ব্রহ্মসূত্রে মাতৃভাব' বিষয়ে প্রবন্ধ-পাঠ। রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি মহাশয়গণ এই আলোচনায় যোগদান করেন।

১৫। পঞ্চদশ বিশেষ অধিবেশন—৬ই চৈত্র। সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই। বিষয়—সভাপতি মহাশয়ের 'বৌদ্ধধর্ম্ম' বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা।

১৬। ষোড়শ বিশেষ অধিবেশন—১৩ই চৈত্র। সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই। বিষয়—সভাপতি মহাশয়ের 'বৌদ্ধধর্ম্ম' সম্বন্ধে দ্বিতীয় বক্তৃতা।

কার্য্যালয়

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন,—

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই

সহকারী সভাপতিগণ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল, এটর্ণি

" ডাঃ স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সুধিরত্ন এম্ এ, বি এল, এল এল ডি, সি আই ই

রায় " চুনীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ সি এস্,

রায় ৺যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল

মহারাজ ৺জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর

মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর

মহারাজ " রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর সি আই ই

" পঞ্চানন তর্করত্ন

" ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন), এফ আর এস্ ই

সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সহকারী সম্পাদকগণ শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

" চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্

কবিশেখর " নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

" যতীন্দ্রনাথ দত্ত

" গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

পত্রিকাধ্যক্ষ—অধ্যাপক ডাক্তার কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল, পি আর এস, পি এচ ডি

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল, এম্ এল-সি, এটর্ণি

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি

ছাত্রাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্-সি,

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ সি এস্ (লণ্ডন)

আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ—শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ

রায় সাহেব " মন্মথনাথ গুপ্ত

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের উপর কার্য্যালয়ের কর্ম্মভার অর্পিত ছিল। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর আয়-ব্যয়-সমিতির ও হিসাব-বিভাগের কার্য্য অর্পিত ছিল। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়-দ্বয়ের উপর চাঁদা আদায়ের ভার ন্যস্ত ছিল। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের উপর ছাপাখানা বিভাগের কার্য্যভার দেওয়া ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলন

ও স্মৃতি-রক্ষা সংক্রান্ত বহু কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের উপর শাখা-পরিষৎ ও স্মৃতিরক্ষা বিভাগের কার্য্যভার প্রদত্ত হইয়াছিল। ইঁহারা সকলেই নিজ নিজ কার্য্যভার সাধ্যমত সম্পাদন করিয়াছেন।

একত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি আই ই মহাশয় অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উক্ত পদ গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় তাঁহার স্থলে স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটায় তাঁহার স্থলে সহকারী সভাপতি পদে নদীয়ার মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

পত্রিকাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় বৎসরের মধ্যে চারি সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা সম্পাদন করিয়া বাহির করিয়াছেন। কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পরিষদের অর্থাদি রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর চিত্রশালা পর্য্যবেক্ষণের ভার অর্পিত ছিল। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। ছাত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর ছাত্রসভ্য সংক্রান্ত কার্য্যভার অর্পিত ছিল। তিনি বিশেষ যত্নে এই বিভাগের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ আয়-ব্যয়-পরীক্ষকদ্বয় বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে পরিষদের সকল বিভাগের হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন। কর্ম্মাধ্যক্ষগণ সকলেই পরিষদের ধন্যবাদের পাত্র।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

নিম্নলিখিত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন—

১। পরিষদের সাধারণ সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি; শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ; মাননীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল; শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম; শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ; ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্-সি; শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ; ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধান বিশারদ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব; মৌলভী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম এ, বি এল; শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ এম এ, বি এল; রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর বি এ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম্ এ; মৌলভী মোজাম্মেল হক্ কাব্যকণ্ঠ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ।

২। শাখা-পরিষৎসমূহ হইতে নির্ব্বাচিত—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ; শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত অজিত-কুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্; ৺ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ; শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দে।

বৎসরের মধ্যে ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তিতে শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দে মহাশয় তাঁহার স্থলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকর্ত্তৃক শাখা-পরিষদের অন্যতম প্রতিনিধিসভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির ১০টি সাধারণ ও দুইটি বিশেষ অধিবেশন হয় এবং একবার বিজ্ঞাপনী (সার্কুলার) পত্র পাঠাইয়া সভ্যগণের মত লইয়া কার্য্য করা হয়। এই সকল অধিবেশনে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য মন্তব্যগুলি গৃহীত হইয়াছে।

(ক) এই সকল শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে —

১। ঋণপরিশোধের জন্য শাখা-সমিতি, ২। মাইকেল মধুসূদন স্মৃতি উৎসবের বিষয়-নির্দ্ধারণ-সমিতি, ৩। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থে প্রকাশ্য চিত্র-নির্ব্বাচন সমিতি, ৪। নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন প্রস্তাব আলোচনা-সমিতি।

(খ বীরভূমে বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনে, নৈহাটীতে বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মিলনে, বৃন্দাবনে হিন্দী সাহিত্য-সম্মিলনে পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরিত হয়।

(গ) চাঁদা আদায়ের জন্য ২৫৲ বেতনে অস্থায়িভাবে তিন মাসের জন্য লোক নিয়োগের, পুথিশালার পুথি ঝাড়িবার জন্য অস্থায়িভাবে ৬ মাসের জন্য ১৫৲ মাসিক বেতনে লোক নিয়োগের, দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের তালিকা লিখিবার জন্য ২ মাসের জন্য ৫৲ মাসিক বেতনে লোক নিয়োগের এবং বৈজ্ঞানিক-পরিভাষার পাণ্ডুলিপি লিখিবার জন্য ১০০৲ টাকায় ৩।৪ মাসের জন্য লোক নিয়োগের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(ঘ) পরিষদের দেনা মিটাইবার জন্য পরিষদের সাধারণ তহবিলে টাকা না থাকায় দুই দফায় সদস্যগণের নিকট ১৪২২৲ টাকা হাওলাত গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(ঙ) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়-লিখিত 'রসায়ন' গ্রন্থ পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(চ) পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত প্রাদেশিক শব্দ-সংগ্রহ শ্রীযুক্ত বসন্ত-রঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ও শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্পাদনে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার অতিরিক্ত সংখ্যারূপে প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(ছ) শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়-রচিত "মাথুর কথা" পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(জ) শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

মহাশয়ের সম্পাদকতায় ,কাশীরাম দাসের মহাভারতের আদিপর্ব্ব প্রকাশ করা হইবে স্থির হইয়াছে।

(ঝ) একটি আলোকচিত্র-আধার (ম্যাজিক্ ল্যাণ্টার্ণ) খরিদের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(ঞ) পাণিহাটীতে গৌরাঙ্গদেবের স্মরণ-মহোৎসবে প্রদর্শনের জন্য পরিষদের পুথিশালা হইতে প্রাচীন বৈষ্ণব ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুথি প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(ট) পরিষদের পুথিশালার ঘরের সংস্কার আবশ্যক হওয়ায় পুথিশালা রমেশ-ভবনে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

সাহিত্য-ইতিহাস-দর্শন-বিজ্ঞান-শাখা সমিতি

অধিবেশন-সংখ্যা

সাহিত্য-শাখা—২, ইতিহাস-শাখা ৩, দর্শন-শাখা—০ বিজ্ঞান-শাখা—২।

নির্ব্বাচিত প্রবন্ধ

১। সাহিত্য শাখা—(ক) সৈয়দ আলাওলের গ্রন্থাবলীর কালনির্ণয়—লেখক মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম এ, বি এল্।

(খ) ঐ প্রবন্ধ আলোচনা—ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী।

(গ) ঐ প্রবন্ধ আলোচনা—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ।

(ঘ) বীরভূমে প্রচলিত প্রাদেশিক শব্দ—শ্রীযুক্ত গৌরীহর মিত্র।

(ঙ) শব্দ-সংগ্রহ—মৌলভী রবীউদ্দীন আহমদ্।

(চ) বৌদ্ধ ও শৈব ডাকিনী ও যোগিনীদিগের কথা—শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম্ এ।

(ছ) বাঙ্গালার লিপি-সমস্যা—শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ সেন গুপ্ত।

এতদ্ব্যতীত স্থির হইয়াছে যে, এ পর্য্যন্ত পরিষৎ-পত্রিকায় যে সমস্ত প্রাদেশিক শব্দ-সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে এবং যেগুলি অপ্রকাশিত অবস্থায় পড়িয়া আছে, তাহা শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্পাদকতায় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার অতিরিক্ত সংখ্যারূপে প্রকাশ করা হইবে।

২। ইতিহাস-শাখা—(ক) তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয় ও জীবককুমারভৃত্য—শ্রীযুক্ত হিরণ-কুমার রায় চৌধুরী বি এ।

(খ) আমাদের ইতিহাস—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই।

(গ) অগ্নিমূর্ত্তি—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

(ঘ) খারবেলা ও অশোকলিপি আলোচনা—শ্রীযুক্ত ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া এম এ, ডি লিট্।

(ঙ) প্রথম মহীপালদেবের রাজত্বকাল—শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশ গুপ্ত এম এ।

এই শাখার প্রথম প্রবন্ধ কেবল পাঠের জন্য এবং অবশিষ্টগুলি পাঠের ও পত্রিকায় প্রকাশের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'বৌদ্ধধর্ম্ম' বিষয়ে দুইটি বক্তৃতা করেন।

৩। দর্শন-শাখা—এই শাখায় কোন প্রবন্ধ আলোচনার জন্য পাওয়া যায় নাই এবং কোন অধিবেশনেও হয় নাই। তবে দর্শন বিষয়ে নিম্নোক্ত চারিটি বক্তৃতা হয়—

(ক) ব্রহ্মসূত্রে শাক্তবাদ—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন।

(খ) ব্রহ্মসূত্রে সাকার শক্তিতত্ত্ব— ঐ ঐ

(গ শাক্ত চিদচিদ্বাদ— ঐ ঐ

(ঘ) ব্রহ্মসূত্রে মাতৃভাব— ঐ ঐ

৪। বিজ্ঞান-শাখা—'ভারতের কাচ'—শ্রীযুক্ত ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন ডি এস্-সি। এতদ্ব্যতীত এই শাখা কর্তৃক স্থির হইয়াছে যে, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়-রচিত 'রসায়ন' গ্রন্থ পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুক্ত ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন মহাশয় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আবশ্যকমত সম্পাদন করিয়া দিবেন।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার জন্য ৩০৲ বেতনে তিন মাসের জন্য একজন লেখক নিযুক্ত করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইতেছে। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র বাবুর নিকট এই জন্য পরিষৎ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

উক্ত চারি শাখার সভাপতি ও আহ্বানকারিগণের নাম—

সাহিত্য-শাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ইতিহাস " " " রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ।

বিজ্ঞান " " " হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, এফ জি এস।

দর্শন-শাখার কোন অধিবেশন হয় নাই বলিয়া ইহার সভাপতি ও অন্যান্য সভ্য নির্ব্বাচন হয় নাই।

সাহিত্য-শাখার আহ্বানকারী—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব।

ইতিহাস " " " ডাঃ কালিদাস নাগ এম এ, ডি লিট্।

দর্শন " " " হরিমোহন ভট্টাচার্য্য এম এ।

বিজ্ঞান " " " প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)।

এই সকল শাখার সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

জ্যোতিষ-শাখা

আলোচ্য বর্ষে এই শাখার একটি অধিবেশন হইয়াছিল। এই শাখা কর্তৃক এই মর্ম্মে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে যে, ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম ডি, এম এম সি ও শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়

যে সকল পুস্তক জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, সেইরূপ কতকগুলি পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই সকল পুস্তক মূল্য দিয়া খরিদ করিতে হইলে অন্ততঃ ২০০০৲ টাকার প্রয়োজন। পরিষদের অর্থ-সামর্থ্য এরূপ নহে, যাহাতে এক সঙ্গে এত টাকার পুস্তক খরিদ করিতে পারা যায়। এই জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, যতদূর সম্ভব, ঐ সকল পুস্তকের প্রণেতা, সম্পাদক বা প্রকাশকগণের নিকট হইতে ভিক্ষাদ্বারা পুস্তক সংগ্রহ করা হউক। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থাগারের জন্য অন্যান্য পুস্তক খরিদ করিবার সময় কিছু টাকার পুস্তক ক্রয় করা হইবে, তাহাও স্থির হইয়াছে। আমেরিকার Washingtonএর Naval Observatory হইতে Nautical Almanac ও Ephimeres পাওয়া যাইতেছে। পরিষৎ ঐ সোসাইটীর নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। এইরূপ অন্যান্য জ্যোতিষিক প্রতিষ্ঠানকে ও জ্যোতিষগ্রন্থকারগণকে পরিষদের জন্য জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তক দান করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানান যাইতেছে।

আলোচ্য বর্ষে স্থির হইয়াছিল যে, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় পরিষদে জ্যোতিষ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন। নানা কারণে এই বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ বি এ মহাশয় এই সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় জ্যোতিষ-সমিতির আহ্বানকারী। ঐ শাখার উন্নতির জন্য তিনি যে যত্ন ও পরিশ্রম করেন, তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

চিকিৎসা সমিতি

আলোচ্য বর্ষে এই শাখার কোনই কাজ হয় নাই।

গ্রন্থাগার

আলোচ্য বর্ষের জন্য শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, এফ্-সি-এস্ (লণ্ডন) মহাশয় গ্রন্থাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ১৩ জন সদস্য পুস্তকালয় সমিতির সভ্য ছিলেন। [সভ্যগণের নামের তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য]

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় বর্ত্তমান বর্ষেও কলিকাতা করপোরেশন পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে পুস্তক-পত্রিকাদি ক্রয় করিবার জন্য ৬৫০৲ সাড়ে ছয় শত টাকা সাহায্য করিয়াছেন। করপোরেশন হইতে প্রাপ্ত অর্থে অনেকগুলি মূল্যবান্ পুস্তক পুস্তকালয়-সমিতির অনুমোদনে যথাসময়ে খরিদ করা হইয়াছে। বার্ষিক অর্থ-সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য করপোরেশনের সুযোগ্য মেয়র ও এডুকেশন-সেক্রেটারী মহোদয়কে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আগামী বর্ষ হইতে যাহাতে অন্ততঃ বার্ষিক ১০০০৲ হাজার টাকা সাহায্য পাওয়া যায়, তাহার জন্য আবেদন করা হইয়াছে। পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কলিকাতা করপোরেশনের কাউন্সিলারগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

ওয়ার্ড কাউন্সিলার ডাঃ শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার বসু এম্-বি মহাশয় করপোরেশনের সর্ত্তানুসারে পুস্তকালয়-সমিতির সভ্য আছেন।

আলোচ্য বর্ষের শেষে গ্রন্থাগারে সর্ব্বসমেত পুস্তক-সংখ্যা ১৮৪১৭, তন্মধ্যে বাঙ্গালা ৯৭৫০, ইংরাজী ৬৬৫৬ এবং সাময়িক পত্র ২০১১খানি। আলোচ্য-বর্ষে সংগৃহীত বাঙ্গালা পুস্তকের মধ্যে ২৩০ খানি ক্রীত ও অবশিষ্ট ১৪১ খানি উপহৃত। ইংরাজী পুস্তকের মধ্যে ৬১ খানি ক্রীত ও অবশিষ্ট ১৩৭ খানি উপহার পাওয়া গিয়াছে। বর্ষশেষে সর্ব্বসমেত ৫৬৯ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগারে ৩৫৪৬ এবং রমেশচন্দ্র দত্ত গ্রন্থাগারে ৭৩২ খানি এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের ২২৬০ খানি মোট ৬৫৩৮ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে।

পরিষদের সদস্য ব্যতীত অনেক গ্রন্থকার এবং প্রকাশকগণ তাঁহাদের রচিত বা প্রকাশিত গ্রন্থ গ্রন্থাগারে উপহার দিয়া পুস্তক-সংগ্রহ-কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া যাইতেছে পরিষদের হিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, সলিসিটার, শ্রীযুক্ত ভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, মেসার্স ব্যানার্জী, গাঙ্গুলী কোং এবং কাশীর ব্রাহ্মণ-রক্ষা-সভা ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় Rev. J. Long সাহেব প্রণীত Catalogue of the Vernacular Literature Committee's Library নামক একখানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন।

আমেরিকার Smithsonian Institution তাঁহাদের প্রকাশিত ১৩ খানি পুস্তক ও পুস্তিকা উপহার পাঠাইয়াছেন। আমেরিকার Naval Observatory, Anthropological Association, Museum of Fine Arts তাঁহাদের প্রকাশিত পত্রিকাগুলি যথারীতি পাঠাইতেছেন।

সাময়িক পত্রের মধ্যে ১০ খানি দৈনিক, ৪৪ খানি সাপ্তাহিক, ৩ খানি পাক্ষিক, ৫২ খানি মাসিক, ৩ খানি দ্বৈমাসিক ও ৭ খানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছিল। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা গেজেট ও কলিকাতা করপোরেশন কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটখানি নিয়মিত পাঠাইতেছেন।

সাময়িক পত্রের মধ্যে, দৈনিক বসুমতী, The Englishman ও The Servant এবং মাসিক পত্রের মধ্যে Indian Antiquary, Modern Review ও মাসিক বসুমতী —এই পত্রিকাগুলির গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া গিয়াছে। [সাময়িক পত্রের তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য]

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয়-সমিতির অধিবেশন মাত্র একবার আহূত হইয়াছিল। এ বৎসরও অর্থাভাবপ্রযুক্ত পুস্তকাধার প্রস্তুতের কোন ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই।

অনেক পুস্তক আলমারীর মাথার উপর অগত্যা রাখিয়া দিতে হইয়াছে। বাড়ী মেরামত না হওয়া পর্য্যন্ত পুস্তকাধার প্রস্তুতের কোনই বন্দোবস্ত করিতে পারা যাইবে না।

সাময়িক পত্রের তালিকা (৫ম খণ্ড) ছাপা শেষ হইয়া গিয়াছে। বর্ণানুক্রমিক তালিকা প্রস্তুত হইতেছে—শীঘ্রই প্রেস কাপি ছাপিতে দেওয়া হইবে।

আলোচ্য বর্ষে ২৭৪ জন সদস্য গ্রন্থাগার হইতে পাঠের জন্য পুস্তকাদি বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে ৪৬১০বার পুস্তক পাঠার্থ দেওয়া হইয়াছিল। প্রতিদিন গড়ে ১০০জন পাঠক সংবাদপত্র ও পুস্তকাদি পাঠার্থ আসিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কয়েকজন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও ছাত্র গবেষণার জন্য সুদূর মফস্বল হইতেও আসিয়া তাঁহাদের প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি পাঠ এবং আলোচনা করিয়াছিলেন।

বঙ্গেশ্বর লর্ড লিটন বাহাদুর, মহাত্মা গান্ধী এবং এসিষ্টাণ্ট ডাইরেক্টর অব পাব্লিক্ ইনষ্ট্রাকশন্ খান বাহাদুর মিঃ আসানউল্লা এম-এ মহোদয় পরিষদ্ গ্রন্থাগার পরিদর্শন করিয়া এবং ইহার সুপ্রাচীন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিশেষ প্রীতি সহকারে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

পরিষদের পাঠাগার নির্দ্দিষ্ট ছুটীর দিন ও বৃহস্পতিবার ব্যতীত প্রত্যহ (২টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত) সাধারণের পাঠের জন্য উন্মুক্ত থাকে। সদস্যগণ ৫।০টা হইতে ৭।০টা পর্য্যন্ত পুস্তকাদি আদান-প্রদান করিয়া থাকেন। সাধারণে উক্ত সময়ের মধ্যে পাঠাগারে বসিয়া যাহাতে পুস্তক-পত্রিকাদি পাঠ করিতে পারেন, তাহার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষের প্রথমে পুথিশালায় বাঙ্গালা ২৯৬৫, সংস্কৃত ১৪৬৪, অসমীয়া ৩, ওড়িয়া ৩, হিন্দী ২, ফার্সী ১২, তীব্বতীয় ২৪৪ ও ইংরেজি ১ মোট ৪৬৯৪ খানি পুথি ছিল। বর্ষ মধ্যে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ১ বাণ্ডিল, শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায় মহাশয় ১ বাণ্ডিল, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দাস মহাশয় ২ বাণ্ডিল, শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তন্ত্ররত্ন মহাশয় ৩ বাণ্ডিল, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ৪০ বাণ্ডিল ও শ্রীযুক্ত শরৎ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ১০৪ বাণ্ডিল পুথি দান করিয়াছেন। এই সকল পুথি দানের জন্য পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। দুঃখের বিষয়, নানা অসুবিধা বশতঃ এই সকল পুথির বাণ্ডিলে কতগুলি ও কোন্ কোন্ শ্রেণীর পুথি আছে তাহা নির্দ্ধারণ করা হয় নাই। আশা করা যায়, আগামী বর্ষেই এই কার্য্য শেষ হইবে। পুথি সংগ্রহের জন্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয়কে ২।৩ বার হুগলী জেলার অন্তর্গত ভান্ডাড়া ও জোলকুল গ্রামে যাইতে হইয়াছিল। তাঁহাদের চেষ্টায় ভান্ডাড়ানিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরৎ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ও জোলকুল গ্রামের জমীদার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যথাক্রমে ১০৪ ও ৪০ বাণ্ডিল পুথি পরিষৎকে দান করিয়াছেন। ভান্ডাড়া স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চৌধুরী বি এ মহাশয় এই পুথি সংগ্রহে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি

পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন। চেষ্টা করিলে বঙ্গের নানা পল্লী হইতে প্রচুর পুথি সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে। শ্রীযুক্ত গৌরচরণ লাহা মহাশয় এই উদ্দেশ্যে পরিষৎকে গত পূর্ব্ব বৎসর ৫০০৲ দান করিয়াছেন। পরিষৎ স্থির করিয়াছেন যে, সুবিধা হইলেই নানা স্থানে পুথি সংগ্রহের জন্য পরিষৎ হইতে লোক প্রেরিত হইবে।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পুথিশালার প্রাচীন পুথির বিবরণ ৮ ফর্ম্মা (৭—১৪ নং) ছাপা হইয়াছে। বিগত ১৩৩১ বঙ্গাব্দে ১ হইতে ৬ ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে। আগামী বর্ষে আরও ৭।৮ ফর্ম্মা ছাপা হইলে প্রাচীন পুথির বিবরণ ৩য় খণ্ড ২য় সংখ্যা গ্রন্থাকারে বাহির হইবে।

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার কার্য্য আশানুরূপ অগ্রসর হয় নাই। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি আলোচ্য বর্ষে সংগৃহীত হইয়াছে,—

১। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ সেন মহাশয়-প্রদত্ত চারিখানি প্রাচীন তিব্বতীয় চিত্র (Tibetan Banner) দান করিয়াছেন।

২। শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী দেবীর ও শঙ্কর দেব্যার দুইখানি ব্রহ্মোত্তর দান-পত্র দান করিয়াছেন।

৩। শ্রীযুক্ত ডাক্তার শরৎচন্দ্র সিংহ এবং শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয়দ্বয় একটি ক্ষুদ্র সদাশিবের প্রস্তর মূর্ত্তি দান করিয়াছেন।

চিত্রশালা-সমিতির কোন অধিবেশনই আলোচ্য বর্ষে হয় নাই।

রমেশ-ভবন

আলোচ্য বর্ষেও রমেশ-ভবন সম্পূর্ণ করিতে পারা যায় নাই। এই সারস্বত-মন্দিরের পরিকল্পনার ও তাহার নির্ম্মাণ-কার্য্যের ভার যিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অকালমৃত্যুই ইহার সমাপ্তির অন্যতম প্রধান অন্তরায় হইয়া পড়িয়াছিল। বর্ষশেষে পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে বঙ্গেশ্বর মাননীয় লর্ড লিটন মহোদয় এই অসমাপ্ত মন্দির পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। পরিষৎ আশা করেন যে, আগামী বর্ষের মধ্যেই ইহা সম্পূর্ণ হইবে।

স্মৃতি-রক্ষণ

১। আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—

(ক) গিরিশচন্দ্র ঘোষ (তৈল-চিত্র)—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার হইতে প্রস্তুত।

(খ) পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (তৈল-চিত্র)—শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ মহাশয় দান করিয়াছেন।

(গ) ভূপেন্দ্রনাথ বসু (তৈল-চিত্র)—প্রদাতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু।

২। নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের চিত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—

(ক) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তৈল-চিত্র প্রস্তুতের জন্য ৯৯৲ টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

(খ) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের তৈল-চিত্র।

(গ) মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের তৈল-চিত্র।

(ঘ) মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের তৈল-চিত্র।

(ঙ) কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ব্রোমাইড চিত্র। কবির পুত্র শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই চিত্র দান করিয়াছেন, অদ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(চ) ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র।

৩। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে গৃহীত মন্তব্যানুসারে নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে। অদ্য সেগুলি প্রতিষ্ঠিত হইবে—

(ক) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, (খ) অদ্বৈতচরণ আঢ্য, (গ) কবিগুণাকর রায় নবীনচন্দ্র দাস বাহাদুর ও (ঘ) কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত। এই চিত্রগুলির মধ্যে (ক) চিত্রখানি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং (খ) চিত্রখানি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় দান করিয়াছেন। (গ) ও (ঘ) চিত্র দুইখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থে প্রস্তুত হইয়াছে।

৪। স্মৃতি-রক্ষার জন্য যে সকল ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত আছে অথবা তজ্জন্য যে সাময়িক চাঁদা পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের অবস্থা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল—

(ক) কাশীরামদাস স্মৃতি-তহবিল। এই তহবিলের আয় ৮॥০, বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত ৩০৩৶৯।

(খ) হেমচন্দ্র স্মৃতি-তহবিল। আয় ২৩।৴০, উদ্বৃত্ত ৬৯৭।৶৩।

(গ) আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-তহবিল। আয় ৫৫৴০, উদ্বৃত্ত ১৮৯২॥৶৯।

(ঘ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-তহবিল। বর্ষারম্ভে উদ্বৃত্ত ৮৮।৶৬, বর্ষমধ্যে আয় ২৭৲, ব্যয় ২৩৸৴৯, উদ্বৃত্ত ৯১॥৴৯।

(ঙ) স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল। উদ্বৃত্ত ৬৫।০ রহিয়াছে।

(চ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল। ৺গুরুদাস বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই ভাণ্ডারে ৫০৲ দান করিয়াছেন।

(ছ) অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-তহবিল। এই তহবিলে প্রাপ্ত কোম্পানীর কাগজের সুদ বর্ষমধ্যে ১০৲ পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব বর্ষের উদ্বৃত্ত সমেত বর্ষশেষে এই তহবিলে ২৫০৲ টাকা উদ্বৃত্ত রহিল। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় কবির অপ্রকাশিত "ওমার খায়ম" এই তহবিলের অর্থে প্রকাশের জন্য কবির পুত্রগণের সহিত কথাবার্ত্তা স্থির করিতেছেন।

(জ) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি স্মৃতি-তহবিল। এই তহবিলে পূর্ব্ববর্ষের উদ্বৃত্ত ১০০৲ টাকা রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় স্বহস্তে মৃত মহাত্মার একখানি তৈল-চিত্র প্রস্তুত করিয়া দিতে প্রতিশ্রুতি জানাইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত চিত্র পাওয়া যায় নাই।

(ঝ) মনোমোহন চক্রবর্ত্তী স্মৃতি-তহবিল। এই তহবিলে ৫০৲ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

(ঞ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি-তহবিল। আলোচ্য বর্ষে এই তহবিলে ১০০৲ টাকা দান পাওয়া গিয়াছে। বর্ষশেষে এই তহবিলে ১৪৫৲ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। স্মৃতি-সমিতির গৃহীত মন্তব্যানুসারে লাইব্রেরীর জন্য আলমারীর অর্ডার এখনও দেওয়া হয় নাই।

(ট) স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল। এই তহবিলে আলোচ্য বর্ষে প্রতিশ্রুত ৮০৲ টাকার মধ্যে বর্ষশেষে ৩৯৲ সংগৃহীত হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, মৃত মহাত্মার একখানি তৈল-চিত্র প্রস্তুত হইবে।

(ঠ) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্মৃতি-তহবিল। এই তহবিলে আলোচ্য বর্ষে ৯৯৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ৬৫৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, দেশবন্ধুর একখানি পূর্ণাকৃতি তৈল-চিত্র প্রস্তুত করা হইবে। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম মহাশয় চিত্র প্রস্তুতের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া পরিষৎকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

৫। নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের মধ্যে অনেকের ফটো প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়াছে, অনেকের ফটো উদ্ধারের উপায় নাই। যাঁহাদের ফটো পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের চিত্র প্রস্তুত করাইবার কোন ব্যবস্থাই অর্থাভাবে করিতে পারা যায় নাই। অনেকের চিত্র সংগৃহীত হইতে পারিবে এবং কেহ কেহ কোন কোন সাহিত্যিকের চিত্র প্রস্তুতের ভার লইয়াছেন। তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আগামী বর্ষে তাঁহাদের উপর অর্পিত কার্য্য সম্পাদন করিলে পরিষৎ বিশেষ উপকৃত হইবেন।

(ক) রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, (খ) মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, (গ) রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, (ঘ) শিবনাথ শাস্ত্রী, (ঙ) ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, (চ) দামোদর মুখোপাধ্যায়, (ছ) ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর, (জ) শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, (ঝ) নীলরতন মুখোপাধ্যায়, (ঞ) হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন, (ট) প্রাণনাথ দত্ত, (ঠ) চারুচন্দ্র ঘোষ, (ড) কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, (ণ) রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, (ত) কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন, (থ) অশ্বিনীকুমার দত্ত, (দ) ললিতচন্দ্র মিত্র, (ধ) স্যর আশুতোষ চৌধুরী, (ন) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, (প) মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন।

৬। ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মূর্ত্তি ও তৈলচিত্র প্রস্তুত হইয়া পরিষদ্ মন্দিরে রক্ষিত আছে। রমেশ-ভবন প্রবেশোৎসবের সময় এই মূর্ত্তি ও চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৭। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্বগ্রাম সেনহাটী গ্রামে তাঁহার বাসভবনে তাঁহার স্মৃতি-ফলক প্রতিষ্ঠিত হইবে-স্থির হইয়াছে এবং প্রস্তর ফলকও প্রস্তুত হইয়া পরিষদ্ মন্দিরে রক্ষিত আছে। ফলক প্রতিষ্ঠার আয়োজন এখনও করিতে পারা যায় নাই।

এই সকল সাহিত্যিকের চিত্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁহারা পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন বা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নিকটই পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ।

বঙ্গদেশে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বঙ্গের এতগুলি সাহিত্যিকের স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা নাই—ইহা পরিষৎ স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারে।

আলোচ্য বর্ষে স্মৃতি-রক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় সম্পাদককে সাহায্য করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় কতিপয় সাহিত্যিকের চিত্র ও তাহার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া পরিষদের পরম উপকার করিয়াছেন।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে কোন নূতন শাখা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। চুঁচুড়ায় এক শাখা প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে জানিতে পারা গিয়াছে। পুরাতন শাখাগুলির মধ্যে বাঁকুড়া ও মানভূম শাখা-পরিষদের অস্তিত্বলোপের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে বাঁকুড়া শাখাটীকে পুনর্জ্জীবিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। পুরাতন শাখাগুলির মধ্যে রঙ্গপুর, মেদিনীপুর, গৌহাটী, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, ভাগলপুর, নদীয়া, উত্তরপাড়া এই কয়টি শাখার কার্য্যাদি চলিতেছে। পরিশিষ্টে শাখাগুলির কার্য্যবিবরণ প্রদত্ত হইল; সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের উপর শাখাগুলির ভার অর্পিত ছিল। তিনি বিশেষ যত্নের সহিত তাহা সম্পাদন করিয়াছেন।

ছাত্রসভ্য

ছাত্রসভা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্‌সি ছাত্রাধ্যক্ষ মহাশয়ের চেষ্টায় আলোচ্য বর্ষে বহু ছাত্র পরিষদের ছাত্রসভ্যরূপে গৃহীত হইয়াছেন। নূতন ছাত্রসভ্যগণের অনেকেই ছাত্রাধ্যক্ষ মহাশয়ের ও পরিষদের সম্পাদকের উপদেশ ও নির্দ্দেশ মত সাহিত্যিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে ছাত্রসভ্যের সংখ্যা ৩৫ জন হইয়াছে। ছাত্রসভ্যগণকে উৎসাহ দিবার জন্য আগামী বর্ষ হইতে পুরস্কার বা পদক দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

নিয়ম পরিবর্ত্তন

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের নিয়মাবলীর কোন কোন ধারার সংস্কার সাধনোদ্দেশ্যে কতিপয় সদস্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি সেই সকল প্রস্তাব আলোচনা করিয়া মন্তব্য দিবার জন্য এক শাখা-সমিতি গঠিত করিয়াছিলেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে শাখা-সমিতির মন্তব্য আলোচিত হইয়াছিল। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি নিয়মাবলী সংস্কারের প্রস্তাবগুলি যেভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা, সদস্যগণের নিকট মতামতের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। অদ্য এই অধিবেশনে সেই প্রস্তাবগুলি আলোচনার জন্য উপস্থিত করা হইবে। উক্ত শাখা-সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। গত বর্ষে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ৫০০৲ দান করিয়াছেন। ঋণ পরিশোধের জন্য এ পর্য্যন্ত ৫৮০০৲ টাকার ব্যবস্থা হইয়াছে। এখনও

আয়-ব্যয় বিভাগের কার্য্য-বিবরণ

আয়-ব্যয়—আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সর্ব্বসমেত আয় ২১৯৫২॥৭ টাকা এবং ব্যয় ২১৮৯২॥৶৩ টাকা হইয়াছিল।

পূর্ব্ববৎসরের সাধারণ-তহবিলের উদ্বৃত্ত ৩৮০৸৵৩ টাকা এবং বর্ত্তমান বর্ষের আয়-ব্যয় ধরিয়া বর্ষশেষে মোট ৪৪০॥৶৭ টাকা এবং বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের ২৭০২১॥৵৯ টাকা, সর্ব্বসমেত পরিষদের মোট ২৭৪৬২।৵৪ টাকা উদ্বৃত্ত দেখান হইয়াছে। ইহার বিবরণ সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ব্যয়ের উপযুক্ত চাঁদা সংগ্রহ না হওয়ায় পূজার সময় পাওনাদারগণের বিলের টাকা মিটাইবার জন্ম বাধ্য হইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে হাওলাত গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

বর্ত্তমান বর্ষে চাঁদা আদায় খাতে বজেট অপেক্ষা ৩৬৭॥০ টাকা কম আদায় হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত চাঁদা খাতে ১৫১৯২৸৶০ টাকা বাকী পড়িয়া রহিয়াছে। এই বাকী চাঁদার এক-চতুর্থাংশ আদায় হইলে বজেট অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা চাঁদা খাতে জমা হইয়া বর্ষশেষে ঋণের পরিমাণ কমিয়া যাইত। অন্ততঃ, সদস্যগণের দেয় বর্ত্তমান বার্ষিক চাঁদা যদ্যপি বর্ষ মধ্যেও আদায় হইত, তাহা হইলে বর্ত্তমান বর্ষের পাওনাদারদিগের বিলের অনেক অংশই শোধ হইত। প্রতি বর্ষের চাঁদার টাকা যাহাতে সেই বর্ষমধ্যে আদায় হইতে পারে তজ্জন্য প্রতি বৎসর সম্পাদক মহাশয় সদস্যগণের নিকট অনুরোধ করিয়াও বিশেষ সফলকাম হইতেছেন না। আশা করি, সদস্য মহোদয়গণ এ বিষয়ে একটু মনোযোগী হইবেন।

ঋণ-পরিশোধ—বিভিন্ন তহবিল হইতে সাধারণ-তহবিলে যে টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছিল, তন্মধ্যে ঋণ-পরিশোধ-শাখা-সমিতির সদস্যগণের বহু চেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ৫৩০০৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে এবং তন্মধ্যে ৩২০০৲ টাকা আদায় হইয়াছে।

যাঁহারা সাহিত্য-পরিষদের ঋণ শোধের জন্ম দান করিয়াছেন, সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহাদিগের নিকট চিরঋণী, এবং ঋণ-পরিশোধ-শাখা-সমিতির সদস্যগণ পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন। পরিষৎ আশা করেন যে, আগামী বর্ষেও তাঁহারা যেন অগ্রণী হইয়া সাহিত্য-পরিষদের এই কল্যাণকর কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করেন।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—সাহিত্য-পরিষদের হিসাব-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ এবং রায় সাহেব শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গুপ্ত মহাশয়দ্বয় তাঁহাদের বহুমূল্য সময় নষ্ট করিয়া এবং অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে পরিষদের যাবতীয় হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন। পরিষদের হিসাব-বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণ ইঁহাদের সৌজন্যে বিশেষ আপ্যায়িত এবং পরিষদের কার্য্যে সহায়তা করিতে ইঁহাদের আগ্রহ ও প্রেম বিশেষ প্রশংসার্হ। তজ্জন্য তাঁহারা উভয়ে পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন। সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক, অন্যতম প্রাচীন সদস্য ও কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর হিসাব-বিভাগীয়

সকল কার্য্যের ভার ন্যস্ত ছিল। তাঁহার অশেষ পরিশ্রমের ফলে হিসাব-বিভাগের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। পরিষৎ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

আলোচ্য বর্ষে আয়-ব্যয়-সমিতির চারিটি অধিবেশন হইয়াছিল।

এককালীন দান।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পত্রিকাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা, কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ও ঋণ-পরিশোধ-শাখা-সমিতির আহ্বানকারী শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত এবং সম্পাদক বিভিন্ন গচ্ছিত ও স্থায়ী তহবিলের ঋণ-শোধের জন্য অর্থ ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত মহোদয়গণের নিকট হইতে নিম্নোক্ত দান পাইয়াছেন,—

(ক) শ্রীযুক্ত স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কে সি আই ই, কে, সি ভি ও	১০০০৲
শরৎকুমার চক্রবর্ত্তী এম এ, বি এল, ব্যারিষ্টার	৫০০৲
এন এন সরকার ব্যারিষ্টার	৫০০৲
" সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এম-এ, বি-এল, সি আই ই	২৫০৲
" গোপালদাস চৌধুরী এম-এ, বি-এল, জমিদার	২০০৲
" বসন্তকুমার লাহিড়ী ব্যারিষ্টার	২০০৲
" এ এন চৌধুরী ব্যারিষ্টার (প্রথম কিস্তি)	১৫০৲
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ এম-এ	১০০৲
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল	১০০৲
শ্রীযুক্ত অশোককুমার রায়, ব্যারিষ্টার	১০০৲
" নরেন্দ্রকুমার বসু এম-এ, বি-এল্, এডভোকেট	১০০৲
	৩২০০৲

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত মহোদয়গণের নিকট হইতে এইরূপ দানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে,—

মাননীয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র এম-এ, বি-এল্, ব্যারিষ্টার	৫০০৲
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম-এ	৫০০৲
শ্রীযুক্ত এস্ সি বসু এম-এ, ব্যারিষ্টার	৫০০৲
মাননীয় লর্ড শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ	২৫০৲
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী এম-এ, ব্যারিষ্টার	২৫০৲
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম-এ, ব্যারিষ্টার	১০০৲
	২১০০৲

উক্ত ঋণ পরিশোধের জন্য আলোচ্য বর্ষের চেষ্টায় ৩২০০৲ সংগৃহীত হইয়াছে ও ২১০০৲

টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। গত বর্ষে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ৫০০্ টাকা দান করিয়াছেন। ঋণ পরিশোধের জন্ত এ যাবত ৫৮০০্ টাকার ব্যবস্থা হইয়াছে। এখনও বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের নিকট পরিষদের সাধারণ-তহবিলের ৫২৭৪৵১১ টাকা দেনা রহিয়াছে। তন্মধ্যে উক্ত প্রতিশ্রুত ২১০০্ হস্তগত হইলে ৩১৭৪৵১১ দেনা থাকিবে। আশা করা যায়, আগামী বর্ষে পরিষদের হিতৈষী ও বন্ধুগণের চেষ্টায় এই ঋণ শোধ হইয়া যাইবে।

উক্ত ঋণশোধের অর্থসংগ্রহ ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে প্রাপ্ত নিম্নোক্ত দানগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

১।	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ, সাধারণ-তহবিলে—	২৫০্
২।	শ্রীযুক্ত কুমার বিষ্ণুপ্রসাদ রায় তাঁহার পিতা ৺কুমার রাধাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের প্রতিশ্রুত গৃহ-নির্ম্মাণ তহবিলে দান—	২৫০্
৩।	শ্রীযুক্ত দুর্ল্লভচন্দ্র শেঠ, মন্দির মেরামত হিসাবে—	৩০্
৪।	কুমার শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ ডি, পরিষৎ পত্রিকার মলাটের কাগজ খরিদ জন্য—	২৮্
৫।	শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী ব্যারিষ্টার বাজার দেনা মিটাইবার জন্য—	২০্
৬।	শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বিদ্যান্ত এম এ, ঐ জন্য	৬্
		৫৮৪্

ইহা ব্যতীত আলোচ্য বর্ষের কার্য্য চালাইবার জন্ত সাধারণ তহবিলে পরিষদের এই সকল হিতৈষী সদস্যের নিকট হইতে ১৪২২্ ঋণ করা হইয়াছে,—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ৺রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়গণ এই ঋণ দান করিয়াছেন—তাঁহারা সকলেই পরিষদের বিশেষ ধন্তবাদার্হ।

পরিষদের এই এক বৎসরের চেষ্টায় এই সকল অর্থসংগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেও ইহার প্রয়োজন এত বেশী যে, প্রতি বৎসরই ঋণশোধ ব্যতীত নূতন নূতন কার্য্য সম্পাদনের জন্ত যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্য সম্পাদনের জন্ত আয়-ব্যয়-সমিতি ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি যে আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ প্রস্তুত করেন, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, নিতান্ত নিরূপিত কার্য্য ব্যতীত কোন ব্যয়সাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত পরিষদের অর্থসামর্থ্য নাই। সম্প্রতি পরিষদ্ মন্দির মেরামতের

জন্ত প্রায় ১২০০০৲ টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। তজ্জন্ত পরিষদের হিতৈষী সদস্তগণ একটু শ্রম স্বীকার করিলে অনায়াসেই এই টাকা সংগৃহীত হইতে পারে। উপরি উক্ত কয়জনের চেষ্টায় পরিষৎ আলোচ্য বর্ষে ৫৮০০৲ টাকার উপর সংগ্রহ করিয়াছেন। পরিষৎ আশা করেন যে, ঐরূপ আরও ৪।৫ দল কর্ম্মী একটু সময়ক্ষেপ করিলে উক্ত টাকার ৪।৫গুণ টাকা সংগৃহীত হইবে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উক্ত দাতৃগণের অধিকাংশই আইন ব্যবসায়ী ও কলিকাতাবাসী। এই কলিকাতাতে ধনিসম্প্রদায় ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অভাব নাই, এবং মফস্বলের ধনিগণের নিকটও পরিষৎ ভিক্ষাপাত্র লইয়া উপস্থিত হইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। আগামী বর্ষে ইঁহাদের নিকট যাহাতে প্রচুর অর্থ-সংগৃহীত হয় তাহার ব্যবস্থা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি অবশ্যই করিবেন।

পরিষদ্ মন্দির সংস্কার

গত ১৩২০ বঙ্গাব্দে পরিষদ্ মন্দির মেরামত করা হইয়াছিল। আশা করা গিয়াছিল যে, কিছুদিন আর এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে না। কিন্তু আলোচ্য বর্ষে দেখা গিয়াছে যে, পরিষদের ছাদ সম্পূর্ণ তুলিয়া ফেলিয়া নূতন ছাদ প্রস্তুত না করিলে ও উপরের প্রাচীরগুলি ভাঙ্গিয়া নূতন না করিলে পরিষদ্ মন্দির রক্ষা করা আশঙ্কাজনক হইয়া পড়িবে। বিশেষজ্ঞগণ একবাক্যে এইরূপ সংস্কারের পক্ষপাতী। কিন্তু গত বারের মেরামত করার দরুন এখনও ৯০০৲ টাকার উপর দেনা রহিয়াছে। তদুপরি বর্ত্তমান বর্ষের প্রস্তাবিত সংস্কারের বিপুল ব্যয় প্রায় ১২০০০৲ সঙ্কুলান করা পরিষদের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার। ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হইলে অনেক সময়ক্ষেপ হইবে। অথচ এই বর্ষার মধ্যেই মন্দির মেরামত না করিলেই চলিবে না। এই জন্ত অনন্তোপায় হইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি আপাততঃ স্থায়ী তহবিল হইতে ২৫০০৲ আড়াই হাজার টাকা ধার লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা হইবে কি না, তদ্বিষয়ে সদস্তগণের মতামত চাহিয়াছিলেন। উত্তরে যাঁহারা পত্র লিখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে একজন ব্যতীত সকলেই ২৫০০৲ স্থায়ী তহবিল হইতে ধার লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্ত সম্পাদককে সম্মতি-জ্ঞাপন করিয়াছেন।

সম্প্রতি ইঞ্জিনিয়ারগণ পরীক্ষা করিতেছেন যে, কিরূপভাবে কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। তাঁহাদের আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা প্রভৃতি হইয়া গেলেই কাজ আরম্ভ করা হইবে। এক্ষণে পরিষদের হিতকামী সদস্তগণের নিকট বিনীত নিবেদন জানাইতেছি যে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বাঙ্গালার এই জাতীয় অনুষ্ঠানটি রক্ষা করিবার জন্ত তাঁহারা মুক্তহস্ত হউন। তাঁহাদের অনুগ্রহ ব্যতীত এই বিপুল ব্যয়সাধ্য ও অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে পরিষৎ একান্ত অক্ষম। আপাততঃ উক্ত ২৫০০৲ টাকা দিয়া কার্য্য আরম্ভ করা হইবে, কিন্তু স্থায়ী তহবিল ক্ষুণ্ণ রাখিতে আমরা কখনই ইচ্ছা করি না।

আলোচ্য বর্ষে পূর্ব্ব মেরামতের ঋণশোধের জন্ত শ্রীযুক্ত দুর্লভচন্দ্র শেঠ মহাশয় ৩০৲ দান করিয়াছেন এবং পরিষদ্ মন্দির নির্ম্মাণকল্পে পোস্তার রাজবংশের ৺কুমার রাধাপ্রসাদ

রায় মহাশয়ের প্রতিশ্রুত দান ২০০৲ শ্রীযুক্ত কুমার বিষ্ণুপ্রসাদ রায় মহাশয় দান করিয়াছেন। এই সকল দানের জন্ম পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট ও কলিকাতা করপোরেশন

আলোচ্য বর্ষে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের স্থায় গ্রন্থ প্রকাশার্থ ১২০০৲ এবং সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা খরিদ দ্বারা ৬৬৮৲ দান করিয়াছেন। এই দানের জন্ম পরিষৎ বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা করপোরেশন আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারের পুস্তক ও পত্রিকা খরিদের জন্ম ৬৫০৲ দান করিয়াছিলেন এবং পরিষদ্ মন্দিরের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছিলেন। এই জন্ম পরিষৎ করপোরেশনের নিকট ও কাউন্সিলারগণের নিকট বিশেষ ঋণী।

পরিষৎ আশা করেন যে, বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট ও কলিকাতা করপোরেশন পরিষদের কার্য্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদের বার্ষিক দান বাড়াইয়া দিবেন।

ছাপাখানা-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে ছাপাখানা-সমিতির তত্ত্বাবধানে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার দ্বাত্রিংশ ভাগের চারি সংখ্যায় ২৫ ফর্ম্মা, মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ ৫॥ ফর্ম্মা, পত্রিকার সূচী ১ ফর্ম্মা এবং বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ৩॥ ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলীর এই ফর্ম্মাগুলি ছাপা হইয়াছে—১। পদকল্পতরু ৪র্থ ভাগ ৬ ফর্ম্মা (২২—২৭ নং), ২। সঙ্কীর্ত্তনামৃত ১ ফর্ম্মা, ৩। ন্যায়দর্শন ৪র্থ খণ্ড ১০ ফর্ম্মা (১৬—২৫ নং), ৪। রসকদম্ব ভূমিকা সূচী মলাট প্রভৃতিতে ৮॥ ফর্ম্মা, ৫। সাধক-রঞ্জন ভূমিকা সূচী মলাট প্রভৃতিতে ২॥ ফর্ম্মা, ৬। উদ্ভিদ্ জ্ঞান (২য় পর্ব্ব) মলাট সূচী প্রভৃতি ১ ফর্ম্মা, ৭। কৌলমার্গ-রহস্য ৪ ফর্ম্মা (১—৪নং), ৮। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল—১৩ ফর্ম্মা (৩৭—৪৯নং), ৯। প্রাচীন পুথির বিবরণ ৮ ফর্ম্মা (৭ হইতে ১৪নং)—মোট ৫৪ ফর্ম্মা। বৎসরের আরম্ভে ১০৭ ফর্ম্মা ছাপিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু নানা অসুবিধায় তাহা হইয়া উঠে নাই। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে উদ্ভিদ্-জ্ঞান ২য় পর্ব্ব, রসকদম্ব ও সাধক-রঞ্জন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ছাপাখানা-সমিতির ৭টি অধিবেশন হইয়াছিল। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ছাপাখানা-সমিতির সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের জন্ম বর্ত্তমান অর্থকৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও গ্রন্থাবলী ও পত্রিকাদি মুদ্রণের কার্য্য যথাসম্ভব সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হইয়াছে। তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

গ্রন্থ-প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলির মুদ্রণকার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল। গ্রন্থের নামের পার্শ্বে গ্রন্থ-সম্পাদক এবং প্রণেতার নাম দেওয়া হইল।

(ক) শ্রীশ্রীপদকল্পতরু (৪র্থ খণ্ড)—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ।

(খ) সঙ্কীর্ত্তনামৃত—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

(গ) ন্যায়দর্শন (৪র্থ খণ্ড)—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

(ঘ) শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

(চ) কৌলমার্গ-রহস্য—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

(চ) রসকদম্ব— { শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম এ। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ।

(ছ) উদ্ভিদ্-জ্ঞান (২য় পর্ব্ব)—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম এ, এফ সি এস।

(জ) সাধক-রঞ্জন— { শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ও শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ এম এ, বি এল।

(ঝ) প্রাচীন পুথির বিবরণ (৩য় খণ্ড ২য় সংখ্যা)—সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এবং শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

এই সকল গ্রন্থের মধ্যে উদ্ভিদ্-জ্ঞান (২য় পর্ব্ব) এবং সাধক-রঞ্জন ও রসকদম্ব গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত (ক) শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়-রচিত 'মাথুর-কথা' নামক পুস্তক পরিষদ্গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার এই গ্রন্থ স্বব্যয়ে মুদ্রণ করিয়া উহার ৪০০ খানি পরিষৎকে দান করিয়াছেন।

(খ) শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম এ মহাশয় 'সাহিত্য-সংরক্ষণ গ্রন্থাবলী' নামক এক শ্রেণীর গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ২০০০৲ পরিষৎকে দান করেন, এবং তিনি নির্দ্দেশ করিয়া দেন যে, এই অর্থদ্বারা গিজোর 'ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস'-এর বাঙ্গালী পাঠকের উপযোগী করিয়া সরল বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা হইবে। তদনুসারে তাঁহার নির্ব্বাচিত সমিতি (স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত) কর্ত্তৃক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ মহাশয় অনুবাদক নির্ব্বাচিত হন। তিনি এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া পরিষদের ১৪টি বিশেষ অধিবেশন পাঠ করেন এবং 'নব্যভারত' পত্রিকায় এই অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। অতঃপর এই অনুবাদ অনুমোদনের সময় উপস্থিত হইলে উক্ত সমিতির সভ্যগণের মধ্যে ত্রিবেদী মহাশয় পরলোকগত এবং ডাঃ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় মহীসুরে অবস্থান করেন বলিয়া অনুবাদ অনুমোদিত হইতে পারে নাই। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বিনয় বাবু বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয় ও ডাঃ শীল মহাশয়ের স্থলে তিনি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়কে, পরীক্ষক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত করেন। এই পরীক্ষক-সমিতি একবাক্যে এই অনুবাদ অনুমোদন করেন। গ্রন্থখানি পরিষদ্গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইবার উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে এবং অনুবাদককে

তাঁহার প্রাপ্য পারিশ্রমিক ৭৫০৲ মধ্যে ২৫০৲ দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থ প্রেসে দেওয়া হইয়াছে এবং মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

(গ) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়-রচিত "রসায়ন" নামক সরল বাঙ্গালা ভাষায় রসায়নের গ্রন্থ পরিষৎ প্রকাশ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সায়ান্স কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন মহাশয় গ্রন্থকারের সহিত পরামর্শ করিয়া গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির আবশ্যকমত পরিবর্ত্তনাদি করিতেছেন। আগামী বর্ষে এই গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যবস্থা হইবে।

(ঘ) মহাভারত আদি পর্ব্ব। কাশীরাম দাসের মহাভারতের আদি পর্ব্ব মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদনে প্রকাশিত হইবে। পরিষদের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ডাঃ বিমলাচরণ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ ডি মহাশয় প্রাচীন গ্রন্থ-প্রকাশের জন্য পরিষৎকে ৫০০৲ দান করিবার প্রতিশ্রুতি জানাইয়া তন্মধ্যে ২৫০৲ দান করিয়াছেন। এই অর্থে উক্ত মহাভারত ছাপা হইবে স্থির হইয়াছে।

আশা করা যায় যে, আগামী বর্ষে ন্যায়দর্শন চতুর্থ খণ্ড, পদকল্পতরু চতুর্থ ভাগ এবং কৌলমার্গ-রহস্য সম্পূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইবে। এবং রসায়ন ও ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস বহুদূর অগ্রসর হইবে। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন পুথির বিবরণের ৩য় ভাগ ২য় সংখ্যা পুস্তকাকারে বাহির হইবে।

এতদ্ব্যতীত বৈজ্ঞানিক পরিভাষার পাণ্ডুলিপি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন ডি এস-সি ও বিজ্ঞান-শাখার আহ্বানকারী শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইতেছে। এই জন্য একজন অস্থায়ী লেখক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার দ্বাত্রিংশ ভাগ চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় এবং সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এজন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। এই চারি সংখ্যার প্রবন্ধগুলি সাহিত্যাদি চারি শাখা-সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। নিম্নে শ্রেণীভেদে প্রবন্ধ এবং প্রবন্ধ-লেখকগণের নাম প্রদত্ত হইল—

(ক) প্রাচীন সাহিত্য—১। পূর্ব্ববঙ্গের কবিশ্রেষ্ঠ ভবানন্দের হরিবংশ—লেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ, ২। হিন্দি সাহিত্যে বিহারীলালের সতসঈ—লেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ।

(খ) সংস্কৃত সাহিত্য—১। বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর—লেখক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ।

(গ) দর্শন—১। বৌদ্ধ-দর্শন—লেখক শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য

(ঘ) বিজ্ঞান—১। পুরুলিয়ার পাখী—লেখক শ্রীযুক্ত ডাঃ সত্যচরণ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ ডি, এফ জেড্ এস্।

(ঙ) ইতিহাস—১। অগ্নি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—লেখক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ২। অর্থশাস্ত্রে সমাজ-তত্ত্ব এবং ৩। অর্থশাস্ত্রে সমাজ-চিত্র—লেখক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ৪। দোলযাত্রার উৎপত্তি—লেখক রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম এ, ৫। আমাদের ইতিহাস—লেখক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

এই সকল প্রবন্ধ ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে পত্রিকার শব্দ-সূচী প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয় এই সূচী প্রস্তুত জন্য স্বব্যয়ে একজন লেখক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

এই বৎসরের পত্রিকায় যে সকল বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ছাপাখানা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পত্রিকা যথাসময়ে প্রকাশের জন্য এবং বিবিধ বিষয়ে পত্রিকার উন্নতির জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন।

দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় এই ভাণ্ডারের সূচনা করেন এবং তিনি এ পর্য্যন্ত ২১০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ ও তাঁহার রচিত 'বৃন্দাবন কথা' নামক পুস্তক দান করিয়া এই ভাণ্ডারটি পুষ্ট করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার, উত্তরপাড়া শাখা-পরিষদের পক্ষে শ্রীযুক্ত অবণীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় তাঁহাদের কোন কোন পুস্তকের কয়েক খণ্ড এই ভাণ্ডারে দান করেন। উক্ত কোম্পানীর কাগজের সুদ ও পুস্তক বিক্রয়লব্ধ অর্থে আলোচ্য বর্ষ পর্য্যন্ত ৪১৫৷৴৩ আয় হইয়াছে। এই অর্থ হইতে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের কন্যাকে মাসিক ৫৲ হিসাবে এবং স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি কন্যাকে মাসিক ১০৲ হিসাবে এক বৎসরের জন্য সাহায্য করা হইতেছে। আলোচ্য বর্ষের শেষে এই তহবিলে উক্ত কোম্পানীর কাগজ ছাড়া ২৭৭৷৴৩ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

ঐতিহাসিক অনুসন্ধান

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান কার্য্যের কোন ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই কার্য্যের জন্য ১০০০৲ কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত ১৯৫৲ সুদ পাওয়া গিয়াছে। এই অর্থের দ্বারা এই বিভাগের কার্য্য আগামী বর্ষে কি ভাবে সম্পাদিত হইবে তাহা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করিবেন।

পরিষদ্ মন্দির ব্যবহার

আলোচ্য বর্ষে নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ, প্রেস এসোসিয়েশন ও বঙ্গীয় পাঠাগার-সম্মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষ পরিষদে অধিবেশনাদি করিয়াছিলেন।

পদক ও পুরস্কার

আলোচ্য বর্ষে পদক ও পুরস্কারের জন্য বিশেষভাবে বিজ্ঞাপনাদি দেওয়া হয় নাই। পদক ও পুরস্কারের জন্ম যে সকল প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়া আছে, তাহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক। গত ৩ বৎসর হইতে বিজ্ঞাপন দিয়াও উপযুক্ত প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই। আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ইহার ব্যবস্থা করিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষে ২০এ ও ২১এ চৈত্র বীরভূম সিউড়ী নগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তদশ অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ও শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ছিলেন। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর মহাশয় মূল সভাপতি এবং শ্রীযুক্তা সরলা দেবী, শ্রীযুক্ত কালী-প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় যথাক্রমে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। সম্মিলন-পরিচালন সমিতির পক্ষে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বীরভূম সম্মিলনের কার্য্য পরিচালনের জন্ম বীরভূম গিয়াছিলেন এবং সম্পাদককে সাহায্য করিয়াছিলেন।

আগামী বর্ষে পাবনাবাসিগণ পাবনায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টাদশ অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন।

গত রাধানগর সম্মিলনের প্রস্তাবানুযায়ী হুগলী জেলার ইতিহাস রচনার জন্ম যে সমিতি গঠিত হইয়াছিল, গত ১৭ই শ্রাবণ হুগলী টাউন হলে রায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বাহাদুরের সভাপতিত্বে তাহার এক অধিবেশন হয়। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এস এন রায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন দে, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল চৌধুরী, খান বাহাদুর মজঃরুল আনওয়ার, কুমার শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায় এবং রাজা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয় আলোচনায় যোগদান করেন ও একটি স্থানীয় সমিতি গঠিত হয়।

উপসংহার

আলোচ্য বর্ষের কার্য্যবিবরণ যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ হইল। এই কার্য্যবিবরণ হইতে দেখা যাইবে যে, পরিষদের হিতৈষী কর্ম্মিগণের চেষ্টা ও উদ্যম পরিষৎকে ঋণমুক্ত করিবার জন্ম এবং পরিষদ্ মন্দিরের রীতিমত সংস্কার সাধনের জন্ম কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আশা করেন যে, আগামী বর্ষের মধ্যেই পরিষদের সমস্ত ঋণই পরিশোধ হইয়া যাইবে। ঋণভার-পীড়িত অবস্থায় পরিষৎ নিজ উদ্দেশ্যানুযায়ী সকল কার্য্য হয়ত সুশৃঙ্খলায় সম্পাদন করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য সম্পাদক সাহিত্যানুরাগী সহৃদয় সদস্য-গণের ও সাধারণের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিতেছেন। আগামী বর্ষের মধ্যেই পরিষদ্ মন্দির মেরামত না করিলে ইহা রক্ষা করা সহজসাধ্য হইবে না। মন্দিরের বর্ত্তমান

অবস্থাই বিপজ্জনক। পরিষৎকে এই বিপুল ব্যয়সাধ্য কার্য্যসম্পাদনের জন্য সহৃদয় দেশ-বাসীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র লইয়া উপস্থিত হইতে হইবে। পরিষৎ বিশেষ ভরসা করেন যে, মাতৃভাষার মঙ্গলকামী মহোদয়গণের সাহায্যে এই পরিষদ্ মন্দিরের মেরামত কার্য্য সহজসাধ্য হইবে। এই ভরসাই সম্বল করিয়া আগামী বর্ষের কর্ম্মপরিচালকগণ পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, ইহাই আমাদের দৃঢ় ধারণা। পরিষদ্ মন্দির রক্ষা করিতেই হইবে। ইতি

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
১৫ই শ্রাবণ, ১৩৩১

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সম্পাদক।

ক্ষুদ্র মেরুদণ্ডীর কঙ্কাল পরিষ্কার করিবার এক সহজ উপায়

যাঁহারা মেরুদণ্ডিগণের অস্থি শিক্ষায় রত আছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, ক্ষুদ্র মৎস্য, সরীসৃপ ও পক্ষ্যাদির কঙ্কাল পরিষ্কার করা অতি কষ্টসাধ্য। যে সকল প্রণালীতে বড় বড় মেরুদণ্ডীর কঙ্কাল পরিষ্কার করা হয়, সে সকল প্রণালী ইহাদের পক্ষে কার্য্যকরী হয় না। নানারূপ পরীক্ষাদ্বারা এই প্রক্রিয়াটী বেশ সুবিধাজনক বলিয়া মনে হয়, তবে ইহার একটী অসুবিধা যে, প্রাণীর দেহটী টাট্‌কা হওয়া চাই; কোন রক্ষণ-সাধক পদার্থে রক্ষিত প্রাণীর পক্ষে প্রক্রিয়াটী চলিবে না।

প্রথমতঃ প্রাণীটিকে ফুটন্ত জলে ফেলিয়া দিতে হইবে। ক্ষুদ্র মৎস্য এক মিনিট হইতে দেড় মিনিট পর্য্যন্ত রাখিলেই যথেষ্ট হয়; ব্যাঙ, টিক্‌টিকি, সাপের মাথা কিম্বা নেংটি ইন্দুর প্রভৃতিকে তিন চারি মিনিট ফুটন্ত জলে ফেলিয়া রাখিতে হয়; অল্প ক্ষণ ফুটন্ত জলে ফেলিয়া রাখিবার কারণ এই যে, দেহের পেশী ও নানা যন্ত্রাদি সিদ্ধ হইয়া নরম হইয়া যায়, অথচ যোজন-তন্তুময় বন্ধনীগুলি নরম না হওয়ায় অস্থিগুলির সন্ধি বিশ্লিষ্ট হয় না এবং অস্থিগুলি পরস্পর হইতে খসিয়া পড়ে না। দ্বিতীয়তঃ, ফুটন্ত জল হইতে তুলিয়া লইয়া স্থূল মাংসগুলি, উদর ও হৃদ্‌গহ্বরের যন্ত্রগুলি কাটিয়া ফেলিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, প্রাণীটাকে এক্ষণে এমন স্থানে রাখিয়া দিতে হইবে, যেখানে পিপীলিকার সমাগম আছে। এই প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য এই যে, বাকি মাংসগুলি পিপীলিকা দ্বারা ভক্ষিত হইবে। মাংসগুলি নরম হইয়া যাওয়ায় পিপীলিকারা তাহা খাইয়া ফেলে। কিন্তু সন্ধির চারি দিকে যে সকল যোজন-তন্তুগুচ্ছ বিদ্যমান থাকে, সেগুলি অপেক্ষাকৃত দৃঢ় থাকায় পিপীলিকারা সেগুলিকে স্পর্শ করে না; এই কারণে কঙ্কালটী মাংসশূন্য হইয়া পড়ে; কিন্তু সন্ধিবন্ধনীগুলি অক্ষুণ্ণ থাকায় অস্থিগুলি পরস্পরের সহিত সহজ অবস্থার মত সংলগ্ন থাকে, অর্থাৎ সমুদয় কঙ্কালটী প্রায় এক খণ্ডে বর্ত্তমান থাকে।

পিপীলিকাগণকে খাওয়াইবার জন্য ঐ মৃত প্রাণীর দেহটীকে একটী কাচপাত্রে এরূপে রাখিতে হয়, যাহাতে পিপীলিকাগুলি অনায়াসে তাহার ভিতর গমনাগমন করিতে পারে; অথচ অন্য কোন বৃহত্তর প্রাণী তাহার ভিতর যেন প্রবেশ করিতে না পারে। এ জন্য একটী চতুষ্কোণ দীর্ঘাকার কাচের জার (Jar) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জারটীর খোলা মুখ এমনভাবে দেওয়ালে লাগাইয়া রাখা হয়, যেন পিপীলিকা ব্যতীত অন্য কোন কীট-পতঙ্গাদি তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে না পারে।

প্রতিদিন কাচের ভিতর দিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে যে, কঙ্কালটী আবশ্যকমত পরিষ্কার হইয়াছে কি না। ইহা প্রধানতঃ পিপীলিকার সংখ্যার উপর নির্ভর করে; কতক পরিমাণে প্রাণীটার দেহের আয়তন এবং অবশিষ্ট মাংসের উপরও নির্ভর করে। সচরাচর ছোট মৎস্যাদির কঙ্কাল দুই দিনেই বেশ পরিষ্কার হইয়া যায়; বৃহত্তর প্রাণীর কঙ্কাল পরিষ্কার হইতে আরও দুই তিন দিন লাগে।

অনেক সময়ে করোটির অস্থিগুলি পরস্পর হইতে বিভিন্ন করা আবশ্যক হয়; এ স্থলে করোটিটী চার পাঁচ মিনিট জলে ফুটাইলে সীবনীগুলি এত আলগা হইয়া যায় যে, অস্থিগুলি সহজেই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয়।

এই প্রকারে কঙ্কাল পরিষ্কার করা অতি অল্প সময়ে এত সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় যে, অন্য কোনও প্রণালী ইহার সহিত সমতুল্য হয় না। এরূপ কঙ্কাল মাটিতে পুতিয়া অথবা অন্য কোন রকমে পচাইয়া পরিষ্কার করা একবারে অসম্ভব। কারণ, তাহাতে অস্থিগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিগুলি হারাইয়া যাইতে পারে। ঐ কঙ্কাল হাতে করিয়া পরিষ্কার করিতে হইলে অনেক সময়ের আবশ্যক, অথচ ঐরূপে নিখুঁতভাবে পরিষ্কার করা যাইবে না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সদ্যোমৃত প্রাণীর কঙ্কাল প্রস্তুত করিতে এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হইয়াছে। দূরদেশ হইতে প্রেরিত কোন ক্ষুদ্র মেরুদণ্ডীর কঙ্কাল কিরূপে প্রস্তুত করা যাইতে পারে? কোন ক্ষুদ্র মৃত-প্রাণী দূরদেশে প্রেরণ করিতে হইলে তাহাকে স্পিরিট অথবা ফর্ম্মালিনে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। কিন্তু ঐ প্রাণীর দেহের মাংসাদি পিপীলিকা স্পর্শ করিবে না। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, গ্লিসিরিনে রক্ষিত ক্ষুদ্র প্রাণীর দেহ পচিয়া যায় না, অথচ পিপীলিকায় তাহার মাংস ভক্ষণ করে। কিন্তু গ্লিসিরিনে রক্ষিত দেহের মাংস ও বন্ধনীগুলি এত নরম হইয়া যায় যে, পিপীলিকা বন্ধনীগুলি পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলে; ফলে কঙ্কালটী ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে। এ বিষয় পরীক্ষা করিবার সুযোগ না হওয়ায় সবিস্তার কিছু বলা গেল না, তবে তাহা সহজেই পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন), এফ আর এস ই মহাশয়ের সহিত এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কথা হয়। তিনি বলেন যে, এই প্রক্রিয়া বহুদিন আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহার কোন সন্ধান না পাওয়ায় আমি ইহা প্রকাশিত করিলাম।

শ্রীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ

শব্দ-সংগ্রহ

[তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিতের পর]

তৃতীয় উপবিভাগ

অলঙ্কার ও কাপড়

প্রথম পরিচ্ছেদ

গৃহস্থের ব্যবহৃত সোনা রূপার অলঙ্কারাদি

(ক) স্ত্রীলোকের ব্যবহৃত।

সিঁতে পাটী=মস্তকে ব্যবহৃত সোনার জিনিষ।

করোলি=নাকে ব্যবহৃত সোনার জিনিষ।

ফুনফুনি= ঐ ঐ।

নাকছোবি= ঐ ঐ।

(পারসী) মাকড়ী=কানে ব্যবহৃত সোনার জিনিষ।

বালি= ঐ ঐ।

মুড়কি ফুল= ঐ ঐ।

চিক্=গলায় ব্যবহৃত সোনার হার।

চিক্‌মালা= ঐ ঐ।

বিস্‌কুট হার= ঐ ঐ।

মাদুলি=গলায় ব্যবহৃত সোনার মাদুলি।

তক্তি= ঐ ঐ।

তাবিজ= ঐ ঐ।

ছড়া মাদুলি= ঐ ঐ।

অনন্ত=হাতে ব্যবহৃত সোনার জিনিষ।

চুড়ি=হাতে ব্যবহৃত সোনার বা রূপার জিনিষ।

বাজু=হাতে ব্যবহৃত রূপার বা সোনার জিনিষ।

নারিকেল ফুল=হাতে ব্যবহৃত সোনার বা রূপার জিনিষ।

পুঁইছা=হাতে ব্যবহৃত সোনার বা রূপার জিনিষ

বাড়লা= ঐ ঐ।

পলোলি= ঐ ঐ।

বট্‌ফল= ঐ ঐ।

বাতেনা= ঐ ঐ।

বেট্‌—কোমরে ব্যবহৃত সোনার জিনিষ।

বিছে—কোমরে ব্যবহৃত সোনা বা রূপার জিনিষ।

গোট= ঐ ঐ।

বাঁক—রৌপানির্ম্মিত পায়ে ব্যবহৃত জিনিষ।

ছড়া= ঐ ঐ।

কড়া= ঐ ঐ।

আটবাঁকী= ঐ ঐ।

পাইজেব্= ঐ ঐ।

(খ) ছোট ছেলে ও পুরুষ লোকের ব্যবহৃত।

আংটি—সোনার বা রূপার জিনিষ; হাতের অঙ্গুলিতে ব্যবহৃত হয়।

তাবিজ—সোনার তৈয়ারী। গলায় ব্যবহৃত হয়। (ছোট ছেলের জন্য)।

বালা—রূপার, হাতের বাজুতে ব্যবহৃত হয়। (ছোট ছেলের জন্য)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গালিচা ও মাদুর

কালীন—পুরু নক্‌সাদার কাপড়জাতীয় পদার্থ; মেজেতে বিছাইয়া বসিতে দরকার হয়।

শতরঞ্জি = সতরঞ্চ, বিছাইতে ব্যবহার হয়।

গালিচা = খুব নক্সাদার পুরু সতরাঞ্চ।

চটাই = তালপাতার ছোট মাছুর।

(তালাইয়ের কথা পূর্ব্বে ২য় উপবিভাগে দ্বাদশ পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(ক) পাড়াগাঁয়ের কাপড় সম্বন্ধীয় বিভিন্ন শব্দ।

তোলার কাপড় = যাহা মাঝে মাঝে উৎসবের সময় ব্যবহার করা যায়।

আট পৌ'রে কাপড় = সদাসর্ব্বদা ব্যবহার করা যায়।

কোঁচা = সাম্নের 'দিকে কাপড় কুঞ্চিত করিয়া রাখা।

কাঁচ = কোমরে কাপড় বাঁধা।

নেংটি বা কাছা = পিছনে কাছা মারা।

গ্যাংটো, নেংটো = উলঙ্গ।

ডোর্ = কোমরের চারি পাশে একটা লম্বা সরু পাকান সুতা।

কোপ্‌নি = কৌপীন।

গ্যাকড়া, ত্যানা, কানি = ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড।

পিদা = পরিধান করা।

ফেঁড়ানী = ছোট বস্ত্রখণ্ড (ছোট মেয়ে ছেলের পরিহিত)।

ধড়া = ছোট ছেলের পরিহিত মোটা কাপড়।

খাঁড়্‌কো = ছোট মেয়েছেলের পরিহিত কাপড়।

গিলাপ = গায়ের মোটা চাদর।

দেড়পাটী = গায়ের প্রশস্ত চাদর (দুইখানি কাপড় সেলাই করিয়া প্রস্তুত।)

উড়নী = উত্তরীয় চাদর।

লুঙ্গি, তহ্বন = ৪।৫ হাত লম্বা মুসলমানদিগের পরিহিত রঙ্গীন বা শাদা কাপড়।

ধুতি = পুরুষের কাপড়।

শাড়ী = স্ত্রীলোকের কাপড়।

পাছা = সুসজ্জিত মধ্যস্থলে পাড়বিশিষ্ট শাড়ী।

পাড় = কাপড়ের রঙ্গীন প্রান্তভাগ।

আঁচ্‌লা = কাপড়ের দুই ধারের সুসজ্জিত প্রান্তভাগ।

শান্‌কাড়া = ঘোম্‌টা দেওয়া।

জাকেট, গেঞ্জী, পিরান্, পিরহান্, পাঞ্জাবী, কামিজ, কোট } = পুরুষের গায়ের কাপড়

কুর্‌তা = স্ত্রীলোকের গায়ের জামা।

সালুদার কুর্‌তা = লাল বর্ণের কাপড়কে সালু কহে।

কিস্তি টুপি।

পাঁচকলি টুপি।

ইরানী টুপি।

তুর্কী টুপি।

ফ্যাটা, পাগ = পাগ্‌ড়ী।

(খ) কাপড় সেলাই সম্বন্ধীয়

খলিফা, দরজী = যাহারা কাপড় সেলাই করে।

তুরপাই, মোহড়া মারা = মুড়ি সেলাই করা।

বখিয়া=টাঁকিয়া দেওয়া, ভাল করিয়া সেলাইয়ের আগে সাধারণ সেলাই।

রিফু করা—কাপড়ের ছিদ্রকে সুতা দ্বারা সারিয়া ফেলা।

ডাব্‌টা—তালি, পুরাণ কাপড়ে ছিদ্র থাকিলে তাহা সারাকে তালি বা ডাব্‌টা দেওয়া বলে।

খিলিন দেওয়া=বোতামের ঘর সেলাই করা।

পটী—নূতন কাপড়ে তালি দেওয়া।

(গ) কাপড় ধৌত করা সম্বন্ধীয়।

খার্‌=সোডা-মিশ্রিত জল।

সিজেন=সিদ্ধ করা।

কাচা=কাপড় পিটাইয়া ধৌত করা। (অবশ্য যে কোন শক্ত জিনিষের উপর)।

আখুলা—সম্পূর্ণ কাপড়খানি ভাল করিয়া পুকুরের জলে বিস্তৃত করিয়া ধুইয়া লওয়া।

নিচুড়া—নিংড়াইয়া জল বাহির করা।

ম্যালা, মেলে দেওয়া=রৌদ্রে কাপড় বিস্তৃত করিয়া শুকাইতে দেওয়া।

বোল্‌=যে খারে একবার কাপড় সিদ্ধ করা হইয়াছে, সেই খারের যে অবশিষ্ট অংশ, তাহাকে বোল্‌ বলে।

(ঘ) টাকা কড়ি রাখিবার আধার

তুড়া=বস্ত্রনির্ম্মিত লম্বা সরু টাকা রাখিবার আধার।

পোর্‌-উ=টাকা রাখিবার ছোট, থলিবিশেষ।

থলে=টাকা রাখিবার বড় কাপড়ের আধার।

গাঁজ্‌লে=ছেলেপিলেদের কড়ি ও পয়সা রাখিতে ব্যবহৃত হয়।

(ঙ) স্ত্রীলোকের ও পুরুষের মাথায় চুল সাজান সম্বন্ধীয় শব্দ।

(১) স্ত্রীলোকের :—

লুটুন=চুল এক জায়গায় গোছ করিয়া বাঁধা।

আঁচুড়া=আঁচ্‌ড়ান।

কাঁকোই=চিরুনি।

সুঁদা দেওয়া—সুঁদা নামক এক প্রকারের ফল বাঁটিয়া মাথায় লেপিয়া দেওয়া।

ডোরা—রঙ্গীন এক গোছ সুতা (মাথার লুটুনে বাঁধিয়া দেওয়া হয়)।

চুঁটি=চুলের একগোছকে পাকাইয়া দিলে চুঁটি হয়।

হিন্দুয়ানী লুটুন—মাথার পিছন দিকে উপরে বাঁধা লুটুন।

বেল্‌কুঁড়ি—সুঁচের মাথার ডগে নানা প্রকারের ফুলযুক্ত যে কাঠি লুটুনে সাজাইয়া বসাইয়া দেওয়া হয়।

(২) পুরুষের —

বরকামানী=বিবাহকারী বরের মত কামান।

কদমখুঁটী—এমন ভাবে কামান, যাহাতে কদম ফুলের মত দেখিতে লাগে।

ভেড়া কামানি=খারাব (অদক্ষ) নাপিতে ভেড়ার গায়ের রোঁয়ার মত কামাইয়া ফেলিলে ভেড়া-কামানি বলে।

যোল-চোক্কিশে বা ফ্যাশান বা আল্‌বোট কাটা=নীচে ছোট করিয়া, সাম্‌নে বড় করিয়া চুল রাখা। (বোধ হয়, 'আল্‌-বোট্' নামটি 'প্রিন্স এলবার্টে'র নামের অপভ্রংশ)।

নূর রাখা বা সুন্নতী কামান=মুচ্ কামাইয়া দাড়ি রাখা। (হজরত মোহাম্মদ সল্লু আলায়হে সাল্লামকে অনুসরণ করার নাম 'সুন্নত')।

ফ্রেঞ্চ কাটের দাড়ি=পরিষ্কার চাঁছিয়া কামাইয়া সাম্‌নে অল্প করিয়া দাড়ি রাখা।

নেড়া=মাথার চুল পরিষ্কার কামাইয়া ফেলা।

বাবরি রাখা=মাথার চুল না কামাইয়া বড় করিয়া রাখা।

তৃতীয় বিভাগ

মাটি সম্বন্ধীয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মাটির বিভিন্ন প্রকারের নাম

বিন্দে মাটি=যে মাটির রং না-লাল, না-শাদা (এই মাটির দ্বারা পল্লীগ্রামের লোকে প্রায় ঘর লেপিয়া থাকে)।

পলি মাটি বা মেদেমাটি=নদীর স্রোতে যে মাটি আসিয়া নদীর দুই ধারে জমে।

বাউস্ত মাটি=যে মাটির দ্বারা পাড়াগাঁয়ে ঘর করা হয়। (উহা কাল রংয়ের)। দো-জমির মাটিকে বাউস্ত বলে।

এঁটেলে=যে মাটি হলুদে রংয়ের ও আটাল।

আউন মাটি=যে মাটি খুব লাল।

পাঁক মাটি=কাল রংয়ের, উহা পুকুরের তলায় থাকে এবং জমিতে সারের কাজ করে।

কাদান মাটি=বর্ষার সময় জল হইলে জমিতে লাঙ্গল দিয়া জমির মাটি কাদার মত হইলে উহাকে কাদান মাটি কহে।

বেলে মাটি=যে মাটিতে বালি মিশ্রিত থাকে।

খড়িমাটি=যে মাটি শাদা রংয়ের।

দু-আঁশা=না-বেলে, না-মেটেল।

কাঁচকো=জমিতে জল হইয়া উহার মাটি ভিজিয়া গেলে, উহার মাটি পুনরায় শুকাইয়া খোঁচার মত হয় ও তাহার উপর হাঁটিতে পায়ে লাগে, এইরূপ মাটিকে কাঁচ্‌কো কহে।

কুঁচের মাটি=যে মাটি কুঁচেতে তুলে।

রুয়ের মাটি=যে মাটি উই-পোকায় তুলে।

ক্যাকড়া মাটি=যেমাটি কাঁ্যাকড়ায় তুলে।

পিঁপড়ার মাটি=যে মাটি পিঁপড়ায় তুলে।

পাউস্ মাটি=শুষ্ক মাটি প্রথম জল পাইয়া ফুলিয়া উঠিলে তাহাকে পাউস মাটি বলে।

হিঁটেল মাটি=ভূমি চষিবার সময় যে মোটা মোটা ঢিল উঠে।

ল্যাউও=আষাঢ় মাসে আবাদ লাগিয়া যে মাটি কাদার মত থাকে।

ছুচামু মাটি=আবাদ লাগিবার পর যে মাটি শুকাইয়া যায়।

নোনামাটি, কাঁথড়ার মাটি=যে মাটি ঘরের পোঁতায় ২।৫ বছর থাকিবার পর কালো রংয়ের হইয়া যায়।

শালি মাটি=মাঠের আমন ধানের মাটিকে শালি বলে।

মেটেল মাটি=যে মাটিতে কলাই প্রভৃতি ফসল হয়, যার মাটি তত উর্ব্বরা নহে।

বতর মাটি=যে মাটি লাঙ্গলের দ্বারা চষিবার উপযুক্ত।

রেতী=যে জমি নদীর দ্বারা ভরাট হয়, ঐ জমির ভরাট অর্থাৎ ধূলার মত মাটিকে 'রেতী' বলে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জমির বিভিন্ন-প্রকারের নাম

খেত্ বা ভুঁই=জমির সাধারণ নাম।

বাকুড়ে বা কিয়ার=খুব বড় জমি, যাহাতে একসঙ্গে ২।৩ বিঘা হইতে ১৫।২০ বিঘা পর্য্যন্ত জমি থাকে।

কাচি=ছোট ২।৫ কাঠা জমি।

কুঁড়ি=যে জমি বেশী খাল্ (গর্ত্ত)।

শালী=যে জমিতে আমন ধান হয়।

বীচ আড়া=যে জমিতে বীজ ফেলিয়া, সেখান হইতে তুলিয়া লইয়া, অন্য জমিতে পোঁতা হয়।

পাড়্খোলা=পুকুরের পাড় কাটিয়া যে জমি করা হয় (পাড়ের নীচের জমি।)

দোজমি=যে জমিতে দুইবার ফসল হয়।

জোল্জমি বা গোড়েন জমি=যে জমিতে গ্রামের গোঐড় পড়ে। গোঐড়=বৃষ্টির জল যে স্থানের উপর দিয়া বহিয়া গিয়া মাঠেপড়ে, সেই জল ও সেই স্থান-গুলিকে গোঐড় বলে।

মেদে জমি=যার মাটি ভাল (নদীর ধারের জমি)।

মোথো আড়া জমি=যে জমিতে মুথা ঘাস জন্মে।

জুরাল জমি=যে জমি খুব উর্ব্বরা।

স্যাঁচের মুখের জমি=যে জমিতে কখনও ধান মরে না, সহজেই জল তুলিয়া যে জমিতে জল সেচন করা যায়।

মাপাল জমি=যে জমিকে লোকে যত জমি বলিয়া মনে করে, তাহা অপেক্ষা প্রকৃত পক্ষে বেশী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জমির আইলের নাম

হাত আ'ল=যে আ'ল প্রশস্তে খুব সরু, যাহার উপর দিয়া হাঁটা যায় না।

গুণ আ'ল=যে আ'ল প্রশস্ত, যাহার উপর দিয়া মানুষ ছাগল যাতায়াত করে।

খোড় আ'ল=যে আ'লকে দুই ধারে কাটিয়া ফেলিয়া মধ্যস্থানে থাপাইয়া দেওয়া হয়।

বাঁধ আ'ল=জমির জল রক্ষার্থ যে আ'ল বাঁধা হয়।

পগার=যে জমির আ'ল খুব উচ্চ বা পুকুরের যে পাড়ের ধারে জমি আছে, ঐ পাড়কে পগার বলে।

আ'লের ছ্যাঁ=আ'লের যে রাস্তা দিয়া বেশী জল জমিতে থাকিলে মরিয়া যায়।

গুগাল, ভুলুক, ঘোঘ্=আ'লের মধ্য দিয়া যে গর্ত্ত হইলে এক জমির জল আর এক জমিতে গিয়া পড়ে।

ধুমুস্=আ'লের মধ্যে খুব বড় গর্ত্তকে বলে।

চতুর্থ বিভাগ

কৃষিকার্য্যের সাধারণ প্রণালী

প্রথম উপবিভাগ

সার দেওয়া ও চাষ দেওয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

জমিতে সার দেওয়া ও চাষ দেওয়া।

(ক) সার্ = জমির উর্ব্বরতার জন্য যে জিনিষের দরকার।

সারকুড়্, সারগাড়ী — যে গর্ত্তে বাটীর সমস্ত আবর্জ্জনা ফেলান হয়।

আব্জো — আবর্জ্জনা।

পাক = পুকুরের জল মারিয়া তাহার তলায় যে মাটি (কাদা) থাকে, তাহাই জমিতে জোরের জন্য দেওয়া হয়।

খিঁচ্ — গোবর, গোরুর প্রস্রাব ও খড় এক সঙ্গে মিশ্রিত হইলে তাহাকে খিঁচ্ বলে।

(ভেড়ার) লাদি = বিষ্ঠা।

(গোরুর) লাদ্ — বিষ্ঠা, গোবর। এক-কালে একটী গোরু যতটুকু বিষ্ঠা ত্যাগ করিতে পারে, তাহাকে লাদ্ বলে। যেমন—এক লাদ্ গোবর।

(খ) জমিতে চাষ দেওয়া ও মই দেওয়ার কথা ১ম বিভাগে ১ম পরিচ্ছেদে 'লাঙ্গলে' বলা হইয়াছে।

জমিতে চাষ দিবার সময় লাঙ্গলের দুই পাশের গোরুকে নিম্নোক্ত বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয় :—

ডোনোলি = ডান ধারের গোরু।

বোঁয়োলি = বাম ধারের গোরু।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চাষ করিবার সুবিধা অনুসারে গ্রামের লোকের মধ্যে বৎসরের (ঋতু) ও দিনের বিভাগ ও চাষ করিতে ভাত খাইবার হিসাব।—

(ক) পাড়াগাঁয়ে প্রচলিত ঋতু।

খরা = গ্রীষ্ম।

বার্ষে — বর্ষা।

ডাওর, গাজোল — বর্ষার সময় যে দিন খুব জল ও বাতাস হয়।

মিগ = বর্ষার প্রারম্ভকাল, যে সময় জল হইলে চাষের খুব সুবিধা হয়।

বাতাল = যথাসময়ে বর্ষা হইয়া চাষ আবাদের সুবিধা হইলে বাতাল বলে।

জাড় = শীত।

(খ) দিনের বিভাগ।

ঝুঝ্কি = যখন অন্ধকার আছে ও সকাল হইবার পূর্ব্বাভাস সবে মাত্র পাওয়া যাইতেছে।

পাখ্পাখুড়ি ডাকার সময় — ঠিক ভোর বেলা।

বিয়েন = বিভান, সকাল বেলা।

ছেলে খাবার ব্যালা — ছোট ছেলেতে যখন খাইতে চায়, ঠিক ঘণ্টাখানেক বেলা।

বাসি ভাত খাবার ব্যালা = বেলা ৮।৯ টা, যখন ছেলেপিলেতে বাসি ভাত খায়।

জল বা পানি খাবার বেলা — বেলা ১১।১২টা, যখন মুড়ি বা অন্য কিছু খাইয়া পানি (জল) খাওয়া হয়।

পায়ে মাথায় সমান = ঠিক সূর্য্য যখন মাথার উপরে আসে।

গরম ভাতের ব্যালা=বেলা ১২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত।

বেলা চল্‌কান্‌=সূর্য্য ঘুরিয়া পশ্চিম দিকে যাওয়া।

ভাতের বেলা উথুড়া=ভাতের বেলা পার হইয়া যাওয়া।

বেলাপড়া=বৈকাল আরম্ভ হওয়া।

বৈয়লে ব্যালা=বিকাল বেলা।

সাঁজ=সন্ধ্যা।

সাঁজ দেওয়া=পাড়াগাঁয়ের বিশ্বাসে ভূত তাড়াইবার জন্য সূর্য্য ডুবিলে বাড়ীর প্রত্যেক ঘরে প্রদীপ দেখান।

সাঁজ বাঁগুড়া—সাজ বেলা পার হইয়া যাওয়া।

তিনি সাঁজ=সাঁজ বাঁগুড়্‌তে না বাঁগুড়্‌তে অর্থাৎ সন্ধ্যা বেলা পার না হইলেই যে সময়।

মুখআঁধারি=সন্ধ্যা পার হইয়া একটু আঁধার হইলে।

নিমাশাম=সন্ধ্যা হইতে না হইতে।

সজ্ঝিমনি=সন্ধ্যাবেলায় যে তারা সকলের আগে উঠিয়া সন্ধ্যার আগমন ঘোষণা করে।

সাতভেয়ে=সপ্তর্ষিমণ্ডল, এ তারা দেখিয়া গ্রামে রাত্রে সময় ঠিক করে।

ভুল্‌কো=রাত্রি ২।৯ ঘণ্টা থাকিতে ভুল্‌কো (শুক্‌-তারা) উঠিয়া রাত্রি শেষ হইয়াছে ঘোষণা করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চাষের মজুর সম্বন্ধীয়

মুনিষ=মজুর।

মায়্‌নেদার, লাগারে=যে ব্যক্তি গৃহস্থের বাটীতে সমস্ত বৎসর কাজ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট বেতনে মায়্‌নে (মাহিনায়) নিযুক্ত হয়, তাহাকে লাগারে মুনিষ বলে।

ছুটও=যে ব্যক্তি গৃহস্থের বৎসরের মধ্যে যখনই দরকার পড়িবে, তখনই দৈনিক পূর্ব্বনির্দ্ধারিত বেতনে কাজ করিবে বলিয়া স্বীকৃত হয়।

দোপোরে=যে মুনিষ, দিনের মধ্যে সকাল হইতে দুপুর পর্য্যন্ত কাজ করে।

বেয়্‌লে বা বিকেলে=যে মুনিষ প্রায় বেলা ৩টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজ করে।

ঠিকোর্‌ মুনিষ্‌=যাহাদের কোনও সময় নির্দ্দিষ্ট নাই। যাহারা নির্দ্দিষ্ট টাকায় নির্দ্দিষ্ট কাজ করিয়া দেয়।

খাটুনে=খাটিয়া, পরিশ্রম করিয়া জীবিকা উপার্জ্জনকারী ব্যক্তি।

রাখাল=যে মুনিষ গোরু চরায় ও সামান্য সামান্য কাজ করে।

গেঁইটো=রাখালেরা সামান্য মাসিক পারিশ্রমিক লইয়া অন্য লোকের গোরু চরাইয়া দেয়। এইরূপ প্রথাকে 'গেঁইটো লওয়া' বলে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যৌথ কৃষিকার্য্য

গাঁতো=যৌথ কৃষিকার্য্য। কয়েক জন গৃহস্থ এক জায়গায় মিলিয়া কোম্পানীতে কৃষিকার্য্য করে, এইরূপ ভাবে চাষ করাকে গাঁতো বলে।

ত্যাভাগো=গৃহস্থ তাহার জমি অন্য লোককে ভাগে দেয় এবং নিজে শস্যের দুই অংশ লইয়া বাকী তৃতীয় অংশ ঐ লোককে দেয়।

আধাভাগো—উপরোক্ত প্রণালীতে পরস্পর আধাআধি ভাগ করিয়া লওয়া।

ষোলো চোব্বিশে=উপরোক্ত প্রণালীতে গৃহস্থ ১৬ অংশ লয় ও ভাগীদারকে ৮ অংশ দেয়।

লাঙ্গলহালা বা কির্‌যেনে=গৃহস্থ তাহার সুবিধার জন্য তাহার ভাগীদারকে ত্যাভাগোতে জমি দেয়, কিন্তু এ স্থলে গৃহস্থ নিজের গোরু, গাড়ী ও লাঙ্গল ভাগীদারকে দেয়, তজ্জন্য গৃহস্থ সমস্ত জমির খড় পায়।

ভাগারো—যে ব্যক্তি গৃহস্থের জমি উপরোক্ত ভাবে ভাগে করে।

কির্‌যেন্—যে ভাগারো লাঙ্গলহালা লয়।

জোত্—একজন গৃহস্থের সমস্ত জমাজমিকে জোত্ বলে।

দ্বিতীয় উপবিভাগ

জমিতে সার দেওয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিভিন্ন প্রকারের সার

সার সম্বন্ধে ৪র্থ বিভাগের ১ম উপবিভাগে ১ম পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গোরুর গোবরের জ্বালানীরূপে ব্যবহার

ঘষি=গোবর হইতে প্রস্তুত হয়। ইহা গোলাকার ৫।৬ অঙ্গুলি লম্বা, ১ আঙ্গুলি পুরু। ইহার পিঠে ৪।৫টী অঙ্গুলির দাগ থাকে। (তুলনীয় 'চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন,' ২৪২ ও ৩২৫ পৃষ্ঠা)।

ঘুঁটে=মাঠে গোরুর লাদ পড়িয়া আপনি শুকাইয়া গেলে উহাকে ঘুঁটে বলে। কেহ কেহ ঘষিকেও ঘুঁটে বলে।

ঘোঁটো=ঘষি বা ঘুঁটে পুড়িয়া যাইবার পর যে পরিত্যক্ত অংশ থাকে, তাহাকে ঘোঁটো বলে।

গৃহস্থের ব্যবহৃত জ্বালানি :—

খোঁগো=তাল গাছের পাতা কাটিয়া লইলে তাহার গোড়ার অংশ শুকাইয়া গেলে তাহাকে 'খোঁগো' বলে।

বোগো=তালপাতা কাটিয়া লইয়া উহার যে অংশ বাদ থাকে, তাহাকে বোগো বলে।

বাগ্‌ড়ে=তালপাতাকে বলে।

লাকড়া—খাজুরের পাতা সমেত ডাঁটা।

টিয়ে—তালের আঁটি কাটিয়া লইলে উহার খোলাকে টিয়ে বা টিয়া বলে।

কাঁচ্‌কি, কাঁচ্‌কো=শুক্‌না কলাইয়ের গাছের কলাই ছাড়াইয়া লইলে পরিত্যক্ত অংশকে কাঁচ্‌কি বলে।

থাঁড়া=যে তাল গাছে তাল হয় না এবং তালের পরিবর্ত্তে যে পদার্থ বাহির হয়, তাহাকে থাঁড়া বলে।

কাঁড়ি—তাল গাছের খণ্ডিত ক্ষুদ্র অংশ।

চ্যালা কাঠ—ক্ষুদ্র খণ্ডিত কাঠের অংশ।

তুঁষ=ধানের খোসা।

উকলি=গোরুতে ধান সমেত খড় পায়ে করিয়া মাড়িলে পরিত্যক্ত খড়কে উকলি বলে।

তৃতীয় উপবিভাগ

বপন ও রোপণ-কার্য্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

বপনের কার্য্যসম্বন্ধীয়

বীচ্=আগামী বৎসরে বপন করিবার উদ্দেশ্যে মাটির হাঁড়ীতে রক্ষিত ধান।

বীচ্ বুনা=বীচ্আড়া জমিতে ধানের বীজ ছড়াইয়া ফেলান হয়।

বীচ্=ধানের ছোট ছোট চারা।

গুছি=বীজের এক একটা কাঠি।

আঁটি=কতকগুলি গুছি একত্র করিয়া এক জায়গায় বাঁধিলে আঁটি বলে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রোপণ

বীজ মারা=বীজ অন্য জায়গায় পুঁতিবার জন্য তুলিয়া ফেলা।

পুঁতা } —রোপণ করা।
রুয়া }

চতুর্থ উপবিভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিড়েন

নিড়েন—আগাছা, দুব্ড়ো (দূর্ব্বা) ঘাস উপ্‌ড়ান।

পঞ্চম উপবিভাগ

ক্ষেত রক্ষণাবেক্ষণের নিয়ম। ১ম বিভাগ, ৩য় উপবিভাগ, ৩য় পরিচ্ছেদে এই সম্বন্ধে বর্ণনা করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ উপবিভাগ

ধানের শিষ হওয়া, ধানকাটা

প্রথম পরিচ্ছেদ

(ক) ধানের শিষ্ সম্বন্ধীয়:—

গোড়্=শিষ যখন প্রথমে জন্মিয়া আবরণের ভিতর থাকে।

ফুলোন, ধান ফুলোন=যখন শিষ আবরণের ভিতর হইতে বাহিরে আসে।

বেঁশেন, বাঁশান বা বাঁশ দেওয়া=যখন ধানের শিষের ভারে ধানগুলি এদিকে ওদিকে হেলিয়া পড়ে, তখন সেগুলিকে কাটিবার সুবিধার জন্য লম্বা লম্বা বাঁশে করিয়া ঠেলিয়া একমুখ করিয়া দেওয়া হয় বা সমান করা হয়।

(খ) ধান কাটা:—

গোছ, এক গোছ—একেবারে যতগুলি ধানের কাটি হাতে করিয়া ধরিয়া কাটা হয়।

পাই, একপাই—ধান প্রথমতঃ কাটিয়া এক এক সারি করিয়া মাটিতে ফেলাইয়া শুয়াইয়া রাখা হয়, ঐ সারিকে পাই বলে।

গল্লা বা আঁটি—কয়েকটা গোছ একসঙ্গে বাঁধাকে গল্লা বলে।

বিঁড়ে—মাঠে যখন ধান আঁটি বাঁধা অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তখন এক এক আঁটিকে বিঁড়ে বলে। কিন্তু মাটি হইতে যখন ঐ বিঁড়ে উঠাইয়া লওয়া হয়, তখন উহাকে বিঁড়ে না বলিয়া আঁটি বা গল্লা বলে।

ধান তোলা—জমি হইতে ধান তুলিয়া লইয়া যাওয়া।

ছোট্ট—ধান বোঝা করিয়া বহিবার জন্য খড়ের দড়ি। (পুর্ব্বে বলা হইয়াছে।)

গাদ্, গাদ্ দেওয়া—এক জায়গায় ধানের আঁটিগুলিকে গাড়ীতে বহিবার জন্য জমা করা।

(গ) শিষ্ কুড়ান,—

শিষ্ কুড়ুনো—জমি হইতে ধান তুলিয়া লইলে পরিত্যক্ত শিষগুলি কুড়াইয়া লওয়া।

টুঙ্গে লওয়া—চুরি করিয়া মাঠের জমি হইতে ধানের শিষ কাটিয়া লওয়া।

সপ্তম উপবিভাগ

ধান ঝাড়া সম্বন্ধীয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধান ঝাড়িবার স্থান

খামার=ধান ঝাড়িবার স্থান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ধানের ডাঁটা সম্বন্ধীয়

৬ষ্ঠ উপবিভাগের ১ম পরিচ্ছেদের খ অংশে ধানের গোছ, গল্লা বর্ণনা করা হইয়াছে।

শিষ—ডাঁটার শেষে মাথার দিক্, যেখানে ধান থাকে।

নাড়া—ধান কাটিয়া লইলে ধানের গাছের যে অংশ পরিত্যক্ত রহিয়া যায়।

ডাঁটা—এক একটা ধানগাছের কাঠি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ধান ঝাড়া সম্বন্ধীয়

জাঁত বেঁড়ে= ধান মাঠ হইতে আনিয়া তৎক্ষণাৎ ডাঁটা হইতে পিটাইয়া ঝরাইয়া লওয়া।

ভুড়—কয়েক আঁটি খড়কে এক জায়গায় দুমড়াইয়া বাঁধিয়া একটু উচু করা।

ধানবেড়ে পাটা—যে তক্তা ভুঁড়ের উপর রাখিয়া ধান বেড়েন হয়।

ধান বেড়েন বা ঠাঙ্গান—ধান ঝাড়ান।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

খামারে ধানের অন্যান্য অবস্থা

কুড়, পালোই—এক জায়গায় অনেক খড় বা ধান সহ খড় স্তূপীকৃত করিয়া রাখা।

খড় কাড়া—কুড় হইতে এক গল্লা খড় টানিয়া বাহির করা। [কাড়া—ভিতর হইতে বাহির করা; যেমন 'ছাই কাড়া'—উনান হইতে ছাই বাহির করা। গোয়াল কাড়া—গোবর বাহির করিয়া গোয়াল পরিষ্কার করা। রা কাড়া—কথা বলা, রা—কথা।]

রাস্—বেড়েন ধান খামারে এক জায়গায় জমা করিলে তাহাকে রাস্ বলে।

পাট্ করা বা পালা দেওয়া—রাস্ হইতে আস্তে আস্তে ঝাঁটা দ্বারা খড়কুটা ফেলাইয়া দেওয়া।

কুটুরি, শিষোড়া—ধান ঝাড়িবার (বেড়েবার) সময় যে সব ধানের কাঠি আঁটির বাহিরে পড়িয়া থাকে এবং ঐগুলিকে এক জায়গায় জমা করিয়া রাখা হয়, সেই কাঠিগুলিকে শিষোড়া বলে।

শিষোড়া মাড়া—সমস্ত শিষোড়া এক জায়গায় করিয়া কয়েকটা গোরুকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া তাহার উপর হাঁটান হয়। তাহাতে ধান ঝরিয়া যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ধানে বাতাস্ দিয়া পরিষ্কার করা

কুলো দেওয়া—কুলো দিয়া বাতাস করিয়া খড় ধুলা উড়াইয়া দিয়া পরিষ্কার করা।

আগড়া, মথ্রা—যে সব ধানের ভিতর দানা থাকে না, বাতাস পাইলে উড়িয়া যায়।

অষ্টম উপবিভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

জল সেচনের ব্যবস্থা

দুনী—জল সেচনের যন্ত্রবিশেষ।
ক—এঁকা।
খ—এঁকে, এঁখা।
গ—থাঁত।
ঘ—আঁকুড়ো।
ঙ—আঁকুড়োর দড়ি।
চ—ভাত্‌ড়া।
ছ—মাল ভারা।
জ—দুন, দুনী (দ্রোণী)।
ঝ—মাদা, মাদাগাড়ী, পোয়া. পোঁতা, পোড়া, পৈঁড়ো।
ঞ—ধোজি।
ট—পাউটি।
ঝাঁকানি—উত্তোলিত জলের পতনস্থান।
ড—ডাঁড়া, নালা।
ন—বিষম গাড়া (গাড়ী—গর্ত্ত)। যাতের অগ্রভাগের পতনস্থানকে বিষমগাড়ী বলে।
ত—ভুঁই—শস্যক্ষেত্র।
থ—সারির হাঁড়ি। এক পুষ্করিণীতে একাধিক দুনী বহিলে (দুনিদ্বারা জল তুলিলে) যদি দুনির অধিকারী এক ব্যক্তি না হইয়া পৃথক্ পৃথক্ গৃহস্থ হন, তাহা হইলে প্রত্যেকের জমিতে সমান পরিমাণ জল দিবার জন্য সময়নির্দ্দেশক কোনও যন্ত্রের আবশ্যক। পল্লীগ্রামে কৃষকেরা একটী মৃৎপাত্র পূর্ণ করিয়া, তাহার তলদেশে একটী সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া, ঐ ছিদ্র-মধ্যে একটী খড় গুঁজিয়া দেয় এবং পাত্র হইতে জল ঐ খড় বহিয়া পড়িতে থাকে। পাত্রটী জলশূন্য হইতে এক, কি দেড় ঘণ্টা লাগে। এইরূপে উহা ঘড়ির কার্য্য করে।
ঝাঁক—একবার যতটুকু জল দুনী দ্বারা উত্তোলিত হয়।
শ্যাবা—এঁকার নিকট যে স্থানে দুনী মাটিতে সংলগ্ন থাকে, সেই স্থানকে শ্যাবা (শয্যা) বলে।
দুনী বহা, বয়া—দুনীদ্বারা জল তোলা।
হেঁয়ালী প্রশ্ন :—

বার হাত বল্‌দা তের হাত শিং
বল্‌দা নাচে ধা তিং তিং

উত্তর :—দুনী।

ষষ্ঠ বিভাগ

কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় বৎসর ও দিনের বিভাগ

(চতুর্থ বিভাগে ১ম উপবিভাগে ৩য় পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে)।

সপ্তম বিভাগ

গোরু ও অন্যান্য পারিবারিক জন্তুর বিভিন্ন প্রকারের নাম

প্রথম পরিচ্ছেদ

(ক) গোসংক্রান্ত শব্দ ও গোরুর নাম।
গোরু—গোজাতির সাধারণ নাম।
গাই—গাভী।
লাঙ্গলা গোরু, বলদ—জমি চাষের জন্য গোরু।
ষাঁড়—হিন্দুরা যে পুরুষজাতীয় গোরুকে ধর্ম্মের জন্য ছাড়িয়া দেয়।

পাটু দেওয়া—পুরুষজাতীয় ছাগল, কি বলদের মুষ্ক ছেদন করা।

(খ) গোরুর নাম :—

হেঁয়ালী—

শ'য়ে ফেলে হাজারে হাঁসা
পিয়ালা মারে নিন্,
গোরু চিন্ বা না চিন্,
শাম্ পিয়ালা ধলে খুঁটি কিন্।

মেনা শিঙ্গে—যে গোরুর শিং লড়ে (নড়ে)।

পিয়ালা—যে গোরুর রং লাল।

হাঁসা—যে গোরুর রং ফ্যাকাসে।

বোরা—যে গোরুর রং শাদার উপর মসিনার ফুলের মত।

বুগ্দা—খুব বড় নাভি ঝুলান (ভাগলপুরী গোরু)।

শিক্টানা—যে গোরু পিছনের পা টানিয়া রাস্তায় চলে।

ময়ূরশিঙ্গে—যাহার শিং সোজা অথচ পিছনের দিকে একটু বাঁকান।

লেজচুম্রা, ঝাঁজচুম্রা—যে গোরুর লেজে কালোর উপর শাদা গোপাল্চি (লেজের চুল)।

পেটুপাগ্‌রা—যে গোরুর সমস্ত কাল, পেট শাদা।

শুয়োরখুরো—যার পায়ের খুর শাদা।

সুবর্ণখুরো—যার খুর কাল।

বাগাফোট্‌কে—কালোর উপর চিতা ফোটা (শাদা শাদা দাগ)।

চটোই পিয়ালা—যে গোরুর শিং, মাথা ও দাড়ী লাল।

মাটিপিয়ালা—যে গোরুর রং মাটির মত ধূসর বর্ণ।

গুড়পেয়ালা—যে গোরুর রং গুড়ের মত লাল।

নাগ(নাগ)ফেণী—যে গোরু অনবরত জিহ্বা সাপের মত বাহির করিয়া নাকে ঢুকায়।

ঘড়্‌ঘড়ে—যে গোরুর পিঙ্গাশ ব্যারাম হয়। (পিঙ্গাশ—নাক ঘড়ঘড় করা)।

সাতুল—যার দাঁত সাতখান।

ছ-ঘোরে—যার দাঁত ছয়খান।

ন-ঘোরে—যার দাঁত নয়খান।

স্বর্গপাতালে—যার একটি শিং উপরে ও অপর শিং নীচের দিকে থাকে।

মুনিজ্বলা—যার শিং আঁধার রাত্রিতে

মেড়াশিঙ্গে—যে গোরুর পুরুষজাতীয় ভেড়া বা মেড়ার (পাঁটার) মত শিং।

হনুনেজা—যার লেজ হনুর মত লম্বা।

হোঁটুনেজা—যার লেজ হাঁটুর উপরে থাকে।

শিয়ালনেজা—যার লেজ শিয়ালের মত মোটা ও রোমশ।

দাঁতা—যার দাঁত বাহির করা হইয়াছে।

আ-দাঁতা—যার দাঁত বাহির হয় নাই।

কপাল্চিতে—যার কপালে কালোর মধ্যে শাদা ফোটা দাগ থাকে।

অনপাঁজরে, উনপাঁজরে—যার পাঁজর নাই।

নুড়োপাঁজরে—যার পাঁজরে অর্দ্ধেক হাড় আছে, অর্দ্ধেক নাই।

সোনাপাঁজরে—যার পাঁজর একটু বসান।

কেলে—যার রং কাল।

ধোলে—যার রং শাদা।

শ্যামলা—মসিনার ফুলের মত রং।
খাড়শিঙ্গে—যার শিং সরল ও উন্নত।
মাগুরশ্যামলা—যার রং মাগুর মাছের মত।
ফ্যাটাশিঙ্গে—যার শিং দুইটি দুই বিভিন্ন দিকে গিয়াছে।
আবোর—যে বাছুর গোরু এখনও গাড়ী ও লাঙ্গল টানিতে অভ্যস্ত নহে।
ছত্রভাঙ্গা—যার ঝুঁটি ডান দিকে ভাঙ্গা থাকে।
মানুষটেঙ্গী—যার পিছনের পা দুইটা মানুষের মত সোজা।
পেপে—যার পিঠে সিঁতি-কাটার মত থাকে।
বাছুর—গাভীর স্ত্রীজাতীয় শাবক।
বকুন—গাভীর পুরুষজাতীয় শাবক।
গোরু দুঁয়ান—বকুন গোরুকে লাঙ্গল বহাইতে অভ্যস্ত করান।
গাই দুয়ান—গাভীর দুগ্ধ দোহন করা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছাগলের নাম

হালুয়ান—ছোট ছাগলের স্ত্রীজাতীয় বাচ্চা।
খাচ্ছি, খাশি—ছোট বা বড় পুরুষজাতীয় ছাগল।
ধাড়ী—বড় স্ত্রীজাতীয় ছাগল।
রামছাগল—খুব বড় পুরুষজাতীয় ছাগল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুরগির নাম

মুরগি—স্ত্রীজাতীয়।
মোরগ—পুরুষজাতীয়।
কুড়ুকে—যে মুরগি ঘর হইতে বাহির হয় না।
তির্‌তিরে—যে মুরগি তির্‌তির্ করিয়া ডাকে।
কাশ্‌সী—যে মুরগি ধূসর বর্ণের।
বাগাফোট্‌কে—যে মুরগির গায়ে মাঝে মাঝে শাদা দাগ আছে।
ফোট্‌কে—যে মুরগির রং শাদা।
লুটুনে—যার মাথায় স্ত্রীলোকের মত লুটুন আছে।
কোলং—যে মুরগি আকারে ছোট।
জিঁজিরে—যার গায়ে শাদা কালো রংয়ের সরলরেখার মত হইয়া থাকে; ঠিক যেন জিঞ্জির (শিকলের) মত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গোরুর খোরাক

মাড়—ভাত সিদ্ধ করিবার পর পরিত্যক্ত ঘন জলের মত পদার্থ—ফেন।
চোলুনি—(চাউল+পানি) ভাত রাঁধিবার জন্য চাউল ধুইয়া যে জল ফেলাইয়া দেওয়া হয়।
খোল—খইল।
গুমা, দেধানা—এক প্রকার লম্বা ইক্ষুবৎ গাছ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া গোরুকে খাওয়ান হয়।
ছানি, শানি—খড়ের খণ্ডিত অংশ।
দুব্‌ড়ো—দুর্ব্বাঘাস।
জোয়ুলি—গোরুর খোরাকবিশেষ।
গুঁড়ো—চাউলের খোসার গুঁড়া ও চাউলের গুঁড়া।
ভুষি—কলাইয়ের খোষা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গোচারণক্ষেত্র

বাথান—মাঠের যে পতিত বা ডাঙ্গা জায়গায় সাধারণতঃ গোরু একত্রিত হইয়া বিচরণ করে।

পাড় বা ডাঙ্গা—পুকুরের পাহাড়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গোরু চরাইবার পারিশ্রমিক ও খাজানা

জমা—গৃহস্থ নিজের গোরু চরাইবার জন্য অপর লোকের বা জমীদারের কোনও পতিত জায়গা বা পাড়ের ঘাস যে নির্দ্দিষ্ট খাজানায় বন্দোবস্ত করিয়া লয়, ঐ খাজানাকে 'জমা' বলে।

গেঁইটোর পয়সা—রাখালেরা সামান্য মাসিক পারিশ্রমিক লইয়া অন্য লোকের গোরু চরাইয়া দেয়। এইরূপ প্রথাকে 'গেঁইটো' বলে ও উহাতে প্রাপ্ত পয়সা গেঁইটোর পয়সা। (পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গোরুর থাকিবার স্থান

গুয়াল্—গোশালা। (রাত্রে এই ঘরে গোরু বাঁধা হয়)।

চালা—দিনের বেলায় উপরে আবরণ-(চাল)বিশিষ্ট খোলা জায়গায় এগুলিকে বাঁধা হয়।

পাত্না বা ডুনা—গোরুর খাইবার আধার (পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)।

গোঁজ—যে বংশদণ্ড মাটিতে বসাইয়া উহাতে গোরু বাঁধা হয়।

কাঠের তৈয়ারী { ধুমুষ—দুর্মুষ (গোঁজ বসাইবার জন্য ঢিটেল মাটি ভাঙ্গিতে ব্যবহৃত হয়।)
খুটবেড়ে—ঘরের মেজে পিটাইয়া সমান করিতে ও গোঁজ বসাইতে দরকার হয়।

খোয়াড়—ছাগল বা গোরু চরিবার সময় অপরের জমিতে লাগিলে আগোল্-দারেরা উহা ধরিয়া খোয়াড়ে আবদ্ধ করিতে দেয় ও বিনা পয়সায় অধিকারীকে গোরু ছাড়িয়া দেওয়া হয় না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গোরু ও ছাগলের ব্যবসায়ী।

পাইকের—যে গোরু ও ছাগলের ব্যবসা করে।

পাইকেরি—গোরু ছাগলের ব্যবসা।

ফড়ে—যে একই জায়গায় গোরু বিক্রয়ের স্থানে তখনই কিনিয়া অল্প লাভে আর একজনকে বিক্রয় করে। যে ব্যক্তি গোরু ব্যতীত অন্যান্য সকল জিনিষেরই দাম করে, কিনিবার বেলায় সুবিধা দরের জিনিষগুলি কিনিয়া তৎক্ষণাৎ বিক্রয় করে।

নবম পরিচ্ছেদ

গোরুর দুধ হইতে তৈয়ারী জিনিষের নাম।

দুদ্—সাধারণ দুগ্ধের নাম।

দোই, দই—দুগ্ধ হইতে তৈয়ারী খাইবার পদার্থবিশেষ।

ঘোল—দুগ্ধ হইতে তৈয়ারী খাইবার পদার্থবিশেষ।
কাঁজি— ঐ ঐ।
সর—দুধ জ্বাল দিলে তাহার উপরের পুরু অংশ।
গাওয়া ঘি—খাঁটি গব্য ঘি।
ঘোরুটে ঘি—যে ঘি গোয়ালার বাড়ীতে তৈয়ার নহে, গৃহস্থের নিজের ঘরের তৈয়ারী।
ছানা—দুগ্ধ হইতে তৈয়ারী খাইবার পদার্থবিশেষ।
পনীর— ঐ ঐ।
মাখন—ঐ ঐ।
দুধ আওটান্—দুধে জ্বাল দেওয়া।
দুধে বলোক্ উঠা—দুধ জ্বাল দিলে যখন টগ্‌বগ্ করে।
পান্‌সে দুধ—যে দুধে জলের ভাগ বেশী।

অষ্টম বিভাগ

শ্রমজীবীদিগের বেতন সম্বন্ধীয়।

মজুরি—শ্রমজীবীর দৈনিক পারিশ্রমিক।
দাদন—অগ্রিম পারিশ্রমিক।
বেগার— বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করা।
মায়্‌নে—মাহিনা (স্থায়ী পারিশ্রমিক)।
দরমা—মাসিক বেতন।
বানি—তাঁতি, স্বর্ণকার ও অন্যান্য ব্যবসায়ীরা জিনিষ লইয়া কাজ করিয়া দেয় ও পারিশ্রমিকস্বরূপ কিছু লয়। ইহাকে বানি বলে।

(ক্রমশঃ)

মোল্লা শ্রীরবীউদ্দীন আহ্‌মদ্

দীন চণ্ডীদাস *

সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর ১৫৫, ২৭৩, ৪৬১, ৪৮৪, ৪৯০, ৫১৫ প্রভৃতি সংখ্যা-নির্দ্দিষ্ট পদে আমরা "দীন" চণ্ডীদাসের ভণিতা দেখিতে পাই। ৪৮৩ ও ৫২২ সংখ্যা-নির্দ্দিষ্ট পদে "দীনক্ষীণ" চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে এবং ৬২৬ সংখ্যক পদে "দীনহীন" চণ্ডীদাসের ভণিতা দৃষ্ট হয়। ২, ২৭, ৩০, ৩২ প্রভৃতি সংখ্যক পদে "দ্বিজ" চণ্ডীদাসের, ২৯১ ও ৩৮৩ সংখ্যক পদে "কবি" চণ্ডীদাসের এবং ১৮৬ ও ৮১৫ সংখ্যক পদে "আদি" চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত "চণ্ডীদাস", "বড়ু চণ্ডীদাস" ও বাসলীসেবক চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পদ অনেক আছে। অতএব আমরা চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস, আদি চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, দীনক্ষীণ চণ্ডীদাস, দীনহীন চণ্ডীদাস, কবি চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস এবং বাসলীগণের চণ্ডীদাস প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের ভণিতাযুক্ত পদ পাইতেছি। ইহা একই ব্যক্তির ভিন্ন আখ্যা, কি ইহার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিশিষ্টতা সূচিত হইতেছে, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। কৃষ্ণকীর্ত্তনে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত প্রকার ভণিতা পাওয়া যায়,—

> বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গায়।—২৬৪ পৃঃ।
> গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে।—২৬৫ পৃঃ।
> বাসলী-চরণ শিরে বন্দিআঁ।
> গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।—৮০পৃঃ।

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বাসলীসেবক চণ্ডীদাস ও বড়ু চণ্ডীদাস অভিন্ন ব্যক্তি। আর একটী প্রয়োজনীয় কথা এই যে, কৃষ্ণকীর্ত্তনে দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, আদি চণ্ডীদাস প্রভৃতি ভণিতাযুক্ত একটী পদও পাওয়া যায় না। অতএব কৃষ্ণকীর্ত্তন দৃষ্টে আমরা বড়ু চণ্ডীদাস ও বাসলীগণের চণ্ডীদাসকে অভিন্ন ব্যক্তি ধরিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি। সম্প্রতি এমন একখানা খণ্ডিত গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, যাহা পাঠ করিয়া আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে, এই দীন চণ্ডীদাস অথবা দীনক্ষীণ চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস অথবা বাসলীসেবক চণ্ডীদাস হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। আজ এই প্রবন্ধে আমরা সেই গ্রন্থ সম্বন্ধেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথির মধ্যে এই দীন চণ্ডীদাসের রচিত একখানা বৃহৎ গীতিকাব্যের অংশবিশেষ সংগৃহীত আছে। উক্ত ২৩৮৯ নম্বরের পুথিতে প্রথমতঃ বিভিন্ন প্রকারের কয়েকখানা পত্রে চণ্ডীদাসের বিরচিত কতকগুলি পদ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার শেষভাগে দীন চণ্ডীদাসের রচিত একখানা বৃহৎ পদকাব্যের নিদর্শন-

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩২শ বর্ষের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

স্বরূপ ২১টি পত্র সন্নিবিষ্ট আছে। আজ আমরা সেই শেষ অংশটা লইয়াই আলোচনা করিতেছি। ইহার পত্রসংখ্যা—১-৫, ২০১-২০২, ২১৩-২১৫, ২৩৩, ৩৬২-৩৬৪, ৩৭৩, ৩৭৮, ৬৯০-৬৯১, ৭১২-৭১৩, এবং ৭৫০ = মোট পত্রসংখ্যা ২১ মাত্র।

এই ২১ পত্রে নিম্নলিখিত সংখ্যা-নির্দ্দিষ্ট পদ আছে :—

১-৫ পত্রে ৪৮০-৪৯৫ = ১৬ পদ

২০১-২০২ পত্রে ৬২৭-৬৩৩ = ৭ পদ

২১৩-২১৫ পত্রে ৬৬২-৬৭১ = ১০ পদ

২৩৩ পত্রে ৭২২-৭২৫ = ৪ পদ

৩৬২-৩৬৪ পত্রে ১০৪৫-১০৫১ = ৭ পদ

৩৭৩ পত্রে ১০৭৭-১০৭৯ = ৩ পদ

৩৭৮ পত্রে ১০৮২-১০৮৩ = ২ পদ

৬৯০-৬৯১ পত্রে ১৮৬১-১৮৬৪ = ৪ পদ

৭১২-৭১৩ পত্রে ১৯০৩-১৯০৬ = ৪ পদ

৭৫০ পত্রে ১৯৯৯-২০০১ ॥ ৩ পদ

অতএব এই ২১ পত্রে ক্রমিক সংখ্যা-নির্দ্দিষ্ট ৬০টী পদের নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার সবগুলি পদই সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যাইতেছে না। কোন কোন পত্রে কোন পদের কেবলমাত্র শেষ চরণ এবং তৎপর ঐ পদের ক্রমিক নম্বর লিখিত আছে; আবার কোন কোন পত্রে একটী পদের অধিকাংশ সন্নিবিষ্ট থাকিলেও তাহার শেষ চরণ ও পদসংখ্যা নাই। তথাপি ইহা বলা যাইতে পারে যে, আমরা প্রায় ৬০টী পদের নমুনা পাইতেছি।

আমরা বিচার করিয়া দেখিলাম যে, এই ২১ পত্র আবার একখানা পুথি হইতে সংগৃহীত হয় নাই; ইহার দ্বারা দুইখানা পুথির অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়। পূর্ব্বোক্ত তালিকা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, প্রথম পত্রেই ৪৮০ নম্বরের পদ রহিয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, এই ১ম পত্র একখানা বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১ম পত্র মাত্র, তাহার প্রথম খণ্ডে ৪৭৯ পদ ছিল। ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের পুথির ১-৫ পত্র পর্য্যন্ত আমরা এই স্থানে পাইতেছি। তৎপর ২০১ হইতে ৭৫০ সংখ্যক পত্রের মধ্যে যে ১৬ পত্র পাওয়া যাইতেছে, তাহা আর একখানা ভিন্ন পুথির অংশ মাত্র এবং সেই পুথিও দীন চণ্ডীদাসের রচিত ঐ বৃহৎ গীতিকাব্যের নিদর্শন প্রদান করিতেছে। ২০১ নম্বরের পত্র হইতে আর একখানা পুথির অস্তিত্ব কি প্রকারে জানা যাইতেছে, এখন তাহাই বলিতেছি। ২০১ নম্বরের পত্রে ৬২৭ সংখ্যক পদ শেষ হইয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, এই পুথির প্রথম ২০০ পত্রে ৬২৬টী পদ ছিল। কিন্তু ১ নম্বরের যে পত্র আমরা পাইতেছি, তাহাতে ৪৮০ নম্বরের পদ পাওয়া যায়। যদি এই ১ নম্বরের পত্র দ্বিতীয় পুথির প্রথম পত্র হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, ইহার ১ হইতে ২০০ পত্রে মাত্র (৬২৭—৪৮০ =) ১৪৭টী পদ ছিল, অর্থাৎ প্রত্যেক

পত্রের দুই পাতায় গড়ে একটা পদও সম্পূর্ণরূপে লিখিত হয় নাই। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, গড়ে প্রত্যেক পত্রে তিনটী করিয়া পদ আছে। এই হারে ২০০ পত্রে প্রায় ৬০০ পদ ছিল বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে। তাহার স্থানে মাত্র ১৪৭ পদ হইলে ঐ পদগুলি অতিশয় দীর্ঘ ছিল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যে ৬০টি পদ আমরা পাইতেছি, তাহার কোনটীই এত অধিক দীর্ঘ নয় এবং এই ১৪৭টী পদের মধ্যে যে ১৬টী প্রথম পাঁচ পত্রের মধ্যে পাওয়া যাইতেছে, তাহাও নাতিদীর্ঘ। অতএব লুপ্ত অন্যান্য পদগুলির অতিশয় দীর্ঘতার ধারণা আমরা করিতে পারি না। তারপর পত্রগুলির আয়তন, ছত্রসংস্থান-প্রণালী ও হস্তাক্ষর দেখিয়াও দুইখানা পুথির অস্তিত্ব জানা যাইতে পারে।

১ম হইতে ৫ম পত্র প্রত্যেকে আয়তনে ১৩"×৫"। ২০১ হইতে ৭৫০এর মধ্যবর্ত্তী অবশিষ্ট ১৬ পত্র প্রত্যেকে আয়তনে ১৩½"×৬"। ছত্রসংস্থান-প্রণালীও বিভিন্ন প্রকারের—প্রথম পত্রে ১২ পঙ্‌ক্তি : ইহা তিন ভাগে বিভক্ত, তাহার প্রত্যেক ভাগে ৪ পঙ্‌ক্তি করিয়া আছে। এইরূপ ছত্রবিন্যাস ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হয়। ইহার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় এক সঙ্গে লিখিত ১১ পঙ্‌ক্তি, তৎপর সর্ব্বনিম্নদেশে এক পঙ্‌ক্তির অর্দ্ধেক মাত্র পাওয়া যায়। ২০১নং পত্রে তিন ভাগে বিভক্ত ১১ পঙ্‌ক্তি ; তাহার প্রথম ও শেষ ভাগে তিন পঙ্‌ক্তি করিয়া, এবং মধ্যভাগে ৫ পঙ্‌ক্তি। ২০২নং পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম ও শেষ ভাগে তিন পঙ্‌ক্তি করিয়া, এবং মধ্যভাগে ৪ পঙ্‌ক্তি মাত্র, কিন্তু ইহার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ছত্রবিন্যাস ২০১নং পত্রের ন্যায়। ২১৩নং পত্র ২০১নং পত্রের ন্যায় ; ২১৪নং পত্রের প্রথম পৃষ্ঠার শেষ ভাগে ৪ পঙ্‌ক্তি আছে, অন্য দুই ভাগ ২০১নং পত্রের ন্যায়। ২১৫ ও ২৩৩ নং পত্র ২০১ নং পত্রের ন্যায়, কিন্তু ৩৬২নং পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম ও শেষ ভাগে তিন পঙ্‌ক্তি করিয়া, আর মধ্যভাগে ৪ পঙ্‌ক্তি মাত্র। দ্বিতীয় পৃষ্ঠার তিন ভাগেই তিন পঙ্‌ক্তি করিয়া আছে। অন্যান্য পৃষ্ঠার ছত্রবিন্যাসও প্রায় এই প্রকারের। বাহুল্য ভয়ে তাহা উল্লেখ করা গেল না। ১ম হইতে ৫ম পত্রের হস্তাক্ষরের সঙ্গে অবশিষ্ট ১৬ পত্রের হস্তাক্ষরের সামঞ্জস্য নাই।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ১ম হইতে ৫ম পত্র একখানা পুথি হইতে এবং ২০১ হইতে ৭৫০ পত্রের মধ্যবর্ত্তী ১৬ পত্র অন্য একখানা পুথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ২০১নং পত্রে ৬২৮ সংখ্যক পদ পাওয়া যায়। প্রত্যেক পত্রে গড়ে ৩টী পদ আছে ধরিয়া লইলে ২০০ পত্রে প্রায় ৬০০ পদ হয়। কিন্তু ২০১ পত্রে আমরা ৬২৮ সংখ্যক পদ পাইতেছি। অতএব ২০০ পত্রে মাত্র ২৮ পদের বিভিন্নতা ধর্ত্তব্য নহে। কাজেই আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি যে, যে পুথি হইতে ২০১ হইতে ৭৫০ নং পত্রের মধ্যবর্ত্তী ১৬ পত্র সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা এক বিরাট পুথির আকারে লিখিত হইয়াছিল ; ঐ পুথির প্রথম পৃষ্ঠায় এই গীতিকাব্যের প্রথম পদ ছিল। কিন্তু ১ম হইতে ৫ম পৃষ্ঠা যে পুথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা দুই খণ্ডে লিখিত হইয়াছিল ; তাহার প্রথম খণ্ডে ১ হইতে ৪৭৯ পদ ছিল ; দ্বিতীয় খণ্ড ৪৮০ সংখ্যক পদ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

৭৫০ পত্রে আমরা ২০০১ সংখ্যক পদ পাইতেছি। অতএব বুঝিতে হইবে যে, এই বিরাট গীতিকাব্যে দুই হাজারেরও অধিক পদ ছিল। পরিষৎ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে ৮৩০ পদ, এবং উহার পরিশিষ্টে ৯ পদ আছে; কৃষ্ণকীর্ত্তনে মাত্র ৪১৯টী পদ আছে; বিদ্যাপতির পদসংখ্যা প্রায় ৯০০ মাত্র। অতএব দেখা যাইতেছে যে, দীন চণ্ডীদাসের এই গীতিকাব্যে যতগুলি পদ ছিল, তাহা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের প্রকাশিত পদাবলীর পদসংখ্যার প্রায় সমান। ইহা হইতেই এই মহাকাব্যের বৃহত্ত্ব অনুমান করা যায়।

আমরা যে ৬০টী পদ পাইতেছি, তাহার মধ্যে ৪৮৬,৪৮৭, ৪৯১, ৬৩২,৭২৫, ১০৪৮, ১০৫৫, ১০৭৮, ১৮৬৩, ১৯০৪, ১৯০৬ ও ১৯৯৯ সংখ্যক পদে দীন চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া যায়; এবং ৬৩০, ১০৭৭, ১৮৬১ সংখ্যক পদে "দিন খিন" চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে। অন্যান্য পদে শুধু "চণ্ডীদাস" বলিয়াই ভণিতা দেওয়া হইয়াছে, কেবল মাত্র দুইটী পদে কোন প্রকার ভণিতা নাই। কিন্তু ইহার কোন পদেই আমরা "বড়ু চণ্ডীদাস" অথবা বাসলীসেবক চণ্ডীদাসের ভণিতা পাইতেছি না। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, এই দীন চণ্ডীদাস, "বড়ু চণ্ডীদাস" বা বাসলীসেবক চণ্ডীদাস হইতে ভিন্ন ব্যক্তি।

এই গীতিকাব্য, কৃষ্ণকীর্ত্তনের ন্যায় একটা ধারাবাহিক আখ্যায়িকা লইয়া রচিত হইয়াছিল। প্রথম পত্রের পার্শ্বে "পিরিতি-পাড়া" লেখা রহিয়াছে; ইহাতে বুঝা যায় যে, এই স্থান হইতে একটা নূতন পালা আরম্ভ হইয়াছিল; যেমন কৃষ্ণকীর্ত্তনে "দানখণ্ড," "নৌকাখণ্ড" প্রভৃতি। প্রথম দুইটা পদ পীরিতের প্রকৃতি সম্বন্ধে রচিত। তৃতীয় পদ (৪৮২ সং) হইতে নিম্নলিখিত প্রকার আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে। ব্যাসদেব পুরাণ রচনায় কৃষ্ণকে কল্পবৃক্ষের ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে শাখা প্রশাখার বর্ণনাও আছে, কিন্তু তাহাতে যে প্রেম-ফল প্রসূত হইয়াছিল, সেই ফল আস্বাদনের বর্ণনা পূর্ব্বে কেহই করেন নাই। ইহা ভাবিয়া তিনি সর্ব্বপুরাণের সার "দশম" রচনা করিলেন। গোলোকের কল্পবৃক্ষে সেই প্রেম-ফল প্রসূত হইয়াছিল। তাহা আস্বাদনের জন্য দেবগণ বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা পরামর্শ করিয়া এক শুকপাখীকে ঐ ফল আনয়নের জন্য প্রেরণ করিলেন। শুক ফল লইয়া উড়িল বটে, কিন্তু ফলটী এতই মধুর এবং কোমল ছিল যে, তাহার চঞ্চুর চাপে তাহা ভাঙ্গিয়া তিন খণ্ড হইয়া সাগরের জলে পড়িয়া গেল। নিরুপায় হইয়া শুকপাখী সাগরের তীরে বসিয়া ভাবিতে লাগিল; কিন্তু ফল উদ্ধারের কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া সে পুনরায় দেবতাগণের নিকট ফিরিয়া গেল। এই সংবাদে দেবগণও বড়ই দুঃখিত হইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবগণের দুঃখের কারণ শুনিয়া তিনি দেবগণকে সমুদ্র মন্থন করিবার পরামর্শ দিলেন। তদনুযায়ী সমুদ্র মন্থন করাতে প্রথমে উঠিল পী, তৎপর রি এবং অবশেষে তি। এইরূপে প্রেম-ফলের বিচ্ছিন্ন তিনটী অংশই তাঁহারা প্রাপ্ত হইলেন। তৎপর এই ফল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মহাদেবকে অর্পণ করা হইল, কিন্তু তিনি বলিলেন যে, যে কৃষ্ণ হইতে এই ফলের উৎপত্তি

হইয়াছে, সেই কৃষ্ণকেই এই ফল রক্ষার ভার দেওয়া উচিত। তদনুযায়ী দেবগণ গোকুলে যাইয়া কৃষ্ণকে সেই ফল অর্পণ করিলেন, কিন্তু তিনি ফলটী প্রাপ্তিমাত্রেই নিজে ভোজন করিয়া ফেলিলেন। দেবতারা কেহই কিছু পাইলেন না, হতবুদ্ধি হইয়া প্রশ্ন করাতে ভগবান্ বলিলেন যে, তিনি দ্বাপরে নন্দগৃহে এবং রাধা বৃষভানুর গৃহে জন্ম গ্রহণ করিবেন। এই ফল রাধার সম্পত্তি, তাঁহা হইতে এই ফলের আস্বাদন জগতে প্রচারিত হইবে। ইহাই হইল এই গ্রন্থের প্রস্তাবনাস্বরূপ। প্রস্তাবনার এই সুন্দর কল্পনাটীর জন্য কবি ভাগবতের ১ম স্কঃ, ১ম অঃ, ৩য় শ্লোকের নিকট ঋণী বলিয়া বোধ হইতেছে। সেই শ্লোকটী এই,—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং।

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥—শ্রীমদ্ভাগবত, ১।১।৩

"এই ভাগবতশাস্ত্র সর্ব্বপুরুষার্থপ্রদায়ক বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফল, শুকমুখ হইতে গলিত হইয়া অবনীমণ্ডলে অখণ্ডরূপে পতিত হইয়াছে। অতএব হে রসজ্ঞগণ, হে রসবিশেষ-ভাবনাচতুর পুরুষসকল! অমৃতদ্রবসংযুক্ত রসময় এই ফল মোক্ষ পর্য্যন্ত মুহুর্মুহুঃ পান কর।"

বিভিন্নতার মধ্যে এই যে, মুনিবর শুকদেবকে আমাদের কবি শুকপাখীতে পরিণত করিয়াছেন এবং বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফলকে কৃষ্ণকল্পবৃক্ষের প্রেমফলরূপে কল্পনা করা হইয়াছে; আর সেই ফলটা শুকমুখ হইতে অখণ্ডরূপে পতিত না হইয়া, তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া পী, রি ও তি, এই তিনটী অক্ষরের সৃষ্টি করিয়াছিল। এইরূপ পরিবর্ত্তনের মূলে যে কবিত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও মধুরতা আছে, তাহা উপভোগ করিবার জিনিস।

ইহার পরে রাধাকৃষ্ণের প্রেমোপাখ্যান নানা ভাবে এই গ্রন্থমধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। যে কয়খানা পত্র আমরা পাইতেছি, তাহা হইতে একটা ধারাবাহিক বিবরণ দিতে পারিতেছি না, কিন্তু কৃষ্ণ মথুরা হইতে রাধার নিকট হংসদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং রাধাও তাঁহার নিকট কোকিলদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, এই সকল বিবরণ কিছু কিছু জানা যাইতে পারে। ইহার অতিরিক্ত যাহা জানা যায়, তাহা ক্রমে ক্রমে প্রবন্ধমধ্যে আলোচিত হইবে। কিন্তু আমাদের প্রধান বক্তব্য এই যে, দীন চণ্ডীদাসের এই মহাকাব্যের কথা এ পর্য্যন্ত আমরা আর কাহারও নিকট শুনিতে পাই নাই। দীন চণ্ডীদাস সম্বন্ধেও এ পর্য্যন্ত আমাদের ধারণা অতিশয় অস্পষ্ট ছিল। গত পৌষ মাসের "ভারতবর্ষে" শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আত্মরক্ষার জন্য দ্বিতীয় চণ্ডীদাসের কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন,—"দেশে এমন চণ্ডীদাস যে ছিলেন না বা হইতে পারেন না, এ কথা ত জোর করিয়া বলা যায় না" ইত্যাদি। নীলরতন বাবু চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভূমিকায় স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, একাধিক চণ্ডীদাসের বিবরণ তিনি অবগত নহেন। তথাপি এই দীন চণ্ডীদাসের আংশিক পরিচয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত পৌষ মাসের "ভারতবর্ষে" আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"সহজ ভজনের পদ, রাগাত্মিকা পদ, শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা, রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন, চৌত্রিশা পদ বা

চিত্রপদাবলী এবং আরো কয়েকটী (কীর্ত্তনের) পদ ইহাঁর রচিত। "শ্রীনির্য্যাস" নামে ইহাঁর একখানি সহজ-সাধনের পুঁথিও আছে। ইনি নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য এবং ইহাঁর রচিত নরোত্তম-বন্দনা পাওয়া গিয়াছে।"* এই নরোত্তম-বন্দনার নমুনা তিনি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য যে সকল রচনার কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ এই সময়ে প্রকাশ করিলে তাহা বড়ই উপাদেয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি, তিনি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া শীঘ্রই আমাদের ঔৎসুক্য নিবারণ করিবেন।

নরোত্তম-বিলাস হইতে তিনি দুইটী চরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

জয় চণ্ডীদাস যে পণ্ডিত সর্ব্বগুণে।
পাষণ্ডী খণ্ডনে দুঃখ দয়া অতি দীনে॥

কিন্তু এই দুইটী চরণ আমরা মুরশিদাবাদ হইতে প্রকাশিত নরোত্তম-বিলাসে নিম্নলিখিত আকারে পাইতেছি,—

জয় চণ্ডিদাস যে মণ্ডিত সর্ব্বগুণে।
পাষণ্ডী খণ্ডনে দক্ষ দয়া অতি দীনে॥

ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, দীন চণ্ডীদাস সর্ব্বগুণমণ্ডিত, পণ্ডিত এবং দীন-বন্ধু ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রমাণস্বরূপ আমাদের আলোচ্য পুথি হইতে একটী পদ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই দীন চণ্ডীদাস ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, গরুড় পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি অষ্টাদশ পুরাণ পাঠ করিয়াছিলেন, এবং এই সকল পুরাণ হইতে ভাব গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার গীতিকাব্যখানি অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ৭১৩ সংখ্যক পত্রের ১৯০৬ সংখ্যক পদটী নিম্নলিখিত আকারে পাওয়া যাইতেছে,—

রাগ কাফি।

কহিতে লাগিল তবে রাজা পরিক্ষিত।
কহ কহ মুনিবর আকর্ষিল চিত॥
প্রেমরসকথা শুনি অমৃতের ধারা।
কোন প্রওজন উক্তি কহ মুনি সারা॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা নৈমিষারণ্যেতে।
গরুড় পুরান কথা শুনিল ত্বরিতে॥

* এই প্রবন্ধ পঠিত হইবার পরে প্রকাশিত বর্ত্তমান মাসের (চৈত্র, ১৩৩৩ সন) প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায় মহাশয়-লিখিত "ছাতনার চণ্ডীদাস" নামক প্রবন্ধে দীন চণ্ডীদাস সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্যের আভাস পাওয়া যাইতেছে। ইহা ব্যতীত ১৩২১ সালের পরিষৎ-পত্রিকায় ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়-লিখিত "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা" নামক প্রবন্ধে এই দীন চণ্ডীদাসের রচনার নমুনা পাওয়া যাইতেছে। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিবার আশা রাখি।

সাটি সহস্র মুনি সুনি কহে খগরাজ।
অষ্টাদশ পুরান কথা দেখি পাখ-মাঝ ॥
বিস্মিত হইলা ব্যাস দেখি পক্ষরাজ ॥
অষ্টাদশ পুরান লেখা পাখের সমাঝ ॥
গরুড় পুরামের কথা আর বৈবর্ত্ত।
বিষ্ণুপুরানকথা আর শ্রীভাগবত ॥
চারি পুরান সাটি সখা উক্তি হএ।
পূর্ব্বরাগ নবোঢ়ার কথা কহিল নিশ্চয়ে।
সুবলমিলন আর পূর্ব্বকথা সুনি।
নানামত পুরান কথা রসতত্ত্ব আনি ॥
শ্রীভাগবতে আছে সখার গনন।
রাধিকার নামতত্ত্ব পরম কথন ॥
বিস্তার না কৈল ব্যাস রাখিল গোপনে।
সাঁঠিয়া সকল গ্রন্থ লেখিল জতনে ॥
এ সটসম্বাদকথা [অ]পুব্ব কথন।
পিক সনে সুকপক্ষ কহেন বচন ॥
পিক কহে সুনিলাও পূর্ব্বরাগ কথা।
সখা উক্তি নবোঢ়া রস রতি গুন গাথা ॥
আর কিছু কহ সুক সুনিএ শ্রবনে।
অমৃত বচন কথা সুনি একমনে ॥
সুক কহে সুন পিক আর এক শ্রেণি।
যুগল মধুর রস অমিঞার কনি ॥

* * *

দিন চণ্ডিদাসে কহে সমুদ্রের কনি ॥ ১৯০৬ ॥

ইহা হইতে আমরা আরও দেখিতে পাইতেছি যে, এই ১৯০৬ সংখ্যক পদের পূর্ব্ববর্ত্তী পদসমূহে পূর্ব্বরাগ, নবোঢ়ার কথা, সুবল-মিলন প্রভৃতি বহুবিধ আখ্যান বর্ণিত হইয়াছিল। ৭২৩ সংখ্যক পদে আমরা সুবলের স্তুতির নমুনা পাইতেছি, এবং তাঁহার সহিত কৃষ্ণ-বলরামের মিলন-সংবাদও আমরা ঐ পদে ও তাহার পরবর্ত্তী কয়েকটী পদ হইতে জানিতে পারি। ৭১২ নং পত্রে ১৯০৩ সংখ্যক পদের শেষভাগ মাত্র উদ্ধৃত আছে। তাহাতে নবোঢ়া-মিলনের কথা জানিতে পারা যায়। যথা,—

চলল সুন্দরী ' যথা সহচরি
সুবল জেখানে আছে।

নবোঢ়া-মিলন হইল তখন
মিলি বিনোদিনি কাছে ॥
সুবল জানল সকল মরম
চিত্তের আনন্দ বড়ি।
চণ্ডিদাস তথি আনন্দ অপার
সুবল–চরণে পড়ি ॥ ১৯০৩ ॥

অতএব দেখা যাইতেছে যে, নবোঢ়া-মিলনের পূর্ব্বে সুবল-মিলন এই কাব্যে স্থান পাইয়াছিল। পূর্ব্বরাগের নমুনা আমরা বিশেষ কিছু পাইতেছি না। কিন্তু ১৯০৬ সংখ্যক পদের পরে আর একটী নূতন বিষয়ের অর্থাৎ "যুগল মধুর রসের" বিষয় আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারা যাইতেছে। এই প্রকার বিষয়-বিভাগ দ্বারা কাব্যের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ের নামকরণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ৩৭৬ নং পত্রে ১০৮০ সংখ্যক পদের প্রথম একটী ছত্র মাত্র পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে,—

গৌন রাস কহিল, এবে কহি মহারাস
সুনহ শ্রবণ পাতি। ইত্যাদি

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, কবি দুই ভাগে ভাগ করিয়া রাসলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ গৌণ-রাসের বিষয় বর্ণনা করিয়া, তৎপর মহারাসের বর্ণনায় তিনি হস্তক্ষেপ করিতেছেন। কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া গোপরমণীগণ রাসলীলায় যোগদান করিবার জন্য কি ভাবে বৃন্দাবনের দিকে ছুটিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা নিম্নলিখিত পদদ্বয়ে পাওয়া যাইতেছে,—

* * ছিল সখির সহিত
করিতে রশের রঙ্গ ॥
কেহো বা আছিল দুগ্ধ আবর্ত্তনে
* * *
তেজি আবর্ত্তন হইয়া বিমন
ঐছন গেলা সে চলি ॥
কেহো বা আছিল শিশু কোলে করি
[মুখে] দিঞা তার স্তন।
শিশু ফেলি ভোমে চলি গেলা ভ্রমে
বৃন্দা [বন] পানে মন ॥
কেহো বা আছিল রন্ধন করিতে
অমতি চলিয়া গেল।
কৃষ্ণমুখি হঞা মুরলি সুনিঞা
সব বিসরিত ভেল ॥

কেহো বা আছিল সয়ন করিয়া
নয়নে আছিল নিন্দ।
জেন কেহো আসি চোরাই লইল
মানসে কাটিয়া সিন্দ ॥
চমকিত হয়্যা উঠিল জাগিয়া
বসন খসিয়া পড়ে।
চণ্ডিদাসে কহে ডাকাতিয়া বাঁশি
পাইয়া তাহার চাড়ে ॥ ১০৮২ ॥
কোন সখি করে বেশের বন্ধান
পদ অভরন করে।
করের কঙ্কন নপুর বলিয়া
আপন চরনে পরে ॥
কেহো পরে এক নয়ানে অঞ্জন
কুণ্ডল পরল এক।

ভালের সিন্দুর চিবুকে পরল
দেখ হএ পরতেক ॥
গলে গজমতি হার মনোহর
পরিছে নিতম্ব মাঝে।
বাহু অভরন জে ছিল ভুষন
তাহাই করেতে সাজে ॥
ঐছন আপন বেশ পরিপাটি
পরিয়া সকল জনে।
হরস হইয়া রাধারে লইয়া
চলি জাযে নিধুবনে ॥
সুস্বর শুনিঞা মুরুলির রব
অনুসর চলি জায়।
আস্থ আস্থ বলি সঙ্কেত বলিয়া
শ্রবণে শুনিতে পায়।
প্রেমভরে জত আহির রমণি
গলিছে নয়নধারা।
অঙ্গ প্রফুল্লিত গদ গদ স্বরে
পাইয়া প্রেমের সারা ॥
জা করে তা করু গৃহে গুরুজনা
নাহিক তাহার ভয়।
পরিবাদ মালা গলায়ে পর্য্যাছি
রসময়ি ইহা কয় ॥
নিজ পতি তেজি চলিল গোপিনি
নাহিক কিসের ভয়।
কৃষ্ণমুখি হঞা বৃন্দাবন পুরে
চলি জায়ে অতিশয় ॥
রাই মাঝে করি জায়ে জত গুপি
গাইছে কানুর গুনে।
বনে নানা জন্তু বৈসে ভয়ঙ্কর
কিছুই নাহিক মনে ॥
ঐছন চলল বরজ রমনি
বৃন্দাবন পানে দিয়া।
চণ্ডিদাসে কহে উর্দ্ধমুখি সভে
জাইছে হরস হঞা ॥ ১০৮৩ ॥

সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৩৯৩ সংখ্যক পদের সহিত এই ১০৮২ সংখ্যক পদের উদ্ধৃতাংশ প্রায় মিলিয়া যাইতেছে। পদাবলীতে আছে,—

কেহ বা আছিল সখীর সহিত
কহিতে রভস রঙ্গ ॥
কেহ বা আছিল দুগ্ধ আবর্ত্তনে
চুলাতে রাখি বেশালি।
তাজি আবর্ত্তন হই আগুয়ান
ঐছন সে গেল চলি ॥
কেহ শিশু লয়ে কোলেতে করিয়ে
দুগ্ধ করায় পান।
শিশু ফেলি ভুমে চলি গেল ভ্রমে
শুনি মুরলির গান ॥
কেহ বা আছিল শয়ন করিয়া
নয়নে আছিল নীদ।
যেমন চোরাই হরণ করিল
মানসে কাটিল সিঁদ ॥
কেহ বা আছিল রন্ধন করিতে
তেমতি চলিয়া গেল।
কৃষ্ণমুখী হৈয়া মুরলি শুনিয়া
সব বিসরিত ভেল ॥

পাঠকগণ তুলনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, এই কয়টি চরণ উভয় গ্রন্থেই প্রায় একরূপ। অথচ পদাবলীতে এই পদটি দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। তারপর ১০৮৩ সংখ্যক পদের ভাব পদাবলীর ৪০৫ সংখ্যক পদে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিবার মত মাল-

মসলা এই খণ্ডিত পুথিতে নাই বলিয়া আজ তুলনামূলক সমালোচনায় বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। যদি সাহিত্য-সেবিগণ যত্ন করিয়া এই কাব্যের উদ্ধার সাধন করিতে পারেন, তবে সেইরূপ আলোচনার সময় উপস্থিত হইতে পারে। যখন এই মহাকাব্য সম্বন্ধে দুইখানা পুথির অস্তিত্ব আমরা জানিতে পারিতেছি, তখন আশা করা যাইতে পারে যে, ইহা একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। চেষ্টা করিলে বঙ্গ-সাহিত্যের এই অমূল্য রত্ন উদ্ধার করা যাইতে পারে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। আমরা সাহিত্যসেবী মাত্রকেই এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

নিম্নে প্রথম কয়েক পত্রের পদ-পরিচয় প্রদত্ত হইল।

প্রথম পত্র

মঙ্গলাচরণের পর

রাগ কাম্বোদ

কেবা নিরমাল্য এ হেন পিরিতি
আথর গনিঞা তিন।
প্রথম সমএ মধুর বিষয়ে
পরিণামে এই চিন॥
যথা পাই লাগি উঠিছে জে আগি
জা করি মনেতে আছে।
ভাল মতে তার সাজাই করিব
জাইঞা তাহার কাছে॥
এ দেহ তাপিত ভাজিল দ্বিগুন
দোষ গুন নাহি জানি।
কেনে হেন করে অবলার দেহে
অখল কুলের ধনি॥
পিরিতি গরল না হএ সরল
কুটিল জনার বশ।
রসে রসাইঞা পিরিতি পৈসল
করিলা পরের বশ॥
পর কি জানএ আনের বেদন
আন কি জানএ আন।
পিরিতি জেখানে জাইব সেখানে
চণ্ডিদাস গুনগান॥ ৪৮০॥

সিন্ধুড়া

মরম সজনি কহি এক বাণি
কো[থা] না পিরিতি থাকে।
সেখানে জাইব তারে নিরখিব
দেখি না কে তারে রাখে॥
জত আছে তাপ বিরহ সন্তাপ
করিব নিঠুরপনা।
লাগালি পাইলে সুধিব সকল
পরিচিতে হবে জানা॥
রাধার সক্রোধ পিরিতি উপরে
কহেন মরম সখি।
কোথা না পাইবে তার দরশন
সুনহ কমলমুখি॥

পিরিতির কথা সুনি......বনে
কহিতে বিষম মানি।
বেদের বচন ব্যাসের রচন
চণ্ডিদাস ইহা জানি ॥ ৪৮১.॥

শ্রীরাগ

জে কালে রচনা পুরান করিল
ব্যাস মুনিবর......।
সেই কৃষ্ণদেহ ......বর্ণিলা
কলপতরুর প্রায়
[২য় পত্রের আরম্ভ।]
কল্পলতা করি কৃষ্ণেরে রচিল
করিলা অনেক সাখা।
সেই কল্পলতা ....
অপুর্ব্ব দিছেন দেখা ॥
সাখা তরুবর জদি বা বর্ণিলা
তাহাতে ধরিল ফল।
সে ফল খাইতে কাহু না রচিলা
ভাবি ব্যাস মুনিবর
তথির কারন দসম করিল
জত পুরাণের সার।
সে ফল আস্বাদ কারণ লাগিয়া
ভব বিধি হর আর ॥
দেখ অগোচর নাহিক গোচর
সুনহ সুন্দরি রাধে।
সে ফল খাইতে ভক্ত সুখ হঞা
দেব আদি করে সাধে ॥
ফলের মহিমা ওর না পায়সী
দেবাধী অনন্ত কায়া।
চণ্ডিদাস বলে কাহার সকতি
বুঝিয়া বুঝিব ইহা ॥ ৪৮২ ॥

রাগ তুড়ি

নারদ সারদ সুক সনাতন
দেবের দেবতা জত।
মহিমা কারণ ফলের মাধুরী
জানিবেক কত সত ॥
এমন তরুর ফল ফলিয়াছে
জাহার উপমা নাঞি।
কত না মাধুরী ফলের ভিতর
না দেখি কনহ ঠাঞি ॥
(অ)ফল অধিক মাধুরি দেখিতে
আছএ মনের সাধ।
কত না অমিঞা ফলের ভিতর
এই কিবা পরমাদ ॥
এই অনুমান করি দেবগণ
লইতে ফলের মধু।
হরস বদন বুঝিতে কারণ
সকল দেবের বিধু ॥
ফল আস্বাদন করিতে সঘন
দেবের আরতি অতি।
চণ্ডিদাস বলে ফলের মাধুরি
কেবা সে জানব রিতি ॥ ৪৮৩ ॥

রাগ জয়জয়ন্তি

এক সুক পাখি অমিঞার ফল
মুখেতে করিআ উড়ে।
সেই ফল গটা তিন খান হঞা
সায়র জলেতে পড়ে ॥
সেই সুক পাখি তটস্থ হইঞা
বৈঠল সায়র পাড়ে।
সেখানে দেখল এ তিন সায়র
অধিক নিস্বাষ ছাড়ে ॥

এমন সুফল গোলোক হইতে
আনল জতন করি।
তিনখানি হঞা এ তিন সায়রে
পড়ল কি হেতু জানি॥
পুন সুক পাখি উড়িয়া চলিল
জেখানে দেবের স্থান।
কহিতে লাগিলা সুকবর পাখি
ফলের আখ্যানখান॥
জে দিনে গোলোকে সব দেবগণ
রচিলে ফলের কথা।
কল্পলতা ফল মাধুরি বুঝিতে
ঘুচাতে হৃদয় বেথা॥
তোমরা কহিলে আমা পাঠাইলে
লইতে কলপ-ফলে।
উড়িয়া জাইতে সে ফল ভাঙ্গিয়া
পড়ল সায়রজলে॥
তিন খানি হঞা এ তিন সায়রে
পড়[ল] না জানি কতি।
চণ্ডিদাস বলে কহে সুক পাখি
দেবে.........র তথি॥ ৪৮৪॥

জয়জন্তি

এ কথা সুনিঞা সুক সনাতন
জত দেবগণ তারা।
গোলোক স[ম্পদ] ..... করি হঞা
তিলেকে করিলে হারা॥
কোথা না পাইব সে হেন সম্পদ
বেথিত দেবতা জত।
.........গিয়া বিরস বদন
নয়ন ঝরিলা কত॥

কহ সুক পাখি কি কাজ করিলে
সে ফল পেলি...... ।
ক রতন খুজিলে পাইয়ে
তাহে নহে কোন গতি
সুক কহে তাথে আমি কি করিব
উ............... ।
সে ফল ভাঙ্গল ওষ্ঠের ভরেতে
সাঅরে পড়ল সে জে॥
দেব অভিমান নহে সমাধান
.... ।
চণ্ডিদাস বলে খুজিলে পাইবে
সেই সায়রের নীরে॥ ৪৮৫॥

মল্লার রাগ

দেবগন জত ... .
করুন বদনে চায়।
[৩য় পত্রের আরম্ভ]
কি হল্য কি হল্য দিয়া সে না দিল
এ কথা কহিব কায়॥
হেনক সমএ নারদ আইল
দেবতা সমাঝ জথা।
বেথিত দেখিঞা পুছল করিল
কি হেতু সুনিএ কথা॥
করুন নয়ন কিসের কারণ
কহ দেখি সুনি তায়ী।
কেনে বা দুখিত দেখিএ অন্তর
কহ দেখি মোর ঠাই॥
সব দেবগণ কহিতে লাগল
জতেক কারণ কথা।
সুনহ বচন জিসের কারণ
মো সভা পাইয়ে বেথা॥

কল্পলতা ফল　　গোলোক সম্পদ
　　সকল জানহ তুমি।
সেই ফলে কত　　অমিঞা আছএ
　　তাহা না বুঝিব জানি॥
এক সুকবরে　　ভেজল গোলোকে
　　সে ফল আনল তুলি।
ওষ্ঠের উপরে　　উড়িয়া জাইতে
　　সে ফল কতি না ফেলি॥
এক কহে আছে　　এ তিন সায়র
　　পড়ল তৃগুণ হঞা।
ফল ফেলী জলে　　আসি সুকবরে
　　কহিতে লাগল সিঞা॥
সুনিঞা নারদ　　দেবের বচন
　　কহিতে লাগল তায়।
ইহার উপায়　　কহিব সকল
　　দিন চণ্ডিদাস গায়॥ ৪৮৬॥

কানড়া

সুনহ কারণ　　আমার বচন
　　জদি বা করিতে পার।
তবে ফল মিলে　　সায়রের জলে
　　কহিএ উপায় তার॥
কি কাজ কর্যাছ　　ফল হারাইঞা
　　বুঝিমু মরম তার।
ফলের ভিতরে　　কত মধু আছে
　　অপার মহিমা জার॥
দেব অগোচর　　নহে এ গোচর
　　অনন্ত না জানে সীমা।
আন কে জানব　　ফলের ম
　　নাহিক কনহুঁ জনা॥

এক কহি সুন　　আমার বচন
　　জদি বা মিলব ফল।
মোর বোল সুন　　জত দেবগন
　　চলহ খুজিব জল॥
ব্রহ্ম আদি দেব　　সকল চলল
　　সুখের সায়র কুলে।
মথন করিতে　　লাগল তখন
　　দিন চণ্ডিদাস বলে॥ ৪৮৭॥

শ্রীরাগ

সুখের সায়রে　　সব দেববরে
　　মথিতে লাগল তাই।
সভে একমন　　জত দেবগণ
　　উপামা কহিতে নাই॥
প্রথম মথনে　　উঠল তাহাতে
　　আনন্দ রসের পী।
ফলের ভিতরে　　একটি আখর
　　পায়ল কহিব কী॥
আনন্দ মগন　　জত দেবগন
　　নাচিয়া আনন্দ বড়ি।
খোজল দেখল　　আনন্দ বৈভব
　　বিলাস ঐশ্বর্য্য ছাড়ি॥
ফলের ভিতরে　　আনন্দ আখর
　　উঠিল রসের পী।
গমন হইলা　　সব দেবগন
　　তাহা না কহিব কী॥
হেনক সম্পদ　　সুখের আনন্দ
　　পাইঞা দেবাদিগনে।
হাস পরিহাসে　　সভে সুখে ভাসে
　　চণ্ডিদাস গুন গানে॥ ৪৮৮॥

রাগ কাফি কানড়া

পুন দেবগন করিল গমন
রসের সায়র কুলে।
মথন করিতে লাগল জতনে
সেই সায়রের জলে॥
মথিতে মথিতে রসের সায়রে
উঠিল পুল[ক]ধারা।
হেনক সমএ বিরিঞ্চি দেখল
রাখল জতনে সারা॥
পুনরূপি দেব মথিতে লাগল
সেই না সায়র জলে।
দিতীয় মথ্যন প্রেম বরিখত
দেব সে দেখল ভালে॥
দ্বিতীয় মথনে উঠল জতনে
আনন্দ রসের রী।
ভাঙ্গিয়া সে ফল তুরিত দেখল
সভে দেই করতালী॥
মহেশ বলেন হেনক রতন
কোথা না রাখিল বল।
বিরিঞ্চি বলেন তার তর তম
তুমি সে ইহাতে চল॥
তুয়া নিজ স্থানে রাখিল রতনে
রাখহ জতন করি।
গোলোক সম্পদ করহ আমদ
অনেক জতনে তোরি॥
পাইঞা এ ছুই পিরি বলি নাম
না পাই তাহার দেখা।
[৪র্থ পত্রের আরম্ভ]
চণ্ডিদাসে বলে প্রেমের সায়রে
তবে সে পাইবে একা॥ ৪৮৯॥

রাজবিজয়

প্রেমের সায়রে চলে কুতুহলে
জতেক দেবাধিগণে।
মথন করিল আনন্দ মগনে
সভে এক চিত মনে॥
মথিতে সদাই পড়ে ধায়াধাই
আনন্দে মগন জতি।
পায়ল পরসে কটাক্ষ অলসে
তাহা না কহিব কতি॥
পাই সেই ফলে সায়রের জলে
আনন্দে দেবাদি জতী।
প্রেমের সায়রে পায়ল খুজিতে
আনন্দ লহরীর তী॥
এ তিন আখর দেবতা পায়ল
সুখের নাহিক ওর।
দেখি চণ্ডিদাস গড়েতে আছিল
হইলা মগন ভোর॥ ৪৯০॥

সুই রাগ

পিরিতি আখর পাইয়া সফল
ভব বিরিঞ্চি হর তারা।
পুলক হইল চিতে সে পাইয়া
নয়নে গলয়ে ধারা॥
এহেন সম্পদ কোথা না রাখিব
খুত্যে পরতিত নাঞি।
জানি বা কখন কে লএ চোরাঞা
থুইব সুজন ঠাঞি॥
এ কথা রচিঞা সভাই কহল
রাখহ শিবের স্থানে।
মহা সে বৈষ্ণব কৃষ্ণপরায়ন
প্রধান ভকত নামে॥

পিরিতি আখর সব দেবগণ
চাহি মহাদেব পানে।
পিরিতি আখর পাইল যেমতে
সকল জানহ মনে॥
এই না পিরিতি তোহে সমর্পিল
রাখহ হৃদয় স্থানে।
দেখিঞা হরস হইল অন্তর
দিন চণ্ডিদাস ভনে॥ ৪৯১॥

যেহ এ পিরিতি ভকতি মুরতি
সেই প্রেমসিন্ধুদাতা।
গিঞা তার কাছে কহিব সকল
জে জানে পিরিতি কথা॥
চণ্ডিদাস বলে বড় অদভুত
মরমে রহল বেথা।
দেব অগোচর যে সুখ সম্পদ
চল না রাখব তোথা॥ ৪৯২॥

কাফি রাগ

কহে দেবগণ সবল বচন
শুন ত্রিলোচন তুমি।
তুমি না রাখহ পিরিতি বৈভব
যে পাদ জপএ ফণি॥
হেনক পিরিতি অনেক যতনে
পাযল সায়রজলে।
হারাধন পাঞা সুখী ভেল মন
কহিব ইহার ছলে॥
হর হরসিত পাইয়া পিরিতি
আনন্দে নাচত রঙ্গে।
ডম্বুর বাজাএ ঘন সিঙ্গা বাএ
দেবগণ নাচে সঙ্গে॥
আজু শুভ দিন দিনহি ভেইল
এহেন পিরিতি রিত।
কোথা না রাখব এহেন সম্পদ
হেন নহে মোর চিত॥
সব দেবগণ হইঞা মিলন
যুকতি করল তাই।
যাহার পিরিতি সেই সে জানএ
চলহ বৈকুণ্ঠে যাই॥

সিন্ধুড়া

ভব বিরিঞ্চি নারদ প্রভৃতি
সব দেবগণ মেলি।
পিরিতি অমূল্য রতন পাইঞা
বৈকুণ্ঠে সভাই চলি॥
গাইতে নাচিতে শিব ত্রিলোচন
ডম্বুর বাজাএ ঘনে।
চলিল গোলোকে সব দেবগণ
নারদ করিঞা সনে॥
শিবের বাজন নাচন শুনিঞা
কহে গোকুলমুনি।
কমলা র পহু বেরি বেরি পুছে
কলরব কিছু শুনি॥
কহেন কমলা শুনহ বচন
দেবগণ যত মেলি।
আনন্দ মগন কিসের কারণ
ঐছন আসিছে চলি॥
বৈঠল গোলোক ঈশ্বর হাসিঞা
শুনিঞা কমলা বাণী।
হেনক সমএ আসিঞা মিলল
চণ্ডিদাস ইহা জানি॥ ৪৯৩॥

দেব পাঞ্চার

সব দেবগণ দেখিঞা শ্রীপতি
প্রণাম নমসি পায়।
[৫ম পত্রের আরম্ভ]
করপুটে স্তুতি করিলা বিস্তর
তাহা কহা নাহি যায়॥
কহেন শ্রীপতি গোলোক ঈশ্বর
করত প্রেমসী দান।
ধরিঞা বোহাএ প্রভু ভগবান
অখিল জীবের প্রাণ॥
সভারে তুষিয়া কহেন বচন
বসিলা দেবের সভা।
কেনে বা আইলে কিসের কারণ
আছএ সভার লোভা॥
বেরি বেরি পুছে প্রভু ভগবান
কি হেতু ইহার শুনি।
হাসিঞা নারদ কহেন সম্বাদ
চণ্ডিদাস ভালে জানি॥ ৪৯৪॥

ধানসি রাগ

কহেন সকল প্রভুর গোচর
মহা সে নারদ মুনি।
মুগদ হইঞা কহিতে লাগল
গদ গদ হঞা বাণী॥
এক নিবেদন কহিএ বচন
শুনহ গোলোক হরি।
তুমি দয়াময় গুণের সাগর
এক নিবেদন করি॥
ব্যাস মুনিবর রচিল সুন্দর
কল[প]তরুর কায়া।
তোমারে বলিলা বেদ অগোচর
কত না কহিব ইহা॥
তুমি সে দয়াল কেবল কৃপাল
তরুর একটী ফল।
এক শুক পাখি চোরাই লইল
ফল অতি মনোহর॥
সেই শুক পাখি ফল ওষ্ঠে করি
উড়িয়া যাইতে বলে।
ওষ্ঠ হতে খসি মনোহর ফল
পড়ল সায়রজলে॥
সেই ফল ভাঙ্গি ত্রিগুণ হইঞা
এ তিন সায়রে পড়ে।
ফল হারাইঞা সেই শুক পাখি
রহল সায়র পাড়ে॥
পুন সে চিন্তিঞা আইল ধাইঞা
সব দেবগণ পাশে।
কহিতে লাগল এ সব বিচার
কহেন এ চণ্ডিদাসে॥ ৪৯৫॥

কানড়া

* * * সুখের সাগরে
রসের সায়র মাঝে।
মথন করিল জত দেবগণ
সেই সে ফলের কাজে॥
এ তিন সায়রে এ তিন আখর
এহেন সম্পদ ধনে।
যতন করিঞা শূলপাণি পাসে
রাখিল মনের সনে॥
এ কথা শুনিঞা বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর
হাসিতে লাগল পুন।
দেখি কোথা পাল্যে মরম পিরিতি
গোকুল সম্পদ হেন॥
মহাদেব পানে চাহি দেবগণে
কটাক্ষ ইঙ্গিত রসে।

বুঝি মহাদেব এ হেন সম্পদ
দিলা সে গোবিন্দ পাশে ॥
পিরিতি মরম কাহু না বাটল
এমন পিরিতি সুখে ।
কর পরশীয়া পিরিতি লইয়া
ভাঙ্গিল আপন মুখে ॥
দেখি দেবগণ ভাবি মনে মন
কাহু না দেয়ল হরি ।
চণ্ডিদাস বলে গোবিন্দ গোচরে
পুছিতে লাগল বেরি ॥ ৪৯৬ ॥

রাগ কর্ণাট

হাসি হৃষীকেশ শুনহ মহেশ
পুরব বৃত্তান্ত কথা ।
কহিএ সকল শুন মন দিয়া
পুলক পাইবে এথা ॥
গোকুল নগরে নন্দঘোষ ঘরে
জনম লভিব যবে ।
প্রাণ প্রাণেশ্বরী প্রেম অধিকারী
যে জন পিরিতি লবে ॥
এই না পিরিতি প্রেমের আরতি
শুনহে দেবাধিগণ ।
বৃষভানুপুরে বৃষভানুরাজে
তাহার দুহিতা জন ॥
তারে সমর্পণ করিব যতন
পিরিতি আখর তিন ।
সেই সে জানএ পিরিতি মরম
তারে কৈল সমর্পণ ॥
এ কথা শুনিঞা যত দেবগণ
বিস্মিত হইলা তারা ।
ভাল ভাল বলি সব দেবগণ
শুনল এমতি ধারা ॥

সেই সে কিশোরী জানএ পিরিতি
আন সে জানব কতি ।
চণ্ডিদাস বলে পিরিতি কলিকা
জানব সে জশোমতি ॥ ৪৯৭ ॥

রাগ কৌ

পিরিতি কি রীতি জানে রসবতি
আর না জানএ কেহু ।
এ কথা শুনিয়া হাসিয়া হাসিয়া
কহেন এ-লহু লহু ॥
পিরিতি শতগুণ শত শত করি

[৫ম পৃষ্ঠা সমাপ্ত]
[২০১ পত্র আরম্ভ]

* * * *

কমল নয়নে বরিখে সঘনে
যেমন সাওনধারা ।
চণ্ডিদাস বলে হংসের বচন
ঐছন দেখলো ধারা ॥ ৬২৭ ॥

রাগ কারা

রাই, সে শ্যাম তোমার মেনে বটে ।
তোমার কহিতে নাম বিনোদ মদন শ্যাম
বিরহ আনল যেন ছুটে ॥
পুরব কাহিনী যত মনেতে পড়িল কত
তাহা বলি রোয়ত সঘনে ।
হিয়া যেন ভাজি বাণ বাজল মরমস্থান
ধৈরজ নাহিক মেনে মনে ॥
কত না বিলাপ স্বরে যতেক [ক]রুণা করে
কি কহিব এক মুখে তাহা ।
সহস্র বদন হয়ে তবে সে জানিল লয়ে
কে জন জানিব তবে তার লেহা ॥

যে জন গোলোকপতি পড়িঞা লোটএ খেতি
যার অন্ত অনন্ত না পায় ।
ঋষি মুনি ফণী আদি যে পহু চর[ণ] সাধি
নাথ জন্মে ধিয়ানে না পায় ॥
সে জন তোমার প্রেমে তিলে কত বার ভ্রমে
সদাই তোমার গুণ গায় ।
ত্যজিয়া গোলোক পুরি গোকুলেতে অবতরি
তোমার লাগিয়া এতদুর ।
সাধিতে আপন কাজ আয়ল ধরণী মাঝ
চণ্ডিদাস কহিছে মধুর ॥ ৬২৮ ॥

কামোদ রাগ

শুনিতে হংসের বাণী সে নব রমণী ধনী
ছল ছল কমলিনী আথি ।
কহত তাহার রিত আমাতে আছএ চিত
পুন কি হেরব প্রাণসখি ॥
হংস কহে পুন বেরি শুনহ কিশোরি শুরি
কহিল তোমার নিজ পায় ।
তেজিয়া তোমার লেহা কেবোল একেক দেহা
কেবোল তোমার গুণ গায় ॥
শুনিতে হংসের বোল নয়নে গলয়ে লোর
সঙরি সে শ্যামের পীরিতি ।
সখীর বচন শুনি রমণীর শিরোমণি
অবনীতে মুরুছএ তথি ॥
কহ কহ হংসরায় হেন * * মনে ধায়
পুন কি আসিব মোর পিয়া ।
দেখিব নয়ন ভরি সো পহু মুরলিধারী
সফল হইব ইহ দেহা ॥
পুন বৃন্দাবন ভরি রসের বাদর করি
আর কি করিব সে সে খেলা ।
শুনিঞা মুরলিরব ধাইয়া যাইব সব
যুথে যুথে গোপিনী মেলা ॥

আর কি বদনে তুলি দিব সে তাম্বুল ভালি
বসনে মুছাব নিজ মুখ ।
তবে সে ঘুচিবে তাপ আছয়ে জতেক পাপ
তবে সে হইব মনে সুখ ॥ ৬২৯ ॥

বরাড়ি

আর কি সফল হব মোর ।
কানুরে করব কোর ॥
গলে দিব বনফুলমাল ।
শ্রীঅঙ্গে চন্দন দিব ভাল ॥
পুন কি করিব পাখা বাএ ।
নূপুর পরাঞা দিব পাএ ॥
বেশ বনাইব নানা ফুলে ।
কবে হেরি নয়ন যুগলে ॥
সফল হইব এই আথি ।
কহ হংস কি উপেখি ॥
হংস কহে কহিল নিশ্চএ ।
দিন খিন চণ্ডিদাস কএ ॥ ৬৩০ ॥

রাগ কামোদ

এত শুনি ধনী রাজার নন্দি[নী]
সজল নয়নে চাএ ।
এত কি নিদান নন্দের নন্দন
মথুরাতে মন হএ ॥
পাইঞা মথুরা নাগরী যতেক
তা সনে রসের লেহা ।
[২০২ পত্র আরম্ভ]
বরজ রমণী তেজল সঘনে
তেজল গোকুল গেহা ॥
শুনিঞা শ্রবণে লোকের বদনে
সেখানে কুবুজা সনে ।

আনন্দ লহরী বহুএ রজনী
সে নব নাগর কানে ॥
তারে ভালে জানি হৃদয়ে হৃদয়ে
করিল অনেক লেহা।
তাহার সঙ্গেতে প্রেম বাঢ়াইয়া
মলিন হইল দেহা ॥
যে জন না জানে শ্যামের পিরিতে
এখন করুক সুখ।
পরিণাম কালে জানিবেক ভালে
পাইব অনেক দুখ ॥
মোসভার সঙ্গে পিরিতি করিঞা
রহল মাথুর পুর।
চণ্ডিদাসে বলে কানুর পিরিতে
চান্দে পদ্মে যত দুর ॥ ৬৩১ ॥

জতি বাড়ারি

হংস বলে শুন রাজার কুমারী
দেখিতে আপন মনে।
উঠিতে বসিতে শয়ন স্বপনে
নিরবধি করে মনে ॥
মোরে পাঠায়ল তোমা সাস্তাইতে
কহিবে রাধার পাশে।
আর শুণি জনে তুষিবে সঘনে
কুশল জানাবে শেষে ॥
আমিহ যাইব গোকুল নগরে
বিলম্ব দিবস চারি।
এ কথা কহল আপন হৃদএ
সে পহু মুরলি-ধারি ॥
কহে রসবতি শুন হংসবর
আর কি আসিব কানে।
যেমন নিঠুর করে এতদুর
সে আর আসিবে কেনে ॥

তাহার হৃদয় মোরা ভালে জানি
যে জন নাহিক জানে।
সে জন তুলিব তার কথাএ
দিন চণ্ডিদাস ভণে ॥ ৬৩২ ॥

করুণা শ্রী

যাহার লাগিয়া সব তেয়াগীলুঁ
কুলে দিঞাছিল ডোর।
পতি বন্ধুজন দিয়া তেয়াগল
তাহারে করিল কোর ॥
শাশুড়ি ননদি দিল কত দুখ
তাহা না কহিব কত।
কহিতে কহিতে হেন লয়ে চিতে
যাতনা সঞাছি যত ॥
নিদান করিলা নন্দের নন্দন
তেজব বলিঞা জান।
তখন হরসে তাহার সমুখে
করিমু বিষের পান ॥
এখন মরিতে নাহি কিছু দুখ
অলপ ইঙ্গিতে পারি।
মরি যেন তার নাহিক সন্দেহ
মনেতে বিচার করি ॥
আছে অগোচর নহেত গোচর
যদি সে মরিএ তায়।
কোন রূপে যদি গোকুলে আয়ল
সে বর রসিকরায় ॥
তাহার কারণে এত দুঃখ সহি
কহিএ সভার কাছে।
চণ্ডিদাস বলে দুহাঁর পিরিতি
খুঁজিতে হেন কি আছে ॥ ৬৩৩ ॥

আশোয়ারি

শুনি হংস রাধার কাহিনী।
পড়িঞা কান্দএ ধরণী ॥
কাহে ধনি তেজব পরাণ।
মিলব নবীন ঘনশ্যাম ॥
ত্বরিতে গমন হেন মানি।
গোকুলে আসিব গুণমণি ॥
মো সনে হইল বাক্য ভাসা।
কাহে.........................

[২০২পত্র শেষ]
[২১৩ পত্র আরম্ভ]

...............সে রহে মাথুর স্থানে
জার মূল মহিমা অপার ॥

সে হার পরিতে হেন ত্রিভুবনে নাহি কোন
সে হার গাথিঞা বিনোদিনী।

কারে ভেজি দিব মালা বড়ই উঠএ জালা
জার তলে দিবস রজনী ॥

সে লতার ফুল তুলি নিতি হার গাথি ভালি
অতি প্রিয় তোমার মালতি।

যাহারে না দেখি তিলে সতত যাহার তলে
সে মালতিলতা রহে কতি ॥

তবে সে জানব মর্ম্ম রাখিব পুরব ধর্ম্ম
তবে কি রাধারে পড়ে মনে।

পিকমুখে শুনি তবে আমা প্রতি মন হবে
চণ্ডিদাস ইহ রস ভাণে ॥ ৬৬২ ॥

---

* * * *

উড়ে পিক আপনায় মনে।
যাহ উড়ি মাথুর গমনে ॥
যথা বসি চতুর মুরারি।

* * * *

তথা কুহু রব করি বল।
পঞ্চ স্বরে করে উতরোল ॥
অতি মতি শুনিঞা রসাল।
পিক পানে চাহে নন্দলাল ॥
আজু দেখি পঞ্চ স্বরে গান।
হেতু কিছু জানি অনুমান ॥
কহ কহ পিকবর বাণী।
কি হেতু ইহার দেখি শুনি ॥
তোমার শবদ গেল জানা।
হেন বুঝি কর দূতীপনা ॥
চণ্ডীদাস ভেল মতি ভোর।
কহে পিক বচন উত্তর ॥ ৬৬৩ ॥

বন্ধু কানাই, তুমি বড়ি কঠিনপরাণ।

যে জন তোমারে ভজে তারে ছাড় কোন কাজে
ইহ নহে বিধির বিধান ॥

কেবল তোমার ধ্যান মনে নাহি লাগে আন
পাঁজর ঝাঝর সম কায়।

দেখিল এমন কাজ পড়িঞা ধরণী মাঝ
পিয়া বলি ধূলায় লোটায় ॥

মালতী লতার তলে বসি পিঞা কুতূহলে
করিতে আছিল কিছু গান।

হেনক সময় কালে আমারে কপট বলে
কুবচন বিধির বিধান॥
এখানেতে বসি কেনে দগধ আমার প্রাণে
এখান হইতে উড়ি গিয়া।
মথুরাতে যাহ তুমি যেখানেতে গুণমণি
গান কর যেন শুনে পিয়া॥
অতি বিরহিণী রাই কহিল তোমার ঠাই
দেখিলাঙ কহিলে কি হয়।
মুখে অতি খিন বাণী হেলিঞা পড়এ জানি
দেখি যেনে জীবন সংশয়॥
পিকের বচন শুনি হেঠ মাথে যদুমণি
পুরব পড়িঞা গেল মনে।
কহে চণ্ডিদাস তায় কহিয় কমল পায়
দেখা দিয়া রাখহ পরাণে॥ ৬৬৪॥

করুণা শ্রী

ছল ছল যদুকুলরায়।
রাধা রাধা বলি গুণ গায়॥
কোথা মোর সে নব কিশোরি।
না দেখিএ রূপের মাধুরি॥
ব্রজলীলা সদা পড়ে মনে।
ঐছন ভাবিএ নিশিদিনে॥
উঠিল সে দারুণ আগুনে।
সে কথা পড়িয়া গেল মনে॥
সে মোর যতেক ব্রজবালা।
কতি রহে কদম্বের তলা॥
কেমত আছএ গোপনারি।
কহ পিক বচন [২১৩ পত্র শেষ]
*　　*　　*

[২১৪ পত্র আরম্ভ]
রাধা রাধা স্বয়ন সপনে।
দেখি যেন নয়নে নয়নে॥
চিবুকে মুরলি ধরি শ্যাম।
চণ্ডিদাস কহে পরিণাম॥ ৬৬৫॥

সুহা রাগ

নিন্দ চন্দন সব দূরে তেয়াগিয়া।
রাই ভাবে পুলকিত নয়ন মুদিয়া॥
বদনের হাস ছিল সেহ দূর গেল।
চূড়ার মউরপাখা কতি না পড়িল॥
চম্পক মালতিমালা পড়ে কোনখানে।
করের মুরলি খসে তাহা নাহি জানে॥
পাএর নপুর পড়ে পীতবাস ধড়া।
না জানি কোথা গেল ভাঙ্গি বেশ চূড়া॥
সঘন নিশ্বাস নাসা আখে পড়ে জল।
রাইর সে রূপ হেরি অশ্রু টলমল॥
মোর মন লুবধ ভ্রমর নাহি জান।
পরবশে বসতি করল এই ঠাম॥

সে নব কিশোরী রাধা সদা পড়ে মনে।
রাইভাবে পুলকিত চণ্ডিদাস ভণে ॥ ৬৬৬ ॥

রাগ কামোদ

বিনোদিয়া নাগরশেখর চূড়ামণি।
রাই ভাবে পুলকিত লোটায়ে ধরণী ॥
হুতাশে খসিল গিমহার মনোহর।
বহুক্ষেণে চেতন পাইঞা নটবর ॥
ধরিঞা করের বাঁশী সুচান্দবদনে।
হরষে পূরএ বাঁশী রাধানাম গানে ॥
হেনক সময় কালে আসি হলধর।
একেলা বসিয়া কেনে গভর ভিতর ॥
লজ্জিত হইলা কানু হলধর কাছে।
মধুর মধুর বোল কহি রাম পাশে ॥
আজুকার বোল ভাই কহনে না জায়।
কহিব সকল কথা চণ্ডিদাস গায় ॥ ৬৬৭ ॥

কানড়া রাগ

বলরাম কহে নটবর কাছে
এমন কেন বা হাল।
কতি না পড়ল মধুর মুরলি
পীতধড়া আর মাল ॥
চরন নপুর পড়ে এক ঠামে
ভাঙ্গিয়া বিনোদ চূড়া ॥
কতি না পড়ল বসন ভূষণ
নানা মালতির বেড়া ॥
খাখর ঘন্টিকা বকরাজ আর
মাণিক পদক কোথা।
মুকুতা গাথুনি হুসারি মালিক
দেখিয়া লাগএ বেথা ॥
ধুলাএ ধুসর শ্যাম কলেবর
কমল নয়নে ধারা।
কিসের লাগিঞা হেনক দুর্গতি
কহত বচন সারা ॥
ফুলের বাগানে একেলা থাকহ
আছএ শার্দ্দূল আদি।
একলা গহন কাননে বসিঞা
এখানে কি গুণ সাধি ॥
চণ্ডিদাস বলে বিনোদ নাগর
জানএ কতেক ছলা।
ফুলের বাগানে বসিঞা নাগর
গাথি মনোহর মালা ॥ ৬৬৮ ॥

গড়া রাগ

বলরাম বলে ভাই এ নহে উচিত।
তোমা না দেখিঞা ঘরে আইনু তুরিত ॥
কানুর মুরলি রাই রাই করে গান।
ভাই ভাই বলিয়া......বলরাম ॥
ভাই নাম শুনিয়া তুরিতে আইনু ধাঞা।
কেন বা এমন গতি কহত কানাঞা ॥

[২১৫ পত্র আরম্ভ]

প্রভাতে উঠিঞা তুমি গেলা বন ভিতে।
কাতর দৈবকী মাএ খুঁজি আচম্বিতে ॥
ঘরে ঘরে নগর খুঁজিঞা প্রতি লোকে।
তোমা না দেখিঞা মাএ পড়িঞা বিপাকে ॥
বসুদেব দৈবকী কাতর আছে মনে।
তুরিতে গমন কর চণ্ডিদাস ভণে ॥ ৬৬৯ ॥

বলহ এমন কেনে হাল ভেল
ধূলাতে ধুসর নটী।
কহ কহ দেখি কিসের কারণে
কোথা হএ বেশ পাটী ॥
কহিতে লাগিল চতুর মুরারি
কহে বলরাম আগে।

যমুনা ভ্রমণ করিতে করিতে
আইল ফুলের বাগে ॥
দেখিঞা ফুলের বাগান সুন্দর
দু সারি ফুটিল ফুল।
দেখিতে দেখিতে নয়ন গোচর
তাহে ঝুরে অলিকুল ॥
গোকুলের লীলা মনে পড়ি গেল
সে মোর যশোদা মায়।
সুগন্ধি ফুলের বেশ পরিপাটী
কত বলাইব তায় ॥
যশোদার স্নেহ পাসরিতে নারি
কি দিঞা সুধিব ধার।
লাখ কোটি যুগ দেব মন্বন্তর
তবু সীমা নাহি যার ॥
যখন বান্ধল নবনি লাগিঞা
চরণ বান্ধল মোর।
বান্ধিঞা চরণ জননী তখন
পুন সে করল কোর ॥
আর যত স্নেহ এই মোর দেহ
পুরিত লোমেতে লোমে ॥
এক কোটী ভাগ যুগেতে নারিব
সে ধার সুধিতে ভ্রমে ॥
চণ্ডিদাস শুনি বেঁধিত হিয়াএ
বলরাম ভেল মোহ।
ছল ছল আঁখি নয়ান কাতর
* * বচন এহ ॥ ৬৭০ ॥

রাগ গড়া বরাড়ি

সেই কথা সব মনে পড়ি গেল
শুন বলরাম দাদা।
যশোদা পিরিতি কত না কহিব
মরমে মরমে বান্ধা ॥

তাথে ভেল মোহ আকুল হইঞা
কতি না পড়ল বাঁশী।
কতি গেল দূরে পায়ের নপুর
আপনি অবশ বাসি ॥
কহিল তোমারে মরম বেদন
শুন হলধর ভাই।
শুনি হলধর হইল কাতর
মনেতে পড়ল তাই ॥
অনেক করল লালন পালন
এমন করএ কেবা।
এ কথা অন্যথা * না হএ কখন
অনেক করিল সেবা ॥
ছল ছল আঁখি ভেল বলরাম
করহ বেশের ঠান।
চণ্ডিদাস বলে * খুজিঞা দৈবকী
আকুল হইল প্রাণ ॥ ৬৭১ ॥

রাগ কামোদ

তুরিতে করহ নব বেশ।
আকুল মাএর মন মন করে উচাটন
অধিক পাইব [ম]নে ক্লেশ ॥
বান্ধহ বিনোদ চূড়া দিঞা মালতির বেড়া
কহে তবে নটবর কান।
শুন বলরাম দাদা কেশ বান্ধ করি জুদা
তুমি কর বেশের বন্ধান ॥
শুনি হলধর তবে বেশ করে অনুপামে
উভু করি কেশের কসনি।
আটিয়া পাটের ডুরি চূড়ার নিখুনা করি
[২১৫ পত্র শেষ]
[২৩৩ পত্র আরম্ভ]
পুরাণ তোসনি জতে।
গোলোক করিঞা ব্যাসেতে বর্ণিল
চণ্ডিদাস জানে চিতে ॥ ৭২২ ॥

সিন্ধুড়া

যেখানে মহিমা বেদে দিতে সীমা
ব্যাসের গোচর নহে।
আন কি জানব সো রস মাধুরী
এ সব বচন কহে ॥
তুহুঁক মহিমা তুহুঁ সে জানহ
আন কি জানিতে পারে।
অসীম মহিমা নারে দিতে সীমা
কহিঞা কহিতে নারে ॥
মুঞি কি জানব তোমার শকতি
হইঞা অলপ মতি।
তুমি দয়াময় গোলোক ঈশ্বর
কহেন জগতপতি ॥
সৃষ্টি স্থিতি তুমি প্রলয় কারণ
অনাথ জনার বন্ধু।
ভব পারাপার তাহার কাণ্ডারি
কেবোল করুণাসিন্ধু ॥
চণ্ডিদাস কহে সুবলের স্তুতি
দেখিয়া নাগর রায়।
করেকে ধরিঞা নিল উঠাইঞা
আলিঙ্গন ভেল তায় ॥ ১২৩ ॥

রাগ জতিশ্রী

পাঞা আলিঙ্গন হরষিত মন
ধরিঞা কমল পায়।
শ্রীঅঙ্গ পরশ পাইঞা লালস
দেহ প্রফুল্লিত তায় ॥
পুলক স্বেদর্ক ভাবগণাদিক
তিন ভাব আসি মেলে।
অনুভাব পরে * * *
* * * *
সে সুবল ভাসে ॥

সমূহ বর্ণিল এই পদাবলি
সকল ইহাতে আছে।
* * * *
আর এক রস আছএ যেকত
এই পাচ রস ধরে ॥
চৌষট্টি রস কহে আর তিন
রস...র উপরে বৈসে।
এই আট রস প্রধান মানহ
আট আট গুণ পৈশে ॥
যে করিল ইহা পদের বর্ণনা
চৌষট্টি আছএ রসে।
ভকত ভ্রমর খুজিয়া খাইলে
(?) সব রস আছে ॥
গোকুল মথুরা যে সুখ বর্ণিল
ইহাতে চৌষট রসে।
কহেন দড়াই সুন সুন ভাই
কহেন এ চণ্ডিদাসে ॥ ১২৪ ॥

বাগশ্রী

হেনক স[ম]এ কৃষ্ণ না দেখি
হলধর গেলা তথি।
কিয়ার বাগান অতি রম্য স্থল
দেখিতে পায়ল ইথি ॥
চারি পাশে তার নানা পুষ্প সারি
সুগন্ধি কুসুম গন্ধে।
পরিমলে যত অলি শত শত
মধুর লাল[স] বন্ধে ॥
রোহিণী নন্দন জানল তখন
হেনক বুঝিয়া চিতে।
অনুমান করি তথা আগুসারি
জানিঞা হৃদয় ভিতে ॥

শিঙ্গারব দিয়া বাগে প্রবেশিল.
মত্ত বলাই যায়।
কিয়ার বাগানে প্রবেশ করিল
দিন চণ্ডিদাসে গায় ॥ ৭২৫ ॥

নট বৈরাগী

ইথানে কি কর দুজনে বসিঞা
কহত কি হেতু ইহ।
খুজিয়া আকুল মথুরা [ম]ণ্ডল
জানিতে না পা ..(২৩৩ পত্র শেষ)
[৩৬২ পত্র আরম্ভ] ... বেসি নাগর
ধরিঞা নারীর বেশ।
অতি অদভুত আনন্দ মগন
করত রসের লেশ॥
বিনোদিনী রাধা রসের অগাধা
আছিলা গৃহের কাজে।
হেনক সময়ে মিলল দুজনে
একেলা মন্দির মাঝে॥
নিজর মন্দিরে লইয়া রামারে
সুধাই সরস বাণী।
কেন বা আইলে কহ না সুন্দরি
কি হেতু হিয়.. শুনি॥

রাধা কহে শুন নবীন নাগরি
কোথাহ বসতি তোর।
কাহার রমণী কুলের কামিনী
কি হেতু গমন তোর॥
রাধার বচন * * * সুন্দরি
কহিতে লাগল তায়।
আমার বসতি গোকুল নগরে
শুনহ এ অভিপ্রায়॥
গোপের গৃহিণী রাজার নন্দিনী
আইল বিয়োগ পাঞা।
না গেনু আনহু গোপের মন্দিরে
আইল তোমার ঠাঞা॥
তুমি বৃখভানু রাজার নন্দিনী
আমি সে রাজার ঝি।
তেঞি সে আইল তোমার নিকটে
আনহু বলিব কি॥
আন গোপঘরে আমারে রহিতে
তিলেক উচিত নয়ে।
দিবা অভিসার নহে পরিচয়ে
দিন চণ্ডিদাস কয়ে॥ ১০৪৫ ॥*

(ক্রমশঃ)

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু

---

* ২২৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত "পীরিতি কি রীতি" পদটির পরে আরও পঞ্চাশটি পদ পাওয়া গিয়াছে, তাহা পরে প্রকাশিত হইবে।—লেখক।

বাঙলায় নারীর ভাষা*

প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে আজ অবধি সব সমাজেই নারী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান আছে। অবশ্য এই ব্যবধান সর্ব্বত্র সমান নয়। পুরুষ ও নারীর কর্ম্মক্ষেত্র আর শিক্ষা-দীক্ষা সম্পূর্ণরূপে আলাদা ব'লেই এই পার্থক্যের উদ্ভব। আর এই জন্যে সকল দেশেই নারী ও পুরুষের ভাষায় কমবেশী পার্থক্য র'য়ে গিয়েছে। কোথাও কম, আর কোথাও বেশী। সভ্য জগতে, যেখানে নারী ও পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র প্রায় এক হ'য়ে এসেছে বা আস্‌ছে, সেখানে এই পার্থক্য খুবই কম দেখা যায়। কিন্তু অসভ্য সমাজে—যেমন প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের মধ্যে—এই পার্থক্য খুবই সুস্পষ্ট (Jespersen, Language, ২৩৭ পৃষ্ঠা)।

পুরুষ ও নারীর ভাষার প্রভেদ মূলতঃ এই বিষয়গুলিতে।

(ক) নারীর ভাষা পুরুষের ভাষার চেয়ে অনেক বেশী রক্ষণশীল। অর্থাৎ পুরুষ যত শীঘ্র পুরাণো কথা ত্যাগ ক'র্‌তে বা নোতুন কথা গ্রহণ ক'র্‌তে পারে, নারী তত শীঘ্র পারে না। এইজন্যে নারীর ভাষাতে আমরা এমন অনেক পুরাণো শব্দ পাই, যা' অন্যত্র লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে। এই রক্ষণশীলতার কারণ অবশ্য এই যে, নারীকে তা'র ঘরের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে ব্যাপৃত থাক্‌তে হয়, সুতরাং ভিন্ন ভাষা বা উপভাষা-ভাষী লোকের সংস্পর্শে তা'র আসবার সুযোগ হয় না। বিখ্যাত রোমান বাগ্মী সিসেরো (Cicero) এক স্থানে ব'লে গিয়েছেন যে, যখন তিনি তাঁর শাশুড়ীর কথা শোনেন, তখন তাঁর মনে হয়, যেন তিনি প্রাচীন লাটিন কবি 'প্লাউতুস' (Plautus) বা 'নায়্‌ভিউস্‌' (Naevius) এর কথা শুন্‌ছেন।

(খ) নারীর ভাষায় জোর প্রকাশক (intensive ও emphatic) শব্দ ও অব্যয়ের খুব বেশী প্রাচুর্য্য দেখা যায়। বাক্যে স্বরাঘাত (accent) ও সুরের তারতম্যও (intonation) আর একটি প্রধান লক্ষণ।

(গ) জুগুপ্সা ও অমঙ্গল-বাচক শব্দগুলির পরিবর্ত্তে অন্য শব্দ প্রয়োগ করা নারীর ভাষার একটি প্রধানতম লক্ষণ। নারী স্বভাবতই লজ্জাশীলা ও কোমল-হৃদয়া ব'লে কতকগুলি শব্দ ও বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ তা'র পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সেই কারণে তা'কে হয় অন্য শব্দ ব্যবহার ক'র্‌তে হয়, অথবা সেই বিষয়কে ঘুরিয়ে প্রকাশ ক'র্‌তে হয়। এই দিক্ দিয়েই ভাষার বিবর্ত্তনের ইতিহাসে নারীর সবচেয়ে বেশী সাহায্যের পরিচয় আমরা পাই।

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩৩শ বর্ষের ৮ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

(ঘ) সব জাতির মধ্যে না পাওয়া গেলেও প্রায়ই দেখ্তে পাওয়া যায় যে, নারীর পক্ষে কতকগুলি শব্দ (আর নাম) উচ্চারণ করা একেবারে নিষিদ্ধ। অনেক দেশেই এই নিয়ম আছে যে, স্ত্রী তা'র স্বামী বা স্বামীর গুরুজনের নাম নিতে পারে না। ভারতবর্ষের আধুনিক আর্য্যভাষা-ভাষীদের মধ্যে এই প্রথা দেখা যায়। বৈদিক যুগে এরূপ কোন নিষেধ ছিল ব'লে মনে হয় না। খুব সম্ভব এর মূলে অনার্য্য 'কোল' প্রভাব নিহিত আছে। এটাও সাধারণতঃ দেখা যায় যে, মেয়েরা কিছুতেই অপদেবতার নাম বা অমঙ্গলসূচক বিষয় বা বস্তুর নাম উচ্চারণ বা উল্লেখ করে না বা ক'র্তে চায় না। এটার কারণ অবশ্য অন্য [আগে (গ) দেখুন]। অথর্ব্ববেদে একটী মন্ত্র আছে (৮.৬)। সেই মন্ত্রতে গর্ভিণী নারীকে কোন এক অপদেবতার দৃষ্টি হ'তে রক্ষা করবার জন্যে এক বিশেষ ওষধির সাহায্য প্রার্থনা করা হ'য়েছে। এই মন্ত্রের মধ্যে সেই অপদেবতার একবারও নাম করা হয়নি, কেবল কতকগুলি বিশেষণের সাহায্যে তাকে উল্লেখ করা হ'য়েছে মাত্র।

(ঙ) নারীর শব্দভাণ্ডার পুরুষের শব্দভাণ্ডার থেকে' খুবই আলাদা। নারী পুরুষের তুলনায় অনেক কম শব্দ ব্যবহার করে। গতানুগতিক জিনিসকে এড়িয়ে চলাই পুরুষের স্বভাব। সে নোতুন নোতুন শব্দ ও বাক্যের দ্বারা ভাব প্রকাশ ক'র্তে চায়—পুরাতনের মোহ তা'কে আবদ্ধ ক'রে রাখ্তে পারে না। নারীর ব্যাপার এর ঠিক উল্টো। এই জন্যেই কি জগতে আজ পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর স্ত্রী-কবির উদ্ভব হওয়া সম্ভবপর হয়নি?

আজ পর্য্যন্ত নারীর ভাষা নিয়ে বিস্তৃত কোন আলোচনা হয়নি। আমি এখন শুধু বাঙলায় নারীর ভাষা সম্বন্ধে মোটামুটী কিছু ব'ল্বো। বিস্তৃত আলোচনা এখানে এখন সম্ভবপর নয়। এ বিষয়ে আমার বিস্তৃততর প্রবন্ধ Women's Dialect in Indo-Aryan—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে' প্রকাশিত হ'বে। এই বড় প্রবন্ধটীতে আমি বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে আধুনিক বাঙলা পর্য্যন্ত নারীর ভাষার একটা ধারাবাহিক আলোচনার চেষ্টা ক'রেছি। আমি এ বিষয়ে যা কিছু আলোচনা করেছি, তা' কেবল

—"যাহা বই গুরু বস্তু নাহি সুনিশ্চিত
তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব বর্জ্জিত"—

সেই পূজনীয় শিক্ষক অশেষশাস্ত্রাধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্ররোচনায় ও সাহায্যে। তাঁকে এইখানে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই প্রবন্ধে 'বাঙলা' ব'ল্তে কেবল পশ্চিম-বঙ্গের অর্থাৎ হাবড়া-হুগলী-বর্দ্ধমান-চব্বিশপরগণার মুখের ভাষা বুঝোবে। পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েদের ভাষার সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু জ্ঞান নেই।

এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করি। এখনকার পুরুষের ভাষায় এমন অনেক শব্দ ও বাক্য ঢুকে' গিয়েছে, যা নারীর ভাষার এক কালে বিশেষ সম্পত্তি ছিল।

যেমন, 'ফোড়ন দেওয়া' বাক্যটী (অর্থ, অর্ব্বাচীন বয়সের লোকের বিজ্ঞ জনের মত মন্তব্য প্রকাশ করা) পুরুষেরা ব্যবহার কর্লেও এটী মূলতঃ মেয়েদের ভাষার কথা। আজকাল কি

পুরুষ, কি নারী, সকলেই বলে, 'অমুক তেলে বেগুনে জ্বলে উঠ্‌লো' অর্থাৎ 'খুব রেগে গেল'। কিন্তু একটু লক্ষ্য ক'র্‌লেই বোঝা যায় যে, এই বাক্যটী মেয়েদের' কাছ থেকে এসেছে; এর উৎপত্তি রান্না-ঘরের বেগুন ভাজার কড়ার মধ্যে থেকে'।

বাঙলার মেয়েদের ভাষা একটু অনুধাবন ক'র্‌লে বুঝতে পারা যায় যে, ওঁদের ভাষায় সংযম ব'লে জিনিষের বালাই মোটেই নেই। নিজেরা লজ্জাশীলা হলেও আর নিজেদের 'অবোলা' ব'ল্‌লেও ওঁদের জিহ্বায় কিছুই আট্‌কায় না। আধুনিক শিক্ষার ফলে এ জিনিষটী অবশ্য কমেছে। প্রকৃতপক্ষে খাঁটী মেয়েলী ভাষা আজকাল অচল। অলঙ্কারের অত ভক্ত হলেও এঁদের বাক্যালঙ্কার কেবল পরের প্রতি শ্লেষোক্তিতে পর্য্যবসিত।

(১)

আগেই বলা হয়েছে, নারীর ভাষায় শব্দের অনেক প্রাচীন রূপ র'য়ে গিয়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন যে, ভদ্রঘরের মেয়েরা 'ল'এর জায়গায় 'ন' খুব বেশী ব্যবহার করে। তা'রা 'লুচি', 'লঙ্কা,' 'লেপ', 'লাউ' না ব'লে বলে 'নুচি,' 'নঙ্কা,' 'নেপ,' 'নাউ'। এতে অনেকেই উপহাস করে বটে, কিন্তু আমরা জানি যে, আমাদের বাঙলা-ভাষার ইতিহাসে এমন এক সময় এসেছিল, যখন সমস্ত 'ল' (এমন কি, যে সমস্ত 'ল' প্রাচীনতর 'র' থেকে এসেছিল, তারাও) 'ন' হ'য়ে গিয়েছিল(১)। যেমন রথ্যা ∠'লচ্ছা' < নাছ, (নাছদুয়ার = সদর দরজা)। ভদ্র শ্রেণীর পুরুষেরা 'ন' বলা এখন গ্রাম্য মনে করেন আর চেষ্টা ক'রে 'ন' উচ্চারণ বর্জ্জন করেন।

(২)

নারীর ভাষায় কতকগুলি বিশেষ প্রত্যয়ের আর উপসর্গের (prefix এর) প্রাচুর্য্য দেখা যায়। সেগুলি এই,—

(ক) -অন্ত [< প্রাচীন ভারতীয়-আর্য্যভাষায় (প্রা-ভা-আ-তে) কর্ত্তৃবাচ্যের অসমাপিকা প্রত্যয় অন্‌ত্‌]। এগুলি মেয়েদের ভাষায় বিশেষণরূপে ব্যবহার হয়। যেমন,—অসাজন্ত বর, বাড়ন্ত গড়ন (বিশেষ্যরূপেও ব্যবহার হয়), বিয়ন্ত গাই, উঠন্ত বয়স, হাসন্ত মুখ, ভাসন্ত চোখ।

(খ)-অন্তী [< প্রা-ভা-আ—অন্‌ত্‌ + ইক + আ]। স্ত্রীলিঙ্গ (বিশেষ্য বা) বিশেষণ। যেমন,—কাজুন্তী (= কর্ম্মঠ), দেখুন্তী, নিখাউন্তী (বা নিখান্তী), অবিয়ন্তী (যেমন, অবিয়ন্তীর ঠুন্‌কো ব্যথা), নাচুন্তী।

(গ)—-অন [∠ প্রা-ভা-আ-অন]। এই ক্রিয়া-বিশেষ্য (verbal noun) বাচক প্রাচীন প্রত্যয়টী পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় এখনও জীবিত আছে। পশ্চিম-বঙ্গে কেবল মেয়েদের

(১) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের Origin and Development of the Bengali Language বইএর ৫৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

মধ্যেই এই প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রচলন সীমাবদ্ধ। যেমন,—জ্বলন, পোড়ন, নাচন, চলন, বলন, বেঁটন, দেখন, ফোড়ন, বেঁধন, কাঁদন।

(ঘ) -কী (১)। যেমন,—বড়্কী (=বড় বউ; এই শব্দগুলি প্রায়ই সম্বোধনে ব্যবহার হয়), মেজ্কী (<মেঝ্কী=মেঝ বউ), সেজ্কী, ছুটকী (<ছোট্‌কী)।

(ঙ) —পনা [< প্রা-ভা-আ. ত্বন (২) নিন্দার্থক (pejorative)],—গিন্নিপনা (গিন্নেপনা), ন্যাকাপনা, আহ্লাদেপনা, বেহায়াপনা, সতীপনা, আদিখ্যেতাপনা, দস্যিপনা, দাসীপনা, অসভ্যতাপনা, চেঙড়াপনা, দুরন্তপনা ("বাতাস করিছে দুরন্তপনা ঘরেতে ঢুকি" রবীন্দ্রনাথ)। ইত্যাদি। পুরুষের ভাষায় এই রকম স্থলে—গিরি প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়।

(চ)-পানা[<-প্রায়-+-পনা (৩)]। বিশেষণ প্রত্যয়। যেমন,—চাঁদপানা, চুনপানা, কুলোপানা, হাঁড়ীপানা।

(ছ) -টি,-টা। ছোট ছেলের বয়স বল্‌বার সময় এই প্রত্যয়টী ব্যবহার করা হয় ষষ্ঠী-প্রত্যয়ান্ত পদের সঙ্গে। যেমন,—অসুখ যখন সাতমাসের-টী বা দেড় বছরের-টী ইত্যাদি।

(জ) -ইন [প্রা-ভা-আ, -নী(স্ত্রীপ্রত্যয়) (৪)]। যেমন,—ঠাকরুন্ (=শাশুড়ী), নাতিন, মিতিন (=সই), সতিন।

(ঝ) -ইষ্টি (-ইষ্ঠি) [প্রা.-ভা-আ.-ইষ্ঠ থেকে অর্দ্ধ-তৎসম] [—নিন্দার্থক (pejorative)]। যেমন,—ধম্মিষ্টি, দানিষ্টি, কম্মিষ্টি।

(ঞ) আ-[প্রা-ভা-আ. অ-]। যেমন,—আদেখ্‌লা (বা হাদেখ্‌লা), আবাগী (আভাগী <অভাগ্যিকা), আভাতারী, আসেদ্ধ, আরাঁধা, ইত্যাদি।

(ট) হা-[এই শব্দগুলি সবই সমাস-বদ্ধ। কতকগুলি 'হা' এই দুঃখ-বাচক অব্যয়ের সঙ্গে যোগ ক'রে হয়েছে, আর কতকগুলি সংস্কৃত হত, হতক >প্রাকৃত হদ, হদঅ>হঅ, হঅঅ এই পদের সঙ্গে সমাস ক'রে হয়েছে। তুলনীয়, হঅগ্‌গাম (=পোড়া গাঁ), হতথণ, (< হতস্তন), হঅলজ্জা (=পোড়া লজ্জা), হঅরাঈ (-হত-রাত্রি)। যেমন,—হাঘরে, হাপুতী, হাভাতে (হাবাতে), হাপিত্যেশ।

(৩)

কিছু দিন আগে পর্য্যন্তও বাঙলাদেশে ছেলে মেয়েদের নামকরণে মেয়েদেরই সম্পূর্ণ হাত ছিল। এখনও এমন অনেক নাম পাড়াগাঁয়ে কম-বেশী প্রচলিত আছে, যা মেয়েদের ভাষা থেকে' এসেছে। এগুলি এখন ফ্যাসান-দুরস্ত ব'লে গণ্য নয়। যেমন,—

(১) Origin and Development of the Bengali Language—চট্টোপাধ্যায়, ৬৮২ পৃষ্ঠা।
(২) ঐ, ৬৫৬ পৃষ্ঠা। (৩) ঐ, ৬৯৬ পৃষ্ঠা। (৪) ঐ, ৬৯৪ পৃষ্ঠা।

শৈল [< সহিল< সহ্]। পর-পর তিনটী ছেলের পর মেয়ে হ'লে কিংবা পর-পর তিনটী মেয়ের পর ছেলে হ'লে এই নাম রাখা হ'ত। মনে হয়, শব্দটীর ঠিক বানান দন্ত্য 'স' দিয়ে; কিন্তু তৎসম নাম 'শৈলবালা' 'শৈলেন্দ্র' প্রভৃতির প্রভাবে তালব্য 'শ' এসে গিয়েছে।

প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকেই আমাদের দেশে ছেলের আদর আর মেয়ের অনাদর। বেদে পাই—কৃপণং দুহিতা জ্যোতি র্হ পুত্রঃ পরমে ব্যোমন্, আর আধুনিক বাঙলায় মেয়েলী ছড়ায় পাই—পুতের মুতে কড়ি। এই ছড়া দুইটীর ভাষা আলাদা হ'লেও ভাবটা একই। এই জন্যেই মেয়ের মা অনেকগুলি কন্যা-প্রসব বন্ধ ক'র্‌বার জন্যে শেষ মেয়ের নাম রাখ্‌তেন থাকমণি বা আন্নাকালী (=আর না কালী)। মনে কর্‌বেন না যে, এই নাম রাখা এখন একেবারে লোপ পেয়েছে। যে মেয়ের ডাক নাম শুন্‌বেন আনি বা আন্নু তাকেই বুঝে নেবেন যে, কিছুতেই সে তার মায়ের একমাত্র মেয়ে নয়।

মৃতবৎসার সন্তানের নাম প্রায়ই কড়ি দিয়ে রাখা হয়; যেমন—এককড়ি, দোকড়ি, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, ছকড়ি, সাতকড়ি, নকড়ি। ভাবটা এই যে, যমের কাছ থেকে অতগুলি কড়ি দিয়ে কেনা হ'ল। সেই রকম—কেনারাম, বেচারাম, রাখহরি (=হে হরি, বাঁচিয়ে রাখ), ষষ্ঠীচরণ, ষষ্ঠীবর, কুড়ো, কুড়োরাম, কুড়ুণী (কুড়িয়ে পাওয়া, সেই জন্যে যমের দৃষ্টি প'ড়্‌বে না) ইত্যাদি। শ্রীচৈতন্যদেবের বাল্যকালে নিমাই নাম দেন অদ্বৈত-আচার্য্যের স্ত্রী সীতাদেবী। নিমের মত তেতো ব'লে ডাইনীরা ছোঁবে না। যথা, ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে, ডরে নাম থুইল নিমাই [শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত]। 'নিমাই' শব্দ 'মাতৃ-হীন' অর্থেও হ'তে পারে; যেমন যার নৌকা (না) নেই, সে 'নিনাই'; এখানে—ছেলেটীর মা নেই, হে যম, দয়া করে নিও না' (১)। তুলনীয় কালিদাসের 'উমা' নামের ব্যাখ্যা—উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা পশ্চাদ্ উমাখ্যাং সুমুখী জগাম (কুমার-সম্ভব)।

(৪)

এইখানে কতকগুলি শব্দ (বিশেষ্য ও বিশেষণ) দিচ্ছি, যা নারীর ভাষার একরকম নিজস্ব বলা চলে।

অবিয়ত [(=অবিবাহিত); < অ+বিয় (< বিবাহ)+ত (২)]। অনাছিষ্টি (অর্দ্ধতৎসম < অনাসৃষ্টি)।০ অলবড্‌ড =লক্ষ্মীছাড়া ∠ ?] [আক্‌খুটে ?]।
আঁটকুড়ো,-কুড়ী (রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে' আঁটকুড়ীর সংস্কৃত রূপ 'অষ্টকুষ্ঠী' দিয়েছেন) [< আঁট+কোষ্ঠ (=গর্ভ)]। আড়ি, যেমন আড়ি পাতা। আদিখ্যেতা (=আধিক্যতা)। আটকাল (=আন্দাজ)।

(১) Origin and Development of the Bengali Language—চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ২৫২।
(২) ঐ, ৪১৯,৭০৪,৭১০ পৃষ্ঠা।

আম্বা (=অন্যায় আবদার)। আহিখ্যে [<অভি+কাঙ্‌ক্ষ (?)]। এয়ো (<অবিধবা), এওৎ (<অবিধবত্ব)। কুঁদুল (কোঁদল)। কন্না (=ন্যাকামি)। কানড়া (কানোড়া; =অনুগত)। কুরুক্‌খেত্তর (=তুমুল ঝগড়া, ∠কুরুক্ষেত্র)। কুট্‌নী, (প্রাকৃত কুট্টনী), কোট্‌না। খোয়ার। খোঁটা (=গঞ্জনা)। গ্যাদা, গিদে, গুমোর। গা (= অঙ্গচেষ্টা, ইচ্ছা অর্থে)।

চিকুরী, চিক্‌রুণী (=ন্যাকামী)। ছিরি (< শ্রী)। ছেনাল (∠প্রাকৃত ছিন্নাল,-লী)। ছেনালী। ছাঁদ (<ছন্দ)। জল্‌জলা (=সহবৎ)। টঁস। টাঁইস (তাঁইস)। ঠমক। ঠোকনা। ঠোনা। ঠ্যাকার (=গর্ব্ব)। ডোক্‌রা, ড্যাক্‌রা। ঢঙ, ঢপ। তুস্থু (কলনা তুস্থু)। দেমাক। দেয়ালা (<দেবকাল?)। ধাঁচা। ধুমসী, ধুমড়ী। ন্যাকা। ন্যাটা (=ঝঞ্ঝাট)। ন্যাও টো,-টা (∠ স্নেহবৃত্ত)। নেকরা, নেকরামি। নোঙ্‌রা। নোলা (< লোল)। নোটোমি। পোষানী (=ধাইকে ছেলে পুষতে দেওয়া)। পেট (=গর্ভ)। বউড়ী (<বধূটিকা)। বয়াখুরে, বাঙ্‌খুরে [∠বক্র, বক?] বাওচাল্লি। বিয়েন। বিট্‌লে, বিটেল। বেহায়া। ব্যাগত্তা (∠ব্যগ্রতা) ভাগ্যিমানী। ভাজা (=গর্ভিণীর উৎসববিশেষ)। ভিরকুটি,-কুট্টি। মচ্ছিভঙ্গ। মদ্দানি। মিন্‌সে। যাদু (<জাত)। রাঁড়, রাঁড়ী (=বিধবা)। শাগুড়ে। সন্দ (∠সন্দেহ)। সাউখুড়ি,-খড়ি (<* সাধুকরিক)। সেয়ানা (=প্রাপ্তবয়স্ক)। সোমত্ত। সোয়ামী। সোহাগ (< সৌভাগ্য)। সাধ (∠ শ্রদ্ধা=গার্ভিণীর উৎসববিশেষ)। হুড়কো [মেয়ে]। হেনস্থা। কাপ (=ন্যাকামী)। কু (=মন্দ; যেমন কু বাঁটা)। সু (=ভাল; যেমন সু ছেলে)। খাই (=দাবী)। ঢেমন, ঢেম্‌ন্দা, ঢেম্‌নী। ধাধস। ধিঙ্গি। পয়মন্ত। বিদ্যানী (=বিদুষী, নিন্দার্থে)। ব্যাখ্যানা। সই। সয়া। ইত্যাদি।

(৫)

নারীর ভাষায় বিশেষণগুলি বেশ ঝাঁঝালো। সব বিশেষণগুলিই একটু অনাবশ্যক জোর আর ঝাঁঝের সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়। দু'একটী উদাহরণ দিচ্ছি।

পোড়া (নিন্দার্থক)। যেমন,—পোড়া দেশে কি লোক নেই? কি পোড়া নিয়ম হ'য়েছে! পোড়া পেটের জ্বালায় আর মান থাকে না। "পোড়া সে পাড়ার লোক দেখিয়া ডরাই". (চণ্ডীদাস)। পোড়া অদেষ্ট। পোড়া চোখে কি কিছু দেখি? ইত্যাদি। এই প্রয়োগ আমরা প্রাকৃতেও পাই; যেমন, দড্‌ঢকায় (=পোড়া শরীর) (১), দড্‌ঢ-হিঅঅ (২), দড্‌ঢ-লোঅ (=পোড়া লোক) (৩) ইত্যাদি।

রাজ্য, রাজ্যি (অর্থহীন নিন্দার্থক বিশেষণ)। যেমন,—রাজ্যের লোক (=অনেক লোক)। যত রাজ্যের অনাছিষ্টি কাণ্ড।

(১) গাহাসত্তসঈ ২,৩৪। (২) ঐ ২,৪১। (৩) ঐ ৬,১।

(৬)

বিবাহিত নারীর বৈবাহিক সম্বন্ধসূচক অনেকগুলি বিশেষ শব্দ আছে। যেমন—(ক) ঠাকুর-ঝি, দেওর-ঝি, ভাসুর-ঝি, বোন-ঝি [পুরুষের পক্ষে কিন্তু ভাগ্‌নী]। (খ) ঠাকুর-পো, (দেওরের সম্বোধন), দেওর-পো, ভাসুর-পো, বোন-পো [পুরুষের পক্ষে ভাগ্‌নে]। (গ) দেওর, ভাসুর, ঠাকুর (= শ্বশুর). ঠাকরুন (= শাশুড়ীর সম্বোধন), ননদ. নন্দাই (∠ ননান্দৃ-পতি), যা। (ঘ) মাসাস (মাস-শাশুড়ী), পিসাস (= পিস-শাশুড়ী), বউ-ঠাকুর (ভাসুরের সম্বোধন), ঠাকুর-জামাই (= নন্দাই)।

(৭)

বাঙলায় নারীর ভাষায় সমাসের বাহুল্য একটা প্রধান বিশেষত্ব। নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদের কটূক্তি বর্ষণ শুন্‌লে এর প্রতীতি হয়। সব রকম সমাসই দেখা যায়। যেমন,—

(ক) বহুব্রীহি। (১) অবৈধ (incestuous) সম্বন্ধসূচক—বাপ-ভাতারী, বোন-মেগো ইত্যাদি। (২) শারীরিক বিকৃতিসূচক—উট-কপালী, ছার-কপালী, পোড়া-কপালী, চিরুন-দাঁতী, গোমড়া-মুখো (-মুখী), পোড়ার-মুখো (-মুখী), মুখ-পোড়া (-পুড়ী)। (৩) বিবিধ—কোল-সোহাগী, শতেক-খোয়ারী, নি-সেধো, অপ্‌পেয়ে, হাঘরে, পাটা-বুকী ("মোরে দেখি পাটাবুকী না করিল ডর"),বার-দুয়ারী, পর-ঘরী, পর-ভাতী, নোলা-দেগো, নিঘিন্নে।

(খ) তৎপুরুষ—থ'লে-ঝাড়া, হাড়-হাবাতে, বেড়ী-পেটা, ভয়-তরাসে, ঘুম-কাতুরে, জন্মায়তী, সর্ব্ব-রক্ষে, মুখ-নাড়া, হুড়-বিত্তি, মুখ-ঝাম্‌টা, মেয়ে-মদ্দানি, মেয়ে-নেকড়া, হাত-তোলা, বৌ-কাঁট্‌কী, একেশ্বরী, ইষ্টি-কুটুম, কাঁচা-পোয়াতী, আপ্ত-গরজে, একল-ষেঁড়ে, হতচ্ছেদ্দা, নানা-কুটী, তিতি-বেরক্ত, দন্তে-দশা, আপ্ত-সুখী, শতেক-নোংরা, পিত্তি-রক্ষে, ইত্যাদি।

(গ) উপপদ—পাড়া-বেড়ানী, পাড়া-ঢলানী, পাড়া-জাগানী, পাড়া-মজানী, ভাল-খাকী, ছিঁচকাঁদুনী, ভাতার-কাম্‌ড়া, হাড়-জ্বালানে, দুধ-তোলানী, ঢেউ-নাচানী, সর্ব্ব-নাশী, দেইজি-ঘাঁটা, নেই-আঁকুড়ে, (= ন্যায়-আঁকড়িয়া), ঘর-জ্বালানী, পর-ভোলানী, কোল-পোঁছা, ঝাঁটা-খেকো,-খাকী. ইত্যাদি।

(ঘ) অসমাপিকা সমাস [তুলনীয় বৈদিক 'ভরদ্বাজ,' 'বিদদ্বসু' 'জমদগ্নি'] দেখন-হাঁসী, উড়ন-চণ্ডী, ইত্যাদি।

(ঙ) দ্বন্দ্ব—ঝি-জামাই, ভাতার-পুত, নাতি-নাতকুড়, ভাই-ভায়াদ, লজ্জা-সরম. বাড়-বাড়ন্ত, ঘর-বর, চাল-চুলো, রান্না-বান্না, যত্ন-আত্তি, সোনা-দানা, রাঙ-রত্তি, খুদ-কুঁড়ো, গয়না-গাটী, গল্প-গাছা, হুঁস-পবন, খিত-ভিত, ছিরি-ছাঁদ, ছানা-পোনা, আপ্ত-বন্ধু, মন্দ-ছন্দ, জাত-জন্ম, রঙ্গ-ভঙ্গ, অকথা-কুকথা, বাছ-বিচার, সাত-সত্তেরো, নয়-ছয়, গত্তি-গরাস, ইত্যাদি।

(চ) আম্রেড়িত পদ [এদের ঠিক আম্রেড়িত বলা চলে না ; এই সমস্ত পদ-গুলিতে একটী শব্দ ও তার সমার্থক বা অর্থহীন সমধ্বনি শব্দ সমাসের মতই বিন্যস্ত থাকে।] —ঢলা-ঢলি, হিম-সিম, গিন্নি-বান্নি, ডামাডোল, নট-ঘটা, নেটি-পেটী, হেঁজি-পেঁজি, হাব্‌জা-গোব্‌জা, এলো-পেলো, ফস্‌টি-নস্‌টি, গাড়ুর-গুপ্‌সো, নাদুস-নুদুস, চ্যাবা-চোবা, পাঁচপাঁচি ইত্যাদি।

(৮)

বিশেষ্য বাক্যাংশ [Nominal Phrase]। আটাশে খুকী, আদরে গোবরে, অন্ধের নড়ি, উদ্‌মো রাঁড়ী, একগলা ঘোম্‌টা, একরত্তি ছেলে. এক গলা জল, কচি খুকি, কড়ার কুটো, কড়ে রাঁড়ী, অমুকের কল্যাণে, কাঁচা বয়েস, কোলের ছেলে, খড়ম পা, খাবার কুটুম, খুদে ননদ, গুণের ছেলে, ঘুমে কাদা, চোখের আড়, চোখের বালি ("সহজে চক্ষের বালি হৈয়াছি সবার"—পদকল্পতরু), ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো, কুম্‌ড়ো-কাটা বটুঠাকুর, দাঁতে বিষ, দুধের ছেলে, দুধের বাছা, ধুন্ধুমার ঝগড়া, ধোয়া নৈবিদ্যি, ননীর পুতুল, নাড়ীর টান, নানাকুটি কথা, নেও ভাতার, পাকা ঝিকুর, পেটের ছেলে, বাপের ভাগ্যি, বালশ পোয়াতী, ভর সন্ধ্যা, মড়ুঞ্চে পোয়াতী, মনের কালি, মাথার দিব্যি, অমুকের বরাতে, মাওড়া ছেলে, বুড়ো চোস্‌কা, ভাতাত্তির মাগ, রাই ধনী, রাঙা বৌ, রামের রাধা, বাঁড়ী বালতী, রূপের ডালি, শিবরাত্রির সল্‌তে, ষেটের বাছা, ষষ্ঠীর দাস, সতা-সতীনের ঘর, সাতপুরুষের নাউখোলা, সাতাশে ছেলে, সোনার ছেলে, সোনার চাঁদ, সোনার বাছা, সোনার লতা, সোনার সীতা, সোহাগের আরসী, হাড়াই ডোমাই, হাড়ীর হাল, হাঁকরা ছুড়ী, হাঁড়ীর খবর, সাত ছয়কোট, সাত চোরের মার, বাঁঝা খাটুনী, বাঁঝা তক, যমের অরুচি, যমের ভুল, রূপের ধুচুনী। ['সাত' এই সংখ্যাটী মেয়েদের ভাষায় খুব বেশী পাওয়া যায়, যেমন, সাত চড়ে রা বেরোয় না, সাত পাঁচ ভাবা, সাতে পাঁচে না থাকা, সাতভাতারী সাবিত্রী, সাত সর্‌ষে দিয়ে নাওয়া ইত্যাদি]।

(৯)

ক্রিয়া-বাক্যাংশ [Verbal Phrase] (১.)। একেতো বাঙলা ভাষায় যুক্ত ক্রিয়ার (Compound Verb) সংখ্যা খুবই বেশী, নারীর ভাষার তো কথাই নেই। এ বিষয়ে এখানে বিস্তৃত তালিকা দেওয়া সম্ভবপর নয়। সেই জন্যে আমি খুব সাধারণ গোটাকতক প্রয়োগ ধ'রে দিচ্ছি।—

বানের জলে ভেসে আসা, ধনে ধানে ঘর উথ্‌লে ওঠা, নইনত্র করা, গুণ করা, চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় করা, ঝেঁটিয়ে বিদেয় করা, চিপ্‌টেন কাটা, খোতা মুখ ভোঁতা করা, দেখ মার করা, প্রাণ টা টা করা, মুখ করা, চিপ্‌টেন কাটা; পাঁশ পেড়ে কাটা, মাথা কোটা, অমুকের মাথা খাওয়া, পরের মুখে ঝাল খাওয়া, ব্যথা খাওয়া, হাঁড়ী খাওয়া, পিণ্ডি চট্‌কানো, হাড়মাস

কালি করা, হাড় জুড়োনো, হাড়ে নাড়ে জ্বালানো, ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়া, চোখ টাটানো, নিজের কোলে ঝোল টানা, তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকা, হাঁড়ী ঠেলা, গা তোলা, কুলোর বাতাস দিয়ে তাড়ানো, জাত-জন্ম না থাকা, হাট হ'য়ে থাকা, দু পায়ে খেঁতলানো, দিব্বি দেওয়া, মুখে ওলোক দেওয়া, শত্রুর মুখে ছাই দেওয়া, হাতে টুকনী দেওয়া, মুখনাড়া দেওয়া, গতরে পোকা ধরা, কড়ার কুটোটী না-নাড়া, মাটিতে পা না পড়া, পুঁয়ে পাওয়া, পাকা চুলে সিঁদুর পরা, আড়িপাতা, সই পাতানো, মন পাওয়া, কপাল ফেরা, বিয়ের ফুল ফোটা, ঠেস দিয়ে কথা বলা, কেঁদে হাট বসানো, গাছ-কোমর বাঁধা, ছেঁড়াচুলে খোঁপা বাঁধা, হেঁসে না বাঁচা কু বাঁটা, হেঁসে মরা, ঘাট মানা, পেটের ভাত জল হয়ে যাওয়া, পেটের মধ্যে হাত পা সেঁধিয়ে যাওয়া, খেটে খেটে হাড়ে মাসে বেটে যাওয়া, বুকে ভাত রাঁধা, হাড়ে বাতাস লাগা, এঁড়ে লাগা, ধর্ম্মে না সহা, মুখ-নাড়া সহা, সাধা পাড়া, গতরে আমড়া পোকা ধরা, ঘুমিয়ে কাদা (বা জাতা) হওয়া, চিনি খেয়ে মেনি হওয়া, খেয়ে দেয়ে হাতী হওয়া, বড় মুখ ছোট হওয়া, হাড়মাস কালি (বা ভাজা ভাজা) হওয়া, দু'হাত এক হওয়া, পেট হওয়া, ঝকি পোয়ান, মাছের তেলে মাছ ভাজা, হাঁড়ীতে স্থান দেওয়া, মুখে খই ফোটা, ইত্যাদি।

(১০)

[ক] ভাবদ্যোতক শব্দ ও অব্যয়। সমবয়স্কাদের মধ্যে বিস্রম্ভালাপে কথার আগে হাঁলো, আর কথার শেষে লো, লা ব্যবহার হয়। এখন এই শব্দগুলি কেবল অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সখী বা আত্মীয়াগণের মধ্যেই ব্যবহার হয়। সমবয়স্কাদের ভদ্র আলাপে এখন ভাই শব্দের প্রচলন খুব দ্রুতবেগে হ'চ্ছে (এটী অবশ্য পুরুষের ভাষা থেকে এসেছে)। পূর্ব্বে এই স্থলে বোন (বা বুন) এই শব্দের প্রচলন ছিল, এবং পল্লীগ্রামে এখনও আছে। অধিক-বয়স্কাকে সম্বোধন ক'র্‌লে দিদি বলা হয়। স্কুলের মেয়েরা তাদের শিক্ষয়িত্রীকে সম্বোধন বা উল্লেখ করতে হ'লে অমুক দিদি বা অমুক-দি বলে। মা, ওমা বা ধন্যি হ'চ্ছে বিস্ময়সূচক আর আহা অম বিস্ময়-জড়িত লজ্জার দ্যোতক। কোন অমঙ্গলসূচক কথা শুনিলে মা বা মাতৃস্থানীয়ারা 'ষাট্' বলেন, অর্থাৎ মা ষষ্ঠী যেন ষেঠের বাছা ষষ্ঠীর দাসের অমঙ্গল দূর করেন। সন্তান হাঁচ্‌লে জীব শব্দ বলা হয়। এই জীব শব্দ বলার প্রথাটী খুবই প্রাচীন এবং এ কেবল মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতবর্ষে আস্‌বার অনেক আগে থেকেও আর্য্যদের মধ্যে এই প্রথা ছিল ব'লে বোধ হয়। কারণ, যুগোস্লাভরা হাঁচ্‌লে এখনও zhivote অর্থাৎ জীবত বলে। প্রাচীন ভারতেও এই প্রথা সার্ব্বজনীন ছিল ব'লে বোধ হয় [গর্গজাতক দেখুন]। বালাই (ফার্‌সী শব্দ) অমঙ্গলনিষেধক অব্যয়।

[খ] ভাবদ্যোতক বাক্যাংশ ও বাক্য। অবাক ক'র্‌লে! আমরি! ও হরি! কি গেরো! ও আমার পোড়া কপাল! কি ঘেন্না! কি লজ্জা! কি হবে! মাগো! [ম্যা গো

ঘৃণার্থক]। হা......বো! আমরণ! কথার ছিরি দেখ! পোড়ার দশা আর কি! মরণ আর কি! মরি কি রূপ! [এই প্রয়োগ কাব্যেও চ'লে গিয়েছে—"মরি কার পরশমণি গগনে ফলায় সোনা" (সত্যেন্দ্রনাথ)]; বাবো কোথা! লক্ষ্মী ধন আমার! আমার মাথা খাও! সাত দোহাই তোমার! ইত্যাদি।

(১১)

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, মেয়েরা অমঙ্গলবাচক বা অমঙ্গলসূচক শব্দ বা কথার পরিবর্ত্তে অন্য কোন কথা ব্যবহার করে, কিংবা বিষয়টী ঘুরিয়ে প্রকাশ করে। এখানে কতকগুলি উদাহরণ দিচ্ছি।

ভিখিরীকে ফিরিয়ে দিতে হ'লে বলা হয় 'চাল বাড়ন্ত', বা 'হাত জোড়া',—'নেই' ব'ল্লে অমঙ্গল বোঝাতে পারে। 'ভাত বাড়ার,' বাড়া এই ধাতুর প্রয়োগও এই রকমে হ'য়েছে। পালিতেও এই প্রয়োগ রয়েছে—উণ্হভত্তং বড্ঢেত্বা [উচ্ছিষ্টভক্ত-জাতক]। সধবা নারী হাতের বাঁধা চুড়ি ইত্যাদি খুল্‌তে হ'লে "শিথ্লানো" (অর্থাৎ শিথিল করা) বলে, 'খোলা, বল্‌লে বৈধব্য বোঝাতে পারে। পল্লীগ্রামের মেয়েরা এখনও রাত্রিবেলায় 'সাপ' 'বাঘ' ইত্যাদি না বলে ব'লে থাকে 'লতা', 'পোকা'। তেম্‌নি অনেক জায়গায় মেয়েরা রাত্রিতে বাদুড়ের নাম করে না, বলে 'রাতচরা'। নাম শুন্‌তে পেলে নাকি বাদুড়ের মুখে যা খায় তাই তেতো লাগে; জীবে দয়াপ্রসূত এই প্রয়োগ।

(১২)

বাঙলা দেশের মেয়েরা কথায় কথায় 'ছড়া' বা প্রবাদ-বাক্য ব'লে থাকে। অনেক ছড়াই কবিতার চরণ ব'লে মনে হয়। এর কারণ এই যে, মেয়েদের ভাষা ছন্দবহুল। এ বিষয়ে আলোচনা ক'র্‌তে হ'লে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের দরকার। একটী উদাহরণ দিয়ে এই প্রবন্ধের উপসংহার ক'র্‌ছি। এই ছড়াগুলি যে সবই খুব অর্ব্বাচীন, তা' নয়। কতকগুলির ভাব প্রাচীন কাল থেকে চ'লে এসেছে। যেমন—

জামাইএর জন্যে মারে হাঁস, গুষ্টিশুদ্ধ খায় মাস, এর সঙ্গে তুলনা করুন—জামাত্রর্থং শ্রপিতস্য সূপাদেরতিথ্যুপকারকত্বম্ [লৌকিকন্যায়াঞ্জলি, দ্বিতীয় খণ্ড]।

মেয়েদের ছড়ার মধ্যে দিয়ে আমরা বাঙলার মেয়েদের মনস্তত্ত্বের এমন একটা আভাস পাই, যা অন্যত্র সুদুর্ল্লভ। বাঙলার মেয়েদের সঙ্কীর্ণতা—যেমন, প্রতিবেশিনীর উপর হিংসা আর বিদ্রূপ, বাপের ঘর থেকে সদ্যোবিচ্ছিন্ন নববধূর প্রতি উপেক্ষা ও স্নেহহীনতা, সতীনের প্রতি হিংস্রভাব, ঘরজামাই-এর উপর অশ্রদ্ধা, নববিবাহিত পুত্রের উপর মায়ের সতর্ক দৃষ্টি—এই সব এই ছড়াগুলির মধ্যে থেকে ফুটে বেরোয়। বাঙলার মায়েদের যে স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের পরিচয় আমরা ছেলে-ভুলানো ছড়ায় পাই (রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় প্রবন্ধ দেখুন),

সেই মাতৃহৃদয়ের স্নেহধারা এগুলির মধ্যে লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে বলে মনে হয়। যদি বা কোথাও তার কিছুমাত্র ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তো সে ফল্গুনদীর মত একেবারেই অন্তঃসলিলা।

অনেকগুলি ছড়ার মধ্যে ইতিহাসের টুক্‌রো থাকা খুবই সম্ভবপর ব'লে মনে হয়। আর অনেকগুলির মধ্যে স্থানীয় ইতিহাস একেবারে প্রচ্ছন্ন হয়ে যায় নি; যেমন,—

উলোর মেয়ের কুলুজী, অগ্রদ্বীপের খোঁপা।
শান্তিপুরের হাতনাড়া, গুপ্তিপাড়ার চোপা॥

এইখানে কতকগুলি ছড়া উদাহরণের মত তুলে দিয়ে এই প্রবন্ধের উপসংহার ক'র্‌ছি।

অবাক ক'র্‌লে নাকের নথে। কাজ কি আমার কান বালাতে॥
অসইরণ সইতে নারি। থালার জলে ডুবে মরি॥
আজ্‌কের মাগ তুমি, রেঁধো না রেঁধো না।
চা'ল চিবিয়ে খাব আমি, ভেবো না ভেবো না॥
আমার নাম যমুনাদাসী। পরের খেতে ভালবাসি॥
আর সওদা যেমন তেমন খোঁপা-বাঁধা দড়ি॥
উদ্‌ খেতে খুদ নেই নেউলে বাজায় শিঙে॥
একে বউ নাচনী তায় খেম্‌টার বাজনী॥
কনের মা কনে বাখ্‌নায়, আমার মেয়েটী ভাল।
ধান সিজানো হাঁড়ীর চেয়ে একটু কিছু কাল॥
কিবা ছেলের মুখের হাঁই। তবু হলুদ মাখেন নাই॥
ঝি জব্দ কিলে, বউ জব্দ শিলে।
পাড়াপড়্‌শী জব্দ হয় চোখে আঙ্গুল দিলে॥
তেলের ভাঁড়ে তেল নেইকো পলায় মারে ঘা।
এতদ্দেশের বউকাট্‌কী ছিদাম তেলির মা॥
তোদের হলুদ মাখা গা, তোরা রথ দেখ্‌তে যা।
আমরা হলুদ কোথা পাব, আমরা উল্‌টো রথে যাব॥
নিতে পারি খেতে পারি, দিতে পারি না।
ব'ল্‌তে পারি কইতে পারি, সইতে পারি না॥
বউ ভাঙলে সরা, গেল পাড়া পাড়া।
গিন্নি ভাঙলে নাদা ও কিছু নয় দাদা॥
ভাত পায় না চিঁড়ের নাগর। আমানি খেয়ে পেট্টা ড

যা ছিল আমানি পান্তা মায়ে ঝিয়ে খেনু।
ঘর-জামাই রাঁধের তরে ধান শুপোতে দিনু॥
যার নাম ভাজা চা'ল তার নাম মুড়ি।
যার মাথায় পাকা চুল তারই নাম বুড়ী॥ ইত্যাদি।

শ্রীসুকুমার সেন

———

অগতি পতিত কুজনবন্ধু
হেরি উছল রসের সিন্ধু
হৃদয়ে কুহরে তিমির বারি
উদয়ে দিনহু রাতিয়া ॥
সহজে সুন্দর মধুর দেহ
আনন্দে আনন্দে না বান্ধে থেহ
ঢুলী ঢুলী ঢুলী চলত খলত
মত্ত করিবর ভাতিয়া।
লোটন ঘটন তৈ গেলু ভোর
গোবিন্দ মাধব মুকুন্দ বোল
রোয়ত হসত ধরনী ধসত
সোহত পুলকপাতিয়া ॥
মহিক মহিমা কো করু ষোর
নিজ পর নাহি দেহত কোর
প্রেম অমিয়া ইয়থি বরখি
তরখিত মহি মাতিয়া।
এ রসে উত্তম অধম ভাশ
একলি বঞ্চিত গোবিন্দদাশ
না জানি কি খেনে কোন গঠল
কাঠকঠিনছাতিয়া ॥

১৯৪। দণ্ডাত্মিকা পদাবলী।

রচয়িতা—রায়শেখর।

পত্র—১—৩৮; সম্পূর্ণ; ২৫ সংখ্যক পত্র দুইখানি। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ—কতকগুলি পুরু, অধিকাংশ অপেক্ষাকৃত পাতলা। পঙ্‌ক্তি-বিন্যাসের কোনও নিয়ম নাই; এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৪ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ, ১২"×৫½"। লিপিকাল ১২৫৩ সাল, ১৭৭১ শকাব্দ। পদসংখ্যা—১৪০।

গোবিন্দদাসের দণ্ডাত্মিকা পদাবলী অপেক্ষা এই পুঁথিখানি আকারে অনেক বড় এবং ইহার বিষয়-বিভাগও অনেক বেশী। প্রত্যেক দণ্ডে রাধাকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা-বিষয়ক পদ সন্নিবেশিত হইয়া, বইখানি অন্বর্থ-নামা হইয়াছে. পাঠক দৃষ্টিমাত্রেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। দিবা ৩০ এবং রাত্রি ৩০, মোট ষাট দণ্ডে ষাট বা ততোধিক বিষয়ের পদাবলী পুঁথিতে সঙ্কলিত হইয়াছে। বিষয়গুলি এই,—

১। দিবা একদণ্ডে কারুণ্যামৃতস্নান মোহন বেস। (৩।১)

২। দ্বিতীয়দণ্ডে সখিবিতর্ক। (৫।১)

(ক) অথ প্রভাতসময়ে নন্দিশ্বর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণস্য নিজালয়ে অলখিতে গমনং সয়নঞ্চ। (৭।১)

৩। ত্রিতীয় দণ্ডে শ্রীরাধিকা নন্দালয়ে গমনেন পথাবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণস্য চকিতমিলনং রাজগৃহে প্রেবেশ। (৮।১)

৪। চতুর্থদণ্ডে গোদোহনং সংপুর্ন গৃহাগমনং স্নানবেশাদিকরণং সগনসহিত ভোজনলীলা সম্পুর্ন। (৯।১)

৫। পঞ্চমদণ্ডে রাধিকাভোজনং। (১০।১)

৬। তত ষষ্ঠ দণ্ডে ব্রজেশ্বরী উত্তম বেস আদি করণং। (১১।২)

৭। দিবা সপ্ত দণ্ডে গোষ্ঠগমনং। (১৩।১)

৮। অষ্টদণ্ডে অনুরাগ। (১৪।২)

৯। নব দণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ উদ্বেগ। (১৫।১)

১০। দশ দণ্ডে দিবা অভিসার। (১৬।২)

১। ততো রাত্রি প্রথমদণ্ডাবধি চতুর্থ দণ্ড পর্য্যন্তং। (২৭।১)

২। রাত্রি পঞ্চমদণ্ডে কৃষ্ণপ্রিয়ানাং ভোজনং। (২৯।১)

৩। ততো রাত্রি ষড়দণ্ডে নিকুঞ্জকুসুম-রচনা। (৩০।১)

৪। ততো রাত্রি সপ্তদণ্ডাবধি দশদণ্ড পর্য্যন্ত কালানুক্রমে 'সখিগনের আগমন শ্রীরাধিকার বেশকরণ গমনানুসন্ধান কৃষ্ণ-প্রিয়ানাং অভিশার। (৩০।২)

৫। ততো শ্রীকৃষ্ণস্ত অভিসার একাদশ দণ্ড রাত্রিতে। ইত্যাদি। (৩২।২)

প্রথম অংশ এই,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ॥

অথ দণ্ডাত্মিকাপদং লিক্ষতে॥ রসঃ গৃহাগমনং॥ বিচ্ছেদোৎকণ্ঠা সম্বন্ধ॥ 'সময়ানুভাবঃ স্থান বিরাট

রাগ বিভাস ঃ।

কতহুঁ ছলহ সঙ্গে ভৈ গেল বিচ্ছেদ
গর গর অন্তর বাঢ়ল খেদ ঃ॥
ঝর ঝর লোচনে সশিমুখি রোই ঃ।
অলখিতে আওল লখই না কই ঃ॥
সহচরিগণ মেলি সেজ বিছাই ঃ।
অলসে অবশ তহি শুতলি জাই ঃ॥
অন্তরে গর গর শ্যামক লেহ ঃ।
সখিগন সত্বরে চললি নিজ গেহ ঃ॥
সব জন পূরল নিজ নিজ সাধ ঃ।
কহ কবিসেখর রসমরিজাদ ঃ॥ ১॥

যথা রাগ॥

নিন্দে মিন্দাওলি বালা ঃ।
নিসি সব জাগি ভৈগেলি দুবলা ঃ॥
তড়িত লতাবলি রামা ঃ।
রতিরণহরমে ঘরমে ভৈলী শ্যামা ঃ॥
অলসিনি অঙ্গ অথির ঃ।
সম্বর না করু পীতম চীর ঃ॥
মন শিধি সাধই রাধা ঃ।
অলখিতে আওলি না পড়ল বাধা ঃ॥
কহ কবিসেখর রায় ঃ।
ধরম ভরম লাগি ও রস লীতায় ঃ॥২॥

অরুনোদয়ে দেখ্যা গমনং॥ গৃহসখ্যো-খানং চাটুক্তি বন্দনা রসবিলাসলক্ষণগোপ্যাঙ্গ

যথারাগ ঃ॥ ॥

ভগবতি দেবতি সময় সে জান ঃ।
রাইক মন্দিরে করল পয়ান ঃ॥
সুতলি দেখলি অতি বিপরিত ঃ।
গুরুজনবচন না মানয়ে ভীত ঃ॥
তপাসনি করলহু কত অনুমান ঃ।
কর পরশন করি রাই জাগান ঃ॥
চমকি উঠলি ধনি থর থর কাঁপী।
পিত বসনে সবহু তনু ঝাপী ঃ॥
রতি বিপরিত চিহ্ন করতহি গোই ঃ।
রাগে বেকত তনু আরকত হোই ঃ॥
কর যোড়ী কামিনি প্রনতি কর দেবি ঃ।
আজু সফল দিন তুয়া পদ সেবি ঃ॥
কামিনি কাহিনি কহ কত বন্ধে ঃ।
দেবতি মঙ্গল দেওল ছন্দে ঃ॥
কহে কবিসেখর সুন সুকুমারি ঃ।
পিত বসন তুহুঁ রাখহ সামারি ঃ॥৩॥

... ...

অথ বিপ্রলব্ধা

যথা রাগ ঃ॥

নিসি অবসানে ঃ সব দাসিগনে ঃ
সম্বরে কয়রে কাজ ঃ।
কুসুম মন্দির ঃ মাজল সুন্দর ঃ
রাখল বেসের সাজ ঃ॥
কিনা সে দাসির রিত।
জানিয়া মরম করয়ে করম ঃ
জাহাতে আপন জীত ঃ॥

দশন মাজনি : রসনা শোধনি :
থুইল থালিয়ে ভরি : ।
কর্পুর সহিত গন্ধ চুরিত
যতন করিয়া ধরি : ॥
সলিল নির্ম্মল সুগন্ধি সিতল :
পুরিয়া গাগরি ভরি : ।
মুখ পাখালিতে : সিনান করিতে :
বেদির উপরে ধরি : ॥
গামছা কাচিয়া : সুকন করিয়া :
রাখল প্রথ্যে করি : ।
এ তৈল আমলা : আনল শ্যামলা :
বেলিয়ে বেলিয়ে ভরি : ॥
উবটন করি : কনকমুঞ্জরি :
আনিল রাইয়ের তরে : ।
মুঞ্জরি রতন করিয়া যতন :
আনিল সিনানচীরে : ॥
গুনবতি তথি : কর্পুর মালতি :
শুগন্ধি শীতল করি : ।
বিধি অগোচর : নানা উপচার :
থালিয়ে থালিয়ে ভরি : ॥
বিচিত্র বশন : তাহাতে চাকন :
করল পরম শুখে : ।
রাইয়ের ইঙ্গিতে : রাখল গোপতে :
যেন আন নাহি দেখে : ॥
কর্পুর তাম্বুল : মালতির মাল :
সেখর যতন করে : ।
সে ত বশন : আনিয়া তথন :
আপন আওয়াসে ধরে : ॥ ৬ ॥

নাগর সেখর : পড়ল ফাপর :
মুরুলি নাহিক করে ॥
দাখে দাহারলি : না দেখি মুরুলি :
রাইয়ের বদন চায় ।
রাধিকা চতুরী করিয়া চাতুরী
সখির নিকটে জায় ॥
মদনমোহন পাইয়া চেতন
সুখির করল চিত ।
মুরলি হরন রাইয়ের কারণ
গমনে বুঝিল রীত ॥
রাই সে সংপ্রতি সখির সঙ্গতি
মুরুলি করল চুরি ।
রঙ্গ বাঢ়াইতে শেখর গোপতে
নাগরে কহল ঠারি ॥ ৮৩ ॥

যথা রাগ ॥

ইঙ্গিত বুঝিয়া : নাগর আসিয়া :
ধরল রাইর করে ।
সে সব আটব : সাটব দেখিতে :
রাধিকা ডরলি ডরে ॥
ভয়ে ভিত বালা : গেল সব কলা :
মুখে নাহি স্বরে রা ।
হিয়া দুলু দুলু চাহে ঢুলু ঢুলু
এলাইল সব গা ॥
হেরিয়া লক্ষণ নাগর তখন
ধনিয়ে ধরল চোর ।
মাগয়ে মুরলি উকটে কাচলি
মদনে হইলা ভোর ॥
ধনি কহে কান কর অবধান
ললিতা লইল বাঁসি ।
তোমারে চঞ্চল দেখিয়া সকল
রমনি করয়ে হাসি ॥
রাইর বচনে চলিলা তথনে
মদনমোহন রায় ।

মধ্য অংশ,— (২।২পত্র)

দিবা শোড়ষ দণ্ডে বংশীহরণং ॥

তথা রাগ ॥

সখিগণ মেলি : লইয়া মুরুলী :
চলিলা নিভৃত ঘরে ।

ললিতা জানিয়া কহয়ে ঠারিয়া
মুরলি বিশাখা ঠায় ॥
ললিতা বচন বুঝিয়া তখন
বিশাখা সাটোপে বোলে।
মুঞি বিশাখিকা জানহ অধিকা
মুরলি চম্পক কোলে ॥
শুনিয়া বচন তরাসে তখন
কহয়ে চম্পকলতা।
তুঙ্গবিদ্যা পাশে মুরলি রাখিয়া
ইন্দুলেখা গেল কোথা ॥
চিত্রা চমকিতা চলিলা তুরিতা
দেখিয়া এ সব রঙ্গ।
রঙ্গদেবি পাশে বসিলা তরাসে
সুদেবি তাহার সঙ্গ ॥
নাগরসেখর না পাই ঠাহর
সভারে ধরিয়া বুলে।
সকল যুবতি করিয়া যুগতি
বসিলা মাধবিমুলে ॥
হাসিয়া ললিতা কহি কহে কথা
সুন হে নাগররাজ।
তরল বাঁসের সুখান কাঠীর
তাহাতে কাহার কাজ ॥
ফোরা কাঠীখান কি তার বাখান
কহিতে না বাস লাজ।
মাগিহ আমারে দিব যে তোমারে
যদি বা থাকয়ে কাজ ॥
তাহার বচন সুনিয়া তখন
কহয়ে শেখর রায়।
সুনহ নাগর না হও কাতর
মুরলি ধনির ঠায় ॥ ৬৪ ॥

ভণিতা,— (১৮।।-১৯।২ পত্র)

১। বিশাখা যতনে করল গোপনে
সেখর দেখিয়া হাসে ॥
২। রাধা মাধব স্তব করি এক ঠায়।
দুহুঁকে রূপ নিরখয়ে সেখর রায় ॥
৩। আসিবা জাইবা যশোদা কাছে।
সেখর সঙ্গতি কি ভয় আছে ॥

শেষ,—

ততো ত্রিংশতি দণ্ড রাত্রিতে কক্কটীবিতর্ক যথা।

নিশাচর ঘর গেল অরুণ উদয় কৈল
তারাপতিকাঁতি মলিন।
কুমুদ মুদিত ভেল পদুম প্রকাসল
পরবস পর্ব্বল কঠীন ॥
দেখিয়া দোহার রিতে বৃন্দা বিকল চিতে
আদেসিল কোকিল কোকিলী।
তারা সভে গান করে ভ্রমর ঝঙ্কার পুরে
কেকা কেকা ময়ুর বিকলী ॥
কক্কটি উঠায় তান কি করহ রাধা কান
তুরিতহি করহ পয়ান।
বাহিরে না দেখি ঘরে যটিলা লগুড় করে
বনে আসি করয়ে সন্ধান ॥
কক্কটি কপট কথা সুনি বৃশভানুসুতা
তরাসে তরল ভেল মন।
রাধা কানু সখি সাথে চলিলা গোপত পথে
তুরিতে তেজল সেই বন ॥
দেখয়ে হরিনি যেন ঐছন রমনিগণ
চকিত নয়ানে ঘন চায়।
নাগর নাগরি পাসে দাড়াইয়া সেখর হাসে
ভয় নাই সভারে বুঝায় ॥ ১৩৯ ॥

বিভাষ ॥

দুহু রূপ লাবনি মনমথ মোহিনি
নিরখি নয়ন ভুলি জায়।
রজনিজনিত রতি বিশেষ আপনে মাতি
অলস রহল দুহুঁ গায়।
চাচর কুন্তল তাহে কুসুমদল
লোলত আনহি ভাঁতি।

দুহু দুহা হেরি মুখ হৃদয়ে বাড়য়ে সুখ
বোলত ভুলত পাতি ॥
নিজ নিজ মন্দির নাগরি নাগর
চলইতে করু অনুবন্ধ।
বিচ্ছেদ বিশানলে দুহুঁ তনু জারল
লোচনে লাগল ধন্ধ ॥
ভীতক চিত পুতলি সম দুহু জন
রহলি বিদায়ক বেলা।
প্রেম পয়োনিধি উছলি উছলি পড়,
চেতনে অচেতন্ ভেলা ॥
দুহুঁ জন চিত রিত হেরি সহচরি
ঘন ঘন গগনহি চায়।
রজনি পোহায়ল জন সব জাগল
সে বড়হি অধিক ডরায় ॥
শেখর বুঝি তব করি কত অনুভব
দুহুঁ অঙ্গ ভঙ্গ করায়।
নিজ নিজ মন্দিরে গমন করল দুহুঁ
গুরু জন ভেদ না পায় ॥ ১৪০ ॥

ইতি শ্রীরায়সেখর-ঠাকুরের মুখাবনির্গত পদ দণ্ডাত্মিকা সমাপ্ত ॥ ইতি তারিখ ২১ অগ্রহায়ণ সন ১২৫৬ সাল সকাব্দা ১৭৭১ সক সাক্ষর দিনহিন শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সিংহ দাষ—

অন্তঃস্থ ব-কারের উচ্চারণ বাঙ্গালায় যেখানে অ-কারের ন্যায়, এই পুথির লেখক, সেই সকল শব্দের উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য ষ-এর উপরে একটি বিন্দু ব্যবহার করিয়াছেন। যথা,—ষতন্থ, ষতনে, ষতি (৪পত্র)। এই প্রণালী, প্রাচীন কালের অন্য কোনও লেখক অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সাধারণতঃ পুরাণ পুথির অধিকাংশ স্থলেই ষ-কারের স্থলে অ-এর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

পদকল্পতরু গ্রন্থে 'রায়শেখর' অথবা 'কবিশেখর' ভণিতাযুক্ত যে সকল পদ আছে, বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় সেই সকল পদ বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া তাঁহার সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলীতে স্থান দিয়াছেন। বস্তুতঃ 'কবিশেখর' বা 'রায়শেখর' উপাধিমাত্র; উহা বিদ্যাপতিরও যেরূপ থাকা সম্ভব, তেমন অপর কবিরও ঐরূপ উপাধি থাকা অসম্ভব নহে। এই পুথিরও অনেক পদ নগেন্দ্রবাবুর বিদ্যাপতিতে স্থান পাইয়াছে ;—সে সকল পদের ভণিতায় 'রায়শেখর' স্থলে 'কবিশেখর' ছাড়া আর কোন পার্থক্য দেখা যায় না।

১৯৫। দণ্ডাত্মিকা পদাবলী।

রচয়িতা—রায়শেখর।

পত্র—১-৬, ৮-১০, ১২-৫৪ ; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। পঙ্‌ক্তি-বিন্যাসের বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই ; এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ, ৯½" × ৪½"। পদসংখ্যা—৯৫।

১৯৪ সংখ্যক পুথি ও এই পুথি অভিন্ন বলিয়া ইহার আর বিস্তৃত পরিচয় দিলাম না। এখানে ইহা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, এই দুইখানি পুথি এক হইলেও উভয় পুথিতে ঠিক একই প্রণালীতে পদগুলি সজ্জিত হয় নাই —কিছু ইতর-বিশেষ এবং উল্টা-পাল্টা ভাবে সাজান আছে। তাহা হইলেও উভয় পুথিকে অভিন্ন বলার পক্ষে কোনও বাধা নাই।

১৯৬। দণ্ডাত্মিকা পদাবলী।

রচয়িতা—রায়শেখর।

পত্র—৬-৪২; অসম্পূর্ণ। ২৪ সংখ্যক পত্র ছিন্ন এবং প্রথমকার কতকগুলি পত্র কীট-দষ্ট। শাদা ইংরাজী কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা পুথিতে দুই জন লিপিকরের হাতের লেখা দেখা যায়; ২৩ পত্রের প্রথম পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এক হাতের, অবশিষ্ট অপর হাতের লেখা। প্রথম হাতের লেখা স্পষ্ট, দ্বিতীয় হাতের লেখা জড়ান। ৬—১৭ পত্রের পরিমাণ ১০"×৪২/২; অবশিষ্ট পত্রগুলির ১১"×৪১/২"। লিপিকাল ১২৫৬ সাল। পদসংখ্যা—১২৯।

এই পুথিখানি ১৯৪ সংখ্যক পুথির অনুলিপি বলিয়া মনে হয়। সুতরাং বিস্তৃত পরিচয় উক্ত বিবরণে দ্রষ্টব্য।

সমাপ্তি-বাক্য,—

ইতি শ্রীরায়শেখর ঠাকুরের মুখবিনির্গত পদ দণ্ডাত্মিকা সমাপ্ত॥ ইতি তারিখ ২১ অগ্রহায়ণ সন ১২৫৬ সাল সকাব্দা ১৭৭১ সক সাক্ষর দিন ছিল শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সিংহ দাষ—

১৯৪ সংখ্যক পুথির সমাপ্তি-বাক্যের সহিত এই সমাপ্তি-বাক্য মিলাইয়া দেখিলে দেখা যায় যে, উভয় সমাপ্তি-বাক্যের মধ্যে মাত্র "দিন হিন" স্থলে "দিন ছিল" ছাড়া আর কোনও পার্থক্য নাই। ইহা দেখিয়া আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, উভয় পুথি একই লেখক কর্তৃক একই সময়ে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু দুই পুথির হস্তাক্ষর মিলাইয়া দেখিলে, সেরূপ মনে করিবার আর কোন অবসর থাকিবে না। কাজেই বলিতে হয়, ১৯৪ সংখ্যক পুথিখানি দেখিয়া আলোচ্য পুথি লিখিত হইয়াছিল এবং এই পুথির লেখক, আদর্শ পুথির সমাপ্তি-বাক্যটি অবিকল নকল করিয়া লইয়, পুথির শেষে পুনরায় নিজের নাম ও সন তারিখ দিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই। ১৯৪ সংখ্যক পুথিতে ষ-কারের উপরে বিন্দু ব্যবহার করিবার প্রণালী দেখা গিয়াছে; এই পুথির লেখকও কোন কোন স্থলে তাহার অনুসরণ করিয়াছেন।

১৯৭। প্রাচীন পদাবলী।

রচয়িতা—বাসুদেব ঘোষ।

পত্র—৩-১৮; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৫ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ, ১৩"×৪১/২"। পদ-সংখ্যা—৫৭। পুথির প্রথম এবং শেষ, উভয় অংশই খণ্ডিত। সবগুলি পদই গৌরচন্দ্র-বিষয়ক। দানলীলা, গৌরাঙ্গের রূপ, পূর্ব্ব-রাগ, অভিষেক, পাশাখেলা, মান, কলহান্তরিতা, বাসকসজ্জা, অনুরাগ, রসোল্লাস,—নবদ্বীপ-নাগরীর এই সকল ভাবের পদ ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ,—

অই দেখ গোরাকো(ক)লেবরে।
কত চান্দ জিনি মুখ সুরঙ্গ অধরে॥
করিবরকর জিনি বাহুর বলনি।
খঞ্জন জিনিয়া গৌরার নয়ান চাহনি॥
চন্দনতিলক সাজে সুচারু কপালে।
আজানু লম্বিত চারু নব বনমালে॥
বাসুদেব বলে গোরা কোথা ন[া]য়াছিল।
যু(যু)বতি বধি(ধি)তে গোরা বিধি সিরজিল॥
(৩২ পত্র)

দানলীলা,—

আয়ু মনে কি ভাব পড়িল।
নদিয়া নগরে গোরা দান সিরজিল॥
কি রসের দান চাহে গোরা গুনমনি।
বেত্র দিঞা আগুলিঞা রাখএ তরুনি॥
দান দেহ দান দেহ বলি ঘন ডাকে।
নগরে নাগরি সব পড়িল বিপাকে॥
কৃষ্ণ অবতারে রাখি সাধিয়াছি দান।
সত্তা (সে ভাব) পড়িল মনে বাসুদেব গান॥

অভিষেক,— (৩১ পত্র)

তৈল হরিদ্রা যার কুঙ্কুম কস্তুরি।
গোরা রঙ্গে লেপন করয়ে দিজনারি॥
সুবাসিত নির য়ানি কলসে পুরিঞা।
সুগন্ধি চন্দন য়াদি তাহে মিশাইয়া॥
জয় জয় দিয়া জল ঢালে গোরাগায়।
শ্রীঅঙ্গ মুছিয়া কেহো বসন পরায়॥
সিনানমণ্ডপে দেখ গোরা নটরায়।
বাশুদেব ঘোস ওই গোরাগুন গায়॥

মান,— (১০।২ পত্র)

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কান্দে ঘনে ঘনে।
কত সুরধুনি বহে অরুন নয়নে॥
সুগন্ধি চন্দন গোরা নাহি মাখে গায়।
ধুলায় ধুসর তনু ভুমে গড়ি জায়॥
মানে মলিন মুখ কিছুই [না] খায়।
রজনি দিবস গোরা বাপিয়া পোহায়॥
খেনে চমকিত অঙ্গ ধরনে না যায়।
মানরস গোরাচান্দের বাসুদেব-গায়॥

রসোল্লাস,— (১২।১ পত্র)

এ সখি কি কহব রজনিকে বাত।
সুতিঞা ছিনু হাম গুরুজন কাছ॥
আধ রজনী ভেল পুন্নিমা চন্দ।
সুমলয় পবন বহ রতি মন্দ॥
গোরক প্রেম তরল মধু দেহা।
আকুল [হাম] নাহি পওলু থেহা॥
গোর গোর করি উঠ[লু] রোই।
জাগল মনমথ যুঠল সবকোই॥
গোরক নাম সুনল সব কান।
গুরুজন তবহি করল চিরমান॥
চোর চোর করি করলহি ভাস।
বাসুদেব ঘোস কহে ঐছন বিলাস॥

রাস,— (১৪।২-১৫।১ পত্র)

বৃন্দাবোনলিলা গোরার মনেতে পড়িল।
যমুনার ভাব সুরধনিরে করিল॥
ফুলবোন দেখি বৃন্দাবোনের শমনি।
সখা সব গোপীগন করে অনুমান॥
খোল করতাল গোরা সুমেলি করিঞা।
তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিঞা॥
বাসুদেব ঘোষ কহে করএ বিলাপ।
রাশরশ গোরা পহু করল প্রকাশ॥

(১৭।২ পত্র)

১৯৮। একুশ পদ।

রচয়িতা—বলরামদাস।

পত্র—১-৬; সম্পূর্ণ। দোভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। অক্ষর বড় বড় ও স্পষ্ট; তথাপি লিপিকরের অনভিজ্ঞতাবশতঃ অনেক স্থল সুখ-পাঠ্য নহে। পরিমাণ ১৩¾"×৬¾"। পদসংখ্যা—২১। নিকুঞ্জ-মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিহার, নিদ্রা এবং প্রভাতে গৃহগমন পর্য্যন্ত,—পদগুলির বর্ণনীয় বিষয়।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥

রসাঞ্জলস ॥

পটমঞ্জরি রাগ ॥

স্যামর নাগর বর মদ কুঞ্জর
তরুন রস উনমাদ।
মনিক পুতলি জনু কোঙরি সুনাঅরি
মুরু[ছ]লি রতি অবসাদে ॥
হরি হরি কৈছে চলবি ধনি গেহা।
নিধুবন সমর পরাভব কাতর
সুতলি দুর্বরি দেহা ॥
ঘন ঘন চুম্বন প্রেঢ় পরিরম্ভন
জর জর পড়ি রহু সয়নে।
অম্বর কেস সম্বরি নাহি পারই
ছরমহি মুদল নয়নে ॥
নিরদয় নাহ তবহু নাহি ছোরত
বান্ধল পুন ভুজপাসে ॥
খিন তনু বারি ভারি হিয় ঘুমল
কি করব বলরাম দাসে ॥১॥

যথা রাগ ॥

মেটল চন্দন টুটল অভরন
ছুটল কুন্তলবন্ধ।
অধর গলিত খলিত কুসুমাবলি
ধুসর দুহু মুখচন্দ ॥
হরি হরি কব দুহু স্যামর গোরি।
দুহুক পরস রভসে দুহু মুরছিত
সতব (সুতল) হিয় হিয় জোরী ॥
রাইক বাম জঘন পর নাগর
ডাহিন চরনহি আপি।
নোওল কিসোরি নাগরি কোরে পহু
ঘুমল মুখ মুখ ঝাপী ॥
মদনসর জিতহি সুন্দরি
পৈঠলি হিয় হিয় মাহ।
কব বলরাম নয়ন ভরি হেরব
করব অমিয়া অবগাহ ॥২॥

মধ্য অংশ,—

সুহই ॥

বিকসিত কুসুমে ঝররে মকরন্দ।
সব বন পরশে পশারল গন্ধ ॥
মধু পিবি ধাবই মধুকরপুঞ্জ।
গাবই ভ্রমি ভ্রমি কেলিনিকুঞ্জে ॥
হরি হরি সখিগণ ঘুমল সয়ণে।
অলসভরে রহু মুকুলিত নয়ণে ॥
কুজই কোকিল মধুর সুনাদ।
সুনি মুনি মনমথ উনমদি ॥
উজল হিমকর উজরি রাতি।
ঝলকই কিসলয় তরুকুলপাতি ॥
দস দিস পুরল খগগনগানে।
বলরাম জাগল নিসি অবসাণে ॥৬॥ (২১২ পত্র)

শেষ,—

লিলা যুনইতে সিলা দরপ(ব)এ
শুন মুনি মুনিমোন ভোর।
ও রসসায়রে জগজন নিমগন
শ্রবনপরস নহ মোর ॥
হরি হরি সেল রহল মোর চিতে।
না যুনল শ্রুতি ভরি নাগর নাগরি
দুহুকেরি মধুর চরিত ॥
সেহ জমুনা কেলি কুতুহলি
হতচিত তাহে নাহি রঙ্গে।
সোই বৃন্দাবন সোই গোবর্দ্ধন
সো নিব (র)সময় কুঞ্জে ॥
প্রিয় সখিগন কেলি আলাপন
খেলন বিবিধ বিলাস।
হৃদয় নাহি ফুরই কত চিত রোদই
ধিক ধিক বলরামদাস ॥২১॥

ইতি শ্রীবলরামদাসকৃতে একুইস পদ ॥সংপুন্ন ॥

শ্রীশ্রীহরি

বলরামদাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য এবং নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী জাহ্নবা দেবীর শিষ্য ছিলেন। বৈষ্ণবদাস তাঁহার সঙ্কলিত পদকল্পতরুতে ইঁহার বন্দনা করিয়াছেন।

১৯৯। রসমঞ্জরী।

রচয়িতা—পীতাম্বর দাস।

পত্র ১—১৩; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৩ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত। অক্ষর স্পষ্ট। পরিমাণ ১৪"×৫"। লিপিকাল ১২১৩ সাল।

অভিসারিকা,° বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, স্বাধীন ভর্ত্তৃকা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা, এই কয়বিধ নায়িকার লক্ষণ ও প্রকার-ভেদ এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। আটটি অধ্যায়ে পুথি সমাপ্ত। এক এক অধ্যায়ে এক এক নায়িকার লক্ষণ ও প্রকার-ভেদ বর্ণিত আছে। অধ্যায়-সমাপ্তি-বাক্য এইরূপ,—

ইতি শ্রীরষমঞ্জরিগ্রন্থে অভিসারিকাবর্ন্ন

সমাপ্তং ॥ (৩।১ পত্র)

ইতি শ্রীরসমঞ্জরিগ্রন্থে বাসকসর্জ্জা বর্ন্নং

সমাপ্তং ॥ (৪।২ পত্র)

ইতি রসমঞ্জরিগ্রন্থে উৎকণ্ঠিতা সমাপ্তং (৬।১ পত্র)

এক এক অধ্যায়ে এক এক নায়িকার অষ্টবিধ প্রকার-ভেদ; মাত্র প্রোষিতভর্ত্তৃকার ভেদ ত্রিবিধ,—এই ত্রিবিধ ভেদের আবার বিভেদ আট রকম। এইরূপে রসের সংখ্যা মোট চৌষট্টি, পুথির প্রথমেই তাহা কথিত হইয়াছে। সংস্কৃত রসগ্রন্থ হইতে নায়িকার লক্ষণ, নায়িকার প্রকার-ভেদ, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুবাদ ও মহাজনকৃত পদ হইতে উদাহরণ, এইরূপ নিয়মে পুথিখানি সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রথম অংশ এই,—

৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচরনভ্যাং নমঃ ॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রিয় গদাধর।
বন্দো নিত্যানন্দচন্দ্র অদ্বৈত ইশ্বর ॥
বন্দো আর নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
বন্দো গুরু বৈষ্ণব আর মহাজন ॥
শ্রীসচিনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার।
শ্রীখণ্ড মহাস্থানে বসতি জাহার ॥°
মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভা গোপি ত্রিবিধ প্রকার।
প্রাখর্য্য(র্য্য) মাধুর(র্য্য) সাম্যকগুন হয়ত জাহার
বামা দক্ষিনা ধিরাদি হএত ত্রিভেদ।
বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ হয় তাহার উচ্ছেদ ॥
খণ্ডিতাদি অষ্ট রস তাহাতে জে হয়।
অষ্ট অষ্ট চৌসষ্ঠী রষ তাহার ভেদ কয় ॥
রসকল্পবল্লি গ্রন্থে তাহার অষ্টম কোরকে।
তাহার সুক্ষ্ম করি[তে]পিতা আজ্ঞা দিল মোকে ॥
তাহার কড়চায় সব আছয়ে বর্ন্নন।
গ্রন্থবিস্তার হেতু তেহোঁ না কৈল লীখন ॥
সেই অষ্ট দলের কথোক মঞ্জরি পাইল।
শ্রীরষমঞ্জরি বলি গ্রন্থ জানাইল ॥
অভিসারিকা হৈতে আগে করিব বর্ন্নন।
পত্তক্রমে কহিব সে রষের কারন ॥

অথো অভিসারিকা ॥

কান্তার্থিনী তু যা যাতি সংকেতং সাভিসারিকা ॥*
এই অভিসারিকা হয় পুন অষ্ট প্রকার।
জ্যোৎস্নি তামসি বর্ষা দিবা অভিসার ॥

* সংস্কৃত শ্লোকের বানান শোধন করিয়া দেওয়া হইল।

কুল্‌ঝটিকা তির্থজাত্রা উনমত্তা সঞ্জরা।
সিত বা(প)স্থ রবসাস্ত্রে সর্ব্বজনোৎকরা॥
তথাচি ॥০॥ সঙ্গিতদামোদরে,—
স্কারিকুজ্ঝটিহেমন্তরজনীধ্বান্তসঙ্করা।
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নবার্ত্তাদিকোলাহলবিধূনয়াৎ॥
রাষ্ট্রভঙ্গনৃপাতঙ্কপুরদারমহোৎসবঃ।
প্রদোষশ্চেতি কথিতা ষাদশৈবেদৃশাঃ ক্রমাৎ॥
অথ জ্যোৎস্নাভিসারিকা॥
মল্লিকামালভারিণ্যঃ সর্ব্বাঙ্গীণার্দ্রচন্দনাঃ
ক্ষৌমবত্যো ন লক্ষ্যন্তে জ্যোৎস্নায়ামভিসারিকাঃ॥
অথ গীতাবল্যাং,—
ঘং কুচবল্গিতমৌক্তিকমালা।
স্মিতসান্দ্রীকৃতশশিকরজালা॥ ইত্যাদি পদ।
সুই রাগ ॥০॥
রাকা নিসাকর কিরন-নিবারি।
জতনে পরয়ে ধনি ধবলিম সারি॥
চন্দনে চর্চ্চিত লেপিত সব অঙ্গ।
সিত কুসুমদাম পসাইল রঙ্গ॥
অব নবরঙ্গিনি করত অভিসার।
কুচজুগে সোভয়ে মোতিম হার॥
অভরন বসন সসি মনি সাজ।
পদ অতি মন্থর জিনি হংসরাজ॥
মনোহর কুঞ্জ কুন্দ পরকাষ।
গোপালদাষ কহে মিলল হরিপাষ॥
মধ্য অংশে খণ্ডিতা-লক্ষণ,—
অথ খণ্ডিতা।
উন্নিদ্রতা-জনিতরাগবিলোহিতাক্ষঃ
কান্তানখব্রণবিশেষবিচিত্রিতাঙ্গঃ।
যস্যাঃ প্রভাতসময়ে গৃহমেতি কান্তঃ
সা নায়িকা নিগদিতা খলু খণ্ডিতেতি॥ ইতি॥
সে রজনি ধনি জাগিয়া পোহায়।
প্রভাতে নাগর আইষে তাহার সভায়॥
অন্য নারির ভোগচিহ্ন দেখি কলেবরে।
খণ্ডিতা সখি কোপ করে দে(সে)হ নায়কেরে॥
সেই খণ্ডিতা হয় অষ্ট প্রকার।
ধিরা অধিরা সমা বৈদগ্ধাত(গ্ধিকা) আর॥
নিন্দয়া ক্রোধয়া ভয়ানুকা আর।
প্রগল্ভা মধ্যা মুগ্ধা তৃবিধ প্রকার॥
রোষিতা প্রেমগর্ব্বা এই হয় অষ্ট।
নামভেদে অষ্টভেদে হয় ত বৈসিষ্ট॥০॥
অথ নিন্দয়া॥
প্রভাত সময়ে কান্ত আইসে তার ঘরে
রতিচিহ্ন দেখএ তাহার কলেবরে॥
সাক্ষাতে নিন্দা করে নায়ক দেখিয়া।
ধিকাধিক ভৎসনা করে তর্জ্জন করিয়া॥
কস্যচিৎ॥
প্রভাতে লোকের বাড়ি কোন লাজে আস্য॥
অথ ক্রোধা॥
পদান্তে পতিতে কান্তে কর্ণোৎপলবিতাড়িতে।
ক্রোধাতিরক্তনয়না সা ক্রোধা কথিতা বুধৈঃ॥
ক্রোধ [ক]রি[য়]হে তবে নায়ক সাক্ষাতে।
নায়কের অ[ঙ্গে] তবে হয় দি[ ]ষ্টপাতে॥
চরনে পড়য়ে নায়ক ক্রোধ দেখিঞা।
অঙ্গো দিগে তায় কর্ণোৎপলেতে তাড়িঞা॥
অধিরা নাইকা সেই নাই লর্জ্জা ভয়।
ভর্ত্সন করিয়া কটু নায়কেরে কয়॥
কস্যচিৎ॥
চল চল মাধব করহ পয়ান।
জাগিয়া সকল নিসি আইলে বিহান॥
হাম বনচারি তুহু (রহু) একেশ্বরিয়া।
চাতুরি না করহ তুহু সতবারিয়া॥
চল চল মাধব না কর জঞ্জাল।
দগধ পরান দগধ কত বার॥ ইত্যাদি।
(৭১২-৮১ পত্র)

ভণিতা,—

শ্রীসচিনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার।
পিতাম্বর দাষ কহে রসের বিস্তার॥

এই এক প্রকার ভণিতাই পুথির সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে।

শেষ অংশ,—

অথ ভাবোল্লাষ॥

যদুনাথভবন্তমাগতং কথমিত্যন্তি কদা সদালয়ঃ॥
যুগপৎ পরিতঃ প্রসারিত্বা বিকশদ্ভির্ব্বদনেন্দু-মণ্ডলৈঃ॥

রাগ ধানসি॥

অব হরি আওব গোকুলপুর।
ঘরে ঘরে নগরে বাজাব জয়তুর॥
আলিপনা দেওব মতিমহার।
মঙ্গলকলষ করব কুচভার॥
রসাবেষে আঅব রমনিক ঠাট।
চৌদিগে পসারব চান্দকি হাট॥
সাকর পষব চঞ্চক(?) তেল।
মাধব সেবন মনমথ কেল॥
ধুপ দিপ নৈবেদ্য ধরব প্রিয়া আগে।
লোচননিরে করব অভিষেখে॥
আলিঙ্গন দেয়ব প্রিয়াকর আগে।
ভনয়ে বিদ্যাপতি ইহ রষ আগে॥

ভটীয়ালি রাগ॥

চিকুর ফুরিছে বসন খুসিছে
পুলক জৌবন ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
ছুলিছে হিয়ার হার॥
সজনি মাধব আসিব ঘরে।
সব সুলক্ষন দেখিনু এখন
নিশ্চয় কহিনু তোরে॥
দেখিনু সপন চান্দ চর্ঘন
সিরির উপরে বসি।
মালতির মালা দধির পুসরা
মাধব মিলিব আসি॥
হাথের বসন খসিছে এখন
দেবের মাথায় ফুল।
কহয়ে লোচন সব সুলক্ষন
বিহি ভেল অনুকুল॥৮॥

খণ্ডিতাদি অষ্ট রষ অষ্ট অষ্ট করি।
চৌসষ্ঠি রষ বর্ণনা কৈল শ্রীরষমঞ্জরি॥
গদ্য পদ্য সহিত ইহার প্রমানে।
অবোধ না বুঝে ইহা রসিক সে জানে॥
শ্রীসচিনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার।
পিতাম্বর দাষ কহে র[সের] বিস্তার॥ ইতি॥

রষকল্পবল্লি(ল্লী) গ্রন্থে জেবা অবসিষ্ট ছিল। তাহা বিবরিয়া ইহাতে বর্ন্না করিল॥ ইতি॥ রসমঞ্জরিগ্রন্থে প্রোসিতভর্ত্তৃকা-বর্ন্নং॥ *॥ ১॥ *॥ ইতি শ্রীরষমঞ্জরি গ্রন্থ সমাপ্তং॥ *॥ *॥ *॥ জথা দিষ্টং তথা লিখিতং নিকেকো নাস্তি দোষক॥ *॥ ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম॥ *॥ অমর্পিতচরীং চিরাৎ [ইত্যাদি শ্লোক]॥ লিখিতং শ্রীগুরু-প্রসা[দ] দাষ মিত্রো সন ১২১৩ সাল তাং ২৯ পৌষ॥ *॥

যে সকল পদকর্ত্তাদের পদ এই পুথিতে উদ্ধৃত হইয়াছে, এখানে তাঁহাদের নামের তালিকা প্রদত্ত হইল;—গোপালদাস, গোবিন্দদাস, কবিরঞ্জন, যশোমন্তরাজ খান, বিদ্যাপতি, জয়দেব, কবিশেখর, লোচনদাস, সনাতন গোস্বামী। ইহা ছাড়া গ্রন্থকার আরও অনেক পদ গ্রন্থমধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল পদের ভণিতার অংশ না

থাকায়, সেগুলি কোন্ কোন্ কবির রচিত, তাহা জানিবার উপায় নাই। গ্রন্থকারের নিজকৃত একটি পদও পুথিতে স্থান পাইয়াছে। পদকর্ত্তাদের নামের তালিকার মধ্যে যশোমন্তরাজ খানের নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাঁর একটি পদের ভণিতায় হুসেন শাহের নাম পাওয়া যায়; তাহা এই ;—

শ্রীজুত হসন জগতভূষন
সোই ইহ রস জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর
ভনে জযমন্তরাজ খান॥
—(৩।১ পত্র)।

সঙ্গীতদামোদর, কৃষ্ণমঙ্গল, গীতগোবিন্দ, গীতাবলী, পদ্যাবলী, কৃষ্ণামৃত, সঙ্গীতশেখর, কাব্যসন্তোষ, এই সকল পুস্তক হইতে পীতাম্বরদাস প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা, রসকল্পবল্লী নামে একখানি বই রচনা করেন; তাহার অষ্টম কোরক অবলম্বন করিয়া, তিনি 'রসমঞ্জরী' সঙ্কলন করিয়াছেন। যদিও পীতাম্বর, রসমঞ্জরীতে তাঁহার পিতৃপিতামহের পরিচয় কিছুই দেন নাই, কিন্তু তাঁহার পিতার রচিত রসকল্পবল্লীতে এ বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, চৈতন্য মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থানকালে রঘুনন্দনের শিষ্য চক্রপাণি ও মহানন্দ নামে দুই ভাই মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে যান। মহাপ্রভু মহানন্দকে সেবাধর্ম্ম সাধন করিতে এবং চক্রপাণিকে গৃহে গমন করিতে আদেশ করেন। চক্রপাণি চৌধুরীর পুত্র নিত্যানন্দ, তাঁহার পুত্র গঙ্গারাম চৌধুরী। গঙ্গারামের পুত্র শ্যামরায়, তৎপুত্র জ্যেষ্ঠ মদনরায় চৌধুরী—ইনি গোবিন্দলীলামৃতের অনুবাদ করেন এবং কনিষ্ঠ রামগোপাল—রসকল্পবল্লীর রচয়িতা এবং পীতাম্বরদাসের পিতা। * শ্রীখণ্ড-নিবাসী শ্রীশচীনন্দন ঠাকুর পীতাম্বরের গুরু ছিলেন, এ কথা গ্রন্থকার প্রতি অধ্যায়ের শেষে বলিয়া গিয়াছেন। রামগোপালদাস ১৫৯৫ শকাব্দের বৈশাখ মাসে রসকল্পবল্লীর রচনা আরম্ভ করিয়া, ঐ সালের কার্ত্তিক মাসে শেষ করেন।

২০০। পদাবলী

বাঙ্গালা তুলোট কাগজের ১১"×৮½" পরিমিত ডিমাই আকারের একখানি খাতা। মোট ১৬টি অঙ্কহীন পাতা আছে। তন্মধ্যে ১২ সংখ্যক পত্র পর্য্যন্ত শেখর, যদুনাথ, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, চন্দ্রশেখর, মনোহরদাস, চণ্ডীদাস, মোহনদাস, বাসুঘোষ, লোচনদাস, জ্ঞানদাস, ব্রজকিশোর, এই সকল পদকর্ত্তাদের কয়েকটি করিয়া পদ সঙ্কলিত আছে। খাতার প্রথম অংশ খণ্ডিত; যে পাতাগুলি আছে, তাহার প্রথম হইতে ৭ম পত্র পর্য্যন্ত খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, মাথুর, নিশাভিসার ও শ্রীনিবাসস্তোত্র, এই কয় বিষয়ক পদাবলী এবং ৮ম হইতে ১২শ পত্র পর্য্যন্ত গোবিন্দদাসের একান্ন পদ (দণ্ডাত্মিকা পদাবলী) লিখিত রহিয়াছে। অবশিষ্ট পত্রগুলিতে চানক্যসার-সংগ্রহ। ১৫ সংখ্যক

---

* সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত "রসমঞ্জরী", ভূমিকা, ৺৹ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পাতার অর্দ্ধেক ছিঁড়িয়া গিয়াছে। খাতাখানি বোধ হয়, কোনও কীর্ত্তনীয়ার লিখিত হইবে। কেন না, গোবিন্দদাসের একার পদ ব্যতীত অবশিষ্ট অধিকাংশ পদেই 'আখর' সংযুক্ত রহিয়াছে। বানান অতিশয় অশুদ্ধ; তাহার উপর আবার পদমধ্যে 'আখর' সন্নিবিষ্ট থাকায় অনেক পদেরই প্রকৃত পাঠ বাহির করা কষ্ট-কর। মধ্যে মধ্যে দুই একটি করিয়া সংস্কৃত শ্লোক আছে। ৩য় পত্রে "সন ১২২৪ সাল ইঃ ১৮১৭" এবং ১২শ পত্রে "১২২৩ সাল" লেখা আছে।

খণ্ডিতা,—

জেখানে বসিলে কৃষ্ণ তুল্যা দেহ মাটী।
সখিগনে ডাকে বলে দে গো ছড়া ঝাটি॥
জাগিয়া মোমের বাতি।
আস্য আস্য করি সারা রাতি মরি
কান্দিয়া পোহালাম রাতি॥
কালি পথ পানে চায়্যা আখি গেছে টিকরিয়া
বন্ধু কালি গিয়েছিলে তুমি কোথা।
খলের বচনে পাতিয়ে শ্রবনে
খাইলু আপন মাথা॥
জাগ্যাছি রজনি সারা হয়েছি বাউলি পারা
নেত্র নাহি গো দেখিতে।
শ্রবনে না শুনি বানি নয়ানে বহিছে পানি
অই মা মরি সিরজালাতে॥
উহু উহু করি সারা রাতি মরি
গাঁথিলু ফুলেরি হার।
সেখর কহেন ওচীদ বদ(চ)ন
নাহি রব আর॥

কলহান্তরিতা,—

জেই কালে কৃষ্ণচন্দ্র গমন করিল।
মানিনির মানের কপ[া]টি খুলে গেল॥
জানিলু মানিনির মান সৈলের সমান।
তাহাতে পড়িয়া গর্ত্ত চুনের সমান॥ (?)
উলটী পালটি কহে সখিগনে ডাকি।
কহো গো পরাণসখি কহো ইন্দুরেখি॥
তোরা নাকি মানে তারে সভাই ভুলিলি।
গোবিন্দদাসের মোনে বিরহ রাখিলি॥

মাথুরোচিত গৌরচন্দ্র,—

নাহি হেরি সখি গৌরমুখ
দগ দগ করে হামারি বুক
তিল আদ নাহি মনয়ে সুখ
ক্যা কর অব সজনি।
বদন-কমল-অমিঞা-বাত
না শুনি শ্রবনে অব(র)হী বা(বা)ত
সিরহি মারত কঙ্কন ঘাত
জৈছে বিদরে মেছনি॥
মুড়ায়ে চাচর চিকুর কেশ
নাগরালী ছাড়ি ভিক্কারি বেশ
এমন করত দেসহি দেষ
সন্ন্যাসির শিজচুড়ামুনী।
গৌরব গেও গৌর সঙ্গ
অবহি মিটল প্রেমহি রঙ্গ
তাহে মদন করত অঙ্গ
ষড় পন নাহি সহনি।
সঙ্গে নাহি মেয়ো গৌর চল
মেরি নিয়ে বিরহজাল
মোহনদাষ হৃদয়ে সাল
তাহে পড় অব দলনী॥

নিশাভিসারের পর নরোত্তমদাসকৃত শ্রীনিবাস আচার্য্যের একটি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা-মিশ্রিত শ্লোক আছে। তাহার এক স্থলে উল্লিখিত আছে যে, আচার্য্য মহাশয় ধা...

হাম্বিরকে প্রেমদান করিয়া নিজের মহিমা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই পদ্যাংশটি এই,—

শ্রীধাড়ি হাম্বিরে দিয়া সে প্রেমডোরে
প্রকাসি নিজগুন কিঞ্চিত।
জগত জয় জশ করিয়া প্রেমবশ
সদত গৌরপদ বন্দিত ॥

বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত রাজা বীর হাম্বিরকে শ্রীনিবাস আচার্য্য বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ধাড়িহাম্বির বোধ হয়, তাঁহারই পুত্র হইবেন। এই স্তোত্রটির পর সংস্কৃতভাষায় লিখিত যুগলাষ্টক—বর্ণাশুদ্ধির জন্ম একেবারে অপাঠ্য। তৎপরে গোবিন্দদাসের একার পদ। একার পদের পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে (১৮২ সংখ্যক পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য); সুতরাং এখানে পুনরায় ইহার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। শেষে লিপিকরের নাম-ধাম কিছুই নাই।

সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—সং ৪৩

বাঙ্গালা

প্রাচীন পুথির বিবরণ

[পরিষৎপুথিশালায় সংগৃহীত]

তৃতীয় খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
সঙ্কলিত

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

বঙ্গাব্দ ১৩৩৩

মূল্য—পরিষদের সদস্য-পক্ষে—।৶০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ॥০,
সাধারণের জন্য ॥৶০।

দ্বাত্রিংশ-বার্ষিক কার্য্যবিবরণের

পরিশিষ্ট

শাখা-পরিষদের কার্য্যবিবরণ

রঙ্গপুর-শাখা

সভাপতি—রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

একত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন ও সাহিত্য-সম্মিলন—সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম এ তাঁহার অভিভাষণে ভাস্করবর্ম্মার একটী নূতন তাম্রশাসন আবিষ্কারের সংবাদ দেন। এই সাহিত্য-সম্মিলনে দিনাজপুর, বগুড়া, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থান হইতে কতিপয় সাহিত্যিক ও স্থানীয় রাজপুরুষ যোগদান করেন।

রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর শাখার স্থায়ী সভাপতি-পদ ও আজীবন-সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বার্ষিক অধিবেশনের সমস্ত ব্যয় বহন করিয়াছেন।

অধিবেশন-সংখ্যা—৬

১ম মাসিক—প্রবন্ধ—"স্বর্গীয় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের চরিতাখ্যান"—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

১ম বিশেষ—স্বর্গীয় যাদবেশ্বর তর্করত্ন এবং স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ সমিতি গঠন হয়।

২য় মাসিক—প্রবন্ধ "প্রাচীন ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়"—শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বাগ্চী বি এ। এ অধিবেশনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ করা হয়।

৩য় মাসিক—প্রবন্ধ "সাহিত্য ও সম্প্রদায়"—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মৈত্র এম এ।

২য় বিশেষ—মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

৪র্থ মাসিক—প্রবন্ধ "কালাজ্বর"—শ্রীযুক্ত ডাঃ দীনেশচন্দ্র ভৌমিক এম বি।

আয়—২৫৯৮৬, গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ১০১৬৮৩, মোট ১২৭৬৷৷৯। ব্যয়—২৬০৮/৬, বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত—১০১৬৷৷৵৩।

নিখিল যোগতত্ত্বালোচনা-সমিতির সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত জিনরাজ দাস ও তাঁহার পত্নী শাখার কার্য্যালয় ও চিত্রশালা পরিদর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

গৌহাটী শাখা

সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ।

সম্পাদক— „ „ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ।

আলোচ্য বর্ষে মোট ৮টী অধিবেশন হইয়াছিল। পঠিত প্রবন্ধসংখ্যা মোট ১৩।

১ম অধিবেশন—

১। "ইতিহাসে অলৌকিকের প্রভাব"—লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন এম এ। এই প্রবন্ধের অসমীয়া অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

২। "ডাকঘরের ইতিবৃত্ত"– লেখক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর দাস

২য় অধিবেশন—

৩। "জীবন নাট্য" (গল্প), লেখক—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন।

৪। "শক্তিতত্ত্ব" (দার্শনিক আলোচনা), লেখক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

৩য় অধিবেশন—

৫। গান—"প্রভু" রচয়িতা জনৈক সভ্য। গায়ক—শ্রীযুক্ত কামাখ্যামোহন বাগচী।

৬। আলোচনা—আসামের Secondary School Commitee কর্ত্তৃক প্রেরিত প্রশ্নাবলী। পরিষদের পক্ষ হইতে এই সকল প্রশ্নের উত্তরের ধারা এই অধিবেশনে স্থির হইল। এই উত্তর পাঠান হইয়াছে ও সম্পাদক মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে কমিটিতে সাক্ষ্য দিবার জন্য আহূত হইয়াছেন।

৪র্থ অধিবেশন —

৭। "প্রবাসী" (কবিতা)—লেখক শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ সেন।

৮। "ডাকঘরের ইতিবৃত্ত" ২য় অংশ - লেখক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর দাস।

৯। "গ্রীকসাহিত্যে প্রাচীন ভারতের ভূগোলতত্ত্ব" লেখক শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন।

৫ম অধিবেশন—

১০। "উদ্ভট শ্লোক"—লেখক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

১১। "রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষা"—লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন এম্ এ।

৬ষ্ঠ অধিবেশন—

১২। "লৌকিক প্রবচনসংগ্রহ"—লেখক শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি টি।

১৩। "চীন-সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক তত্ত্ব"—লেখক শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন।

৭ম অধিবেশন—

১৪। "হতাশ প্রেমিক" (কাব্যালোচনা), লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ।

১৫। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষা ২য় অংশ—লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন এম এ।

৮ম অধিবেশন—

ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে অভ্যর্থনা করা হয়।

মেদিনীপুর-শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু সরস্বতী এম এ, বি এল।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দে।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা—মহাত্মা গান্ধী গত ২৩এ আষাঢ় শাখায় পদার্পণ করেন। তাঁহাকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৈলচিত্র ও চিত্তরঞ্জন স্মৃতি-ভাণ্ডারের জন্য ৫১৲ টাকা পূর্ণ থলি এবং দুই বৎসরের 'মাধবী' (শাখার মুখপত্র) অর্পণ করা হয়।

সদস্য-সংখ্যা—সাধারণ—১২৪, অভিভাবক—১১, অধ্যাপক ৪। মূল পরিষদের পত্রিকাধ্যক্ষ ডাক্তার কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ্ ডি মহাশয় ২০০৲ দান করিয়া শাখার বান্ধব-সদস্য হইয়াছেন।

অধিবেশন-সংখ্যা—সাপ্তাহিক ৩১, মাসিক ৫, বিশেষ ৯, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ১২, প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন-সমিতি ৫, পত্রিকা-প্রকাশ সমিতি ৬, নাট্য-সমিতি ৪ এবং অভ্যর্থনা-সমিতি ৪, মোট ৭৬।

প্রবন্ধ ও কবিতা—সর্ব্বসমেত ৪৪টি প্রবন্ধ ও কবিতা পঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি 'মাধবী'তে প্রকাশিত হইয়াছে।

পুস্তকাগার ও পাঠাগার—বর্ষশেষে গ্রন্থসংখ্যা ১২৪০। অনেকে পুস্তক দান করিয়া পুস্তকাগার পুষ্ট করিয়াছেন। পাঠাগারে প্রাতে সাময়িক পত্র ও পুস্তক পাঠের ব্যবস্থা থাকে।

'মাধবী'—শাখার মুখপত্র 'মাধবী' ৪র্থ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। তৃতীয় বর্ষে 'মেদিনীপুর হিতৈষী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ নাগ মহাশয় বিনা মূল্যে উহা ছাপিয়া দেন ও কতিপয় সদস্য ইহার জন্য অর্থ সাহায্য করেন। পরে কতিপয় হিতৈষী সদস্য 'মাধবী প্রেস' স্থাপন করিয়া বরাবর বিনামূল্যে 'মাধবী' ছাপিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

পরিষদ্ মন্দির—এই ভাণ্ডারে এ পর্য্যন্ত ১৬৪৮৷৵২॥ জমা হইয়াছে। স্থান ও অর্থাভাবে এখনও মন্দির নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হয় নাই।

চিত্র-প্রতিষ্ঠা - শাখার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এল মহাশয়ের একটি চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।

মূল পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে শাখায় পুথিগুলির তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আয়-ব্যয়—আয়—২৬৪॥৬, পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ১৩৪।৩, মোট আয় ৩৯৮৸৯, ব্যয় ২৯৫॥৵৬, উদ্বৃত্ত—১০৩৵৩।

চন্দ্রকোণা প্রশাখা—চন্দ্রকোণায় প্রতিষ্ঠিত মেদিনীপুর শাখার প্রশাখা-সমিতি বিশেষ উৎসাহের সহিত সাহিত্যালোচনায় অগ্রসর হইয়াছে। তাহাদের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল—

সদস্য-সংখ্যা—১৮, মাসিক অধিবেশন-সংখ্যা ১০, বিশেষ অধিবেশন-সংখ্যা ২, প্রবন্ধ-সংখ্যা ৫, আয়—১১৬৵, ব্যয়—১১৪।৬, উদ্বৃত্ত—২৵৬; এই প্রশাখা ৮ খানি প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়াছে। সংগৃহীত পুস্তক-সংখ্যা ৮২। স্থানীয় মিউনিসিপালিটি এই প্রতিষ্ঠানটিকে বার্ষিক ৫০৲ সাহায্য দানে উৎসাহিত করিয়াছে।

ভাগলপুর-শাখা।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত রণজিৎচন্দ্র সিংহ এম এ, বি এল।

সম্পাদক— „ দীপনারায়ণ সিংহ।

অধিবেশন ও প্রবন্ধ—

১। মহাভারতে স্ত্রীলোকের বহু বিবাহ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীলমণি মিত্র এম এ।

২। ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ৺মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ বিশেষ অধিবেশন।

৩। আধুনিক য়ুরোপীয় উপন্যাসে আদর্শবাদ——শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায় বি এ।

৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম এ মহাশয়কে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য এক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ বাবু প্রাচীন ভারতের কার্য্য-কুশলতা (বিশেষ-ভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং) সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

শাখা এত দিন ভাড়াটিয়া বাড়ীতেই রহিয়াছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রণজিৎচন্দ্র সিংহ সভাপতি মহাশয় ১০০০৲ এক হাজার টাকা গৃহনির্ম্মাণের জন্য দান করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় শাখায় কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

উত্তরপাড়া-শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায় চৌধুরী।

সম্পাদক— „ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

অধিবেশন-সংখ্যা—কার্য্যপরিচালন সমিতি -৮, সাধারণ—৫।

সাধারণ অধিবেশন—

১। নববর্ষ-মিলন—প্রবন্ধ—(ক) ন্যায়ের ফাঁকি—শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল।

(খ) আত্ম-উৎ—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

২। দেশবন্ধু-শোক-সভা—শ্রীযুক্ত অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নৃসিংহরাম মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ প্রবন্ধ পাঠ করেন ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত শ্যামধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় কবিতা পাঠ করেন।

৩। বিজয়া-মিলন—সঙ্গীত ও আবৃত্তির আয়োজন হইয়াছিল।

৪। হরিহর শ্রাদ্ধ-বাসর—শাখা-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ৺হরিহর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ হয়। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নৃসিংহরাম মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত শ্যামাধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কবিতা পাঠ করেন ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি এস্-সি মৃত মহাত্মার রচনার অংশবিশেষ পাঠ করেন। বালকগণকে সাহিত্য-চর্চ্চায় উৎসাহিত করিবার জন্য "হরিহর স্মৃতি-পদক" দানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

৫। লোকনাথ সংবর্দ্ধনা—শাখার উৎসাহীসদস্য শ্রীযুক্ত লোকনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভারতীয় রাষ্ট্র-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হওয়ায় তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়।

পুস্তক-সংখ্যা—৩০০০। সদস্যগণের জন্য দৈনিক ও মাসিক পত্রাদি গৃহীত হয়।

আয়—৬১৫৷৷/৬, ব্যয়—৬১০।/৯, উদ্বৃত্ত—৫।/৯।

আগামী বর্ষের প্রারম্ভে শাখার আহ্বানে হুগলী-জেলা পাঠাগার-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হইবে। উহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি—শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় বি এস্-সি, এম এল সি।

স্থানীয় মিউনিসিপালিটি শাখাকে মাসিক ২৲ সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিয়া শাখার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

নদীয়া-শাখা

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর বি এ,এ ম বি।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল।

সদস্য-সংখ্যা—৪৪, অধিবেশন—৭টি।

অধিবেশনে আলোচিত বিষয় ও প্রবন্ধ—

১। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-সভা। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বি এ, ডি লিট্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং স্বর্গীয় মহাত্মার বিষয়ে অভিভাষণ পাঠ করেন।

২। ব্রজাঙ্গনা কাব্যের সমালোচনা—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্ন্যাল বাহাদুর বি এ, এম্ বি।

৩। অমরত্ব—শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন ব্রহ্ম এম্ এ।

৪। গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ—শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়।

৫। স্বর্গীয় মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ এবং শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল মহাশয়ের মৃত মহাত্মার বিষয়ে প্রবন্ধ-পাঠ।

৬। ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের জন্মদিন উপলক্ষে রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্ন্যাল বাহাদুর বি এ, এম বি মহাশয়ের প্রবন্ধ-পাঠ।

৭। রামায়ণ পরিকল্পনায় তিনটি পক্ষী—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্ন্যাল বাহাদুর বি এ, এম বি।

চট্টগ্রাম-শাখা

সভাপতি—আচার্য্য ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার দত্ত এম এ, পি এইচ্ ডি।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়।

অধিবেশন-সংখ্যা—১২; পঠিত প্রবন্ধ—১২; কবিতা—২০; সঙ্গীত ২৪টি। পুস্তক-সংখ্যা ১১১৭, সংগৃহীত প্রাচীন পুঁথি ১৬৮। মোট আয় ১০৬৲ মোট ব্যয় ১০৫।৶, সদস্য-সংখ্যা—২০১।

মীরাট-শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় এম এ।

সম্পাদক— ,, অবনীনাথ রায়।

অধিবেশন—১। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় "বাঙ্গালী জাতির বৈশিষ্ট্য" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

বহু দিন পরে মীরাট-শাখা-পরিষৎটিকে পুনরুজ্জীবিত করা হইয়াছে।

বিভিন্ন শাখা-সমিতির সভ্যগণ

সাহিত্য-শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আহ্বানকারী—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব। সভ্যগণ—শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, ৺মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়, মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি-লিট, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ, শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক।

ইতিহাস-শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, আহ্বানকারী—শ্রীযুক্ত ডাঃ কালিদাস নাগ এম এ, ডি-লিট্। সভ্যগণ—রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম এ, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ ডি, ৺মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার, শ্রীযুক্ত ডাঃ বিমলাচরণ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ ডি, শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন এম এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি-লিট্ শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন এম এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম এ, পি-এচ ডি, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক।

দর্শন-শাখা

আহ্বানকারী—শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য। সভ্যগণ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, ৺রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ, শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া এম এ, ডি-লিট্ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ, বি এল্, এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক।

বিজ্ঞান-শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস, আহ্বানকারী—শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)। সভ্যগণ—শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন্), এফ আর এস ই, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই,

আই এস ও, এম বি, এফ সি এস্, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম এ, এফ সি এস্, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম ডি, এম এস্-সি, ৺মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্-সি, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ শেঠ বি এ (হার্ভার্ড), শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ সত্যচরণ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ ডি, এফ জেড এস, শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র এম এ, পি-এচ ডি, শ্রীযুক্ত ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু এম ডি, এম এস্ সি, রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন এম এ, ডি এস্-সি, শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এইচ ডি, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক।

জ্যোতিষ-সমিতি

শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম ডি, এম এস্-সি, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম এ, শ্রীযুক্ত মন্মথ-মোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন (আহ্বানকারী)।

আয়-ব্যয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল, এম এল সি, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন), শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশপ্রসাদ চটোপাধ্যায় বি এস্-সি (ক্যাল), এম এ (ক্যান্টাব), শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, এফ জি এস্, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত অনন্ত-চরণ ভটাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত এম এ, এফ আর ই এস, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (আহ্বানকারী)।

চিত্রশালা-সমিতি

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস-সি (এডিন), এফ আর এস ই, রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর বি এ, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ৺মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম এ, শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্ সি, কুমার শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল, পি-এচ ডি, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি, (আহ্বানকারী)।

পুস্তকালয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত ডাঃ [illegible] বসু এম বি, শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম ডি, এম এস্-সি, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ, শ্রীযুক্ত রায় সাহেব [illegible] দত্ত গুপ্ত এম এ, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত কানাইলাল দত্ত বি এ, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন), (আহ্বানকারী)।

ছাপাখানা-সমিতি

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, এফ জি এস্, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত (সম্পাদক)।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থে প্রকাশ্য চিত্র-নির্ব্বাচন-সমিতি

পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ।

নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন শাখা-সমিতি

পরিষদের সভাপতি, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত দ্বিজরঞ্জন ঘোষ বি এল, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, পরিষদের সম্পাদক (আহ্বানকারী)।

ঋণ-পরিশোধ-সমিতি।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, ৺রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল, এম এল সি, শ্রীযুক্ত ডাঃ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ্ ডি, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম (আহ্বানকারী)।

বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন-সমিতি

পরিষদের সভাপতি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, সম্পাদক এবং বিভাগীয় সম্পাদকগণ।

১৩৩২ চৈত্রশেষে কার্য্যালয়ে মজুত গ্রন্থাবলীর হিসাব।

সংখ্যা।	পুস্তকের নাম।	গতবর্ষের মজুত।	বর্ত্তমান বর্ষের খরচ।	মজুত।
১।	কৃত্তিবাসী রামায়ণ	১১	০	১১
২।	পীতাম্বরদাসের রসমঞ্জরী	১৪	০	১৪
৩।	বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত	০	০	০
৪।	ছুটীখানের মহাভারত	১৪	১	১৩
৫।	বনমালী দাসের জয়দেবচরিত্র	৫৮	৩	৫৫
৬।	বাসুঘোষের পদাবলী	৫৫	০	৫৫
৭।	চৈতন্যমঙ্গল	১৬	০	১৬
৮।	মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল	২১	০	২১
৯।	কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী	১৯	০	১৯
১০।	গৌরপদতরঙ্গিণী	১৩		১৩
১১।	কাশী-পরিক্রমা	২২	০	২২
১২।	রাধিকার মানভঙ্গ	৭১	৬	৬৫
১৩।	রামায়ণ-তত্ত্ব	৬	০	৬
১৪।	রাধিকা-মঙ্গল	২২	০	২২
১৫।	বৌদ্ধধর্ম্ম	৬৮	০	৬৮
১৬।	ব্রজ-পরিক্রমা	২৭	০	২৭
১৭।	শঙ্কর ও শাক্যমুনি	৪৭	২	৪৫
১৮।	শূন্যপুরাণ	১৬	২	১৪
১৯।	নবদ্বীপ-পরিক্রমা	২	০	২
২০।	শতপথ ব্রাহ্মণ (১ম)	২৯	০	২৯
২১।	,, ,, (২য়)	২০	০	২০
২২।	চন্দ্রনাথ বসু	০	০	০
২৩।	কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর	৩৩	০	৩৩
২৪।	বিষ্ণুমূর্ত্তি পরিচয়	১৪৪০	৬	১৪৩৪
২৫।	মায়াপুরী	১৫৭	৬	১৫১
২৬।	প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা	৩৫	০	৩৫
২৭।	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	৫	০	৫
২৮।	কবি হেমচন্দ্র	২৭	৫	২২
২৯।	শ্রীভাষ্য, প্রথম	১	০	১

সংখ্যা।	পুস্তকের নাম।	গতবর্ষের অবশিষ্ট	বর্ত্তমান বর্ষের খরচ।	অবশিষ্ট
৩০।	শ্রীভাষ্য ২য়	২১	২০	১
৩১।	,, ৩য়	৩৭	০	৩৭
৩২।	,, ৪র্থ	৩৯	০	৩৯
৩৩।	,, ৫ম	৫৪	০	৫৪
৩৪।	বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা, ১ম	১	০	১
৩৫।	,, ,, ২য়	২০	২	১৮
৩৬।	,, ,, ৩য়	৫৭	৩	৫৪
৩৭।	,, ,, ৪র্থ	২২৪	৩	২২১
৩৮।	শব্দকোষ, ১ম	৪৪	৮	৩৬
৩৯।	,, ২য়	৫৫	৮	৪৭
৪০।	,, ৩য়	৮০	৮	৭২
৪১।	,, ৪র্থ	১৬৯	৮	১৬১
৪২।	বাঙ্গালা ব্যাকরণ	৪৫	৯	৩৬
৪৩।	মহিলা ব্রতকথা	৬	০	৬
৪৪।	রাসায়নিক পরিভাষা	২০	২	১৮
৪৫।	কল্কিপুরাণ	৬০	১	৫৯
৪৬।	জ্যোতিষ-দর্পণ	১৪৯	৬	১৪৩
৪৭।	প্রাচীন পুথির বিবরণ			
	১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা	৪৭	৮	৩৯
৪৮।	ঐ ঐ, ২য় সংখ্যা	৬০	৮	৫২
৪৯।	ঐ ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা	২২৬৯	৮	২২৬১
৫০।	দুর্গামঙ্গল	১৩০	৩	১২৭
৫১।	সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম, ১ম	৮৫৫	৩	৮৫২
৫২।	,, ,, ২য়	৮৪৯	৩	৮৪৬
৫৩।	,, ,, ৩য়	৮২৩	৩	৮২০
৫৪।	চণ্ডীদাসে পদাবলী	৬	০	৬
৫৫।	তীর্থমঙ্গল	৩৮০	৬	৩৭৪
৫৬।	মৃগলুব্ধ	২৪৬	৬	২৪০
৫৭।	সত্যনারায়ণের পুথি	৭০	১	৬৯
৫৮।	পদকল্পতরু, ১ম	৬৩৯	৪৩	৫৯৬
৫৯।	,, ২য়	১৪৩৬	৩৯	১৩৯৭
৬০।	,, ৩য়	১৪৮৩	৩৪	১৪৪৯

সংখ্যা।	পুস্তকের নাম।	গতবর্ষের মজুত	বর্ত্তমান বর্ষের খরচ।	মজুত।
৬১।	মৃগলুব্ধসংবাদ	৪১৪	৭	৪০৭
৬২।	তীর্থভ্রমণ	২৫১	৯	২৪২
৬৩।	গঙ্গামঙ্গল	৭৬	৬	৭০
৬৪।	বৌদ্ধগান ও দোহা	১১০	৭	১০৩
৬৫।	ধর্ম্মপূজাবিধান	৩৭৫	৮	৩৬৭
৬৬।	মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা	৭৫	০	৭৫
৬৭।	শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন	৩৭৬	৯	৩৬৭
৬৮।	জ্ঞানসাগর	১৪২	৮	১৩৪
৬৯।	সারদামঙ্গল	১৫৩	৬	১৪৭
৭০।	নেপালে বাঙ্গালা নাটক	১৩৩	৬	১২৭
৭১।	গৌরাঙ্গসন্ন্যাস	১২০	০	১২০
৭২।	স্তায়দর্শন, ১ম	৪২৭	১৫	৪১২
৭৩।	,, ২য়	৬৮০	১১	৬৬৯
৭৪।	,, ৩য়	৯৯১	৪২	৯৪৯
৭৫।	গোরক্ষবিজয়	৬৭৬	১	৬৭৫
৭৬।	শ্রীকৃষ্ণবিলাস	৩৭৬	৬	৩৭০
৭৭।	সর্ব্বসংবাদিনী	৮৪২	১৬	৮২৬
৭৮।	মনোবিজ্ঞান	৮৪০	৯	৮৩১
৭৯।	চিত্রশালার তালিকা	৫৮৯	২	৫৮৭
৮০।	উদ্ভিদ্‌জ্ঞান (প্রথম পর্ব্ব)	৯৪৭	২	৯৪৫
৮১।	লেখমালানুক্রমণী	৯০৩	৪	৮৯৯
৮২।	বৃন্দাবন-কথা	১২৮	৬	১২২
৮৩।	মেঘদূত	৩১	৩	৩০
৮৪।	ঋতুসংহারম্	১৪১	০	১৪১
৮৫।	পুষ্পবাণবিলাসম্	১৪২	০	১৪২
৮৬।	উত্তরপাড়া-বিবরণ	৪৪	১	৪৩
৮৭।	ভারত ললনা	১০০	০	১০০
৮৮।	রসকদম্ব	৫০২	৩৬	৪৬৬
৮৯।	নব্যরসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি	৫০	২	৪৮

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সম্পাদক।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক পত্রাদি

দৈনিক

১। The Amrita Bazar Patrika, ২। The Bengalee, ৩। The Calcutta Exchange Gazette, ৪। The Englishman, ৫। The Forward, ৬। The Servant, ৭। আনন্দ-বাজার-পত্রিকা, ৮। স্বরাজ, ৯। হিন্দুস্থান, ১০। দৈনিক বসুমতী।

সাপ্তাহিক

১। The Calcutta Gazette, ২। The Calcutta Municipal Gazette, ৩। Indian Messengar, ৪। Mahashakti, ৫। The Mussalman, ৬। Navavidhan, ৭। The Signal, ৮। The Telegraph, ৯। The New Dispensation. ১০। আত্মশক্তি, ১১। এডুকেশন গেজেট, ১২। খুলনা-বাসী, ১৩। গৌড়দূত, ১৪। গৌড়ীয়, ১৫। চারুমিহির, ১৬। চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ, ১৭। ঢাকা-প্রকাশ, ১৮। দেশদর্পণ, ১৯। নবযুগ, ২০। নাচঘর, ২১। নীহার, ২২। নোয়াখালি-সম্মিলনী, ২৩। পল্লীবাসী, ২৪। ফরিদপুর-হিতৈষিণী, ২৫। বঙ্গবাসী, ২৬। বঙ্গ-রঙ্গ, ২৭। বিজলী, ২৮। বীরভূম-বার্ত্তা, ২৯। মজলিশ, ৩০। মেদিনীপুর-হিতৈষী, ৩১। মোহাম্মদী, ৩২। রূপ ও রঙ্গ, ৩৩। শক্তি, ৩৪। শিশির, ৩৫। সচিত্র শিশির, ৩৬। সঞ্জয়, ৩৭। সঞ্জীবনী, ৩৮। স্বরাজ, ৩৯। স্বায়ত্ত-শাসন, ৪০। হানাফী, ৪১। হিতবাদী, ৪২। দেশের কথা, ৪৩। বিশ্ব-মিত্র (হিন্দী)।

পাক্ষিক

১। তত্ত্ব-কৌমুদী, ২। ধর্ম্মতত্ত্ব, ৩। সম্মিলনী।

মাসিক

১। American Anthropologist, ২। The Calcutta Medical Journal, ৩। The Calcutta Review, ৪। Commercial India, ৫। Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, ৬। Health and Happiness, ৭। Indian Antiqury,* ৮। Indian Medical Record, ৯। Industry, ১০। Journal of Ayurveda, ১১। Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, ১২। The Mahamandal Magazine, ১৩। Modern Review,* ১৪। The Vedant Kesari, ১৫। অর্চ্চনা, ১৬। আর্য্য-দর্পণ, ১৭।

ইসলাম-দর্শন, ১৮। উৎসব, ১৯। উদ্বোধন,* ২০। কায়স্থ-পত্রিকা, ২১। কায়স্থ-সমাজ, ২২। কৃষি-সম্পদ, ২৩। গন্ধবণিক্ মাসিক পত্র, ২৪। গল্প-লহরী, ২৫। চিকিৎসা-প্রকাশ, ২৬। জন্মভূমি, ২৭। তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা, ২৮। তন্তু ও তন্ত্রী, ২৯। তাম্বুলী পত্রিকা, ৩০। ত্রিশূল, ৩১। পরিচারিকা, ৩২। প্রজাপতি, ৩৩। প্রবর্ত্তক, ৩৪। প্রবাসী, ৩৫। বঙ্গবাণী, ৩৬। বাণিজ্য-বার্ত্তা, ৩৭। বাঁশরী, ৩৮। ব্রহ্মবাদী, ৩৯। ব্রহ্মবিদ্যা, ৪০। ব্রাহ্মণ-সমাজ, ৪১। ভক্তি, ৪২। ভারতবর্ষ, ৪৩। ভারতী, ৪৪। মাতৃমন্দির, ৪৫। মাধবী, ৪৬। মাধুকরী, ৪৭। মানসী ও মর্ম্মবাণী, ৪৮। মাসিক বসুমতী,* ৪৯। মাহিষ্য-সমাজ, ৫০। যোগিসখা, ৫১। লক্ষ্মী, ৫২। শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ, ৫৩। সন্দেশ, ৫৪। সরস্বতী (হিন্দী), ৫৫। সাহিত্য-সংবাদ, ৫৬। সুবর্ণবণিক্-সমাচার, ৫৭। সৌরভ, ৫৮। স্বাস্থ্য-সমাচার, ৫৯। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

দ্বৈমাসিক

১। কংসবণিক্ পত্রিকা, ২। প্রকৃতি, ৩। Museum of Fine Arts Bulletin.

ত্রৈমাসিক

১। কর্ণাটক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (কানাড়ী), ২। নাগরী-প্রচারিণী-পত্রিকা (হিন্দী), ৩। পুরাতত্ত্ব (হিন্দী), ৪। প্রতিভা, ৫। রবি, ৬। সংস্কৃত-ভারতী, ৭। Indian Historical Quarterly, ৮। Quarterly Journal of the Mythic Society.

---

* চিহ্নিত পত্রিকাগুলি ক্রয় করা হয়।

দ্বাত্রিংশ সাংবৎসরিক আয়-ব্যয়-বিবরণ।

আয়

১।	চাঁদা	৮৬৩২৸০
২।	প্রবেশিকা	১৩২৲
৩।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৪২৮৶০
৪।	পত্রিকা বিক্রয়	৩৯৮৷৵০
৫।	বিজ্ঞাপনের আয়	২৭২৸০
৬।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ আদায়	৮৩৭৷৵৭
৭।	এককালীন দান	৫৬৩৪৲
৮।	স্মৃতিরক্ষার আয়	৩৩৪৸৶০
৯।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	১৫৷৴০
১০।	বিবিধ আয়	২২৷০
১১।	হাওলাত আদায়	১০১৲
১২।	দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	৬৭৸৶০
১৩।	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	৭৪৲
১৪।	ডাকটিকিট খাতে ফেরত জমা	৯২৬৷৴০
১৫।	আমানত জমা	২৮৩৸০
১৬।	পোষ্ট অফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্ক গচ্ছিত হইতে ফেরত জমা	৭৭০৲
১৭।	হাওলাত জমা	১৪২২৲
১৮।	কোম্পানী কাগজ মজুত খাতে জমা	৩৪০০৲
		২১৯৫২৸৭

* মন্তব্য—ইহা ব্যতীত গ্রন্থাবলী মুদ্রণের জন্য—১৪৬৫৵০ এবং † পুস্তক খরিদের জন্য ৮১৬৸০ টাকা দেনা রহিয়াছে।

ব্যয়

১।	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ*	৩৩৮৭৷৴৯
২।	পত্রিকাদি মুদ্রণ	১৫১৬৷৵০
৩।	পুস্তকালয় †	১২৭৯৶৯
৪।	পুথিশালা	৪০৯৸০
৫।	চিত্রশালা	৪৪৪৶৴
৬।	বিবিধ মুদ্রণ	২১৬৸০
৭।	ডাকমাশুল	৮৫৬৷৵৩
৮।	বাড়ী মেরামত	৮৯৵০
৯।	ইলেকট্রিক লাইট ও পাখার বিল	১৯৭৵৩
১০।	ইলেকট্রিক তার বদল ও মেরামতের বিল	১০৫৸০
১১।	ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া	১০৲
১২।	ভৃত্যদিগের পোষাক ও ছাতা	৫৲
১৩।	দপ্তর সরঞ্জামী	১২৭৷৶০
১৪।	নূতন আসবাব	৪৷৴৩
১৫।	গাড়ীভাড়া	৮৬৷৵০
১৬।	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	৯৭৷৴৯
১৭।	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	১৬৩৷৴৯
১৮।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ	১১৴৩
১৯।	বেতন	৩০২৭৴৩
২০।	চাঁদা আদায়ের কমিশন	৩৬১৸৴০
২১।	দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	৩৮৲
২২।	বিবিধ ব্যয়	৯৮৷৶৩
২৩।	হাওলাত দাদন	৭৫৲৯
২৪।	আমানত শোধ	৭৩৸০
২৫।	পোষ্ট অফিস্ সেভিংস্ ব্যাঙ্ক গচ্ছিত হিসাবে খরচ	৩২১৷৵৭
২৬।	সংবর্দ্ধনা	১০২৸৶৯
২৭।	ডাকটিকিট খাতে	৯২৭৸৶০
২৮।	কোম্পানীর কাগজ খরিদ খাতে	৩৩৬৭৸৫
২৯।	কোম্পানীর কাগজ বিশিষ্ট-ভাণ্ডারে চালান	১০০০৲
৩০।	ঐ কাগজ মজুত খাতে	৩৪০০৲
৩১।	হাওলাত শোধ	৬৲
৩২।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ খাতে	৮৩৸৴০
		২১৮৯২৷৶৩

কৈঃ—

পূর্ব্ববর্ষের উদ্বৃত্ত	২৪৪৫০৮৵৫
বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ তহবিলের আয় (বাদ ডাকঘর হইতে ৭৭০৲ টাকা জমা)	২১১৮২॥৭
	৪৫৬৩৩।৶০
বাদ বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ-তহবিলের ব্যয় (বাদ ডাক ৩২১॥৵৭ ঘরে পচ্ছিত জন্ম খরচ)	২১৫৭১৻৯
	২৪০৬২।৵৪
এতদ্ব্যতীত কোম্পানীর কাগজ মজুত	৩৪০০৲
উদ্বৃত্ত—	২৭৪৬২।৵৪

উদ্বৃত্ত টাকার জায়—

(ক) বিশিষ্ট-ভাণ্ডার		২৭০২১॥৵৯
৩॥০ সুদের কোং কাগজ	১৫১০০৲	
৪৲ ,, পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার	৫০০০৲	
৫৲ ,, ওয়ার লোন্‌	৭০০৲	
৫৲ ,, ওয়ার বণ্ডস্‌	১০০০৲	
৫৲ ,, ইণ্ডিয়ান্‌ ওয়ার লোন	৩৪০০৲	
	২৫২০০৲	
ডাকঘরে মজুত	৮২১॥৵৯	
কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট মজুত—	১০০০৲	
	২৭০২১॥৵৯	
(খ) সাধারণ তহবিল		৪৪০॥৶৭
কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট মজুত	৪১১৮৵৪	
কার্য্যালয়ে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট মজুত	২৫॥/৬	
ডাকটিকিট মজুত	৩৶৯	
	৪৪০॥৶৭	
		২৭৪৬২।৵৪

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
কোষাধ্যক্ষ।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সম্পাদক।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক
আয়-ব্যয়-বিভাগ।

পরীক্ষায় দেখা গেল হিসাব নির্ভুল।

শ্রীমন্মথনাথ গুপ্ত—২৯।৩।৩৩
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ—৩০।৩।৩৩
হিসাব-পরীক্ষক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।
৩৪।৩৩

শ্রীরামকমল সিংহ
প্রধান কর্ম্মচারী।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।

এককালীন দানের তালিকা

(ক) বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের ঋণ পরিশোধের জন্য দান।

১।	শ্রীযুক্ত স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—	১০০০৲
২।	,, শরৎকুমার চক্রবর্ত্তী, ব্যারিষ্টার—	৫০০৲
৩।	,, এন্ এন্ সরকার, ব্যারিষ্টার—	৫০০৲
৪।	,, স্যর সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক—	২৫০৲
৫।	,, গোপালদাস চৌধুরী—	২০০৲
৬।	,, বসন্তকুমার লাহিড়ী, ব্যারিষ্টার—	২০০৲
৭।	,, এ এন্ চৌধুরী, ব্যারিষ্টার (প্রথম দফায়)—	১৫০৲
৮।	,, মাননীয় বিচারপতি চারুচন্দ্র ঘোষ—	১০০৲
৯।	,, অশোককুমার রায়, ব্যারিষ্টার—	১০০৲
১০।	,, মাননীয় বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়—	১০০৲
১১।	,, নরেন্দ্রকুমার বসু—	১০০৲
		৩২০০৲

(খ)। পরিষদ্ মন্দির মেরামতের জন্য দান

১।	কুমার শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপ্রসাদ রায়— (স্বর্গীয় কুমার রাধাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের প্রতিশ্রুত)	২৫০৲
২।	শ্রীযুক্ত দুর্লভচন্দ্র শেঠ—	৩০৲
		২৮০৲

(গ) পরিষদের সাধারণ তহবিলে দান

১।	শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ—	২৫০৲
২।	,, বসন্তকুমার লাহিড়ী, ব্যারিষ্টার—	২০৲
৩।	,, হরিপ্রসাদ বিদ্যান্ত—	৬৲
		২৭৬৲

(ঘ) পরিষৎ-পত্রিকার মলাটের কাগজের অতিরিক্ত মূল্যের জন্য দান

১।	কুমার ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা—	২৮৲

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্মৃতিরক্ষা-তহবিল

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—	১০৲
,, কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা—	১০৲
,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—	১০৲
,, দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়—	২৲
,, নিবারণচন্দ্র রায়—	২৲
,, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—	২৲
	৩৬৲

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ-স্মৃতিরক্ষা-তহবিল

১৩৩২

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু—	১০৲
,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—	১০৲
,, কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা—	১০৲
৺ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—	১০৲
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—	৫৲
,, মৃণালকান্তি ঘোষ—	৫৲
,, রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর—	৫৲
,, দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়—	২৲
,, যতীন্দ্রনাথ দত্ত—	২৲
,, দেবপ্রসাদ ঘোষ—	২৲
,, নরেন্দ্র দেব—	২৲
,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—	১৲
,, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—	১৲
	৬৫৲

১৩৩২ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাদনের হিসাব

গত বর্ষের হাওলাত দাদন	১২৭৶০	জায়—	
বর্ত্তমান বর্ষের হাওলাত দাদন	৭৫৵৯	রমেশ-ভবন-সমিতি	১০১৵৯
	২০২৵৯		
বাদ বর্ত্তমান বর্ষের হাওলাত আদায়	১০১৲		
	১০১৵৯		

১৩৩২ বঙ্গাব্দের আমানত জমার হিসাব

গত বর্ষের আমানত জমা	৬০॥০
বর্ত্তমান বর্ষের আমানত জমা	২৮৩৸০
	৩৪৪।০
বাদ বর্ত্তমান বর্ষের আমানত শোধ	৭৩॥০
	২৭০৸০

জায়——

১।	পাঁচু জমাদার	৫০৲
২।	শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী	৪॥০
৩।	প্রবষ্টাইন কোং (লণ্ডন)	৫০৲
৪।	রমেশ-ভবন-সমিতি	১৬৫৲
৫।	পুস্তক বিক্রয় বাবদ	১।০
		২৭০৸০

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।

১৩৩২ বঙ্গাব্দের বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের আয়-ব্যয়-বিবরণ

	বিবরণ	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	বর্ত্তমান বর্ষের আয়	মোট আয়	বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়	বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত	উদ্বৃত্ত টাকার জায়: কোম্পানীর কাগজ মজুত	ডাকঘরে মজুত	কোষাধ্যক্ষের নিকট মজুত	সাধারণ তহবিলে হাওলাত
১	সাধারণ স্থায়ী-তহবিল	৯৬৩৫।৵৯	০	৯৬৩৫।৵৯	০	৯৬৩৫।৵৯	৯০০০৲	২১।৵৯	০	৬১৩৸০
২	লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ স্থায়ী-তহবিল	১৩০০০৲	৫৭৪৻৩	১৩৫৭৪৻৩	৫৭৪৻৩	১৩০০০৲	১৩০০০৲	০	০	০
৩	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল	৬৭৪৵৯	২৩।/০	৬৯৭।৴৩	০	৬৯৭।৴৩	০	০	০	৬৯৭।৴৩
৪	অক্ষয়কুমার বড়াল ,,	২৪০৲	১০৲	২৫০৲	০	২৫০৲	২০০৲	০	০	৫০৲
৫	মাইকেল মধুসূদন দত্তের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব-তহবিল	৮৮।৶৬	২৭৲	১১৫।৶৬	২৩৸৯	৯১।/৯	০	০	০	৯১।/৯
৬	অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়প্রদত্ত ঐতিহাসিক অনুসন্ধান-তহবিল	১১১০৲	৮৫৲	১১৯৫৲	০	১১৯৫৲	০	০	১০০০৲	১৯৫৲
৭	কাশীরাম দাস স্মৃতিরক্ষা-তহবিল	২৯৪।৶৯	৮।০	৩০৩৶৯	০	৩০৩৶৯	০	৩০০৲	০	৩৶৯
৮	গ্রন্থ-প্রকাশার্থ বিনয়কুমার সরকার-তহবিল	২৪৬৬৸৵০	০	২৪৬৬৸৵০	২৫০৲	২২১৬৸৵০	৯০০৲	০	০	১৩১৬৸৵০
৯	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতিরক্ষা-তহবিল	১৮৩৭।/৯	৫৫৵০	১৮৯২।৶৯	০	১৮৯২।৶৯	০	৫০০৲	০	১৩৯২।৶৯
১০	দুঃস্থ-সাহিত্যিক ভাণ্ডার	২৩৪৭।৶৩	৬৭৸৵০	২৪১৫।/৩	৩৮৲	২৩৭৭।/৩	২১০০৲	০	০	২৭৭।/৩
১১	স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্মৃতিরক্ষা-তহবিল	৩৲	৩৬৲	৩৯৲	০	৩৯৲	০	০	০	৩৯৲
১২	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ,, ,,	০	৬৫৲	৬৫৲	০	৬৫৲	০	০	০	৬৫৲
	মোট	৩১৬৯৯।৶৩	৯৫১৸/৩	৩২৬৫১।৯	৮৮৫৸৵১	৩১৭৬৫।৵৬	২৫২০০৲	৮২১।৵৯	১০০০৲	৪৭৪৩৸৵৯

এতদ্ভিন্ন অপরাপর তহবিলের হিসাব দেওয়া গেল—

		উদ্বৃত্ত	সাধারণ-তহবিলে হাওলাত
(ক)	স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল	৬৫।০	৬৫।০
(খ)	মনোমোহন চক্রবর্ত্তী স্মৃতিরক্ষা-তহবিল	৫০৲	৫০৲
(গ)	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ,, ,,	১০০৲	১০০৲
(ঘ)	সাহিত্য-সংরক্ষণ-সমিতি-তহবিল	১৭০৲	১৭০৲
(ঙ)	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতিরক্ষা-তহবিল	১৪৫৲	১৪৫৲
		৫৩০।০	৫৩০।০

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি
শ্রীমন্মথনাথ গুপ্ত }
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ } হিসাব-পরীক্ষক
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—সম্পাদক
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু—কোষাধ্যক্ষ
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত—সহকারী সম্পাদক, আয়-ব্যয়-বিভাগ
শ্রীরামকমল সিংহ—প্রধান কর্মচারী

১৩৩৩ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়

১।	চাঁদা	৬৭৫০৲
২।	প্রবেশিকা	১৫০৲
৩।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৫০০৲
৪।	পত্রিকা বিক্রয়	৭০০৲
৫।	বিজ্ঞাপনের আয়	২০০৲
৬।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ আদায়	৯১০৲
৭।	এককালীন দান	৭০০০৲
৮।	স্মৃতিরক্ষার আয়	২০০৲
৯।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	২৫৲
১০।	বিবিধ আয়	২৫৲
১১।	হাওলাত আদায়	১০১৲
১২।	সংবর্দ্ধনার চাঁদা আদায়	...
১৩।	দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	১০০৲
১৪।	পদক ও পুরস্কার	...
১৫।	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	...
১৬।	আমানত জমা	...
১৭।	স্থায়ী তহবিল	...
১৮।	হাওলাত জমা	...
১৯।	সেভিংস্ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত হিসাবে ফেরত জমা	...
২০।	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	৭৫৲
২১।	সাহিত্য-সংরক্ষণ সমিতি	...
২২।	ডাকটিকিট খাতে ফেরত জমা	...
২৩।	কোম্পানীর কাগজ খাতে জমা	...
	মোট	১৬৭৩৬৲

ব্যয়

১।	গ্রন্থাবলীর মুদ্রণ	৩৬০০৲
২।	পত্রিকাদি মুদ্রণ	১৫০০৲
৩।	পুস্তকালয়	১৩০০৲
৪।	পুথিশালা	৭০০৲
৫।	চিত্রশালা	১০০৲
৬।	বিবিধ মুদ্রণ	২০০৲
৭।	ডাকমাশুল	৯০০৲
৮।	বাড়ী মেরামত	২৫০০৲
৯।	ইলেক্‌ট্রিক লাইট ও পাখার বিল	২০০৲
১০।	তার বদল ও মেরামতের বিল	...
১১।	বিজ্ঞাপনের কমিশন	১০৲
১২।	ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া	১২০৲
১৩।	ভৃত্যদিগের পোষাক	...
১৪।	দপ্তর সরঞ্জামী	১০০৲
১৫।	নূতন আসবাব	...
১৬।	গাড়ী ভাড়া	৫০৲
১৭।	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	৫০৲
১৮।	ছাত্র-সঙ্ঘের পুরস্কার	২০৲
১৯।	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	২০০৲
২০।	পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন	...
২১।	,, ,, খরচ	২৫৲
২২।	দেনা শোধ	১৪১৬৲
২৩।	পদক ও পুরস্কার	২০৲
২৪।	বেতন	৩০০০৲
২৫।	কমিশন	৬৩০৲
২৬।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ খাতে খরচ	...
২৭।	সংবর্দ্ধনার ব্যয়	...
২৮।	দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার	১০০৲
২৯।	বিবিধ ব্যয়	৫০৲
৩০।	হাওলাত দাদন	...
৩১।	আমানত শোধ	...
৩২।	মিউনিসিপাল ট্যাক্স	...
৩৩।	সেভিংস ব্যাঙ্কে গচ্ছিত হিসাবে খরচ	
৩৪।	কোম্পানীর কাগজ খরিদ খাতে	...
৩৫।	,, ,, বিশিষ্ট ভাণ্ডারে চালান খাতে	
৩৬।	,, ,, মজুত খাতে	...
৩৭।	ডাকটিকিট খরিদ খাতে	...
৩৮।	ম্যাজিক ল্যান্টার্ণ খরিদ	১৭০৲
		১৬৬৩৫৲

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সম্পাদক।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩, ২৯এ মে ১৯২৬, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের "বৌদ্ধধর্ম" সম্বন্ধে তৃতীয় বক্তৃতা।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া "বৌদ্ধধর্ম" সম্বন্ধে তৃতীয় বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩, ৩০এ মে ১৯২৬, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬।০টা।

৺রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম এ, বি এল মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ আহূত।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, অদ্যকার সভার উদ্দেশ্য সকলেই জানেন। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়কে সকলেই জানিতেন। তিনি এই পরিষদের প্রথম হইতেই ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত তিনি পরিষদে আসিয়াছিলেন। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে সকলেই, বিশেষতঃ এই পরিষৎ শোকাচ্ছন্ন হইয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী মহাশয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয়-রচিত এক কবিতা পাঠ করেন।

২। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, ৺রায় যতীন্দ্রনাথের বিষয়ে এত কথা আছে যে, এই একটিমাত্র অধিবেশনে বলিয়া শেষ করা যায় না। এই পরিষৎ বলিলে যাহা

বুঝায়, তাহার মধ্যে ৺ যতীন্দ্র বাবুর ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের কথা আপনা আপনিই আসিয়া পড়ে। রায় যতীন্দ্রনাথ ও সাহিত্য-পরিষৎ এক পর্য্যায়ভুক্ত। তৎপর তিনি "রায় যতীন্দ্রনাথ" শীর্ষক তাঁহার স্বরচিত একটী কবিতা পাঠ করেন।

৩। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় একটি কবিতা পাঠ করিলেন।

৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ৺যতীন্দ্র বাবুর বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

৫। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর মহাশয় বলিলেন, ৺যতীন্দ্রবাবুকে আমি বিশেষভাবে জানতুম। তাঁর বড় ভাই সুরেন্দ্রবাবুকেও ভাল রকম জানতুম—তাঁদের টাকীর বাড়ী গিয়েছি। আমরা সামাজিক গুণের কথা প্রায়ই বক্তৃতায় বলে থাকি। শিষ্টাচার যাকে বলে, তা ৺যতীন্দ্র বাবুতে খুব ছিল। তাঁর সঙ্গে কথা কইলে মনে হ'ত যেন সে কালের প্রাচীন্ লোকের সঙ্গে কথা কচ্ছি। সে কালের কত কথা, কত লুপ্ত গান তাঁর মুখস্থ ছিল। বসুরহাট সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হয়ে মধু কানের ও মধু কানের মায়ের রচিত গান তাঁর কাছে শুনেছি। তিনি মধু কান, দাশুরায় প্রভৃতির ভক্ত ছিলেন। তাঁর দানের কথা প্রসিদ্ধ—দান তাঁর হাতে উজ্জ্বল হয়েছে। তাঁর অহঙ্কার ছিল না—তিনি বিনয়ের অবতার ছিলেন। ৺রামেন্দ্রবাবুর পর পরিষদে এলেই মনে হ'ত, পরিষদের দুটি পাখা—যতীন্দ্র ও হীরেন্দ্র। সে দিন যতীন্দ্রের শ্রাদ্ধসভায় দেখে এলাম, হীরেন্দ্র ম্লানমুখে বসে আছেন। ধনের মানকে বড় মান বলে মানি না—যদি না তাতে বিদ্যার ছাপ থাকে। যতীন্দ্রবাবুর ধনও প্রচুর ছিল—বিদ্যার ত কথাই নাই—তিনি সমাজে একজন প্রকৃত মানী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ হরেন্দ্র ও পুত্র শ্রীমান্ ধীরেন্দ্র দেশের মানুষ তৈরী হচ্চেন। কুমারটুলীতে ভাল ভাল মূর্ত্তির এক একটা ছাঁচ থাকে, সেগুলি ভেঙ্গে গেলে আর তেমন মূর্ত্তি হয় না। যতীন্দ্রবাবু একশ্রেণীর সামাজিক সভ্যতার ছাঁচ ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সেই ছাঁচ নষ্ট হলে দেশের পক্ষে বড়ই দুর্দ্দিন বলতে হবে।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ মহাশয় বলিলেন,—৺যতীন্দ্র বাবুর আমি সহকর্ম্মী ছিলাম নানা ক্ষেত্রে—এই পরিষদেই তাঁর সঙ্গে অনেক কাজ করেছি। আমরা এক-বয়সী ছিলাম। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে একটা ঘটনায় দেখেছি, তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ৺সুরেন্দ্র-বাবুকে কত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তাঁর মত সদালাপী লোক বিরল বললে অত্যুক্তি হবে না। তাঁর পাঠ-নিষ্ঠা অনুকরণীয়—এমন সামগ্রী ছিল না, যা তিনি পড়িতেন না। তাঁর সুসজ্জিত লাইব্রেরীটি দেখবার জিনিষ। তাঁহার জ্ঞানের সীমা ছিল না; তিনি জ্ঞান প্রকাশ করতেন না;—কথাপ্রসঙ্গে যে সকল আলোচনা করিতেন, তাহাতে তাহার গভীরতা ও প্রসার বুঝিতে পারিতাম। তিনি যে এত বড় শক্তিমান্ পুরুষ ছিলেন, তাহা অনেকেই জানেন না। তিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞানের অবতার ছিলেন। এ জগতে তাঁর স্থান তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, আর আমার বিশ্বাস, পর-জগতেও তাঁর স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস বাহাদুর বলিলেন,—"যে সকল গুণ থাকিলে লোকের ভালবাসা ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারা যায়, স্বর্গীয় যতীন্দ্রবাবুর সেই সকল গুণই ছিল। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম—এই তিনটির অতি অপূর্ব্ব সমাবেশ তাঁহাতে দেখা গিয়াছে। তাঁহার জ্ঞানের বা ভক্তির পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। তাঁহার কর্ম্মজীবন প্রশস্ত ছিল, তিনি কর্ম্মজীবনে প্রতিভাশালী ছিলেন। তাঁহার বহুল কর্ম্মের মধ্যে যে কর্ম্মের জন্য তাঁহার কীর্ত্তি বাংলার সাহিত্য ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে, তাহা—এই পরিষৎকে গড়িয়া তোলা। পরিষৎকে যাঁরা গড়িয়াছেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। পরিষদের তিনটী স্তম্ভ—রামেন্দ্র, ব্যোমকেশ ও যতীন্দ্র—ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, এখন পরিষদের জীর্ণ অবস্থায় কেবল শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুই একটীমাত্র স্তম্ভরূপে দণ্ডায়মান থাকিয়া ইহাকে রক্ষা করিতেছেন। পরিষৎ এখন নানা বিপদ্ ও অসুবিধায় প্রপীড়িত, ঋণজালে বিপন্ন এবং গৃহ-সংস্কারে ব্যতিব্যস্ত। যতীন্দ্রবাবুর স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব নিশ্চয়ই উঠিবে। পরিষদের জীর্ণসংস্কার ও নানা বিপদ্ হইতে ইহাকে রক্ষা করিলেই তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষা করা হইবে—মূর্ত্তি বা চিত্রপ্রতিষ্ঠায় তেমন স্মৃতিরক্ষা হইবে না—পরিষৎকে পুনর্গঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেই তাঁহার স্মৃতি বজায় থাকিবে। তিনি বরাবরই বলিয়া গিয়াছেন যে, মাতৃভাষা ছাড়া শিক্ষার বাহন কিছুই হইতে পারে না—ভারতে ও বঙ্গে যে অস্বাভাবিক প্রণালীতে বিদেশী ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা চলিতেই পারে না। পরিষৎ হইতে এই বিষয় শিক্ষা-বিভাগের ও বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট তিনি বহুবার জানাইয়াছেন। তাঁহার আশা স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতকপরিমাণে পূরণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবন আদর্শ-জীবন ছিল—বঙ্গের সমগ্র জমিদার-সম্প্রদায়ের নিকট তাঁহার মহান্ আদর্শ উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপে গৃহীত হইলে দেশের বহু উপকার হইবে।" এই কথাগুলি বলিয়া তিনি নিম্নোক্ত প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

প্রথম প্রস্তাব—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ ও একনিষ্ঠ সেবক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি ও ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এবং রমেশ-ভবনের স্থানরক্ষক, একাধারে বাণী ও কমলার বরপুত্র, বঙ্গদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, দেশের সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানের উৎসাহদাতা, মনীষী, পরমভাগবত, স্বধর্ম্মপরায়ণ, স্বদেশসেবক রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ ভক্তিভূষণ এম এ, বি এল্ মহাশয়ের আকস্মিক পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অত্রকীয় বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া গভীর শোক-প্রকাশ করিতেছেন। তিনি বঙ্গবাণীকে জগতের অন্যান্য সমৃদ্ধিশালিনী ভাষার সহিত সমাসনে বসাইবার জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং বঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার সাহায্যে বাবতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সামাজিকতায় ও সৌজন্যে তিনি আদর্শরূপে সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন। আর তাঁহার অভাবে বঙ্গদেশ, বঙ্গভাষা ও

বাঙ্গালী সমাজের এবং বিশেষভাবে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রভূত ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের এই নিদারুণ শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন,—"আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি। যতীন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমার ৩৫ বছরের বেশ নিবিড় পরিচয় ছিল। এই দীর্ঘকালের পরিচয়ে উভয়ের মধ্যে কোনও বিরোধের ছায়াপাত হয় নাই। এই দীর্ঘকালের পরিচয়ে তাঁর সহিত একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপিত হইয়াছিল। সেই জন্ত এই পরম আত্মীয়তা-স্থলে পক্ষপাতমতশূন্ত হইয়া কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সংক্ষেপেও তাঁর বহুমুখী প্রতিভার কথা বলা অসম্ভব। এই পরিষৎ-যখন শিশু, তখন যাঁহারা ইহার ধাত্রীরূপে ইহাকে পোষণ ও পালন করিয়াছেন, যতীন্দ্রবাবু তাঁহাদের প্রধান। সেই শৈশবেই তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, এই ক্ষুদ্র বীজ কালে প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইবে—যাহার ছায়াতে বঙ্গবাণী তাঁহার মহিমা দেশবিদেশে প্রচার করিবেন। নন্দ যশোদা যেমন ভাবে গোপালের ধাত্রীত্ব করিয়াছিলেন—সেইরূপ অতিযত্নে প্রতিপালনের দ্বারা ও পরিপোষণের দ্বারা বাঙ্গালার এই স্মৃতি গৌরবের বস্তুটি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি এখন বৈকুণ্ঠে গিয়াছেন। তিনি যেখানেই থাকুন—সেই পরব্যোমে গেলেও এই পরিষদের প্রতি সস্নেহ, সানুরাগ ও সশ্রদ্ধ সম্বন্ধ স্মরণ করিবেনই। যাঁহারা তাঁহার সহযোগিতা করিয়াছেন এবং যাঁহারা তাঁহার সহকর্মী ছিলেন, তাঁহারা জানেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার কি গভীর ও ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল এবং ইহার শ্রীবৃদ্ধিতে তাঁহার কি অকুণ্ঠ উৎসাহ ছিল। এই যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—যাহাকে সহৃদয় লর্ড রোনাল্ডশে মহোদয় একটা 'বিরাট বেখাপ্পা' (Stupendous anomaly) আখ্যা দিয়াছিলেন,—যতীন্দ্রবাবুর দৃষ্টি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর উপর পতিত হইয়াছিল। বিদেশী ভাষার সাহায্যে উচ্চশিক্ষা প্রচলনের বিরুদ্ধে তিনি এই পরিষৎ হইতে কত আপত্তি উপস্থিত করিয়াছিলেন—তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট ও বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট বঙ্গভাষার দাবী বরাবরই পেশ করিতেন। তিনি বলিতেন, 'বিদেশীয় বাহনে জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ?—কি লজ্জার বিষয়!' স্বর্গীয় স্বনামধন্য স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা এখন কথঞ্চিৎ প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন। কিন্তু আমরা এখনও সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের যে ন্যায্য আসন দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে হওয়া উচিত, তাহা এখনও হয় নাই। ইহার জন্ত পরিষৎ হইতে ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন হইতে যে আন্দোলন হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন যতীন্দ্রবাবু। বঙ্গভাষার ভবিষ্যৎ উন্নতির কথা আলোচনা হইলে তাঁহাকে আনন্দে উৎফুল্ল হইতে দেখিয়াছি। মেদিনীপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে তিনি সভাপতি ছিলেন। সেখানে বাঙ্গালার ভাবী গৌরবের বিষয়ের আলোচনায় তাঁহাকে আনন্দে উৎফুল্ল হইতে ও তাঁর চক্ষে আনন্দাশ্রু পড়িতে

দেখিয়াছি। তিনি দার্শনিক ছিলেন। দর্শনে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। শুধু পাশ্চাত্য দর্শন নহে—সমস্ত প্রাচীন ও আধুনিক দর্শন তিনি নিবিড়ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ও আমার সাধ ছিল যে, ভিন্ন ভিন্ন দর্শন বিষয়ে সদ্গ্রন্থ পরিষৎ হইতে বাহির করান। আমাদের এই Philosophical series প্রচারের ইচ্ছা এখনও আছে। তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত এই গ্রন্থমালা প্রকাশ করিলে তাঁহার স্মৃতিরক্ষায় একটা উপায় হইবে—তৈলচিত্র করিলে হইবে না। পরিষৎকে দানদান করিলে তাঁহার আত্মা তৃপ্ত হইবে। তাঁহার অন্যান্য সদ্গুণের কথা বলিব না—আত্মীয়ের মুখে সে সব কথা শোভা পায় না।"

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল্ মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বলিলেন যে, যতীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে অনেক কথা বলা বাকী রহিয়াছে। আমি সব কথা বলিতে অক্ষম—তিনি আমার আত্মীয়মধ্যে গণ্য ছিলেন। তাঁহার মধুরভাব ভুলিব না। হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল।

প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় নিম্নলিখিত দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

"প্রথম প্রস্তাবের প্রতিলিপি অদ্যকার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে স্বর্গীয় রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।"

তিনি বলিলেন,—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া আমার যে সব বন্ধুলাভের সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে যতীন্দ্র বাবুর স্থান অতি উচ্চে। বহুদিন তাঁহার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ আমার হইয়াছিল। সেই জন্য তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা জানি। অনেক ব্যক্তি দেখিয়াছি যে, যত ঘনিষ্ঠতা তাহার সঙ্গে হয়, ততই তাহার উপর অশ্রদ্ধা হয়। কিন্তু যতীন্দ্রবাবুর সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া দেখিয়াছি যে, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়াছে। তাঁহার গুণ ছিল বহুমুখী। আমি তাঁহার গুণমুগ্ধ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, বিধাতা বাঙ্গালী গড়িতে গড়িতে তাঁহাকে মানুষ গড়িয়াছিলেন। তেমনি যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলা যায় যে, সৃষ্টিকর্ত্তা জমিদার গড়িতে গড়িতে তাঁহাকে মানুষ গড়িয়াছিলেন। তিনি বাণী ও কমলার বরপুত্র ছিলেন। তিনি নৈয়ায়িক হইয়াও রসের সাগর ছিলেন। নব্য ন্যায়ের কঠোর গণ্ডীর ভিতর প্রবেশ করিয়াও তাঁহার প্রাণ প্রেমে পূর্ণ ছিল। বৈষ্ণবের মধুরধর্ম্ম তাঁহার প্রাণের জিনিষ ছিল। তিনি সঙ্গীতের বিশেষ সমজদার ছিলেন। পাণ্ডিত্য ও বিনয়ের অপূর্ব্ব সমন্বয় তাঁহাতে দেখিয়াছি। একদিকে তিনি যেমন নম্র, বিনয়ী ও মাধুর্য্যপূর্ণ ছিলেন, অন্য দিকে তিনি তেমনই পূর্ণভাবে স্বাধীনচিত্ত ছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন। তিনি দলপতি ছিলেন, অথচ দলাদলির মধ্যে ছিলেন না। তিনি একজন বিশিষ্ট সমাজপতি ছিলেন। তিনি কায়স্থ-সমাজের, শুধু কায়স্থসমাজ কেন, বঙ্গসমাজের একজন প্রধান নেতা ছিলেন।"

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—"এই প্রস্তাবের সমর্থন অনাবশ্যক। তবে স্বজাতি, সহকারী ও বাঙ্গালী হিসাবে এই মহানুভূতির প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি। তিনি বঙ্গভাষা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও কায়স্থ-সভার বিশেষ সেবা করিয়াছেন। কায়স্থ-সমাজের উন্নতির জন্য—জাতির কল্যাণ সাধনের জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন। বঙ্গভাষা ও পরিষৎ সম্বন্ধে তাঁহার মহতী চেষ্টার কথা নূতন করিয়া বলিবার কিছু নাই। তিনি পরিষদের প্রাণ ছিলেন। মাসের মধ্যে ২০ দিন তিনি পরিষদে আসিতেন এবং পরিষদের সকল বিভাগের কার্য্যের সংবাদ লইতেন। সামাজিকতায় তিনি প্রাচীন ও নবীনের সংযোগ-সেতু ছিলেন, তাঁহার সামাজিকতা অনুকরণীয়। তাঁহার সেই আনন্দময় মূর্ত্তি আর আমরা দেখিতে পাইব না।"

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস মহাশয় নিম্নোক্ত তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

তৃতীয় প্রস্তাব—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে স্বর্গীয় রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করা হউক এবং এই কার্য্য সম্পাদন জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি স্মৃতিসমিতি গঠিত হউক।"

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত। শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত। শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ।

এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া শ্রীযুক্ত হেমবাবু বলিলেন,—স্বর্গীয় যতীন্দ্রবাবুর সহিত এক সঙ্গে এই পরিষদে বহু দিন কার্য্য করিয়াছি ; তিনি সম্পাদক ছিলেন, আমি তাঁহার সহকারী ছিলাম। তিনি অত্যন্ত উদারপ্রকৃতির লোক ছিলেন। কাজের জন্য অনেক সময়ে তাঁহার সহিত মতভেদ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাতে ভদ্রতার ও সৌজন্যের ব্যতিক্রম দেখি নাই।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন,—"আমি পরিপূর্ণ হৃদয়ে এই প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি। প্রিয়জন বিরহে আমি কাতর—যতীন্দ্রবাবু আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। তিনি দেশের সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট হিতকামী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দেশের কাজের জন্য আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিনিয়োগ করিয়াছিলেন।

জনাতির—যতীবাবুর—সমাজ ও ধর্ম্মের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। পরিষৎ তাঁহার বৈজয়ন্তী-কীর্ত্তি। ইহার তিনি সম্পাদক ছিলেন—এই গুরুভার কত অনুরাগ ও শ্রদ্ধার সহিত বহন করিতেন। পরিষদের প্রত্যেক ইষ্টকখানি তাঁহার রক্ত দিয়া গাঁথা। তাঁহার মত আমরাও যেন পরিষৎকে সেই ভাবে সেবা করিতে পারি। আমাদের সব সাধনা-সামর্থ্য যেন এই মায়ের দেউল রক্ষার জন্য কেন্দ্রীভূত করি। রাজনীতি বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান অপরিসীম ছিল। বারাসতে কন্‌ফারেন্সে তাঁহার সভাপতির অভিভাষণ শুনিয়াছি। তিনি একদলের রাজ-নৈতিক ছিলেন। কিন্তু কখনও তিনি দলকে দেশের চেয়ে বড় করিয়া ভাবিতেন না। তাঁহার চরিত্র অপাপবিদ্ধ—নিষ্কলঙ্ক ছিল। তিনি শুভ্রতার আদর্শ ছিলেন—মনটা তাঁহার সাদা ধবধবে ছিল। ঈশ্বরে প্রেম ও বিশ্বাস তাঁহার প্রখর ছিল। তিনি নৈয়ায়িক তার্কিক ছিলেন—ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে স্যর সুরেন্দ্রনাথের ও শিশিরবাবুর শিষ্য ছিলেন। ব্যোমকেশ গেলেন, রামেন্দ্রসুন্দর গেলেন—আবার যতীন্দ্রনাথও গেলেন—আমরা কাহাকে লইয়া থাকিব?" অতঃপর তৃতীয় প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—"যতীন্দ্রবাবুর কথা আপনারা অনেক শুনলেন। বক্তাগণের মধ্যে অনেকেই তাঁর সঙ্গে কাজ করিয়াছেন, আমার সঙ্গে ৫০ বছর আগে তাঁর জানা শুনা হয়—যখন তিনি হেয়ার স্কুলে পড়তেন, তখন থেকে আমার সঙ্গে আলাপ। যতীন্দ্রবাবুর বংশ বাঙ্গালার একটা অতি প্রাচীন জমিদারবংশ। তিনি প্রাচীন জমিদারবংশের প্রাচীন রীতিনীতিতে দুরস্ত ছিলেন। নূতন ও পুরাতন সভ্যতার নিদর্শন তাঁহাতেই দেখিয়াছি। তিনি কথকতা, পুরাণ ও প্রাচীন গল্প শুনতে খুবই ভালবাসিতেন। আর এ সব গল্প তিনি অনেক জানতেন। তাঁর culture ছিল এক রকমের, যা সাধারণের কাছে পাওয়া যায় না। সাহিত্য-পরিষদে তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি। অনেক ক্ষেত্রে আমি তাঁর উপর রাগ করেছি। তিনি কিন্তু রাগতেন না। ইংরেজিওয়ালাদের এমন ধারা দেখা যায় না। সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি হয়েছে—তা আর বলবার নয়। এ ক্ষতি পূরণ হবে না। তাঁকে এ বছর পরিষদের সভাপতি করতে চেয়েছিলাম—তার প্রস্তাবও করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন—'আপনি যা প্রস্তাব করবেন, তাতে আমার আপত্তি থাকিতে পারে না।' এভাবে আমার প্রস্তাব ব্যর্থ হবে, তা জানতাম না। তিনি স্বর্গে গেলেন। আমাদের কষ্ট বলে বোঝাবার নয়। আমরা আশা করি, তাঁর বংশের উপযুক্ত বংশধরগণ পরিষদে এসে তাঁর স্থান গ্রহণ করুন—ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।"

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, যতীন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে বলা ঢের বাকী আছে। বাঙ্গালা দেশে তাঁর মত মানুষের দ্বিতীয় আদর্শ নাই। তিনি সকল সভা সমিতিতেই যোগদান করিতেন। পাঁচ বছরের শিশুরা যদি সভা ক'রে তাঁকে ডেকেছে, তিনি অম্লানবদনে সেখানে গিয়ে তাদের উৎসাহ দিয়েছেন।

স্বর্গীয় স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পর এমন আর দেখা যায় নাই। তাঁর গুণ ছিল অনন্যসাধারণ। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা তাঁর মত কেউ দেখাইতে পারিবেন কি না, সন্দেহ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

প্রথম মাসিক অধিবেশন

২৩এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩, ৬ই জুন ১৯২৬, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়,—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয়-প্রদত্ত একটি সদাশিবমূর্ত্তি, ৫। শোকপ্রকাশ—(ক) রাজা সতীপ্রসাদ গর্গ বাহাদুর, (খ) 'সৌরভ'-সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদার এবং (গ) রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয়ের পরলোকগমনে, ৭। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়-লিখিত "অসুরজাতি" নামক প্রবন্ধ, এবং ৮। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতি হেতু শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত দ্বাত্রিংশ বার্ষিক সপ্তম ও অষ্টম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত ডাঃ শরচ্চন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় কান্দীর নিকট হইতে যে সদাশিবমূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত হইল এবং তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদক মহাশয় নিম্নোক্ত সাহিত্যিক ও পৃষ্ঠপোষকগণের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের পরিচয় প্রদান করিলেন।

(ক) মহিষাদলের রাজা সতীপ্রসাদ গর্গ বাহাদুর। ইনি পরিষদের পরম হিতৈষী আজীবন-সদস্য ছিলেন। পরিষদের গৃহ-প্রতিষ্ঠার সময় তিনি পরিষৎকে যথোচিত দান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং পরে পরিষদের স্থায়ী ধনভাণ্ডারে ১০০০৲ দান করিয়া ইহার আজীবন-সদস্য হইয়াছিলেন।

(খ) 'সৌরভ'-সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদার। ইনি পরিষদের ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় ময়মনসিংহে পরিষদের এক শাখা-সভা স্থাপিত হয় ও তিনি তাহার সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন তাঁহারই চেষ্টায় ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার ময়মনসিংহের বিবরণ, ময়মনসিংহের ইতিহাস প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় গ্রন্থ রহিয়াছে। তিনি চিররুগ্ন ছিলেন। তাঁহার সাহিত্য-সাধনা সফল হইয়াছে। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন অকৃত্রিম ও নিষ্ঠাবান্ সেবক ছিলেন।

(গ) রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী। ইনি পরিষদের প্রায় প্রথম হইতেই একজন হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। তিনি পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ও অন্যান্য শাখাসমিতির সভ্য থাকিয়া পরিষদের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত ব্যক্তিগণের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করিলেন।

৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার "অসুর জাতি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় প্রবন্ধের বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করিলেন এবং প্রবন্ধলেখক মহাশয় সেগুলির উত্তর দিলেন এবং জানাইলেন যে, তিনি প্রবন্ধ প্রকাশকালে প্রশ্নগুলির সমাধান করিবেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। প্র—শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ, সম—শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম ডি, এম এস্ সি, সদস্য—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চৌধুরী বি এল, উকিল, ৭৪।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, ২। শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী, ৭৪।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট; ৩। প্র—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, সম—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার আচার্য্য বি এ, ১০।২ বিপ্রদাস ষ্ট্রীট; ৪। প্র—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বারিক, সম—ঐ, সদস্য—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বারিক, ১৪১এ আপার সার্কুলার রোড, ৫। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে সরকার এল এ এস, পলাসবাড়ী চ্যারিটেবল্ ডিস্পেন্সারী, পলাসবাড়ী, রঙ্গপুর, ৬। শ্রীযুক্ত লোচনমণি নাথ, সাব-রেজিষ্ট্রার, পলাসবাড়ী, রঙ্গপুর। প্র—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ দত্ত, সম—ঐ, সদস্য—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত, ২২।১ বেচু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ৮। প্র—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সম—ঐ, সদস্য—শ্রীযুক্ত গিরিজামোহন সান্যাল এম এ, বি এল, ১৭৪।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট; ৯। প্র—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সম—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সদস্য—শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায়, হাওড়া; ১০। প্র—ঐ, সম—শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, সদস্য—শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ, ১৩৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ১১। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ দে এম এ, বি এল, ৪ পটুয়াটোলা লেন; ১২। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দেব, ৩ মুক্তারাম রো; ১৩। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায় এম এ, দৌলতপুর কলেজ, দৌলতপুর, খুলনা; ১৪। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ঋষিকুমার বিশ্বাস, এ্যাসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, ৪।১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট; ১৫। প্র—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সম—ঐ, সদস্য—শ্রীযুক্ত ষোড়শীচরণ মিত্র, জমীদার, সাঁকরেল, হাওড়া; ১৬। প্র—শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র, সম—ঐ, সদস্য—শ্রীযুক্ত বেওহার রাজেন্দ্র সিংহ, ফুটাতাল, জব্বলপুর; ১৭। প্র—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সম—ঐ, সদস্য—শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ দাস, সিঙ্গুর, হুগলী; ১৮। প্র—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সম—ঐ, সদস্য শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চৌধুরী, ম্যানেজার—নিউ জীনাগড়া কলিয়ারি, ঝড়িয়া; ১৯। প্র—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর, সম—ঐ, সদস্য—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বক্সী এম এ, বি এল, কোচবিহার; ২০। শ্রীযুক্ত ডাঃ শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বদরগঞ্জ ডিস্পেন্সারী, বদরগঞ্জ, রঙ্গপুর; ২১। প্র—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, সম—ঐ, সদস্য—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র, ৯৫ গ্রে ষ্ট্রীট। ২২। প্র—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল এম এ, বি এল, সম—ঐ, সদস্য—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, ১০ গোয়াবাগান লেন। ২৩। প্র—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সম—ঐ, সদস্য—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার, ১৩।৪।এ রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট; ২৪। প্র—শ্রীযুক্ত

উপেন্দ্রনাথ বিদ্যবর্ণশাস্ত্রী, সম—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্ত—শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় বি এ, কাঠাল, দশআনি, খুলনা; ২৫। প্র—বৈদ্যমহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন, সম—ঐ, সদস্ত—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৭ অরবিন্দ ঘাট লেন, কুমারটুলী; ২৬। প্র—শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ, সম—ঐ, সদস্ত—শ্রীযুক্ত জি এন বসু বি এ, বি এল, ম্যানেজার পুণশ্রী এষ্টেট, জনকপুর, বি এন ডবলু রেলওয়ে; ২৭। প্র—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সম—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্ত—শ্রীযুক্ত প্রাণতোষকুমার চন্দ্র, জমীদার, ১১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন; ২৮। প্র—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সম—ঐ, সদস্ত—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৭৫ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, উপহৃত পুস্তক—(১) পরা-প্রসঙ্গ (সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব-বিবৃতি); শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম ডি—(২) ভাস্করীয় বীজোপনয়, (৩) রেখাক্ষর বর্ণমালা; শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র—(৪) সুপথ, (৫) সুপথ সংকেত, (৬) শাশ্বত-সংবাদ, ১ম বর্ষ, ১৩২৯-৩০, (৭) ঐ, দ্বিতীয় বর্ষ, ১৩৩০-৩১, (৮) মহামানবত্বের ক্রমবিকাশ বা ধর্ম্মতত্ত্বের ক্রমবিকাশ, (৯) প্রেমের মিলন, (১০) বাতি, (১১) এক সত্যে হিন্দু মুসলমান, (১২) মনুষ্যত্বলাভ; শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ—(১৩) পান্না; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—(১৪) বঙ্গাঙ্গনা কাব্য বা নবমেঘদূত; শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী—(১৫) সন্ধ্যামণি; শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল, (১৬) মহাভারত—আদিপর্ব্ব, (১৭) কাকলী, (১৮) বিকারে বিকাশ, (১৯) বিশ্ববন্ধু, (২০) কামন্দকসন্দর্ভ ও শ্রীগর্গসংহিতা, (২১) ব্রজবার্ত্তা ও উদ্ধবাখ্যা; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ—(২২) বিজ্ঞান-শাখার সভাপতির অভিভাষণ, বীরভূম, ১৩৩২; শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র সুর—(২৩) কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। The Manager, Govt. of India, Central Publication Branch—(২৪) Statement showing the Progress of the Co-operative Movement in India during the year 1924—25; (২৫) Review of Agricultural Operations in India, 1924-25. (২৬) Statistical Tables relating to Banks in India, 1924; (২৭) Epigraphia Indica, Vol, XVIII, Part IV, October, 1925; (২৮) Proceedings of the Board of Agriculture in India held at Pusa on the 7th December, 1925 and following days; The Officer-in-Charge, Bengal Secretariat, Book Depot—(২৯) Council Proceedings, Official

Report, Bengal Legislative Council, Twentieth Session, 1926. vol. XX, No I ; (৩০) Do. No 3, (৩১) Report on Public Instruction in Bengal for the year 1924-25 ; (৩২) Report on the Administration of Bengal, 1924-25 ; The Curator, Watson Museum, Rajkot (Kathiawar) C. S. (৩৩) Annual Report of the year 1924-25, Watson Museum of Antiquities, Rajkot ; The Secretary, Smithsonian Institution, U.S.A.—(৩৪) Opinions rendered by the International Commission on Zoological Nomenclature. (৩৫) An Archaeological Collection from Young's Canyon, near Flag-staff, Arizona ; শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় বি এস্-সি, এম এল সি—(৩৬) Selections from the Writings and Speeches of Late Raja Peyari Mohan Mukherjee, C. S. I., M. A, B. L. The Surveyor General of India—(৩৭) General Report of the Survey of India 1924-25 ; শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিস্তারত্ন—(৩৮) The A. B. C, of Photography, (৩৯) The A. B. C. of Bridge, (৪০) The A. B. C, of Auction Bridge and other Bridge Variations, (৪১) The Natural History of British Butterflies, (৪২) Miyako Hotel ; শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ— (৪৩) The Micrographic Dictionary (Griffth & Henfery).

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

৪ঠা আষাঢ় ১৩৩৩, ১৯এ জুন ১৯২৬, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—প্রাচীন গৌড়ের ভাস্কর্য্য (Sculptures in Ancient Gauda) বিষয়ে বক্তৃতা

বক্তা—শ্রীযুক্তা ডাঃ ষ্টেলা ক্রামরিশ পি-এচ্ ডি।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের সমর্থনে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস, বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় অগুকার বক্তা মহোদয়ার পরিচয় দিয়া বলিলেন যে, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি রত্নবিশেষ। স্বর্গীয় স্যর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একজন জহুরী ছিলেন। যে ব্যক্তি যে যে বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আনিয়াছেন। শ্রীযুক্তা ষ্টেলা ক্রামরিশ ভারতের প্রাচীন যুগের ভাস্কর্য্য আলোচনা করিয়া এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। এই জন্ম স্যর আশুতোষ তাঁহাকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Fine Art বিভাগের ভারার্পণ করিয়াছেন। অগুকার বিষয় "প্রাচীন গৌড়ের ভাস্কর্য্য।" বাঙ্গালীর পক্ষে গৌড়ের বিষয় অতি প্রিয়। গৌড় বাঙ্গালীর গৌরব। তাহার ভাস্কর্য্য আলোচনার বিষয়। এই বিষয়ে যত অধিক আলোচনা হয়, ততই দেশের মঙ্গল। এখনও অনেক বিষয় জানিতে পারা যায় নাই। বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি এই বিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন।

অতঃপর শ্রীমতী ডাঃ ষ্টেলা ক্রামরিশ মহাশয়া তাঁহার বক্তৃতা দিলেন এবং ম্যাজিক ল্যান্টার্ণের সাহায্যে চিত্র প্রদর্শন করিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করিলেন।

বক্তৃতা শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় পরিষদের পক্ষে বক্তা মহোদয়াকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি গৌড়ের শিল্পের বিকাশ কি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করিলেন। মানুষের চিন্তার ধারার সঙ্গে শিল্পের যে সকল ক্রম-পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দরভাবে তিনি দেখাইলেন। এ বিষয়ে তিনি যে কত গভীর জ্ঞান, নিষ্ঠা ও উৎসাহের সহিত আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবিবার বিষয়। এই ভাস্কর্য্য শিল্প বাঙ্গালার পূর্ব্বপুরুষের জিনিষ। এই শিল্প এক সময় এত উন্নতি লাভ করিয়াছিল যে, বাঙ্গালার বাহিরে এই শিল্প গৃহীত হইয়াছিল। এই বলিয়া তিনি পুনরায় বক্তা মহোদয়াকে ধন্যবাদ দিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার	শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

১২ই আষাঢ় ১৩৩৩, ২৭এ জুন ১৯২৬, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শোক-প্রকাশ—(ক) অভয়াচরণ রায় বি এ, এটর্ণি; এবং (খ) সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনে, ৫। প্রবন্ধ-

পাঠ—শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশ গুপ্ত এম এ মহাশয়-লিখিত "প্রথম মহীপালদেবের রাজত্বকাল" নামক প্রবন্ধ, এবং ৬। বিবিধ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস, বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত ৩২শ বার্ষিক নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীত প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

এই প্রসঙ্গে সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে,পরিষদের প্রাচীন সদস্য শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায় মহাশয় দুইটী আলমারী সমেত ১৭৬ খানি বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য বৈষ্ণবগ্রন্থ উপহার দিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থমধ্যে বহরমপুরের রামনারায়ণ শিরোমণি মহাশয়ের প্রকাশিত বহু গ্রন্থ রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত বিহারী বাবু এই সকল পুস্তক উপহার দিয়া পরিষদের বিশেষ অভাব পূরণ করিয়াছেন। সভাপতি মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বিহারী বাবুকেও এই সকল পুস্তক সংগ্রহের বিষয়ে সাহায্য করায় শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ রায় মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন।

৪। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের নিম্নলিখিত সদস্যদ্বয়ের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন—(ক) অভয়াচরণ রায় বি এ, এটর্ণি এবং (খ) সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

৫। সভাপতি মহাশয় অদ্যকার প্রবন্ধলেখক-মহাশয়কে প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন যে, প্রাচীন গৌড়ের ইতিহাস আলোচনা করা প্রত্যেক বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য। এ পর্য্যন্ত অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইলেও গৌড়ের বিষয় এখনও অনেক জানা যায় নাই। তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম এ মহাশয় তাঁহার "প্রথম মহীপালদেবের রাজত্বকাল" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর বলিলেন যে, বর্ত্তমানে এ দেশে যে ঐতিহাসিক গবেষণা হইতেছে, তাহা ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক প্রণালী হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। মাসিক সাহিত্যে যে ঐতিহাসিক আলোচনা হইতেছে, তাহা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ। শ্রীযুক্ত নলিনী বাবুর আলোচনা সুন্দর হইয়াছে। প্রথম মহীপালদেব সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যেখানে যাহা বাহির হইয়াছে, তাহা মনোযোগের সহিত পড়িয়া তিনি এই আলোচনা করিয়াছেন—তিনি বে-নজীর কিছু বলেন নাই। তিনি লেখেন, শ্রীযুক্ত

রাখালবাবু, শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়, শ্রীযুক্ত রমেশ বাবু আজ সভায় উপস্থিত থাকিলে অনেক বাদানুবাদ হইত। শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু সকলের মত নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এ জন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদার্হ।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলিলেন যে, তিনি আজিকার বিষয়ে কিছু বলিবার অনধিকারী, যেহেতু তিনি ইতিহাসের কোন ধার ধারেন না। তবে ঐতিহাসিকগণ যাহা বলেন, তাহা তিনি পড়েন। এই প্রবন্ধে ভাবিবার অনেক বিষয় আছে। লেখক মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা এ বিষয়ে সত্যনির্ণয়ে সহায়তা করিবে। এই বলিয়া তিনি প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন,—"লেখক মহাশয় বয়সে নবীন। আমি ইতিহাস আলোচনায় অনধিকারী হইলেও তাঁহার প্রবন্ধ মনোযোগ দিয়া শুনিয়াছি। তিনি যে ধারায় ঐতিহাসিক প্রমাণগুলি গুছাইয়া বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি বয়োবৃদ্ধির সহিত এ বিষয়ে গবেষণা দ্বারা বিশেষ সফলতা লাভ করিবেন। প্রবন্ধে তিনি যে সকল ঐতিহাসিকের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার—ইঁহাদের সহিত কোথাও একমত এবং কোথাও বা তাঁহার মতান্তর হইয়াছে। পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইলে তাঁহারা প্রবন্ধলেখকের মতের আলোচনা করিবার অবসর পাইবেন। শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু একনিষ্ঠভাবে তাঁহার বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন? আমরা আশা করি, তিনি ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আলোচনা করিবেন। তিনি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার মহাশয় প্রবন্ধলেখককে এবং সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ	শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বসাক, সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস মুখোপাধ্যায়, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, ১৪ সজ্জাবীপাড়া লেন, বরাহনগর। প্র—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সম—ঐ, সদস্য—২। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ নাইক চৌধুরী, পোর্ট ইঞ্জিনীয়ার্স আফিস, বাসড়া; প্র—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চৌধুরী ই এ সি,

সম—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সদস্য—৩। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ ভট্টাচার্য্য, পোঃ জয়পুর, সাটিয়াজুরী, শ্রীহট্ট; প্র—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, সম—ঐ, সদস্য—৪। শ্রীযুক্ত ডাঃ রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এস্-সি, পি-এইচ ডি (লণ্ডন), জামসেদপুর। ৫। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন এম, এস, সি, (কলিকাতা), এ আর এস এম (লণ্ডন), অ্যাসিষ্টাণ্ট মেটেয়ালজিক্যাল ইন্‌স্পেক্টার, জামসেদপুর, ৬। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ দে, অ্যাসিষ্টাণ্ট, গবর্ণমেণ্ট ল্যাবরেটারী—জামসেদপুর। প্র—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত বি এল, সম—ঐ, সদস্য—৭। শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল, ধানবাদ, ৮। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মল্লিক এম এ, বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ধানবাদ। প্র—শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রলাল নাথ বি এস্-সি, সম—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সদস্য—৯। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নাথ, ১৪৮ বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা; প্র—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সম—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—১০। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস রায় চৌধুরী, ২।৩ রাণী শঙ্করী লেন ভবানীপুর, কলিকাতা। ১১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, ইণ্টার-ন্যাশন্যাল ইলেক্‌ট্রিক ও ট্রেডিং কোং, ৩২ জ্যাক্‌সন লেন, কলিকাতা।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায়

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—(খগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী) ১ম খণ্ড, ১ম—২য় স্কন্ধ, ২। ২য় খণ্ড, ৩য় স্কন্ধ, ৩। ৩য় খণ্ড, ৪র্থ স্কন্ধ, ৪। ৪র্থ খণ্ড, ৫ম—৬ষ্ঠ স্কন্ধ, ৫। ৫ম খণ্ড, ৭ম—৮ম স্কন্ধ। ৬। ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১০ম স্কন্ধ পূর্ব্বার্দ্ধ, ৭। ৭ম খণ্ড, ১০ম স্কন্ধ উত্তরার্দ্ধ, ৮। ৮ম খণ্ড, ১১শ, ১২শ স্কন্ধ, ৯। যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ (চন্দ্রনাথ বসু) ১ম খণ্ড (বৈরাগ্য, মুমুক্ষু, উৎপত্তি, স্থিতি ও উপশম প্রকরণ), ১০। ২য় খণ্ড (নির্ব্বাণ), ১১। ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-দর্শন—শ্রীভাষ্য সমেত—(দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ), ১২। ঐ ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড, ১৩। সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ১৪। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ—১ম খণ্ড, ১৫। ঐ, ২য় খণ্ড, ১৬। ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য উপনিষৎ (ঐ), ১৭। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয়োপনিষৎ—(ঐ), ১৮। ঋগ্বেদাদি ভাষ্যভূমিকা (বঙ্গানুবাদ)—(শঙ্করনাথ পণ্ডিত), ১৯। স্কন্দপুরাণম্—মাহেশ্বর-খণ্ডম্—১ম খণ্ড (বঙ্গবাসী কার্য্যালয়), ২০। ২য় খণ্ড, বিষ্ণুখণ্ডম্, ২১। ৩য় খণ্ড, ব্রহ্মখণ্ডম্, ২২। ৪র্থ খণ্ড, কাশীখণ্ডম্, ২৩। ৫ম খণ্ড, আবন্ত্যখণ্ডম্, ২৪। ৬ষ্ঠ খণ্ড, নাগরখণ্ডম্, ২৫। ৭ম খণ্ড, প্রভাসখণ্ডম্, ২৬। পদ্মপুরাণম্—পাতালখণ্ডম্—(পঞ্চানন তর্করত্ন), ২৭। শ্রীশ্রীব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণ (পদ্যানুবাদ)—কালীকিশোর বিদ্যাভূষণ, ২৮। বৃহন্নারদীয় পুরাণ—ঐ—কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, ২৯। মহাভারত—(কাশীদাসী)—নন্দলাল শীল, ৩০। ঐ (কালীপ্রসন্ন সিংহ)

(১ম খণ্ড) উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৩১। ঐ, ৩য় খণ্ড, (কর্ণ—স্বর্গারোহণ পর্ব্ব)—ঐ, ৩২। ঐ, হরিবংশ—সিদ্ধেশ্বর মিত্রদেব, ৩৩। বাল্মীকি রামায়ণ—(সপ্ত কাণ্ড) উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৩৪। কৃত্তিবাসী রামায়ণ—চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ, ৩৫। ঐ—কানাইলাল শীল, ৩৬। বাল্মীকিরামায়ণম্—(মূল ও অনুবাদ)—পঞ্চানন তর্করত্ন। ৩৭। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ—নরেন্দ্রকৃষ্ণ শিরোমণি। (১)৭ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩৮। উজ্জ্বলনীলমণিঃ—রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন (রাধারমণ যন্ত্র)। ৩৯। ভক্তিরত্নাকর—নরহরি চক্রবর্ত্তী—ঐ। ৪০। পদ্যাবলী—রামদেব মিশ্র—ঐ। ৪১। গোবিন্দলীলামৃতং—রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন—ঐ। ৪২। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ—ঐ—ঐ। ৪৩। স্তবমালা—ঐ—ঐ। ৪৪। স্তবাবলী —ঐ—ঐ। ৪৫। কর্ণানন্দ—ঐ—ঐ। ৪৬। গোপালতাপনী—রামদেব মিশ্র—ঐ। ৪৭। যামুনাচার্য্যস্তোত্রং—রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন—ঐ। ৪৮। শ্রীরাধাপ্রেমামৃতং—ঐ। ৪৯। নরোত্তম-বিলাস—ঐ—ঐ। ৫০। বিল্বমঙ্গল-নাম কোষকাব্যম্—যোগেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা—ঐ। ৫১। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা—রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন—ঐ। ৫২। শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত—ঐ—ঐ। ৫৩। শ্রীশ্রীগোপালচম্পূঃ (পূর্ব্বচম্পূঃ)—রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ। ৫৪। ঐ, (উত্তরচম্পূঃ)—ঐ। ৫৫। সত্যার্থপ্রকাশ (বঙ্গানুবাদ)—শঙ্করনাথ পণ্ডিত (আর্য্যসমাজ)। ৫৬। শ্রীমদ্ভাগবত-সার—পূর্ণচন্দ্র শর্ম্মা (বসুমতী)। ৫৭। জৈমিনি-ভারত—বঙ্গানুবাদ—চন্দ্রনাথ বসু। ৫৮। দেবী-ভাগবত—(ঐ)কমলকৃষ্ণ স্মৃতিভূষণ ও বীরেশনাথ কাব্যতীর্থ। ৫৯। (১) গোপীগীতা। (২) নিকুঞ্জ-রহস্য-স্তব—নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী। (৩) শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা—রাধিকানাথ গোস্বামী। (৪) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত—প্রবোধানন্দ সরস্বতী। (৫) শঙ্করবিজয়—কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন। (৬) ভক্তিরত্নমালা—অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী। (৭) জয়দেব-চরিত—ঐ। (৮) শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্ক কেন?—নবকুমার দেবশর্ম্মা নিয়োগী। (৯) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী—শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। (১০) স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীম-লিখিত। (১১) The Sages of India—Swami Vivekananda. (৬০) শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল—অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী—(বঙ্গবাসী)। ৬১। জগৎমঙ্গল অর্থাৎ শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য—গদাধর দাস। ৬২। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী—বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। ঐ। ৬৩। বাসুদেব ঘোষের পদাবলী—মৃণালকান্তি ঘোষ—(পরিষৎ)। ৬৪। শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী—জগবন্ধু ভদ্র—ঐ। (৬৫) (১) শিবধ্যান ব্রহ্মচারীর অপূর্ব্ব ভ্রমণ-বৃত্তান্ত—সচ্চিদানন্দ আরণ্য। (২) উপাসনা শিক্ষা—মধুসূদন দাস অধিকারী। (৩) বাসু ঘোষের পদাবলী—মৃণালকান্তি ঘোষ। (৪) রস-মঞ্জরী—নগেন্দ্রনাথ বসু। (৫) শ্রীশ্রীরাধাবল্লভলীলামৃত—মধুসূদন দাস অধিকারী। (৬) প্রেমতত্ত্ব-সমন্বয়—কালীহরদাস বসু ভক্তিসাগর। ৬৬। (১) শ্রীগোবিন্দনামামৃত—মধুসূদন দাস অধিকারী। (২) শ্রীব্রজলীলামৃত—ঐ। (৩) উপাসনা শিক্ষা—ঐ। ৬৭। রাধাগোবিন্দলীলামৃত—(১ম খণ্ড) উপক্রমণিকা, নিশান্তলীলা। ৬৮। (১) ললিত-গোপাললীলামৃত—রামপ্রসন্ন ঘোষ, (২) শ্রীগৌরভাবনামৃত, ঐ। ৬৯। বিদগ্ধ

গোপাললীলামৃত ঐ। ৭০। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্—মধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি। ৭১। শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃত মহাকাব্য—নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী। ৭২। শ্রীকৃষ্ণদাগীতচিন্তামণি, ঐ। ৭৩। শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়—বলাইচাঁদ গোস্বামী। ৭৪। শ্রীশ্রীহরিভক্তিতরঙ্গিণী—বিপিন-বিহারী দেব গোস্বামী। ৭৫। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত—অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী। ৭৬। শ্রীশ্রীভক্তি-রত্নাবলী—বলাইচাঁদ গোস্বামী ও অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী। ৭৭। রাধাতন্ত্রম্—কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন। ৭৮। দশমূলরসং—বিপিনবিহারী গোস্বামী। ৭৯। স্তোত্ররত্নম্। (২) শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্—উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। (৩) শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়, ঐ। (৪) শ্রীপ্রেমসম্পুট—শ্যামলাল গোস্বামী। (৫) দোহাবলী—উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। (৬) মনঃশিক্ষা—জগবন্ধু ভদ্র। (৭) শ্রীশ্রীভজননির্ণয় গ্রন্থ—রাধেশচন্দ্র শেঠ। (৮) শ্রীসাধনসোপান—রামদয়াল ঘোষ। ৮০। পদকল্পতরু—১ম ও ২য় খণ্ড; ৩য় শাখা—শিশিরকুমার ঘোষ। ৮১। ঐ, ৩য় খণ্ড, ৪র্থ শাখা, ঐ। ৮২। ঐ, সূচীপত্র। ৮৩। (১) শ্রীমৎ দাস গোস্বামী—রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী। (২) শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার—রজনীকান্ত শেঠ। (৩) ভক্তের সাধন (ভক্তিবাদ)—মধুসূদন দাস অধিকারী। ৮৪। শ্রীস্বরূপ-দামোদর—রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী। ২। শ্রীআনন্দ-মীমাংসা—ঐ। শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়—অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী। ৪। মুক্ত-মাধব—ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী। ৮৫। শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া—রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী। ৮৬। গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ—ঐ। ৮৭। শ্রীনামব্রহ্মাস্ত-র্ভাবিত শ্রীশ্রীনামমাধুরী—ঐ। ৮৮। শ্রীচরণতুলসী—ঐ। ৮৯। সাধন-কলিকা—ঐ ও বিহারীলাল রায়। ৯০। গোবিন্দদাস-পদাবলী—কালিদাস নাথ। ৯১। রায়শেখর পদাবলী—ঐ। ৯২। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণ-চিহ্ন-পরিচয়—গোপীনাথ দাস। ৯৩। ভজন-তত্ত্বদীপিকা—কালীহর দাস বসু ভক্তিসাগর। ৯৪। প্রেমামৃতসিন্ধু—শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বিরচিত। ৯৫। স্মরণ-দর্পণ—রামচন্দ্র কবিরাজ। ৯৬। শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—রামদয়াল ঘোষ। ৯৭। শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত—ঐ। ৯৮। মধুর মিলন—বিপিনবিহারী গোস্বামী। ৯৯। ভক্তের জয়—৩য় উল্লাস—অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী। ১০০। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতপ্রোক্ত)। শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ—ঐ। ১০১। শ্রীশ্রীপদ্যাবলী—ঐ। ১০২। সাধন-সংগ্রহ (দ্বিতীয় বিভাগ)—ঐ। ১০৩। সাধনামৃত—শ্যামলাল গোস্বামী। ১০৪। শ্রীশ্রীরাস-পঞ্চাধ্যায়—শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০৫। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (১ম ভাগ)—শ্রীম-কথিত। ১০৬। ঐ, (২য় ভাগ) ঐ। ১০৭। (৩য় ভাগ) ঐ। ১০৮। ঐ, (৪র্থ)। ১০৯। ভারতে বিবেকানন্দ স্বামী—সত্যকাম। ১১০। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ; গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—স্বামী সারদানন্দ। ১১১। ঐ, গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—ঐ। ১১২। ঐ, সাধকভাব—ঐ। ১১৩। ঐ (ঠাকুরের দিব্য ভাব ও নরেন্দ্রনাথ)—ঐ। ১১৪। ঐ (পূর্ব্বকথা ও বাল্য-জীবন)—ঐ। ১১৫। স্বামিশিষ্য-সংবাদ—(পূর্ব্বকাণ্ড)—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ১১৬। ঐ (উত্তর কাণ্ড) ঐ। ১১৭। ভক্তি-রহস্য—স্বামী বিবেকানন্দ। ১১৮। পরিব্রাজক—ঐ। ১১৯। চিকাগো

বক্তৃতা—ঐ। ১২০। মদীয় আচার্য্যদেব—ঐ। ১২১। বীর-বাণী। ১২২। ঈশদূত ও যীশু খ্রীষ্ট—স্বামী বিবেকানন্দ। ১২৩। পত্রাবলী (১ম ভাগ)—ঐ। ১২৪। সন্ন্যাসীর গীতি—ঐ। ১২৫। ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। ১২৬। পরিব্রাজকের বক্তৃতা—কৃষ্ণানন্দ স্বামী। ১২৭। পরিব্রাজকের সঙ্গীত—ঐ। ১২৮। গঙ্গামৃত—ঐ। ১২৯। ভক্তি ও উপদেশ—ঐ। ১৩০। প্রবোধ-কৌমুদী—ঐ। ১৩১। তত্ত্ব-বিচার—ঐ। ১৩২। শান্তিপথ ও ধ্যানযোগ—সেবানন্দ স্বামী। ১৩৩। শান্তিপথ—ঐ। ১৩৪। আর্য্যাভিবিনয়ঃ—শঙ্করনাথ পণ্ডিত। ১৩৪। শ্রীমদ্ভগবদগীতা (পদ্যানুবাদ)—মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। ১৩৬। পঞ্চগীতা—প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী। ১৩৭। শ্রীশ্রীচণ্ডী—ভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৩৮। শ্রীসঙ্কল্পকল্পক্রমঃ—রাধিকানাথ গোস্বামী। ১৩৯। রাজতরঙ্গিণী (১-৮ তরঙ্গ), হিতবাদী। ১৪০। ধ্যানমালা—শরচ্চন্দ্র শর্ম্মা। ১৪১। (১) বুদ্ধদেব—সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। (২) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশামৃত—অক্ষয়কুমার সেন। (৪) শ্রীগৌরাঙ্গপূজাপদ্ধতি—শ্যামলাল গোস্বামী। ১৪২। গ্রীক ও হিন্দু—৺প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৪৩। ব্রহ্মসংহিতা ও ভক্তিবাদ—সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য। ১৪৪। প্রেম ও ভক্তিসাধনা—মধুসূদন দাস অধিকারী। ১৪৫। শ্রীমদ্ভাগবতম্—মধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি। ১৪৬। ব্রজা-কানন—৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ১৪৭। জীবনচিত্র—বঙ্কুবিহারী ধর। ১৪৮। ভারত-প্রতিভা—সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৪৯। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বসুমতী। ১৫০। গীতাঞ্জলি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৫১। Gitanjali—Rabindranath Tagore, ১৫২। শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা—উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৫৩। কালিদাসের গ্রন্থাবলী—ঐ। ১৫৪। নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—(১ ৪ ভাগ) ঐ। ১৫৫। মাইকেল মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলী—(কাব্য ও নাটক) ঐ। ১৫৬। হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—ঐ। ১৫৭। ভারত-চন্দ্রের গ্রন্থাবলী—পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৫৮। রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী—উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৫৯। লুপ্তরত্নোদ্ধার বা ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের (টেকচাঁদ ঠাকুর) গ্রন্থাবলী—মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৬০। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ভাগ)—উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৬১। ঐ—৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ঐ। ১৬২। ঐ—৮ম খণ্ড—ঐ। ১৬৩। গিরীশগ্রন্থাবলী—১ম, ২য়, ৩য় ভাগ—ঐ। ১৬৪। ঐ—৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ—ঐ। ১৬৫। ঐ—৭ম, ৮ম, ৯ম—ঐ। ১৬৬। ঐ ১০ম, ১১শ, ১২শ—ঐ। ১৬৭। দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী—সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৬৮। রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী—(১ম ভাগ)—উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৬৯। অতুল গ্রন্থাবলী—অতুলকৃষ্ণ মিত্র—ঐ। ১৭০। ১। শ্রীগৌর উপদেশামৃত শ্রীশ্রীবৈষ্ণবনন্দিনী বা ভক্তিপ্রভা—মধুসূদন দাস অধিকারী, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ খণ্ড—(১৩১১—১৮) ঐ। ১৭১। ঐ ৭ম—১৩১৮—৮ম—১৩২০—ঐ। শ্রীশ্রীরাধারসসুধানিধি—ঐ। ১৭২। ঐ—৯ম ১০ম খণ্ড (১৩২০—২২)—ঐ। ১। শ্রীশ্রীকৃষ্ণামৃত। ২। শ্রীশ্রীরাসলীলা—মধুসূদন দাস অধিকারী। ৩। শ্রীকৃষ্ণবিলাসঃ—ঐ। ১৭৩। ঐ

১১, ১৩২২—১৩শ, ১৩২৫—ঐ। ২। শ্রীউদ্ধবসন্দেশঃ, (২) শ্রীব্রজরীতিচিন্তামণি—ঐ। ১৭৪। ঐ ১৪শ ১৩২৫—১৫শ, ১৩২৭—ঐ। ১৭৫। ঐ ১৬শ ১৩২৭—১৭শ ১৩২৯। ১। বৈদিক বিষ্ণুস্তোত্রম্। ১৭৬। ঐ, ১৮শ ১৩২৯—২০ বর্ষ, ১৩৩২—ঐ। শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র—১৭৭। সঙ্গীত-সোপান (১ম ভাগ); শ্রীযুক্ত নিশীথনাথ কুণ্ডু—১৭৮। অহিংস অসহযোগের কথা।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-উৎসব

১৪ই আষাঢ় ১৩৩৩, ২৯এ জুন ১৯২৬, মঙ্গলবার।

এই দিন প্রাতে কবির গোরস্থানে (লোয়ার সার্কুলার রোড, গবর্ণমেণ্ট সিমেট্রিতে) প্রাতে কতিপয় সাহিত্যিক ও কবির অনুরাগী ভক্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাদুরের নেতৃত্বে কবিবরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া সাহিত্যিকগণ কবিতা পাঠ ও বক্তৃতাদি করেন। প্রথমে শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী-রচিত একটি কবিতা পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর বি এ মহাশয়, শ্রীযুক্ত অরুণকান্ত নাগ, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল, শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-উৎসব

১৪ই আষাঢ় ১৩৩৩, ২৯এ জুন ১৯২৬, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৭টা।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল—সভাপতি।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, যত দিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, তত দিন মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় অমর হইয়া থাকিবেন। সাহিত্য-পরিষৎ যে বৎসর বৎসর এই উৎসবের অনুষ্ঠান

করেন, তাহা বিশেষ আনন্দের বিষয়। মধুসূদন কেবল বাঙ্গালার কবি নহেন—তিনি সমগ্র ভারতের অন্যতম মহাকবি—ভারতমাতার সুসন্তান। তিনি যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বঙ্গভাষা উজ্জ্বল থাকিবে। তাঁহার কীর্ত্তি যাহাতে বিলুপ্ত না হয়, তাহা করা বঙ্গবাসিগণেরই কর্ত্তব্য।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সিতেশরঞ্জন ঘোষ মহাশয় কবির রচিত "জয় উমেশ শঙ্কর" এই গানটি গাহিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কবিবরের নিম্নলিখিত রচনাগুলি আবৃত্তি করিলেন,—

(ক)　"দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব বঙ্গে" ইত্যাদি।

(খ)　"রেখ মা দাসেরে মনে" ইত্যাদি।

(গ)　রাবণের সঙ্গে বীরবাহুর মাতার উক্তি।

(ঘ)　মেঘনাদ বধের শেষ।

(ঙ)　৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের—"আদি কবির সৃষ্টি এবং তাহার আস্তবের পারমাণ"।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী আবৃত্তি করেন। এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কবি-স্তুতি নামক একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র আয়কত এম এ, বি এল মহাশয় কবির কাব্য আলোচনা করিয়া এক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী মহাশয়া কবির শৈশব হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পারিবারিক অবস্থা, শিক্ষা, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ, ব্যারিষ্টার হওয়া, বিবাহ, মাদ্রাজে লুকাইয়া অবস্থান, তথা হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন, কাব্যালোচনা প্রভৃতির বিষয় অবতারণা করিয়া কবির দারিদ্র্য সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিলেন। তৎপরে তিনি কবির স্বদেশের প্রতি, নিজ জন্ম-স্থানের প্রতি ও কপোতাক্ষীর প্রতি আন্তরিক স্নেহের বিষয় উল্লেখ করিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবু ও শ্রীমতী স্বর্ণলতা কবির বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, 'সাগরদাঁড়ীতে' গিয়ে কি কেউ কিছু করিতে পারে না? সেখানে তাঁহার ভ্রাতুষ্পৌত্র আছেন—তিনি কবির জন্মস্থান দেখাইলেন—সেখানে এখন গোয়াল। শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল রায় মহাশয় সেখানে কবির একটি স্মৃতি-ফলক প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আপনারা সকলে সেখানে একটা বার্ষিক মেলা বসাইয়া দিন—এ মেলায় সাহিত্যিকদের আসিতে হইবে না। গেঁয়ো লোকদের ডাকিলেই মেলা জমিয়া যাইবে। যশোহরবাসী যুবকগণ চেষ্টা করিলে এ বিষয় সফল হইতে পারে। সাগরদাঁড়ীটাকে একটা তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিণত করিতে পারিলে কবির স্মৃতিরক্ষা ভালরূপেই হইবে।

শ্রীযুক্ত অরুণকান্ত নাগ মহাশয় অদ্যকার প্রাতঃকালীন প্রার্থনা-সভায় (কবির সমাধি-ক্ষেত্রে) মাত্র ৩৪ জন লোকসমাগম দেখিয়া এবং পরিষদের এই অধিবেশনে ২০০ শত লোকের সমাগম দেখিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, কবির প্রতি আমরা সম্মান, না অসম্মান দেখাইতে আসিয়াছি ? আজ দলে দলে কবির ভক্তগণ ও বাঙ্গালা সাহিত্যসেবকগণ উপস্থিত হইয়া জাতীয় কবির স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাইতে আসিবেন, তাহাই আমরা আশা করি। যাহা হউক, আগামী বর্ষ হইতে যাহাতে বেশী লোকসমাগম হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। তৎপরে তিনি প্রমিলার উক্তি—আমি কি ডরাই—ইত্যাদি আবৃত্তি করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—"আজ কবির বিষয়ে প্রবন্ধ আবৃত্তি প্রভৃতি শুনিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ দেশে বিদেশে খ্যাতিলাভ করিতেছেন, তাহা দেখিয়া যেন আমরা মাইকেলকে না ভুলি। তাঁহার জন্মস্থানে মেলা বসাইবার প্রস্তাব অতি উত্তম। মাইকেলের নামে ক্লাব ও লাইব্রেরী আছে—তাহা অতি সামান্য আকারে আছে, আমরা যদি সাগরদাঁড়ীতে ক্লাব করি, তবে আমরা কর্ত্তব্যপথে অনেকটা অগ্রসর হইব। বিলাতে Shakespeare, Burns প্রভৃতির সম্বন্ধে কি না করিয়াছেন। সেখানে প্রতি বৎসর pilgramage হয়—কত লোক সেখানে সমবেত হইয়া জাতীয় কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি এচ্ ডি মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, আমরা ক্রমশঃ hero-worship করিতে শিখিতেছি। তবে ততটা স্ফুটভাবে hero-worship হয় না। যাহা হউক, আজকাল আমাদের মতিগতি ফিরিয়াছে বলিয়া মনে করি এবং আশা করি, ভবিষ্যতে আমরা আমাদের জাতীয় কর্ম্মিগণকে উপযুক্ত ভাবে পূজা করিতে পারিব।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী
সভাপতি।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন

২৬এ আষাঢ় ১৩৩৩, ১১ই জুলাই ১৯২৬, রবিবার, সন্ধ্যা ৭টা।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"বেতারের আবিষ্কার" (Discovery of Wireless) বিষয়ে বক্তৃতা।
বক্তা—শ্রীযুক্ত ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র ডি এস্ সি।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের সমর্থনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র ডি এস সি মহাশয় বেতারের আবিষ্কারের ইতিহাস ধারাবাহিক ভাবে বলিলেন। তৎপরে ম্যাজিক্ ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে বেতার সম্বন্ধীয় চিত্র প্রদর্শন করিলেন এবং সায়ান্স কলেজে গীত গান বেতারের সাহায্যে শ্রোতৃমণ্ডলীকে শুনাইলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—এরূপ বক্তৃতা আমরা বহু দিন শুনি নাই। বিজ্ঞান বিষয়ে এমন সরল বক্তৃতা আগে শুনিবার অবসর হয় নাই। এই বক্তৃতা পারিভাষিক শব্দবহুল। বক্তা মহাশয় মনীষিগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া শব্দ সংগ্রহ করিলে যশস্বী হইবেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার	শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

দ্বাত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১৬ই শ্রাবণ ১৩৩৩, ১লা আগষ্ট ১৯২৬, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬॥০ টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। চিত্র-প্রতিষ্ঠা— শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়-প্রদত্ত [ক] অদ্বৈতচরণ আঢ্য মহাশয়ের তৈলচিত্র, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এ মহাশয়-প্রদত্ত [খ] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের তৈলচিত্র,

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত [গ] নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থে প্রস্তুত [ঘ] কবিগুণাকর রায় নবীনচন্দ্র দাস বহাদুরের এবং [ঙ] কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের চিত্র। ৩। দ্বাত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ। ৪। ত্রয়স্ত্রিংশ বার্ষিক আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন। ৫। সহায়ক ও সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। ৬। ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যনির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন। ৭। ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ৮। কতকগুলি নিয়ম পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ৯। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ১০। বিবিধ।

যথাসময়ে সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণের মধ্যে কতকগুলি পঠিত এবং অবশিষ্টগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপিত হইল।

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পাঁচ বৎসরের জন্য সহায়ক-সদস্যরূপে পুনর্নির্ব্বাচিত হইলেন,—

(ক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী (কলিকাতা)
(খ) মৌলভী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ (চট্টগ্রাম)
(গ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ (ভট্টপল্লী)
(ঘ) শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ (কলিকাতা)
(ঙ) ,, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্দ্ধমান)
(চ) ,, নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (কোচবিহার)
(ছ) ,, অন্নদাকুমার তন্ত্ররত্ন (লালগোলা)

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পাঁচ বৎসরের জন্য নূতন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

(ক) শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)
(খ) ,, যতীন্দ্রনাথ মল্লিক (ঐ)
(গ) ,, সতীশচন্দ্র রায় (ঐ)

'ক'—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

এই সময়ে পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত হইলেন এবং সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

৪। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের চিত্রগুলি প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাঁহাদের বিষয়ে সংক্ষেপে পরিচয় প্রদান করিলেন এবং চিত্রপ্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ দিলেন।

(ক) অদ্বৈতচরণ আঢ্য (তৈলচিত্র)। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

(খ) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (তৈলচিত্র)। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এ।

(গ) নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ব্রোমাইড)। প্রদাতা—কবির পুত্র শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়।

(ঘ) কবিগুণাকর রায় নবীনচন্দ্র দাস বাহাদুর (ব্রোমাইড)। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থে প্রস্তুত।

(ঙ) কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত (ব্রোমাইড)। উক্ত ভাণ্ডার হইতে প্রস্তুত।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের এক নূতন রঙ্গীন ব্রোমাইড চিত্র প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে, এই চিত্রখানি চন্দননগরের 'রতন লজে'র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় দান করিয়াছেন। তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৫। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ত্রয়স্ত্রিংশ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন এবং সদস্যগণের প্রশ্নের উত্তরে গ্রন্থাগার, আয়ব্যয় প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, এই কার্য্যবিবরণ গৃহীত হউক। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধানবিশারদ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন এম এ মহাশয় বলিলেন যে, এই কার্য্য-বিবরণ বদ্ হইয়াছে, যেহেতু সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর ইহা হইতে পাওয়া যায় না।

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, কার্য্যবিবরণ পাঠকালে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, সেগুলির উত্তর দেওয়া হইয়াছে। তদ্ব্যতীত সদস্যগণের নিকট যে মুদ্রিত হিসাব পাঠান হইয়াছে, তাহা একটু মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে হিসাব সম্পর্কে এত প্রশ্নোত্তরের আবশ্যক হইত না। যাহা হউক, কি ভাবে ভবিষ্যতে কার্য্য-বিবরণ প্রস্তুত হইবে, তাহা শ্রীযুক্ত বিনয় বাবু জানাইলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে তাহা বিবেচনার্থ উপস্থিত করা যাইতে পারে।

শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ্ ডি মহাশয় বলিলেন যে, এই কার্য্য-বিবরণটি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। গত বৎসরে সদস্য-সংগ্রহ ও অর্থ-সংগ্রহের যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ, সদস্য-সংখ্যা যাহা দেখা গেল, তাহাতে হতাশ হইবার কারণ নাই। অর্থ সংগ্রহ আরও হওয়া উচিত। ২৫০০৲ টাকা এখনই তুলিতে হইবে, তাহা না হইলে মন্দির মেরামত হইবে না। মন্দিরের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলিয়াই আজ এই রমেশ-ভবনে পরিষদের এই অধিবেশন হইতেছে। সকল সদস্য চাঁদা দেন না, তাহা বিশেষ দুঃখের বিষয়। সকলেই যদি রীতিমত চাঁদা দিতেন, তাহা হইলে ৬৬০০৲ টাকার পরিবর্ত্তে ১৫৬০০৲ টাকা চাঁদা উঠিত। সদস্যগণ ইহাকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান মনে করিলে ও সেই ভাবে

সহানুভূতি প্রকাশ করিলে অনেক কাজ এই পরিষদের দ্বারা হইতে পারে। কার্য্য-পরিচালনের সামান্ত ত্রুটি দেখিলে চলিবে না—ত্রুটি সকলেরই ও সকল অনুষ্ঠানেরই হয়। মার্জ্জনার চক্ষে না দেখিলে কোন কাজই সম্ভব হয় না। আর একটি কাজ করিতে হইবে। পরিষদের কার্য্যাবলীর প্রচার ভালরূপ হয় না। এ বিষয়ে দেশের সংবাদপত্র-পরিচালক ও সম্পাদক মহাশয়গণের সহিত পরামর্শ করিলে পরিষদের কার্য্যের ও উদ্দেশ্যের বহুল প্রচার হইতে পারে। চাঁদা যাহাতে রীতিমত উঠে, তাহার জন্ত লোক নিযুক্ত করা উচিত। পরিষদের মৌলভী-সদস্ত এখনও কেহ হন নাই, ইহা বিশেষ দুঃখের বিষয়। বাঙ্গালী মুসলমানগণের মাতৃভাষা বাঙ্গলা ভাষা—তাহারই আলোচনার প্রধান স্থল এই পরিষৎ। বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতৃগণ কেন পরিষদে যোগদান করেন না, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এই বলিয়া কার্য্য-বিবরণ গ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন এবং গত বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণকে বিশেষভাবে ধন্তবাদ দিলেন।

ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধানবিশারদ মহাশয় বলিলেন যে, মৌলভী-সদস্ত সংক্রান্ত নিয়মাবলী পরিবর্ত্তিত হইয়া যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আজকাল মৌলভী-সদস্ত বেশী হওয়া উচিত। তিনি আশা করেন যে, আজকালকার শিক্ষিত মুসলমানগণ অগ্রণী হইয়া এই শ্রেণীর সদস্ত সংগ্রহ করিয়া দিবেন এবং তাঁহারাও পরিষদের সদস্ত হইবেন। বাঙ্গালার মুসলমানগণ তাঁহাদের মাতৃভাষা যে বাঙ্গালা ভাষা, আর তাহারই আলোচনা ও শ্রীবৃদ্ধি করা যে তাঁহাদের অবশ্ত কর্ত্তব্য, তাহা তাঁহারা বহু দেরীতে বুঝিতে পারিয়াছেন। এই জন্তই এতদিন বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতৃগণ এ বিষয়ে এত উদাসীন ছিলেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, এই কার্য্য-বিবরণের জন্ত আমি কতক দায়ী; যেহেতু ইহার পরিদর্শন-সমিতির আমি অন্ততম সভ্য ছিলাম। কেহ বলিয়াছেন যে, এই রিপোর্ট 'বদ্' হইয়াছে। তিনি বোধ হয়, ইংরাজি badএর অপভ্রংশ করিয়া বদ বলিয়াছেন। বাস্তবিক এই রিপোর্ট বদ নহে। তিনি দুইটা দোষ ধরিয়াছেন, ১ম—পরিষদের অন্তর্গত বিশিষ্ট লাইব্রেরীর, যথা সত্যেন্দ্র লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা কার্য্য-বিবরণে দেওয়া হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে এই লাইব্রেরীর গ্রন্থসংখ্যায় কোন তারতম্য হয় নাই; উহা অনেক দিন পূর্ব্বেই আসিয়াছিল—তখনকার রিপোর্টে তাহার উল্লেখ আছে। নূতন বিশিষ্ট লাইব্রেরী বা পরিষদের সাধারণ পুস্তকালয়ের পুস্তকসংখ্যা যাহা আলোচ্য বর্ষে বাড়িয়াছে, তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহা হউক, তাঁহাকে উক্ত লাইব্রেরীর পুস্তক-সংখ্যা জানান হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ আয়ব্যয় লইয়া কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়াছেন। পরিষৎ নিয়মমত সকল সদস্তের কাছে আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠাইয়াছেন। আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য এই যে, যে সকল কাগজ-পত্র আমাদের কাছে যায়, তাহা না পড়িয়া আমরা সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া নানা রকম প্রশ্ন উত্থাপন করি। যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে দেনা পাওনার বিষয় বিশদভাবে দেখান হইয়াছে। তাহা ভাল করিয়া পড়িলে এত প্রশ্ন ও

উত্তরের আবশ্যক হয় না—যদিও সদস্যগণের প্রশ্ন করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। সে যাহা হউক, আমার নিবেদন এই যে, যে সকল অনাদায়ী চাঁদা (প্রায় ১৫০০০৲ টাকার উপর) সদস্যগণের নিকট পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা দেন না কেন? তাঁহাদের কি এ বিষয়ে কোন কর্ত্তব্য নাই? অধিকাংশ সদস্যই অর্দ্ধেকের বেশী চাঁদা দেন না। এ অবস্থায় পরিষদের কর্ম্মকর্ত্তৃগণ কি করিয়া পরিষৎ চালাইবেন? অথচ কিছু ত্রুটি হইলেই নানা দিক্ হইতে তাঁহাদিগকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়। টানাটানি করিয়া চালাইতে হইলে ত্রুটি-বিচ্যুতি ত অবশ্যম্ভাবী। এই যে পরিষদের বাড়ীতে ফাট ধরিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে মেরামত করিয়া মন্দিরটি নিরাপৎ করিতে হইলে অন্ততঃ পক্ষে ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা আবশ্যক। এই টাকার জন্য সকল সদস্যের কাছে আমি বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা সকলে মিলিয়া এই টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়া পরিষদ্ মন্দির রক্ষা করুন। সদস্যগণের নিকট ১৫০০০৲ টাকা পড়িয়া রহিয়াছে; তাহা সংগৃহীত হইলে বাড়ী মেরামত হইয়াও কিছু টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। কত চেষ্টা, কত উদ্যমে ৩২ বৎসর আগে পরিষদের সেবকেরা পরিষদের বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য কত স্থানে ঘুরিয়াছিলেন। পরিষৎ যে দিন নূতন গৃহে প্রবেশ করে, সে দিন সেই সেবকদের অন্যতম রামেন্দ্র বাবুর কি উল্লাস! আর আজ পরিষদ্ মন্দিরের এই অবস্থা; স্বর্গ হইতে রামেন্দ্র বাবু এই দৃশ্য দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিবেন না। যদি এক হাজার সদস্য এক বৎসরের চাঁদা মন্দির সংস্কারে দান করেন, তবে ৬০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইতে পারে। আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া সেই চেষ্টা করি। বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া খুটিনাটি প্রশ্ন করিয়া সময়ের ও সামর্থ্যের অপব্যবহার না করিয়া সদস্যগণের বাকী টাকা আদায় করি এবং মন্দির মেরামতের জন্য ১০০০০৲ সংগ্রহ করি। এইরূপে আমাদের নিজস্বতা প্রতিপন্ন করি—পরিষৎকে নির্দ্দায় করি এবং ভগ্নোন্মুখ পরিষদ্ মন্দিরটি রক্ষা করি।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবার একটি উপায়ের বিষয়ে অনেকের সহিত আলোচনা করিয়া তিনি জানিয়াছেন যে, কলিকাতার বিভিন্ন থিয়েটারগুলি যদি পরিষদের জন্য এক এক দিন সাহায্য-রজনীর ব্যবস্থা করেন, তবে বিশেষ ফললাভ করিতে পারা যাইবে। পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ বিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চের অধিকারিগণের সহিত আলোচনা করিয়া এই সাহায্য-রজনীর আয়োজন করিতে পারেন। তিনি জানেন যে, অনেকেরই এ বিষয়ে সহানুভূতি আছে।

শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন এম এ মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, পরিষদের সদস্যগণের নিকট বার্ষিক প্রায় ৭০৫০৲ চাঁদা আদায় হয় না। ইহাতে বোঝা যায় যে, পরিষৎ দিন দিন সাধারণের সহানুভূতি হারাইতেছে ও less representative হইতেছে এবং তাঁহার বোধ হয়, পরিষদের কার্য্যপ্রণালীর কোথাও দোষ রহিয়াছে।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের ব্যয় কমাইতে

পারা যাইবে না। কমাইতে হইলে অনেক বিভাগ তুলিয়া দিতে হইবে, তাহা নিয়মাবলী অনুসারে সম্প্রতি সম্ভব নয়। পরিষৎকে ৩৮০০৲ টাকার বই প্রকাশ করিতেই হইবে ও কটমট পরিষৎ-পত্রিকাও প্রকাশ করিতে হইবে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—"পরিষদের ২১০০ সদস্য যদি রীতিমত চাঁদা দেন, তাহা হইলে পরিষদের কোন ঋণই থাকে না, বছর বছর খরচ বাদে কিছু কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা দিয়া সাবেক দেনা শোধ ও কিছু কিছু নূতন কাজ করা যাইতে পারে। কিন্তু সকলেই শুনিলেন যে, তাহা হয় না, প্রায় অর্দ্ধেক সদস্য চাঁদা দেন না। অথচ যত দিন পর্য্যন্ত আমরা তাঁহাদের নাম সদস্য-তালিকা হইতে বাদ না দিতে পারি, তত দিন আমাদিগকে তাঁহাদের জন্য সমান খরচ করিতে হইবে—পত্রিকা পাঠাইতে হইবে, অধিবেশনগুলির পত্র পাঠাইতে হইবে, ইত্যাদি। যাহা হউক, আমরা সম্প্রতি ৩৫০ ৪০০ সদস্যের নাম বাদ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। বহু দিন হইতেই আপনারা সাহিত্য-পরিষদের ঋণের কথা শুনিয়া আসিতেছেন। এই কার্য্যবিবরণীতে দেখিলেন যে,আমরা টাকা তুলিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছি। অনেক স্থলে চেষ্টা করিয়া ফল পাওয়া গিয়াছে, কোথাও বা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি। পরিষদের এই অবস্থা—মন্দিরের এই শঙ্কাজনক অবস্থা,—রমেশ-ভবনের অসমাপ্ত কাজ—এই সমস্ত দেখাইবার জন্য বঙ্গেশ্বর লর্ড লিটন বাহাদুরকে পরিষদে আনা হইল। তিনি সব দেখিয়া শুনিয়া গিয়াছেন। মন্দির মেরামত ও 'রমেশ-ভবন' সম্পূর্ণ করিবার জন্য বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা হইল। উত্তরে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে, সম্প্রতি কিছু প্রত্যাশা নাই। যাহা হউক, এ বিষয়ে আবার চেষ্টা চলিতেছে। এখন আপনাদের সকলকে অনুরোধ করিতেছি যে, আপনারা পরিষদের স্থায়ী ভাণ্ডারটি পূর্ণ করিয়া দিন ও পরিষদ্ মন্দির সংস্কার করিয়া দিন। পরিষদের বর্ত্তমান আয়ে দৈনন্দিন ব্যয় নির্ব্বাহ করাই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়াছে। গত বৎসর বাজার দেনার পাওনাদারদের দিবার জন্য পরিষদের কয়জন সদস্যের নিকট হইতে ১৭২২৲ হাওলাত লইতে হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, সে টাকা এখনও শোধ দিতে পারা যায় নাই। তাহার উপর পরিষদ্ মন্দিরের ভগ্নাবস্থা লক্ষ্য করিয়া করপোরেশন নোটিশ দিয়াছেন যে, সত্বরে ভগ্ন স্থান মেরামত করা হউক, নতুবা তাঁহারা আসিয়া ভাঙ্গিয়া দিবেন। ইহা ছাড়া রমেশ-ভবন অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল—এখনও ইহার সমস্ত কাজ শেষ হয় নাই। ৺মনোমোহন বাবু ইহার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। এ রকম কর্ম্মী কম মিলে। এত দুঃখেও রমেশ-ভবনের এখন একমাত্র সহায় শ্রীযুক্ত জে এন গুপ্ত মহাশয়। তিনি ইহার জন্য এখন বেশী খাটিতেছেন। দু' চারিজন ব্যক্তির চেষ্টায় এ সমস্ত কাজ হয় না। সকলের সমবেত চেষ্টা দরকার। আপনারা স্বতঃ পরতঃ অনবরত চেষ্টা করিয়া পরিষদের কাজগুলি সম্পূর্ণ করিয়া দিন।"

অতঃপর দ্বাত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

৬। ত্রয়স্ত্রিংশ বার্ষিক কর্ম্মাধ্যক্ষগণ নির্ব্বাচিত হইলেন,—

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী

সহকারী সভাপতিগণ—

(কলিকাতার পক্ষে)

১। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর,　২। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত,
৩। শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী,　৪। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

(মফঃস্বলের পক্ষে)

৫। মহারাজ রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর,　৬। মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর,　৭। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন,　৮। শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু
সমর্থক—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম

সহকারী সম্পাদকগণ—১। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত,　২। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত,　৩। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম,　৪। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য,　৫। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ।　৬। শ্রীযুক্ত রমেশ বসু।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধানবিশারদ
সমর্থক—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দী

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত ডাঃ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
সমর্থক—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়
সমর্থক—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন গুপ্ত

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত অজিতচন্দ্র ঘোষ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
সমর্থক—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কিরণকুমার রায় চৌধুরী

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সমর্থক—শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য

ছাত্রাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিত্তারত্ন এবং

সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত রায় সাহেব মন্মথনাথ গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়,

সমর্থক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু

৭। তৎপরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নলিখিত সদস্যগণ ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

সাধারণ-সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত

১। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৩। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ৫। শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৭। শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী, ৮। শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, ৯। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিত্তারত্ন, ১০। শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ, ১১। শ্রীযুক্ত লেপ্‌টানেণ্ট নলিনীমোহন রায় চৌধুরী, ১২। শ্রীযুক্ত ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধান বিশারদ, ১৩। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, ১৪। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, ১৫। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৬। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, ১৭। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার, ১৮। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, ১৯। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়, ২০। শ্রীযুক্ত ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

শাখা-পরিষৎসমূহ হইতে নির্ব্বাচিত

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী (রঙ্গপুর), ২। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় (গৌহাটী), ৩। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া), ৪। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় (নদীয়া), ৫। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী (চট্টগ্রাম), শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি (ত্রিপুরা)।

৮। নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের বিষয়ে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবের আলোচনা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে স্থির হইল যে, এই বিষয় আগামী মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত করা হইবে।

৯। উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। খ—পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ, পি এচ ডি মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার — সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী — সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণকুমার রায় চৌধুরী বিএ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত অরুণকান্ত নাগ, জমিদার, বারদি, ঢাকা; প্র—ঐ, সম—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই, সদ—২। শ্রীযুক্ত নীতীন্দ্রনাথ রায়, ২।৩ রাখীশঙ্করী লেন, ভবানীপুর। ৩। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ দত্ত, ১৭ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। প্র—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সম—ঐ, সদস্য ৪।—শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ঘোষ, ১৫ রামধন মিত্র লেন, শ্যামপুকুর। প্র—শ্রীযুক্ত নীরদবরণ চক্রবর্ত্তী ভট্টাচার্য্য, সম—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ৫। সদস্য—শ্রীযুক্ত কালীপদ চক্রবর্ত্তী, ৭৮ অয়রুদ্দীন মিস্ত্রি লেন, চেৎলা পোঃ অঃ, আলীপুর। প্র—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সম—ঐ, সদস্য—৬। শ্রীযুক্ত ডাঃ হেমেন্দ্রনারায়ণ রায় এম বি, ১৯।৪ মদন মিত্র লেন। ৭। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বসু, ৮৯ ল্যান্সডাউন রোড, ৮। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কর এম এ, বি ই, ২৮ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট। প্র—এন রাজা গোপালকৃষ্ণ রাও। সম—ঐ, সদস্য—৯। শ্রীমতী ডাঃ এচ্ সারদাম্মা, নং ১ পঞ্চম রোড্, চামারাজ পট, বাঙ্গালোর সিটি। প্র—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সম—ঐ, সদস্য—১০। শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ মজুমদার, ১৭ নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার। ১১। শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী আঢ্য, ১৭।৩ গোবিন্দ ধরের লেন, আমড়াতলা গলি। প্র—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, বি এল, সম—ঐ, সদস্য ১২।—শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ এম এ, ব্যারিষ্টার, ২৫ হরিশ মুখার্জি রোড।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার, উপহৃত পুস্তক—(১) স্বপন-পসারী; শ্রীযুক্ত ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—(২) অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—(৩) শ্রীশ্রীগুরুমুখামৃত (৪র্থ সং); শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা—(৪) জয়মঙ্গলা নাম সাংখ্যসপ্ততিটীকা শঙ্করাচার্য্যবিরচিতা (এইচ শর্ম্মা); শ্রীযুক্ত সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক—(৫) তীর্থযাত্রা-তত্ত্বম্, (৬) পবনদূতম্, (৭) প্রভাকরবিজয়ঃ, (৮) নলদময়ন্তীয়ম্; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(৯) দেশবন্ধু-স্মৃতি; শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ—

(১০) মেয়ে মন্ট্রীর মিটিং প্রহসন ; শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র আইকত এম এ—(১১) On the Poetry of Mathew Arnold, Robert Browning and Rabindranath Tagore, (১২) Prosody and Rhetoric ; The Secretary, Smithsonian Institution—(১৩) Fossil Footprints from the Grand Canyon, (১৪) The Morphology of Insect Sense Organs and the Sensory Nervous System ; The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot,—(১৫) Council Proceedings—Official Report, Bengal Legislative Council, Twentyfirst Session, 19 6. The Registrar, Calcutta University—(১৬) Burhut Inscriptions ; The Director of Archaeology, H. E. H. the Nizam's Govt. Hyderabad, Deccan —(১৭) Report of the Archaeological Department of His Exalted Highness the Nizams' Dominions. 1331—33F, 1921—24 A. D., (১৮) Kotagiri Plates of the Reign of the Kakatiya Queen Rudramamba, A. D 1273 [Hyderabad Archaeological Series No 6.], (১৯) Bodhan Stone Inscription of the Reign of Trailokyamalla (Someswara I) [Hydarabad Archaeological Series, No. 7] ; The Manager, Govt. of India, Central Publication Branch—(২০) Records of the Geological Survey of India, Vol. LIX. Pt I, 1926, (২১) Memoirs of the Geological Survey of India, Vol. XLVI. Part 2, 1926, (২২) Memoirs of the Archaeological Survey of India No. 26. [Two Statues of Pallava Kings and Five Pallava Inscriptions in a Rock-Temple of Mahabalipuram], (২৩) Do. No. 22 [Historical Memoir on the Qutb, Delhi], (২৪) Records of the Geological Survey of India, Vol. LVIII, Part 4, 1926 ; The Surveyor General of India—(২৫) Map Publication and Office Work Report of the Survey of India, 1924—25 ; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—(২৬) The Universal Religion of Sri Chaitanya ; শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ (২৭) The Bauls of Bengal, (২৮) Tendencis in Bengali Literature.

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

৯ই আশ্বিন ১৩৩৩, ২৬এ সেপ্টেম্বর ১৯২৬, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ পাঠ, (ক) শ্রীযুক্ত ভববিভূতি ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ এম এ মহাশয়-লিখিত "ভাটপাড়ার কবি ৺আনন্দচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের জীবনী ও কাব্যালোচনা" এবং (খ) ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্ মহাশয়-লিখিত "খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা" নামক প্রবন্ধ, ৫। পূর্ব্ববিজ্ঞাপিত কতকগুলি নিয়ম পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব, ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন), এফ আর এস ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাহাদের উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। (ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভববিভূতি ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ এম এ মহাশয় তাঁহার "ভাটপাড়ার কবি ৺আনন্দচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের জীবনী ও কাব্যালোচনা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ পাঠের পূর্ব্বে তিনি জানাইলেন যে, ৺আনন্দচন্দ্র শিরোমণি তাঁহার পিতামহ ছিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং ৺আনন্দচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, বড়ই পরিতাপের বিষয়, এ পর্য্যন্ত তাঁহার সমগ্র পাঁচালীর উদ্ধার হয় নাই। উহা উদ্ধার হইয়া প্রকাশিত হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি হইবে। তিনি আরও বলিলেন যে, কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পাঁচালী তিনি আগে শোনেন নাই। এবং বক্তা মহাশয় যেরূপ সহানুভূতির সঙ্গে তাহা পাঠ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিশেষ উপভোগ্য। পাঁচালীলেখক মহাশয় নিশ্চয় পাঁচালী গাহিতে পারিতেন। যদি কেহ এ সকল পাঁচালী

গাহিয়া শুনাইতেন, তবে শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইয়া শুনিতেন। ভাবের গৌরবে প্রবন্ধটি উজ্জ্বল হইয়াছে। পাঁচালী শব্দের অর্থ ও উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে, পঞ্চ+আলি=পাঁচালী, যাহা পঞ্চ সম্বন্ধীয়, তাহাই পাঁচালী। ঠাকুরালি, ঘটকালি, ভাবকালি প্রভৃতি শব্দগুলি ঐ প্রণালীতে হইয়াছে বোধ হয়। বোধ হয়, বারয়ারি=বার+আরি=বার+আলি—এই ভাবে হইয়াছে।

তৎপরে বক্তা মহাশয় বলিলেন যে, পাঁচালী-লেখক মহাশয় শ্রীকৃষ্ণলীলার মধুরতা সম্বন্ধে অতি নির্ম্মল ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত-সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া এবং তাঁহার সমস্ত আবেষ্টনী সংস্কৃতময় থাকা সত্বেও যে নির্ম্মল বাঙ্গালা ভাষায় কৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ পাঁচালীতে রচনা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ আশ্চর্য্যজনক। এই বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া প্রবন্ধলেখক মহাশয় যেন কিছু সংকোচ-ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা না হওয়াই উচিত। এই বলিয়া বক্তা মহাশয় কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় বলিলেন যে, তিনি আনন্দচন্দ্র-প্রসঙ্গ শুনিবার জন্য ভাটপাড়া হইতে এখানে আসিয়াছেন। যাহাতে সমগ্র পাঁচালী সংগৃহীত হয়, তাহার যথেষ্ট চেষ্টা করা উচিত। শ্রীমান্ ভববিভূতির উপর এই কার্য্যের ভার অর্পিত হইলেই ভাল হয়।

শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্ মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্রের পাঁচালী শুনিয়া দাশু রায়ের পাঁচালীর কথা মনে পড়ে। একই সময় দেশে দুইজন বড় পাঁচালীরচয়িতা কবির আবির্ভাব হইয়াছিল—ইহা দেশের পক্ষে আনন্দের সংবাদ। তাঁহার পাঁচালী সংগ্রহ করা উচিত। পাঁচালী শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে, তিনি এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রবাবুর সহিত একমত।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, পাঁচালীগুলি সংগ্রহ করিয়া একদিন পরিষদের বৈঠকে তাহা গান করাইবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রবাবু তাহা গান করিয়া শুনাইলে সকলে বিশেষ প্রীত হইবেন। পাঁচালী উদ্ধার করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

(খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্ মহাশয় তাঁহার "খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ বি এ মহাশয় বলিলেন যে, গ্রাম্য প্রবাদমালা হইতে পুরাতন শব্দ সংগ্রহ হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু বলিলেন যে, অত্রকার প্রবন্ধে প্রবাদ সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয় নাই। প্রবাদের মধ্যে অনেক শব্দ পাওয়া যাইতে পারে বোধ হয়।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ মহাশয় বলিলেন যে, পূর্ব্ববঙ্গে অনেক প্রাচীন বুলিতে অনেক পুরাতন শব্দ পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু বলিলেন যে, প্রাচীন বাঙ্গালার মাল-মসলা সংগ্রহ করা কঠিন ব্যাপার। খৃঃ ১৫শ শতকের পূর্ব্বে খাঁটি বাঙ্গালার শব্দ অপ্রাপ্য—পরবর্ত্তী কালের অনেক কথা পাওয়া যায়। কৃষ্ণকীর্ত্তনে ১৪শ শতকের বাঙ্গালার নমুনা পাওয়া যায়। তার পূর্ব্বে অমরকোষ, চর্য্যাপদ, প্রাচীন তাম্রশাসন, শিলালিপি প্রভৃতিতে পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল এম এ, বি এল মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, শূন্য-পুরাণের কথাগুলি কত দিনের?

শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু বলিলেন যে, এই পুস্তক ২৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী নয় বলিয়া আমার মনে হয়।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ মহাশয় বলিলেন যে, শেখ শুভোদয়া গ্রন্থে বহু পুরাতন বাঙ্গালার নিদর্শন আছে। হলায়ুধ মিশ্র ১২২৪ সালে যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, তাহা তিনি এক্ষণে আলোচনা করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু বলিলেন যে, তিনি শেখ শুভোদয়া দেখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মণি. বাবু ও শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ মহাশয় এই গ্রন্থ সম্পাদন করিতেছেন। শ্রীযুক্ত মণিবাবু এই গ্রন্থের কতক অংশ কায়স্থ-পত্রিকায় বাহির করিয়াছিলেন। ৩০ বৎসর আগে ৺উমেশ-চন্দ্র বটব্যাল মহাশয় পাণ্ডুয়ার দরগাতে এই পুথি দেখেন,—কেহ তখন তাহা ছুঁইতে পাইত না। তিনি উহার নকল করাইয়া লন। গ্রন্থে তারিখ যাহা আছে, তাহাতে খৃঃ ১২শ শতক লেখা আছে। কিন্তু গ্রন্থে পরের সময়ের কথাই আছে।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ বি এ মহাশয় বলিলেন যে, Archæological Survey Reportএ বৈদ্যনাথ সম্বন্ধে যাহা আলোচনা আছে, তাহাতে অনেক পুরাণ বাঙ্গালার কথা আছে। পাথরে মহারাজ মহীপাল সম্বন্ধে যে লিপি আছে, তাহাতেও অনেক বাঙ্গালা কথা আছে। বাগেরহাটের নিকটে কাড়াপার (টাকী জমিদারের একটা অংশ) কুর্শীনামায় অনেক কথা পাওয়া যায়। আটখানা মোটা মোটা খাতায় তাহার নকল আছে।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আজ আলোচনায় অনেক সংবাদ জানিতে পারা গেল। এরূপ আলোচনার দ্বারা আদিম বাঙ্গালা শব্দের উদ্ধারের বিশেষ সহায়তা হইবে, আশা করা যায়। ঢাকার মালখানগরে ইষ্টকের যে লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাও অতি প্রাচীন। প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে তিনি বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন।

৫। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, আজ রাত্রি অধিক হইয়াছে, আজ নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন প্রস্তাবের আলোচনা স্থগিত রাখা হউক।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিলেন যে, গত বার্ষিক অধিবেশনের আদেশমত আজ এই আলোচনা করিতে আমরা বাধ্য।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, অনেকে চলিয়া গিয়াছেন। এ আলোচনা আগে হওয়া উচিত ছিল।

ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধানবিশারদ মহাশয় বলিলেন যে, একটী বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিয়া এই বিষয়ের আলোচনা হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় বলিলেন, কল্য আলোচনা চালান হউক।

এই সময় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বি এ মহাশয় বলিলেন যে, South African Deputationএর সভ্যগণকে পরিষদে অভ্যর্থনা করা হউক।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহাদের সময়ের নিতান্ত অভাব।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাদিগকে পরিষদে আনিবার চেষ্টা করিবেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধনের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

(ক) ৯ম নিয়ম—যাঁহারা পরিষদের স্থায়ী ধনভাণ্ডারের জন্য এককালে অন্যূন ২৫০৲ টাকা পরিষৎকে দান করিবেন, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাহা গ্রহণ করিলে, তাঁহারা পরিষদের আজীবন-সদস্য গণ্য হইবেন।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন। এবং বলিলেন যে, এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কাগজ-পত্র উপস্থিত করা হউক। আরও বলিলেন যে, ৫০০৲ টাকার কম হইলে পরিষদের মর্য্যাদা হানি হইবে। এই প্রস্তাব কেহ সমর্থন করিলেন না।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ বি এ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, ২৫০৲ স্থলে ১২৫৲ টাকা লইয়া আজীবন-সদস্য নির্ব্বাচন করা হউক।

কেহ এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন না।

সভাপতি মহাশয় মূল প্রস্তাব সম্বন্ধে ভোট লইলেন। ১০ জন পক্ষে, এবং ১জন বিপক্ষে ভোট দিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সম্পাদক মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে প্রস্তাব করিলেন যে,—

(খ) ১৬শ নিয়মের "সাধারণ-সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইবেন" এই কথার পরবর্ত্তী অংশ উঠাইয়া দেওয়া হইবে।

১৬শ নিয়মের পর নূতন নিয়ম হইবে,—

"১৬ (ক) যে সদস্য অন্যূন ছয় মাসকাল সদস্যশ্রেণীভুক্ত না আছেন এবং অন্ততঃ ছয় মাসকাল চাঁদা না দিয়াছেন, তিনি কোন নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন না।"

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল। সম্পাদক মহাশয় প্রস্তাব করিলেন,—

(গ) ২৭শ নিয়মের পরিবর্ত্তে এই নিয়ম বসিবে,—

"২৭। ১লা চৈত্র তারিখে যে সদস্যের চাঁদা ৬ মাস বাকী পড়া দৃষ্ট হইবে, তিনি

পরবর্তী বৎসরের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থী হইতে পারিবেন না; কিংবা কোন কর্ম্মাধ্যক্ষ-পদে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না।"

"২৭ (ক)। ১লা চৈত্র তারিখে যে সদস্যের চাঁদা নয় মাস বাকী পড়া পূর্ণ হইবে, তিনি পরবর্ত্তী বৎসরের কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যনিয়োগ সম্বন্ধে ভোট দিতে পারিবেন না।"

"২৭ (খ)। ১৬ (ক) ও ২৭ (ক) নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সম্পাদক ১৫ই চৈত্রের মধ্যে ভোটারের তালিকা প্রস্তুত করিয়া বোর্ডে বার্ষিক অধিবেশন সমাপ্তি পর্য্যন্ত টাঙ্গাইয়া রাখিবেন। যে কোন সদস্য এই ভোটারের তালিকার নকল লইতে পারিবেন।

৩০এ চৈত্র পর্য্যন্ত ঐ তালিকায় কোন ভ্রম-প্রমাদ লক্ষিত হইলে এবং তাহা সম্পাদকের গোচর করিলে তিনি তাহার সংশোধন করিবেন। তৎপরে ঐ তালিকা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।"

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন যে, অদ্য এই নিয়ম সম্বন্ধে আলোচনা স্থগিত রাখা হউক।

সভাপতি মহাশয় স্থগিত রাখার বিষয়ে ভোট লইলেন। স্থগিত রাখার পক্ষে ৫ জন এবং বিপক্ষে ৮ জন ভোট দিলেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

তৎপরে মূল প্রস্তাবের পক্ষে ভোট লওয়া হইল। প্রস্তাবের পক্ষে ৫ জন এবং বিপক্ষে ৩ জন ভোট দিলেন। মূল প্রস্তাব গৃহীত হইল।

(খ) সম্পাদক মহাশয় ৩২শ নিয়ম উপস্থিত করিলেন, কিন্তু সময়াভাবে প্রস্তাবের আলোচনা স্থগিত রাখা হইল।

স্থির হইল যে, আগামী পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে অবশিষ্ট নিয়মাবলী পরিবর্ত্তনাদির প্রস্তাব আলোচনা হইবে।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার　　　শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী
সহকারী সম্পাদক।　　　সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্র—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সম—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সাধুখাঁ, ১৬ উল্টাডাঙ্গা রোড। প্র—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সম—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—২। শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রকুমার চৌধুরী, এম-এ,

বি-এল, ৩২ বীডন রো। ৩। শ্রীযুক্ত রাধামাধব রায় সি, ই, (কুপার্স হিল) ৩ রায় ষ্ট্রীট, পিপল পট্টি। ৪। শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রিন্সিপ্যাল গবর্ণমেন্ট আর্ট স্কুল, ১৭২লোয়ার সারকুলার রোড্। ৫। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ নিয়োগী বি এস সি, ৪ ডাফ লেন, কলিকাতা। ৬। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদকুমার মুখোপাধ্যায়, বেলঘড়িয়া, পঞ্চাননতলা, ২৪ পরগনা। প্র—শ্রীযুক্ত রসময়রঞ্জন রায়, সম—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়,সদস্য—৭। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম-এ, ২৭ গোয়াবাগান লেন। ৮। শ্রীযুক্ত আব্দুল গফুর। প্র—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার, সম-ঐ, সদস্য—৯। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষাল, ফটো আর্টিষ্ট, ইম্পিরিয়াল রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউট, পুসা, বিহার। প্র—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, সম—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সদস্য—১০। শ্রীযুক্ত সদানন্দ ভাদুড়ী এম-এ, অধ্যাপক প্রেসিডেন্সী কলেজ। ১১। শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য, ৬।১১ চৌধুরী লেন। প্র—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, সম—ঐ, সদস্য—১২। শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত, ২ চন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট। প্র—শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, সম—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সদস্য—১৩। মহারাজা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা বি-এ, মহারাজা বাহাদুর, সুসঙ্গ, দুর্গাপুর, ময়মনসিংহ। প্র—ঐ, সম—শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী এম্ এ, সদস্য—১৪। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ, ১৪৭ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট। প্র—ঐ, সম—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—১৫। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন সেন রায়, জমিদার, বন্দর, ঢাকা। ১৬। শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ সাহা বি-এল, ৬ মাণিকতলা রোড্। ১৭। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, ৩৫।১ পটুয়াটোলা লেন। ১৮। মাননীয় শ্রীযুক্ত কুমারশঙ্কর রায় চৌধুরী, ৪৪ ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেন। প্র—শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ, সম—শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী, সদস্য—১৯। ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রণবপ্রসন্ন সেনগুপ্ত এম-বি, বি-এস-সি এফ্ জেড্ এস, ৬১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। ২০। ডাঃ শ্রীযুক্ত চারুব্রত রায় বি-এস সি, এম-বি, ৩৫ কলেজ ষ্ট্রীট। ২১। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, ১৫১।৩ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট। ২২। ডাঃ শ্রীযুক্ত নবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় এম-বি, ২৪।৩বি রমানাথ কবিরাজ লেন। ২৩। শ্রীযুক্ত মানদাকান্ত রায় এম বি, ডি টি এম, বেঙ্গল মেডিক্যাল সার্ভিস্, ১৭ রাজাবাগান জংসন রোড্। ২৪। শ্রীযুক্ত ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ চন্দ্র এম বি, আই এম এস, (ভূতপূর্ব্ব), ৭৯।২৭ লোয়ার সারকুলার রোড। ২৫। শ্রীযুক্ত ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম বি, ৬৫ পদ্মপুকুর রোড, এলগিন রোড্ পোঃ। প্র—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সম—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম, সদস্য—২৬। শ্রীযুক্ত ডাক্তার আশুতোষ দাঁ, ৭৬ বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা। প্র—শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ ঘোষ, সম—ঐ, সদস্য—২৭। শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র সোম, ২২।১ ক্যানেল ওয়েষ্ট রোড। প্র—শ্রীযুক্ত নীরদবরণ চক্রবর্ত্তী ভট্টাচার্য্য, সম—ঐ, সদস্য—২৮। শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চক্রবর্ত্তী, শিয়ালদহ বোর্ডিং, ১৪ হ্যারিসন রোড। প্র—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বসাক, সম—ঐ, সদস্য—২৯। শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার সেনগুপ্ত, ৪ অবিনাশ মিত্র লেন। প্র—ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী,

সব—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—৩০। শ্রীযুক্ত কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ, এম এ, সুসঙ্গ, ময়মনসিংহ। ৩১। রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম এ, বি এল, ২৫ হরিশ মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট। প্র—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সম—ঐ, সদস্য—৩২। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত, ম্যানেজার বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক, হ্যারিসন রোড ব্রাঞ্চ, ৮৩ হ্যারিসন রোড।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল—(১) প্রাচীন বঙ্গভাষা ও সাহিত্য,—(২) মহাভারতীয় নীতিকথা, ১ম খণ্ড ; শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়—(৩) সর্ব্বমঙ্গল,—(৪) মাতৃ-মঙ্গল, (৫) বাণীপুত্র, (৬) নববর্ষ, (৭) শ্রীকৃষ্ণাষ্টমী ; শ্রীযুক্ত লালমোহন মুখোপাধ্যায় - (৮) শ্রীমুখবংশ ; শ্রীযুক্ত নীরজনারায়ণ রায় চৌধুরী –(৯) প্রতিমা, (১০) সত্যনিকেতন, (১১)অঞ্জলি ; শ্রীযুক্ত দুর্গাবর মজুমদার—(১২) মহাত্মা ষষ্ঠীচরণ, (১৩) ঐ ; শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ঘোষ মৌলিক এম্ এ, বি এল - (১৪) বঙ্গনারীর ব্রতকথা ; শ্রীযুক্ত ডাঃ বামনদাস মুখোপাধ্যায় এম বি, (১৫) প্রসূতিপরিচর্য্যা ; The Secretary, Smithsonian Institution—(১৬) Fortieth Annual Report of the Bureau of American Ethnology, 1918—1919. (১৭) Music of the Tule Indians of Panama, (১৮) Explorations and Field-work of the Smithsonian Institution in 1925 ; The Registrar, Calcutta University—(১৯) Journal of the Department of Letters, Vol. XIII, 1926 ; The Manager, Govt. of India, Central Publication Branch—(২০) Memoirs of the Archaeological Survey of India, No. 28. [Bhasa and the Authorship of the Thirteen Trivandrum Plays), (২১) Twenty Seventh Annual Report of the Chief Inspector of Explosives in India for the year ending 31st March, 1926, (২২) Statistical Abstract for British India with Statistics, where available, relating to certain Indian States, from 1915-16 to 1924-25 ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ—(২৩) Rgvedic Culture ; The Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot—(২৪) Annual Report on the Administration of Jails of the Bengal Presidency, 1925 ; (২৫) Annual Report on the Police Administration of the Town of Calcutta and its Suburbs for the year 1925, (২৬) Council Proceedings, Official Report, Bengal Legislative Council, Twentysecond Session, 1926 ; মহারাজা বাহাদুর স্যর শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর—(২৭) Divine Music before Divine Mosques. শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র—(২৮)

The Condition of Villages in Bengal and some Suggestions about their Reconstruction; The Superintendent, Naval Observatory, Washington —(২৯) The American Ephimeris and Nautical Almanac, 1928.

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

১৬ই আশ্বিন ১৩৩৩, ৩রা অক্টোবর ১৯২৬, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ, পি আর এস মহাশয়-লিখিত "প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যভাষার গদ্যের ভঙ্গী," (খ) ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম এ, বি এল, ডি লিট্ মহাশয়-লিখিত "হরচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার নাট্যগ্রন্থাবলী" নামক প্রবন্ধ, ৫। শোকপ্রকাশ—(ক) রায় রামচরণ মিত্র এম এ, বি এল, সি আই ই, বাহাদুর (খ) জ্যোতিশ্চন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল, (গ) হরগোপাল দাস কুণ্ডু, (ঘ) চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী বি এ, (ঙ) নিত্যধন মুখোপাধ্যায়, (চ) নীলধন মুখোপাধ্যায়, (ছ) বিনয়কৃষ্ণ বসু, (জ) ললিতমোহন দত্ত, (ঝ) অমূল্যদেব পাঠক বি এল, (ঞ) কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, (ট) গণেশচন্দ্র নন্দী, (ঠ) রায় সুরেশচন্দ্র সেন এম এ, বাহাদুর এবং (ড) কালীকৃষ্ণ সেন মহাশয়গণের পরলোকগমনে, ৬। বিবিধ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্ সি (এডিন), এফ-আর এস ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত দ্বাত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনের এবং তৃতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তি যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার, প্রস্তাবিত সদস্য—শ্রীযুক্ত ডাঃ রমেশচন্দ্র রায় এল এম এস, ৩৭ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

৩। ক—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ মহাশয় তাঁহার "প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যভাষার গদ্যের ভঙ্গী" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধপাঠের পর শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, পি-এচ্. ডি, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিলেন। প্রবন্ধলেখক মহাশয় সে সম্বন্ধে উত্তর দিলেন। এই আলোচনা প্রবন্ধের সহিত পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

(খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডক্টর সুশীলকুমার দে এম এ, বি এল্, ডি লিট মহাশয় উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া এবং রাত্রি অধিক হওয়ায় তাঁহার "হরচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার নাট্য-গ্রন্থাবলী" নামক প্রবন্ধের পাঠ স্থগিত রহিল।

৫। শোক-প্রকাশ—শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত সদস্যগণের পরলোকগমন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন। সমবেত সদস্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া মৃত ব্যক্তিগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন,—

(ক) রায় রামচরণ মিত্র বাহাদুর এম এ, বি এল, সি আই ই, (খ) জ্যোতিশ্চন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল, (গ) হরগোপাল দাস কুণ্ডু, (ঘ) চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী বি এ, (ঙ) নিত্যধন মুখোপাধ্যায়, (চ) নীলধন মুখোপাধ্যায়, (ছ) ললিতমোহন দত্ত, (জ) অমূল্যদেব পাঠক বি এল্, (ঝ) কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, (ঞ) গণেশচন্দ্র নন্দী, (ট) রায় সুরেশচন্দ্র সেন বাহাদুর এম এ এবং (ঠ) কালীকৃষ্ণ সেন।

(ক) রায় রামচরণ মিত্র এম এ, বি এল্, সি আই ই বাহাদুর কলিকাতা হাইকোর্টের সরকারী উকিল ছিলেন এবং দেশের বহু সদনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

(খ) রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের অন্যতম পুত্র জ্যোতিশ্চন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল মহাশয় হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার ছিলেন।

(গ) হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় বগুড়া সেরপুরের অধিবাসী ছিলেন। জীবনের অধিকাংশ কাল রঙ্গপুরে থাকিতেন। তথায় রঙ্গপুর-শাখা-পরিষদের তিনি একজন উৎসাহী কর্ম্মী ছিলেন। তাঁহার বহু প্রবন্ধ মূল-পরিষদের ও রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের পত্রিকায় এবং বিবিধ সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি "পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও করতোয়া," "সেরপুরের ইতিহাস" ও "পল্লীকাহিনী" নামক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বৃহৎ "বরেন্দ্র-বিবরণ" লিখিতেছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

(ঘ) নিত্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় হাওড়ার একজন প্রতিষ্ঠাবান্ আইনব্যবসায়ী ছিলেন।

(ঙ) নীলধন মুখোপাধ্যায়, (চ) ললিতমোহন দত্ত কয়েক বৎসর পরিষদের সদস্য ছিলেন।

(ছ) কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (ত্রিমলা), (জ) গণেশচন্দ্র নন্দী, এবং (ঝ) অমূল্যদেব পাঠক বি এল (দিনাজপুর) পরিষদের পুরাতন সদস্য ছিলেন।

(ঞ) রায় সুরেশচন্দ্র সেন এম এ বাহাদুর পরিষদের অতি পুরাতন সদস্য ছিলেন। তিনি সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। তিনি অনেক ক্ষেত্রে সৎসাহসের পরিচয় দিয়া দেশবাসীর বহু উপকার করিয়া গিয়াছেন।

(ট) কালীকৃষ্ণ সেন বি এল্ (বেলেঘাটা) মহাশয় শিয়ালদহ কোর্টের একজন বিখ্যাত উকীল ছিলেন।

(ঠ) শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয় বলিলেন, চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী মহাশয় বঙ্গের একটি রত্নবিশেষ ছিলেন। আমার শিক্ষা ও জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল এই তিনজনের উপদেশে—স্বর্গীয় রামেন্দ্রবাবু, স্বর্গীয় চন্দ্রভূষণবাবু ও স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়। এই জন্য আমি আজ ৺ভাদুড়ী মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইতে আসিয়াছি। তাঁহার মত রসায়নশাস্ত্রে পণ্ডিত ভারতে জন্মিয়াছেন কি না, সন্দেহ। তিনি পেড্‌লার সাহেবের সময় প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবরেটারীতে কাজ করিতেন। ঐ কলেজের ল্যাবরেটারীর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটারীর পরিকল্পনা তাঁহারই। তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু মহাশয় প্রভৃতি ঔষধ তৈয়ারী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, ৺ভাদুড়ী মহাশয় উহার বৈজ্ঞানিক বিভাগের ভার লইয়াছিলেন। তিনি কখনও বিলাতে যান নাই বা সালফিউরিক এসিড প্রস্তুতের চেম্বার দেখেন নাই। কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠানে তাঁহার মস্তিষ্কপ্রসূত সালফিউরিক এসিডের চেম্বার দেখিয়া দেশের ও বিদেশের বহু বৈজ্ঞানিক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ট্রাভার্স উহা দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন। সমস্ত চেম্বারটি সীসক-নির্ম্মিত। ব্লো-পাইপ দ্বারা অক্সি-হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়া তিনি সীসা গলাইয়া উক্ত চেম্বার তৈয়ারী করিয়াছিলেন। উঁহার সহায় ছিল হিরু মিস্ত্রী মাত্র। টেক্‌নিক্যাল কেমিষ্ট্রীর জ্ঞান তাঁহার অসাধারণ ছিল। কৃষ্ণনগরে তাঁহার বাড়ী। তিনি হঠাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া "বেঙ্গল মিস্‌লেনী" নামক এক স্বদেশী কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া নানা দ্রব্যের উদ্ভাবন করিয়াছেন।

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, ৺চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী মহাশয়ের স্মৃতি পরিষদে রক্ষা করা উচিত। শ্রীযুক্ত প্রবোধবাবু বলিলেন যে, তিনি পরিষদে ৺চন্দ্রবাবুর একখানি চিত্র দান করিবেন।

শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় এই জন্য শ্রীযুক্ত প্রবোধবাবুকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্-এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, উপহৃত পুস্তক—(১) হিন্দুজাতি ও শিক্ষা (২য় ভাগ), (২) A Study in Hindu Social Polity ; শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ করণ—(৩) সমাজ-রেণু ; The Manager, Government of India. Central Publication Branch—(৪) Epigraphia Indica, Vol. XVIII, Part V. (৫) Do. Do. Part VI, (৬) Records of the Geological Survey of India. Vol. LIX. Part 2. 1926. রেজিষ্ট্রার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—(৭) The Origin and Development of the Bengali Language by Dr. Sunitikumar Chatterji M.A., D. Litt. Vol I. and Vol II.

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

১২ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৩, ২৮এ নবেম্বর ১৯২৬, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৹টা।

স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"বাস্তব জীবনে ফলিত জ্যোতিষের স্থান" বিষয়ে প্রবন্ধ-পাঠ।

প্রবন্ধ-পাঠক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ।

পরিষদের সহকারী সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম এ, বি এল, এল এল ডি, সি আই ই, সি বি ই, সুরিরত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবুর ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে যে কৃতিত্ব আছে, তাহা সকলেই জানেন। এই শাস্ত্র যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী। Nautical Almanac প্রভৃতি আলোচনা করিয়া তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা বহুল গবেষণার পরিচায়ক।

অতঃপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় "বাস্তব জীবনে ফলিত জ্যোতিষের স্থান" বিষয়ে একটী প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি প্রধানতঃ পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতগণের, বিশেষতঃ Dr. Broughton, Charles Carter, Hippocrates প্রভৃতি পণ্ডিতগণের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাস্তব জীবনে জাতক-

বিচার ব্যতীত গৃহ-নির্ম্মাণ, বীজবপন, রোগের ফলাফল বিচার, পশুপালন প্রভৃতি বহু বিষয়ে ফলিত জ্যোতিষের গণনানুসারে কার্য্য করিয়া আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে। হিন্দু জ্যোতিষের এরূপ লিখিত Statistics পাওয়া যায় না বলিয়া তিনি এ বিষয়ের আলোচনা এই প্রবন্ধে করেন নাই। প্রজনন শাস্ত্রে (Eugenics) ফলিত জ্যোতিষের প্রভাব বিস্ময়কর। Bailey সাহেবের Pre-natal Epoch গ্রন্থে এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা রহিয়াছে। তিনি বলেন, যাঁহারা হিন্দু শাস্ত্রের বিধি নিষেধ শিরোধার্য্য করিয়া চলেন, তাঁহাদের পক্ষে দৈনন্দিন জীবনের প্রতি পাদ-বিক্ষেপে জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণের সূক্ষ্ম গণনার দ্বারা অনুকূল কালের প্রতীক্ষা করিয়া জলাশয় প্রতিষ্ঠা, গৃহ-নির্ম্মাণ, পূজা পার্ব্বণ সম্পাদন, দেবতা প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষাদি রোপণ, নৌকা গঠন, বাণিজ্য করণ প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। যদি সাধারণের মনে এই ধারণা হইয়া থাকে যে, জ্যোতিষ শাস্ত্রটী অব্যবহার্য্য নহে, অধিকন্তু মানবের জীবনযাত্রার পক্ষে বহু স্থানে বিশেষ উপযোগী, তাহা হইলে এই শাস্ত্রের scientific value দেখাইতে হইবে, এবং তজ্জন্য ইহার রীতিমত research হওয়া উচিত এবং নিরপেক্ষভাবে statistics সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম ডি, এম এস্-সি মহাশয় বলিলেন যে, কর-কোষ্ঠীর বিচার বহু সময়ে মিলিয়া যায়। এ বিষয়ে বিশেষ চর্চ্চা হওয়া উচিত। চিকিৎসকগণ রোগীর আয়ু দেখিয়া চিকিৎসা করিতেন। এখন চিকিৎসকগণের জ্যোতিষ জানা দরকার।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, জ্যোতিষের গণনার প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। অনেকে সায়ন মতে গণনা করেন, আবার অনেকে নিরয়ন মতে গণনা করেন। কোন্ মতে গণনা করিলে সুনিশ্চিত ফল পাওয়া যাইতে পারে, তাহার নির্দ্দেশ থাকা উচিত।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ মহাশয় বলিলেন যে, তিনি ৫ বৎসর পূর্ব্বে কাশীতে একজন দণ্ডীর নিকটে নিজ করকোষ্ঠী দেখাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, এক বৎসর মধ্যেই তাঁহার জীবন শেষ হইবে। তদনুসারে তিনি তাঁহার বিষয়াদির যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার গণনা সফল হয় নাই। তিনি এই ৫ বৎসর বাঁচিয়া আছেন। আর একজন জ্যোতিষী তাঁহার পা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি এখনও ২১।২২ বৎসর বাঁচিয়া থাকিবেন।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিলেন যে, অগ্রকার বক্তা তাঁহার অধ্যাপক —তাঁহার নিকট এই শাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত একেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন যে, করকোষ্ঠী বহু সময়ে মিলিয়া যায়। এ কথা সত্য। হাতের রেখায় ২।৪ মাস ও ২।৪ বৎসরে বহু পরিবর্ত্তন হয়। বিশেষতঃ সূক্ষ্ম রেখাগুলির অধিক অদল বদল হয়। জ্যোতিষ মতে মৃত্যুসময় ঠিক বলা কঠিন, তবে কাছাকাছি সময়ের (approximate) নির্দ্দেশ করা

যায়। গণনায় ভুল হওয়া স্বাভাবিক। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবু পাশ্চাত্যদেশের উদাহরণ দিয়াছেন। এ দেশের record নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ দেশে এত প্রমাণ ছিল যে, অন্য দেশে প্রমাণের জন্য যাইতে হইত না। কালের ঘাত-প্রতিঘাতে সকল প্রমাণই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন কালের ঋষিগণের লিখিত গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না—নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন ২।৪ শত বৎসরের বই লইয়া এই বিষয়ে আলোচনা করিতে হয়। সেই জন্য অনেক সময়ে অনেক কথা খাপছাড়া বোধ হয়। লগ্নমত ঘর তৈয়ারি হইলে ২।৩ হাজার বছর টিকিয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ মজুমদার মহাশয় বলিলেন যে, দেশে পাঁজী পুথির এত প্রচলন হইয়াছে—ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, দেশে জ্যোতিষের চর্চ্চা বেশ চলিতেছে। ইউরোপে এই চর্চ্চা বিজ্ঞানসম্মতভাবে হইতেছে, এখানে তাহা হইতেছে না। বৈজ্ঞানিক ইউরোপ মানুষের উপর গ্রহগণের আধিপত্য স্বীকারই করেন না। আমাদিগকে এ বিষয়ে বুঝাইতে হয় না। চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে ফলিত জ্যোতিষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, আগেকার লোকে এ কথা বলিতেন।

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, বৈদিক যুগে যাগ যজ্ঞ সব বিশেষ বিশেষ তিথি নক্ষত্র দেখিয়া অনুষ্ঠিত হইত। ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বলিতেন যে, উহা প্রতারণার শাস্ত্র—রাক্ষসী বিদ্যা। খুব প্রাচীন যুগে এ শাস্ত্র ছিল বলিয়া মনে হয় না। কোন্ সময়ে ইহার আদর হয়, তাহা আলোচনাসাপেক্ষ।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয় বলিলেন যে, তিনি বিখ্যাত জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত কালীপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট একখানি কোষ্ঠী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন—তাহার ফলাফল ঠিক ঠিক মিলিয়া গিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় বলিলেন যে, হিন্দু জ্যোতিষের বহু গ্রন্থ ছিল, কিন্তু এখন তাহা পাওয়া যায় না। ভারতের নিকট প্রথমে আরবীয়গণ ও পরে মিশরবাসিগণ এই জ্যোতিষ শিক্ষা করে। তিনি নিজের জীবনে দেখিয়াছেন যে, তাঁহার কোষ্ঠীর গণনা-মত যথাসময়ে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে। হিন্দু জ্যোতিষই সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। হিন্দুগণ জ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা জ্যোতিষের ফলাফল বুঝিতে পারিতেন। ইউরোপ এ শাস্ত্রের নূতন আলোচনা করিতেছে। প্রাচীন কালের মত ভারতে এখন আর সেরূপ চর্চ্চা নাই।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল মহাশয় বলিলেন যে, তিনি জ্যোতিষ মানিয়া চলেন—ইহা কুসংস্কার নহে। তাঁহার এক খুল্লতাত ব্যাধিগ্রস্ত হন। জ্যোতিষিগণ বলেন যে, এক বৎসর তিনি ভুগিবেন। বিখ্যাত ভরত কবিরাজ তদনুসারেই তাঁহার চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য সম্পাদন করেন। দৈনন্দিন জীবনে ফলিত জ্যোতিষের

আবশ্যকতা নাই, এ কথা স্বীকার করা যায় না। স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কোন সময়ে বলিতেন যে, তাঁহার সময় খারাপ যাইতেছে। তিনি জ্যোতিষ মানিতেন।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বি এ মহাশয় বলিলেন যে, তিনি শ্রীযুক্ত একেন্দ্র বাবুর মতের পোষকতা করেন। কবিরাজগণ রোগীর আয়ু দেখিয়া চিকিৎসা করিতেন। কবিরাজকে জ্যোতিষ জানিতে হইত। জ্যোতিষ অনুসারে মাসের প্রত্যেক ৫ দিনের জন্য যে সকল খাদ্য নিয়ন্ত্রিত আছে, তাহার সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে। সূর্য্যগ্রহের প্রভাব মানবজীবনে অধিক, তাহা বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। সূর্য্যরশ্মি সকলেরই দরকার। একটা ঘটনা এই ভাবে ঘটিয়াছিল - খুলনার ম্যাজিষ্ট্রেট সফরে যাবেন, ভোর ছটার সময় পেস্কারকে ষ্টীমারঘাটে উপস্থিত থাকিতে হুকুম দেন। পেস্কার দেখিলেন যে, সে দিন মঘা। মঘা না কাটিয়ে তিনি যাবেন না। সাহেব ঘাটে গিয়া দেখেন যে, পেস্কার নাই। তখনই তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গেলেন। ঘটনাক্রমে ঘাটের কাঠের সিঁড়ি দিয়া উঠিতে সাহেব পড়িয়া গেলেন, অমনি compound fracture অতঃপর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সফরে যাইবার আগে পেস্কারকে জিজ্ঞাসা করিতেন,—পেস্কার, দেখ ত মঘা শালা কোথা আছে? তিনি নিজে একবার কর্ম্মস্থল হইতে বদলি হইয়া অন্যত্র যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন, অমাবস্যা কাটিয়া গেলেই যাত্রা করিবেন। পি এম বাগচীর পাঁজী অনুসারে তিনি যে সময় দেখিয়াছিলেন, সেই সময়েই তিনি যাত্রা করেন, পরে ১০ মাইল গিয়াই তাঁহার গাড়ী উল্টাইয়া গেল। পরে জানিতে পারেন যে, উক্ত পাঁজীর গণনা ঠিক নহে, গুপ্তপ্রেসের গণনাও শুদ্ধ নহে। উহাঁরা খণ্ডা অনুসারে গণনা করেন। তাহা উচিত নহে। পঞ্জিকার সংস্কার ও সংশোধন দরকার।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সকল আলোচনার উত্তরে বলেন যে, তাঁহার উদ্দেশ্য—দৈনন্দিন জীবনে ফলিত জ্যোতিষের আবশ্যক কিরূপ তাহার বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিয়া নির্দ্দেশ করা দরকার। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই জ্যোতিষের আলোচনা হওয়া উচিত—পাশ্চাত্য দেশে ঐ প্রণালীতে ইহার আলোচনা হইতেছে। সায়ন নিরয়ন সম্বন্ধে এদেশে কোন record নাই। হিন্দু জ্যোতিষমতে গণনা করিতে হইলে নিরয়ন মতেই গণনা করিতে হয়—বিজাতি মতে সায়ন গণনা চলে। তাঁহারা বলেন, Moveable Zodiac, হিন্দুরা বলেন Fixed Zodiac. ডিগ্রি হিসাবে উভয় গণনায় কিছু তফাৎ দেখা যায়। শ্রীযুক্ত একেন্দ্রবাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা খুব দরকারী কর-কোষ্ঠীর বিচার সম্বন্ধে Bonham's Hand Reading, Caroর Palmisry প্রভৃতি পুস্তক খুব উচ্চ-দরের। দৈনিক-জীবনে যেমন ডাক্তার, শিক্ষক প্রভৃতির প্রয়োজন হয়, তেমনই জ্যোতিষীর স্থান হওয়া উচিত। এই জ্যোতিষের বিরুদ্ধে আমেরিকায় একটি অতি বড় সভা কাজ করিতেছেন। তাঁহারা অনেক বড় বড় জ্যোতিষের মত খণ্ড খণ্ড করিয়া উড়াইয়া দিতেছেন—তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন যে, যদি কেহ এই জ্যোতিষকে একটি বিজ্ঞান বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন, তবে তাঁহাকে তাঁহারা ৬০০০ ডলার পুরস্কার দিবেন। যাহা হউক, এই ভয়ে পিছাইলে

চলিবে না। জ্যোতিষ বহুদিনের শাস্ত্র। হিন্দু জ্যোতিষ সম্বন্ধে বক্তা মহাশয় বলিলেন যে, হিন্দু জ্যোতিষের উপর তাঁহার আস্থা কমে নাই। বিগত পূজার সংখ্যা "ফরওয়ার্ড" কাগজে তিনি হিন্দু জ্যোতিষ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। হিন্দু-জ্যোতিষ অত্যন্ত প্রাচীন এবং ইহা কোনদেশের নিকট ঋণী নহে।

তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় প্রবন্ধপাঠক এবং আলোচনাকারিগণকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, হিন্দু-জ্যোতিষের প্রাধান্য আছে ও থাকিবে। হিন্দু-জাতিকে রাখিতে হইলে, হিন্দুর দেবদেবীর পূজাপার্ব্বণ বজায় রাখিতে হইলে, পঞ্জিকাকে রাখিতে হইবে। অতএব হিন্দুজ্যোতিষকে রাখিতে হইবে। হিন্দুজ্যোতিষের যে কয়খানি বই আছে, সেগুলি তখনকার পণ্ডিতগণের ভূয়োদর্শনের ও আলোচনার ফল। জ্যোতিষের ফলাফল সম্বন্ধে বিলাতের মত Statistics সংগ্রহ করিবার মোহ ত্যাগ করিতে হইবে। বিলাতের কোন বড়লোক বলিয়াছেন যে, Statistics are lies—damn lies—উহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। আমি এ শাস্ত্রে অনধিকারী, তবে Nautical Almanacএর মতে গণনায় ফল আশ্চর্য্যজনক বলিয়া জানি। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবু রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়া এবং শ্রীযুক্ত একেন্দ্র বাবু বাইওলজীর অধ্যাপক হইয়া যে জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনায় মন দিয়াছেন —ইহা অত্যন্ত আশাপ্রদ। Greenwichএর Observatoryর Chromometre নষ্ট করিয়া দিবার জন্য একদল German নিযুক্ত ছিল—আমি সেই সময় উক্ত Observatory দেখিতে গিয়াছিলাম। কি বিশাল ব্যাপার! যাহা হউক, দেশের হাওয়া ফিরে আস্‌ছে। আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন—তিনি তিথি নক্ষত্র মানিয়া চলিতেন। আমার স্বর্গীয় ভ্রাতা সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী জ্যোতিষের সাহায্য লইয়া লোকের উপর অস্ত্রোপচার করিতেন।

শ্রীযুক্ত রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

১৯এ অগ্রহায়ণ ১৩৩৩, ৫ই ডিসেম্বর ১৯২৬, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম এ, বি এল, ডি-লিট মহাশয়-লিখিত "হরচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার নাট্য-গ্রন্থাবলী" নামক প্রবন্ধ, ৫। পূর্ব্ব-বিজ্ঞাপিত এবং নিম্নলিখিত নিয়ম পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব—বর্ত্তমান ১৫শ নিয়ম—"প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে প্রবেশিকা ১৲ টাকা এবং অন্যূন ৷৷০ হিসাবে মাসিক চাঁদা দিতে হইবে।" ইহার পরিবর্ত্তে প্রস্তাবিত নিয়ম—"প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে প্রবেশিকা ১৲ টাকা দিতে হইবে এবং কলিকাতাবাসী সাধারণ-সদস্যকে বার্ষিক অন্যূন ৯৲ নয় টাকা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যগণকে বার্ষিক অন্যূন ৬৲ ছয় টাকা চাঁদা দিতে হইবে।" ৬। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

২। প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণের নাম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় পাঠ করিলে যথারীতি সমর্থনের পর তাঁহারা সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। [নামের তালিকা ক—পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।]

৩। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা পাঠ করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। [তালিকা খ—পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য]।

৪। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম এ, বি এল, ডি লিট মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় সভাপতি মহাশয়ের নির্দ্দেশক্রমে সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, শ্রীযুক্ত সুশীলবাবুর লিখিত "হরচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার নাট্য গ্রন্থাবলী" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত বি এ, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার এবং শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করেন।

৫। শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম ডি মহাশয়, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত

নিম্নলিখিত নিয়ম পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—১৪শ নিয়ম "প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে প্রবেশিকা ১৲ টাকা এবং অন্যূন ॥০ হিসাবে চাঁদা দিতে হইবে।" স্থলে "প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে প্রবেশিকা ১৲ টাকা দিতে হইবে এবং কলিকাতাবাসী সাধারণ-সদস্যকে বার্ষিক ৯৲ টাকা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যকে বার্ষিক অন্যূন ৬৲ ছয় টাকা চাঁদা দিতে হইবে।" শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় "কলিকাতাবাসী প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে বার্ষিক অন্যূন ১২৲ করিয়া চাঁদা দিতে হইবে" এইরূপ সংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাহা সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, উপরোক্ত উভয় প্রস্তাবই সমীচীন। তবে অদ্যকার সভায় সদস্যসংখ্যা নিতান্ত অল্প। সেই জন্য এইরূপ গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা এই সভায় হওয়া সঙ্গত নহে। এই বলিয়া তিনি অদ্যকার অধিবেশনে এই প্রস্তাব আলোচনার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন এবং শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত এম এ মহাশয় ইহা সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের অধিবেশনে এতদপেক্ষা অধিক সদস্যের সমাগম আজকাল দেখা যায় না। সুতরাং এ প্রস্তাবের আলোচনা স্থগিত রাখিয়া বিশেষ কোন লাভ নাই।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে বলিলেন যে, চাঁদা বৃদ্ধি প্রস্তাবের আলোচনার জন্য অন্য অধিবেশন আহ্বানে তাঁহার অমত নাই। কিন্তু অন্যান্য নিয়ম পরিবর্ত্তনের প্রস্তাবগুলি যেন এই অধিবেশনেই আলোচিত হয়।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাব সম্বন্ধে ভোট গ্রহণ করিলেন। অদ্যকার অধিবেশনে চাঁদা-বৃদ্ধি-প্রস্তাব-আলোচনা স্থগিত রাখিবার পক্ষে ৮ আট জন এবং বিপক্ষে ৮ আট জন সদস্য ভোট দেওয়ায় এবং সভাপতি মহাশয় তাঁহার কাষ্টিং ভোট বিপক্ষে দেওয়ায় শ্রীযুক্ত কিরণ বাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম ডি মহাশয়ের মূল প্রস্তাব সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় যে সংশোধক প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা হউক—এই প্রস্তাবের পক্ষে ৭ সাত জন এবং বিপক্ষে ৬ জন সদস্য ভোট প্রদান করায় শ্রীযুক্ত গণপতি বাবুর সংশোধিত প্রস্তাবের আলোচনা অদ্যকার অধিবেশনে হইবে তাহা স্থির হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত গণপতি বাবুর সংশোধিত প্রস্তাবের পক্ষে ১৩ জন এবং বিপক্ষে কেহ ভোট না দেওয়ায় উক্ত প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অতঃপর কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত নিম্নলিখিত নিয়ম-পরিবর্ত্তন-প্রস্তাবগুলি আলোচনার পর অধিকাংশের মতে গৃহীত হইল,—

৩২শ নিয়মের ২১ স্থলে ১৯ হইবে এবং সহকারী সম্পাদক ৬ স্থলে ৪ হইবে। এবং "দ্রষ্টব্য" অংশ উঠিয়া যাইবে।

৩৩ (ক) নিয়মের ১২শ পঙ্‌ক্তির "হইবে" এই কথার পর নিম্নোক্ত তিনটি নূতন নিয়ম বসিবে,—

"৩৩ (খ)। ভোটারের তালিকাভুক্ত উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যকে সেই দিনকার সভাপতির স্বাক্ষরযুক্ত এক একখানি ব্যালটপত্র দেওয়া হইবে এবং তিনি তাহা পূরণ করিয়া স্বহস্তে সভাপতির সম্মুখস্থ কোন একটি ব্যালট্‌-বাক্সে রাখিবেন। ভোট দিবার সময় কোন সদস্য ভোটারশ্রেণীভুক্ত কি না, এ সম্বন্ধে আপত্তি উঠিলে, সভাপতি তাহার মীমাংসা করিবেন এবং সে মীমাংসা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৩ (গ)। অতঃপর ভোট গণনার জন্য সভাপতি এক বা একাধিক ব্যক্তিকে ভোট পরীক্ষক নিযুক্ত করিবেন এবং তিনি বা তাঁহারা ভোট গণনা করিয়া গণনা-ফল সভাপতি গোচর করিবেন। ভোট গণনাস্থলে পদপ্রার্থী স্বয়ং অথবা তাঁহার নির্দিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকিতে পারিবেন এবং কোনরূপ আপত্তির বিষয় থাকিলে তৎক্ষণাৎ সভাপতির গোচর করিবেন। ঐ আপত্তি সম্বন্ধে সভাপতি যে মীমাংসা করিবেন, তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে

৩৩ (ক) নিয়মের শেষ ৪ পঙ্‌ক্তি ("এইরূপে" হইতে "হইবে" পর্য্যন্ত) ৩৩ (ঘ) নিয়মরূপে গণ্য হইবে।

৩৩ (ঙ)। বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি যে ব্যক্তিকে যে কর্ম্মাধ্যক্ষের পদে নির্ব্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন, তাহাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং কোন সদস্য তাহার প্রতিবাদ করিতে সক্ষম হইবেন না।"

৩৬ (ক) ধারার ৬ষ্ঠ পঙ্‌ক্তির "সপ্তাহের" স্থলে "দশ দিনের" হইবে এবং ১১শ পঙ্‌ক্তির "পরে সদস্যদিগের নিকট" অংশ হইতে ১৫শ পঙ্‌ক্তির "করিবেন" পদের স্থলে এইরূপ বসিবে,

"পরে সম্পাদকের সম্মুখে ঐ ভোট-পরীক্ষকগণ ভোটের সমষ্টি গণনা করিয়া, ভোটের সংখ্যার ক্রম-অনুসারে নাম সাজাইয়া, কে কত ভোট পাইয়াছেন, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া, নিজ নিজ নাম স্বাক্ষরে ভোট-সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজ-পত্রাদি বাক্সে তালা বন্ধ ও শিল মোহর করিয়া, বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত করিবার জন্য সম্পাদকের হস্তে অর্পণ করিবেন। বার্ষিক অধিবেশনে সদস্যগণের সম্মুখে সম্পাদক ঐ বাক্স খুলিবেন এবং যে ২০ জন অধিক ভোট পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচিত বলিয়া সভাপতি বিজ্ঞাপিত করিবেন।"

৩৬ (ক) নিয়মের শেষে এইরূপ যোগ হইবে, —

"বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি যে ২০ জন ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন, তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।"

৪২ (ক) নিয়মের শেষে এইরূপ যোগ হইবে,—

"কিন্তু কেহ কোন প্রস্তাব পাঠাইলে তাহা সম্পাদক কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আগামী বা তৎপরবর্ত্তী অধিবেশনে উপস্থিত [illegible]

প্রস্তাবকর্ত্তার গোচর করিবেন।"

৪৬ (খ) নিয়মের "উপযুক্ত সময়ের মধ্যে" স্থলে "আগামী বা তাহার পরবর্তী" হইবে।
৫৩ (খ) নিয়মের "২০" স্থলে "৩৫" হইবে এবং "যথোপযুক্ত দিনে" স্থলে "দুই মাসের মধ্যে" হইবে।

৬১ সংখ্যক নিয়ম এইরূপ হইবে—"সম্পাদক কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির বিচারের জন্য প্রেরিত পত্রাদি কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সমীপে উপস্থাপিত করিবেন।"

পরিশেষে রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত এবং কালিদাস রায় চৌধুরী এম এ, বি এল মহাশয়দ্বয়ের মৃত্যুতে সভাপতি মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করেন এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় পরিষদের অন্যতম সদস্য কবিরাজ হেমচন্দ্র সেন মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া বলেন যে, ইনি আয়ুর্ব্বেদ-সভা ও অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের অন্যতম সেবক ও আয়ুর্ব্বেদের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্য

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার, সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সদস্য—১। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষ, ২২ এ আতাবাগান লেন; প্র—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সম—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সদ—২। শ্রীযুক্ত জগৎচন্দ্র মিত্র, ১০।১ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট; প্র—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, সম—ঐ, সদ—৩। শ্রীযুক্ত গৌরেশচন্দ্র সরকার, কীর্ণাহার, বীরভূম, ৪। শ্রীযুক্ত অনাদিকিঙ্কর রায়, নাগুর, সাঁকলিপুর, বীরভূম, ৫। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামনগর সাহড়া, বীরভূম, ৬। শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, লাভপুর, বীরভূম; প্র—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সম—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই, সদ—৭। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, মণিরামপুর, বারাকপুর; ৮। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ঘোষাল বি এল, উকিল, শ্রীরামপুর; প্র—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সম—ঐ সদ—৯। শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র নন্দী, ২।১১ সার্পেন্‌টাইন লেন; প্র—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, সম—ঐ, সদস্য—১০। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু; ১১। শ্রীযুক্ত মাখনলাল ঘোষ; ১২। শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু; ১৩। শ্রীযুক্ত তারানাথ দত্ত; ১৪। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র। প্র—শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, সম—ঐ, সদস্য—১৫। ডাঃ জি তুচ্চি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েণ্টাল ক্লিসিক্যাস লিটারেচারের অধ্যাপক, রমণা, ঢাকা; প্র—শ্রীযুক্ত

গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সম—ঐ, সদস্য—১৬। শ্রীযুক্ত রামলাল মুখোপাধ্যায়, জমীদার, ... পাড়া, হুগলী; প্র—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সম—ঐ, সদ—১৭। শ্রীযুক্ত ... নারায়ণ বসু ১০ উল্টাডাঙ্গা রোড; প্র—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, সম—ঐ, সদ—১৮। ... মনোরঞ্জন মল্লিক এম এ, বি এল, ২ চক্রবেড়ে লেন, পোঃ এলগিন রোড; প্র—শ্রীযুক্ত ... চন্দ্র রায় এম এ, সম—ঐ, সদস্য—১৯। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন বি এল, উকিল, রাঁচি।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু সি আই ই, উপহৃত (১) নীলাচল; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ—(২) মানুষ গড়া; (৩) ভারতের ; (৪) W. C. Bonnerjee; (৫) The War Against War; (৬) The B... Mimānsā; (৭) Poems of Wordsworth, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, (৮) গীতামৃত (২য় সং), শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ—(৯) দেবদূত, শ্রীযুক্ত গণপতি বিদ্যারত্ন (১০) রাজসিংহ, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ—(১১) ভট্টপল্লী বাসি... পরিচয়; শ্রীযুক্ত মদনমোহন কবিরঞ্জন কবিরাজ—(১২) নৈষধচরিত (মধুসূদন দত্ত বিরচি... ২ খানি; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৩) নিরুপমা বর্ষ স্মৃতি, ১৩৩৩, শ্রীযুক্ত ... দত্ত—(১৪) শ্রীশ্রীশুকমুখামৃত, (৫ম সংখ্যা); The Officer-in-charge, Beng... Sectt. Book Depot,—(১৫) Supplement to the Report on Public Instru... tion in Bengal for the year 1924—25, (১৬) Report on the P... Administration in the Bengal Presidency for the year 1925; Superintendent, Govt Printing and Stationary, Burma—(১৭) Re... of the Supdt. Archaeological Survey, Burma, for the year ending March, 1926. The Secretary, Smithsonian Institution—(১৮) Mex... Mosses collected by Brother Arsene Brouard; The Manager, Go... of India, Central Publication Branch—(১৯) The Indus Valley in Vedic Period (Memoirs of the Archæological Survey of India, No. 3 (২০) Proceedings of Meetings of the Indian Historical Reco... Commission, 8th Meeting, Lahore. Vol VIII; (২১) Records of Geological Survey of India, Vol, LIX, Part 3. (২২) Review of t... Trade of India in 1925—26.